ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

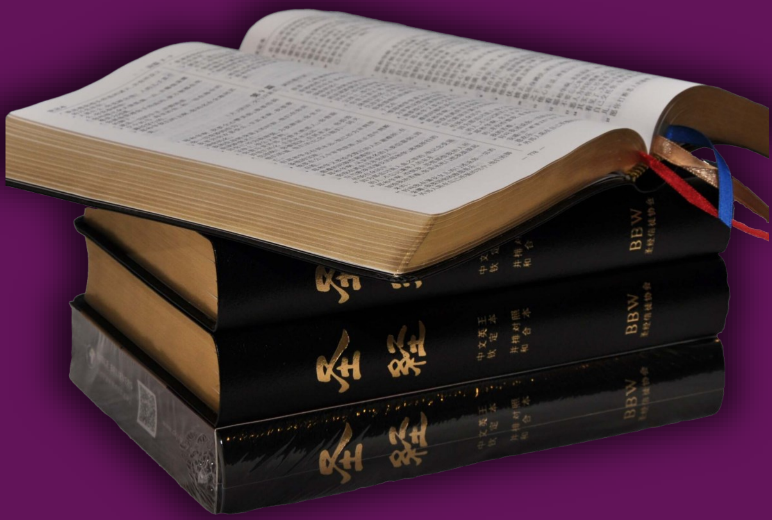

যোহন লিখিত সুসমাচারের টীকাপুস্তক

Commentary on the Gospel of John

Part 2 : John Chapter 12-21

২য় অংশ : যোহন ১২-২১ অধ্যায়

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

যোহন লিখিত সুসমাচারের উপর লিখিত
ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

২য় অংশ

যোহন ১২-২১ অধ্যায়

প্রাথমিক অনুবাদ : রেভা. টমাস নির্ঝর বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

BACIB | International Bible CHURCH

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড
ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Gospel According to John

Primary Translator : Rev. Thomas Nirjhar Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)
   Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১২

এর আগের অধ্যায়ের শেষে আমরা আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি অসম্মান দেখানোর দুঃখজনক বিবরণ সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি। এই অসম্মান দেখিয়েছিল ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা, যখন তারা তাঁকে তাদের জাতির বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল এবং অত্যন্ত জঘন্যভাবে তাঁর উপর কলঙ্ক লেপন করেছিল। কিন্তু এই অধ্যায়ের বর্ণিত ঘটনা ভারসাম্য রক্ষা করেছে খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে। এইভাবে একটি অন্যটি বিপরীতে স্থাপিত হয়েছিল। প্রভু যীশুর মাথার উপর যে সম্মান পুঞ্জিভূত হয়েছিল, আসুন তা আমরা লক্ষ্য করি। যদিও খ্রীষ্টকে গভীরভাবে অসম্মান করা হয়েছিল। ক. বৈথনিয়াতে নৈশভোজের সময় খ্রীষ্টের পায়ে তেল লেপন করে মরিয়ম খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন, পদ ১-১১। খ. সাধারণ জনগণ তাদের আনন্দের উচ্চধ্বনি দিয়ে তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিল, যখন খ্রীষ্ট শোভাযাত্রা সহকারী যিরূশালেমে প্রবেশ করেছিলেন, পদ ১২-১৯। গ. গ্রীকরা খ্রীষ্টকে সম্মান জানিয়েছিল, অত্যন্ত উৎসুকভাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কে অনুসন্ধান করার মাধ্যমে এবং খ্রীষ্টকে দেখার জন্য গভীর আগ্রহের আকাঙ্খার দ্বারা, পদ ২০-২৬। ঘ. ঈশ্বর তাঁকে সম্মানিত করেছেন, স্বর্গ থেকে তাঁর বাণীর মাধ্যমে তাঁর সাক্ষ্য প্রদানের দ্বারা, পদ ২৭-৩৬। ঙ. পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের দ্বারা তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন, যারা তাঁর প্রচার শুনে বিশ্বাস করে নি তাদের বিশ্বাসহীনতার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে, পদ ৩৭-৪১। চ. কিছু প্রধান নেতাদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন যারা বিবেক পীড়িত হয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য রেখেছিলেন, যদিও তা প্রকাশ্যে স্বীকার করার সাহস তাদের ছিল না, পদ ৪২-৪৩। ছ. তিনি নিজের সম্মান দাবী করেছেন, তাঁর স্বর্গীয় কাজ দৃঢ়রূপে ঘোষণার দ্বারা এবং সারা পৃথিবীতে তাঁর সুখবরের বিবরণ তুলে ধরার দ্বারা, পদ ৪৪-৫০।

যোহন ১২:১-১১ পদ

এই পদ সমূহে আমরা দেখতে পাই:

ক. বৈথনিয়ায় বন্ধুদের কাছে আমাদের প্রভু যীশুর সদয় উপস্থিতি, পদ ১। নিস্তার-পর্বের ছয় দিন আগে তিনি গ্রাম থেকে চলে এলেন এবং বৈথনিয়াতে যাত্রা বিরতি করলেন, এটি এমন একটি গ্রাম যেখান থেকে যিরূশালেম খুব কাছে অবস্থিত ছিল। তিনি তাঁর বন্ধুদের লাসারের সঙ্গে অবস্থান করলেন, যাকে তিনি সম্প্রতি মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন। তাঁর বৈথনিয়াতে আসার পিছনে কিছু কারণ ছিল:-

১. নিস্তার-পর্ব পালন করার উদ্দেশ্যে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বৈথনিয়াতে এসেছিলেন, যা তাঁর আগমনের সময়ের উল্লেখের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে: *নিস্তার-পর্বের ছয় দিন আগে*।

BACIB
International Bible
CHURCH

ঈশ্বরভক্ত লোকেরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার প্রস্তুতির জন্য সময়কে আলাদা করে রাখে এবং আমাদের প্রভু যীশু সমস্ত ধার্মিকতার কাজ পূর্ণতার জন্য একইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। এইভাবে তিনি আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য নিজেকে আত্মিকভাবে প্রস্তুত করার শিক্ষা দিলেন, সুসমাচারের নিস্তার-পর্বের অনুষ্ঠানের আগে। আসুন, আমরা সেই উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনি, "প্রভুর পথ প্রস্তুত কর।"

২. স্বেচ্ছাকৃতভাবে তিনি তাঁর শত্রুদের উন্মত্ততার কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তাঁর সময় খুব কাছে এসে পড়েছিল আর তিনিও তাদের নাগালের মধ্যে চলে এলেন এবং খোলাখুলিভাবে নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করলেন। তবে তিনি তাদের দেখিয়েছিলেন কত সহজে তিনি তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করতে পারেন। লক্ষ্য করুন:

(১) আমাদের প্রভু যীশু দুঃখভোগ করেছিলেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর জীবনে কোন জোরজবরদস্তী ছিল না, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন: *আমি এসেছি*। তাঁর নিগ্রহকারীদের শক্তি তাঁকে বশীভূত কিংবা পরাজিত করতে পারে নি, তাই তাদের চতুরতা তাঁকে মোটেই অবাক করে নি। কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন কারণ তিনি নিজেই তাঁর জীবনকে সমর্পণ করেছিলেন।

(২) কোন কোন সময় আমরা নিজেদের রক্ষার জন্য অন্যত্র চলে যাওয়াকে অনুমোদন করি, তেমনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বরণ করার জন্য আমাদের রাজী থাকতে হবে, কারণ পৌল যিনি যিরূশালেমে যাওয়ার জন্য পবিত্র আত্মা কর্তৃক বাধিত হয়েছিলেন।

৩. বৈথনিয়াতে তাঁর বন্ধুদের যাদের তিনি ভালবাসতেন এবং যাদের প্রতি তিনি ভালবাসার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে তিনি খুব শীঘ্র নিজেকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছেন। এই আগমন ছিল তাঁর শেষ আগমন, তিনি তাদের তাঁর বিদায় জানাবার জন্য এসেছিলেন এবং শেষ দিনে পুনরায় মিলিত হবার সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, যদিও খ্রীষ্ট তাদের লোকদের কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য প্রস্থান করছেন কিন্তু তিনি তাদের এই ইঙ্গিত দিলেন যে, তিনি তাদের ভালবেসে তাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন, তাদের প্রতি রাগের কারণে নয়। বৈথনিয়াতে এখানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাকে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে ছিলেন, সেই লাসার বৈথনিয়াতে বাস করেন। এখানে যে আশ্চর্য কাজ করা হয়েছিল তার ফলে এই স্থানটি নতুন মর্যাদা লাভ করেছিল এবং সেই স্থানটি সুখ্যাতি হয়েছিল। তিনি এখানে পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিলেন যে, তিনি যে আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তার কতটা প্রভাব ফেলেছে। কারণ খ্রীষ্ট যেখানে আশ্চর্য কাজ করে থাকেন এবং মঙ্গলের জন্য কাজ করেন যেখানে তিনি তাদের প্রতি নজর দেন, এই জন্য যে, তিনি দেখতে চান আদৌ সেখানে তাঁর প্রতি কোন আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে কিনা। যেখানে তিনি প্রচুর রূপে বোনেন, তিনি লক্ষ্য করেন আদৌ তা অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ফল দিয়েছে কি না।

খ. তাঁর বন্ধুরা খ্রীষ্টকে আন্তরিক অভ্যর্থনা দিয়েছিলেন: তারা সেখানে যীশুর জন্য খাওয়ার আয়োজন করলেন (পদ ২), একটি বিশাল ভোজের আয়োজন। একটি প্রশ্ন জাগে, এটি

একই ঘটনা কিনা যা মথি ২৬:৬-১৩ বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল চর্মরোগী শিমোনের বাড়িতে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী মনে করেন যে, এটি একই ঘটনা। কারণ তারা বলেন ঘটনার বিষয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলে দেয় যে, ঘটনাটি ছিল একই। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে নিস্তার-পর্বের দুই দিন আগে, যেখানে এটি বলা হয়েছে নিস্তার-পর্বের ছয় দিন আগে। এটি বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, মার্থা নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কারও বাড়িতে এই ভোজের আয়োজন করবেন। আর এই কারণে আমি ড. লাইটফুটের সঙ্গে একমত পোষণ করছি যে, ঐ দু'টি ঘটনা ছিল আলাদা। মথিতে বলা হয়েছে নিস্তার-পর্ব সপ্তাহের তৃতীয় দিনে আর এখানে বলা হয়েছে নিস্তার-পর্বের ছয় দিন আগে। যিহূদীদের বিশ্রামবারের কারণে রাত শেষ হলে পর দিন খ্রীষ্ট বিজয়ের বেশে যিরূশালেমে প্রবেশ করেছিলেন, ঐ ভোজ শিমোনের বাড়িতে আর এই ভোজ লাসারের বাড়িতে। খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে দেয়া মর্যাদাপূর্ণ এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৈথনিয়াতে। মরিয়ম সম্ভবত উভয় ক্ষেত্রে তার সম্মানের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদের শোভিত করেছিলেন। প্রথমবার তিনি যে আতর ব্যবহার করেছিলেন, তা থেকে খরচ করেছিলেন মাত্র তিনশো গ্রাম (পদ ৩)। তিনি দ্বিতীয়বার যখন ব্যবহার করেন তখন সম্পূর্ণ আতর ব্যবহার করেছিলেন (মার্ক ১৪:৩)। আসুন আমরা এই আপ্যায়নের বিবরণের দিকে লক্ষ্য করি:

১. তারা যীশুর জন্য রাতের খাবার আয়োজন করলেন। সাধারণত তাদের কাছে রাতের খাবার হল শ্রেষ্ঠ খাবার। তারা এই খাবারের আয়োজন করতো সম্মান এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ। কারণ ভোজ তৈরি করা হত বন্ধুদের জন্য, আর এর দ্বারা তারা তাদের সঙ্গে খোলামেলা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা-বার্তা বলার সুযোগ পেত। ভোজ সহভাগিতার চিহ্নস্বরূপ ছিল। এটি ছিল খ্রীষ্টের সঙ্গে আপ্যায়নের ইঙ্গিত, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যদি কেউ তার বন্ধ হৃদয়ের দরজা খুলে দেয় তাহলে খ্রীষ্ট তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করবেন (প্রকাশিত বাক্য ৩:২০)।

২. মার্থা খাবার পরিবেশন করছিলেন। তিনি স্বয়ং একটি টেবিল পেতেছিলেন তার প্রভুর প্রতি মহা সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ। যদিও বিভিন্ন পদের ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু মার্থা ভাবতে পারেন নি যে, প্রভু নিচে বসে আহার করবেন। যার দ্বারা খ্রীষ্ট সম্মানিত হন তা যেন আমরা আমাদের অসম্মান এবং বিশ্বাসহীনতার বিষয় বলে মনে করে তা বন্ধ না করে দেই। খ্রীষ্ট ইতোপূর্বে মার্থাকে তিরস্কার করছিলেন জাগতিকভাবে অতি ব্যস্ত থাকার কারণে। কিন্তু এই জন্য তিনি পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকে নি। যেমন কেউ কেউ করেন, যখন কেউ তাদের প্রচণ্ডভাবে তিরস্কার করে, তারা বিরক্ত হয়ে অন্য কিছুর দিকে মন দেয়। কিন্তু না, মার্থা পরিবেশন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে নি। তিনি পরিবেশন করা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে নয় কিন্তু খ্রীষ্টের অনুগ্রহপূর্ণ বাণী শোনার দূরত্ব থেকে, তাদের সুখী হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন সাবা দেশের রাণী রাজা শলোমনের দাসদের প্রশংসা করছিলেন, যারা রাজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাঁর মুখ থেকে প্রজ্ঞার কথা শোনে। রাজার টেবিলের অতিথি হওয়ার চেয়ে খ্রীষ্টের টেবিলের খাবার পরিবেশনকারী অনেক ভাল।

৩. যীশুর সঙ্গে লাসারও খেতে বসেছিলেন। এটি তাঁর পুনরুত্থানের সত্যতার প্রমাণ, যেমন যীশু খ্রীষ্ট করেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যাদের সঙ্গে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করেছিলেন (প্রেরিত ১০:৪১)। লাসার পুনরুত্থিত হওয়ার পর মরুভূমিতে একাকী বাস করেন নি, যেন তিনি ভিন্ন পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং চিরকাল সেখানে সন্ন্যাসী হয়ে নির্জনে বাস করতে পারেন, না, তিনি লোকদের সঙ্গে ঘরোয়া ও খোলামেলা আলাপ করছিলেন, যেমন অন্যরা করে থাকেন। তিনি ভোজে বসেছিলেন। যেমন তাঁর সাধিত আশ্চর্য কাজটি ছিল আশ্চর্য কাজের স্মারক স্বরূপ। খ্রীষ্ট যাদের আত্মিকভাবে জীবিত করেছেন, তিনি তাঁর সঙ্গে তাদের যুক্ত করবেন (ইফিষীয় ২:৫,৬)।

গ. মরিয়ম খ্রীষ্টের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন তা ছিল অসাধারণ, সব কিছুর উর্ধ্বে: খ্রীষ্টের পায়ে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দেওয়া, পদ ৩। তিনি কমবেশ তিনশো গ্রাম খুব দামী খাঁটি খোশবু আতর নিয়ে আসলেন। সম্ভবত তিনি এটি রেখেছিলেন তার নিজের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু তার ভাইয়ের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে এই আতর সম্পূর্ণ অব্যবহৃত ছিল এবং তিনি এটি যীশুর পায়ে মাখিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটি ছিল খ্রীষ্টের প্রতি তার ভক্তির নিদর্শন। তিনি নিজেকে তুচ্ছ মনে করেছিলেন। তিনি নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিলেন, আর এটি বর্তমানে সবার জন্য লক্ষ্য করার মত বিষয়। আর সেই আতরের সুগন্ধ সারা ঘর ভরে গেল (হিতোপদেশ ২৭:১৬)।

১. মরিয়ম নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি যে উদ্দেশ্যে কাজটি করছেন তা হল খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর ভালবাসার নিদর্শন, যিনি তাঁর ভালবাসার নিদর্শন তার প্রতি এবং তার পরিবারের প্রতি দেখিয়েছিলেন। মরিয়ম শিখেছিলেন কীভাবে ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া যায়। খ্রীষ্টের প্রতি তার ভালবাসার মাধ্যমে যা প্রকাশ করেছেন:

(১) একটি মহৎ ভালবাসা: এই পর্যন্ত খ্রীষ্টের কাজে সামান্যই সাহায্য করতে পেরেছিলেন, এখন তিনি অকপটভাবে ধর্মীয় মনোভাব নিয়ে তাঁর সেবা করার জন্য সুযোগ গ্রহণ করলেন। যদি অন্যদের চেয়ে তার আরও মূল্যবান কিছু থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি খ্রীষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তিনি তা ব্যয় করতেন। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসেন তারা যেন প্রকৃতভাবেই পৃথিবীর প্রতি তাদের যে ভালবাসা তার চেয়েও যেন বেশি ভালবাসেন এবং তাদের কাছে যা কিছু সবচেয়ে মূল্যবান তাই যেন তাঁর সেবার জন্য নিয়ে আসেন এবং তাঁর কাছে সমর্পণ করেন। আর তাঁর জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ করার জন্য ইচ্ছুক থাকতে হবে।

(২) বিনম্র ভালবাসা: তিনি কেবল খ্রীষ্টকে এই দামী আতর প্রদানই করেন নি, কিন্তু তিনি তা নিজ হাতে ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি তার কোন দাসকে আদেশ দিয়ে এই কাজটি করতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি তা করেন নি। সাধারণত তেল দিয়ে অভিষেক করা হয় মাথায় তেল ঢেলে, কিন্তু মরিয়ম তা করেন নি। তিনি মাথায় ঐ দামী আতর না ঢেলে খ্রীষ্টের পায়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃত ভালবাসা যেমন সামান্য ব্যয় করে না, তেমনি এটি পরিশ্রমেও বিমুখ হয় না, খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান দেখাতে। চিন্তা করে দেখুন, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য কত দুঃখভোগ করেছেন। আমরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ হব যদি আমরা তাঁর জন্য কোন

কাজকে কঠিন বলে মনে করি অথবা যদি আমরা তাঁর জন্য ভাল কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখি। যদি আমরা তা করি তাহলে খ্রীষ্ট এর দ্বারা মহিমান্বিত হবেন।

(৩) বিশ্বাসের ভালবাসা: এই ভালবাসার দ্বারা বিশ্বাস কাজ করেছে। খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্ত হিসেবে যীশুর উপর বিশ্বাস, যিনি রাজা এবং পুরোহিত উভয়ই, হারোণ এবং দায়ূদের মত অভিষিক্ত। ঈশ্বর যে প্রসন্নতার তেল খ্রীষ্টের উপর ঢেলে দিয়েছিলেন তা কি তাঁর শিষ্যদের উপরও ঢেলে দেবেন না? আসুন, আমরা সব কিছুর উপরে আমাদের শ্রেষ্ঠ ভালবাসার তেল তাঁর উপর ঢেলে দেই। খ্রীষ্টকে আমাদের রাজা হিসেবে মেনে নেওয়ার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনার সঙ্গে একমত পোষণ করে থাকি, তাঁকেই আমাদের মাথার উপর নিযুক্ত করি যাকে ঈশ্বর নিযুক্ত করেছেন (হোশেয় ১:১১)।

১. দামী আতরের সুগন্ধে সমস্ত ঘর ভরে যাওয়া আমাদের কাছে এই অর্থ প্রকাশ করে:

(১) যারা আন্তরিকভাবে হৃদয় থেকে খ্রীষ্টের আপ্যায়ন করে, তাদের গৃহ তাদের মধ্যে সুগন্ধ বয়ে আনবে। খ্রীষ্টের উপস্থিতি ঐ সুগন্ধের সঙ্গে নিজেও আতর এবং সুগন্ধ নিয়ে আসবেন যা হহৃদয়কেকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে।

(২) খ্রীষ্টের প্রতি যে সম্মান ও ভক্তি দেখান হয়েছিল তাতে খ্রীষ্টের সকল বন্ধু এবং শিষ্যরা আনন্দ লাভ করেছিলেন।

ঘ. মরিয়মের এই অভ্যর্থনা বা খ্রীষ্টের প্রতি তার সম্মান ও ভক্তির নিদর্শনের প্রতি যিহূদার অসন্তোষ প্রকাশ, পদ ৪,৫।

১. এখানে আমরা দেখতে পাই, যে ব্যক্তি এই কাজে খুঁত ধরেছিল সে হল যিহূদা, খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে একজন। সে তাঁদের স্বভাবের একজন ছিল না, কিন্তু বারো জনের মধ্যে একজন ছিল কেবল। অতি উত্তম কাজের ছদ্মবেশে ওৎ পেতে থাকলে যে কারও পক্ষে মানুষের ক্ষতি করা সম্ভব হয়। অনেকে আছে যারা দাবী করে যে, খ্রীষ্টের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে, যাদের বাস্তবিক খ্রীষ্টের জন্য বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ নেই। যিহূদা ছিল একজন প্রেরিত, সুসমাচারের প্রচারক। তবুও সে এমন একজন ব্যক্তি, যে অন্য একজনের এই ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার ধর্মপরায়ণতার নিদর্শনকে নিরুৎসাহিত এবং বাধা প্রদান করেছিল। লক্ষ্য করুন, যাদের উপর মানুষের ধর্মীয় জীবন এবং পবিত্র আগ্রহকে উৎসাহিত করা ও তাদের সাহায্য করার দায়িত্ব থাকে, তারা যদি লোকদের এই ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে এবং ভ্রুকুটি সহকারে তিরস্কার করে তাহলে তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। কিন্তু যিহূদা যা করেছিল তা ছিল খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসার শীতলতা এবং আন্তরিক ভক্তির গোপন ঘৃণা, যখন তাদের ধর্মীয় কাজে প্রকাশ পায়, তখন এটি তাদের স্বধর্ম ত্যাগের দুঃখজনক পূর্বলক্ষণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। যারা ভণ্ড, জাগতিক হীন দৃষ্টান্ত দ্বারা তারা নিজেদের আবিষ্কার করে যে, তারা মহা প্রলোভনের বশ্যতা স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

২. যে কৌশল দিয়ে সে তার অসন্তোষ আচ্ছাদন করেছিল (পদ ৫): "এই আতর তিনশো দীনারে বিক্রি করে গরীব দুঃখীদের দেওয়া যেত। কেন করা হল না?"

(১) আপাত সুন্দর এবং আপাত প্রশংসার ছলনা দিয়ে যিহূদা তাঁর অন্যায় প্রশ্নকে চাকচিক্যময় করার চেষ্টা করেছিল। কারণ শয়তান নিজে উজ্জ্বল স্বর্গদূতর রূপ ধারণ করে থাকে।

(২) জাগতিক প্রজ্ঞা পবিত্র উদ্যোগের উপর নিন্দা জ্ঞাপন করেছিল অবিচক্ষণতা এবং ভুলভাবে পরিচালনার কথা বলে। যারা তাদের জাগতিক নীতির উপর নিজেদের মূল্যায়ন করে এবং অন্যদের ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তির জন্য তাদের অবমূল্যায়ন করে, তাদের যা আছে বলে মনে করে তার চেয়ে বেশি যিহূদার আত্মা তাদের মধ্যে আছে।

(৩) গরীব মানুষদের প্রতি দয়ার কাজ করার ছলে সে খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি প্রকাশকে বাধাগ্রস্থ করতে চেয়েছিল। লোভের কারণে গোপনে সে ভাল মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। অনেকে নিজেদের এই ওজর দেখায় যে, দয়ার কাজে জমা করে রাখার জন্য দয়ার কাজে এখন তা ব্যয় করতে পারছে। বাস্তবিক, মেঘ যদি বৃষ্টি হয়ে পতিত হয় তাহলে তারা নিজেদের শূন্য করে ফেলবে। যিহূদা প্রশ্ন করেছিল, “এই টাকা কেন গরীবদের দেওয়া হল না?” এর উত্তর খুব সহজ, কারণ এটি হল আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি উত্তম ব্যবহার। লক্ষ্য করুন, আমাদের এটি মনে করা উচিত নয় যে, যারা আমাদের মত কাজ করে না তারা গ্রহণযোগ্য কাজের অংশী নয়। আমরা কেবল তাদের সাথে রাখতে পারি, যেন সকল অবিবেচনা এবং অযোগ্যতা যা আমাদের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তার নিষ্পত্তি করতে পারি। এই চিন্তা বাস্তবিক মারাত্মক ভুল। অহঙ্কারী মনে করে যাদের উপদেশ তার মত তাদের উপদেশ হল মন্দ উপদেশ।

৩. এই কথার মধ্যে যিহূদার ভণ্ডামি প্রকাশিত হয়েছে, পদ ৬। লেখক এখানে এর উপর মন্তব্য করেছেন, যিনি হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী তাঁর দ্বারা নির্দেশিত হয়ে: “যিহূদা যে গরীবদের বিষয়ে চিন্তা করে এই কথা বলেছিল তা নয়। আসলে সে ছিল চোর। টাকার বাক্স তার কাছে থাকত বলে যা কিছু জমা রাখা হত তা থেকে সে চুরি করত।”

(১) এটি দয়ার কাজের নীতি থেকে আসে নি: গরীবদের কথা চিন্তা করে সে এই কথা বলে নি। গরীবদের জন্য তার কোন সহানুভূতি ছিল না, কোন চিন্তা তাদের জন্য সে করতো না। গরীব লোকদের কাছে অন্য কিছু ছিল না কেবল তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে টাকা আত্মসাৎ করার ফন্দি এটেছিল। এইভাবে কেউ কেউ মণ্ডলীর ক্ষমতার জন্য খুব ব্যগ্র হয়ে প্রতিযোগিতা করে যেমন অন্য মণ্ডলীর পবিত্রতা রক্ষার জন্য করেন, তখন সম্ভবত এই কথা বলা হবে, এরা মণ্ডলীর প্রতি যত্নশীল নয়, তারা মণ্ডলীর তত্ত্বধান করে না। কিন্তু ছলনার আশ্রয় নিয়ে তারা নিজেদের সামনের দিকে এগিয়ে নেয়।

(২) এটি এসেছিল লোভের নীতি থেকে। প্রকৃত সত্য হল, এই আতর খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু যিহূদা চেয়েছিল ঐ আতর বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করার জন্য, যেন ঐ টাকা সাধারণ তহবিলে রাখা যায়। সে তহবিল তার কাছেই থাকত, আর সে খুব ভাল করেই জানত কীভাবে ঐ তহবিল থেকে টাকা সরানো যায়। আসুন আমরা লক্ষ্য করি:

[১] যিহূদা ছিল খ্রীষ্টের গৃহস্থালির কোষাধ্যক্ষ, তাকে ইস্কারিয়োৎ বলে ডাকা হত। সে ছিল

থলি বহনকারী।

প্রথমত, যার উপর নির্ভর করে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা জীবন ধারণ করতেন, তা ছিল যৎসামান্য। তাঁদের কোন জমি জমা বা কোন ব্যবসা ছিল না, ছিল না কোন খামার কিংবা, শস্য ভাণ্ডার, ছিল কেবলমাত্র একটি থলি। অথবা যেমন কেউ কেউ মনে করে এই কথার অর্থ হল একটি বাক্স অথবা সিন্দুক, যেখানে তাঁদের প্রয়োজনের বেশি টাকা-পয়সা জমা করা হত, যেন বাড়তি টাকা দিয়ে গরীবদের সাহায্য করা যায়। তাঁরা যেখানেই যেতেন টাকার এই থলির বাক্স তাঁদের সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতেন। এই থলির টাকা পয়সা যোগান দিতেন ভাল মানুষেরা। তারা প্রায়ই টাকা-পয়সা দান করতেন আর প্রভু এবং তাঁর সকল শিষ্যরা এই সাধারণ তহবিল থেকে তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে খরচ করতেন। আমাদের জাগতিক সম্পদকে মূল্যায়ন করতে শিখতে হবে। সম্পদের বৃদ্ধির প্রতি অতিরিক্ত যত্নবান হওয়া থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। অতি সাধারণভাবে জীবন-যাপন করার উপায় বের করতে হবে, যদি এটি আমাদের অংশ হয় তাহলে এটি আমাদের প্রভুরও অংশ। কারণ আমাদের জন্যই তিনি দরিদ্র হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, দেখুন তাঁদের এই ক্ষুদ্র তহবিলের ধনাধ্যক্ষ কে ছিল। সে হল যিহূদা, সে ছিল থলি বহনকারী। তার দায়িত্ব ছিল টাকা-পয়সা গ্রহণ করা এবং ব্যয় করা, সে কোন কেনাকাটা বা খরচ করলে তার কোন হিসাব দিয়েছে কি না তা দেখতে পাই না। সে এই কাজে নিয়োজিত হয়েছিল, হয়তোঃ-

১. কারণ সে ছিল সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এবং সাদাসিধে। পিতর অথবা যোহনকে ধনাধ্যক্ষ করা হয় নি (যদিও এটি ছিল বিশ্বাস এবং মর্যাদার পদ), কিন্তু যিহূদাকে দেওয়া হয়েছিল, সে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে হীন। লক্ষ্য করুন, জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতি উচ্চ আকাঙ্খা সুসমাচারের কার্যকারী হওয়ার জন্য অযোগ্যতা (১ করিন্থীয় ৬:৪)। যারা জাগতিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকে খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রত্যাখ্যান করেন (প্রেরিত ৬:২)।

২. কারণ সে এই পদের জন্য আকাঙ্খী ছিল। সে টাকা-পয়সা নাড়াচাড়া করতে খুব ভালবাসত, এই জন্য টাকার থলি তার কাছে অর্পণ করা হয়েছিল।

(১) দয়াস্বরূপ এবং খুশি হয়ে এই দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হবার কারণে তার প্রভুর কাছে সৎ থাকা তার দায়িত্ব ছিল। সরকারের অধীনস্থ লোকেরা কখনও কখনও সরকারের বিরাগ ভাজন হয় তাদের বেতনের জন্য অসোন্তষ প্রকাশের কারণে। কিন্তু যিহূদার এই বিষয়ে অভিযোগ করার কোন কারণ ছিল না। কারণ এই থলির জন্য সে আকাঙ্খিত ছিল এবং তা সে পেয়েছিল। অথবা;

(২) তাকে বিচার করা হয়েছিল তার গোপন দুষ্টতার শাস্তি দিতে, যেন তার হাতে এই টাকার থলি দেওয়া হয়, যা তার জন্য ফাঁদ ও জাল স্বরূপ হয়। লক্ষ্য করুন, পাপের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক প্রায়ই পাপের প্রতি প্রলোভনের দ্বারা যথাযথভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। এই থলির প্রতি আসক্তি সম্পর্কে অথবা এর আড়ম্বর সম্পর্কে আমাদের খুব কম ধারণা রয়েছে, কারণ

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা কেবল এর তত্ত্বাবধানকারী। আর যিহূদা ছিল একজন মন্দ চরিত্রের লোক, যার জন্ম হয়েছিল ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করার জন্য (এই কথা ব্যক্ত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী)। এই হল অর্থ তত্ত্বাবধানকারী। বোকামীর সমৃদ্ধি তাদের ধ্বংস করে।

[২] যার উপর বিশ্বাস করে এই থলি রাখা হয়েছিল সে ছিল একজন চোর। এর অর্থ হল, তার গোপনে চুরি করার প্রবণতা ছিল। টাকার প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসা হল দিল চুরি, আর রাগ এবং প্রতিহিংসা হল হৃদয়ের হত্যাকারী। সম্ভবত সে তার প্রভুর ভাণ্ডার থেকে টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করার জন্য দোষী ছিল। গরীব মানুষ কিংবা সাধারণ মানুষের জন্য ব্যয় করার কথা বলে সে তা নিজের জন্য ব্যয় করত। কেউ কেউ মনে করেন, এখন সে মতলব আঁটছে, কি করে পকেটে ভরা যায়, তারপর সে পালিয়ে যাবে এবং তার প্রভুকে পরিত্যাগ করবে। তার প্রভুর কাছ থেকে অনেক ভাল ভাল কথা সে নিশ্চয়ই শুনেছে, কিন্তু এই সব কথার কোন অর্থ তার কাছে ছিল না। লক্ষ্য করুন, যাদের কাছে জনগণের টাকা রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের উচিত ন্যায্যতার কঠোর নীতি এবং সততার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করা, যেন কোন কলঙ্কের দাগ তাদের দেওয়া না হয়। কারণ যদিও কেউ কেউ ঠাট্টার ছলে প্রশাসনের সঙ্গে কিংবা দেশের সঙ্গে প্রতারণা করে, তথাপি যদি প্রতারণা করে চুরি করা হয়, যদি ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে যদি মণ্ডলী অথবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই প্রতারণা করা হয় তাহলে চুরি নয়, কিন্তু ডাকাতির পর্যায়ে পড়ে এবং তা ঠাট্টার বিষয় বলে কখনো বিবেচিত হবে না। যিহূদা তার দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এরপর খুব শীঘ্র সে তার প্রভুর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

৬. মরিয়ম যা করেছিলেন তাতে খ্রীষ্টের সমর্থন (পদ ৭,৮): "তোমরা ওর মনে কষ্ট দিয়ো না। আমাকে কবর দেবার সময়ে সাজাবার জন্যই ও এটা রেখেছিল।" এর দ্বারা তিনি মরিয়মের ভক্তির এই আচরণকে সমর্থন করেছিলেন। যদি তিনি সম্পূর্ণ নম্রতার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন, তবুও মরিয়মের মঙ্গল আকাঙ্খা নিদর্শনকে তিনি সমর্থন জানালেন এবং প্রকাশ করলেন যে, তিনি এই আচরণে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। তাঁর প্রতি মরিয়মের ভক্তিতে যেন বাধাগ্রস্থ না হয়: "তাকে ক্ষমা কর" – এইভাবে কথাটি পড়া যেতে পারে। "এই বিষয়ে তাকে ক্ষমা কর। যদি সে এতে কোন ভুল করে থাকে তবে সেই ভুল হবে আমাকে ভালবাসা করার ভুল।" লক্ষ্য করুন, যারা আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করে তিনি তাদের কখনও নিন্দা এবং নিরুৎসাহিত করেন না, যদিও তাদের সৎ প্রচেষ্টা সফলতার জন্য সব সময় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না (রোমীয় ১৪:৩)। যদিও তারা যেভাবে করে আমরা সেভাবে করি না, তবুও তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেই। মরিয়মের সমর্থনের জন্য:-

১. মরিয়ম যা করেছিলেন খ্রীষ্ট তার উপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করলেন, যারা এই ব্যাপারে তাকে দোষী করেছিল তারা এই বিষয়ে অবগত ছিল না: "আমাকে কবর করবার সময়ে সাজাবার জন্য ও এটা রেখেছিল।" অথবা "আমার মৃতদেহ রক্ষার জন্য সুগন্ধি তেল লেপন করার জন্যই সে এটি সংরক্ষণ করেছিল।" এইভাবে ড. হ্যামন্ড মন্তব্য করেছেন, "তোমরা

এই বিচার করতে পার না যে, এই আতর তোমাদের বন্ধুর মৃতদেহ রক্ষার জন্য মাখানো হবে। কিংবা বলতে পার না যে, এটি বিক্রি করা হোক এবং গরীবদের দেওয়া হোক। সে আতর মাখিয়ে দেওয়ার কাজ আমার মৃত্যুর দিনের জন্য করেছে, কারণ আমার কবরস্থ হওয়ার দিন খুব কাছে এসে গিয়েছে। কারণ সে একটি দেহে আতর মাখিয়েছে, আগে থেকেই মৃতদেহের জন্য করে রেখছে।” লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট প্রায়ই নিজের মৃত্যু এবং সমাধির জন্য চিন্তা করতেন। আমাদের জন্য মঙ্গল হবে যদি আমরা তাই করি।

(২) দূরদর্শিতা প্রায়ই এমনভাবে ভাল খ্রীষ্টিয়ানদের সুযোগের দরজা খুলে দেয় এবং অনুগ্রহের আত্মা এমনভাবে তাদের হৃদয় খুলে দেয়, যেন তাদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আগ্রহের প্রকাশকে সময়োচিতভাবে প্রমাণ করে এবং তারা যা আগে থেকে জানত তা আরও সুন্দরভাবে করতে সক্ষম হয়।

(৩) ভাল মানুষের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির কাজ ও কথার উপর খ্রীষ্ট অনুগ্রহপূর্ণ মন্তব্য করে থাকেন। যা কিছু ভ্রান্তি কেবল তা সংশোধন করেন তাই নয়, কিন্তু যা কিছু ভাল সেই কাজও করে থাকেন।

২. তিনি যিহূদার অভিযোগের উপযুক্ত উত্তর দিলেন, পদ ৮।

(১) ঈশ্বরের রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা হল এই যে, গরীব লোক সব সময় আমাদের মধ্যে থাকবে। অন্যরা যেন দয়ার কাজের লক্ষ্যবস্তু হয় (দ্বি.বি. ১৫:১১)। অনেক মানুষ আছে যারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে, যারা মূর্খতার মধ্যে রয়েছে, যাদের জীবন দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ হয়ে আছে।

(২) অনুগ্রহের রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা হল, যীশু খ্রীষ্ট সব সময় মণ্ডলীতে দৈহিকভাবে উপস্থিত থাকবেন না: “আমাকে তোমরা সব সময় পাবে না। কেবল অল্প সময়ের জন্য পাবে।” লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রজ্ঞার প্রয়োজন, যখন দু’টি দায়িত্ব প্রতিযোগিতার মধ্যে আসে, অগ্রাধিকার হিসেবে কোনটি দেওয়া হয়েছে তা জানা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা কোনটি নির্ধারিত তা জানা। আমরা যে সুযোগ পাব তা উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে হবে, যে সুযোগগুলো প্রথম এবং অত্যন্ত সতেজ যার স্থায়িত্ব খুব কম এবং দ্রুত চলমান হয়। যে কাজগুলো আমরা সব সময় করতে পারি সেটি আপাতত স্থগিত রেখে যা আমরা করতে অসমর্থ তা এখনই করার জন্য পথ করে দেয়া উচিত।

চ. আমাদের প্রভু যীশু এই ভোজের জন্য বৈথনিয়াতে অবস্থান করার সংবাদ জনসাধারণ জানতে পেরেছিল (পদ ৯): যিহূদী*দের সাধারণ লোকেরা জানতে পারল যে, তিনি সেই স্থানে আছেন*। তিনি ছিলেন সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় এবং তারা দলবদ্ধ হয়ে সেখানে আসল। এর আরও কারণ হল তিনি সম্প্রতি আত্মগোপন করেছিলেন আর এখন নিজেকে প্রকাশ করেছেন, কালো মেঘের পেছন থেকে বের হয়ে আসা সূর্যের মত।

১. লোকেরা খ্রীষ্টকে দেখতে এল। সম্প্রতি লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলার জন্য তিনি জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর নাম বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল।

তারা খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল তাঁর কথা শোনার জন্য নয়, কিন্তু তাঁকে এক নজর দেখার জন্য এবং তাদের কৌতূহল নিবারণ করার জন্য। এই নিস্তার-পর্বে তারা তাঁকে ধরবার জন্য আসে নি বা তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আসে নি, যদিও নেতারা তাঁকে ধরবার জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। কিন্তু তারা এসেছিল তাঁকে দেখবার জন্য এবং তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য। লক্ষ্য করুন, অনেকে ছিল যারা খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুদের অযথা মিথ্যাচার সত্ত্বেও নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রকাশ করেছিল। খ্রীষ্ট কোথায় আছেন তা জানতে পেরে বিশাল জনতা তাঁর কাছে এসেছিল। লক্ষ্য করুন, যেখানে রাজা থাকেন, সেখানে রাজ দরবারও থাকে, যেখানে খ্রীষ্ট থাকেন সেখানে লোকেরা এসে সমবেত হয় (লূক ১৭:৩৭)।

২. এই লোকেরা খ্রীষ্ট এবং লাসার উভয়কে একসঙ্গে দেখতে এসেছিল, এটি ছিল একটি চমৎকার দৃশ্য। কেউ কেউ ছিলো, যারা সম্ভবত লাসারের মুখ থেকে মহান আশ্চর্য কাজের ঘটনা শুনেছিল। তারা খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করার জন্য এসেছিল। আবার কেউ কেউ এসেছিল কেবল তাদের কৌতূহল মেটাবার জন্য, যেন তারা এই কথা বলতে পারে, তারা এমন একজন মানুষকে দেখেছে সে মারা গিয়েছিল, কবরও করা হয়েছিল, কিন্তু আবারও সে জীবিত হয়ে উঠেছে। এই কারণে অনেকের কাছে লাসার পবিত্র দিনের প্রদর্শনীস্বরূপ ছিলেন, যারা ছিল এথেন্সবাসীদের মত, যারা নতুন বিষয় বলা এবং শোনা ছাড়া সময় ব্যয় করতো না। সম্ভবত কেউ কেউ এসেছিল মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে লাসারকে কৌতূহলী প্রশ্ন করতে এবং অন্য পৃথিবী থেকে কোন সংবাদ বয়ে এনেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করতে। হয়তো আমরাও চিন্তা করতে পারি, যদি সম্ভব হত তাহলে লাসারের সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে আলাপ আলোচনা করতাম। তবে খুব সম্ভব লাসার এই বিষয়ে নীরব ছিলেন। কোন সংবাদ তিনি দেন নি, অন্তত সুসমাচারে কোথাও এ সম্পর্কে লাসারের কোন মন্তব্য দেখতে পাই না, পুস্তকও এই বিষয়ে নীরব। কিন্তু আমরা যেন শাস্ত্রে যা লেখা হয়েছে তার চেয়ে আরও বেশি প্রজ্ঞাবান বলে না মনে করি। কিন্তু খ্রীষ্ট উপস্থিত ছিলেন, যিনি লাসারের চেয়ে আরও উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তি এই সম্পর্কে কথা বলার জন্য। কারণ যদি আমরা মোশি এবং অন্য ভাববাদীদের কথা না শুনতাম খ্রীষ্ট এবং প্রেরিতদের বিষয়ে না জানতাম এবং তাদের কথায় মনযোগ না দিতাম অন্য পৃথিবী সম্পর্কে তারা কি বলেছেন, তাহলে আমরা বিশ্বাস করতে পারতাম না, যদিও তিনি সত্যিই মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণী থেকে আমরা আরও নিশ্চিত হতে পারি।

ছ. আমাদের প্রভু যীশুর ক্রমবর্ধমান সুখ্যাতির জন্য প্রধান পুরোহিতদের ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ এবং খ্রীষ্টকে ধ্বংস করার জন্য তাদের পরিকল্পনা (পদ ১০,১১): *কিন্তু প্রধান পুরোহিতেরা পরামর্শ করলো, যেন লাসারকেও খুন করতে পারে; কেননা তারই জন্য যিহূদীদের মধ্যে অনেকে গিয়ে যীশুর উপর বিশ্বাস করতে লাগল*। প্রধান পুরোহিতেরা স্থির করলো যে, লাসারকেও তারা হত্যা করবে, কারণ তার কারণে (লাসার কি বলেছেন বা কি করছেন সে জন্য নয়, কিন্তু তার প্রতি যা করা হয়েছে তার জন্য) যিহূদীদের মধ্যে অনেকেই নেতাদের ছেড়ে যীশুর উপর বিশ্বাস করেছিল।" এখানে আমরা লক্ষ্য করি:

১. এই পর্যন্ত খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ কেমন ব্যর্থ এবং অসফল হয়েছে। খ্রীষ্টের কাছ থেকে লোকদের ফেরাবার জন্য তারা সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল এবং খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারপরেও যিহূদীদের মধ্যে অনেকেই, প্রধান পুরোহিতদের অধীনস্থ লোকেরা, তাদের প্রশংসাকারী এবং শুভাকাঙ্খীরা, খ্রীষ্টের কৃত আশ্চর্য কাজের দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল, যার ফলে তাদের দল থেকে তারা বের হয়ে তাদেরকে ছেড়ে খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল। আর এই সব কিছুর কারণ হলেন লাসার। তার পুনর্জন্ম তাদের বিশ্বাসের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছিল এবং তাদের মনে এই প্রত্যয় জন্মেছিল যে, সন্দেহাতীতভাবে তিনি হলেন খ্রীষ্ট, তাঁর মধ্যে জীবন আছে, আর ক্ষমতা আছে জীবন দেওয়ার। এই আশ্চর্য কাজটি তাদের এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, খ্রীষ্টের অন্যান্য আশ্চর্য কাজের প্রতিও তারা বিশ্বাস করেছিল এবং সুনিশ্চিত হয়েছিল, বিশেষ করে যে সমস্ত কাজ গালীলে সাধিত হয়েছিল বলে তারা শুনেছিল। তাঁর পক্ষে কি লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা অসম্ভব কাজ ছিল?

২. এটি কত অযৌক্তিক এবং অন্যায় পরিকল্পনা যে, লাসারকে অবশ্যই মরতে হবে। এটি একটি হিংস্রতাপূর্ণ প্রচণ্ড রাগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে পারে। তারা ছিল জালে আটকা পড়া বন্য ষাঁড়ের মত উন্মত্ততায় পূর্ণ। ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে তারা এই সব করছিল। এটি ছিল ঈশ্বরতে ভয় না করার এবং মানুষকে সম্মান না করার চিহ্ন।

(১) যদি তারা ঈশ্বরকে ভয় করতো তাহলে তাঁর প্রতি এই রকম অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা করতো না। ঈশ্বর আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে লাসারকে জীবিত করেছিলেন, আর তারা প্রতিহিংসাবশত তাকে মেরে ফেলতে চাইছে। তারা চিৎকার করে বলছে, "এই রকম লোককে দূর করে দাও, সে লোক বেঁচে থাকার যোগ্য নয়।" যখন ঈশ্বর অতি সম্প্রতি তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে আবার এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য সে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য, সেক্ষেত্রে এটি ঈশ্বরের দিকে পেছন ফিরিয়ে হাঁটা ছাড়া আর কি হতে পারে? তারা লাসারকে মেরে ফেলতে চাইল। তারা সর্ব শক্তিমানের মৃত্যু থেকে জীবিত করার ক্ষমতার বিরোধিতা করলো, যেন তারা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং বাদশাহের রাজার সঙ্গে উপাধি প্রাপ্ত হতে পারে। কার কাছে মৃত্যু এবং কবরের চাবি আছে, তাঁর কাছে না কি তাদের কাছে? অন্ধ বিদ্বেষ মনে করে, খ্রীষ্ট এমন একজনকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন যিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু যাকে হত্যা করা হবে তাকে তিনি আর জীবিত করতে পারবেন না! তাদের প্রচণ্ড ঘৃণার প্রতিবাদস্বরূপ ঈশ্বর লাসারকে বেছে নিয়েছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর অপূর্ব ভালবাসার নিদর্শনের দ্বারা তাকে আলাদা করেছিলেন। যেন তারা মৃত্যু এবং দোজখের সঙ্গে আক্রমণাত্মক এবং রক্ষণাত্মক মৈত্রী গড়তে পারে এবং যেন সমস্ত পলাতকদের উপর ব্যবহার করার সঙ্কল্প করতে পারে। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, তারা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আলোচনা করেছে যে, কীভাবে লাসার এবং তার পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যায় এবং তাদের মধ্যস্থতায় খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে, যাকে তারা হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। তাহলে যীশু এবং লাসার উভয়কে একসঙ্গে হত্যা করা সহজতর

হবে। কিন্তু এই পৃথিবীতে দেবতা তাদের মন অন্ধ করে রেখেছে।

(২) যদি মানুষের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ থাকত তাহলে লাসারের প্রতি তারা এই রকম অন্যায় আচরণ করতো না। একজন নিরীহ মানুষ, যার উপর তারা অপরাধের অভিযোগ আনার পরিকল্পনা করেছিল, তা তারা করতে পারতো না। যিনি সাধারণ বিচারকের অলজ্ঘনীয় বাধা খুব সহজেই অগ্রাহ্য করতে এবং ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম, এগুলো ধরে রাখতে পারে এমন শক্তিশালী বাঁধন বা প্রথা কী আছে এবং স্বয়ং শিক্ষা দেয় তা লঙ্ঘন করতে পারে? কিন্তু তারা তাদের নিষ্ঠুরতা এবং কুসংস্কারের সাহায্যে সব কিছু চিন্তা করত, কেবল সমর্থ করতে নয়, কিন্তু ভীষণ দুর্জ্জন লোকদের মহা সম্মানিত করতে এবং তাদের প্রশংসিত করতে, যেমন রোমের মণ্ডলী।

যোহন ১২:১২-১৯ পদ

গাধার পিঠে চড়ে শোভাযাত্রা সহকারে যীশু খ্রীষ্টের যিরূশালেমে প্রবেশের এই ঘটনা সকল সুসমাচারের লেখক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন, আসুন আমরা এর প্রতি লক্ষ্য করি:

ক. সাধারণ জনতা কর্তৃক আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পদ ১২,১৩। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:-

১. কারা তাঁকে এই সম্মান জানিয়েছিল: সাধারণ জনতা, যারা নিস্তার-পর্ব পালনের জন্য এসেছিল তাদের বিশাল জনতা, তারা যিরূশালেমের অধিবাসী ছিল না। কিন্তু এরা ছিল দেশের দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে নিস্তার-পর্ব পালনের জন্য আগত বিশাল জনতা। এইভাবে তারা নিস্তার-পর্ব পালনের জন্য এসেছিল।

(১) সম্ভবত তারা ছিল খ্রীষ্টের প্রচারের শ্রোতা, যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছিল এবং তারা খ্রীষ্টকে ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। এই জন্য তারা যিরূশালেমে তাঁর প্রতি তাদের সম্মানের সাক্ষী দিতে তৎপর হয়েছিল; যদিও তারা জানত যে, সেখানে তাঁর অনেক শত্রু রয়েছে। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করে এবং খ্রীষ্টের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা রয়েছে, যে কোন পরিস্থিতিতে এবং যে কোন অবস্থায় মানুষের সামনে খ্রীষ্টকে সম্মান জানাতে তারা বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয় না কিংবা ভয় পায় না।

(২) এর মধ্যে সম্ভবত অনেক ধর্মপ্রাণ যিহূদী ছিল যারা নিজেদের শুচি করতে নিস্তার-পর্বের কিছু দিন আগে উপস্থিত হয়েছিল, যেন তাদের প্রতিবেশীর তুলনায় ধর্মের প্রতি আরও বেশি অনুরক্ত হতে পারে। এই সব বিষয় তাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতি সম্মানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। লক্ষ্য করুন, অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের প্রতি এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, তার চেয়ে আরও ভাল হবে যদি তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর ধর্মের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, যা ধ্বংসাত্মক নয়, কিন্তু পূর্বের সমস্ত প্রকাশ এবং শিক্ষার চেয়ে আরও বেশি উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত। এই সব লোকেরা নেতা ছিল না কিংবা মহান কোন ব্যক্তি ছিল না যারা খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ করতে বের হয়ে এসেছিল, কিন্তু এরা ছিল সাধারণ লোক। এরা অতি নীচ শ্রেণীর লোক

বলে অভিহিত হয়েছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে মূর্খ এবং দুর্বল বিষয় বেছে নিয়েছিলেন, (১ করিন্থীয় ১:২৭)। খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের দ্বারা যতটুকু সম্মানিত হয়েছিলেন তার চেয়ে আরও বেশি সম্মানিত হলেন এই সাধারণ জনগণের দ্বারা; কারণ তিনি তাদের আত্মার দ্বারা মূল্যায়ন করেন, তাদের নাম এবং সম্মানজনক উপাধি দ্বারা নয়।

২. কি উপলক্ষ্যে তারা এটি করেছিল: *তারা শুনতে পেল যে, যীশু যিরূশালেমে আসছেন*। তাঁর সম্পর্কে ইতোপূর্বে তারা জিজ্ঞাসা করেছিল (যোহন ১১:৫৬): "তিনি কি এই পর্বে একেবারেই আসবেন না?" আর এখন তারা শুনতে পেল যে, তিনি আসছেন। কারণ এমন কেউ ছিল না যারা অনর্থক যীশুর খোঁজ করছিল। আর যখন তারা শুনতে পেল যে, তিনি আসছেন, তখন তারা খ্রীষ্টকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের এবং তাঁর রাজ্যের আগমন সংবাদ আমাদের দিনের কাজ কী, সেই চিন্তা আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে, যেন সেই কাজ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারি। ইস্রায়েল ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত থাকবে (আমোষ ৪:১২) এবং কনে প্রস্তুত থাকবে বরের সামনে দাঁড়াবার জন্য।

৩. কোন উপায়ে তারা তাদের সম্মানকে প্রকাশ করেছিল, তাদের হাতে নগরের কোন চাবি ছিল না যে, তারা তা তাঁকে উপহার দেবে। কোন তরবারি কিংবা লাঠি নিয়ে তারা তাঁর সামনে উপস্থিত হয় নি, কিংবা কোন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয় নি। কিন্তু যদি তাদের সাধ্য থাকত তাহলে এভাবেই খ্রীষ্টকে অভ্যর্থনা দিত। কিন্তু এই অতি সাধারণ জনতা যারা ছিল অতি দুর্বল তারা মহিমান্বিত দলের সাদৃশ্যস্বরূপ ছিল, যা যোহন দেখেছিলেন, *সেই সিংহাসনের সামনে ও মেষশাবকের সামনে* (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯,১০)। যদিও তারা সিংহাসনের সামনে ছিল না, কিন্তু তারা ছিল মেষশাবকের সামনে, নিস্তার-পর্বের মেষশাবকের সামনে, যিনি এখন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান অনুযায়ী পর্বের চারদিন আগে আমাদের জন্য উৎসর্গের জন্য হতে পৃথক হয়ে আছেন। এখানে একে বলা হয়েছে স্বর্গীয় সঙ্গীত দল।

(১) তাদের হাতে ছিল বিজয়ের চিহ্ন, তাদের হাতে ছিল খেজুর গাছের শাখা। এই খেজুর গাছের শাখা ছিল বিজয় এবং সৌভাগ্যের প্রতীক। খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর দ্বারা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে পরাজিত করেছেন, এই জন্য তিনি বিজয়ী হওয়ার যোগ্য। যদিও তিনি স্বর্গীয় ক্ষমতায় পূর্ণ ছিলেন তবুও তিনি সেই ক্ষমতার পোশাক খুলে ফেলেছেন, নম্রতার পোশাক পরেছেন, কিন্তু এটাই সব কিছু ছিল না। খেজুর গাছের শাখা বহন করা ছিল কুটিরবাস পর্বের একটি অংশ (লেবীয় ২৩:৪০, নহি ৮:১৫) এবং খ্রীষ্টের প্রতি স্বাগতম জানাবার এই আনন্দের প্রকাশকে ব্যবহার। খ্রীষ্ট দেখালেন যে, সমস্ত পদ সুসমাচারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, এর মধ্যে তাদের সব কিছু সম্পন্ন হয়েছে, বিশেষ করে কুটিরবাস পদ (সখরিয় ১৪:১৬)।

(২) তারা জোরে চিৎকার করেছিল, *ঈশ্বরের হাতেই পাপ থেকে পরিত্রাণ রয়েছে* (প্রকাশিত বাক্য ৭:১০), একইভাবে তারা এখানেও করেছিল। তারা তাঁর সামনে জোরে চিৎকার করছিল, সচরাচর প্রচলিত স্বাগতম জানাবার মত, "হোশান্না, যিনি প্রভুর নামে আসছেন

তাঁর প্রশংসা হোক। তিনিই ইস্রায়েলের রাজা।" আর হোশান্নার দ্বারা পরিত্রাণকে বুঝায়, এটি উদ্ধৃত করা হয়েছে গীতসংহিতা ১১৮:২৫,২৬ পদ থেকে। দেখুন এই সব সাধারণ জনগণের শাস্ত্রের সঙ্গে কত চমৎকার পরিচয় রয়েছে এবং কত উপযুক্তভাবে খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে তারা এটি প্রয়োগ করেছে। তাদের উচ্চরবে জয়ধ্বনি জ্ঞাপন:

[১] তারা স্বীকার করলো যে, আমাদের প্রভু যীশু হলেন ইস্রায়েলের রাজা, যিনি প্রভুর নামে এসেছেন। যদিও তিনি দরিদ্রের মত এবং নিজেকে হীন করে গিয়েছিলেন, যদিও তাদের নেতারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে বিপরীত ধারণা তাদের দিয়েছিল, তারা তাঁকে রাজা বলে স্বীকার করেছিল, যা তাঁর মহত্ব এবং সম্মানকে প্রকাশ করে, যা আমাদের অবশ্যই ভক্তি করতে হবে এবং তাঁর রাজ্য ও ক্ষমতা, যার বশ্যতা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তারা স্বীকার করেছিল:-

প্রথমত, একজন ন্যায়সঙ্গত রাজা, যিনি প্রভুর নামে আসছেন (গীতসংহিতা ২:৬), ঈশ্বরের প্রেরিত, কেবল ভাববাদী হিসেবে নয়, কিন্তু রাজা হিসেবে।

দ্বিতীয়ত, প্রতিজ্ঞাত এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাজা, রাজা খ্রীষ্ট, কারণ তিনি হলেন ইস্রায়েলের রাজা। দিনের আলোতে প্রকাশ্যে যিরূশালেমের রাস্তায় তারা খ্রীষ্টকে রাজা বলে ঘোষণা দিয়েছিল এবং তারা নিজেরা যাকোবের বংশজাত ছিল, এর দ্বারা তারা তাঁকে তাদের রাজা বলে স্বীকার করেছিল।

[২] তারা আন্তরিকভাবে তাঁর রাজ্যের প্রতি আকাঙ্খিত ছিল, যা ছিল হোশান্নার অর্থ, ইস্রায়েলের রাজা সৌভাগ্য দাও, যেমন যখন শলোমনকে রাজা হিসেবে অভিষেক করে তাঁর মাথায় মুকুট দেওয়া হয় তখন লোকেরা চিৎকার করে বলেছিল, "রাজা শলোমন চিরজীবি হোন" (১ রাজাবলি ১:৩৯)। হোশান্না বলে চিৎকার করে তারা তিনটি বিষয়ের জন্য নিবেদন করেছিল:-

প্রথমত, যেন তাঁর রাজ্য এর আলো ও জ্ঞানের মধ্যে আসে এবং এর ক্ষমতা এবং সফলতা নিয়ে আসে। ঈশ্বর সুসমাচারকে দ্রুত সমৃদ্ধশালী করেন।

দ্বিতীয়ত, যেন তাঁর রাজ্যের বিপক্ষদের পরাজিত করতে পারে এবং সব কিছুর উপর বিজয় লাভ করে (প্রকাশিত বাক্য ৬:২)।

তৃতীয়ত, যেন তা চিরস্থায়ী হয়। হোশান্না অর্থ হল, "রাজা চিরজীবি হোন"। যদি তাঁর রাজ্যে আঘাতও আসে তা কখনও ধ্বংস হবে না (গীতসংহিতা ৭২:১৭)।

[৩] যিরূশালেমের মধ্যে তারা এই কথা প্রচার করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, "হোশান্না যিনি প্রভুর নামে আসছেন, স্বাগতম যিনি আসছেন। আমরা তাঁকে দেখে আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন; যিনি আমাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ আসছেন, আসুন আমরা তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য যাই।" এই অভ্যর্থনা হল এমন (গীতসংহিতা ২৪:৭-৯): "হে পুরদ্বার সকল, মস্তক তোল; হে প্রাচীন সমস্ত দরজা, উত্থিত হও; প্রতাপের রাজা প্রবেশ করবেন। সেই প্রতাপের রাজা কে? সদাপ্রভু পরাক্রমী ও বীর, সদাপ্রভু যুদ্ধবীর।" এইভাবে আমরা আমাদের প্রত্যেক জন অবশ্যই প্রভুকে আমাদের অন্তরে স্বাগত

জানাব। এর অর্থ হল, আমরা অবশ্যই তাঁর প্রশংসা করবো এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করব। আমরা যেমন ঈশ্বরের আরোপিত ধর্মের থেকে এবং আমাদের প্রতি তাঁর সর্ম্পকের জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট, তেমনি আমরা আমরাদের প্রভু যীশুর ব্যক্তিত্ব এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকব এবং তাঁর মধ্যস্থতা ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে। বিশ্বাস বলে, হোশান্না যিনি প্রভুর নামে আসছেন।

খ. তাঁর প্রতি যে সম্মান দেখানো হচ্ছিল তা গ্রহণ করার জন্য খ্রীষ্ট একটি অবস্থান গ্রহণ করলেন (পদ ১৪): যখন তিনি একটি গাধা দেখতে পেলেন বা সংগ্রহ করলেন, তখন তিনি তার উপর বসলেন। এর দ্বারা তিনি নিজেকে দীন দরিদ্র হিসেবে প্রকাশ করলেন, তিনি একা গাধার পিঠে চড়লেন এবং তাঁর সঙ্গে চলছিল বিশাল জনতা যারা তাঁর সম্পর্কে চিৎকার করে বলছিল হোশান্না।

১. তিনি যে অবস্থায় যাচ্ছিলেন তা ছিল অর্থপূর্ণ। সাধারণত তিনি পায়ে হেঁটে বিভিন্ন স্থানে যেতেন, কিন্তু এখন তিনি গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছেন। যদিও তাঁর অনুসারীরা তাঁর এই দীনভাবে যাওয়াকে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিলেন। আড়ম্বড়পূর্ণ ছিল না বলে এমন অবস্থা শিষ্যদের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় নি। তারা এই ইতর জীবটিকে ব্যবহার করার ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করে নি।

২. কিন্তু এই পৃথিবীতে মহান ব্যক্তিরা সাধারণত যেভাবে গ্রহণ করে থাকেন তার চেয়ে এই অবস্থা ছিল খুব নিম্নতর। যদি তিনি কোন বিশিষ্ট নেতা হতেন বা সরকারী উচ্চপদস্থ লোক হতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি রথে চড়ে যেতেন; শলোমনের মত রথ, যে রথের স্তম্ভগুলো ব্রোঞ্জের, সোনার ভিত্তি এবং তাঁর পরনে থাকতো বেগুনী রাজকীয় পোশাক। কিন্তু যদি আমরা পৃথিবীর প্রথা অনুযায়ী বিচার করি, তাহলে ইস্রায়েলের রাজার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন হত তার চেয়ে এটি অনেক অসম্মানজনক বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর রাজ্য এই পৃথিবীর নয়, আর এই জন্য বাহ্যিক আড়ম্বড় সহ তিনি আসেন নি। তিনি নিজেকে নম্র করেছেন, কিন্তু তাঁর উন্নত অবস্থার মধ্যে যোহন তাঁকে দর্শনে দেখেছেন সাদা ঘোড়ার উপর। তাঁর মাথায় ছিল মুকুট এবং হাতে ছিল তরবারী।

গ. এই ঘটনায় শাস্ত্রের কথা পরিপূর্ণ হয়েছিল: শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, "অয়ি সিয়োন কন্যে, ভয় করো না, দেখ, তোমার রাজা আসছেন, গর্দভশাবকে চড়ে আসছেন" (পদ ১৫) । এটি উদ্ধৃত হয়েছে সখরিয় ৯:১৯ থেকে। সকল ভাববাদী তাঁকে সাক্ষী দিয়েছেন, বিশেষ করে তাঁর এই বিষয় সম্পর্কে।

১. এটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, সিয়োনের রাজা আসবেন। তিনি এইভাবে আসবেন – 'গাধার বাচ্চার পিঠে চড়ে'। গাধার পিঠে চড়ার মত ক্ষুদ্র বিষয়কেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং খ্রীষ্ট এই বিষয় লক্ষ্য করেছিলেন বলে যথা সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট হলেন সিয়োনের রাজা, সিয়োনের পবিত্র পাহাড়। আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে যে, এটি হবে খ্রীষ্টের রাজধানী অথবা তাঁর রাজকীয় শহর।

(২) সিয়োনের রাজা এর দিকে মনযোগ দেবেন এবং তার কাছে আসবেন। যদিও স্বল্প সময়ের জন্য তিনি চলে যাবেন এবং যথা সময়ে আবার ফিরে আসবেন।

(৩) যদিও তিনি খুব ধীরে এসেছেন, যেহেতু গাধা ধীরগতি সম্পন্ন প্রাণী, তবুও তিনি নিশ্চিতভাবে তাতে চড়েই এসেছিলেন এবং এমন দীনতা ও নম্রতা প্রকাশ করেছিলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের জন্য তিনি যে কোন পথ বেছে নিতে পারেন তা প্রতীয়মান হয়েছে। আর এটি তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। নম্রতাপূর্ণ প্রার্থনা তাঁর সাথে কথা বলার জন্য আমাদের তার কাছে উপস্থিত করে। যদি এটি সিয়োনকে নিরুৎসাহিত করে তাহলে তার রাজা কোন মহৎ অবস্থা এবং শক্তি প্রকাশ করতে পারবেন না। তাকে জানতে দিন, যদিও খ্রীষ্ট গাধার বাচ্চার পিঠে চড়ে এসেছেন তবুও তিনি তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে বের হয়েছেন, মেঘের উপর চড়ে, আসমানের পথে এসেছেন তাকে সাহায্য করতে (দ্বি.বি. ৩৩:২৬)।

২. সিয়োনের কন্যা এই কারণে তার রাজাকে দেখার জন্য ডাকছে যে, সে তাঁর দিকে এবং আগমনের দিকে লক্ষ্য করে। "দেখ এবং বিস্মিত হও, কারণ তিনি পর্যবেক্ষণ সহ আসবেন, যদিও বাহ্যিক দেখা দিয়ে নয়। ভয় করো না।" ভবিষ্যদ্বাণীতে সিয়োনকে মহা আনন্দ করতে বলা হয়েছে এবং চিৎকার করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে এটি অনুবাদ করা হয়েছে, "ভয় কোরো না।" নাস্তিকেরা শত্রুদের আত্মিক আনন্দে ভয় করে। যদি তারা সুস্থ হয়, যদি তারা পরাজিত হয়, আনন্দ অবশ্যই উপস্থিত হবে। খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের কাছে এসেছেন তাদের মন থেকে ভয় দূর করে দেবার জন্য। যদি আমাদের মনে ভয় থাকে তাহলে আমরা আনন্দের উৎসবে পৌঁছাতে পারব না, তবুও আমাদের পরিশ্রম করতে হবে ভয়ের নিষ্ঠুরতার অধীন থেকে বের হয়ে আসতে। আমাদের পবিত্র আত্মায় আনন্দ করতে হবে, তাহলে অন্তত আমরা ভীত হব না।

ঘ. সুসমাচারের লেখক দ্বারা এখানে শিষ্যদের সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে (পদ ১৬): *তাঁর শিষ্যরা প্রথমে এ সব বুঝলেন না*, কেন লোকেরা এত কিছু করছিল এবং কীভাবে শাস্ত্রের কথা পরিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু পরে যীশুর মহিমা যখন প্রকাশিত হল এবং খুব শীঘ্র যখন তাঁদের উপর পবিত্র আত্মা বর্ষিত হয়েছিল তখন তাঁদের মনে পড়ল পুরাতন নিয়মের ঐ কথা তাঁর বিষয়েই লেখা হয়েছিল এবং তাঁদের আরও মনে পড়ল লোকেরা যীশুর জন্যই এই সব করেছিল।

১. এখানে বিশ্বাসের শৈশব অবস্থায় শিষ্যদের অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি আমরা দেখতে পাই। বাস্তবিক তাঁরা প্রথমে এই সব বুঝতে পারেন নি। তাঁরা ভাবতে পারেন নি যে, যখন তাঁরা গ্রামে গিয়ে গাধাটিকে নিয়ে এসেছিলেন এবং খ্রীষ্টকে সেই গাধার উপর বসিয়েছিলেন, তখন তারা সিয়োনের রাজার উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। এখন আমরা লক্ষ্য করি:

(১) যাদের কাজের দ্বারা পবিত্র শাস্ত্রের কথা পরিপূর্ণতা লাভ করে, তাঁরা কি করছেন এই ব্যাপারে তাঁদের চোখ অনেক সময় পবিত্র শাস্ত্রের দিকে থাকে না (যিশাইয় ১৪:৪)।

(২) এখানে অনেক অসাধারণ বিষয় ছিল, এ সম্পর্কে ঈশ্বরের কথা এবং তাঁর পরিকল্পনা উভয়ই এর মধ্যে ছিল, যা শিষ্যরা প্রথমে বুঝতে পারেন নি। ঈশ্বরের নিরূপিত বিষয়ের সঙ্গে তাঁরা প্রথমে পরিচিত হতে পারে নি; যখন তাঁরা দেখতে পেলেন, *মানুষ গাছের মত হেঁটে বেড়াচ্ছে*। তাঁদের বিবেচনায় এবং দৃষ্টিতে প্রথমে এই চমৎকার বিষয়গুলো স্থান পায় নি। প্রথমে যা কিছু অন্ধকার এবং সন্দেহপূর্ণ ছিল পরবর্তী সময় তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

(৩) খ্রীষ্টের শিষ্যদের চমৎকার পরিবর্তন ঘটেছিল যখন তাঁরা জ্ঞানের পরিপক্কতায় বৃদ্ধি পেয়েছিলেন। তাঁদের প্রাথমিক অবস্থার দুর্বলতা এবং মূর্খতার উপর বার বার এটি প্রতিফলিত হয়েছে। যেন বিনামূল্যের অনুগ্রহে তাঁদের দক্ষতার গৌরব প্রকাশিত হয় এবং যেন তাঁদের অজ্ঞতার জন্য করুণা লাভ করতে পারে। “যখন আমি শিশু ছিলাম তখন শিশুদের মত কথা বলতাম।”

২. আমরা এখানে শিষ্যদের পরিপক্কতার আস্থার উন্নতি দেখতে পাই। যদিও তাঁরা শিশু, কিন্তু তাঁরা সব সময় এই রকম ছিলেন না। তাঁরা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন। আসুন আমরা লক্ষ্য করি:

(১) কখন তাঁরা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন: “যখন যীশুর মহিমা প্রকাশিত হয়েছিল।” কারণ:-

[১] তখন পর্যন্ত তাঁরা খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন যে, খ্রীষ্টের রাজ্য বাহ্যিক জাঁকজমক এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে। কিন্তু তাঁরা জানতেন না শাস্ত্রে খ্রীষ্টের রাজ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা কীভাবে এত দুর্বলভাবে প্রকাশিত হবে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের রাজ্যের আত্মিক প্রকৃতির যথাযথ উপলব্ধি, খ্রীষ্টের রাজ্যের ক্ষমতা, মহিমা এবং বিজয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি, খ্রীষ্টের রাজ্য সম্পর্কে শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে আমরা তার অপব্যাখ্যা বা অপপ্রয়োগ করাকে প্রতিরোধ করি।

[২] যে পর্যন্ত পবিত্র আত্মা তাঁদের উপর বর্ষিত না হয়েছে যিনি তাঁদের সমস্ত সত্যে চালিত করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, একই পবিত্র আত্মা দ্বারা যে পুস্তক লেখা হয়েছিল সেই পুস্তক খ্রীষ্টের শিষ্যরা বুঝতে অসমর্থ হয়েছিলেন। “সেই গৌরবময় পিতা তোমাদের আত্মিক জ্ঞান ও বুঝবার ক্ষমতা দান করেন” (ইফিষীয় ১:১৭,১৮)। প্রত্যাদেশের আত্মা হল সফল বিশ্বাসীদের জ্ঞানের আত্মা।

(২) কিভাবে তাঁরা এটি বুঝতে পারলেন; এই ঘটনার সঙ্গে তাঁরা পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী তুলনা করেছিলেন। তাঁরা দু’টি বিষয় একত্র করলেন যেন তাঁরা উভয়ের পারস্পরিক আলো গ্রহণ করতে পারেন। আর এইভাবে তাঁরা উভয় বিষয় বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন: *তখন তাঁদের স্মরণ হল যে, তাঁর বিষয়ে এসব লেখা ছিল, আর লোকেরা তাঁর প্রতি এসব করেছে*। পবিত্র শাস্ত্রের ঐ কথা তাঁর বিষয়েই লেখা হয়েছিল ভাববাদীদের দ্বারা, তারা যা লিখেছিলেন সেই ঘটনার সাথে এই ঘটনার ঐক্য আছে। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের

কথা এবং কাজের মধ্যে এমন বিস্ময়কর ঐক্য রয়েছে যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যা ঘটে তা যখন বুঝতে আমরা অসমর্থ হই তখন আমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যা কিছু লেখা হয়েছে সেই অনুযায়ী যা কিছু ঘটে তা বুঝবার জন্য আমাদের সাহায্য করে। "যেভাবে আমরা শুনেছি সেইভাবে আমরা দেখেছি।" পবিত্র শাস্ত্র প্রতিদিন পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

ঙ. যে কারণে সাধারণ জনগণ আমাদের প্রভু যীশুকে তাঁর যিরূশালেমে আগমনকে কেন্দ্র করে সম্মান প্রদর্শন করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, যদিও নেতারা সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। জনগণের সম্মান প্রদর্শনের কারণ হল, তিনি অতি সম্প্রতি লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার মত অসাধারণ আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

১. দেখুন এই আশ্চর্য ঘটনার কি মূল্যায়ন তারা করেছিল। কোন সন্দেহ নেই যে, ঘটনাটি সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সকলের মুখে মুখে ছিল এই অসাধারণ আশ্চর্য কাজের ঘটনার কথা। যারা এই আশ্চর্য কাজটি খ্রীষ্টের স্বর্গীয় কাজের প্রমাণ বলে বিবেচনা করছিল, যা তার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল, তারা এই সম্মান প্রদর্শনে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিল। যারা ঐ আশ্চর্য কাজের প্রত্যক্ষদর্শী যে সংবাদ দিয়েছিল তাতে তাদের অন্তরে প্রভাব ফেলেছিল। যে সমস্ত লোকেরা লাসারের মৃত্যু থেকে জীবিত করার সময় সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা খ্রীষ্টের আত্মিক কাজের অকাট্য প্রমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল, আর এরা এই আশ্চর্য কাজের কথা সবার কাছে বলে বেড়াতে লাগল (পদ ১৭): *তিনি যখন লাসারকে কবর থেকে আসতে ডাকেন এবং মৃতদের মধ্য থেকে উঠান, তখন যে লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা সাক্ষ্য দিতে লাগল*। তারা একবারে এই ঘটনাকে সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছিল। কোন রকম মতানৈক্য ছাড়া অথবা কোন প্রতিবাদ ছাড়া তারা এই বিষয়ে ঘোষণা করছিল। যদি আহ্বান করা হত যেন তারা হলফ করে এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তারা আরও ব্যাপকভাবে তা প্রচার করত। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের সত্য অকাট্য প্রমাণের দ্বারা সাক্ষ্য বহন করে। যারা সেই আশ্চর্য কাজ দেখেছিল তারা যে কেবল যারা তাদেরকে প্রশ্ন করেছিল তাদেরকেই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এই সম্পর্কে বলেছিল তাই নয়, কিন্তু যারা তাদের এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে নি তাদেরকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিল, যা এই দিনের বিজয় শোভাযাত্রায় যুক্ত করেছিল। আর এখন খ্রীষ্ট বৈথনিয়া থেকে আসছেন, যেখানে এই আশ্চর্য কাজটি ঘটেছিল, এটি তাদের মনের মধ্যে ছিল। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আকাঙ্খী তারা যেন খ্রীষ্ট সম্পর্কে যা কিছু জানে তা জোরালোভাবে জানে।

২. এর কি উন্নতি সাধন তারা করেছিল এবং তাদের উপর কি প্রভাব ফেলেছিল (পদ ১৮): *আর এই কারণ লোকেরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো, কেননা তারা শুনেছিল যে, তিনি সেই চিহ্ন-কার্য করেছেন*।

(১) কেউ কেউ কৌতূহলবশত তাঁকে দেখার জন্য ইচ্ছুক হয়েছিল, যিনি এমন একটি অসাধারণ আশ্চর্য কাজ করেছেন। তিনি যিরূশালেমে অনেক ভালো ভালো প্রচার করেছিলেন, তখন কিন্তু তাঁর ঐ প্রচার এত লোককে তাঁর পিছনে টেনে আনতে পারে নি, যা এই আশ্চর্য কাজটি টেনে এনেছিল।

(২) কিন্তু অন্যরা বিবেক থেকে এই বিবেচনা করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত একজন ব্যক্তি। এই আশ্চর্য কাজটি সর্বশেষ হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছিল, আর এই আশ্চর্য কাজ অতীতের সমস্ত আশ্চর্য কাজকে প্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চয়তা দান করেছে এবং ঠিক তাঁর দুঃখভোগের আগে তিনি এই সম্মান লাভ করেছিলেন। খ্রীষ্টের কার্যসমূহ কেবল অপূর্ব ছিল তাই নয় (মার্ক ৭:৭) কিন্তু সুসময়ের কৃত ছিল।

চ. এই সব ঘটনা ফরীশীদের ক্রোধে উন্মত্ত করে তুলেছিল। সম্ভবত তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেখেছিল এবং তারা খুব শীঘ্র শুনতে পেয়েছিল যে, খ্রীষ্ট জনতার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। যে বিশেষ সভা যাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিল খ্রীষ্টকে যে কোন উপায়ে খুঁজে বের করে হত্যা করতে, তারা যখন শুনতে পেল খ্রীষ্ট কোন গোপন স্থানে গিয়ে লুকিয়েছেন তখন তারা মনে করেছিল যে, খ্রীষ্ট খুব শীঘ্র যিরূশালেমের কথা চিরদিনের মত ভুলে যাবেন। কিন্তু এখন তারা ভীষণ ক্রুদ্ধ হল এবং বিচলিত হল যখন তারা দেখতে পেল যে, তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তারা যা কিছু কল্পনা করেছিল তার সব কিছুই ছিল অর্থহীন।

১. তারা স্বীকার করেছিল যে, খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তারা কোন কার্যকর ভিত্তি পায় নি। তারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলো যে, তারা বিন্দুমাত্র সফলতা অর্জন করতে পারে নি। খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা থেকে লোকদের মন ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের কোন কৌশল কার্যকর হয় নি। তাদের ভয় ভীতি দেখিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি তাদের ভালবাসা দেখানোর প্রবণতাকে দমন করতে পারে নি। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং তাঁর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারা আদৌ কৃতকার্য হতে পারে নি। ঈশ্বর তাদের সমস্ত দুষ্টতাপূর্ণ চিন্তা এবং কাজকে অগ্রাহ্য করে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে থাকেন এবং তাদের সমস্ত বিদ্বেষপূর্ণ কাজকে ব্যর্থতায় পরিণত করেন। "তোমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল, তোমাদের কোন লাভই হচ্ছে না।" লক্ষ্য করুন, তারা এমন কোন উপায় খুঁজে পায় নি যার দ্বারা তারা খ্রীষ্টকে প্রতিহত করতে পারে।

২. তারা স্বীকার করেছিল যে, তিনি ভিত্তি পেয়েছেন: "দেখ, সারা পৃথিবী তাঁর দলে চলে গেছে।" সেখানে বিশাল জনতা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, জনতার পৃথিবী যেন এক ভাষাভাষী হয়ে গিয়েছিল। তবুও এখানে কাইয়াফার মত, আগেই তারা সতর্ক করে দিল। তারা ভবিষ্যদ্বাণী করলো যে, সমস্ত পৃথিবী তাঁর দলে চলে গেছে। সমস্ত জাতির লোকেরা তাঁর শিষ্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই কথা বলার উদ্দেশ্য কি ছিল?

(১) খ্রীষ্টের প্রভাবের বৃদ্ধির জন্য তাঁরা বিরক্ত হয়েছিলেন এবং তাদের বিদ্বেষ তাদেরকে ক্রোধান্বিত করেছিলভ *তাঁর ধার্মিকতা নিত্যস্থায়ী; তাঁর শৃঙ্গ গৌরবে উন্নত হবে। দুষ্ট লোক তা দেখে বিরক্ত হবে; সে দাঁত ঘর্ষণ করবে ও গলে যাবে; দুষ্টগণের অভীষ্ট বিনষ্ট হবে* (গীতসংহিতা ১১২:৯,১০)। এই ফরীশীরা কত ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল এবং তারা যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্মান পেয়েছিল সেই কথা বিবেচনা করে কেউ কেউ মনে করে যে, তাদের খ্রীষ্টের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না; কারণ খ্রীষ্ট এখন যে সম্মান পেয়েছেন তা তাদের সম্মানের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। কিন্তু অহঙ্কারী লোকেরা

একচেটিয়া সম্মান পেতে চায় এবং কাউকে এই সম্মানের ভাগ দিতে চায় না, হামোনের মত।

(২) এইভাবে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, একে অন্যকে উস্কে দিতে লাগলো এবং আরও জোরদারভাবে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হল। যেন তারা বলতে পারে, "এইভাবে আর কখনো তুচ্ছ সময় নষ্ট করবো না এবং কোন কাজ করতে দেরি করবো না। আমরা আরও কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করব, এই প্রবণতাকে যেভাবেই হোক বন্ধ করবোই। এই সময় আমরা আমাদের সব রকম কৌশল এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে সাধ্যমত চেষ্টা করবো যেন অতীতে হতাশাকে মুছে ফেলতে পারি।" এইভাবে খ্রীষ্টান ধর্মের শত্রুরা আরও দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয় এবং তাদের ব্যর্থতার দ্বারা আরও তৎপর হয়।

যোহন ১২:২০-২৬ পদ

অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে খ্রীষ্টের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কয়েকজন গ্রীক কর্তৃক খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান দেখাবার বিষয় আমরা এখানে দেখতে পাই। খ্রীষ্টের শেষ সপ্তাহের এই দিনটি কোন দিন ছিল তা আমাদের বলা হয় নি, সম্ভবত যে দিন তিনি জনতার বিজয়োল্লাসের মধ্য দিয়ে যিরূশালেমে গিয়েছিলেন এটি সেই একই দিন ছিল না (কারণ সেই দিন জনসাধারণ কাজের মধ্যে ব্যাপৃত ছিল), কিন্তু একদিন অথবা দুইদিন পর।

ক. আমাদের বলা হয়েছে যে, যারা আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিল তারা কারা ছিল: যারা উপাসনা করার জন্য পর্বে এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েক জন গ্রীক ছিল (পদ ২০)। কেউ কেউ মনে করে এরা হল ছত্রভঙ্গ হওয়া যিহূদী, বারো বংশের কোন এক বংশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোক। এরা পরজাতির মধ্যে বাস করছিল এবং এদের গ্রীক বলা হয়েছে, কারণ তারা ছিল গ্রীক ভাষা ও আচার-আচরণ অবলম্বনকারী যিহূদী। কিন্তু অন্যরা মনে করেন এরা ছিল পরজাতি, যাদের অভিহিত করা হত ধর্মান্তরিত যিহূদী হিসেবে, যেমন নপুংসক এবং কর্ণীলিয়। যিহূদীদের খাঁটি ধর্ম থেকে অনেক অভিজ্ঞতা তারা লাভ করেছিল, আর এই কারণে যারা পরজাতির মধ্যে বাস করতো তাদের ধর্মীয় চেতনা নিয়ে যিহূদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে যোগ দেওয়ার প্রবণতা ছিল। যতদূর সম্ভব যিহূদীরা তাদের স্বীকার করত। তাদের মধ্যে যারা সত্য ঈশ্বরের নিবেদিত উপাসনাকারী ছিল ইস্রায়েল জাতির জনগণের কাছে তারা ছিল অতিথিস্বরূপ। যিহূদী মণ্ডলীর পরবর্তী যুগে এই পরজাতীয়দের দল যিরূশালেম মন্দিরে উপস্থিতি, যিহূদী এবং পরজাতিদের মধ্যকার বিভেদের দেয়াল নীচে নামানোর পূর্ব লক্ষণ ছিল। পরজাতিদের কাছ থেকে উৎসর্গের কোন কিছু গ্রহণ করা পুরোহিতদের নিষিদ্ধ ছিল (এটি করা হয়েছিল অনানিয়ের পুত্র মহাপুরোহিত এলিয়ের দ্বারা)। যদিও এই গ্রীকরা তক্‌ছেদ-না-করানো লোক ছিল বলে নিস্তার-পর্বের ভোজ খেতে পারত না, তবুও তারা নিস্তার-পর্বে এসেছিল উপাসনা করার জন্য। আমরা কৃতজ্ঞ যে, আমাদের যে সুবিধা আছে তা আমরা ব্যবহার করতে পারি, কারণ আমরা স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

খ. তারা তাঁকে কি সম্মান প্রদান করেছিল: তারা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিল, পদ ২১। নিস্তার-পর্বে উপাসনা করতে এসে তারা তাদের সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করার জন্য

ইচ্ছা প্রকাশ করল, সেই জন্য তারা ফিলিপের কাছে অনুরোধ করেছিল যেন তিনি প্রভু যীশুর সঙ্গে দেখা করার এবং ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার জন্য কোন উপায় করে দেন।

১. খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার আকাঙ্খা পূর্ণ করার জন্য তারা যে উপায় অবলম্বন করেছিল তা ছিল যথাযথ এবং এই দেখা করার পিছনে তাদের কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। তারা এই সিদ্ধান্তে আসে নি যে, এটি অসম্ভব, কারণ তিনি অনেক লোকদের দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। তারা কথা বলতে চেয়েছিল, আর এই জন্য তাঁকে একা পেতে চেয়েছিল। তাই তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এই পথ বেছে নিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের জ্ঞান পেতে চায় তারা অবশ্যই এটি খুঁজবে।

২. তারা ফিলিপের কাছে আবেদন করল, যিনি ছিলেন খ্রীষ্টের একজন শিষ্য। অনেকে মনে করেন যে, ফিলিপের সাথে তাদের সাধারণ পরিচয় ছিল এবং তারা গালীলের বৈৎসৈদা গ্রামের কাছে বাস করত। আর এখান থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমরা যেন ভাল মানুষের সাথে পরিচিত হই বা ভাল মানুষের সঙ্গে যেন আমাদের পরিচয় থাকে। আর তা আমাদের খ্রীষ্টের জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্য। যারা ঈশ্বরকে জানে তাদের সম্পর্কে জানা ভাল বিষয়। কিন্তু যদি তারা গালীলে বাস করতো তাহলে খ্রীষ্ট যখন গালীলে ছিলেন তখন তারা তাঁর সঙ্গে মিলিত হত, কারণ খ্রীষ্ট অধিকাংশ সময় গালীলে বাস করতেন। এই জন্য আমি মনে করি ফিলিপকে তাদের এই অনুরোধ করার একমাত্র কারণ ছিল যে, তারা তাঁকে খ্রীষ্টের খুব ঘনিষ্ট একজন শিষ্য হিসেবে দেখেছিল এবং তারা কথা বলার জন্য তাঁকেই প্রথমে পেয়েছিল। খ্রীষ্টের জন্য তাদের যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, এটি তার একটি নিদর্শন। তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর একজন শিষ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, যেন তাঁর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে তাদের কথা বলার সুযোগ হয়। তারা খ্রীষ্টকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে দেখেছিল, যদিও তাঁর পরিচ্ছদ ছিল একজন দরিদ্র ব্যক্তির মত। খ্রীষ্ট এখন স্বর্গে আছেন, কিন্তু যারা তাঁকে দেখতে চায় তাদের অবশ্যই পরিচর্যাকারীদের কাছে অনুরোধ করতে হবে। তাদেরকে তিনি তাঁর এই কাজের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছেন, যেন দুর্বল আত্মাকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়। পৌল প্রেরিত হয়েছিলেন অননিয়ের জন্য এবং কর্ণীলিয় পিতরের জন্য। ফিলিপের মাধ্যমে এই গ্রীকদের খ্রীষ্টের জ্ঞানের কাছে নিয়ে আসা ছিল প্রেরিতদের কাজের চিহ্ন এবং পরজাতিদের সঙ্গে আলাপের মধ্য দিয়ে ফিলিপ তাঁর পরিচর্যার কাজকে ব্যবহার করেছিলেন যেন খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাসের পথ সুগম হয় এবং যীশুর কাছ থেকে আরও শিক্ষা লাভ করতে পারে।

৩. ফিলিপের কাছে তাদের উপস্থাপন ছিল খুব সংক্ষিপ্ত: "রব্বি, আমরা যীশুকে দেখতে ইচ্ছা করি।" তারা ফিলিপকে সম্মানের উপাধি দিয়েছিল, সম্মানের যোগ্য হিসাবে, কারণ খ্রীষ্টের সঙ্গে ফিলিপের সম্বন্ধ রয়েছে। তাদের কাজ ছিল খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করা, কেবলমাত্র তাঁর চেহারা দেখা নয়, যেন তারা যখন বাড়িতে আসবে তখন বলতে পারে, আমরা এমন একজন লোককে দেখেছি যার সম্পর্কে চারদিকে অনেক আলোচনা হচ্ছে। সম্ভবত যখন তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তারা তাঁকে দেখেছিল। কিন্তু তারা তাঁর সঙ্গে একান্তে খোলামেলা আলাপ করতে চেয়েছিল এবং তাঁর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু এই সুযোগ লাভ করার জন্য তাঁকে অবসরে পাওয়া সহজ বিষয় ছিল না, কারণ জনগণের উদ্দেশ্যে করার জন্য তাঁর হাতে অনেক কাজ ছিল। যারা এই নিস্তার-পর্বে উপাসনা করার জন্য এসেছিল তারা যীশুকে দেখতে চেয়েছিল। লক্ষ্য করুন, পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিশেষ করে সুসমাচারের পর্বে আমরা যখন উপস্থিত হব তখন যীশুকে দেখার প্রবল আকাঙ্খা থাকতে হবে, আমাদের আকাঙ্খা থাকবে তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্টতা আরও বৃদ্ধি করতে, তাঁর উপর আমাদের নির্ভরতাকে তারও উদ্দীপ্ত করতে, তাঁর সাদৃশ্যে আমাদের ধরে রাখতে, তাঁর সঙ্গে আমাদের কথা-বার্তা অব্যাহত রাখতে এবং তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের পথকে সুগম করতে। যদি আমরা যীশুকে না দেখি আমাদের জীবনের সমস্ত আয়োজন, আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, আমাদের জীবনের সমস্ত অনুগ্রহ আমরা হারাব।

৪. ফিলিপ এই সংবাদটি তাঁর প্রভুকে দিয়েছিলেন, পদ ২২। ফিলিপ কথাটা আন্দ্রিয়কে বললেন। তিনিও একইভাবে বৈৎসৈদা গ্রামের লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রেরিতদের দলের বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে একজন, যিনি প্রেরিতদের সমসাময়িক। এখন কি করতে হবে এই নিয়ে ফিলিপ আন্দ্রিয়ের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি যা করতে যাচ্ছেন তাঁর সেই চিন্তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না, কারণ খ্রীষ্ট বলেছিলেন তিনি একমাত্র ইস্রায়েলের কাছে ছাড়া আর কোথাও প্রেরিত হন নি। তাঁরা একমত হলেন যে এই কথাটা খ্রীষ্টকে জানাবেন। কিন্তু তিনি আন্দ্রিয়ের সঙ্গে যাওয়ার জন্য মনস্থ করলেন, তাঁদের অনুকূলে খ্রীষ্ট যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তিনি স্মরণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এভাবে দু'জনে একসঙ্গে গেলে তাঁরা খ্রীষ্টের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন; কারণ খ্রীষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন যা কিছু যাচঞা করবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গীয় পিতা কর্তৃক তাদের জন্য তা করা যাবে" (মথি ১৮:১৯)। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের একে অপরের সাহায্যকারী হতে হবে এবং আত্মাকে জয় করে খ্রীষ্টের কাছে আনার জন্য সাহায্য করতে হবে: "একজনের চেয়ে দুইজন ভাল।" সম্ভবত আন্দ্রিয় ও ফিলিপ যখন এই সংবাদটি খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন খ্রীষ্ট লোকদের কাছে প্রচার করেছিলেন, কারণ আমরা পড়েছি (পদ ২৯): "যে লোকেরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল;" কিন্তু তিনি কদাচিৎ একাকী থাকতেন।

গ. তাঁকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল তা খ্রীষ্ট গ্রহণ করেছিলেন। এর উপর লোকদের কাছে কথা বলে তিনি প্রকাশ করলেন, পদ ২৩ ইত্যাদি। তাঁর যে মহিমা প্রকাশ পাবে তিনি এখানে তা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে বলেছেন (পদ ২৩,২৪)। এই মহিমার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এখানে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর প্রতি কি ঘটবে (পদ ২৫,২৬)। এটি এই গ্রীকদের তাঁর সম্পর্কে জানানোর জন্য এবং তাদের উৎসাহিত করেছিল।

১. পরজাতিদের মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রচুর ফসল সংগৃহীত হওয়ার দৃশ্য খ্রীষ্ট আগে থেকেই দেখতে পেলেন। আর এই গ্রীকদের বিষয়টি ছিল তার প্রথম ফল, পদ ২৩। যে দুই জন শিষ্য এই গ্রীকদের সম্পর্কে ভাল কথা বলেছিলেন খ্রীষ্ট তাদেরকে এই কথা বলেছিলেন, কিন্তু তারা এই কথাগুলো আদৌ বুঝেছেন কি না এই নিয়ে সন্দেহ রয়েছে,

"মনুষ্যপুত্রের মহিমা প্রকাশিত হবার সময় এসেছে।" মণ্ডলীতে পরজাতিদের প্রবেশের দ্বারা এবং এই উদ্দেশ্যের জন্য তিনি যিহূদীদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবেন। লক্ষ্য করুন:

(১) এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য আমাদের পরিত্রাণকর্তার মহিমাকে প্রকাশ করেছিল: "এটি কি সত্যি? পরজাতিরা আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে শুরু করেছে? প্রভাতী তারা কি তাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে? যা তার স্থান এবং সময়ও জানে, পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এটি কাজ শুরু করে দিয়েছে? আর তাই এখন সময় এসেছে মনুষ্যপুত্রের মহিমান্বিত হওয়ার।" এই বিষয়টি খ্রীষ্টকে বিস্মিত করে নি। আপাতদৃষ্টিতে এটি অসম্ভব বলে মনে হলেও এটি তাঁর কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। লক্ষ্য করুন:

[১] ঈশ্বরের মণ্ডলীতে পরজাতিদের কাজ ফলদায়ক কাজ মনুষ্যপুত্রের মহিমাকে ফলপ্রসূ করেছিল। পরিত্রাণপ্রাপ্তদের বৃদ্ধি পরিত্রাণদাকে আরও মহিমান্বিত করে।

[২] মনুষ্যপুত্রের মহিমান্বিত হওয়ার জন্য একটি সময় ছিল, একটি নিরূপিত সময়, একটি দিন, নির্দিষ্ট দিন, সেই সময়টি অবশেষে এসেছিল, তাঁর নম্রতা প্রকাশের দিনে তা শেষ হয়েছিল। তখন তিনি বিজয়োল্লাসে এবং উচ্চস্বরে বলেছিলেন, "সময় উপস্থিত।"

(২) আশ্চর্য উপায়ে এই পরিকল্পনা সাধিত হয়েছিল, আর তা হয়েছিল খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে, যা তিনি এই উপমা দ্বারা প্রকাশ করেছেন (পদ ২৪): "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, গমের বীজ মাটিতে পড়ে যদি না মরে তবে একটাই বীজ থাকে, কিন্তু যদি মরে তবে প্রচুর ফসল জন্মায়। যখন বীজ মাটিতে বপন করা হয় তখন মাটির নীচে চলে যায় বীজটি মরে যায় এবং নষ্ট হয়, বীজটি একাকী মরে যায় এবং তোমরা সেই বীজের কোন অস্তিত্ব কখনো দেখতে পাবে না, কিন্তু এটি মারা যায় প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী, অন্যথায় এটি একটি আশ্চর্য কাজ হত। এরপর এটি প্রচুররূপে ফল উৎপন্ন করে, ঈশ্বর প্রত্যেক বীজকে তার নিজের দেহ দিয়েছেন।" খ্রীষ্ট হলেন বীজের দানা, অত্যন্ত মূল্যবান এবং উপকারী শস্য। এখন লক্ষ্য করি:

[১] তাঁর নম্রতা প্রকাশের আবশ্যকতা। তিনি কখনোই মণ্ডলীর সজীব ও জীবন্ত মাথা এবং মূল হতে পারতেন না, যদি তিনি স্বর্গ থেকে নেমে না আসতেন এই অভিশপ্ত পৃথিবীতে এবং অভিশপ্ত গাছকে পৃথিবী থেকে উপরে না তুলতেন। আর এভাবেই তিনি আমাদের পরিত্রাণের কাজ সম্পন্ন করেছেন। নিজের ইচ্ছায় প্রাণ দিয়েছিলেন নতুবা তিনি মহৎ লোকদের মধ্যে তিনি অংশ পেতেন না (যিশাইয় ৫৩:১২)। খ্রীষ্ট নিজের রক্ত দিয়েছিলেন তাদের ক্রয় করতে এবং শুচি করতে যেন তাদের জয় করতে এবং রক্ষা করতে পারেন। তাঁর মহিমার যোগ্যতার জন্য এটি প্রয়োজন ছিল, যা তিনি তাঁর মণ্ডলীতে লোকদের প্রবেশের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। কারণ যদি তিনি পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে নিজের জীবন উৎসর্গ না দিতেন এবং এইভাবে অনন্তকালীন ধার্মিকতা না আনতেন, তাহলে যারা তাঁর কাছে আসত তাদের তিনি পরিত্রাণের জন্য পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা করতে পারতেন না। এই জন্য তিনি সমস্ত দুঃখভোগ সহ্য করেছিলেন।

[২] খ্রীষ্টের নম্রতা প্রকাশের উপকার। তিনি মানব দেহে মাটিতে পতিত হয়েছিলেন। তাতে

প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মাটিতে জীবন্ত সমাধিস্থ হয়েছেন, যেন তাঁর মহিমা আরও বেশি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটাই সব নয়: তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এই অনন্তজীবী বীজ মরণশীলতার নিয়মের কাছে সমর্পিত হয়েছিলেন। তিনি কবরে শায়িত ছিলেন, মাটির নীচে থাকা বীজের মত। কিন্তু যেমন বীজ মাটি থেকে উদ্গাত হয়ে আবার সবুজ হয়ে ওঠে, সতেজ হয়, পুষ্পিত হয়, বর্ধিষ্ণু হয় এবং প্রচুর ফল উৎপন্ন করে, তেমনি খ্রীষ্ট হাজার হাজার জীবন্ত খ্রীষ্টিয়ানদের তাঁর কাছে সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি তাদের মূল হিসেবে পরিগণিত হলেন। এই পর্যন্ত আত্মার পরিত্রাণ এবং শেষ সময় পর্যন্ত, সব কিছুই বীজের এই দানার মৃত্যুর জন্য। এর দ্বারা পিতা এবং পুত্র মহিমান্বিত হয়েছেন, মণ্ডলী পূর্ণ হয়েছে। তাঁর দেহ অক্ষত ছিল এবং অবশেষে সমাপ্ত হল। যখন আর সময় ছিল না, তখন আমাদের পরিত্রাণকর্তা তাঁর মৃত্যুর গুণে তাঁর মহিমার জন্য অনেক সন্তানকে বহন করে আনলেন এবং তাঁর দুঃখভোগের দ্বারা তাদের খাঁটি করলেন এবং তাদের সন্তানদের তাঁর মহিমার ভাগী করেছেন চিরকালের জন্য (ইব্রীয় ২:১০,১৩)।

২. তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁকে এবং তাঁর সুসমাচারকে গ্রহণ করবে, এর সুফল গ্রহণ করবে এবং খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করে অথবা তাঁর পরিচর্যা করার মধ্য দিয়ে তাদের বিশ্বস্ততা প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

(১) তাঁর জন্য দুঃখভোগ করা (পদ ২৫): যে খ্রীষ্টের চেয়ে নিজের প্রাণকে বেশি ভালবাসে সে তা হারাবে। কিন্তু যে তার নিজ প্রাণকে এই পৃথিবীতে ঘৃণা করে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অধিক মূল্যায়ন করে খ্রীষ্টের কাছে তা গচ্ছিত রাখে, সে তার সত্যিকারের জীবন অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করবে। এই শিক্ষা খ্রীষ্ট অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দিয়েছেন। অন্য পৃথিবীর সামনে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করবার দ্বারা এই পৃথিবীর আসক্তি থেকে মুক্ত করার এটি তাঁর ধর্মের মহা পরিকল্পনা।

[১] নিজ জীবনের প্রতি অত্যাধিক ভালবাসার অশুভ ফল কি তা দেখুন। অনেক লোক মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে এবং নিজের জীবন হারিয়েছে নিজ জীবনকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার জন্য। সে তার জীবনকে ভালবাসে যেন তার কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে পারে এবং এভাবে তার মাংসিক কামনার জন্য স্থান প্রস্তুত করে, পরে এই কামনা পরিপূর্ণ হয়। আর এর ফলে তার জীবনের দিন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যে জীবনের প্রতি সে এত অনুরাগী সেই জীবন সে হারিয়ে ফেলে। যে তার দেহের জীবনকে ভালবাসে এবং তার দেহকে শোভা বৃদ্ধি করার জন্য তৎপর থাকে এবং এই দেহ নিয়ে আনন্দ করে এবং বিপদগ্রস্থ হওয়ার ভয়ে তারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে, সে তা হারাবে। এর অর্থ হল, অন্য পৃথিবীর প্রকৃত আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত হবে। একজন মানুষ তার জীবনের জন্য চামড়ার বদলে চামড়া দিতে পারে এবং ভাল চুক্তি করতে পারে কিন্তু তার ঈশ্বর তার আত্মাকে অনন্ত জীবন দিচ্ছেন, স্বর্গ দিচ্ছেন। এর জন্য প্রিয় জীবনকেও কিনেছেন এবং তার বোকামির দোষে যে সামান্য ডালের জন্য জন্মাধিকার বিক্রি করেছে।

[২] জীবনের পবিত্র ঘৃণার আশীর্বাদপূর্ণ পুরস্কার। যে তার দেহের জীবনকে ঘৃণা করবে, সে

তার আত্মার জীবনকে অনির্বচনীয় অনুগ্রহ দ্বারা রক্ষা করতে পারবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারবে। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য এটি আবশ্যক, যেন তাঁরা এই জগতে তাঁদের জীবনকে ঘৃণা করেন। মনে করতে হবে এই পৃথিবীতে জীবন হল অন্য জগতের জীবন, আমরা এই পৃথিবীকে ঘৃণা করতে পারব যখন ঐ পৃথিবীর চেয়ে এই পৃথিবীকে কম ভালবাসব। এই পৃথিবীতে বর্তমান অবস্থার মধ্যেই আমরা সমস্ত আনন্দ-ফূর্তি করতে পারব। আমাদের ধন-সম্পদ সম্মান, আনন্দ এবং দীর্ঘ জীবন সব কিছু এই সময়ের মধ্যেই আমরা অর্জন করতে পারি। কিন্তু এই সব কিছুই আমাদের অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে, এর অর্থ হল, আমাদের সুখী করার জন্য এটি ব্যর্থ এবং অপর্যাপ্ত বিধায় এটি আমাদের অবজ্ঞা করতে হবে। ভয়ানক প্রলোভন এই জীবনের মধ্যে থাকবে বটে, কিন্তু তারা তা জয় লাভ করতে পারবে এবং তাদের জীবনে আনন্দপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন তারা প্রভুর পক্ষে কাজ করার জন্য প্রতিযোগিতা করবে (প্রেরিত ২০:২৪; ২১:১৩; প্রকাশিত বাক্য ১২:১১)। ধার্মিকতার ক্ষমতার আধিক্য ক্ষমতাশালী প্রাকৃতিক আসক্তিকে এবং ধার্মিকতার গুপ্ত বিষয় বশীভূত করে। এটি হল মহা প্রজ্ঞা, যা লোকদের তাদের জীবনকে ঘৃণা করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত, যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসতে গিয়ে এই পৃথিবীতে নিজের জীবনকে ঘৃণা করেছে, ধার্মিকের পুনরুত্থানের মধ্যে তারা প্রাচুর্যময় পুরস্কার পাবে। সে তার সত্যিকারের জীবন অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করবে। তার জীবন এমন একজনের হাতের মধ্যে রয়েছে যা অনন্ত জীবনের জন্য তা সুরক্ষিত থাকবে এবং তা মহা উন্নতি সাধনের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় জীবনের কাছে অর্পণ করা হবে।

(২) তাঁকে সেবা করা (পদ ২৬) "কেউ যদি আমার পরিচর্যা করে, তবে সে আমার পশ্চাদগামী হোক্; যেমন একজন দাস তার মনিবের কথা অনুযায়ী চলে। তাতে আমি যেখানে থাকি আমার পরিচারকও সেখানে থাকবে।" কেউ কেউ এটি এভাবে পাঠ করেন, "দায়িত্বের অংশ হিসেবে সেখানে তাকে থাকতে হবে, আমার সেবা করার জন্য।" আমরা এটি প্রতিজ্ঞাত অংশ হিসেবে পাঠ করি "সেখানে সে আমার সঙ্গে সুখে থাকবে।" পাছে এটি ক্ষুদ্র বিষয় বলে মনে হয় তিনি তাই যোগ করেছেন, "যদি কেউ আমার সেবা করে তবে আমার পিতা তাকে সম্মান দান করবেন।" আর এটাই যথেষ্ট, এর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। গ্রীকরা যীশুকে দেখতে চেয়েছিল (পদ ২১), কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের জানালেন যে, কেবল তাঁকে দেখাই যথেষ্ট নয়, কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই তাঁর সেবা করতে হবে। আমরা যেন কোন কিছুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাই এমন কোন কিছু জাহির করার জন্য তিনি এই পৃথিবীতে আসেন নি। তিনি শাসন করার দ্বারা রাজা হতে এসেছেন। এই কথা তিনি তাদের উৎসাহ দেবার জন্য বলেছেন, যারা তাঁর সেবাকারী হবার জন্য তাঁর অনুসন্ধান করে। সাধারণত যখন কোন দাস নেয়া হয় তখন তার কাজ এবং বেতন উভয়ই নির্ধারণ করা হয়। খ্রীষ্ট এখানে উভয়ই করেছেন।

[১] এটি হল সেই কাজ যা খ্রীষ্ট তাঁর সেবাকারীদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন। আর এই কাজ খুবই সহজ এবং ন্যায়সঙ্গত। তাদের ক্ষেত্রে এই রকম ঘটবে:-

প্রথমত, খ্রীষ্টের কার্যকলাপ তার সঙ্গে থাকবে : "যদি কেউ আমার সেবা করতে চায় তবে সে আমার পথে চলুক।" খ্রীষ্টিয়ানদের অবশ্যই খ্রীষ্টের পথে চলতে হবে। তাঁর নিয়ম, তাঁর পরামর্শ, উপদেশ ও শিক্ষা অনুযায়ী চলতে হবে এবং তিনি যা কিছু করতে বলেন তাই করতে হবে। তাঁর দৃষ্টান্ত ও আদর্শ অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তাঁর দূরদর্শিতা এবং আত্মা দ্বারা তাঁর কাজ সম্পাদন করতে হবে। তিনি আমাদের যে স্থানে নিয়ে যাবেন আমরা অবশ্যই সেখানে যাব এবং যে পথে চালিত করবেন সেই পথেই যাব। আমাদের আগে মেষশাবক সেখানে যাবেন আমরা তাঁর পিছে পিছে যাব। "যদি কেউ আমার সেবা করে, যদি সে আমার সঙ্গে এই সম্পর্ক স্থাপন করতে সম্মত হয়, তাহলে সে আমার কাজের জন্য আবেদন করতে পারে এবং সে যে কোন সময়ে আমার ডাকের জন্য প্রস্তুত থাকবে।" অথবা "যদি বাস্তবিক কেউ আমার সেবা করে, তাহলে তাকে আমাকে অনুসরণ করার দ্বারা আমার সাথে তার এই সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে এবং জনসমক্ষে স্বীকার করতে হবে, যেমন একজন দাস রাজপথে তাঁর প্রভুকে অনুসরণ করার দ্বারা প্রকাশ করে যে, সে তার দাস।"

দ্বিতীয়ত, তাদেরকে তাদের প্রভুর আস্থাভাজন হওয়ার দিকে মনযোগ দিতে হবে: "আমি যেখানে আছি আমার সেবাকারীও সেখানে থাকবে, আমার সেবা করার জন্য।" খ্রীষ্ট সেখানে থাকবেন, যেখানে তাঁর মণ্ডলী থাকবে, যেখানে তাঁর ভক্তদের সমাবেশ ঘটবে। সেখানে তাঁর আদেশ পালিত হয় এবং সেখানে তাঁর সেবাকারী থাকবে তাঁর সামনে নিজেদের উপস্থিত করতে এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। অথবা "স্বর্গে যেখানে আমি ছিলাম আমি এখন সেখানে যাচ্ছি। সেই স্থানের প্রতি আমার সেবাকারীর চিন্তা এবং আসক্তি থাকতে হবে। সেখানে তারা কথা-বার্তা বলবে, যেখানে খ্রীষ্ট বসে আছেন (কলসীয় ৩:১,২): "অতএব তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বস্থানের বিষয় চেষ্টা কর যেখানে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। ঊর্ধ্বস্থ বিষয়ের প্রতি মনযোগ দাও, পৃথিবীর বিষয়ের প্রতি মনযোগ দিও না।"

[২] যে বেতন তিনি তাঁর সেবাকারীদের দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর সেই বেতন হল খুবই মূল্যবান এবং মর্যাদাপূর্ণ।

প্রথমত, তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে সুখে থাকবে: "আমি যেখানে আছি আমার সেবাকারীরাও সেখানে থাকবে।" তিনি যখন এই জগতে দারিদ্রের মধ্যে এবং নগণ্যভাবে থাকবেন, অপ-মানিত হবেন, তখনও তারা তাঁর সাথে থাকবেন। তাকে দেখে যখন মনে হবে নগণ্য মর্যাদাশীল একজন মানুষ, তখনও তারা তাঁর সঙ্গে থাকবেন। আর এই কারণে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি চান যেন তাঁর সিংহাসনের সামনে তাঁর সেবাকারীরা তাঁর সঙ্গে টেবিলে বসেন। তারা স্বর্গের এই সুখ সেখানে ভাগ করবে, সেখানে খ্রীষ্ট থাকবেন (যোহন ১৭:২৪)। খ্রীষ্ট এমনভাবে স্বর্গীয় সুখের কথা বলেছেন যেন তিনি ইতিমধ্যে সেখানে অবস্থান করছেন: "আমি যেখানে আছি।" কারণ এই বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন এবং এর কাছে ছিলেন, আর এটি তাঁর হৃদয়ের উপর এবং তাঁর চোখে এখনও অবস্থান করছে। একই রকম আনন্দ এবং একই রকম মহিমা পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর পরিমাণে দেবার জন্য

তিনি চিন্তা করেছেন। যে সমস্ত সেবাকারী তাঁর কাজের জন্য কষ্টভোগ করেছেন, বিশ্বস্তভাবে সব আদেশ পালন করেছেন, তিনি তাদের সবাইকে প্রচুররূপে এই পুরস্কার প্রদান করবেন। যারা বিশ্বস্তভাবে তাঁর পথে চলেছেন তারা অবশেষে চিরকালের জন্য তাঁর সাথে বাস করবেন।

দ্বিতীয়ত, তারা তাঁর পিতার দ্বারা সম্মানিত হবেন। তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এবং তারা যা কিছু হারিয়েছে পিতা সব কিছুর ক্ষতিপূরণ করবেন তাদেরকে সম্মান প্রদান করে। তারা এভাবে সম্মানিত হবেন, কারণ মহান ঈশ্বর নিজে সেই সম্মান প্রদান করবেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে অপদার্থ এবং অধম লোকেরা যারা এই পুরস্কারের প্রত্যাশা করবে তারা তা লাভ করতে সক্ষম হবে না, তাদের কাছ থেকে এই পুরস্কার বহু দূরে থাকবে। পুরস্কার প্রদানকারী হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। যে এই পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে কাজ করেছে সে ঈশ্বরের পক্ষেই কাজ করেছে। এই পুরস্কার হল সম্মান – অনন্তকালীন সম্মান, সর্বোচ্চ সম্মান। এই সম্মান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এটি বলা হয়েছে (হিতোপদেশ ২৭:১৮) যে, তার প্রভুর সেবা করে (নম্রতা সহকারে এবং আনন্দের সাথে) সে সম্মানিত হবে। যারা খ্রীষ্টের সেবা করে, তাদেরকে ঈশ্বর সম্মান প্রদান করেন। যারা খ্রীষ্টের সেবা করে তাদের অবশ্যই নিজেদের নম্র করতে হবে এবং প্রায়ই তাদের পৃথিবীর লোকদের কাছ থেকে অবিশ্বাস ভোগ করতে হবে। আর এই জন্য তারা যথা সময়ে চমৎকার পুরস্কার লাভ করবে।

যে গ্রীকরা খ্রীষ্টকে দেখতে চেয়েছিল, তাদের সাথে তিনি এই পর্যন্ত এইভাবে কথা বললেন। তিনি তাদের উৎসাহিত করলেন যেন তারা তাঁর সেবা করে। ঐ গ্রীকদের পরে কি ঘটেছিল তা আমাদের বলা হয় নি। কিন্তু আমরা এই আশা করছি যে, যারা এইভাবে স্বর্গের দিকে অনুসন্ধান করেন তারা যেন তা খুঁজে পায় এবং স্বর্গের পথে হাঁটতে থাকে।

যোহন ১২:২৭-৩৬ পদ

স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বর কর্তৃক খ্রীষ্টকে সম্মান প্রদান, তিনি যে আলোচনা করছিলেন সেই আলোচনা উপলক্ষ্য করে এই সম্মান প্রদান করা হয়েছিল, এই উপলক্ষ্যে তিনি লোকদের সঙ্গে আরও আলোচনা করলেন। এই পদ সমূহে আমরা দেখতে পাই:

ক. দুঃখভোগের কথা চিন্তা করে খ্রীষ্টের মনে যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে এই উপলক্ষ্যে পিতার কাছে তাঁর আবেদন: “এখন আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন হয়েছে,” পদ ২৭। একটি অদ্ভুত কথা খ্রীষ্টের মুখ থেকে বের হয়ে আসল এবং এই সময় তিনি বিস্ময়াপন্ন হয়েছেন, বিভিন্নভাবে তিনি যে সমস্ত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন তবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেন তিনি বলতে চেয়েছেন, “এখন আমার মন সন্তুষ্ট।” লক্ষ্য করুন, মনের অস্থিরতা কখনো কখনো পরবর্তী সময় উৎসাহকে বৃদ্ধি করে। এই মিশ্র এবং পরিবর্তনের পৃথিবীতে আমাদের আনন্দের উপর বিঘ্নতা আসবে এটি আমাদের প্রত্যাশা করতে হবে এবং আমাদের এখন যে স্বাচ্ছন্দ্যের ধাপ রয়েছে পরবর্তী ধাপ দুঃখের হতে

পারে। যখন পৌল তৃতীয় স্বর্গে উঠেছিলেন তখন তাঁর দেহে একটি কাঁটা বিঁধেছিল। লক্ষ্য করুন:

১. খুব কাছে আসা দুঃখভোগের কথা ভেবে খ্রীষ্টের উদ্বিগ্নতা: "আমার মন এখন অস্থির হয়ে উঠেছে।" অন্ধকার এবং দুঃখময় দৃশ্যের আরম্ভ হয়েছে। তাঁর মনের প্রথম কষ্ট তিনি ভোগ করছেন। এখন তাঁর দুঃসহ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, তাঁর আত্মা অত্যাধিক দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

(১) আমাদের জীবনের পাপসমূহ খ্রীষ্টের জীবনের দুঃসহ দুঃখের কারণ। এই দুঃখভোগ তিনি বরণ করেছিলেন যখন আমাদের পাপের পরিত্রাণের জন্য পিতা ঈশ্বর কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং আমাদের পাপের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

(২) আমাদের জীবনের দুঃখভোগকে লাঘব করার জন্য খ্রীষ্টের জীবনের দুঃখ ছিল পিতার পরিকল্পনা, কারণ এরপরে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন (যোহন ১৪:১): "তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। আমার মন যে রকম অস্থির তোমাদের মন যেন তেমনি অস্থির হয়ে আছে।" আমাদের প্রভু যীশু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন, আনন্দের দৃশ্য তাঁর সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবুও তিনি মনের অস্থিরতায় ভুগছিলেন। পবিত্র শোক আত্মিক আনন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অনন্ত আনন্দের উপায়। খ্রীষ্ট এখন অস্থির হয়ে আছেন, এখন তিনি দুঃখার্ত, এখন তিনি ভীত, এখন তাঁর সেই সময় উপস্থিত। কিন্তু এটি সব সময়ের জন্য নয়, এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ছিল না। খ্রীষ্টানরা একইভাবে তাদের অস্থিরতার মাঝেও সান্ত্বনা লাভ করবেন। তাদের দুঃখ কিছু সময়ের জন্য, তারপর সেই দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে।

২. এই কষ্টের মধ্যে তিনি যা ভেবেছিলেন তা এই কথায় প্রকাশ করলেন, "এতে আমি কি বলব?" তিনি কারও সঙ্গে তাঁর পরামর্শ নিয়ে কথা বলেন নি, এটি ত্রার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিজেই বিবেচনা করেছিলেন যে, তাঁকে এখন কি করতে হবে। খ্রীষ্ট এমন মানুষের মত কথা বলেছেন যে, তাঁর মহা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যেন তিনি কি বলবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। তিনি তাঁর দায়িত্বভার নিজের উপর তুলে নিয়েছিলেনএ এতে অনেক অনেক পরিশ্রম ছিল, যাতে দুঃখভোগের আবশ্যক ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি তা নিজের উপর তুলে নিয়েছিলেন। যা তাদের ভীত করেছিল। এই দু'টির মধ্যে তিনি দ্বিধান্বিত হয়ে বললেন: "এতে আমি কি বলব?" তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, ত্রাকে সাহায্য করার কেউ নেই, যা তাঁকে শঙ্কিত করেছিল। ক্যালভিন এটিকে খ্রীষ্টের নম্রতার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেছেন, যিনি ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মত কথা বলেছেন। মহিমার প্রভু সম্পূর্ণভাবে নিজেকে শূন্য করেছিলেন। ভালবাসার প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে তিনি আমাদের দেখালেন। এইভাবে তিনি সর্বক্ষেত্রে আমাদের মত পরীক্ষিত হয়েছিলেন যেন আমাদের উৎসাহিত করতে পারেন, যখন আমরা বুঝতে পারব না যে, আমাদের কি করতে হবে তখন খ্রীষ্টের দিকে যেন দৃষ্টিপাত করি তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করার জন্য।

৩. এই কষ্টে ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা: "এখন আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন হয়েছে; এতে কি বলবো পিতা, এই সময় থেকে আমাকে নিস্তার কর?" *Ek tes oras tautes* – এই

সময় থেকে। এই প্রার্থনা এমন ছিল না যে, তিনি পাপীদের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত নন। "এই সময়ের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর;" এটি ছিল নিরীহ স্বভাবের ভাষা, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, মনের অস্থিরতার সময় কর্তব্য হল ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্তভাবে এবং একাগ্রভাবে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা। আর এই প্রার্থনার সময় আমাদের দৃষ্টি যেন পিতা হিসেবে তাঁর দিকে নিবদ্ধ থাকে। খ্রীষ্ট স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ করেছেন। তবুও এই দুঃখভোগ করা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, অস্থিরতার বিরুদ্ধে প্রার্থনা আমাদের ধৈর্য্যধারণ করতে সাহায্য করে থাকে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পিত হতে সাহায্য করে থাকে। লক্ষ্য করুন, তিনি তাঁর দুঃখভোগকে "এই সময়" বলে অভিহিত করেছেন, এর অর্থ হল প্রকাশিত ঘটনার সময় অতি সন্নিকট। এর দ্বারা তিনি প্রকাশ করলেন যে, এই সময়টি হল তাঁর দুঃখভোগের সময়।

(১) নির্ধারিত সময়: সময়কে নির্দিষ্ট করেছে এই বিষয়টি তিনি জানেন। এই বিষয়ে তিনি দুইবার কথা বলেছিলেন তখনও তাঁর নির্ধারিত সময় আসে নি। কিন্তু এখন এই সময়টি এতটা কাছে এসে গেছে যে, তিনি এখন স্পষ্ট বলছেন যে, "সময় এসেছে।"

(২) স্বল্প সময়: তাই খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। তাঁর সামনে যে আনন্দ রাখা হয়েছে, তার দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে তিনি তা দেখতে পাচ্ছেন।

৪. তবুও তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছাকে মেনে নিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে সংশোধন করলেন এবং যে কথা তিনি বলেছেন তা প্রত্যাহার করে নিলেন: "কিন্তু এরই জন্য তো আমি এই সময় পর্যন্ত এসেছি।" প্রথম কথার মধ্য দিয়ে মানবীয় স্বভাব কিন্তু পরবর্তী কথার মধ্যে ছিল স্বর্গীয় ভালবাসা। লক্ষ্য করুন, যে বিধি সম্মতভাবে কাজ করে যায় সে পুনর্বিবেচনা করে উপরে উঠে যায়। তিনি প্রথমে অভিযোগকারীর মত কথা বলেছেন। কিন্তু যদি আমরা যথার্থভাবে বিচার করি তাহলে আমাদের অবশ্যই অন্য পক্ষের কথা শুনতে হবে। পুনর্বিবেচনা করে তিনি নিজেকে সংযত করলেন: "কিন্তু এর জন্যই তো আমি এই সময় পর্যন্ত এসেছি।" তিনি এই বিষয়ে নীরব থাকতে পারেন নি, তিনি এই দুঃখভোগ এড়িয়ে যেতে পারেন নি, তিনি জানতেন এ ছাড়া আর কোন পরিত্রাণের পথ নেই। তিনি দুঃখভোগের জন্য সন্তুষ্ট ছিলেন, যার ফলে তিনি এটি এড়াতে পারেন নি। কারণ এটি তাঁর স্বেচ্ছায় কাজ অনুযায়ী হয়েছিল। এটি ছিল তাঁর সমস্ত দায়িত্বের পুরস্কার। তিনি সব মেনে নিয়েছিলেন এবং এ পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্বের সব কিছুই যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। তিনি যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা ছিল তাঁর দুঃখভোগের সম্পর্কে স্বর্গীয় পরিকল্পনা। তিনি এই দুঃখভোগের মত পবিত্র কাজের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। লক্ষ্য করুন, দুঃখভোগের সময় আমরা যেন পিছিয়ে না যাই, কারণ ঐ দুঃখভোগ আমাদের জন্য আগেই ঠিক করা আছে (১ থিষলনীকীয় ৩:৩)।

৫. এখানে তাঁর পিতার সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি তাঁর আগের আবেদন প্রত্যাহার করে নতুন করে আবেদন করেছিলেন যা তিনি মেনে চলবেন: "পিতা, তোমার মহিমা প্রকাশ কর। পিতা, তোমারই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তুমি এই কাজ কর।" ঈশ্বরের

ইচ্ছা হল তাঁর নিজের মহিমার জন্য। এটি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। তাঁর এই দুঃখভোগের উৎসর্গ ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করেছে। এটি ছিল মধ্যস্থতাকারীর কথা, আর এই কথা তাঁর মাধ্যমে বলা হয়েছিল আমাদের নিশ্চয়তার জন্য, যিনি আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্য স্বর্গীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের পাপের জন্য যে দোষ আমরা করেছি তা ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে দূর করার পরিকল্পনা করেছিলেন, যেন তিনি এর মাধ্যমে মহিমান্বিত হন। কারণ পাপ ছাড়া আর কোন উপায়ে ঈশ্বরের মনে আমরা দুঃখ দিতে পারতাম না, ঈশ্বরের মনের দুঃখের কারণে তিনি আমাদের জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছিলেন, আর এই পরিত্রাণের কাজের মাধ্যমে তিনি মহিমান্বিত হয়েছিলেন। পরিত্রাণকর্তার উপর বিশ্বাস করা ছাড়া আমরা ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারতাম না, কোন সৃষ্ট বস্তু বা জীব আমাদের জন্য পরিত্রাণ আনে নি। আমাদের পাপের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে মহিমান্বিত করেছেন। কারণ খ্রীষ্ট সমস্ত দুঃখ-কষ্ট নীরবে সহ্য করেছেন এবং নম্রভাবে পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে অস্বীকার করেছিলেন এবং নিজেকে বর্জন করেছিলেন। আর মনুষ্যপুত্রের প্রাপ্য সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নম্রভাবে বলেছিলেন: “পিতা তোমার মহিমা প্রকাশ কর। এই উৎসর্গকে সম্মানিত করে তুমি ন্যায়বিচার স্থাপন কর।”

খ. পিতা তাঁর এই আবেদনের উত্তর দিলেন; কারণ তিনি সব সময় তাঁর কথা শুনেছেন, এখনও শুনলেন। লক্ষ্য করুন:

১. কীভাবে এই উত্তর দেওয়া হয়েছিল: স্বর্গ থেকে কথার মাধ্যমে। যিহূদীরা মনে করে থাকে যে, ঈশ্বর ভাববাদীদের সঙ্গে অতীতে এইভাবে কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা কেবলমাত্র যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া কারও সঙ্গে এইভাবে কথা বলার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই না। এই সম্মান তাঁর জন্য সংরক্ষিত ছিল (মথি ৩:১৭; ১৭:৫)। এখানে সম্ভবত এই শ্রবণযোগ্য কণ্ঠ প্রকাশ হয়েছিল কোন দৃশ্য বস্তুর মাধ্যমে, হয় আলো অথবা অন্ধকার; কারণ উভয়ই স্বর্গীয় মহিমার বাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. উত্তরটি কী ছিল: “পিতা তোমার নাম মহিমান্বিত কর।” – এই আবেদনের দ্রুত উত্তর প্রদান করা হয়েছিল – “আমি তা মহিমান্বিত করেছি, আবার মহিমান্বিত করব।” আমরা যখন প্রার্থনা করি আমরা এই কথা বলতে শিখেছি, “হে আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।” এই প্রার্থনা আমাদের সান্ত্বনা দেয় যে, এটি একটি উপযুক্ত প্রার্থনা। খ্রীষ্টের কাছেও এই প্রার্থনা উপযুক্ত ছিল এবং তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্ত বিশ্বাসদায়কের কাজও উপযুক্ত।

(১) ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত হয়েছে, খ্রীষ্টের জীবনের মধ্যে দিয়ে, তাঁর শিক্ষার মধ্য দিয়ে, তাঁর আশ্চর্য কাজ তাঁর মঙ্গলময়তা এবং পবিত্রতার যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে।

(২) ঈশ্বরের নাম আরও মহিমান্বিত হয়েছে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতা, তাঁর ন্যায় বিচার এবং তাঁর পবিত্রতা, তাঁর সত্য এবং মঙ্গলময়তা তাঁকে

আরও মহিমান্বিত করেছিল। অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করেছে। সমস্ত কিছু সম্পন্ন হয়েছে ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য, আর ঈশ্বর এই সন্তুষ্টি গ্রহণ করেছেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, তিনি তাঁর উপর খুব সন্তুষ্ট। ঈশ্বর তাঁর নিজের নামকে মহিমান্বিত করার জন্য যা করেছেন তা আমাদের উৎসাহের জন্য করেছেন যেন আমাদের জন্য আরও কিছু করার জন্য আমরা প্রত্যাশা করি। তিনি তাঁর নিজের মহিমার কাজকে নিশ্চিত করেছেন।

গ. যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল এই কণ্ঠস্বর সম্পর্কে তাদের অভিমত, পদ ২৯। আমরা আশা করতে পারি যে, ঐ স্থানে তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিলেন যাদের মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ গ্রহণ করার জন্য, যেন তারা বুঝতে পারে কি বলা হয়েছে এবং কি সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণার বিষয়টি আমরা এখানে দেখতে পাই: তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই কথা বলল, "ওটা মেঘের ডাক।" আবার কেউ কেউ সুস্পষ্ট, সহজ এবং বোধগম্য কথা মন দিয়ে শুনে বলল, "নিশ্চয়ই কোন স্বর্গদূত উনার সঙ্গে কথা বললেন।" এটি দেখায় যে:

১. এটি ছিল একটি বাস্তব বিষয়, কিন্তু তাদের বিচার বা অভিমত তাঁর প্রতি একেবারেই যথাযথ ভাববিশিষ্ট করতে পারে নি।

২. তারা এত সহজভাবে খ্রীষ্টের স্বর্গীয় কাজের প্রমাণ স্বীকার করতে রাজি ছিল না। খ্রীষ্টের আবেদনের উত্তরে ঈশ্বর তাঁকে কি উত্তর দিয়েছেন এই কথা না ভেবে তারা অন্য কথা বলল যে, এটা অমুক, ওটা তমুক কিংবা অন্য কিছু। যদি বাস্তবিকই তা সুস্পষ্ট মেঘের ডাকও হয় (প্রকাশিত বাক্য ১০:৩,৪), তবে তা কি ঈশ্বরের কথা নয়? অথবা যদি স্বর্গদূতরাও তাঁকে এই কথা বলে থাকেন, তবে তিনি কি ঈশ্বরের বার্তাবাহক নন? ঈশ্বর একবার বাস্তবিক দু'বার কথা বলেছেন, কিন্তু মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে নি।

ঘ. আমাদের পরিত্রাণকর্তা এই কথার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

১. কেন এই কথা বলা হয়েছিল (পদ ৩০): "ঐ বাণী আমার জন্য হয় নি। কেবলমাত্র আমার উৎসাহের জন্য এবং আমার সন্তুষ্টির জন্য বলা হয় নি, কিন্তু তোমাদেরই জন্য।"

(১) "তোমরা সবাই যারা এই কথা শুনেছো, তোমরা যেন বিশ্বাস করতে পার যে, পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন।" আমাদের প্রভু যীশু সম্পর্কে স্বর্গ থেকে যা বলা হয়েছে এবং তাঁর মধ্য দিয়ে পিতার মহিমান্বিত হওয়ার বিষয় সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আমাদের জন্য, যেন আমরা তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারি এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পারি।

(২) "যেন তোমরা আমার শিষ্যরা, যারা আমার সঙ্গে দুঃখভোগ করতে আমার পিছনে পিছনে চলেছো, আমি যে সান্ত্বনা নিয়ে এগিয়ে চলেছি একই সান্ত্বনা তোমরা লাভ কর।" তাঁর জন্য এটি যেন তাঁদের জীবনের উৎসাহের অংশ হয়। যদি তাঁরা এটি গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা ঈশ্বরের সম্মান লাভ করবেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রভু যীশু আমাদের জন্য দুঃখভোগের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রেরিত প্রতিজ্ঞা এবং সাহায্য অনুমোদন করা হয়েছে। আমাদের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ দিয়েছেন এবং সান্ত্বনা লাভ করেছেন।

২. এর অর্থ কী ছিল? তিনি তাঁর পিতার ঘনিষ্ট ছিলেন বলে তাঁর কণ্ঠ চিনতেন – এর অর্থ

কি? দু'টি বিষয় ঈশ্বর মনস্থ করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর নিজ নাম মহিমান্বিত করেছেন:-

(১) খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শয়তান পরাজিত হবে (পদ ৩১): এই লোকদের বিচারের সময় এসেছে। তিনি স্বর্গীয় বিজয়োল্লাসে এবং আনন্দ প্রকাশের দ্বারা এই কথা বলেছিলেন। "এখন আমার পরিত্রাণের বৎসর এসেছে এবং শয়তানের মাথা চূর্ণ করার নিরূপিত সময় এসে গেছে। এখন সময় এসেছে অন্ধকারের কর্তৃত্বকারীকে তার প্রাপ্ত মজুরি দেওয়ার। এখন এই মহিমান্বিত কার্য সম্পাদিত হয়েছে। এখন মহান কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যা দীর্ঘকাল আগে স্বর্গীয় পরামর্শের দ্বারা নির্ধারণ করা ছিল। অনেক আগে এই সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, যা বিশ্বাসীদের জন্য অত্যন্ত আশাপ্রদ বিষয়, কিন্তু শয়তানের জন্য ছিল এটি আতঙ্কের বিষয়।" বিজয়োল্লাসের বিষয় হল:-

[১] এই পৃথিবীর লোকদের বিচারের সময় এবার এসেছে। এখন এই পৃথিবীর সঙ্কটকাল। অসুস্থ এবং রোগাক্রান্ত পৃথিবীর এখন সঙ্কটময় মুহূর্ত। এই হল সঙ্কটময় দিন যার উপরে রয়েছে কম্পমান তুলা দণ্ড, যা মানব জাতিকে হয় জীবন বা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে। এর দ্বারা সকলেই আরোগ্য লাভ করবে না, তারা অসহায় এবং আশাহীন হয়ে পড়বে। অথবা আরও বলা যায় এটি হল আইনের শব্দ, আমরা এভাবে গ্রহণ করতে পারি, "এখন বিচার শুরু হয়ে গেছে, এই পৃথিবীর কর্তার বিরুদ্ধে সুবিন্যস্তভাবে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হবে।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের মৃত্যু হল এই পৃথিবীর বিচার।

প্রথমত, এটি হল প্রকাশ এবং পার্থক্যের বিচার – অস্টিনের মতে *Judicium discretionis*। এখন এই পৃথিবীর বিচার চলছে, কারণ মানুষের তাদের চরিত্র অনুযায়ী খ্রীষ্টের ক্রুশ তাদের জন্য উচিত ছিল। অনেকের কাছে এই ক্রুশ মূর্খতাস্বরূপ এবং বাধাজনক পাথরের মত, অন্যদের কাছে প্রজ্ঞা এবং ঈশ্বরের ক্ষমতাস্বরূপ। যার উপমা ক্রুশে দুইজন দস্যুর মধ্যে রয়েছে যাদেরকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। খ্রীষ্টের ক্রুশ নিয়ে মানুষ কীভাবে এই নিয়ে তাদের বিচার হবে।

দ্বিতীয়ত, এই বিচার তাদের পক্ষে, যারা এই পৃথিবীর একমাত্র পরিত্রাণকর্তা প্রভুকে বেছে নেয়। খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর ধার্মিক ঈশ্বর এবং পাপী মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হয়েছিলেন মানুষের পাপের জন্য উৎসর্গ স্বরূপ এবং পাপীদের নিশ্চয়তা প্রদান স্বরূপ। এই জন্য তিনি যখন বিচারিত হয়েছিল এবং আমাদের অপরাধের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং আমাদের জন্য তিনি ক্ষত বিক্ষত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল পৃথিবীর বিচারস্বরূপ, কারণ এর দ্বারা অনন্তকালীন ধার্মিকতা প্রবর্তিত হয়েছিল। তা কেবল যিহূদীদের জন্যই নয়, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর জন্য (১ যোহন ২:১,২; দানিয়েল ৯:২৪)।

তৃতীয়ত, এটি ছিল অন্ধকারের কর্তার অপরাধের শাস্তি দেবার বিচার (যোহন ১৬:১১)। এই বিচার স্থাপন করা হয়েছে রক্ষা করা এবং পরিত্রাণ দেবার জন্য যা শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তাস্বরূপ। খ্রীষ্টের মৃত্যুকে খ্রীষ্ট এবং শয়তানের মধ্যে সুপরিচিত পরীক্ষা হয়েছিল, সাপ এবং প্রতিজ্ঞাত বংশধরের মধ্যে। পরীক্ষা ছিল পৃথিবীর জন্য এবং এর আধিপত্যের জন্য। শয়তান দীর্ঘদিন ধরে মানব সন্তানদের মধ্যে কর্তৃত্ব করে আসছিল,

তাদের মনকে বদ্ধ করে রেখেছিল। শয়তান এত দিন ধরে যে অধিকার ভোগ করে ছিল তা থেকে তাকে বিচ্যুত করা হয়েছিল এবং তার পাপের জন্য তাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। আমরা শয়তানকে দেখতে পাই যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিল (লূক ৪:৬,৭)। সে যে পৃথিবীকে অধীনে রেখেছিল এবং ধরে রেখেছিল, তা সে খ্রীষ্টকে দেবার জন্য প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় ন্যায় বিচারকে খুলে ফেলেছিলেন যেন যথাযথভাবে তিনি এই উপাধি গ্রহণ করতে পারেন এবং এটি স্বর্গের দরবারে তিনি পুনরায় তা লাভ করতে পারেন। শয়তান জোরপূর্বক পৃথিবীকে তার নিজের বলে ঘোষণা দিয়েছিল, কিন্তু এই পৃথিবী হল খ্রীষ্টের অধিকারভুক্ত (গীতসংহিতা ২:৬,৮)। এই পৃথিবীর বিচার হল, এটি খ্রীষ্টের অধিকার ভুক্ত এবং এই পৃথিবী শয়তানের অধিকারভুক্ত নয়। খ্রীষ্টের অধিকারভুক্ত হওয়ার কারণে আসুন, আমরা সবাই তাঁর প্রজা হই।

[২] "এখন এই পৃথিবীর বিচার উপস্থিত, এখন এই পৃথিবীর অধিপতি বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে।"

প্রথমত, এ হল শয়তান, যাকে এখানে পৃথিবীর কর্তা বলা হয়েছে, কারণ সে পৃথিবীর বিষ-য়সমূহ নিয়ে এই পৃথিবীর মানুষের উপর শাসন করে সে হল এই পৃথিবীর অন্ধকারের শাসনকর্তা। এর অর্থ হল এই অন্ধকার পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছুই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলছে (২ করিন্থীয় ৪:৪; ইফি ৪:১৮)।

দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছিলেন যে, এই পৃথিবীর কর্তাকে বাইরে নিক্ষিপ্ত করা হবে, আর এখন সে বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর গুণে জগৎকে আবার ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করেছিলেন। মৃত্যুর ক্ষমতা ভেঙ্গে দিয়ে এবং ধ্বংসকারী হিসাবে শয়তানকে বাইরে নিক্ষিপ্ত করে তিনি জগতকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনরায় মিলিত করেছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁর ক্রুশের তত্ত্ব দ্বারা এই পৃথিবীকে ঈশ্বরের কাছে এনেছিলেন। পাপর ক্ষমতা ভেঙ্গে এবং প্রতারণাকারী হিসেবে শয়তানকে বাইরে নিক্ষিপ্ত করার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীকে যুক্ত করেছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁর গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে শয়তানের মাথা চূর্ণ করেছিলেন (আদিপুস্তক ৩:১৫)। পৃথিবীর রাজ্য যখন খ্রীষ্টের রাজ্যে পরিণত হল, তখন পৃথিবীর কর্তা বাইরে নিক্ষিপ্ত হল। এটি যোহনের দর্শনে যা প্রকাশ পেয়েছিল সেই বিষয়ের সঙ্গে তুলনীয় (প্রকাশিত বাক্য ১২:৮-১১)। সেখানে বলা হয়েছে যে, এই কাজ সাধিত হবে মেষশাবকের রক্তের দ্বারা। তাঁর সমগ্র দায়িত্বের মহা পরিকল্পনার নির্দেশনা হল মানুষের দেহ থেকে শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেওয়া। লক্ষ্য করুন, এই নিশ্চয়তার দ্বারা খ্রীষ্ট শয়তানের উপর সম্পূর্ণ বিজয়ের কথা বলেছেন। তিনি এই কাজ অত্যন্ত ভালভাবেই করেছিলেন, যখন তিনি অগত্যা মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন তখনও তিনি বিজয়োৎসব করেছিলেন।

(২) খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বারা আত্মার পরিবর্তন ঘটেছিল এবং এটি শয়তানকে বাইরে নিক্ষেপ করেছিল (পদ ৩২): "আর আমি ভূতল থেকে উচ্চীকৃত হলে সকলে আমার কাছ আকর্ষণ করবো।" এখানে আমরা দু'টি বিষয় লক্ষ্য করব:

[১] আমাদের প্রভু যীশুর মহা পরিকল্পনা ছিল মানুষকে তাঁর কাছে টেনে আনা, কেবল যিহূদী

জাতিকে নয়, যারা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ করে আসছিল যে তারা ঈশ্বরের কাছের মানুষ, কিন্তু পরজাতিদেরও তিনি কাছে টেনে নেবেন, যারা বহুদূরে ছিল। কারণ তাঁর আকাঙ্খা ছিল সমস্ত জাতির জন্য। "আমি সমস্ত জাতিদের কম্পমান করব, আর তাতে তারা তাদের ধন-সম্পদ এখানে নিয়ে আসবে" (হগয় ২:৭)। আর তাঁর কাছে সমস্ত লোক জমায়েত হবে। যা তাঁর শত্রুদের আতঙ্কিত করেছিল যে, সমস্ত জগৎ সংসার তাঁর পিছনে পিছনে চলে যাচ্ছে এবং তিনি তাদেরকে তাঁর কাছে টেনে নিচ্ছেন, তবুও তারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল। লক্ষ্য করুন, কীভাবে খ্রীষ্ট আত্মার পরিবর্তনের মধ্যে নিজেকে সর্বেসর্বা করেছেন।

প্রথমত, যিনি টেনে এনেছিলেন তিনি হলেন খ্রীষ্ট: "আমার কাছ আকর্ষণ করবো।" এই কথা কখনো কখনো পিতার কাছে আরোপ করেছিলেন (যোহন ৬:৪৪); কিন্তু এখানে পুত্রের কাছে যিনি পিতার শক্তি। তিনি কখনো শক্তি দ্বারা চালিত করেন নি, কিন্তু মানুষকে স্নেহের দড়ি এবং ভালবাসার বাঁধন দিয়ে কাছে টেনে এনেছেন (হোশেয় ১১:৪; যিরমিয় ৩১:৩), চুম্বকের মত আকর্ষিত হয়েছে, আত্মা ইচ্ছা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তা ক্ষমতার দিনের মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, যাঁর কাছে আমরা আকর্ষিত হয়েছি তিনি খ্রীষ্ট: "তাদের একতার কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ আমার কাছে তাদের টেনে আনব।" যে আত্মা খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে আছে খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য তাঁর কাছে আনা হবে, ভীরু এবং সন্দিগ্ধ চিত্ত তাঁর প্রতি, তাকে তাঁর ভালবাসার মধ্যে আনা হবে এবং তার মনের সন্দেহ দূর করা হবে। তাকে তাঁর সীমায় তুলে আনা হবে, তাঁর হাতের মধ্যে। খ্রীষ্ট এখন স্বর্গে চলে যাচ্ছেন এবং তিনি মানুষের আত্মাকে সেখানে টেনে নেবেন।

[২] যে অসাধারণ পদ্ধতিতে তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন তা হল নিজেকে মাটি থেকে উঁচুতে তোলার দ্বারা। এর দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন, আমাদের ভুল নিবারণ করতে, আমরা এই কথা বলেছি (পদ ৩৩): *তিনি যে কি রকমভাবে মরবেন, তা এই কথার দ্বারা নির্দেশ করলেন।* তাঁর মৃত্যু হবে ক্রুশের মৃত্যু, যদিও তাঁর শত্রুরা পরিকল্পনা করেছিল তাঁকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে। প্রথমে তাঁকে ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ করা হয়, তারপর সেই ক্রুশেই তিনি উপরে উত্থিত হন। পৃথিবীর কাছে প্রদর্শন স্বরূপ তিনি উঁচুতে উঠেছিলেন, স্বর্গ এবং পৃথিবীর মাঝখানে তোলা হয়েছিল তবুও এই কথা এখানে সম্মানসূচক উৎকর্ষকে চিহ্নিত করেছে। "*Ean hypsotho – যদি আমি প্রশংসিত হই।*" তিনি তাঁর দুঃখভোগকে তাঁর সম্মানের বিষয় বলে গণ্য করেছেন। যে কোনভাবেই আমরা মারা যাই, যদি আমরা খ্রীষ্টে মারা যাই তাহলে এই অন্ধকার কারাগার থেকে আমাদের উঁচুতে তুলে আনা হবে, সিংহের এই গুহা থেকে ভালবাসা এবং আলোর পৃথিবীতে। আমরা আমাদের প্রভু যীশুর কাছে পবিত্র আনন্দ নিয়ে পূর্ণভাবে মৃত্যুর কথা বলতে এবং "আমাদের তখন উঁচুতে তোলা হবে" সেই কথা বলতে শিখেছি। মাটি থেকে উঁচুতে তোলার মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত মানুষকে তাঁর কাছে টেনে এনেছেন।

প্রথমত, এটি যথা সময়ে পালিত হবে। মণ্ডলীর মহা বৃদ্ধি ঘটেছিল খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর। খ্রীষ্ট

যে সময় এই পৃথিবীতে ছিলেন আমরা পড়েছি প্রচার করার সময় তিনি কয়েক হাজার লোককে আহার দিয়েছিলেন অতি আশ্চর্যজনকভাবে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর, আমরা পড়েছি একটি প্রচারে কয়েক হাজার লোক মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। যোষেফের মৃত্যুর পর ইস্রায়েলরা মিশরে বহু সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, এই বৃদ্ধি এর উপর প্রতিষ্ঠিত যেমন এর আশীর্বাদপ্রাপ্ত ফলের মত। লক্ষ্য করুন, আত্মাকে তাঁর কাছে টেনে আনার জন্য খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী গুণ এবং ফল। খ্রীষ্টের ক্রুশ, যদিও এটি অনেকের কাছে ব্যাঘাতজনক পাথর, অন্যদের কাছে এটি চুম্বকের মত। অনেকে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, এটি হল মাছকে জালের মধ্যে টেনে আনার মত। খ্রীষ্টের উঁচুতে ওঠা হল জাল ফেলার মত (মথি ১৩:৪৭,৪৮)। অথবা এটি হল যুদ্ধের পতাকার মত যা সমগ্র সৈন্যকে একত্রিত করে। অথবা আরও বলা যায়, এটি মরুভূমিতে যাদের বিষধর সাপ কামড় দিয়েছিল তাদেরকে এটি কাছে টেনে এনেছিল, কারণ সাপ কামড় দেবার পর যত শীঘ্র সম্ভব তারা যদি ঐ উঁচুতে তোলা সাপের দিকে তাকাতো তাহলে তারা সুস্থ হয়ে যেত এবং মৃত্যু থেকে রক্ষা পেত। একইভাবে খ্রীষ্ট তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতির পরিত্রাণ লাভের পথ সৃষ্টি হয়েছে (যোহন ৩:১৪,১৫)। খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর তাঁর দেহকে যেভাবে রেখেছিলেন তাতে সম্ভবত যেন তিনি দু'হাত বাড়িয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতির লোককে তাঁর কাছে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। যারা আসবে তারা যেন তাঁর উপর বিশ্বাস করে। যারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল তারা মনে করেছিল যে, খ্রীষ্টের এই রকম ঘৃণ্য এবং জঘন্য মৃত্যুর ফলে সমস্ত লোক তাদের ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু শয়তান নিজের ধনুকের মধ্যে বিদ্ধ হল। "খাদক থেকে সৃষ্টি হল খাবার।"

৬. লোকদের গ্রহণযোগ্যতার বিরুদ্ধে তিনি যা বলেছিলেন তাতে লোকদের প্রতিবাদ (পদ ৩৪)। যদিও তারা স্বর্গ থেকে সেই বাণী শুনেছিল এবং তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসা অনুগ্রহপূর্ণ কথা শুনেছিল তবুও তারা প্রতিবাদ করলো এবং তাঁর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হল। খ্রীষ্ট নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলে অভিহিত করেছেন (পদ ২৩)। তারা জানতো যে, এটি হল খ্রীষ্টের অনেক উপাধির মধ্যে একটি উপাধি (দানিয়েল ৭:১৩)। তিনি আরও বললেন যে, মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুলতে হবে। এই কথায় তারা বুঝেছিল যে তিনি তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বলছেন এবং খ্রীষ্ট তাদের কাছে সেই ব্যাখ্যাই দিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন তিনি নীকদীমকে যে কথা বলেছিলেন সেই কথা পুনরায় এখানে বলেছেন (যোহন ৩:১৪): "তেমনি মনুষ্যপুত্রকেও উঁচুতে তুলতে হবে।"

১. পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রে খ্রীষ্টের চিরস্থায়ীত্ব সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তারা সেই বিষয়ে উদাহরণ দিল। সেখানে লেখা আছে, তিনি তাঁর দিন থেকে তিনি তার অস্তিত্বে বিরাজমান থাকবেন, আর তিনি হবেন চিরকালের জন্য পুরোহিত (গীতসংহিতা ১১০:৪) এবং চিরকালের জন্য রাজা (গীতসংহিতা ৮৯:২৯)। তিনি অনন্তকাল স্থায়ী দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করবেন এবং তাঁর বৎসর পুরুষে পুরুষে থাকবে (গীতসংহিতা ২১:৪: ৬১:৬)। এই সব কিছু বিবেচনা করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট কখনো মারা যাবেন না। পবিত্র শাস্ত্রের লেখার মধ্যে অনেক মহা জ্ঞানের বিষয় রয়েছে, যদি দিল অপবিত্র

থাকে, এর মধ্যে থেকে বিশ্বাসহীনতার কারণ খুঁজে পাবে এবং খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদের অস্ত্র ব্যবহার করবে। তাদের সত্য ভ্রষ্টতার প্রতিবাদ করতে খ্রীষ্ট যা বলেছেন তা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব:

[১] যখন তারা পবিত্র শাস্ত্রের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিল যে, খ্রীষ্ট হলেন অনন্তকালীন, তিনি চিরকাল জীবিত থাকবেন, তখন তারা পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখিত খ্রীষ্টের মৃত্যু ও দুঃখভোগের বিষয়ের প্রতি মনযোগ দেয় নি। তারা মোশির ব্যবস্থা থেকে শুনেছে যে, খ্রীষ্ট "চিরকাল জীবিত থাকবেন" এবং তারা কখনোই এই কথা শোনে নি যে, খ্রীষ্টকে হত্যা করা হবে (দানিয়েল ৯:২৬)। "তিনি নিজের ইচ্ছায় প্রাণ দিয়েছেন" (যিশাইয় ৫৩:১২); বিশেষ করে তাঁর হাত ও পা বিদ্ধ করা হবে। তাহলে কেন তারা "মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে তুলতে হবে," এই কথা শুনে আশ্চর্য হয়েছে? কেন তাদের কাছে এটি অদ্ভুত বিষয় বলে মনে হয়েছে? আমরা প্রায়ই মারাত্মক ভুল করে বসি, আর ঐ ভুলগুলোকে সমর্থন দেবার জন্য শাস্ত্রের যুক্তি ব্যবহার করি। ঈশ্বর যে সমস্ত কথা একত্রে রেখেছেন তা আলাদা করার দ্বারা এবং একটি সত্যকে বাধা দিতে অন্য সত্যগুলোকে সমর্থনের দাবী করি। আমরা সুসমাচার থেকে শুনেছি যে, কোনটি প্রশংসনীয় বিনামূল্যের অনুগ্রহ এবং আমরা আরও শুনেছি যে কোনটি আনন্দপূর্ণ কাজ, আমরা কেবল উভয় অন্তর্ভুক্ত করবো এবং এগুলো আলাদা করবো না এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ বা পার্থক্য সৃষ্টি করবো না।

(২) মনুষ্যপুত্রের দুঃখভোগের সম্পর্কে খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন তারা যখন এর বিরোধিতা করেছিলেন তারা তখন খ্রীষ্ট নিজের মহিমা এবং উন্নতাবস্থা সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তাতে তারা মনযোগ দেয় নি। তারা মোশির ব্যবস্থা থেকে শুনেছিল যে খ্রীষ্ট চিরকাল জীবিত থাকবেন তারা কি এ কথা শোনে নি যে খ্রীষ্ট বলেছিলেন তিনি মহিমান্বিত হবেন, যেন তিনি অনেক ফল লাভ করতে পারেন এবং সকল মানুষকে তাঁর কাছে টেনে আনবেন? তিনি কি তাঁর শিষ্যদের কাছে চিরস্থায়ী সম্মানের প্রতিজ্ঞা করেন নি, যা তাঁর চিরকাল বেঁচে থাকার প্রমাণস্বরূপ? কিন্তু এই বিষয় তারা এড়িয়ে গেছে। এইভাবে অন্যায্য বিবাদ বিপক্ষের মতামতের কিছু অংশকে বাধা প্রদান করে। যদিও চেষ্টা করেছিল সম্পূর্ণভাবে বাধা প্রদান করতে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সফলকাম হতে পারেন নি। খ্রীষ্ট যে সমস্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন যারা দুষ্টতা প্রিয় মানুষ তাদের কাছে তা ব্যাঘাতজনক পাথরের মত ছিল। যেমন - খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু। তবুও তিনি মহিমান্বিত হয়েছিলেন। "মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হবে" এবং "সমস্ত মানুষকে তখন আমার কাছে টেনে আনব"।

২. এই কথার উপরে তারা প্রশ্ন করল: "এই মনুষ্যপুত্র কে?' শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এই প্রশ্ন করে নি, কিন্তু তারা বিদ্রুপাত্মক এবং অ বিশ্বাসজনক প্রশ্ন করেছিল যেন তারা তাঁকে দমন করতে পারে। "আপনি বলেছেন মনুষ্যপুত্রকে মরতে হবে। কিন্তু আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে, খ্রীষ্ট কখনও মারা যাবেন না, তাহলে আপনার খ্রীষ্টত্ব কোথায়? এই মনুষ্যপুত্র, আপনি নিজেই নিজের উপর এই উপাধি আরোপ করেছেন, সুতরাং আপনি কোন মতেই খ্রীষ্ট হতে পারেন না। আপনি কোন কিছুর মতলবে এই দাবী করেছেন।" খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাদের যে প্রতিকূল ধারণা তাদেরকে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়

করিয়েছিল তা হল, খ্রীষ্টের হীনতা এবং দারিদ্র। তারা মনে করতো খ্রীষ্ট এমন একজন যিনি কখনোই দুঃখভোগ করবেন না।

চ. তাদের এই প্রতিবাদে যা বলেছিলেন এবং এই সম্পর্কে আরও যা বলেছিলেন। এই প্রতিবাদ ছিল সম্পূর্ণ তুচ্ছ আপত্তির। যদি তারা সত্যিকারভাবে জানতে চাইত তাহলে এই উত্তরের মধ্যে সব কিছু সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারত। মানুষ মারা যাবে অথচ সে জীবিত থাকবে এবং চিরকাল বেঁচে থাকবে, এই হলেন মনুষ্যপুত্র। এই জন্য তাদের নির্বোধের মত কথার উত্তরের বদলে তিনি তাদের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক করে দিলেন এবং তাদের জানালেন যে, তাদের হাতে এমন সুযোগ রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে যেন আলোর পথে আসে। কারণ তারা যা দোষারোপ করছে তা সব কিছুই নিরর্থক এবং ফলহীন (পদ ৩৫,৩৬): "আর অল্প কালমাত্র জ্যোতি তোমাদের মধ্যে আছে। যতদিন তোমাদের মধ্যে জ্যোতি আছে, যাতায়াত কর, যেন অন্ধকার তোমাদের উপরে এসে না পড়ে; আর যে ব্যক্তি অন্ধকারে যাতায়াত করে, সে কোথায় যায়, তা জানে না।"

১. সামগ্রিকভাবে আমরা চিন্তা করিঃ-

(১) মানুষের আত্মার জন্য খ্রীষ্টের চিন্তা রয়েছে এবং তাঁর ইচ্ছা হল তাদের মঙ্গল করা। যারা তাঁর বিরুদ্ধে মন্দ মতলব আঁটছিল তাদের মঙ্গলের জন্য তিনি নম্রভাবে তাদের সতর্ক করলেন। এমন কি পাপীদের বিরুদ্ধে উক্তিও তিনি সহ্য করেছিলেন, তিনি তাদের পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন (হিতোপদেশ ২৯:১০)।

(২) এই প্রতিরোধকারীদের সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেনঃ "যারা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাদেরকে তাঁর নম্রভাবে শিক্ষা দিতে হবে" (২ তীমথিয় ২:২৫)। মানুষের বিবেকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন, যেন তারা তাদের চিরস্থায়ীত্বের সম্পর্কে যথাযথভাবে চিন্তা করতে পারে। যেন তারা বিবেচনা করতে পারে যে, তাদের হাতে খুব কম সময় আছে ব্যবহার করার জন্য, আর কোন সময় পাওয়া যাবে না ব্যয় করার জন্য এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে চিন্তা তাদের অতি মূল্যবান সময় যেন নষ্ট না করে।

২. বিশেষভাবে আমরা এখানে দেখতে পাইঃ-

(১) খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তারা যে শান্তি লাভের সুযোগ পেয়েছিল তার সময়কাল ছিল খুব সংক্ষিপ্তঃ "আর অল্প কালমাত্র জ্যোতি তোমাদের মধ্যে আছে।" খ্রীষ্ট হলেন জ্যোতি। কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, তিনি নিজেকে জ্যোতি বলার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের প্রতিবাদের পরোক্ষভাবে উত্তর দিয়েছেন। ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যু ছিল চিরকাল জীবিত থাকার স্বরূপ, যেমন প্রতি সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যাওয়া হল চিরস্থায়ী নিয়ম। খ্রীষ্টের রাজ্যের স্থিতিশীল সূর্য এবং চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়েছে (গীতসংহিতা ৭২:১৭): "তাঁর নাম অনন্তকাল থাকবে, সূর্যের স্থিতি পর্যন্ত তাঁর নাম সতেজ থাকবে।" (গীতসংহিতা ৮৯:৩৬,৩৭): "তার বংশ চিরকাল থাকবে, তার সিংহাসন আমার সাক্ষাতে সূর্যের মত হবে। তা চন্দ্রের মত চিরকাল অটল থাকবে; আর গগনস্থ সাক্ষী বিশ্বস্ত।" স্বর্গের আদেশ অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থিরীকৃত, আর তাই সূর্য এবং চাঁদ উদিত হয়

এবং অস্ত যায় এবং সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হয়। তবুও সূর্য এবং চাঁদ অস্ত যায়, আর অন্ধকার নেমে আসে। তেমনি ধার্মিকতার সূর্য খ্রীষ্ট চিরকাল থাকবেন, তবুও তাঁর দুঃখভোগের দ্বারা তিনি কিছুটা ম্লান হয়েছিলেন এবং কিছু সময়ের জন্য বোধশক্তির সীমার মধ্যে ছিলেন। এখন:-

[১] সেই সময় যিহূদীদের কাছে জ্যোতি ছিল। তারা তাঁকে দৈহিকভাবে কাছে পেয়েছিল, তাঁর প্রচার শুনেছিল, তাঁর আশ্চর্য কাজগুলো দেখেছিল। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের কাছে অন্ধকার স্থানে উজ্জ্বল আলোস্বরূপ।

[২] এটি তাদের কাছে মাত্র কিছু সময় থাকবে। খ্রীষ্ট খুব শীঘ্র তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাদের দৃশ্যমান মণ্ডলী ভেঙ্গে যাবে এবং ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি পাবে। ইস্রায়েল অন্ধত্ব বরণ করবে এবং তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন, আমাদের মধ্যে কতটুকু সময় আলো আছে যদি আমরা তা চিন্তা করে দেখি তাহলে আমাদের সবার জন্য তা সঙ্গল হবে। সময় খুবই কম, তাই আমাদের জন্য সুযোগও খুব বেশি সময় থাকবে না। দীপাধার সরিয়ে ফেলা হতে পারে। অন্তত আমরা খুব শীঘ্র স্থানান্তরিত হব। এখনও কিছু সময় জীবনের আলো আমাদের সঙ্গে আছে। অনুগ্রহের দিন অনুগ্রহের পরিকল্পনা, অনুগ্রহের আত্মা এখনও খুব অল্প সময় আমাদের সঙ্গে আছে।

(২) তিনি তাদের সতর্ক করলেন যেন তারা এই অল্প সময়ের সুযোগ সদ্ব্যবহার করে এই আলোকে উপযোগ করে, কারণ এই সুযোগ হারালে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে: "আলো নিজের কাছে থাকতে থাকতে চলতে থাকুন।" সেই যাত্রীদের মত যারা তাদের যাত্রা পথের সমস্যা থেকে মুক্ত থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, রাতের অন্ধকারে ভ্রমণ করে না, কারণ তারা জানে রাতে এবং অন্ধকারে ভ্রমণ করা নিরাপদ নয় এবং স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করা যায় না। "আসুন" তারা বলেন, "আমরা মঙ্গলের জন্য এবং শান্তির জন্য, দিনের আলোতে যাত্রা শুরু করি।" যারা অনন্ত জীবনের পথে এগিয়ে চলেছেন তারা যেন এইভাবে প্রজ্ঞার সঙ্গে এগিয়ে যায়। লক্ষ্য করুন:

[১] আমাদের কাজ হল দৃঢ় পদক্ষেপে স্বর্গের দিকে এগিয়ে যাওয়া, আর তা আরও কাছে পাওয়ার জন্য যেন আমরা উপযুক্তভাবে এগিয়ে যাই। আমাদের জীবন হল একটি দিনের মত, আমাদের দিনের আলোতেই পথ চলতে হবে।

[২] যে সময় আমাদের কাছে আলো থাকে ঐ সময় হল হাঁটার উপযুক্ত সময়। দিন হল কাজ করার উপযুক্ত সময়। তেমনি রাত হল বিশ্রামের জন্য। অনুগ্রহ লাভ করার জন্য উপযুক্ত সময় হল যখন আমাদের কাছে অনুগ্রহের বাক্য প্রচার করা হয় এবং অনুগ্রহের আত্মা আমাদের সঙ্গে অবস্থান করে। আর এই জন্য এই সময় হল খুব ব্যস্ততার সময়।

[৩] আমাদের সুযোগকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, পাছে ভয়ের কারণে আমাদের দিনের নিরূপিত কাজ করার আগে এবং নিরূপিত যাত্রা শেষ করার আগেই দিন হয়ে যায়, পাছে অন্ধকার আমাদের গ্রাস করে, পাছে আপনি আপনার সুযোগ হারিয়ে ফেলেন এবং দিনের আলোতে ঐ কাজ করা ছাড়া আপনারা আর তা

পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না এবং দ্রুত কাজ শেষ করতে পারবেন না। তখন অন্ধকার নেমে আসবে, এর অর্থ হল পরিত্রাণ লাভের নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও অমনোযোগের কারণে সেই অনুগ্রহের অবস্থা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করা। এই জন্য যদি ঐ সময়ের মধ্যে তার কাজ অসম্পন্ন থাকে তাহলে চিরদিনের জন্যই তা অম্পন্ন থাকবে।

(৩) যারা সুসমাচারকে দূরে সরিয়ে রেখে এবং তাদের অনুগ্রহ লাভ করার সুযোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে পাপ করে তাদের অবস্থা হবে খুব দুঃখজনক। "যে অন্ধকারে চলে সে জানে না যে সে কোথায় যাচ্ছে। যে পথে তারা হাঁটছে, তারা জানে না সেই পথ কি এবং তারা জানে না যে, যে পথে তারা হাঁটছে সেই পথের শেষ কোথায়। তার মধ্যে রয়েছে সুসমাচারের আলোর অভাব এবং এর প্রকাশ এবং এর পরিচালনার সঙ্গে সে আদৌ পরিচিত নয় এবং উদ্দেশ্যভাবে পাপ এবং ভুল পথে ঘুরে বেড়ায়। তারা বাঁকা পথেই ঘুরে বেড়ায় এবং তারা জানে না যে তারা ভুল পথে চলেছে। খ্রীষ্টান ধর্মের শিক্ষা বাতিল করে তারা চলছে এবং আমরা ভাল করেই জানি ভাল এবং মন্দের পার্থক্য কী? সে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছে এবং সে তাঁর অমঙ্গল সম্পর্কে জানে না। কারণ সে গভীর গর্তের পাশে ঘুমিয়ে আছে বা হাঁটছে।

(৪) আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল এই সব কিছু থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (পদ ৩৬): "যতদিন তোমাদের কাছে জ্যোতি আছে, সেই নূরে বিশ্বাস করো, যেন তোমরা জ্যোতির সন্তান হতে পার।" এখন যিহূদীদের মধ্যে খ্রীষ্ট উপস্থিত আছেন, তাদের এখন জ্যোতিকে তাদের জীবনে গ্রহণ করার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী সময় খ্রীষ্ট যে স্থানে গিয়েছিলেন সেই স্থানে তাদের সুসমাচারের প্রথম প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন তাদের সামনে রয়েছে সেই আলোকে গ্রহণ করার সুবর্ণ সুযোগ, কারণ খ্রীষ্ট এখন তাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন। সুতরাং যখনই সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য তাদের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হবে সেই মুহূর্তে গ্রহণ করা আবশ্যক। যারা সুসমাচারের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে চান তাদের সকলের প্রতি খ্রীষ্ট একই কথা বলেছেন। লক্ষ্য করুন:

[১] আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হল খ্রীষ্টের সুসমাচারের আলো গ্রহণ করা, এই আলো স্বর্গীয় আলো হিসেবে গ্রহণ করা, এই সত্য প্রকাশকে গ্রহণ করা; কারণ এই আলো আমাদের চোখকে আলো দেয় এবং নির্দেশগুলো অনুসরণ করতে সাহায্য করে; কারণ এটি আমাদের পথ দেখাবার বাতি। খ্রীষ্ট হলেন আলো এবং আমাদের অবশ্যই তাঁর উপর বিশ্বাস করতে হবে। যেহেতু তিনি আমাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন তিনি এমনই আলো যে, আমাদের কখন নিরাশ করবে না এবং আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবে না, নিশ্চিত আলো কখনো ভুল পথে আমাদের চালিত করবে না।

[২] যখন আলো আমাদের সঙ্গে থাকে তখন এই বিষয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, এই সুসমাচার আমাদের তাঁর দিকে যাওয়ার জন্য পথ দেখিয়ে দেয় এবং সেই পথ চলতে আমাদের সাহায্য করে।

[৩] যারা আলোর উপর বিশ্বাস করবে তারা আলোর সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। তারা নিজেকে খ্রীষ্টান বলে স্বীকার করবে যাদের ডাকা হবে আলোর সন্তান, (লূক ১৬:৮; ইফি

৫:৮); দীপ্তির সন্তান ও দিনের সন্তান (১ থিষলনীকীয় ৫:৫): “তোমরা তো সকলে দীপ্তির সন্তান ও দিনের সন্তান; আমরা রাত্রির লোকও নই, অন্ধকারের লোকও নই।” যাদের পিতা হলেন স্বয়ং ঈশ্বর তারা হল আলোর সন্তান, কারণ ঈশ্বর হলেন আলো। তাদের জন্ম উর্ধ্ব থেকে, তারা স্বর্গের উত্তরাধিকারী এবং আলোর সন্তান, কারণ স্বর্গ হল আলো।

ছ. এরপরই খ্রীষ্ট তাদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। এই সব কথা বলার পর তিনি আর অন্য কোন কথা বললেন না ঐ সময়। কিন্তু এই সমস্ত কথা চিন্তা করবার জন্য তাদের উপর ছেড়ে দিলেন। আর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং লোকদের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করলেন। আর এই কাজ তিনি করলেন:-

১. তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জাগরণের জন্য। যদি তারা খ্রীষ্ট যে সব কথা বলেছেন তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয় তাহলে তাদের আর কোন কথা বলার জন্য অবশিষ্ট থাকে না। তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসহীনতার সাথে যুক্ত হল যেমন ইফ্রয়িম মূর্তিপূজার দিকে ফিরেছিল। তাদের এভাবে থাকতে দেওয়া হোক। লক্ষ্য করুন, যারা তাঁর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল, তিনি তাদের কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহের পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেই স্বেচ্ছাচারী এবং বিপথগামী জাতির কাছ থেকে তিনি তাঁর মুখ লুকিয়ে রেখেছিলেন (দ্বি.বি. ৩২:২০)।

২. তাঁর নিজের রক্ষার জন্য। তাদের প্রচণ্ড রাগ এবং উন্মত্ততা থেকে নিজেকে গোপন করলেন সম্ভবত তিনি যেখানে এসে বাস করতেন, সেই বৈথনিয়াতে তিনি নিজেকে গোপন করে রেখেছিলেন। এর দ্বারা প্রকাশ পেল যে, তিনি যা বলেছিলেন তা তাদের অত্যন্ত উত্তেজিত এবং রাগান্বিত করেছিল এবং যা তাদের জন্য মঙ্গল সাধন করতো তা তারা মন্দ অর্থে গ্রহণ করেছিল।

যোহন ১২:৩৭-৪১ পদ

পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের দ্বারা খ্রীষ্ট সম্মানিত হওয়ার বিষয়টি আমরা এখানে দেখতে পাই, যারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং সেই সাথে যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে নি তাদের বিশ্বাসহীনতার কারণে তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। বাস্তবিক খ্রীষ্টের জন্য এটি অত্যন্ত দুঃখের কারণ এবং তাঁর পূর্ণ সম্মানের বিষয় ছিল যে, তারা তাঁর শিক্ষাকে অত্যন্ত লঘু জ্ঞান করেছিল এবং প্রবলভাবে বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু এটি বিস্ময় এবং তিরস্কারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ক্ষতিকর আচরণ করা থেকে বিরত করেছিল এবং তাদের মনে আর অসন্তোষ সৃষ্টি খ্রীষ্টের প্রতি, আর এর ফলে পবিত্র শাস্ত্রের কথা পরিপূর্ণ হয়েছিল। এখানে এই অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে দু’টি বিষয় বলা হয়েছে, আর এই উভয় বিষয় ভাববাদী যিশাইয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তারা বিশ্বাস করবে না এবং তারা বিশ্বাস করতে পারবে না।

ক. তারা বিশ্বাস করে নি (পদ ৩৭): *কিন্তু যদিও তিনি তাদের সাক্ষাতে এত চিহ্ন-কার্য করেছিলেন, তবুও তারা তাঁতে বিশ্বাস করলো না*। যদিও তিনি চিহ্ন হিসেবে তাদের সামনে এতগুলো আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, যা অনেকেই মনে করতে পারেন যে এটি তাদের বিশ্বাস

করতে সাহায্য করেছিল; কিন্তু তবুও তারা বিশ্বাস করে নি, বরং তারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল। লক্ষ্য করুন:

১. তাদের বিশ্বাসের জন্য অনেক কাজ যা খ্রীষ্ট তাদের দেখিয়েছিলেন: তিনি আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, অনেক অনেক আশ্চর্য কাজ – *Tosauta semeia*। যে আশ্চর্য কাজ তিনি করেছিলেন তার অর্থ ছিল অনেক বেশি নিগূঢ় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে তিনি যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছিলেন সেই আশ্চর্য কাজের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, অন্ধ এবং খোঁড়া লোক মন্দিরে তাঁর কাছে এসেছিল এবং তিনি তাদের সুস্থ করেছিলেন (মথি ২১:১৪)। তাঁর কাজের দৃঢ় প্রমাণ হল তাঁর সাধিত আশ্চর্য কাজ এবং তিনি তা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করেছিলেন। এই আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে দু'টি বিষয় তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

(১) তাদের সংখ্যা। এগুলো সংখ্যায় অনেক ছিল, ভিন্ন ভিন্ন এবং বিভিন্ন রকম। বহু সংখ্যক এবং কচিৎ পুনঃকৃত। প্রতিটি নতুন আশ্চর্য কাজ পূর্বের সাধিত আশ্চর্য কাজের বাস্তবতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিল। এই আশ্চর্যগুলো কেবলমাত্র তাঁর অফুরন্ত শক্তির প্রমাণই ছিল না, কিন্তু তা পরীক্ষা করার মহা সুযোগ দিয়েছে। আর যদি এই আশ্চর্য কাজের মধ্যে কোন প্রতারণা থাকে, কিন্তু বস্তুত এটি একেবারেই অসম্ভব বিষয়, কারণ যদি কোন প্রতারণা থাকত তাহলে যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি আশ্চর্য কাজের মধ্যে এই প্রতারণা প্রকাশ পেত। আর করুণার সমস্ত আশ্চর্য কাজ অনেক বেশি এবং অনেক ভালভাবে সাধিত হয়েছিল।

(২) এই আশ্চর্য কাজ ছিল লোকদের কাছে সুবিদিত। তিনি এই আশ্চর্য কাজগুলো করেছিলেন জনসাধারণের সামনে, লোকদের চোখের দৃষ্টি থেকে দূরে নয়, নির্জন কোন স্থানে নয়, কিন্তু অনেক সাক্ষীর সামনে, তাদের চোখের সামনে সব প্রকাশ করেছিলেন।

২. এর উদ্দেশ্যের আশ্চর্যকারিতা: "তবুও লোকেরা তাঁর উপর বিশ্বাস করে নি।" তারা এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করতে পারে নি তবুও তারা এর পরিসমাপ্তি মেনে নেয় নি। লক্ষ্য করুন, প্রাচুর্য্যময় এবং ক্ষমতাপূর্ণ বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে বিশ্বাসের কাজ করবে না যারা নীতিভ্রষ্ট এবং পক্ষপাতদুষ্ট হৃদয়ের মানুষ। তারা দেখে, কিন্তু বিশ্বাস করে না।

৩. শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়েছিল (পদ ৩৮): *এটি হয়েছিল যেন যিশাইয় ভাববাদীর বাক্য পূর্ণ হয়*। এমন নয় যে, এই অবিশ্বাসী যিহূদীরা পবিত্র শাস্ত্রের পূর্ণতার পরিকল্পনা করেছিল। তাদের বরং এই ধারণা ছিল যে, এই পুস্তকগুলোর মধ্যে যা বলা হয়েছে তা তাদের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান পূর্ণ করবেন। কিন্তু ঘটনা যথাযথভাবে সত্য বলে উত্তর দেয়। এই জন্য ভাববাদী যিশাইয়ের এই কথা পূর্ণ হয়েছে। আরও অসম্ভব কোন ঘটনা এই সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে যে এটি পূর্ব থেকেই স্বর্গীয়ভাবে জানা। কেউ খ্রীষ্টের রাজ্য সম্পর্কে কল্পনা করতে পারে নি তারা দৃশ্যত কোন কিছুর সমর্থনে প্রমাণ পেতে চেয়েছিল, আর তাই যিহূদীরা খ্রীষ্টের তীব্র বিরোধিতা করেছিল, এই জন্য তাদের বিশ্বাসহীনতার কারণে তাদের সঙ্গে চমৎকার এবং আশ্চর্য ব্যবহার করা হবে (যিশাইয় ২৯:১৪)। খ্রীষ্ট নিজেও এতে খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু এই কথা যিশাইয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যিশাইয় ৫৩:১): "আমরা যা

শুনেছি, তা কে বিশ্বাস করেছে?” আর এখন এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

(১) সুসমাচার এখানে তাদের বিবরণ দিয়েছে: “আমাদের দেওয়া সংবাদ কে বিশ্বাস করেছে, কিংবা শুনেছে, যা আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে শুনেছি এবং যা তোমরা আমাদের কাছ থেকে শুনেছ? এই বিবরণ, যা আমরা বহন করেছি, তা অতীব সত্য বিবরণ এবং স্বর্গের সভার পবিত্র সিদ্ধান্তের বিবরণ।”

(২) ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে তুলনামূলকভাবে অল্প কিছু লোক তা গ্রহণ করেছিল। তবে তাতে তারা বিশ্বাস করবে। অনেকে শুনেছিল কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক তা বিশ্বাস করেছিল এবং তা গ্রহণ করেছিল: *কে তা বিশ্বাস করেছে?* এখানে সেখানে একজন, কিন্তু কারো কথা বলা হয় নি, জ্ঞানী নয়, মর্যাদাশীল ব্যক্তি নন। কিন্তু এটি তাদের কাছে সেই বিবরণ যার নিশ্চয়তা তা চায়।

(৩) এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হিসেবে বলা হয়েছে যে, মাত্র অল্প সংখ্যক সুসমাচারের বিবরণ বিশ্বাস করেছে। বার্তাবাহকের দ্বারা যে বিবরণ ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল তা ছিল অতি দুঃখজনক। সেই দাস ফিরে গিয়ে তার মালিককে এই সব কথা জানাল (লূক ২১:১৪)।

(৪) কেন লোকেরা সুসমাচারের বিবরণ বিশ্বাস করে নি তার কারণ হল, সদাপ্রভুর কুদরতির হাত তাদের কাছে প্রকাশ করে নি, এর অর্থ হল তারা ঈশ্বর অনুগ্রহকে জানার চেষ্টা করে নি। খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের সহভাগিতার উৎকর্ষ তারা পরীক্ষামূলকভাবে তারা জানে না, যার মধ্যে ঈশ্বরের কুদরতী হাত প্রকাশিত হয়েছে। তারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ দেখেছে, কিন্তু তাদের কাছে ঈশ্বরের কুদরতী হাত যে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখেনি।

খ. তারা বিশ্বাস করতে পারে নি। এই জন্য তারা পারে নি কারণ যিশাইয় বলেছেন, ঈশ্বর তাদের চোখ বন্ধ করেছেন। এটি খুব কঠিন কথা, কে এটি ব্যাখ্যা করতে পারে? আমরা জানি যে, ঈশ্বর অনন্তকালীনভাবে ন্যায্য এবং করুণাময়। আর এই জন্য আমরা চিন্তা করতে অসমর্থ যে, এমন কোন ভাল কাজ নেই তিনি তা করতে পারবেন না। ঈশ্বরের পরামর্শ থেকে ফলাফল, এই জন্য তিনি তাদের সর্বনাশের আবশ্যকতার জন্য মন্দতার কাছে সমর্পণ করলেন। ঈশ্বর তার শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা কাউকে প্রতিরোধ করেন না, তবুও এটি বলা হয়েছে, “তারা বিশ্বাস করতে পারে নি।” সাধু অস্টিন এই ধ্বংসের কথাগুলোর অর্থ করতে গিয়ে নিজের পবিত্র ভয়কে প্রকাশ করেছেন। এই কথার রহস্যের মধ্যে প্রকাশ করে যা অনুসন্ধান করে পেয়েছেন তা তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন: *Justa sunt judicia ejus, sed occulta* – *তাঁর বিচার সকলই ন্যায্য, কিন্তু লুক্কায়িত*।

১. তারা বিশ্বাস করতে পারে নি, এর অর্থ হল, তারা বিশ্বাস করে নি, তারা একগুঁয়েমিভাবে তাদের বিশ্বাসহীনতার মধ্যে স্থির হয়ে ছিল। ক্রিসোসটোম এবং অস্টিনের এটি জানার জন্য ঝোঁক ছিল। অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয় এমন বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ যা শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা। তারা তাঁর কাছে শান্তি পূর্ণভাবে কথা বলে নি (যোহন ৭:৭)। এটি হল নৈতিক অক্ষমতা, এটি হল সেই লোকের মত যার খারাপ কাজ করার অভ্যাস হয়ে গেছে (যিরমিয় ১৩:২৩)।

২. কিন্তু তারা বিশ্বাস করতে পারে নি, কারণ যিশাইয় বলেছেন, তিনি তাদের চোখ বন্ধ করেছেন। এখানে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি নিশ্চিত যে ঈশ্বর পাপের সৃষ্টিকারী নন, তবুও:-

(১) ঈশ্বরের নিরপেক্ষ হাত কখনও কখনও তাদের অন্ধত্ব এবং অক্ষমতা মেনে নেন, যারা তাদের বিশ্বাসহীনতার মধ্যে একগুঁয়েভাবে স্থির হয়ে থাকে, যার দ্বারা তারা উপযুক্ত শাস্তি পাচ্ছে অতীতে স্বর্গীয় আলোকে বাধা দেওয়ার জন্য এবং স্বর্গীয় নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। যদি ঈশ্বর অনুগ্রহের অপব্যবহারকে রোধ করেন এবং মানুষকে তার ইচ্ছা পূরণের জন্য ছেড়ে দেন, যদি তিনি মন্দ আত্মাকে অনুমতি দেন ভাল আত্মাকে বাধা প্রদান করার জন্য, যদি তিনি তাঁর দূরদর্শিতায় পাপীদের পথের মধ্যে বাধাজনক পাথর স্থাপন করেন, যা তাদের মন্দতাকে নিশ্চিত করে তখন তিনি তাদের চোখ অন্ধ করেন এবং তাদের দিল কঠিন করেন। এই পরিবর্তনের প্রকাশের পদ্ধতি লক্ষ্য করুন এবং এর যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে:-

[১] পাপীদের দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যেন তারা স্বর্গীয় বিষয়ে সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে এবং ঐ বিষয়ে তারা কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারে।

[২] তাদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে তাদের এই বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হয়েছে, কেবলমাত্র রাজী হওয়া এবং অনুমোদনের জন্য নয়, কিন্তু তা সমর্থন করতে হবে এবং তা গ্রহণ করতে হবে।

[৩] পরিবর্তিত হতে এবং কার্যকরভাবে পাপ থেকে খ্রীষ্টের দিকে ফেরা, পৃথিবী এবং মাংসিক চিন্তাধারা থেকে ঈশ্বরের দিকে ফেরা।

[৪] তখন ঈশ্বর তাদের সুস্থ করবেন, তাদের সমর্থন করবেন এবং তাদের পাপ মাফ করবেন, যা যন্ত্রণাগ্রস্থ ক্ষতস্বরূপ এবং তাদের দুষ্টতা দমন করবেন, যা গুপ্তভাবে থাকা রোগস্বরূপ। যখন ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ অস্বীকার করেন তখন এর উপর কিছুই করার থাকে না। মনের উন্মত্ততা থেকে এবং এর বিরোধিতায় ঈশ্বর এবং স্বর্গীয় জীবন, দৃঢ় ভিত্তির মধ্যে বৃদ্ধি পায় এবং অজেয় বিদ্বেষ এবং এই রকম অবস্থা হতাশ সৃষ্টি করে।

(২) বিচারগত অন্ধত্ব এবং কঠিনত্ব হল ঈশ্বরের কথার মধ্যে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা ও শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা প্রদান করা যারা একগুঁয়েমি করে দুষ্টতার মধ্যে লেগে থাকে। আর বিশেষ করে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যিহূদী সমাজ এবং যিহূদী জাতি সম্পর্কে। ঈশ্বরের সকল কাজ জানতে এবং আমাদের এই সব কিছু জানতে। কে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা তিনি আগেই জানতেন এবং এই সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন (যোহন ৬:৭০)। এটি পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যের নিশ্চয়তা, আর এইভাবে যিহূদীদের অবিশ্বাস আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে পারে। তাছাড়া এর উদ্দেশ্য ছিল আলাদাভাবে মানুষকে সতর্ক করা, যেন তারা সমাধান হয় পাছে ভাববাদীদের বলা এই সব তাদের উপর না ঘটে (প্রেরিত ১৩:৪০)।

(৩) ঈশ্বর যা বলেছেন তা নিশ্চিতভাবেই ঘটবে, আর তাই পরিণতির প্রয়োজনের দ্বারা

যুক্তির নিয়ম মত বলা হয়েছে যে, যেহেতু তারা বিশ্বাস করতে পারে নি সেহেতু ঈশ্বর ভাববাদীদের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তারা বিশ্বাস করবে না। এই রকম ঈশ্বরের জ্ঞান যা তিনি আগে থেকেই দেখতে পেয়েছেন তা তিনি ছলনা করতে পারেন না, এই জন্য শাস্ত্রের কথা নড়চড় করা যায় না। তবুও এটি লক্ষ্যণীয় যে, ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ কোন ব্যক্তির নামে করা হয় নি, এই জন্য এটি বলা হয় নি, "এই জন্য এই রকম একজন এবং এই রকম একজন বিশ্বাস করে নি, কারণ যিশাইয় অমুক অমুক কথা বলেছেন।" কিন্তু এটি লক্ষ্য ছিল যিহূদী জাতির প্রতি, যারা তাদের অবিশ্বাসে অবিচল ছিল, যতদিন না শহরগুলো ধ্বংস হয়ে বাসিন্দা শূন্য না হয় (যিশাইয় ৬:১১,১২)। কিন্তু যেমন এলা ও অলোন বৃক্ষ ছিন্ন হলেও তার গুঁড়ি থাকে, তেমনি এই জাতির গুঁড়িস্বরূপ এক পবিত্র বংশ থাকবে (যিশাইয় ৬:১৩), যারা রক্ষিত থাকবে আশার দরজা স্বরূপ অন্যের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। কারণ প্রত্যেকে বলবে, "কেন আমি অবশিষ্টাংশের মধ্যে একজন হলাম না?"

পরিশেষে সুসমাচার লেখক ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছেন, যা আমাদের দেখায় (পদ ৪১), ভাববাদীর নিজের সময়ের চেয়ে খ্রীষ্টের সময়ের জন্য এই উদ্বৃত্তি আরও গুরুত্বের সঙ্গে দেখাবার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে: "যিশাইয় এ সব বলেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর মহিমা দেখেছিলেন, আর তাঁরই বিষয় বলেছিলেন।"

১. আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দেখেছি যে, এটি বলেছিলেন ভাববাদী যিশাইয় (যিশাইয় ৬:৮,৯)। কিন্তু এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে, এই উদ্দেশ্যে তাঁর মাধ্যমে কথাটি বলা হয়েছে। যে কথা তাঁকে আগে বলা হয় নি, তাঁকে যা কিছু বলতে বলা হয়েছিল, যাদের কাছে পরবর্তী সময় তাকে পাঠানো হয়েছিল, তিনি ঠিক সেই কথাটি বলেছিলেন (যিশাইয় ২১:১০)।

২. ভাববাদী সেখানে ঈশ্বরের যে মহিমা দেখেছিলেন এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি যীশুর মহিমা দেখেছিলেন: "যিশাইয় যীশুর মহিমা দেখেছিলেন।" যীশু খ্রীষ্ট এই জন্য ক্ষমতা এবং মহিমায় ঈশ্বরের সমকক্ষ এবং তাঁর প্রশংসা সমভাবে প্রকাশ করা হয়। পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই খ্রীষ্টের মহিমা ছিল, আর এই বিষয়টি দেখেছিলেন ভাববাদী যিশাইয়।

৩. এখানে বলা হয়েছে যে, ভাববাদী তাঁর বিষয়ে কথা বলেছেন। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং ভাববাদীকে বলা হয়েছিল, কারণ সেখানে তাঁকে দায়িত্ব এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবুও এখানে বলা হয়েছে যে, এটি খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে। কারণ সমস্ত ভাববাদীরা যেভাবে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন তেমনি তাঁরা সবাই তাঁকে আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, অনেকের কাছে তাঁর আগমনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের জীবন কেবলমাত্র ফলহীন তাই নয়, তাদের জীবন খুব শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। যদি খ্রীষ্টের শিক্ষা স্বর্গ থেকে আসে কেন তাঁর শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হবে এবং কেন যিহূদীরা তাঁর উপর বিশ্বাস করবে না? কিন্তু এটি হল তার উত্তর। এটি প্রমাণের অভাবের জন্য নয়, কিন্তু কারণ হল তাদের দিল অসাড় হয়েছে এবং তাদের কান ভারী হয়েছে। এটি খ্রীষ্টকে বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসী লোকদের ধ্বংসের মধ্যে তিনি মহিমান্বিত হবেন এবং পৃথককৃত অবশিষ্টাংশের পরিত্রাণের মধ্যে।

যোহন ১২:৪২-৪৩ পদ

কিছু নেতা খ্রীষ্টের প্রতি কিছুটা সম্মান জানিয়েছিল, কারণ তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন এবং তারা স্বর্গীয় শিক্ষা হিসেবে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখায় নি, কারণ খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার কথা স্বীকার করার মত সাহস তাদের ছিল না। অনেকে ছিল যারা যতটুকু খ্রীষ্টকে জেনেছিল তার চেয়ে আরও ব্যাপকভাবে তাদের বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এই নেতারা যতটা ব্যাপকতার সঙ্গে স্বীকার করতে চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি ভালবাসা খ্রীষ্টের জন্য ছিল। দেখুন, তাদের বিশ্বাস এবং তাদের পাপের মধ্যে তাদের এই অবস্থায় কী সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

ক. দেখুন, বিশ্বাসের মধ্যে বাক্যের কি ক্ষমতা যে, তাদের মধ্যে অনেকে যারা তাদের অধীনে ছিল, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আলোর বিপরীতে তাদের চোখ বন্ধ রাখে নি। তারা নীকদীমের মত তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল, ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন শিক্ষক হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেছিল। লক্ষ্য করুন, মানুষের বিবেক যদি খ্রীষ্টের সুসমাচারকে গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হয় তবে তা আমাদের কেবলমাত্র সুসমাচার জানার চেয়ে অনেক ভাল। অনেকে বিশ্বাস করলেও জগতের কাছে তা প্রকাশ করতে পারে নি তাদের লজ্জার কারণে। সম্ভবত এই প্রধান নেতারা প্রকৃত বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও তারা দুর্বল ছিলেন এবং তাদের বিশ্বাস ছিল ধূমায়ুক্ত শনের মত। লক্ষ্য করুন, আমরা যা ভেবেছি হয়তো সেখানে তার চেয়েও ভাল মানুষ ছিল। যখন ভাববাদী এলিয় মনে করেছিলেন যে, তিনি একা, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বরের সাত হাজার বিশ্বস্ত উপাসনাকারী ছিল। আমরা যতটুকু ভাল মনে করি কখনও কখনও তা আরও বেশি ভাল হয়ে থাকে। তারা তাদের দোষ জানতো, কিন্তু তারা অনুতাপ করে নি। মানুষের চমৎকারিত্ব অনেক সময় দোষের দ্বারা গোপন থাকে, কিন্তু তবুও তা ক্ষমার যোগ্য দুর্বলতা, যে ক্ষমা যে অনুতাপের দ্বারা পেতে পারে। ঈশ্বরের রাজ্য দৃশ্যমানভাবে আসবে না। ব্যক্তিগত গুণাবলী ও যোগ্যতা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে না।

খ. দেখুন, পৃথিবীর ক্ষমতার কাছে তাদের বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটেছে। তারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল বটে, কিন্তু ফরীশীদের কারণে, যারা এই বিষয়ে অত্যন্ত নির্দয় ছিল, তাদের দ্বারা সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে সাহস পায় নি। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কি কারণে তারা ব্যর্থ এবং ত্রুটিযুক্ত। তারা খ্রীষ্টকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নি। লক্ষ্য করুন, বিশ্বাসের আন্তরিকতার প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ থাকে যখন তা প্রকাশ করতে কেউ লজ্জা ও ভয় পায়। কারণ যদি কেউ দিল থেকে বিশ্বাস করে তাহলে সে অবশ্যই মুখে তা স্বীকার করবে (রোমীয় ১০:৯)।

২. তারা কিসের ভয় করেছিল: সমাজ-ঘর থেকে বহিষ্কৃত হওয়া। তারা মনে করেছিল যে, এটি তাদের অসম্মানিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ করবে, যদি তারা সমাজ-ঘর থেকে তাদের বহিষ্কার করে তাহলে তারা যে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

৩. এই ভয়ের ভিত্তি কি ছিল: তারা মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে ভালবাসত। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য আকাঙ্খী থাকতো, কারণ তাদের কাছে এই সম্মান ছিল মূল্যবান সম্পদের মত। এটি পরোক্ষভাবে মূর্তিপূজার মত ছিল (রোমীয় ১:২৫): “কারণ তারা মিথ্যার সঙ্গে ঈশ্বরের সত্যের পরিবর্তন করেছে এবং সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও উপাসনা করেছে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তাই যুগে যুগে ধন্য।” তারা এই দু’টি দাড়িপাল্লার একটি অন্যটির বিপরীতে স্থাপন করতো এবং তাদের ওজন দিত, এই অনুযায়ী তারা চলত।

(১) তারা মানুষের প্রশংসা একটি পাল্লায় রাখত এবং তারা ভাবতো যে, মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া তাদের জন্য কত সম্মানজনক বিষয়। ফরীশীরা মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য আরও বেশি তৎপর ছিল। তারা মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা গ্রহণ করতো। তারা প্রধান পুরোহিতদের দ্বারা নির্দেশপ্রাপ্ত হত এবং তারা বুঝাতে চাইত যে, তাদের উচ্চ কণ্ঠের এই প্রশংসা দ্বারা মানুষ যিহূদী মণ্ডলীর উত্তম সন্তান হিসেবে গণ্য হয়। তারা খ্রীষ্টকে স্বীকার করতো না, পাছে এর দ্বারা তারা ফরীশী সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং তাদের মর্যাদা হানি হয়, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের পদমর্যাদা ব্যহত হয়। পাশাপাশি খ্রীষ্টের শিষ্যরা যদি তাদের খ্রীষ্টের নামের জন্য বদনাম করে কিংবা অবিশ্বাস করে তবে যারা সম্মান পাওয়ার জন্য এই রকম অভ্যস্ত তারা এই বদনাম এবং অবিশ্বাস বহন করতে পারে না। সম্ভবত যদি তারা পরস্পরের চিন্তা জানত তাহলে তারা আরও সাহসী হতে পারত। কিন্তু তারা প্রত্যেকে চিন্তা করেছ যদি তারা এই ঘোষণা দেয় যে, তারা খ্রীষ্টের পক্ষে তাহলে সে একা হয়ে যাবে এবং তার পিছনে আর কেউ থাকবে না। বাস্তবিক যদি কেউ তার প্রাথমিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে তবে সে যা চিন্তা করেছ তার চেয়ে আরও বেশি সমর্থন লাভ করব।

(২) তারা ঈশ্বরের প্রশংসা অন্য পাল্লাতে রাখে। তারা এই ব্যাপারে জানে যে, খ্রীষ্টকে স্বীকার করার দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা করা হবে এবং তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করবে।

(৩) কিন্তু তারা মানুষের প্রশংসার দিকে বেশি গুরুত্ব দিত এবং এটি পাল্লাকে ঘুরিয়ে দেয়। জ্ঞান বিশ্বাসের উপর কার্যকারী হয় এবং ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতার চেয়ে ফরীশীদের মতামতকে আরও বেশি প্রাধান্য দেয়। লক্ষ্য করুন, মানুষের প্রশংসাকে ভালবাসা ধর্ম এবং ধার্মিকতার ক্ষমতা ও কাজকে মহা ক্ষতি করে। অনেকে আছে যারা মানুষের প্রশংসাকে সম্মান জানাতে গিয়ে এবং এর মূল্য দিতে গিয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসাকে নগণ্য করে ফেলে। প্রশংসার প্রতি ভালবাসা মানুষকে ভণ্ড করে তোলে, ধর্মকে তার লাভের এবং স্বার্থের জন্য ব্যবহার করার দ্বারা। মানুষের প্রশংসার প্রতি ভালবাসা, দুষ্টতার নীতিতে চলার মত। যখন ধর্ম অপমানিত হয় তখন স্বধর্ম ছেড়ে চলে যায় এবং তার সমস্ত লাভের জন্য নষ্ট হয়ে যায় (রোমীয় ২:২৯)।

যোহন ১২:৪৪-৫০ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই, খ্রীষ্ট সম্মান দাবী করেন নি; কিন্তু নিজের সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, পৃথিবীতে তাঁর কাজ এবং তাঁর বার্তার বিবরণ এই অংশে প্রদান করেছেন। সম্ভবত তিনি আগের আলোচনার সঙ্গে এই আলোচনা একই সঙ্গে করেন নি, কারণ তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন, পদ ৩৬। কিন্তু কিছু দিন পর যখন তিনি অন্য জনসমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সুসমাচারের লেখক এই বিবরণ তুলে ধরেছেন এটি ছিল যিহূদীদের কাছে খ্রীষ্টের বিদায়ী প্রচার এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সর্বশেষ আলোচনা। পরবর্তী সব আলোচনা তিনি তার শিষ্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে করেছিলেন। আসুন আমরা লক্ষ্য করি কীভাবে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিদায়ী কথাগুলো বলেছিলেন: *তিনি জোরে জোরে বললেন*। "প্রজ্ঞা কি ডাকে না? বুদ্ধি কি উচ্চৈঃস্বর করে না?" (হিতোপদেশ ৮:১)। "প্রজ্ঞা পথে পথে উচ্চঃস্বরে আহ্বান করে, হাটে-বাজারে নিজের রব ছাড়ে" (হিতোপদেশ ১:২০)। তার গলার আওয়াজ চড়া করে এবং চিৎকার করে সে প্রকাশ করে:-

১. তাঁর সাহসপূর্ণ কথা। যদিও তাঁর শিক্ষায় বিশ্বাস করার ব্যাপারে তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে সাহস পায় নি, কিন্তু তিনি তা সাহসের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে তা প্রকাশ করলেন, তারা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করলেও তিনি লজ্জাবোধ করেন নি। তাঁর মুখ উজ্জল হয়ে উঠেছিল।

২. তার আন্তরিকতাপূর্ণ কথা। এমনভাবে তিনি জোরে কথা বলেছিলেন যে, যে কথা তিনি বলেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই জরুরি এবং তিনি দেখতে চাইলেন, তাদের এই কথা জানাবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছেন, কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার নয়, কিন্তু তাঁর নিজের জীবন।

৩. এটি দেখায় যে, তিনি চেয়েছেন যেন সবাই তাঁর কথায় মনযোগ দেয়। জনসাধারণের কাছে তাঁর সুসমাচার প্রচার করার এটি ছিল তাঁর শেষ সময়, তিনি ঘোষণা দিলেন, "যে কেউ আমার কথা শুনে, তাকে এখনই আমার কাছে আসতে দাও।" খ্রীষ্টের সমাপনী সংক্ষিপ্ত আলোচনার সমস্ত বিষয়ের ফলাফল কি? এটি ছিল ঠিক মোশির মত (দ্বি.বি. ৩০:১৫): "দেখ, আমি অদ্য তোমার সম্মুখে জীবন ও মঙ্গল এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল রাখলাম।" তাঁর বিদায় নেওয়ার পূর্বে তিনি তিনটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিয়েছিলেন:

ক. যারা বিশ্বাস করবে তাদের বিশেষ অধিকার এবং তাদের মর্যাদা, এটি আমাদেরকে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করা এবং তা প্রকাশ্যে স্বীকার করার ব্যাপারে দারুনভাবে উৎসাহিত করে। এটি এমন ধর্মের বিষয় যে এর কার্যকলাপ কিংবা এটি স্বীকার করার মধ্যে লজ্জা করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ:-

১. খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে আমরা সম্মানজনকভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব (পদ ৪৪,৪৫): "যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে আমার উপর নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁতেই বিশ্বাস করে; এবং যে আমাকে দর্শন করে, সে তাঁকেই দর্শন করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" যে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে:-

যদিও তাঁর বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে, তবুও তিনি তা এক পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন। কারণ প্রথমে তাঁর ভিন্ন ধরনের কাজ করতে হবে, আর তা হল পৃথিবীর মানুষকে পরিত্রাণ দান করা।

(১) এই পৃথিবীতে আসার আগে তিনি যাদের বিচার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই অধঃপতিত মানব জাতিকে কার্যকরভাবে পরিত্রাণ দান করা।

(২) যারা নিজ পাপের মধ্যে রয়েছে এবং পরিত্রাণ লাভ করে নি, তাদের পরিত্রাণ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ দেওয়া। তিনি তাঁর নিজ জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে পাপকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। বিচারের ক্ষমতার কাজ সম্পাদন করা দায়িত্ব গ্রহণের সাথে উপযুক্ত ছিল না (প্রেরিত ৮:৩৩); তাঁর হীনাবস্থায় তাঁর সম্বন্ধীয় বিচার দূর করা হল। কিছু সময়ের জন্য তা স্থগিত ছিল।

৪. শেষ বিচারের দিনে অবিশ্বাসীদের নিশ্চিত এবং অনিবার্য বিচার হবে, যে দিনটি ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিচারের প্রকাশের দিন। অবিশ্বাস দোজখের যোগ্য পাপ বলে চিহ্নিত হবে। অনেকে মনে করেন, খ্রীষ্ট যখন বলেছিলেন, "আমি নিজে তার বিচার করি না," এই কথার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, তারা ইতোমধ্যে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এখানে কোন পরওয়ানার প্রয়োজন নেই, তারা স্বয়ং বিচারিত হয়েছে। প্রাণদণ্ডের কোন আদেশ নেই, কিন্তু তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে বিচার তাদের বিরুদ্ধেই যাবে (ইব্রীয় ২:৩)। খ্রীষ্ট তাদের অপরাধের শাস্তি দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি, কারণ তাদের অপরাধের জন্য তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে। খ্রীষ্ট তাদের সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কোথায় এবং কখন তারা দোষী হিসেবে গণ্য হবে।

(১) একজনই বিচারকর্তা আছেন, যিনি তাদের বিচার করবেন। খ্রীষ্টের ধৈর্যের সুযোগ গ্রহণ না করে তা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করায় ফল হবে ভয়ানক এবং অনুগ্রহকে অবজ্ঞা করে পদদলিত করার মত ভয়াবহ কাজ আর কিছুই নেই। যদিও কিছু সময়ের জন্য বিচারের সময় দয়া জয়লাভ করে, কিন্তু বিচারের সময় সে দয়া পাবে না।

(২) তাদের চূড়ান্ত বিচার শেষ দিনের জন্য সংরক্ষিত আছে। ঐ বিচারের দিনে খ্রীষ্ট সকল অবিশ্বাসীকে বাঁধবেন। আর সেটি হবে তাঁর প্রতি তাদের সকলের নিন্দা ও অবজ্ঞার উত্তর। স্বর্গীয় ন্যায়বিচারের জন্য দিন নির্ধারিত আছে। সেই দিনের জন্য সমস্ত বিচার স্থগিত রয়েছে (মথি ২৬:৬৪)।

(৩) খ্রীষ্টের কথা তাদের তখন বিচার করবে: "যে কথা আমি বলেছি সেই কথাই শেষ দিনে তাকে দোষী বলে প্রমাণিত করবে, কারণ আমার কথা আপনাদের অন্তরে কতটা আলো জ্বেলেছে তার উপর আমি বিচার করবো" (লূক ২২:৩০)। খ্রীষ্টের কথা দু'টি উপায়ে অবিশ্বাসীদের বিচারে করবে:-

[১] তাদের অপরাধের প্রমাণ তাদের দোষী সাব্যস্ত করবে। খ্রীষ্টের বলা প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি প্রচার, প্রত্যেকটি দয়ার দানের প্রতি তাদের অবজ্ঞা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

(১) সে কেবল একজন মানুষের উপর বিশ্বাস করে না, যাকে দেখতে সাধারণ মানুষের মতই মনে হয়, সাধারণত মানুষ যা ধারণ করে। কিন্তু সে এমন একজনের উপর বিশ্বাস করে, যিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র এবং ক্ষমতা ও মহিমার পিতার সম্মানের পাত্র।

(২) অথবা আরও বলা যায়, তার বিশ্বাস খ্রীষ্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, কিন্তু তাঁর মধ্য দিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত করে। যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন, শেষ সীমা হিসেবে তাঁর কাছে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাই। ঈশ্বরের সত্য হিসেবে খ্রীষ্টের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করা এবং তা গ্রহণ করা। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস করা আত্মা ঈশ্বরের শান্তি লাভ করে। কারণ, খ্রীষ্টের কাছে এর সমর্পণ করা হল সুবিন্যস্তভাবে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করা। খ্রীষ্টান ধর্ম দর্শন কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শে সৃষ্টি নয়। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম খাঁটি স্বর্গীয়, পদ ৪৫। যে আমাকে দেখে, সে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই দেখে। খ্রীষ্টকে পাওয়া এবং তাঁকে জানার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের জ্ঞানের কাছে উপস্থিত হই। কারণ:-

[১] খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি (২ করিন্থীয় ৪:৬), পুত্রই ঈশ্বরের পূর্ণ ছবি (ইব্রীয় ১:৩)।

[২] খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার ফলে তাঁর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের জ্ঞানের কাছে চালিত হই, যিনি খ্রীষ্টকে তাঁর বাক্য এবং আত্মা দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি ছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর সম্পর্কে প্রতিনিধি হয়ে মনুষের কাছে এসেছিলেন যেন তাঁর মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় আলো স্বর্গীয় ব্যবস্থা এবং স্বর্গীয় ভালবাসা আমাদের মধ্যে আসতে পারে। এই জন্য তাঁকে দেখলে (এর অর্থ হল তাঁকে আমাদের পরিত্রাণকর্তা রাজা প্রভু হিসেবে দেখা পরিত্রাণের অধিকারের মধ্যে) আমরা পিতাকে আমাদের মনিব শাসক এবং দাতা হিসেবে দেখি সৃষ্টির অধিকারের মধ্যে। কারণ ঈশ্বর পতিত মানুষের সঙ্গে প্রতিনিধির মাধ্যমে যোগাযোগ করতে সন্তোষবোধ করেন।

২. এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের মধ্যে বয়ে আনতে পারি (পদ ৪৬): "আমি এই পৃথিবীতে জ্যোতি হিসেবে এসেছি যেন আমার উপর যে বিশ্বাস করে সে যিহূদী কিংবা পরজাতি হোক যেন অন্ধকারে না থাকে।" লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্টের চরিত্র: "আমি এই পৃথিবীতে জ্যোতি হিসেবে এসেছি, যেন পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারি।" এটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, তিনি অস্তিত্বপ্রাপ্ত এবং তিনি এই পৃথিবীতে আসার আগে আলোর মত অস্তিত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। উদয় হওয়ার আগে সূর্যের মত। ভাববাদী এবং প্রেরিতগণ পৃথিবীতে আলো দিয়েছেন বটে কিন্তু কেবল খ্রীষ্টই আলো হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন। এর আগে তিনি মহিমান্বিত আলো হিসেবে স্বর্গে ছিলেন (যোহন ৩:১৯)।

(২) খ্রীষ্টিয়ানদের সান্ত্বনা: "সে অন্ধকারে থাকবে না।"

[১] তারা স্বভাবগতভাবে যে অন্ধকারে থাকে সেই অন্ধকার অবস্থার মধ্যে তারা সব সময়

থাকবে না, তারা পৃথিবীর জ্যোতি। তারা প্রকৃত সান্ত্বনা অথবা আনন্দ অথবা আশাবিহীন অবস্থায় থাকলেও সব সময় তারা এই অবস্থায় থাকবে না। তাদের জন্য আলো বপন করা হবে।

[২] দুঃখ-কষ্টের যে কোন অন্ধকার, অস্থিরতা অথবা ভয় যে কোন কিছু তাদের জীবনে আসুক, তার মধ্য থেকে তারা উত্তীর্ণ হবে এবং তাদের এই অবস্থা সব সময় থাকবে না। কারণ আলো তাদের এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করবে।

[৩] তারা সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত হবে, যা অনন্তকালীন এবং যা চিরকাল জীবিত থাকে, যেখানে নূন্যতম আলোর প্রভা নেই এবং নেই বিন্দুমাত্র আলোর আশা।

খ. যারা এই আলোর উপর বিশ্বাস করবে তাদের বিপদ এবং ক্ষতি, যা বিশ্বাসহীনতার ফলে তারা সম্মুখীন হবে, সেই বিষয়ে পরিষ্কার সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা এই বিষয়ে গভী-রভাবে মনযোগ দেয় (পদ ৪৭,৪৮): "যদি কেউ আমার কথা শুনে সেই মত না চলে, তবে আমি তার বিচার করি না, আমি বিচার করবো না এবং এখন কবর না পাছে আমি যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসেছি তা পূর্ণ করতে গিয়ে অন্যায় বিচার করে ফেলি। তারা যেন অদণ্ডিত থাকে এজন্য তারা যেন অবিশ্বাসী না থাকে তবে আমি তার বিচার করি না, একজনই বিচারকর্তা আছেন যিনি তাদের বিচার করবেন।" এই জন্য আমরা বিশ্বাসহীনতার জন্য বিচারের সম্মুখীন হব। লক্ষ্য করুন:

১. তারা কারা, যারা তাদের বিশ্বাসহীনতার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে: যারা খ্রীষ্টের কথা শুনে কিন্তু সেই কথা মত না চলে। তারা তাদের ধর্মে বিশ্বাসহীনতার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে না, তারা কখনও সুসমাচার শোনেনি এবং এ সম্পর্কে তারা জানে না, প্রত্যেক মানুষ তাকে যে পরিমাণ আলো দান করা হয়েছে সেই অনুযায়ী বিচারিত হবে। যারা ব্যবস্থাবিহীন অবস্থায় পাপ করেছে তারা ব্যবস্থাবিহীনভাবে বিচারিত হবে। কিন্তু যারা খ্রীষ্টের কথা শুনে কিন্তু বিশ্বাস না করে, তারা এইভাবে বিচারের সম্মুখীন হবে।

২. তাদের বিশ্বাসহীনতার ভিত্তি কি ছিল: তারা খ্রীষ্টের কথায় বিশ্বাস করে নি। এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে (পদ ৪৮) খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করা – *Ho atheton eme*। এটি অবজ্ঞা এবং ঘৃণার সঙ্গে অগ্রাহ্য করাকে চিহ্নিত করে। যেখানে সুসমাচারের পতাকা প্রকাশিত হয় সেখানে স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করা হয় না। প্রত্যেক মানুষ হয় গ্রহণ করবে অথবা এবং শত্রু হবে।

৩. এই পৃথিবীতে আসার পর যারা তাঁকে অবজ্ঞা করেছিল তাদের প্রতি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমাশীল মনোভাব এবং আচরণ: "আমি নিজে তার বিচার করি না, কারণ আমি মানুষকে দোষী প্রমাণ করতে আসি নি।" লক্ষ্য করুন, যারা প্রথমে তাঁর অনুগ্রহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি সচেষ্ট হন নি। কিন্তু তিনি অনুগ্রহপূর্ণ মনোভাব নিয়ে অপেক্ষা করে ছিলেন। যারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল তিনি তাদের নির্বাক করার জন্য কিংবা মৃত্যুর জন্য আঘাত করেন নি, কখনই ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে মধ্যস্থতা করেন নি, যেমন করেছিলেন এলিয় ভাববাদী।

[২] তাদের শাস্তির নিয়মে তাদের দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে। চুক্তির উদ্দেশ্য অনুসারে তাদের বিচার হবে, যা খ্রীষ্ট তাদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন। খ্রীষ্টের এই কথা, যে বিশ্বাস না করে সে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। সকল অবিশ্বাসী বিচারিত হয়ে বিনষ্ট হবে এবং অনেকে আছে যারা এই কথার মত দণ্ড ভোগ করবে।

গ. আমাদের বিশ্বাসের বিচার করতে খ্রীষ্ট পবিত্র ঘোষণা এবং অনন্ত শাস্তির কথা ভেবে আমাদের তাঁর শিক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা, পদ ৪৯-৫০। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পিতার শিক্ষা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে প্রকাশ করার জন্য বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন (পদ ৪৯): "আমি নিজের থেকে বলি নি; কিন্তু কি বলবো ও কি প্রচার করবো, তা আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে আদেশ করেছেন।" একই কথা তিনি এর আগেও বলেছেন (যোহন ৭:১৬)।

(১) "আমার শিক্ষা আমার নিজের নয়, আমি নিজে থেকে কিছু বলি নি। খ্রীষ্ট মনুষ্যপুত্র হিসেবে মানবীয় পরিকল্পনার কথা বলেন নি। ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে তিনি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন নি। কিংবা একা একা কোন কাজ করেন নি। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তা ছিল শান্তির পরামর্শের ফল। মধ্যস্থাকারী হিসেবে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, সম্পূর্ণ নিবেদিত হয়ে পরিচর্যা করার জন্য এবং পিতার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে কাজ করার জন্য, স্বেচ্ছাচারীর মত এবং নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করেন নি।

(২) যাঁর কথা বলার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। পিতা ঈশ্বর তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

[১] তাঁর কাজ। ঈশ্বর তাঁকে তাঁর প্রতিনিধি এবং রাজদূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর এবং মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে, শান্তির সন্ধি স্থাপন করতে এবং চুক্তি করতে।

[২] তাঁর শিক্ষাকে এখানে বলা হয়েছে হয়েছে "আদেশ।" কারণ ঈশ্বরের এই কথাগুলো ছিল কোন রাজদূতকে দেওয়া দায়িত্বের মত, যা তিনি যে কেবল বলবেন তাই নয়, কিন্তু তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে তা বলতে হবে। চুক্তির দূতের উপর যে কথা বলার দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয় সেই সেই কথা বলতে বাধ্য। লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রভু যীশু আমাদেরকে শিক্ষা দেবার আগে নিজে বাধ্য হওয়ার শিক্ষা নিয়েছিলেন, যদিও তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। ঈশ্বর প্রথম আদমকে যে আদেশ দিয়েছিলেন, সেই আদেশের অবাধ্যতার ফলে আমাদের ধ্বংস নেমে এসেছিল। তিনি দ্বিতীয় আদমকে আদেশ দিয়েছিলেন আর তাঁর প্রতি বাধ্যতার ফলে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি। কি বলতে হবে এবং কি কথা তিনি বলবেন সেই বিষয়ে ঈশ্বর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। দু'টি কথাই একই বিষয়কে নির্দেশ করে, এই দু'টি কথার প্রতিটি স্বর্গীয় পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা মাঝে মাঝে নিজেরা কথা বলতেন কিন্তু খ্রীষ্ট সব সময়ই পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে কথা বলতেন। কেউ কেউ এর পার্থক্য দেখতে পার: তিনি নিরূপিত বিষয়ে প্রচার করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ঘরোয়া এবং ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় কি বলতে হবে তাও ছিল পূর্ব নির্ধারিত। অন্যরা মনে করেন: যখন তিনি প্রচার করতেন, তখনই তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হত কি বলতে হবে এবং

শেষ বিচারের দিনে কি বলতে হবে তাও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ উভয়ের জন্য তাঁর দায়িত্ব এবং নির্দেশ ছিল।

২. এই বিশেষ কাজের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য : "আমি জানি যে, তাঁর আদেশ অনন্ত জীবন," পদ ৫০। খ্রীষ্টকে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল মানব সন্তানদের চূড়ান্ত অবস্থায় মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এবং এর উদ্দেশ্য হল তাদের ঐ শেষ অবস্থার মধ্যে অনন্ত জীবন এবং সুখী জীবন দান করা। একজন ভাববাদী হিসেবে খ্রীষ্ট লোকদের কাছে অনন্ত জীবনকে প্রকাশ করার নির্দেশ পেয়েছিলেন (১ যোহন ৫:১১)। একজন রাজার মত খ্রীষ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল অনন্ত জীবন দান করার জন্য (যোহন ১৭:২)। এইভাবে তাঁকে অনন্ত জীবন দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, এই বিষয়ে তিনি জানেন, "আমি জানি এটি সত্য।" কত আনন্দপূর্ণভাবে এবং কি নিশ্চয়তায় তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করার জন্য তৎপর ছিলেন, এটি তাঁর ইঙ্গিত দেয়। তিনি খুব ভাল করে জানতেন যে, তিনি একটি শুভ সংবাদ বয়ে নিয়ে চলেছেন এবং এই শুভ সংবাদের ফল হল মানব জাতির অনন্ত জীবন। এছাড়া এটি এই ইঙ্গিতও দেয় যে, যারা খ্রীষ্টের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কীভাবে বিনষ্ট হবে। যারা খ্রীষ্টের অবাধ্য এবং তাঁর অনন্ত জীবনকে অবজ্ঞা করেছে এবং অস্বীকার করেছে, কেবলমাত্র এই জন্য খ্রীষ্টের কথার দ্বারা তাদেরকে বিচার করতে তাই নয়, কিন্তু তাদের নিজেদের পাপের জন্যও বিচার করবে। তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের জন্যই তাদের বিচার করা হবে; কে এর বিরুদ্ধে আপত্তি করতে পারে?

৩. খ্রীষ্টকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে যে সমস্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল ত তিনি যথাযথভাবে পালন করেছিলেন এবং অত্যন্ত তৎপরতার সাথে তা সম্পন্ন করেছিলেন: "আমি যে সব কথা বলি তা আমার পিতার হুকুমেই বলি।" ঈশ্বরের পরামর্শের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং মানুষের কাছে তিনি তা বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করেছিলেন যেমন মানুষ তা গ্রহণ করে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। যা কিছু উপকারী তার কোন কিছুই গোপন করা হয় নি। বিশ্বস্ত সাক্ষী যেমন আত্মার শান্তি দান করে তেমনি করে তিনি মানব জাতির কাছে আত্মার শান্তি অর্থাৎ অনন্ত জীবনের কথা বলেছেন। তিনি তাদের জীবনে শান্তির কথা বয়ে এনেছেন এবং সত্যের বিষয়ে কথা বলেছেন, সম্পূর্ণভাবে সত্য কথা বলেছেন, সত্য কথা ছাড়া অন্য কোন কথা তিনি শিক্ষা দেন নি। লক্ষ্য করুন:

(১) এটি বিশ্বাসকে মহা উৎসাহ প্রদান করে; খ্রীষ্ট যা বলেছেন আমরা যদি তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করি তাহলে আমরা আমাদের পরিত্রাণের জন্য আরও আকাঙ্খী হতে পারবো।

(২) এটি বাধ্যতার মহা দৃষ্টান্ত। খ্রীষ্ট বলেছেন যে, তিনি পিতার আদেশ পালন করার জন্য বাধ্য ছিলেন এবং আমাদেরও একইভাবে খ্রীষ্টের বাধ্য হতে হবে এবং ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে যা কিছু বলেছেন তা অবশ্যই পালন করতে হবে। আমাদের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে আমরা বাধ্য। "আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা না বলে থাকতে পারি না" (প্রেরিত ৪:২০)। পিতা তাঁকে যে সমস্ত কথা বলার জন্য নির্দেশ

দিয়েছিলেন তিনি তা বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করার দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি স্বয়ং সম্মানিত হয়েছিলেন। এটি ছিল খ্রীষ্টের মহিমা যে, পুত্র হিসেবে তাঁকে যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তার প্রতি তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। খ্রীষ্টের প্রতিটি কথার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসের দ্বারা এবং তাঁর কথার অধীনে বশীভূত থেকে আমরা তাঁকে তাঁর নামের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করতে বাধ্য।

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৩

পাপীদের প্রতিবাদ সহ্য করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট জনসাধারণের মধ্যে তাঁর প্রচার কার্য শেষ করলেন। এখন তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া আলাপ আলোচনা ও শিক্ষাদান কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দেবার জন্য এটি ছিল তাঁর পরিকল্পনা। এখান থেকে পরবর্তী সময়ে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কি ঘটেছিল তার বিবরণ আমরা এখান থেকে দেখতে পাব। তিনি দূর দেশে চলে যাবার পর যারা তাঁর ঘরের সমস্ত দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, শিক্ষা এবং সান্ত্বনা দিয়ে তিনি তাদের সজ্জিত করলেন। তাঁর সময় খুব কাছে এসে পড়েছিল, তাই তিনি যথাযথভাবে তাঁর কাজ গুছিয়ে আনার কাজে ব্যাপৃত হলেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো: ক. তিনি তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেন, পদ ১-১৭। খ. কে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান, পদ ১৮-৩৩। গ. তাঁর নিজের মৃত্যু এবং ভ্রাতৃ প্রেমের মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে মহান শিক্ষা তিনি তাদের দান করলেন, পদ ৩১-৩৫। ঘ. পিতর তাঁকে অস্বীকার করবেন, এই সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, পদ ৩৬-৩৮।

যোহন ১৩:১-১৭ পদ

অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারীরা এটি সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন যে, খ্রীষ্ট যে রাতে তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেন এবং এই সম্পর্কে শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন, সেই একই রাতে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, ঐ একই রাতে একই বৈঠকে তিনি নিস্তার-পর্বের ভোজ খেয়েছিলেন এবং প্রভুর ভোজ সম্পর্কে শিক্ষা দান করেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা শুরু হওয়ার আগে নাকি শেষ হওয়ার পরে অথবা নিস্তার-পর্বের ভোজ খাওয়ার ও প্রভুর ভোজের সম্পর্কে শিক্ষা দানের মধ্যবর্তী সময়ে তা ঘটেছিল কিনা এ সম্পর্কে তারা একমত নন। এই সুসমাচার লেখক যে সমস্ত ঘটনা সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, অন্যান্য সুসমাচারের লেখকেরা তা বর্জন করেছেন। যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অন্যরা লিপিবদ্ধ করেন নি, যা একসঙ্গে সন্নিবেশিত করার ক্ষেত্রে জটিলতার কারণ ছিল। যদি এটি তখন ঘটে থাকে, আমরা ধারণা করতে পারি যে, যিহূদা বাইরে চলে গিয়েছিল (পদ ৩০) তার লোকদের প্রস্তুত করার জন্য, যেন গেৎশিমানী বাগানে তাঁকে ধরতে পারে। কিন্তু ড. লাইটফুট স্পষ্টভাবে তার মত প্রকাশ করেছেন যে, এই ঘটনা ঘটেছিল এবং তিনি তা বলেছিলেন তা নিস্তার-পর্বের সময়ে নয়, যা উল্লেখ আছে অধ্যায় ১৪ শেষে, কারণ এখানে বলা হয়েছে (পদ ১) *নিস্তার-পর্বের কিছু আগের ঘটনা*। তাই এটি ঘটেছিল বৈথনিয়ায় রাতের বেলায় খাবার সময়, নিস্তার-পর্বের দুইদিন আগে (যা আমরা দেখতে পাই মথি ২৬:২-৬ পদে), যখন মরিয়ম দ্বিতীয়বার আতরের পাত্রের অবশিষ্ট আতর খ্রীষ্টের মাথায় ঢেলে অভিষেক করেছিলেন। অথবা এটি হয়তো ঘটেছিল নিস্তার-পর্বের আগে কোন এক রাতে, যা

কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাড়িতে নয়, কিন্তু তাঁর নিজের বিশ্রামের জায়গায়, অর্থাৎ সচরাচর বৈথনিয়াতে যেখানে তিনি অবস্থান করতেন। এই স্থানে তাঁর শিষ্যরা ছাড়া আর কেউ ছিল না এবং আরও খোলাখুলি এবং সাচ্ছন্দ্যে তাদের সঙ্গে থেকে এই কাজটি করেছিলেন।

এই পদ সমূহে আমরা খ্রীষ্টের তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেবার ঘটনার বিবরণ দেখতে পাই। এটি ছিল একটি অসাধারণ স্বভাবের কাজ। এটি কোন আশ্চর্য কাজ ছিল না, নতুবা আমরা এই কাজটিকে নম্রতার আশ্চর্য কাজ বলে অভিহিত করতাম। মরিয়ম কেবলমাত্র খ্রীষ্টের মাথায় আতর ঢেলে অভিষেক করলেন। এখন পাছে এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় অবস্থা বলে প্রতীয়মান হয় এই জন্য তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নম্রতার কাজ করে ভারসাম্য রক্ষা করলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট এই কাজটি কেন করলেন? যদি শিষ্যদের পা ধোয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তারা নিজেদের পা নিজেরাই ধুতে পারে। একজন জ্ঞানী মানুষ কখনোই যা দৃষ্টি কটু এবং অস্বাভাবিক এমন কাজ করবেন না, কেবলমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এই কাজটি তিনি খেয়ালের বশবর্তী হয়ে কিংবা কৌতুক করার জন্য করেন নি। না, এই কাজটি ছিল অত্যন্ত পবিত্র এবং অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণভাবে কাজটি সম্পাদন করা হয়েছিল। কেন খ্রীষ্ট এই পা ধোয়ার কাজটি করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমরা এখানে আমরা চারটি বিষয়ের উল্লেখ পাই:

১) তাঁর শিষ্যদের প্রতি তাঁর ভালবাসার সাক্ষ্য রাখতে পারেন, পদ ১-২।

২) যেন তিনি তাঁর স্বেচ্ছাকৃত নম্রতা এবং নিজেকে নত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন, পদ ৩-৫।

৩) যেন তাঁদের আত্মিকভাবে পা ধোয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত দিতে পারেন, যা তিনি পিতরের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদের কাছে তুলে ধরেছিলেন, পদ ৬-১১।

৪) যেন তিনি তাঁদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে পারেন, পদ ১২-১৭। এই চারটি কারণ সমস্ত ঘটনার অর্থ প্রকাশ করে।

ক. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়ে প্রমাণ দিলেন যে, শিষ্যরা প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাদের তিনি ভালবাসতেন এবং শেষ পর্যন্ত ভালবেসেছিলেন, পদ ১-২।

১. এখানে আমাদের যীশু খ্রীষ্ট সন্দেহাতীত সত্য প্রকাশ করলেন যে, এই পৃথিবীতে যারা নিজের লোক ছিলেন তাদের তিনি ভালবাসতেন এবং শেষ পর্যন্তই ভালবেসেছিলেন, পদ ১।

(১) যারা এই সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁরা ছিলেন তাঁর প্রকৃত শিষ্য, বিশেষত বারোজন। এরা ছিলেন এই পৃথিবীতে তাঁর আপনজন, তাঁর পরিবার, তাঁর শিক্ষার্থী, তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু। তিনি তাঁদের কাউকে সন্তান বলে না ডাকলেও তিনি তাদের তাঁর উপযুক্ত করে তুলেছিলেন এবং তাঁদের তাঁর আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অন্য পৃথিবীতেও তিনি তাদের আপনজন হিসেবে তাঁর কাছে পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে যাবেন অন্য পৃথিবীতে তাঁদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে। এদের তিনি ভালবাসতেন, তিনি তাঁদের তাঁর সহভাগিতায় আবদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়া

এবং একান্তভাবে আলাপ করেছিলেন, তাঁদের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহ প্রবণ ছিলেন। এবং তাঁদের সান্ত্বনা দান করেছেন এবং তাঁদের সুনামের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি তাঁদের অত্যন্ত সাচ্ছন্দ্যে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সমস্ত দুর্বলতা বহন করেছিলেন। তিনি তাঁদের শেষ পর্যন্ত ভালবেসেছিলেন। যতদিন তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন ততদিন তিনি তাঁদের ভালবেসেছিলেন এবং তাঁর পুনরুত্থানের পরেও একইভাবে ভালবেসেছিলেন। তিনি তাঁর দয়াপূর্ণ ভালবাসা কখনোও দূরে সরিয়ে নেন নি। যদিও তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য অনেক নতুন শিষ্যদের স্থান দিতে হয়েছিল। তবুও তিনি তাঁর পুরানো বন্ধুদের বর্জন করেন নি, বরং তিনি তাঁর দরিদ্র অসহায় জেলেদের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁরা জ্ঞানে এবং অনুগ্রহে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ ছিলেন, তাঁরা ছিলেন নির্বোধ এবং অমনোযোগী। যদিও তিনি তাঁদের প্রায়ই তিরস্কার করতেন, তবুও তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা থেকে এবং তাঁদের প্রতি তাঁর যত্ন থেকে কখনোই নিজেকে বিরত রাখেন নি।

(২) সকল বিশ্বাসীদের এটি সত্য, কারণ বারো জন গোষ্ঠীপ্রধান ঈশ্বরের আত্মিক ইস্রায়েলের সকল বংশের প্রতিনিধিস্বরূপ।

[১] এই পৃথিবীতে কিছু লোক ছিল যারা তাঁর নিজের ছিলেন, তাঁর নিজের, কারণ পিতা কর্তৃক তাঁকে তাদের দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাদের কিনেছিলেন, তাঁদের জন্য তাঁকে মহামূল্য দিতে হয়েছিল এবং তাঁর জন্য তিনি তাদের আলাদা করে রেখেছিলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর নিজের, একজন অসাধারণ লোক হিসেবে তাঁর কাছে তারা নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর নিজের; অনেক লোক আছে যারা তাঁকে গ্রহণ করেন নি, তিনি তাদের নিজের লোক করার কথা বলেছিলেন, *Tous idious* – *তাঁর আপনজন*। যেমন একজন লোকের কাছে তার স্ত্রী এবং তার সন্তানেরা আপন যাদের সঙ্গে তিনি তাঁর সম্পর্ক অটুট থাকে।

[২] এই পৃথিবীতে যারা তাঁর আপনজন ছিলেন, তাদের জন্য তাঁর আন্তরিক ভালবাসা ছিল। তাঁর ভালবাসা তখনই দয়াপূর্ণ ভালবাসায় পরিণত হয়েছিল, যখন তিনি তাদের পরিত্রাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর ভালবাসা শান্তি ও সুখময় ভালবাসা পরিণত হয়েছিল, যখন তিনি তাদেরকে তাঁর সঙ্গে একান্তে আলাপ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যদিও তারা এই পৃথিবীর ছিলেন, যে পৃথিবী ছিল অন্ধকারের এবং প্রতিকূল অবস্থার পৃথিবী, পাপ এবং মন্দতায় পরিপূর্ণ পৃথিবী, তবুও তিনি তাদের ভালবেসেছিলেন। এখন তিনি তাঁর নিজের পৃথিবী স্বর্গে চলে যাচ্ছেন, ধার্মিক লোকদের আত্মা যেখানে অবস্থান করবে। কিন্তু এই পৃথিবীতে যারা তার নিজের ছিল তাঁদের জন্য তিনি খুব চিন্তা করতেন, কারণ তাঁদের প্রতি তাঁর তত্ত্বাবধানের খুবই প্রয়োজন ছিলঃ অসুস্থ ছেলে-মেয়েদের প্রতি যত্নশীল হওয়া খুবই আবশ্যক।

[৩] খ্রীষ্ট যাদের ভালবাসতেন তিনি তাদের শেষ পর্যন্ত ভালবেসেছিলেন। তিনি তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার অবিচল ছিলেন। তিনি তাঁর ভালবাসায় স্থির ছিলেন। তিনি তাদের চিরকালের ভালবাসা দিয়ে ভালবেসেছিলেন (যিরমিয় ৩১:৩)। তিনি অশেষ ভালবাসা দিয়ে তাদের ভালবেসেছেন, অটল ভালবাসা দিয়ে তাদের কাছে টেনেছেন। কোন কিছুই খ্রীষ্টের

ভালবাসা থেকে বিশ্বাসীদের আলাদা করতে পারবে না, তিনি তাঁর নিজের লোকদের ভালবাসতেন তাদের পবিত্র করতে। তিনি চেয়েছিলেন যেন তারা পবিত্র হয়, কারণ তিনি তাদের সেই পৃথিবীতে নিয়ে যেতে চান, যেখানে খাঁটি ভালবাসা রয়েছে।

২. খ্রীষ্ট শিষ্যদের পা ধুইয়ে তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন, যেমন করে সেই নারী (লূক ৭:৩৮) চোখের জল দিয়ে খ্রীষ্টের দুই পা ধুইয়ে দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি তার ভালবাসা দেখিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের দেখালেন যে, তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা যেমন বিশ্বস্ততায়পূর্ণ তেমনি দয়ায়পূর্ণ; যেমন তাঁর উন্নত অবস্থার মহিমা। যা তিনি এখন আরম্ভ করেছেন, তা তিনি বেছে নিয়েছেন যেন তা সম্পন্ন করতে কোন রকম ব্যাঘাত না হয়। এই ভালবাসা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি নিজেকে নত করেছিলেন। আর এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে নিশ্চিত করতে পারেন, যেন তিনি তাদের খাওয়াবার জন্য বসাতে পারেন এবং নিজেই তাদের পরিচর্যা করতে পারেন (লূক ১২:৩৭), যেন তিনি মহান হিসেবে তাদের সম্মানিত করতে পারেন এবং মহান প্রভুর জন্য তাঁর সেবাকারীদের পরিচর্যা করতে পারেন। কিন্তু এই মাত্র তারা খ্রীষ্টের প্রতি তাদের ভালবাসার দুর্বলতা প্রকাশ করলেন সেই স্ত্রীলোক কর্তৃক খ্রীষ্টের মাথায় দামী আতর ঢেলে তাঁকে অভিষেক করার কাজে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে (মথি ২৬:৮)। এই বিষয়ে তিনি তাদের তাৎক্ষণিকভাবে তিরস্কার করেছিলেন। আমাদের দুর্বলতাসমূহ খ্রীষ্টের দয়ার কাছে পরাজিত হয় এবং তা সরিয়ে দেয়।

৩. খ্রীষ্ট এই কাজটি করার জন্য তাঁর শেষ নিস্তার-পর্ব পালনের কিছু আগের এই সময়টি বেছে নিয়েছিলেন, এর দু'টি কারণ ছিল:

(১) কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর নিরূপিত এসে গেছে, যে সময়টির জন্য তিনি দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিক্ষা করেছিলেন, কখন তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর পিতার কাছে যাবেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করি:

[১] এই নিস্তার-পর্বে আমাদের প্রভু যীশু মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন, তিনি নিশ্চিতভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। এটি তাঁর মৃত্যুতে শুরু হয়েছিল কিন্তু সমাপ্ত হয়েছিল তাঁর স্বর্গে গমনে। যেমন খ্রীষ্ট স্বর্গে গমন করেছিলেন, তেমনি সকল বিশ্বাসীগণ তাঁর সঙ্গে সম্মিলনের গুনে, যখন তারা এই পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দেহ থেকে মুক্ত হয়ে পিতার কাছে চলে যাবে, প্রভুর সান্নিধ্যে থাকার জন্য। এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান, এই নিষ্ঠুর পৃথিবী, এই অন্যায়পূর্ণ পৃথিবী, বিশ্বাসহীন পৃথিবী, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ পৃথিবী, এই দুঃখময় পৃথিবী, এই ফাঁদ এবং প্রলোভনের পৃথিবী, মহা কষ্টের জগৎ। আর এটি পিতার কাছে, আত্মার পিতার দর্শনের কাছে গমন এবং তার আশা পূর্ণতা যেমন আমাদের।

[২] এই মৃত্যুর সময়: তাঁর পৃথিবী ছেড়ে পিতার কাছে যাবার সময় উপস্থিত। এটি কখনও কখনও তার সময়, তার বিজয়োল্লাসের সময় হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে যে সময়টি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর চোখে ছিল। তাঁর দুঃখভোগের সময়টি ছিল স্থিরীকৃত সময় এবং এই দুঃখভোগের স্থায়ীত্ব কেবল কিছু সময়ের জন্য।

[৩] এই বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যত দর্শন: তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই পৃথিবী ছেড়ে পিতার কাছে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে। সৃষ্টির সময় থেকে তিনি জানতেন যে, তাঁর সময় উপস্থিত হবে এবং এটাও জানতে কখনও সেই সময় উপস্থিত হবে। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সেই স্থিরীকৃত সময় উপস্থিত হয়েছে। আমরা জানি না আমাদের সময় কখন উপস্থিত হবে। আর এই কারণে যাতে এটি কখনও অসম্পন্ন না থাকে এই জন্য অভ্যাসগতভাবে যা করা আবশ্যক তা করতে হবে। কিন্তু যখন কোন আগাম সংবাদের দ্বারা জানতে পারি যে, আমাদের সময় উপস্থিত হয়েছে তখন আমাদের প্রভু যীশুর মত অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রকৃত রূপে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে (২ পিতর ৩:১৪)। এটি তাঁর এই পৃথিবী থেকে প্রস্থানের ভবিষ্যত দর্শন হল, তিনি তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছেন, তাঁর মাথায় আতর ঢেলে অভিষেকের কাজ, যা এই মুহূর্তে করা হয়েছে তা তার সমাধির কাজের জন্য নিরূপিত কাজ, তেমনি শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের পৃথক করে রাখা হয়েছিল, যেন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পঞ্চাশতম দিনে তাদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসে, যেভাবে পুরোহিতরা স্নান করে প্রস্তুত হতেন (লেবীয় ৮:৬)। যখন আমরা দেখব যে আমাদের দিন উপস্থিত হয়েছে, আমাদের সেই সব ভাল কাজগুলো করতে হবে যা আমরা অতীতে করি নি।

(২) কারণ শয়তান যিহূদার মনে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিল, পদ ২। এই কথাগুলোকে আমরা এইভাবে বিবেচনা করতে পারি:

[১] যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতার কারণ বর্ণনা করা। এটি এমন একটি স্বভাবের পাপ ছিল যা শয়তানের ভাবমূর্তি এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। মানুষের হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশের পথ কী, কোন্ পদ্ধতির দ্বারা মানুষের কাছে সে তার প্রস্তাব ছুড়ে দেয় এবং মানুষের সহজাত চিন্তায় তা জাগিয়ে তোলে, আমরা তা বলতে সক্ষম নই। কিন্তু কিছু কিছু পাপ তাদের নিজ স্বভাবের মধ্যে রয়েছে তা এত বেশি পাপে পূর্ণ এবং এত বেশি ছোট ছোট পৃথিবীবী এবং মাংসিক প্রলোভনে পড়ে যে, শয়তান খুব সহজভাবে তার হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং পাখির মত সেখানে তার ডিম পাড়ে, সেখানে সে পাপের বাসা বেঁধে বাচ্চা ফুটায়। যিহূদা এমন একজন ব্যক্তি ছিল, যে প্রভুর বিশ্বাসঘাতকতা খুব সহজভাবে এবং কোন প্রকার উত্তেজনা ও ক্রোধ ছাড়াই করতে পেরেছিল। এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা যা স্বয়ং শয়তানের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, যে এর মাধ্যমে পরিত্রাণকর্তার রাজ্যকে ধ্বংস করার চিন্তা করেছিল, কিন্তু বাস্তবিক নিজেরই ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

[২] কেন খ্রীষ্ট শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছেন তার কারণ জ্ঞাত করা।

প্রথমত, খ্রীষ্টের এই পৃথিবী থেকে প্রস্থানের সময় খুব দূরে ছিল না, এই সময় যিহূদা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিল খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য। যদিও এই বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে সহজেই পৌলের সঙ্গে একমত হতে পারি যে, “আমি এখন উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।” লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রতি শত্রুদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ যত বেশি বুঝতে পারব, যে সমস্ত ক্ষতিকর বিষয় আমাদের জীবনে আসতে পারে তার মোকাবেলা করার জন্য আমরা আরও প্রস্তুতি নিতে পারব।

দ্বিতীয়ত, যিহূদা শয়তানের ফাঁদে ঢুকে পড়েছে, এখন শয়তানের লক্ষ্য পিতরের দিকে এবং অন্যান্য শিষ্যদের দিকে (লূক ২২:৩১), খ্রীষ্ট শয়তানের বিপক্ষে নিজেদের সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন। যদি নেকড়ে বাঘ পাল থেকে একটি ভেড়া ধরে নিয়ে যায়, তাহলে ঐ সময় রাখালের দায়িত্ব হল অবশিষ্ট অন্যান্য ভেড়াদের রক্ষা করা এবং তাদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা। যখন সংক্রমণ শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের জন্য তৎপর হতে হবে। ড. লাইটফুট লক্ষ্য করেছেন যে, খ্রীষ্ট অভিষেক করার ব্যাপারে সমালোচনা করার বিষয়টি শিষ্যরা যিহূদার কাছ থেকে শিখেছিলেন (মথি ২৬:৮), পাছে তাঁরা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিষয় কল্পনা করে সমালোচনা করেন। এই জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রতিবাদ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য নম্রতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন।

তৃতীয়ত, যিহূদা খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য ফন্দি আঁটছে, যে ছিল বারো জন শিষ্যের একজন। খ্রীষ্ট এই কাজ করার মধ্য দিয়ে দেখালেন যে, তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে দোষ উত্থাপন করার পরিকল্পনা করেন নি। যদিও তাঁদের দলের মধ্যে একজন ছিল, যে শয়তান দ্বারা চালিত এবং একজন বিশ্বাসঘাতক। তবুও তাঁরা এই ব্যাপারের জন্য সচেতন ছিলেন না যে, তাঁদের জীবনে অধিকতর মন্দ বিষয় এসে উপস্থিত হয়েছে। খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে ভালবেসেছিলেন, যদিও তাঁর মণ্ডলীতে অনেক ভণ্ড ছিল। যদিও তিনি জানতেন যে, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যিহূদা নামে একজন রয়েছে, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে, তবুও তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসায় অবিচল ছিলেন।

খ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন যেন তিনি তাঁর অপূর্ব নম্রতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন, তিনি কত নম্র এবং বিনীত তা দেখাতে পারেন এবং সমস্ত পৃথিবীকে যেন দেখাতে পারেন যে, তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য তিনি কত নত হতে পারেন এবং হীনতা স্বীকার করতে পারেন, পদ ৩-৫। তিনি সব জানতেন, সেই বিবেচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসাবে এই বিষয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, পিতা তাঁর হাতে সব কিছু দিয়েছেন। এই কথা বলে তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠলেন তাঁর শিষ্যদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিতে। শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন তিনি কি করতে যাচ্ছেন। তাঁরা দেখলেন যে, খ্রীষ্ট নিজে তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিচ্ছেন।

১. এখানে প্রভু যীশুর ন্যায়সঙ্গত উৎকর্ষতা রয়েছে। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে খ্রীষ্ট মহিমার কথা বলেছিলেন।

(১) পিতা তাঁর হাতে সব কিছুই দিয়েছেন। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁকে দিয়েছেন এবং সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছেন, পৃথিবী এবং স্বর্গের মনিব হিসেবে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের মহা পরিকল্পনা অনুসারে (মথি ১১:২৭)। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সমস্ত বিভেদ মীমাংসা ও মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে যেমন করে মহান বিচারক এবং মধ্যস্থতাকারীর হাতে কোন কিছুর মীমাংসা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের শাসন এর সকল বিষয়ের দায়িত্ব ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে। এই জন্য সমস্ত কাজ, শাসন ও বিচারের উভয় কাজের ভার তাঁর কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। তিনি সকল বিষয়ের উত্তরাধিকারী।

(২) তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। এটি আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে, তিনি সৃষ্টির পূর্ব থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর অস্তিত্ব এবং মহিমা এই পৃথিবীতে তাঁর জন্মগ্রহণের আগে থেকেই যে ছিল কেবল তাই নয়, কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই ছিল। তিনি যখন এই পৃথিবীতে আসেন তখন ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে, তাঁর হয়ে কাজ করার দায়িত্ব নিয়ে। তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে এবং ঈশ্বরের প্রেরিত হিসেবে। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা ঈশ্বর কর্তৃক তার কাজের জন্য নিয়োজিত হয়েছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিলেন।

(৩) তিনি ঈশ্বরের কাছে চলে গিয়েছিলেন। অনন্তকাল থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর যে মহিমা ছিল সেই একই মহিমায় ভাস্বর হয়ে তিনি পিতার কাছে গিয়েছিলেন। যা কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে তা ঈশ্বরের কাছেই চলে যায়। কিছু স্বর্গ থেকে সৃষ্টি হয়, তা স্বর্গের কাজের জন্য নির্ধারিত। খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরের পক্ষে প্রতিনিধি হয়ে এই পৃথিবীতে তাঁর কাছ থেকে এসেছিলেন তেমনি করে আমাদের পক্ষে প্রতিনিধি হয়ে ঈশ্বরের কাছে স্বর্গে চলে গিয়েছেন। সেই স্বর্গে তিনি যেভাবে সম্বর্ধিত হবেন তা ভেবে আমরা সান্ত্বনা পেতে পারি: তিনি ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে কর্তৃত্ব সম্মান ও রাজত্ব করবার ক্ষমতা দেওয়া হল যেন সমস্ত জাতির দেশের ও ভাষার লোকেরা তাঁর সেবা করে (দানিয়েল ৭:১৩)। আর তাঁর সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে, “তুমি আমার ডান দিকে বস” (গীতসংহিতা ১১০:১)।

(৪) তিনি সব কিছুই অবগত ছিলেন। তিনি কোন শৈশব অবস্থার শাহজাদা নন যিনি তাঁর জন্মের সময় তাঁর সম্মানের বিষয়ে কিছু জানেন না। অথবা মোশির মত যিনি তাঁর মুখের উজ্জ্বলতা সম্পর্কে জানতেন না। না, তিনি তাঁর উন্নত আস্থার সমস্ত সম্মানের বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত ছিলেন। তথাপি তিনি নিজেকে এইভাবে অবনত করেছিলেন। কিন্তু কীভাবে এটি এখানে প্রচলিত হল?

[১] তিনি উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন যেন তাঁর মধ্যে যা কিছু আছে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি যা পেয়েছেন তা যেন খুব দ্রুত তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতে পারেন কারণ সময় খুব কাছে এসে গিয়েছিল। আর তাঁকে অবশ্যই তাঁদের ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং তাঁর মহিমান্বিত হবার বিষয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ করলেন, পদ ১।

[২] এটি প্রচলিত হয়েছিল যেন এটি তাঁর দুঃখভোগকে সমর্থন দিতে পারে। যেন তাঁকে আনন্দপূর্ণভাবে চরম বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে যায়। যিহূদা যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল তা তিনি জানতেন এবং তিনি জানতেন এর পরিণতি কি হবে। তিনি একথাও জানতেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন এবং ঈশ্বরের কাছে চলে যাচ্ছেন। তিনি পিছু হটেন নি, কিন্তু আনন্দপূর্ণ অন্তরে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

[৩] এটি প্রতীয়মান হয় যে, এটি প্রচলিত হয়েছিল যেন, তাঁর নম্রতা আরও প্রশংসিত হতে পারে। পবিত্র শাস্ত্রে স্বর্গীয় অনুগ্রহের উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে আশ্চর্য উপায়ে উপস্থাপিত হয়েছে (যিশাইয় ৫৭:১৭,১৮; হোশেয় ২:১৩,১৪): একইভাবে এখানেও। তাঁর নম্রতা আরও বেশি

তুলে ধরার জন্য এটি উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ ঈশ্বরের চিন্তা আমাদের মত নয়। স্বর্গীয় মহিমার প্রদর্শনের সঙ্গে এই ধ্বংসের তুলনা করুন, যা বিনম্র অনুগ্রহের অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে (গীতসংহিতা ৬৮:৪,৫; যিশাইয় ৫৭:১৫; ৬১:১,২)।

২. আমাদের যীশুর স্বেচ্ছায় অবনত হওয়ার বিষয়টি এখানে দেখতে পাই। খ্রীষ্ট জানতেন তাঁর মহিমা ঈশ্বরের মহিমার মত এবং মধ্যস্থতাকারীর মত তাঁর নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে। কেউ একজন বলেছেন তিনি মনে করেন বিষয়টি এই রকম হওয়ার প্রয়োজন – *তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠলেন, তাঁর সাধারণ পোশাক খুলে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন, তিনি রাজ পোশাক আনতে বললেন, তাদের আদেশ দিলেন যেন তাঁরা দূরে থাকেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন*। কিন্তু না, তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন, যখন তিনি এই চিন্তা করেছিলেন যে, তিনি মহা নম্রতার সিদ্ধান্ত স্থাপন করবেন। লক্ষ্য করুন, দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বর্গ ও সুখের নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও যখন কোন মানুষ তার গর্বকে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দেয়, তার অর্থ হল তিনি নিজেকে অত্যন্ত নম্র করেছেন। এটি তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে অবনত করবে এবং তাঁর আত্মার অংশী করবে এবং শ্রেষ্ঠ বিষয় সম্পর্কে বিনম্র চিন্তা করতে সাহায্য করবে। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়ে নিজেকে নত নম্র করেছিলেন।

(১) এই কাজটি ছিল খুব নিচু ধরনের। যারা সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর দাস ছিল, সাধারণত তারাই পা ধুইয়ে দেওয়ার কাজ করতো। অবীগল বলেছিলেন, “আপনার এই দাসী আমার প্রভুর দাসদের পা ধোয়াবার দাসী” (১ শমূয়েল ২৫:৪১)। যদি তিনি তাদের হাত এবং মুখ ধুইয়ে দিতেন তাহলে তা মহা নম্রতাকে প্রকাশ করতো। ইলিশায় এলিয়ের হাতে জল ঢেলে দিয়েছিলেন (২ রাজাবলি ৩:১১)। কিন্তু খ্রীষ্টের নম্র হওয়ার জন্য এই রকম দাসত্বের কাজ করার বিষয়টি বাস্তবিক আমাদের মনে দারুন বিস্ময় সৃষ্টি করে এবং তাঁর প্রশংসা করার জন্য আমাদের উৎসাহিত করে। এই বিষয়টি আমাদের এই শিক্ষা দেয়, যা কিছু ঈশ্বরের মহিমার জন্য কার্যকর এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত তার কোন কিছু নিচু কাজ নয়।

(২) তাঁর নিজ শিষ্যদের জন্য তিনি যে নম্রতার কাজ করেছিলেন তা ছিল অসাধারণ, তিনি তাঁদের মধ্যে নিজেকে নিচু দাসের মত করেছিলেন। তাঁদের কৌতূহল অনুসারে তাদের শরীর নয়, কিন্তু তাদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। এই কাজ ছিল পবিত্র ধৌত করার কাজের সদৃশ। তাঁদের সাথে তাঁর সম্পর্ক হল, তাঁরা ছিলেন তাঁর শিক্ষার্থী, তাঁর সেবাকারী। যাদের সঙ্গে তাঁর এই রকম সম্পর্ক, তাঁদেরই উচিত ছিল তাঁর পা ধুইয়ে দেওয়া, যাদের নির্ভরতা তাঁর উপর এবং প্রত্যাশিত সব কিছু তাঁর কাছ থেকে আসে। অনেক মহান ব্যক্তি আছেন যারা তাদের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সঙ্গে তোষামোদ করে থাকে তাদের উন্নতির জন্য। তারা উপরে উঠে নম্রতার ভান করে এবং নিজের উন্নতির জন্য হীনভাবে তোষামোদ করে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের প্রতি যা করেছিলেন তা কোন ভণ্ডামির কাজ ছিল না কিংবা সন্তুষ্ট করার কাজ ছিল না। এই কাজটি ছিল সম্পূর্ণরূপে নম্রতার কাজ।

(৩) এই কাজ করার জন্য তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠলেন। অনুবাদে রয়েছে *তখন ভোজের*

সময় (পদ ২)। আরও ভাল হয় যদি আমরা এইভাবে পড়ি: "খাবার প্রস্তুত ছিল" অথবা "তিনি খাবার গ্রহণ করেছিলেন," কারণ তিনি আবার বসেছিলেন (পদ ১২)। আমরা দেখতে পাই যে, তিনি এক টুকরো রুটি গামলাতে ডুবিয়েছিলেন (পদ ২৬)। এই কারণে এই কাজটি তিনি সম্পাদন করেছিলেন খাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে। আর তিনি এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন:

[১] আমাদের খাওয়ার সময় যদি ঈশ্বরের অথবা সহ বিশ্বাসীদের মঙ্গলের কোন কাজের জন্য আমাদের ডাকা হয় তাহলে আমরা যেন তাকে বিরক্তকর কিংবা অস্বস্তির বিষয় বলে মনে না করি। আমাদের জাগতিক খাবারের চেয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ (যোহন ৪:৩৪)। খ্রীষ্ট তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের কাছে প্রচার করার বাধ্যবাধকতা থেকে সরে আসেন নি (মার্ক ৩:৩৩), কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতি তাঁর ভালবাসা দেখানোর জন্য নিজের খাওয়া ছেড়ে উঠে এসেছিলেন।

[২] অতিরিক্ত ভাল খাবার খাওয়ার জন্য নয়, কিন্তু যদি খাওয়ার সময় নোংরা পা ধোয়া হয় তাহলে পাকস্থলি থেকে খাবার বের হয়ে আসতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্ট এই কাজটি করেছিলেন। কারণ এটি নয় যে, আমরা পবিত্রতা ও ধার্মিকতা একত্রে উত্তম কাজ করে অপরিষ্কার কিংবা অপরিচ্ছন্নতার বিষয় শিখব। কিন্তু আমরা যেন কৌতূহলী না হই এবং প্রশ্রয় না দেই, তথাপি সংযত হই। আমাদের শিষ্টতার আকাঙ্খা থাকলে যথাযথ স্থানে সেই শিষ্টাচার প্রয়োগ করতে হবে। আর কিছু নয়।

(৪) তিনি একজন চাকরের পোশাক পরলেন এই কাজ করার জন্য: তিনি তাঁর উপরের কাপড় একপাশে খুলে সরিয়ে রাখলেন। যেন তিনি খুব স্বাচ্ছন্দ্যে এই কাজটি করতে পারেন। এই জন্য তিনি এই কাজটি করেছিলেন। আমাদের অবশ্যই তাদের মত দায়িত্ব পালন করতে হবে যারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গ্রহণের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ নয়, কিন্তু পরিশ্রম এবং কষ্ট গ্রহণের জন্য বদ্ধ পরিকর। আমাদের সেই সব বিষয় বর্জন করতে হবে, যা আমাদের অহঙ্কারী করে তোলে এবং অবশ্য করণীয় কাজকে বাধাগ্রস্থ করে। আমাদেরকে অত্যন্ত উৎসাহের কোমর বন্ধনী পরে আমাদের নিরূপিত কাজে নিয়োজিত হতে হবে।

(৫) নম্রতার কাজ সম্পন্ন করার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন সবই তিনি করেছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি কাজ তিনি করেছিলেন এবং এগুলোর মধ্যে কোন কাজ তিনি উপেক্ষা করেন নি। তিনি এমনভাবে পা ধুয়ে দেওয়ার কাজটি করেছিলেন, যেন এই কাজে তিনি অভ্যস্ত। তিনি এটি একাই করেছিলেন এবং তাঁর কোন শিষ্যকে এই কাজে সাহায্য করার জন্য ডাকেন নি। তিনি একটি গামছা কোমরে জড়ালেন, যেমন করে একজন দাস কাঁধে গামছা রাখে অথবা যেমন করে চাকরের কাজ করার সময় তাদের পোশাকের সামনে অন্য একটি পোশাক পরে। তিনি জলের বড় পাত্র থেকে গামলাতে জল ঢাললেন (যোহন ২:৬) এবং তাদের পা ধুইয়ে দিতে লাগলেন। তারপর তাদের পা মুছিয়ে দিয়ে তাঁর কাজ শেষ করলেন। কেউ কেউ মনে করে তিনি সবার পা ধুইয়ে দেন নি, কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে মাত্র চার কি পাঁচ জনের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। এই অংশে পরবর্তী পদে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা এই চিন্তার উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমি এই চিন্তাকে সমর্থন দেবার মত কিছু

দেখি না, কারণ অন্য কোন জায়গায় যদি তিনি কোন পার্থক্য বা ভিন্নতর কাজ করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করা যেত। তাঁর সবার পা ধুইয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

(৬) যিহূদা যে শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিল তাঁর পা ধুইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয় নি, কারণ সেও তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল (পদ ২৬), এটি ছিল প্রকৃত বিধবাদের লক্ষণ যে, তিনি ঈশ্বরের প্রজাদের পা ধুইয়ে দেন (১ তীমথিয় ৫:১০) এবং এতে কিছু সান্ত্বনা রয়েছে। কিন্তু পাপীদের পা ধুইয়ে দিয়ে যীশু এখানে প্রশংসিত হয়েছেন, পাপীদের মন্দতা, তাঁর প্রতি ক্ষতি করার কাজে ব্যাপৃত ছিল, যে ঐ সময় খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য মনে মনে মতলব আটছিল।

অনেক ব্যাখ্যাকারীরা খ্রীষ্টের শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়ার কাজকে মনে করেন যে, এটি হল তাঁর উপর ন্যস্ত সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপস্থাপন। তিনি জানতেন যে, তিনি এবং পিতা এক এবং পিতার সব কাজই হল তাঁরই কাজ। তবুও তিনি মহিমা থেকে সরে আসলেন, তাঁর আলোর পোশাক খুলে রাখলেন। তিনি আমাদের মানবীয় স্বভাব গ্রহণ করলেন এবং তিনি চাকরের রূপ ধারণ করলেন। তিনি পরিচর্যা পেতে আসেন নি কিন্তু পরিচর্যা করতে এসেছেন তাঁর রক্ত ঢেলে দিতে, মৃত্যুতে তাঁর প্রাণ সমর্পণ করতে এবং এর দ্বারা অর্থাৎ তাঁর রক্ত দ্বারা আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন (প্রকাশিত বাক্য ১:৫)।

গ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের আত্মিকভাবে ধুইয়ে দেওয়ার এবং পাপের দূষণ থেকে আত্মার পরিষ্কার করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। পিতরের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, পদ ৬-১১। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই:

১. পিতর অত্যন্ত বিস্মিত হলেন যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, খ্রীষ্ট এই রকম একটি নিচু কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন (পদ ৬): যখন তিনি পিতরের কাছে তাঁর গামলা এবং গামছা নিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি পিতরকে আদেশ করলেন যেন তিনি তাঁর পা দু'খানি বাড়িয়ে দেন, যেন খ্রীষ্ট তাঁর পা ধুইয়ে দিতে পারেন। ক্রাইসোসটোম মনে করেন যে, খ্রীষ্ট সবার আগে যিহূদার পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন, যে ইতিমধ্যে সম্মানিত বলে স্বীকৃতি হয়েছে। সে নিশ্চয়ই খ্রীষ্টকে এই হীন কাজ করতে দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল। তবে খুব সম্ভব যখন খ্রীষ্ট এই কাজে প্রবৃত্ত হলেন, অর্থাৎ সব কিছু নিয়ে যখন পা ধুইয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করলেন (পদ ৫), তখন তিনি প্রথমে পিতরের কাছে আসলেন। এরপর অন্য শিষ্যদের কাছে গিয়েছিলেন। তাদের নীরব সম্মতি থাকত না যদি তারা খ্রীষ্ট এবং পিতরের মধ্যে এই বিষয়ে কথা-বার্তা না শুনতেন। খ্রীষ্ট এর কারণ এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে পিতরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যখন তিনি পিতরের কাছে আসলেন তখন পিতর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে এই প্রস্তাব দিলেন: "প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুইয়ে দেবেন?" এখানে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে, আপনি এবং আমার এই শব্দ দু'টির অবস্থান লক্ষ্যণীয়: *Tu mihi lavas pedes? Quid est tu? Quid est mihi? Cogitanda sunt potius quam dicenda* – "আপনি কি আমার পা ধুইয়ে দেবেন? আপনি কি এই কাজ করবেন? আমার প্রতি করবেন?" এটি প্রকাশ করার বা বলার চেয়ে চিন্তা করা আরও কঠিন। "আপনি

আমাদের প্রভু এবং মালিক; যাকে আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা এবং কর্তৃত্বকারী। তিনি আমার পা ধোবার মত কাজ করবেন? ওহ্ প্রভু! আমি এই পৃথিবীর একটি অধম কীট, অধম পাপী, আপনি আমার পা ধুইয়ে দেবেন? যে হাতের স্পর্শে কুষ্ট রোগী সুস্থ হয়েছে, অন্ধ লোক ফিরে পেয়েছে তাঁর দৃষ্টি, মৃত মানুষ জীবিত হয়েছে, সেই হাত দিয়ে আমার পা স্পর্শ করবেন?" পিতরের প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল যেন তিনি জল এবং তোয়ালে দিয়ে প্রভুর পা ধুইয়ে দেওয়ার এবং মুছিয়ে দেওয়ার মত সম্মানজনক কাজের জন্য গর্ব করতে পারেন (লূক ১৭:৭,৮)। "আমি আপন-ার পা ধুইয়ে দেব এটাই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু আপনি আমার পা ধুইয়ে দেবেন? এই অস্বাভাবিক কাজ আমি কখনোই হতে দিতে পারি না। এটি কি মানুষের রীতি?" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের নম্রতা, বিশেষত এই নম্রতা আমাদের প্রতি দেখিয়েছিলেন যেন তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা আমরা আমাদের জীবনের আশ্চর্য বিষয়গুলো দেখতে পাই (যোহন ১৪:২২)। " সদাপ্রভু ঈশ্বর, আমি কে, আর আমার ঘরই বা কি?"

২. খ্রীষ্ট তাৎক্ষণিকভাবে বিস্ময়ের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। পিতরের আবৃত্তিকে নিবৃত্ত করার জন্য এই উত্তর যথেষ্ট ছিল (পদ ৭): "আমি যা করছি, তা এখন তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে বুঝতে পারবে?" খ্রীষ্ট যা করতে যাচ্ছিলেন তা কেন পিতরের অবশ্যই মেনে নেওয়া উচিত ছিল এর দু'টি কারণ রয়েছে:

(১) কারণ এই মুহূর্তে তিনি এই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং তিনি যা বুঝতে পারছিলেন না সেই বিষয়ে বাধা দেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু যার সমস্ত কথা এবং কাজের মধ্য দিয়ে মঙ্গলজনক বিষয়কে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর ইচ্ছা এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে একমত হওয়া তাঁর উচিত ছিল। খ্রীষ্ট পিতরকে সম্পূর্ণ বশ্যতার শিক্ষা দিলেন: "আমি যা করছি তা এখন তুমি বুঝতে পারছ না। তাই উপযুক্ত বিচার করতে পারছ না, কিন্তু তোমাকে এটি বিশ্বাস করতে হবে যে, এই কাজ মঙ্গলের জন্য করা হয়েছে, কারণ আমি এটি করছি।" লক্ষ্য করুন, অন্ধকারের মধ্যে অবস্থানরত আমাদের চেতনা রয়েছে বলে এবং আমাদের জন্য ঈশ্বর কি করেছে তা বুঝতে পারি না বলে, তাঁর কার্যপ্রণালীর নিন্দা করার ক্ষেত্রে আমাদের সংযত এবং বিনীত হতে হবে (ইব্রীয় ১১:৮)।

(২) কারণ এই কাজের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ছিল যা তিনি পরে জানতে পেরেছিলেন: "তোমাকে পা ধুইয়ে দেওয়ার কি আবশ্যকতা তা তুমি পরে জানতে পারবে, আমাকে অস্বীকার করার মত জঘন্য পাপ যখন তুমি করবে।" এই রকম অনেকে মনে করেন, "তুমি তখন জানতে পারবে যখন তুমি প্রেরিতের কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাবে এবং লোকদের পাপের দায় থেকে মুক্ত করার জন্য আমার কাছে নিয়ে আসবে যেন আমি নিজ রক্তে তাদের ধুইয়ে দিতে পারি।" লক্ষ্য করুন:

[১] আমাদের প্রভু যীশু এমন অনেক কিছু করেছিলেন যার অর্থ তার শিষ্যরা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারেন নি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মানুষ হয়ে আমাদের জন্য কি করেছিলেন এবং যখন তিনি নিজেকে অধম ব্যক্তিকে পরিণত করেছিলেন এবং যখন আমাদের পক্ষে কেউ ছিল না তখন আমাদের জন্য কি করেছেন, যখন তিনি আমাদের

মত জীবন-যাপন করেছিলেন তখন তিনি কি করেছেন এবং এই জীবন পরিত্যাগ করে কি করেছিলেন, পরবর্তী সময় পর্যন্ত তারা বুঝতে পারেন নি। পরে এটি প্রকাশ পেয়েছিল যে, এটি তাঁকে উপযুক্ত করেছিল (ইব্রীয় ২:১৭)। পূর্ববর্তী বিষয়ের পরবর্তী পরিণামের ব্যাখ্যা, আমরা যা মঙ্গলজনক বলে মনে করি কখনও কখনও তার চেয়ে আরও বেশি বলে প্রতীয়মান হয়। যে উপায়ে আমরা চিন্তা করি তা প্রমাণ করে যে, তা যথার্থ।

[২] খ্রীষ্টের তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়ার কাজের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নিহিত হয়েছিল, যা পরবর্তী সময় না আসা পর্যন্ত তাঁর শিষ্যরা বুঝতে পারেন নি, যখন খ্রীষ্ট পুনর্জন্মের বাপ্তিস্মের নমুনার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং উর্ধ্ব থেকে তাঁদের উপর পবিত্র আত্মা যখন নেমে এসেছিলেন তখন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টকে তাঁর আদেশ এবং নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া উচিত, তাহলে আমরা সর্বোত্তম উপায়ে শুভ ফল দেখতে পাব।

৩. খ্রীষ্টের নিজ হাতে তাঁর পা ধুয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পিতরের প্রবল আপত্তি ছিল (পদ ৮): "আপনি কখনোই আমার পা ধুইয়ে দেবেন না। না, কখনই না।" এটি ছিল মূল কথা। এটি ছিল দৃঢ় সংকল্পের ভাষা। এখন:-

(১) এখানে আমরা বিনয় এবং নম্রতার প্রকাশ দেখতে পাই। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্দেহাতীতভাবে খ্রীষ্টের প্রতি পিতরের শ্রদ্ধা ছিল, যেমন তিনি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রকাশ করেছিলেন (লূক ৫:৮): এ দেখে শিমোন পিতর যীশুর সামনে উবুড় হয়ে পড়ে বললেন, "প্রভু, আমি পাপী, আমার কাছ থেকে চলে যান।" অনেকে আছে যারা পুরষ্কার পাওয়ার জন্য ভণ্ডামি করে স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে নত করে (কলসীয় ২:১৮,২৩)। খ্রীষ্টের মত এই রকম নিজেকে নত করাকে তারা প্রয়োগ করে না আবার সমর্থনও করে না।

(২) এই রকম নিজেকে নত করার বিষয়টি প্রভু যীশুর ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত: "আমি তোমার পা ধুইয়ে দেব" খ্রীষ্ট বললেন। "আপনি কখনোই আমার পা ধুইয়ে দেবেন না," পিতর বললেন, "এটি একেবারেই উপযুক্ত বিষয় নয়।" এইভাবে পিতর দেখালেন যে তিনি খ্রীষ্টের চেয়ে জ্ঞানবান। এটি নম্রতা নয়, কিন্তু এটি অবিশ্বাস, সুসমাচারের দানকে এক পাশে সরিয়ে দেবার মত।

৪. খ্রীষ্ট যা করতে চাইছিলেন সেই বিষয়ে অটল ছিলেন এবং কেন তিনি এই কাজ করতে চাইছেন এর যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি পিতরকে জানালেন, যেন পিতর সম্মত হন: "যদি আমি তোমাকে ধুইয়ে না দেই তবে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই।" এই কথাটি বলা হয়েছিল:-

(১) অবাধ্যতার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কতা হিসাবে : "যদি আমি তোমাকে ধুইয়ে না দেই, তুমি যদি এইভাবে তোমার একগুঁয়েমি বজায় রাখ এবং এই অতি সামান্য বিষয়ে তোমার প্রভুর ইচ্ছা মেনে না নিতে পার, তাহলে আমি তোমাকে আমার একজন শিষ্য বলে স্বীকার করে নেব না। কিন্তু তোমাকে তোমার অবাধ্যতার জন্য একেবারে ত্যাগ করবো এবং আমার শিষ্য পদ থেকে তোমাকে সরিয়ে দেব।" যদি পিতর তাঁর প্রভুর থেকে নিজেকে

জ্ঞানী বলে গণ্য করতেন এবং তাঁর প্রভুর আদেশ মান্য না করতে যুক্তি দেখাতেন, বস্তুত তিনি তাহলে তাঁর প্রভুর আনুগত্য অস্বীকার করতেন। তাহলে তিনি তাদের মত বলতেন, "দায়ূদে আমার কী অংশ? দায়ূদের সন্তানের সঙ্গে আমার কী অংশ?" আর এই কারণে তাঁর দণ্ডাজ্ঞা হত এবং শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকত না। তাঁর জন্য যা ভাল তা ব্যাতিরেকে অন্য কোন আদব-কায়দা তিনি যেন না করেন। কারণ উৎসর্গের চেয়ে বাধ্যতা উত্তম (১ শমূয়েল ১৫:২২)।

(২) আত্মিকভাবে ধৌত করণের প্রয়োজনীয়তার ঘোষণাস্বরূপ। আমি মনে করি এতে বুঝানো হয়েছে: "যদি আমি তোমার আত্মা পাপের মলিনতা থেকে ধুইয়ে পরিষ্কার না করি তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। কোন সম্পর্ক আমার সাথে তোমার থাকবে না। কোন কথা-বার্তা আমার সঙ্গে হবে না, আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য তুমি পাবে না।" লক্ষ্য করুন, তারা সবাই এবং কেবলমাত্র তারাই খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হবে যারা তাঁর দ্বারা আত্মিকভাবে ধৌত হবে।

[১] খ্রীষ্টের মধ্যে অথবা খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য রক্ষিত সমস্ত সুখ ও আনন্দ সে ভোগ করবে এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে অংশীদার হবে (ইব্রীয় ৩:১৪), তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফল হিসেবে অপরিমেয় অনুগ্রহ এবং অধিকার লাভ করবে। যা উপকারী এবং মঙ্গলজনক তার সঙ্গে উত্তমরূপে সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন।

[২] খ্রীষ্টের মধ্যে আমাদের যুক্ত থাকা আবশ্যক, যেন তিনি আমাদের ধুইয়ে দিতে পারেন। খ্রীষ্ট যাদের স্বীকার করেন এবং পরিত্রাণ দান করেন, তাদের যোগ্য প্রতিপন্ন করেন এবং পবিত্র করেন এবং উভয়ই তাদেরকে তাঁর ধৌতকরণের সঙ্গে যুক্ত করেন। আমরা তাঁর মহিমার অংশী হতে অসমর্থ হব যদি আমরা তাঁর গুণের ও ধার্মিকতার এবং তাঁর আত্মার ও অনুগ্রহের অংশী না হই।

৫. পিতরের বশ্যতা স্বীকার এবং খ্রীষ্টের দ্বারা ধৌত হতে সনির্বন্ধ অনুরোধ, পদ ৯। যদি এই কথার অর্থ এই রকম হয়, "প্রভু, তাহলে কেবল আমার পা নয়, আমার হাত এবং মাথাও ধুইয়ে দিন।" কি তাড়াতাড়ি পিতরের মন পরিবর্তন হয়ে গেল! যখন তিনি তাঁর ভুল চিন্তাকে সংশোধন করলেন, তিনি যে মন্দভাবে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন তার সেই ইচ্ছাকে পরিবর্তন করলেন। আসুন আমরা যে কোন বিষয়কে এই রকম অটলভাবে সঙ্কল্পবদ্ধ না হই (কেবল খ্রীষ্টকে অনুকরণ করা ব্যতিত), কারণ আমরা খুব শীঘ্র এটি প্রত্যাহার করার কারণ দেখতে পাব। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হব সেই বিষয়ে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। লক্ষ্য করুন:

(১) পিতর যা বলেছিলেন তা থেকে বিরত হওয়ার জন্য তিনি কতটা ইচ্ছুক ছিলেন: "প্রভু, আমি কত নির্বোধ যে আমি এই হঠকারী কথা উচ্চারণ করেছি!" এখন তিনি খ্রীষ্টের দ্বারা নিজেকে ধৌত হতে দিয়ে খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব এবং অনুগ্রহের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। আর এটি ছিল খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব এবং অনুগ্রহের কাছে নিজেকে সমর্পণের প্রকাশ। এটি কেবলমাত্র নম্রতার কাজই ছিল না। লক্ষ্য করুন:

[১] একজন ভাল মানুষ, যখন তিনি তাঁর কোন ভুল দেখতে পান, তিনি তাঁর সেই ভুল সংশোধন করার জন্য কখনই অনিচ্ছুক থাকেন না।"

[২] শীঘ্রই হোক আর দেরিতেই হোক এই বিষয়টি খ্রীষ্ট তাঁকে মনে করিয়ে দেবেন।

(২) প্রভু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের দ্বারা পবিত্র হওয়ার জন্য তিনি কত আকুল হয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনে যেন এর সর্বত্র প্রভাব পড়ে। তিনি চেয়েছিলেন খ্রীষ্ট যেন তার হাত এবং মাথাও ধুইয়ে দেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে বর্জন করার জন্য যে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হব তা সব সময় যেন আমাদের চোখে উজ্জ্বল হয়ে থাকে, কারণ এই ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ভয় প্রভুর ইচ্ছা পালনের জন্য প্ররোচিত করে। এই ভয়ের কারণে আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য আন্তরিক হতে পারব। যেন তিনি আমাদের ধুইয়ে দিতে পারেন, আমাদের খাঁটি পবিত্র করতে পারেন। "প্রভু, আমি তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হব না। পুনর্জন্মের স্নান দ্বারা আমাকে তোমার যোগ্য করে তোল। প্রভু, আমার পায়ের যে ময়লা রয়েছে তা থেকে কেবল আমাকে তুমি ধৌত করা না, কিন্তু আমার হাত এবং পায়ের ময়লাও ধুইয়ে দাও, যা আমাদের দেহে যুক্ত হয়ে আছে এবং যে ময়লা ঘামের আকারে দেহ থেকে বের হয়ে যায়।" লক্ষ্য করুন, যে সত্যিকারভাবে পবিত্র হওয়ার আকাঙ্খা করে তাকে অবশ্যই সর্বোতভাবে পবিত্র হওয়ার জন্য আকাঙ্খা করতে হবে, যেন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে সে দেহ মন রূপে পবিত্র হয় (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩): "শান্তিদাতা ঈশ্বর নিজেই তোমাদের সম্পূর্ণভাবে পবিত্র করুন, আর আমাদের যীশু খ্রীষ্ট আসবার সময়ে তোমাদের সম্পূর্ণ দেহ আত্মা মন নির্দোষ রাখুন।"

৬. এর আত্মিক ধৌতকরণের উপস্থাপন হিসেবে খ্রীষ্ট পুনরায় এর ব্যাখ্যা দিলেন।

(১) যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত তাঁর সেই শিষ্যদের সম্পর্কে বললেন, (পদ ১০): যে স্নান করেছে তার পা ছাড়া আর কিছুই ধোয়ার দরকার নেই। যে স্নান করেছে সে পরিষ্কৃত আছে, সাধারণত তাদের দেশে এই বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল। যখন কেউ তার ঘরে ফিরে আসত তারা, তখন তারা শুধু পা ধোয়াকে নিরাপদ বলে মনে করতো না। তাই তারা তাদের হাত ও মাথাও ধুয়ে ফেলত, সে কেবল ময়লা পায়ে ঘরে আসত। পিতর একটি থেকে অন্যটি অত্যাবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। প্রথমে তিনি খ্রীষ্টকে তাঁর পা ধুয়ে দিতে সম্মত ছিলেন না। খ্রীষ্ট তাঁর বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তাঁর জন্য কি করতে যাচ্ছেন তা পিতর অগ্রাহ্য করলেন ।এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এবং তার হাত ও মাথা ধুইয়ে দেবার কাজ সম্পন্ন করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে কী, তা তিনি বুঝতে সক্ষম হন নি। সে কারণে খ্রীষ্ট তাঁকে এর অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। তিনি পিতরকে বললেন, তাঁর হাত ও মাথা নয় কিন্তু তাঁর পা ধোয়া অতি আবশ্যক।

[১] দেখুন, পরিষ্কার করণের কাজে কী সান্ত্বনা এবং অনুগ্রহ রয়েছে। তাঁরা খ্রীষ্টের দ্বারা ধৌত হয়েছেন এবং তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয়েছেন। এর অর্থ হল তাঁরা ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাঁরা পাপ করলেও পুনরায় পরিষ্কার করণের অবস্থার মধ্যে অবস্থান করার জন্য অনুতাপের প্রয়োজন ছিল। কারণ তাহলে তাঁদের বার বার

বাপ্তিস্ম নিতে হত। পরিষ্কার করণের অবস্থার প্রমাণ হয়তো অস্পষ্ট থাকবে এবং এর সান্ত্বনা কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকতে পারে, যে পর্যন্ত এর অধিকার শূন্য না হবে কিংবা দূরে সরিয়ে না নেওয়া হবে। যদিও আমাদের প্রতিদিন অনুতাপ করার কারণ থাকে, ঈশ্বরের দান এবং তাঁর ডাক অনুতাপ ছাড়া পেয়ে থাকি। অন্তর পরিষ্কৃত ও সুশোভিত করা হতে পারে, তবুও শয়তানের জন্য স্থান থেকে যায়। কিন্তু যদি তা ধৌত করা যায় তা খ্রীষ্টের অধিকারভুক্ত হয় এবং তিনি তা হারাবেন না।

[২] যারা অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার করণের অবস্থার মধ্যে এসেছে তাদের প্রতিদিন কতটা যত্নশীল হতে হয়, তাদের কেবল পা ধোয়াই যথেষ্ট। তাদের অবিশ্বাস এবং সতর্কতার মধ্য দিয়ে যে পাপ তারা করছে এর থেকে পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য তাদের অনুতাপের দ্বারা ভাববাদী নিকরণ হতে হবে এবং খ্রীষ্টের রক্তের গুণে তারা পরিষ্কৃত হতে হবে। আমাদের পা দু'খানিকেও যা কিছু অপরিষ্কার তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সতর্ক থেকে পরিষ্কার রাখতে হবে, কারণ অবশ্যই আমাদের পথ পরিষ্কার রাখতে হবে এবং আমাদের পা পরিষ্কার রাখতে হবে ঈশ্বরের বাক্য সতর্কতার সঙ্গে পালন করার দ্বারা (গীতসংহিতা ১১৯:৯)। পুরোহিতেরা যখন নিজেদের শুচি করতেন তখন তারা হাত পা জল দিয়ে ধুয়ে নিতেন। যদিও পরবর্তীভাবে তা সম্পূর্ণভাবে ধোয়ার প্রয়োজন হত না, তবুও যখন তারা মিলন-তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করতেন, তখন তারা তাদের হাত ও পা জল দিয়ে ধুয়ে নিতেন মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য (যাত্রা ৩০:১৯,২০)। আমাদের নিজেদের ধৌত করার নিয়ম সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সাহসী করার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের আরও সতর্ক করার জন্য। "আমি আমার পা পরিষ্কার করেছি, কী করে আমি আবার তা নোংরা করব?"

(২) যিহূদার মনোভাব দিয়ে: "তোমরা অবশ্যই পরিষ্কার আছ; কিন্তু সকলে নও," পদ ১০,১১। তিনি তাঁর শিষ্যদের পরিষ্কার বলে ঘোষণা দিলেন। তিনি তাঁদের যে কথা বলেছেন তার দ্বারা তাঁরা পরিষ্কার হয়েছেন (যোহন ১৫:৩)। তিনি নিজে তাদের ধুয়ে দেওয়ার পর বলেছেন, "তোমরা সবাই পরিষ্কার আছ, কেবল যিহূদা ছাড়া।" তাই সবাই নয়। তাঁরা সবাই বাপ্তিস্ম নিয়েছেন, এমন কি যিহূদাও; তবুও সবাই পরিষ্কৃত ছিলেন না। অনেকে আছেন যাদের বাইরে থেকে যা মনে হয় প্রকৃতপক্ষে, তার হৃদয় থেকে তা প্রকাশ পায় না। লক্ষ্য করুন:

[১] এমন কি যারা খ্রীষ্টের শিষ্য নামে অভিহিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও যারা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের সঙ্গে খ্রীষ্টের সম্পর্ক রয়েছে, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে যারা পরিষ্কৃত নয় (হিতোপদেশ ৩০:১২)।

[২] প্রভু জানেন কারা তাঁর এবং কারা তাঁর নয় (২ তীমথিয় ২:১৯)। খ্রীষ্ট উত্তম ও অধম এবং পরিষ্কার এবং অপরিষ্কারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম।

[৩] অনেকে আছে যারা নিজেদের প্রভুর শিষ্য বলে ঘোষণা দেয় এবং তাঁর শিষ্য নামে অভিহিত হয়। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে, তারা বিশ্বাসঘাতক। তাদের স্বধর্ম ত্যাগ প্রমাণ করে যে, তারা প্রথম থেকে যা কিছু করে এসেছে এর সব কিছুই ছিল ভণ্ডামি।

[৪] খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের এই বিষয়টি জানাবার প্রয়োজন মনে করেছিলেন যে, তাঁরা সকলে

পরিষ্কৃত নন। এই বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত যত্নশীল এবং সতর্ক থাকতে হবে। “সে কি আমি? প্রভু, যাদের আপনি ধুয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে আমিও একজন, তবুও আমি কি পরিষ্কার নই?” ভণ্ডামি যখন প্রকাশিত হবে তখন তা যেন আমাদেরকে যেন বিস্মিত ও হতবুদ্ধি না করে।

চ. শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেবার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যখন তিনি এই পা ধুয়ে দেওয়ার কাজটি সম্পাদন করেছিলেন, তখন এর ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন, পদ ১২-১৭। লক্ষ্য করুন:

১. তিনি যা করেছিলেন তার যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে, সেই বিবরণ তিনি দিয়েছেন (পদ ১২): শিষ্যদের সকলের পা ধোয়াবার পরে তিনি বললেন, “আমি যা করলাম তা কি তোমরা বুঝতে পারলে?”

(১) পা ধোয়াবার কাজ শেষ করা না পর্যন্ত তিনি এই কাজের ব্যাখ্যা দান করা থেকে বিরত ছিলেন।

[১] তিনি এতে তাদের বশ্যতা স্বীকার এবং পূর্ণ বাধ্যতার পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি যা করেছিলেন পরবর্তী সময় না আসা পর্যন্ত তাঁরা বুঝতে পারেন নি। যেহেতু তাঁদের এই কাজের কোন কারণ জানানো হয় নি, তাই তারা যেন খ্রীষ্টের ইচ্ছার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করার বিষয়ে শিখতে পারেন।

[২] কারণ এর অর্থ ব্যাখ্যা করার আগে এই হেয়ালিপূর্ণ কাজটি তাঁকে উপযুক্তভাবে সম্পন্ন করতে হয়েছিল। এইভাবে তিনি তাঁর উপর অর্পিত সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যখন তাঁর দুঃখভোগ শেষ হয়েছিল, যখন তিনি তাঁর মহিমান্বিত অবস্থার পোশাক পুনরায় পরিধান করেছিলেন এবং পুনরায় তাঁদের মধ্যে বসেছিলেন তখন তিনি তাঁদের বুদ্ধি খুলে দিলেন এবং তাদের তাঁর আত্মা ঢেলে দিলেন (লূক ২৪:৪৫-৪৬)।

(২) তাঁর এই ধুয়ে দেবার কাজের ব্যাখ্যা করার আগে তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন আদৌ তাঁরা এই কাজের অর্থ বুঝতে পেরেছেন কি না: “আমি কী করলাম তা কি তোমরা বুঝতে পারলে?” তিনি তাদের এই প্রশ্ন করেছিলেন কেবলমাত্র তাঁদের অজ্ঞতাকে দূর করে তাঁদের বুঝাবার জন্য নয় এবং শিক্ষা দেবার প্রয়োজনের জন্য নয় (সখরিয় ৪:৫,১৩), বরং তাঁদের আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তোলার জন্য এবং তাঁর শিক্ষার প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তোলার জন্য: “আমি তোমাদের জানাতে চাই এবং যদি তোমরা মনযোগ দেও, আমি তোমাদের কাছে বলব।” লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের ইচ্ছা হল, তিনি যেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চিহ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং যেন তাঁর লোকেরা এই সকলের অর্থের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। অন্যথায় যতই অর্থবোধক হোক তা যদি কেউ এর অন্তর্নিহিত অর্থ না জানে তাহলে তা অর্থহীন হয়ে যাবে। এরপর তাঁরা জানার জন্য জিজ্ঞাসা করবেন, “এই অনুষ্ঠানের মানে কি?” (যাত্রা ১২:২৬)।

২. যে ভিত্তির উপর তিনি কথা বলেছিলেন (পদ ১৩): “তোমরা আমাকে প্রভু বলে সম্বোধন করে থাক; আর তা ভালই বল, কেননা আমি সেই। তোমরা আমার শিষ্য এবং আমি

তোমাদের প্রতি প্রভুর মত আচরণ করে থাকি।”

(১) তিনি আমাদের প্রভু – *Didaskalos* – সকল প্রয়োজনীয় সত্যের এবং নিয়ম-কানুনের প্রভু এবং শিক্ষাদাতা, ভাববাদী হিসেবে আমাদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশকারী। তিনি আমাদের প্রভু – *Kyrios* – আমাদের শাসনকারী এবং আমাদের মালিক, যেন আমাদের উপর তিনি কর্তৃত্ব করতে পারেন এবং আমাদের মধ্যে তিনি তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

(২) খ্রীষ্টের শিষ্যদের মুখে তাঁকে প্রভু বলে ডাকা শুধুমাত্র শিষ্টাচার ছিল না, বরং তা ছিল প্রকৃত সত্য। জোরপূর্বক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয় কিন্তু আনন্দপূর্বকভাবে তাঁরা এই সম্বোধন করতেন। মি. হারবার্ট যখন খ্রীষ্টের নাম উল্লেখ করতেন তখন ভক্তিপূর্ণভাবে “আমার প্রভু” এই কথা ব্যবহার করতেন। তিনি এই কথা তাঁর একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন:

কত সুমিষ্ট স্বরে ডাকেন আমার প্রভু, আমার প্রভু!
সুগন্ধি পাতার মতন অপূর্ব সৌরভ প্রকাশিত হয়েছে,
তোমার কথা মিষ্টতায় পূর্ণ, সুগন্ধে পূর্ণ, হে আমার প্রভু।

(৩) খ্রীষ্টকে প্রভু বলে ডাকার জন্য তিনি আমাদের প্রতি যে নির্দেশ প্রদান করেন তার প্রতি মনযোগ দেওয়া এবং তা পালন করার জন্য আমরা বাধ্য। খ্রীষ্ট এইভাবে তাঁর আদেশের প্রতি বাধ্যতার জন্য পূর্ব থেকে নিয়োজিত করলেন যা দেহ ও রক্তের প্রতি বিঘ্নজনক। যদি খ্রীষ্ট আমাদের প্রভু হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের তা স্বীকার করতে হবে এবং সব সময়ই তাঁকে এই নামে ডাকতে হবে। আমাদের অবশ্যই তাঁকে সম্মান করতে এবং আন্তরিকভাবে তাঁর প্রতি মনযোগী হতে আমরা বাধ্য।

৩. এর দ্বারা তিনি যে উপদেশ শিক্ষা দিয়েছেন: “আমি প্রভু হয়ে যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ানো উচিত,” পদ ১৪।

(১) কেউ কেউ এই কথাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে এবং তারা মনে করে মণ্ডলীর মধ্যে এই নিয়ম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা উচিত। খ্রীষ্টিয়ানদের পবিত্র ধর্মীয় নিয়মের মধ্যে থাকা উচিত। তাদের একে অন্যকে আন্তরিক ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ একে অন্যের পা ধুইয়ে দেয়া প্রয়োজন। সাধু এব্যোস এই ধরনের ধারণা পোষণ করেন এবং মিলানের মণ্ডলীতে এই নিয়মের প্রচলন করেন। সাধু অস্টিন বলেছেন যে, যে সকল খ্রীষ্টানরা নিজ হাতে এই ধুয়ে দেওয়ার কাজ করে না, তবুও তারা যেন হৃদয়ের নম্রতায় একে অন্যকে ভালবাসে। কিন্তু তিনি বলেছেন, যদি তারা নিজের হাতে অন্যদের পা ধুইয়ে দেন তবে তা অধিকতর ভাল হবে, যখন কোন উপলক্ষ্য থাকে (১ তীমথিয় ৫:১০)। খ্রীষ্ট যা করেছেন তা করতে যেন খ্রীষ্টানরা তাচ্ছিল্য বোধ না করেন। ক্যালভিন বলেছেন যে, পোপ খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সপ্তাহের বৃহস্পতিবার প্রতি বছর এই অনুষ্ঠান পালন করতেন, তাঁর অনুসারীরা হীনভাবে খ্রীষ্টের এই কাজকে অনুকরণ করতেন, খ্রীষ্টের সদৃশ্য হওয়ার জন্য পরস্পর এই কাজ করতেন: একে অপরের পা ধোয়া।

(২) সন্দেহাতীতভাবে এটি রূপক হিসেবে ধরে নেয়া হয়। এটি একটি শিক্ষা পূর্ণ চিহ্ন,

কিন্তু অনুষ্ঠানের কোন বিষয় নয়, যেমন প্রভুর ভোজ। এটি ছিল উপদেশপূর্ণ একটি দৃষ্টান্ত। খ্রীষ্ট এর দ্বারা তিনটি বিষয় আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন:

[১] নম্র আচরণ: আমাদের অবশ্যই আমাদের প্রভুর নম্র স্বভাবের অধিকারী হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে (মথি ১১:২৯) এবং নম্রভাবে জীবন-যাপন করতে হবে। আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্র বলে মনে করতে হবে এবং আমাদের সহ বিশ্বাসীদের প্রতি সম্মানপূর্বক আচরণ করতে হবে। পাপ ব্যতীত সকলের কাছে নত নম্র থাকব। যে কথা বললে নিজেকে নম্র মনে হবে সেই কথাই বলব, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকবে ঈশ্বরের গৌরবের দিকে এবং আমাদের সহ বিশ্বাসীদের মঙ্গলের দিকে, যেমন দায়ূদ এই রকম বলেছিলেন (২ শমূয়েল ৬:২২): "আমি নিজেকে এর চেয়ে আরও নিচু করব, আর নিজের কাছে নিজে আরও ছোট হব।" খ্রীষ্ট প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের নম্রতার বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, আর তাঁরা এই সব শিক্ষা ভুলে যেতেন। কিন্তু তিনি এখন এমন একটি উপায়ে নম্রতার বিষয়ে শিক্ষা দিলেন যে, তাঁরা তা কখনোই ভুলে যাবেন না।

[২] এই নম্রতা কার্যকর করতে হবে: একে অপরের পা ধুইয়ে দেবার মধ্য দিয়ে অন্যের প্রতি নম্রতাপূর্ণ ভালবাসার কাজকে প্রকাশ করে। পরস্পরের প্রতি প্রকৃতপক্ষে যা মঙ্গলজনক ও উপকারী তা প্রকাশের জন্য এই নম্রতাপূর্ণ কাজ করা প্রয়োজন। মহিমান্বিত পৌলের মত, যিনি যদিও সকল কিছু থেকে মুক্ত করে নিজেকে সকলের সেবাকারী করেছিলেন এবং যীশুর মহিমা করেছিলেন, যিনি সেবা পেতে নয় কিন্তু সেবা করতে এসেছিলেন। আমরা যেন অবশ্যই যত্নশীল হই এবং পরিশ্রমী হতে অনিচ্ছুক না হই এবং যেন সময় নষ্ট না করি। যাদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই তাদের জন্যও যেন আমরা মঙ্গলজনক কাজ করা থেকে বিরত না হই, যদি তারা আমাদের অধীনস্থ না হয়, তবুও তাদের প্রতি আমাদের মঙ্গল ইচ্ছাপূর্ণ করতে হবে। আর এই সব যেন আমরা পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য না করি। মানুষ ভ্রমণ করার পর পা ধোয়ার কাজ হল ভদ্রতা এবং এতে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এভাবে একে অন্যের পা ধোয়ার মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রতি উপকার করা হয় এবং সান্ত্বনা প্রদান করা হয়। এভাবে আমরা অন্যের প্রতি সম্মান দেখাতে পারি এবং তাদের মনে স্বস্তি আনতে পারি (১ করিন্থীয় ১০:২৪; ইব্রীয় ৬:১০)। এই দায়িত্ব হল পারস্পরিক। আমাদের অবশ্যই আমাদের সহ- বিশ্বাসীদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হবে এবং একইভাবে তাদেরকেও আমাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রদান করতে হবে।

[৩] একে অন্যকে পরিষ্কার করণের কার্যকারিতা: "তোমাদেরও একে অন্যের পা ধোয়ানো উচিত পাপের কালিমা থেকে।" অস্টিন এটি এই অর্থে গ্রহণ করেন এবং অনেকে এই অর্থে গ্রহণ করেন। আমরা অন্যের পাপ দূর করার জন্য সমর্থ নই, এটি যীশু খ্রীষ্টের অসাধারণ কাজ, কিন্তু আমরা অন্যরা যাতে তাদের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে এই জন্য আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি। অন্যের পা ধোয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম স্থানে থাকতে হবে। এই ভালবাসার কাজ অবশ্যই ঘর থেকে শুরু করতে হবে (মথি ৭:৫)। কিন্তু সেখানেই যেন শেষ না হয়। আমাদের অবশ্যই আমাদের সহ বিশ্বাসীদের দোষ এবং

মূর্খতার জন্য দুঃখিত হতে হবে। তাদের অপবিত্রতার দোষের জন্য আরও বেশি দুঃখ করা উচিত (১ করিন্থীয় ৫:২)। আমাদের ভাইদের এই অপবিত্র পা চোখের জলে ধুয়ে দিতে হবে। আমাদের যথাযথভাবে তাদের অনুযোগ করতে হবে এবং যাতে তারা অনুতাপ করতে পারে এই জন্য আমাদের তাদেরকে কোমলভাবে সতর্ক করতে হবে (গালাতীয় ৬:১) এবং তাদের পাপের মধ্যে পড়ে যাওয়া থেকে বাধা দিতে তাদের তিরস্কার করতে হবে। এটি হল তাদের পা ধুইয়ে দেওয়া।

৪. খ্রীষ্ট যে কাজ করেছেন তার দৃষ্টান্ত থেকে তাঁর আদেশের সমর্থন এবং প্রেরণার বিষয় দেখতে পাই: "আমি প্রভু হয়েও যখন তোমাদের পা ধুইয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও একে অন্যের পা ধোয়ানো উচিত।" তাঁর এই অকাট্য যুক্তির মধ্যে দু'টি বিষয় রয়েছে:

(১) "আমি তোমাদের প্রভু এবং তোমরা আমার শিষ্য আর এই জন্য আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম তোমাদেরও একইভাবে একে অন্যের প্রতি তা করা উচিত" (পদ ১৫); কারণ এর মধ্যে অন্য বিষয় রয়েছে: "আমি তোমাদের এটি করে দেখিয়েছি, যেন আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম তোমরাও তাই কর।" লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট কি ভাল একজন শিক্ষক। তার শিক্ষাগুলো উদাহরণ দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করেছেন, যেন তাঁর পবিত্র ধর্মের অনুগ্রহের ও সম্মানের আদর্শ আমাদের মধ্যে স্থাপন করতে পারেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর নিজের ব্যবস্থাকে বোধগম্য ও সম্মানের যোগ্য করে সম্পাদন করেছেন। খ্রীষ্ট হলেন গিদিয়োনের মত একজন সেনাপতি, যিনি তাঁর সৈন্যদের বলেছিলেন, "তোমরা আমার উপর লক্ষ্য রাখবে এবং আমি যা করি তোমরাও তাই করবে" (বিচারকর্তৃকগণ ৭:১৭); আবিমালেকের মত, যিনি বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে যা করতে দেখলে তোমরাও তাড়াতাড়ি তাই কর" (বিচারকর্তৃকগণ ৯:৪৮) এবং সিজারের মত, যিনি তাঁর সৈন্যদের ডাকলেন, সৈন্যদের নয় (*Milites*), কিন্তু সহযোদ্ধাদের (*Commilitones*) এবং তাঁর সচরাচর বাচনভঙ্গি ছিল "যাও" নয়, (*Ite illue*) বরং "এসো" (*Venite huc*)।

[২] আমরা অবশ্যই উত্তম শিষ্য হতে পারি। তিনি যা কিছু করেছেন আমরা অবশ্যই তাই করব। যেহেতু তিনি আমাদের সামনে আদর্শ স্থাপন করেছেন, তাই আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব হল তা অনুকরণ করা, যেন এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন তাঁর জীবনের মত হয় (১ যোহন ৪:১৭)। তিনি যেভাবে চলতেন আমরাও যেন সেই একইভাবে চলি (১ যোহন ২:৬)। বিশেষ করে খ্রীষ্টের শিষ্যদের দ্বারা তাঁর এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা আবশ্যক। যার মধ্যে রয়েছে নম্রতার অনুগ্রহ এবং পবিত্র ভালবাসা এর মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রভুর ইচ্ছা কার্যকরভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন এবং তাঁদের পরিচর্যার কাজ কার্যকর করতে পারবেন। খ্রীষ্ট যখন তাঁর শিষ্যদের তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাঁদের এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁরা সঙ্গে করে কোন টাকা-পয়সা না নেন। তাঁরা যেন শূন্য হাতে যান, কিন্তু তাঁরা যেন সকলের কাছে সব কিছুই হতে পারেন (১ করিন্থীয় ৯:২২): "আমি

তোমাদের অপরিষ্কার পায়ের প্রতি যা করলাম তেমনি করে তোমরা পাপীদের মন্দতায় পূর্ণ আত্মার প্রতি তাই করবে, পরিষ্কার করবে।" কেউ কেউ মনে করেন যেহেতু এই পা ধুয়ে দেওয়ার কাজটি নিস্তার-পর্বের ভোজের সময় করা হয়েছিল, তাই পা ধোয়ার কাজটি প্রভুর ভোজের সময় অবশ্য পালনীয় নিয়ম হতে হবে এটি দেখাতে যে, তারা সংশোধন ও নির্দোষ আলাপের দ্বারা ধৌত এবং পরিষ্কৃত হতে পারে এবং তারপর তাদের ঈশ্বরের বেদির সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু সকল খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য এটি ছিল নম্রতার শিক্ষা, যেন তারা অপরকে ভালবাসে এবং খ্রীষ্ট যা করেছেন যেন তারাও তাই করেন, আদেশ পালনের জন্য কোন প্রশ্ন না করে। আমরা যেন পুরস্কারের লোভে ভালবাসার এই কাজ না করি, কিংবা অনিচ্ছাসত্ত্বে যেন এই কাজ না করি।

(২) "আমি তোমাদের প্রভু এবং তোমরা আমার শিষ্য; এই জন্য তোমরা কখনই এই কথা মনে কর না যে এই কাজ করার দ্বারা তোমরা ছোট হয়ে যাবে এবং এই কাজ অতি নিচু কাজ এমন চিন্তা যেন তোমাদের মনে ঠাই না পায়, যা তোমরা আমাকে করতে দেখেছ, কারণ (পদ ১৬) দাস কখনোই তার মনিবের চেয়ে বড় নয়, যিনি তাকে পাঠিয়েছেন। যদি তাকে রাজদূতের সমস্ত প্রতাপ এবং ক্ষমতা দিয়েও পাঠানো হয় তবুও যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তার চেয়ে সে বড় হতে পারে না।" খ্রীষ্ট যা করেছেন তা তাঁরা যেন আশ্চর্য বিষয় বলে মনে না করেন এবং যেন এতে সম্মত হন এই কারণে তিনি তাঁদের এই বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন (মথি ১০:২৪,২৫)। খ্রীষ্ট যা করেছেন তা অতি নম্রতার বিষয় বলে মনে করে তাঁরা যাতে হতোদ্যম না হন এই জন্য তিনি তাঁদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন। যা তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাসহীনতার বিষয় বলে মনে করেন নি, তাঁরাও যেন তা নিজের বিশ্বাসহীনতার বিষয় বলে মনে না করেন। সম্ভবত শিষ্যরা এই আদেশে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁদের পরস্পরের পা ধুইয়ে দিতে হবে। সম্ভবত তাঁরা নিজেকে সম্মানিত বোধ করার জন্য অন্যকে নিজের চেয়ে অধিক সম্মান দেওয়ার বিষয়টিকে অসঙ্গত বিষয় বলে মনে করেছিলেন। তাই আগে থেকেই এই চিন্তাকে বাধা দেওয়ার জন্য খ্রীষ্ট তাঁদের স্থান স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁরা হলেন তাঁর পরিচর্যাকারীর স্বরূপ। তাঁরা তাঁদের প্রভুর চেয়ে অধিকতর ভাল নন। যা তাঁর মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা তাঁদের মর্যাদার চেয়ে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। খ্রীষ্ট তাঁদের পা ধুইয়ে দেওয়ার জন্য যদি তাঁরা গর্বিত হন এবং অহঙ্কার বোধ করেন, তাহলে তা তাঁদের জন্য পাপ বলে গণ্য হবে। লক্ষ্য করুন:

[১] আমাদের নিজেদের প্রতি অত্যন্ত মনযোগী হতে হবে, পাছে আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের বিনীত অনুগ্রহ এবং আমাদের উন্নতি, আমাদের স্বভাবের দোষের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারি অথবা খ্রীষ্ট কর্তৃক আমাদের সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করতে পারেন। আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টিকে মনে রাখা আবশ্যক যে, আমরা কখনোই আমাদের প্রভুর চেয়ে বড় নই।

[২] আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি যতটুকু নিজেকে নত করেন, তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য তাঁর কাছে আরও বেশি আমাদের নত হতে হবে। খ্রীষ্ট নিজেকে নত করে বিনয়কে উন্নত করেছেন এবং একে সম্মানিত করেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের এই

চিন্তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, পাপের কাজ ছাড়া কোন কাজ যেন তারা নিচু কাজ বলে মনে না করেন। যারা এই রকম কাজ করতে বা এই রকম বিষয়ে ঘৃণা করে, আমরা সাধারণত এই কথা বলে থাকি, "যথাসম্ভব ভালভাবে এই কাজ সম্পন্ন কর, এটি মন্দ বিষয় বলে চিন্তা কোরো না।" যা আমাদের প্রভু সম্পাদন করে থাকেন তা অবশ্যই বাস্তবিক অর্থে খাঁটি। যখন আমরা আমাদের প্রভুকে পরিচর্যা করতে দেখব, তখন যেন আমাদেরকে এই বিষয়টি উদ্ধত করে না তোলে।

যোহন ১৩:১৮-৩০ পদ

এখানে আমরা যিহূদার প্রভুর প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশিত হওয়া সম্পর্কে জানতে পারি। খ্রীষ্ট এই বিষয় আগে থেকেই জানতেন। কিন্তু এই প্রথমবার তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে এই কথা প্রকাশ করলেন, যারা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি প্রত্যাশা করেন নি। যদিও তিনি প্রায়ই তাঁদের বলতেন যে, তাঁদের মধ্যে কেউ একজন তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবে। আসুন আমরা এখানে লক্ষ্য করি:

ক. খ্রীষ্ট তাঁদের এই বিষয়ের সাধারণ ইঙ্গিত দিলেন (পদ ১৮): "তোমাদের সকলের বিষয়ে আমি বলছি না; আমি কাকে কাকে মনোনীত করেছি, তা আমি জানি; কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হওয়া চাই (গীতসংহিতা ৪১:৯): *যে আমার রুটি খায়, সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠিয়েছে।*" তথাপি তিনি অপরাধ কিংবা অপরাধী সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি, কিন্তু আরও প্রকাশের জন্য তাদের প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তুললেন।

১. খ্রীষ্ট তাদের এই ইঙ্গিত দেন যে, তারা সবাই পরিষ্কৃত নন। তিনি তাদের বললেন (পদ ১০): "আর তোমরা পবিত্র পবিত্র, কিন্তু সকলে নও।" একই রকম এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে, "আমি তোমাদের সকলের কথা বলছি না।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের উৎকর্ষের যে কথা বলা হয়েছে তা সকলের জন্য বলা হয় নি। খ্রীষ্টের কথা হল বিশিষ্ট কথা, যা ছাগল এবং ভেড়ার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির করে এবং যারা স্বর্গে যাচ্ছে এমন আশা করে মিথ্যা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে তাদের দোজখের মধ্যে রাখার জন্য পৃথক করে। "আমি তোমাদের সকলের কথা বলছি না, তোমরা আমার শিষ্য এবং অনুসারী।" লক্ষ্য করুন, শ্রেষ্ঠ দলের মধ্যে উত্তম ও মন্দের মিশ্রণ, প্রেরিতদের মধ্যে যিহূদা। আমরা যে পবিত্র সমাজে বাস করবো তার মধ্যে অপবিত্রতা এবং ছদ্মবেশ প্রবেশ করলে এই রকম অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

২. তিনি খুব ভাল করে জানতেন কারা আসল এবং কারা আসল নয়: আমি যাদের বেছে নিয়েছি তাদের আমি জানি, সাধারণ আহ্বানের মধ্য দিয়ে যারা এসেছিল তাদের অনেকের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া যারা সেই অল্প সংখ্যক শিষ্য তাদের আমি জানি। লক্ষ্য করুন:

(১) যাদের বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের খ্রীষ্ট স্বয়ং বাছাই করেছেন। তিনি যাদের মনোনীত করেছেন তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

(২) যাদের বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের খ্রীষ্ট জানেন। কারণ যারা তাঁর ভালবাসার চিন্তার মধ্যে রয়েছে তিনি তাদের কখনও ভুলে যান না (২ তীমথীয় ২:১৯)।

৩. তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণ করেছে যে, পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখিত তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার বিষয়টি পূর্ণ হয়েছে, যে বিষয়টি ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং দুঃখজনক। খ্রীষ্ট তাঁর পরিবারের মধ্যে এমন একজনকে গ্রহণ করেছিলেন, যাকে তিনি থাকে আগে থেকে দেখেছিলেন যে, সে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে একজন বিশ্বাসঘাতক। খ্রীষ্টের কার্যকরী অনুগ্রহের দ্বারা তাকে এই কাজে বাধাগ্রস্থ করতে পারে নি, যেন পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়। পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, দায়ূদের শত্রুদের কারও কারও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁর মনে কষ্টের সৃষ্টি হয়েছিল। যিহূদী ব্যাখ্যাকারীগণ এবং আমাদের ব্যাখ্যাকারীগণের ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এটি অহিথোফলের মত ঘটন। গ্রোশিয়াস মনে করেন যে, যিহূদার মৃত্যু ছিল অহিথোফলের মৃত্যুর মত। কিন্তু যেহেতু গীতসংহিতা দায়ূদের অসুস্থতার কথা বলে, যেখানে আমরা অহিথোফলের দায়ূদকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কোন বিবরণ আমরা পাই না, আমাদের জন্য অধিকতর ভাল হবে যদি আমরা মনে করি এই কাজ দায়ূদের কোন বন্ধুর দ্বারা সজ্ঘটিত হয়েছিল, যা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রমাণ করে। আমাদের পরিত্রাণকর্তা এটি যিহূদার ক্ষেত্রেও প্রকাশ করেছেন:-

(১) যিহূদা শিষ্য ও প্রেরিত হিসেবে সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করেছিল: সে খ্রীষ্টের সঙ্গে রুটি খেয়েছিল। সে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ট ছিল, তাঁর দ্বারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিল। সে ছিল তাঁর পরিবারের একজন। দায়ূদ তাঁর বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর সম্পর্কে বলেছেন, যে আমার রুটি খেয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্ট দরিদ্র ছিলেন বিধায় তিনি রুটি সম্পর্কে বলতে পারেন নি যে, এটি তাঁর নিজের রুটি। তিনি বলেছিলেন যে, আমার সঙ্গে রুটি খেয়েছে। এইভাবে তিনি তাঁর বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহের দ্বারা ধরে রেখেছিলেন। যারা তাঁর পরিচর্যাকারী ছিলেন তাদের তিনি তাঁর অনুগ্রহের অংশী করেছিলেন, যিহূদা ছিল তাদের মধ্যে একজন। খ্রীষ্ট যেখানেই গিয়েছেন যিহূদা সেখানে তাঁর সাথে সাদরে গৃহীত হয়েছিল, খাবারের সময় দাসদের মধ্যে কেউ ছিল না, কিন্তু তাঁর প্রভুর সঙ্গে একই টেবিলে বসেছিল, একই পাত্রে খেয়েছিল, একই বাটি থেকে পান করেছিল এবং যে খাবার তিনি খেয়েছিলেন সেই একই খাবার সে-ও খেয়েছিল। সে তাঁর সঙ্গে আশ্চর্যজনক রুটি খেয়েছিল, যে যবের রুটি তিনি বহুলভাবে বৃদ্ধি করে জনতাকে খাইয়েছিলেন, এখন নিস্তার-পর্বের খাবার তাঁর সঙ্গে খাচ্ছে। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে রুটি খেয়েছিল তারা সবাই তাঁর শিষ্য ছিল না (১ করিন্থীয় ১০:৩-৫)।

(২) যিহূদা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার দোষে দোষী ছিল: যে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পা উঠিয়েছে।

[১] সে খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করেছিল, তাঁর দিকে পিঠ ফিরিয়েছিল। সে তাঁর শিষ্যদের দল থেকে বাইরে চলে গিয়েছিল, পদ ৩০।

[২] সে খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করল, খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে সে তাঁর পায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলেছিল, সে খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞাপন করেছিল।

[৩] কেবল তাই নয়, সে তাঁর শত্রু হিসেবে গণ্য হল, তাঁকে তীব্র ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছিল,

যেমন করে কুস্তিগীর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করার পর ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করে থাকে। লক্ষ্য করুন, এটি কোন নতুন বিষয় নয় যে, তাঁর আপাত প্রতীয়মান বন্ধুরাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রকৃত শত্রু। যারা খ্রীষ্টের প্রশংসা করার ভান করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের সেই আচরণ তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রকাশ করে। এই কাজ তাদেরকে দোষী বলে প্রমাণ করে এবং কেবলমাত্র জঘন্য অকৃতজ্ঞ নয়, কিন্তু সেই সাথে জঘন্য বিশ্বাসঘাতক এবং অবিশ্বাসী হিসেবেও প্রমাণ করে।

খ. কেন তিনি আগেই যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলেছেন তার কারণ তাঁর শিষ্যদের জানালেন (পদ ১৯): "এখন থেকে, ঘটবার পূর্বে, আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি, যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমিই তিনি।"

১. এখানে আমরা দেখতে পাই যা ভবিষ্যতে ঘটবে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছেন, অন্যান্য দৃষ্টান্তের মত অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য। আর এইভাবে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি সত্য ঈশ্বর, যার সামনে সমস্ত কিছু অনাবৃত ও খোলা রয়েছে। খ্রীষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যিহূদা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আর তিনি একথা এমন সময় বলেছিলেন, যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করার কোন ভিত্তি ছিল না, আর এই স্বর্গীয় কথা স্বয়ং প্রমাণ করেছিলেন, যে কথা মানুষের হৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছা ও চিন্তা পরীক্ষা করে দেখে। পরবর্তী সময়ে স্বপক্ষ ত্যাগকারীদের সম্পর্কে নতুন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী সপ্রমাণে সম্পন্ন হওয়া প্রমাণ করে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় লিখিত হয়েছে (২ থিষলনীকীয় অধ্যায় ২; ১ তীমথিয় অধ্যায় ৪ এবং প্রকাশিত বাক্য)। আর সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের শরীয়তে আমাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করে।

২. পুরাতন নিয়মে তাঁর নিদর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখের মাধ্যমে তিনি নিজেকে সত্য খ্রীষ্ট হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন, সকল ভাববাদীরা যাঁর সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। পুরাতন নিয়মে এইভাবে লিখিত হয়েছে এবং খ্রীষ্ট মৃত্যুর জন্য উপযুক্ত ছিলেন যেভাবে পবিত্র শাস্ত্রে লিখিত হয়েছে তিনি সেইভাবে দুঃখভোগ করেছেন (লূক ২৪:২৫,২৬; যোহন ৮:২৮)।

গ. তিনি তাঁর প্রেরিতদের প্রতি এবং যাদের তিনি তাঁর পরিচর্যার কাছে নিয়োজিত করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি উৎসাহমূলক কথা বলেছেন (পদ ২০): "আমি যাকে প্রেরণ করি, তাঁকে যে গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে।" এই কথাগুলোর একই উদ্দেশ্য যা আমরা অন্যান্য পবিত্র শাস্ত্রের দেখতে পাই, কিন্তু এখানে এদের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যেন তারা নিজেদের নম্র এবং নত করে। "এখন" তিনি বললেন, "যদিও তোমাদের নম্রতার জন্য কেউ কেউ তোমাদের অবজ্ঞা করবে, তথাপি পরে তারা তোমাদের সম্মান করবে এবং এই কাজ করার জন্যই তারা তোমাদের সম্মান করবে।" যারা নিজেদের খ্রীষ্টের কার্যের দ্বারা সুশোভিত করতে জানে তারা হয়তো পৃথিবীর মতের তিরস্কারের মধ্যে তারা পরিতৃপ্ত থাকবে। অথবা যারা দ্বিধার মধ্যে ছিলেন তাদের নীরব করার উদ্দেশ্যে তিনি এটি করেছিলেন, কারণ তাদের মধ্যে কেউ হয়তো এই বিষয়ে লজ্জিত হয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে কেউ একজন তাদের প্রভুর বিশ্বাসঘাতক। কারণ যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের প্রভুর প্রতি অন্যায় করে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে

কে প্রকৃত শিষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে? *Ex uno disce omnes* – তারা সবাই একই রকম। না, শুধু যিহূদার অপরাধের জন্য খ্রীষ্ট অবশিষ্ট শিষ্যদের কখনও খারাপ বলে বিবেচনা করেন নি। কিন্তু তাদের তিনি সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের স্বীকার করেছিলেন এবং যেভাবে তিনি তাদের গ্রহণ করেছিলেন তেমনি করে তাদের উন্নত করেছিলেন। যিহূদা যখন প্রচার করেছিল, তার প্রচার যারা শুনেছিল খুব সম্ভবত তারা তার প্রচারে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তাদের আত্মিক চিন্তার উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তারা পরবর্তী সময় যিহূদার মত মন্দের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেন নি, কিংবা কোন আক্ষেপের ফলে এই বিষয়টি তাদের উপর প্রভাব ফেলে নি। যদিও পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সে একজন বিশ্বাসঘাতক, কারণ খ্রীষ্ট যাদের পাঠিয়েছিলেন সে ছিল তাদের মধ্যে একজন। খ্রীষ্ট যাদের তাঁর পরিচর্যার কাজে পাঠান তারা কেমন মানুষ তারা ভাল কি মন্দ তা না জানলেও আমাদের তাদের গ্রহণ করা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে খ্রীষ্টের শিক্ষার বিপরীত কিছু না দেখব। যদিও কেউ কেউ অজানা লোকদের অতিথি করতে গিয়ে না জেনে ডাকাতদের আথিতিয়তা করে থাকেন, তবুও আমাদের অবশ্যই আথিতিয়তা অব্যাহত রাখতে হবে, কারণ কেউ কেউ এই আথিতিয়তার মধ্য দিয়ে স্বর্গদূতদের আথিতিয়তা করে থাকেন। আমাদের দয়ার কাজে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করার ফলে আমরা যদি সতর্কতা অবলম্বন করি তাহলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে, আমরা উদার নই এবং আমাদের দয়ার কাজের সুনাম ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

১. খ্রীষ্টের প্রেরিত পরিচর্যাকারী হিসেবে তাদের গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করার বিষয় আমরা এখানে দেখতে পাই: "আমি যাকে পাঠাই যে তাকে গ্রহণ করে, যদি সে দুর্বল ও দরিদ্র হয়, তার অবস্থা যদি অন্যদের মত দুর্বলচিত্তও হয়, তবুও যদি সে আমার কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে এবং তাকে যেভাবে আহ্বান করা হয়েছে এবং যে দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছে সেইভাবে চলে এবং আমার কথা বলা এবং প্রার্থনার নেতৃত্ব দেবার যে দায়িত্বভার তার উপর দেয়া হয়েছে, যদি সে যথাযথভাবে তা পালন করে, তাহলে তাকে আমার বন্ধু হিসেবে স্বীকার করে তার আথিতিয়তা করতে হবে; কারণ নিয়ম -কানুনের মত সুসমাচারও দুর্বলচিত্তদেরকেও পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করে।" খ্রীষ্ট এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর কথা প্রচার করার ভার তাঁর মনোনীতদের উপর অর্পিত করেছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তারা এই পৃথিবীতে তাঁর পক্ষে কাজ করবেন। যারা তাদের কথা শুনবে এবং এর আলো এবং ভালবাসা গ্রহণ করবে বস্তুত তারা খ্রীষ্টকেই গ্রহণ করবে। খ্রীষ্টের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করা, তাঁর আদেশের বাধ্য থাকা এবং খ্রীষ্টের যে সকল শিক্ষা তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল তা গ্রহণ করা, এর অর্থ হল খ্রীষ্ট যাদের পাঠিয়েছেন তাদের গ্রহণ করা এবং এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে স্বয়ং গ্রহণ করা।

২. আমরা এখানে ঈশ্বরের প্রেরিত হিসেবে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার বিষয়ে উৎসাহের কথা দেখতে পাই: "যে আমাকে গ্রহণ করে;" এর অর্থ হল, যে পুত্র হিসেবে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে পিতাকে গ্রহণ করে। অথবা সাধারণভাবে বলা যায়, তাঁকে যারা তাদের রাজা এবং পরিত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে, তারা তাঁর অংশী এবং আনন্দ হিসেবে যিনি তাকে

পাঠিয়েছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন এবং তাঁর ধর্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা সত্য ধর্মকেই গ্রহণ করি।

ঘ. খ্রীষ্ট এই বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্টভাবে তাদের জানাবার জন্য মনযোগী হলেন যে, তাদের মধ্য থেকে একজন তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করছে। যখন তিনি তাদের কাছে আরও খোলাখুলিভাবে এই বিষয়ে প্রকাশ করতে উদ্যত হলেন, তিনি অন্তরে খুব অস্থির হলেন এবং তিনি আকারে ইঙ্গিতের মাধ্যমে এবং চিহ্নের মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করলেন এবং তিনি সাক্ষ্য দিলেন, তিনি ন্যায্যভাবে ঘোষণা করলেন – *Cum animo testandi* – ভক্তিভরে শপথপূর্বক: "তোমাদেরই মধ্যে একজন আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে, আমার প্রেরিতদের মধ্যে একজন এবং এখন পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে আছে।" তিনি যাদের সঙ্গে এতদিন ছিলেন যাদের তিনি শান্তির নিশ্চয়তা দান করেছেন তাদের মধ্যে একজন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তা কেউ ভাবতে পারে নি। যিহূদা কোন অনিবার্য আবশ্যকতার দ্বারা এই পাপ করবার সঙ্কল্প করে নি, কারণ যদিও এই ঘটনা ঘটেছিল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, কিন্তু তা ভবিষ্যদ্বাণী থেকে নয়। খ্রীষ্ট পাপের সৃষ্টিকারী নন। তবুও:-

১. যিহূদার জঘন্য পাপ খ্রীষ্ট আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন, কারণ যা কিছু গোপন এবং যা কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে এবং সমস্ত জীবের দৃষ্টি থেকে যা কিছু লুকানো রয়েছে তার সব কিছুই খ্রীষ্টের দৃষ্টির সামনে খোলা ও প্রকাশিত রয়েছে। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে কি আছে তিনি তাদের চেয়ে ভাল জানেন (২ রাজাবলি ৮:১২), এই জন্য তাদের দ্বারা কি ঘটবে তা তিনি দেখতে পান। "তোমরা যে কেমন বিশ্বাসঘাতক তা আমি জানি (যিশাইয় ৪৮:৮)।

২. তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অবশিষ্ট শিষ্যদের উদ্দেশ্যে নয় কিন্তু তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল স্বয়ং যিহূদার উদ্দেশ্যে যেন সে সতর্ক হতে পারে এবং শয়তানের ফাঁদ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। যারা বিশ্বাসঘাতক তারা যদি বুঝতে পারে যে, তাদের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে তাহলে তারা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই যখন জানতে পারলো যে, তার প্রভু তার পরিকল্পনা জেনে গেছেন তখন সে আর এক মুহূর্ত দেরি করে নি। সে দ্রুত সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। যদি তা না হত তাহলে তার অপরাধ আরও বেশি বৃদ্ধি পেত।

৩. তিনি উদ্বেগের সঙ্গে এই কথা প্রকাশ করেছিলেন। যখন তিনি এই বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন তিনি অন্তরে খুব অস্থির হয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি তাঁর নিজের দুঃখভোগ এবং মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর শিষ্যদের কাছে কথা বলতেন, তখন তিনি এইভাবে অন্তরে অস্থিরতা অনুভব করেন নি। কিন্তু যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা এবং অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি অন্তরে ভীষণভাবে অস্থির হয়েছিলেন। এই বিষয়টি তাঁর কোমল হৃদয়ে স্পর্শ করেছিল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের ব্যর্থতা, অকৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা তাদের প্রভুর হৃদয়ে অস্থিরতার সৃষ্টি করে থাকে। খ্রীষ্টিয়ানদের পাপ খ্রীষ্টের মনে দুঃখ বয়ে আনে। "কি! তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? তোমরা আমার কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ পেয়েছ, আমি তোমাদের ধরে রেখেছি যেন তোমরা আমার জন্য

পিতার কাছে সমাদৃত হতে পার, তোমরা আমার মধ্যে এমন কি অন্যায় দেখেছ যে, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করছে?” এটি তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছিল। সন্তানদের ছোটবেলা থেকে লালন-পালন করবে বড় করে তোলার পর তাদের বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার ফলে যেভাবে পিতা-মাতার মনে দুঃখ সৃষ্টি হয় তেমনি করে খ্রীষ্টের মনেও দুঃখের সৃষ্টি হয়েছিল (যিশাইয় ১:২; গীতসংহিতা ৯৫:১০)।

ঙ. শিষ্যরা নিজেদের দ্রুত সজাগ করলেন। তাঁরা জানতেন তাঁদের প্রভু কখনোই তাঁদের সঙ্গে ছলনা করবেন না কিংবা তাঁদের সঙ্গে কৌতুক করবেন না। আর তাই তাঁরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন। খ্রীষ্ট যে কথা বলেছেন তা নিয়ে তাঁরা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল যে, তাঁদের মধ্যে কে তাঁদের প্রভুর সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করবে।

১. একে অন্যের দিকে তাকানোর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করলেন যে, যে বিষয় সম্পর্কে তাঁদের জানানো হয়েছে তাতে তাঁরা খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। এই কথা তাঁদের মনে এমন ভীতির সঞ্চার করেছিল যে, তাঁরা ভাল করে বুঝতে পারছিলেন না কোন দিকে তাকাবেন বা কি কথা বলবেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, তাঁদের প্রভু অস্থির হয়ে উঠেছেন, আর তাই তাঁরাও অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁরা একটি ভোজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তাঁরা আনন্দঘন পরিবেশে আপ্যায়িত হচ্ছিলেন। কিন্তু আমরা এখান থেকে এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের এমনভাবে ভয় এবং অস্থিরতার সঙ্গে আনন্দ করতে হবে যেন আমরা আনন্দ করছি না। যখন দায়ূদ তাঁর ছেলের বিদ্রোহের কারণে কেঁদেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত সঙ্গীরাও কেঁদেছিলেন (২ শমূয়েল ১৫:৩০)। একইভাবে খ্রীষ্টের শিষ্যরা খ্রীষ্টের অস্থিরতার কারণে নিজেরাও অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের যে দুঃখ তা সেই সমস্ত লোকদের জন্য, যারা তাঁর নিজের। বিশেষ করে তাঁর নামে আহূত হয়েও লজ্জাজনকভাবে যারা ব্যর্থ হয়েছে, তাদের আহ্বান রক্ষা করতে গিয়ে তিনি তাদের জন্য তঁর মনে কষ্ট অনুভব করেন: “কেউ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকলে আমিও কি কষ্টে পুড়ি না?”

২. এর মাধ্যমে তাঁরা বিশ্বাসঘাতককে আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেন। তাঁরা খুব আগ্রহ সহকারে একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন কার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে আছে। অথবা এই কথা শুনে মনে অপরাধ বোধ সৃষ্টি হওয়ার ফলে কার মুখমণ্ডলে অশান্তির ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যখন কারও বিবেক পরিষ্কার থাকে এবং তাদের বিশ্বাস ধরে রাখে, তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে থাকে এবং তাদের মুখে কোন কালিমার ছাপ থাকে না। কিন্তু যারা ভণ্ড, তাদের বিবেক এমন অনুভূতিহীন থাকে যে, তাদের কোন লজ্জাবোধ থাকে না, তাদের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায় না, আর তাই তাদের অপরাধ এই উপায়ে আবিষ্কার করা যায় না। খ্রীষ্ট কিছু সময়ের জন্য তাঁর শিষ্যদের হতবুদ্ধি করে রেখেছিলেন, তিনি তাদের সংশয়ের মধ্যে রেখেছিলেন, যেন তিনি তাদের নম্র করতে এবং পরীক্ষা করতে পারেন, যেন তিনি বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্কতা তাদের মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন এবং যিহূদার এই জঘন্য ও হীন কাজকে ঘৃণা করতে পারেন। আমাদের জন্য এটি ভাল হবে, যদি আমরা কিছু সময় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি সাময়িক বিরতির জন্য।

চ. শিষ্যরা তাঁদের প্রভুর কাছ থেকে এর ব্যাখ্যা শোনার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন, যেন তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, তিনি কার সম্পর্কে এই কথা বলেছেন। কারণ কোনভাবেই তাঁদের মনের কষ্ট দূর হচ্ছিল না। যেহেতু তাঁরা প্রত্যেকেই এই কথা ভাবছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট হয়তো তাঁদের মধ্যে তাঁকেই বিশ্বাসঘাতক বলে সন্দেহ করছেন। এখন আমরা বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করি:-

১. সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে যোহন খ্রীষ্টকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যোগ্য ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের প্রিয় এবং তিনি যীশুর বুকের কাছেই ছিলেন (পদ ২৩): তাদের মধ্যে যীশু যাকে ভালবাসতেন তিনি যীশুর বুকের কাছেই ছিলেন। যার সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন যোহন, এটি জানা যায় এই অংশগুলো পাঠ করলে (যোহন ২১:২০,২৪)। লক্ষ্য করুন:

(১) তাঁর জন্য খ্রীষ্টের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। এই পরোক্ষ কথার দ্বারা তাঁকে চেনা যায়। এখানে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন সেই শিষ্য যাকে খ্রীষ্ট ভালবাসা করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাদের সবাইকে ভালবাসতেন (পদ ১)। কিন্তু যোহন ছিলেন তাঁর কাছে বিশেষ প্রিয়। তাঁর নামের অর্থ ছিল *অনুগ্রহপূর্ণ*। দানিয়েল, যিনি পুরাতন নিয়মের প্রত্যাদেশের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন, নতুন নিয়মের যোহনের মত, তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ (দানিয়েল ৯:২৩)। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যারা অন্যদের চেয়ে খ্রীষ্টের কাছে বেশি প্রিয় ছিল।

(২) ঐ সময়ে তাঁর স্থান এবং অবস্থান: "তিনি যীশুর বুকের কাছে ছিলেন।" অনেকে বলে থাকেন, খাবার সময় এইভাবে হেলান দিয়ে বসা সেই দেশের প্রথা ছিল, প্রথমে যে বসতেন তার দিকে দ্বিতীয় জন হেলান দিতেন, এইভাবে অন্যরা বসতেন। এটি আমার কাছে সম্ভব বলে মনে হয় নি, কারণ এই অবস্থায় বসলে তাদের কারও পক্ষে স্বাচ্ছ্যন্দে খাওয়া কিংবা পান করা সম্ভব হত না। কিন্তু এই রকম প্রথা আদৌ কি ছিল কি ছিল না তা বড় কথা নয়, কিন্তু যোহন ঐ সময় খ্রীষ্টের বুকের কাছে হেলান দিয়েছিলেন। সম্ভবত ঐ সময় তাঁদের মধ্যে খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসার বিশেষ প্রকাশ ছিল এটি। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের কেউ কেউ ছিলেন যাদের তিনি খুব কাছে কাছে রাখতেন যারা অন্যদের চেয়ে তাঁর সঙ্গে আরও খোলাখুলি এবং ঘনিষ্টভাবে কথা বলতেন। পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

(৩) তথাপি তিনি তাঁর নাম গোপন রেখেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন এই ঘটনার লেখক। তিনি তাঁর নামের পরিবর্তে এটি ব্যবহার করেছিলেন এটি দেখাতে যে, তিনি এতে সন্তুষ্ট। এটি তাঁর সম্মানের উপাধি। তিনি হলেন খ্রীষ্টের প্রিয় শিষ্য। তবু তিনি তার নাম প্রকাশ করেন নি এটি দেখাতে যে, তিনি এতে গর্ব করছেন না, কিংবা তার মধ্যে এর জন্য কোন অহঙ্কার নেই। পৌল এই রকম অবস্থায় বলেছেন, "আমি খ্রীষ্টের একজনকে জানি।"

২. সকল শিষ্যদের মধ্যে পিতর জানার ব্যাপারে খুব উৎসুক ছিলেন (পদ ২৪)। পিতর কিছুটা দূরে বসেছিলেন। তিনি যোহনকে সংকেত দিলেন, তিনি ইশারা করলেন অথবা অন্য কোন উপায়ে জিজ্ঞাসা করলেন। পিতর সাধারণত নেতৃত্ব দানকারী মানুষ ছিলেন, তিনি

দলকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত ছিলেন। যেখানে মানুষের সাধারণ স্বভাব প্রশ্ন এবং উত্তর আদান প্রদানে সাহসী করে, সেখানে যদি নম্রতার নিয়ম ও প্রজ্ঞা সংযত হয় তাহলে তা মানুষকে কার্যকর করে তোলে। ঈশ্বর বিভিন্নভাবে তাঁর দান দিয়ে থাকেন। কিন্তু যে তৎপর লোকেরা মণ্ডলীর মধ্যে তাদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করে না, কিংবা নিরুৎসাহ হওয়ার জন্য লজ্জিত হয় না, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা পিতর নয়, কিন্তু যোহন খ্রীষ্টের প্রিয় শিষ্য। পিতর জানার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, এর কারণ এটি নয় যে, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যার কথা বলা হয়েছে সেই ব্যক্তি তিনি নন। কিন্তু তিনি জানতে চেয়েছিলেন সেই বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিটি কে, যেন তিনি তার কাছ থেকে সরে আসতে পারেন, যেন তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে পারেন এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন তার পরিকল্পনাকে প্রতিরোধ করতে পারেন। এটি খুব সন্তোষজনক বিষয় যে, আমাদের মণ্ডলীতে কারা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে তা জানার জন্য তৎপর হওয়া। কিন্তু এটি সন্তোষজনক যে, যদিও আমরা জানি না, কিন্তু খ্রীষ্ট সব কিছু জানেন। পিতর কেন নিজে খ্রীষ্টকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি এর কারণ হল, যোহনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার চমৎকার সুযোগ ছিল। টেবিলে যোহনের বসার সুবিধার দ্বারা খ্রীষ্টের কানে কানে কথাটি বলা এবং একইভাবে খ্রীষ্টের কাছ থেকে উত্তর জানা খুবই সহজ ছিল। এটি খুব মঙ্গলজনক বিষয় হবে যদি আমাদের আগ্রহগুলো উন্নত করার জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসি। এতে আমরা প্রার্থনায় আরও গভীরভাবে অংশ নিতে পারব। খ্রীষ্টের প্রিয়দের এমন কাউকে কি জানি যিনি প্রভুর কাছাকাছি আছেন? আসুন আমরা তাকে অনুরোধ করি যেন তিনি আমাদের জন্য ভাল এবং মঙ্গলজনক কথা বলেন।

৩. প্রসঙ্গ অনুযায়ী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল (পদ ২৫): সেই শিষ্য যীশুর বুকের কাছে পিছনে হেলে বসেছিলেন এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে যীশুকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "প্রভু কে সে?" এখানে যোহন দেখিয়েছিলেন:-

(১) সহশিষ্যর প্রতি তাঁর সম্মান এবং তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা। যদিও পিতর ঐ সময় তাকে সম্মান দেখান নি, কিন্তু যোহন পিতরের সংকেত এবং ইশারাকে অবজ্ঞা করেন নি। লক্ষ্য করুন, যারা প্রভুর কাছে থাকেন তারা যারা প্রভুর পায়ের কাছে থাকেন তাদের কাছ থেকে নিজেদের জন্য সচরাচর মঙ্গলজনক কোন কিছু শিখতে পারেন এবং যা তারা নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করেন নি তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। যেহেতু যোহন সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন তাই তিনি পিতরের ইচ্ছা পালন করার জন্য সম্মত হলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারে যারা বিভিন্ন দান পেয়েছেন তাদের উচিত তা নিজের এবং অন্যদের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা (রোমীয় ১২:৬)।

(২) তাঁর প্রভুর সম্মান। যদিও যোহন এই কথা খ্রীষ্টের কানে কানে বলেছিলেন, তবুও তিনি তাঁকে প্রভু বলে সম্বোধন করেছিলেন। ঘনিষ্টভাবে কথা বললেও তিনি তাঁর প্রভুর প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে সম্মান প্রদর্শন করতে ভুল করেন নি। যখন আমরা প্রভুর সঙ্গে এবাদতে একাকী সময় কাটাই আমরা এইভাবে সম্মান প্রদর্শন এবং ভদ্রতা জ্ঞাপন করতে পারি যার সাক্ষীর জন্য কেউ থাকে না এবং একইভাবে জন সমাবেশেও আমাদের প্রভুকে সম্মান জানাতে

হবে। অনুগ্রহের আত্মা খ্রীষ্টের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ আলাপ করতে সক্ষম। তারা যোগ্যতায় এবং অযোগ্যতায় তারা আরও উপযুক্ত হবে (আদিপুস্তক ১৮:২৭)।

ঘ. খ্রীষ্ট দ্রুত তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, কিন্তু যোহনের কানে কানে, কারণ এটি প্রকাশ পেয়েছিল যে (পদ ২৯), অন্য সব শিষ্যরা এই বিষয়ে তখনও অজ্ঞাত ছিলেন। "এই রুটির টুকরা গামলাতে ডুবিয়ে যার হাতে দেব সেই লোক – *Psomion* – এক টুকরা, এক খণ্ড রুটি, *যখন আমি গামলায় ডুবাবো* এবং যখন তিনি রুটির টুকরা গামলাতে ডুবালেন, যোহন গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর এই ভঙ্গি লক্ষ্য করছিলেন। তিনি রুটির পুস্তকটি যিহূদাকে দিলেন। যিহূদা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করলো, নিজেকে দোষী মনে করে নয়, কিন্তু সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সুস্বাদু মনে করে রুটির খণ্ডে কামড় দিল এবং সম্পূর্ণভাবে মুখে পুরে দিল।

(১) খ্রীষ্ট চিহ্নের দ্বারা বিশ্বাসঘাতককে প্রকাশ করেছিলেন। খ্রীষ্ট যোহনকে তার নাম বলতে পারতেন যে, কে সেই বিশ্বাসঘাতক; কারণ প্রতিপক্ষ ও শত্রু ছিল দুষ্ট যিহূদা। সে-ই ছিল বিশ্বাসঘাতক, আর অন্য কেউ নয়। খ্রীষ্ট এইভাবে প্রকাশ করে যোহনের মনোযোগের মধ্য দিয়ে আসলেও, মূলত খ্রীষ্ট বোঝাতে চাইলেন তাঁর পরিচর্যাকারীদের বিচক্ষণতার আত্মার কি আবশ্যকতা। কারণ আমাদের মধ্যে যারা ভণ্ড বিশ্বাসী আছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য আমরা কথা ব্যবহার করবো না, কিন্তু চিহ্নের ব্যবহার করব। তাদের ফল দ্বারাই আমরা তাদের চিনতে পারব, তাদের আত্মা দ্বারা চিনতে পারব। এর জন্য আবশ্যক হল অত্যন্ত মনযোগ এবং সতর্কতার সঙ্গে তাদের সম্পর্কে গঠিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(২) খ্রীষ্ট যে চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল এক টুকরো রুটি, যা তিনি যিহূদার হাতে দিয়েছিলেন। এটি ছিল যথাযথ চিহ্ন, কারণ এর দ্বারা পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়েছিল (পদ ১৮): যে সেই বিশ্বাসঘাতক এমন একজন হবে যে তার সঙ্গে রুটি খাবে, ঐ সময় সে তাঁর সঙ্গে সহচর হিসেবে উপস্থিত ছিল। অধিকন্তু এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ ছিল এবং আমাদের জন্য তা শিক্ষাস্বরূপ।

[১] মাঝে মাঝে খ্রীষ্ট বিশ্বাসঘাতকদের কাছে রুটি দিয়ে থাকেন। জাগতিক ধন, সম্পদ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হল রুটি, যা ঈশ্বর কখনো কখনো দুষ্ট লোকদের হাতে দিয়ে থাকেন। যিহূদা মনে করেছিল সে খ্রীষ্টের খুব প্রিয়, কারণ সে খ্রীষ্টের কাছ থেকে রুটি পেয়েছে, যেমন যোষেফের টেবিলে বিন্যামীন বিশেষভাবে আপ্যায়িত হয়েছিল। নির্বোধদের এই রকম রুটি হল বুদ্ধি ভ্রষ্টতার রুটি, যা নিজেদের ধ্বংস করতে সাহায্য করে।

[২] যারা আমাদের মারাত্মক বিদ্বেষী বলে আমরা জানি আমরা যেন তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ না করি। খ্রীষ্ট টেবিলে বসা অন্য কারও চেয়ে যিহূদার প্রতি অধিক দয়া প্রদর্শন করে রুটি তুলে দিয়েছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে যিহূদা ঐ সময় তাঁর মৃত্যুর জন্য ষড়যন্ত্র করছে। "যদি তোমার শত্রু ক্ষুধিত হয় তবে তাকে আহার দাও," এই নীতি আমাদের অবলম্বন করতে হবে, কারণ খ্রীষ্ট নিজে তা করেছিলেন।

ছ. এর দ্বারা যিহূদা তার দুষ্টতার পথ থেকে মন পরিবর্তনের বদলে নিজের দুষ্টতাকে আরও নিশ্চিত করেছিল।

১. এর ফলে শয়তান তাকে দখল করে নিল (পদ ২৭): রুটির টুকরা নেবার পরেই শয়তান যিহূদার মধ্যে ঢুকলো। তাকে দুঃখিত করার জন্য নয় কিংবা যে সব বিষয় তার মনকে দখল করে রেখেছিল তার প্রভাবে হতবুদ্ধির মত চালিত করতে নয়, আগুনের মধ্যে বা জলে ঝাপ দেওয়ার জন্য তৎপর হতে নয়, সুখের জন্য অধিকতর মন্দ কাজ করা, অথবা শূকরের সঙ্গে সাগরে ঝাপ দিয়ে পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা নয়। কিন্তু শয়তান তার মধ্যে ঢুকেছিল এই জন্য, যেন সে যিহূদাকে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিক্ষার ধ্বংসের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাঁকে ঘৃণা করতে পারে। সে এমন একজনের মত যার জীবনের মূল্যকে হেয় জ্ঞান করে, অধার্মিকতার বেতনের লোভে যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চালিত হয় এবং যা থেকে কোন ফল আসবে না তাতে লেগে থাকার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। কিন্তু:-

(১) শয়তান কি তার মধ্যে আগে থেকে ছিল না? তাহলে কীভাবে এই কথা বলা হয়েছে যে *এরপরে শয়তান যিহূদার মধ্যে ঢুকলো?* যিহূদা প্রথম থেকেই ছিল মন্দ (যোহন ৬:৭০), বিনাশের সন্তান; কিন্তু শয়তান এখন আরও সফল এবং পূর্ণভাবে তাকে তার অধীন করতে সক্ষম হল। আরও ব্যাপকভাবে এবং কার্যকরভাবে তার অন্তরে ঢুকতে সক্ষম হল। তার উদ্দেশ্য ছিল তার প্রভুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা কার্যকরী করার জন্য তাকে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ করা। এখন সে তার চেয়ে আরও খারাপ সাতটি আত্মা নিয়ে তার মধ্য দিয়ে ঢুকল (লূক ১১:২৬)।

(২) যদিও শয়তান প্রত্যেক খারাপ লোকদের মধ্যে রয়েছে, যারা তার কাজ করছে (ইফিষীয় ২:২), তথাপি কখনোও কখনোও সে অন্য সময়ের চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে এবং আরও ক্ষমতাপূর্ণ হয়ে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, যা মানবতা এবং স্বাভাবিক বিবেককে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেয়। খ্রীষ্টের বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে শয়তানের আধিক্য থাকে। খ্রীষ্ট যিহূদার পাপ সম্পর্কে বলেছেন যে, তা তাঁর যে কোন নির্যাতনকারীর পাপের চেয়ে অনেক বেশি।

২. খ্রীষ্ট এর ফলে যিহূদাকে ত্যাগ করলেন এবং তার হৃদয়ের মন্দ ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করলেন: *তখন যীশু তাকে বললেন, "যা করছো, শীঘ্র কর।"* এই কথার দ্বারা বুঝানো হয় নি যে, হয় তাকে তার দুষ্টতা চরিতার্থ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অথবা সে যা করতে যাচ্ছে এজন্য সতর্ক করা হয়েছে, বরং এর কারণ হচ্ছে:-

(১) তাকে আরও ব্যাপকভাবে শয়তানের পথে এবং ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে রাখা। খ্রীষ্ট জানতেন যে, শয়তান যিহূদার মধ্যে ঢুকেছে এবং খুব কার্যকরভাবে তাকে দখল করেছে, আর তাই তিনি অসহায়ের মত তাকে ত্যাগ করলেন। যিহূদার মন পরিবর্তনের জন্য খ্রীষ্ট বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়েছিল। আর এই জন্য তিনি বললেন, "তুমি যা করতে চাইছ তা তাড়াতাড়ি কর। যদি তুমি নিজেকে ধ্বংস করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে থাক, তা হলে যাও; যা সামনে আসে ধ্বংস হওয়ার জন্য তাই গ্রহণ কর।" লক্ষ্য করুন, যখন খারাপ আত্মা হৃদয়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে সেই মুহূর্তে ভাল আত্মা বের হয়ে যায়।

(২) অথবা তার মন্দ কাজ করতে খ্রীষ্ট তাকে দাবী জানালেন: "তুমি আমার বিরুদ্ধে যে

ষড়যন্ত্র করেছ তা সম্পাদন করার জন্য ত্বরা কর, তোমার এই কাজ আমি সাদরে গ্রহণ করবো। যত তাড়াতাড়ি করবে ততই ভাল হবে, আমি তোমার এই কাজকে ভয় পাই না, আমি তোমার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।" লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রভু যীশু দুঃখভোগের জন্য এবং আমাদের মৃত্যুর জন্য অত্যন্ত তৎপর ছিলেন এবং তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে বিলম্বের কারণে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতার সম্পর্কে খ্রীষ্ট তাকে এমনভাবে বলেছিলেন যে, সে যেন এখনই তা করতে যাচ্ছে, যদিও তিনি কেবল এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন। যারা ক্ষতি করার জন্য মতলব আঁটে এবং পরিকল্পনা করে, ঈশ্বর বিবেচনায় তা চলমান অনিষ্ট কাজ।

৩. যারা ঐ সময়ে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে টেবিলে বসে ছিলেন তাঁরা এই কথার অর্থ বুঝতে পারেন নি। কারণ যোহনের কাছে খ্রীষ্ট যে কথা বলেছিলেন তা তাঁরা শুনতে পান নি (পদ ২৮,২৯): যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে খাচ্ছিলেন তাদের কেউই বুঝতে পারেন নি, তাঁর শিষ্যরাও না, কোন অতিথিরাও না। কেবলমাত্র যোহন বুঝেছিল কী উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট তাকে এই কথা বলেছিলেন।

(১) কেউ ধারণা করতে পারেন নি যে, খ্রীষ্ট যিহূদাকে একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে এই কথা বলেছেন, কারণ এই বিষয়টি তাঁদের মাথায় ঢোকে নি যে, যিহূদা এই রকম লোক হতে পারে, অথবা তাঁরা এর কোন প্রমাণও পান নি। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের এই সম্পর্কে উপলব্ধি করার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকার এই নির্বুদ্ধিতা ছিল ক্ষমার যোগ্য। যখন তাঁরা কঠোর বিষয় সর্বসমক্ষে শুনে থাকেন, সে সম্পর্কে তাঁরা সহজে বলতে পারেন। এখন এমন একজনের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ছিল একজন বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু খ্রীষ্টের শিষ্যরা একে অন্যকে ভালবাসার শিক্ষা পেয়েছেন এই জন্য তাদের মধ্যে কাউকে বিশ্বাসঘাতক মনে করা তাঁদের জন্য কঠিন ছিল। অনুগ্রহপূর্ণ চিন্তার মধ্যে মন্দ থাকতে পারে না।

(২) তাঁরা এটি অনুমোদনের জন্য গ্রহণ করেছিলেন যে, যেহেতু যিহূদার হাতে টাকা-পয়সা থাকত অর্থাৎ সে ছিল কোষাধ্যক্ষ, সেই জন্য খ্রীষ্ট তাকে কিছু কেনা কাটার জন্য খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের এই বিষয়ের অনুমান আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে, কি উদ্দেশ্যে এবং কি কারণে খ্রীষ্ট তাঁর সামান্য তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করে থাকেন। আমাদের এটি শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন আমাদের সম্পদ দিয়ে তাঁকে যথাযোগ্যভাবে সম্মান প্রদান করি। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, খ্রীষ্ট তাকে কোন কিছুর জন্য খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছেন:-

[১] হয়তোবা কোন ধর্মীয় কাজে: "ঈদের জন্য যা যা প্রয়োজন তা তুমি কিনে আন।" যদিও তিনি নিস্তার-পর্বের ভোজের জন্য একটি কামরা ধার করেছিলেন, তবুও তিনি তাঁর কাজের জন্য কিনেছিলেন। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের নির্দেশের কার্যকারিতার জন্য ব্যয় করতে যে সব বিষয় আমাদের প্রয়োজন তা উত্তম বলে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু এখন আমাদের এই খরচ করার ক্ষেত্রে অসম্মত হতে কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশের জন্য খুব সামান্যই কারণ রয়েছে, কারণ বৈধ উপাসনা হিসেবে সুসমাচারের উপাসনার ব্যয়ভার খুবই কম।

[২] অথবা দয়ার কাজের জন্য: হয়তোবা খ্রীষ্ট গরীবদের কিছু দিতে বললেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়:-

প্রথমত, আমাদের প্রভু যীশু যদিও মানুষের দেওয়া দানের উপর জীবন ধারণ করতেন (লূক ৮:৩), তবুও তিনি গরীবদের দান করতেন, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র। যদিও দান করার ব্যাপারে তাঁকে রেহাই দেওয়া যায়, কারণ এই নয় যে, তিনি নিজেই দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু কারণ হল তিনি অন্য উপায়ে দরিদ্রদের সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। বিনামূল্যে তিনি তাদের অনেককে সুস্থতা দান করেছেন। তবুও তিনি আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে তিনি গরীবদের সাহায্যের জন্য তার পরিবারের সঞ্চয় থেকে সামান্যতম অংশ দান করতেন (ইফিষীয় ৪:২৮)।

দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় পর্বের সময় গরীবদের প্রতির দয়ার কাজ করার উপযুক্ত সময়। যখন তিনি নিস্তার-পর্ব পালন করছিলেন তিনি গরীবদের জন্য কিছু সাহায্য করতে নির্দেশ দিতেন। যখন আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দানশীলতার অভিজ্ঞতা লাভ করব, আমরা তখন গরীবদের প্রতি দান করার জন্য নিজেদেরকে দানশীল হিসেবে প্রস্তুত করতে পারব।

৪. এতে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য যিহূদা আরও সচেষ্ট হল: *সে তৎক্ষণাৎ বাইরে গেল*।

(১) সে খুব দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করেছিল: সে তৎক্ষণাৎ চলে গিয়েছিল এবং ঐ গৃহ ত্যাগ করেছিল।

[১] কারণ সে পরিষ্কারভাবে তার সঙ্গীদের মুখে ভীতিভাব দেখতে পেয়েছিল। যদি সে সেখানে অবস্থান করতো তাহলে তার আশঙ্কা ছিল তাঁরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং এতে তার মৃত্যু হত অথবা অন্ততপক্ষে তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেত।

[২] সে খ্রীষ্টের সঙ্গীদের মধ্যে একজন এবং তাঁর প্রেরিতদের সমাজের একজন পরিশ্রান্তের মত চলে গিয়েছিল। খ্রীষ্ট তাকে বের করে দেন নি, কিন্তু সে নিজেই বের হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, বিশ্বস্ততার বন্ধন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করা হল। সাধারণত স্বধর্ম ত্যাগের প্রথম কাজ এবং স্বধর্ম ত্যাগের আরম্ভ।

[৩] সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বের হয়ে গেল এবং সেই সব লোকদের খোঁজ করছিল যাদের সঙ্গে সে দর কষাকষি করতে পারে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে। শয়তান তার মধ্যে এমনভাবে কাজ করলো যেন সে এই কাজ করার জন্য দ্রুত এগিয়ে যায়, পাছে সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং কৃতকর্মের জন্য তওবা করে।

(২) তার ঐ স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় কাল: তখন রাত হয়েছে।

[১] তখন রাত হলেও এবং কাজ করার জন্য অসময় হলেও শয়তান তার মধ্যে ঢুকেছিল এবং রাতের অন্ধকার কিংবা ঠাণ্ডা তার কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নি। শয়তানের সেবকরা তার কাজ করার জন্য কত আন্তরিক এবং কতটা সাহসী! এটি ভেবে প্রভুর পরিচর্যার কাজে আমাদের আলস্য এবং ভীরুতার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

[২] যেহেতু সময়টি ছিল রাত, তাই তার পক্ষে নির্জনতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করার সুযোগ হয়েছিল। মহাপুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলাপ করার জন্য সে ইচ্ছুক ছিল না। এই জন্য যেভাবে অন্ধকারের মত কাজ করার উপযুক্ত সময় হিসেবে সে রাতের অন্ধকারকেই বেছে নিয়েছিল। যারা শয়তানের কাজ করে তারা আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই বেশি ভালবাসে (ইয়োব ২৪:১৩)।

যোহন ১৩:৩১-৩৫ পদ

এই অংশে এবং অধ্যায় ১৪-তে আমরা দেখবো, শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের ভাগ্যে কী ঘটবে তা তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে খাবারের সময় ব্যক্ত করেছিলেন। যখন রাতের খাবার চলছিল তখন যিহূদা উঠে চলে গিয়েছিল। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা কী করেছিলেন, যাদের সে টেবিলে বসা অবস্থায় ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল? তাঁরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের এটি শিক্ষা দেয় যে, আমাদের পক্ষে যত বেশি সম্ভব যেন আমরা খাবারের সময় বন্ধুদের সঙ্গে প্রভুর বিষয়ে আলাপ আলোচনা করি। যা কিছু মঙ্গলজনক তা উন্নত করার জন্য আমাদের নম্রভাবে তৎপর হতে হবে এবং মঙ্গলজনক শিক্ষাকে ব্যবহার করতে হবে, যেন আমরা আরও বেশি খ্রীষ্টের মত হতে পারি। যারা বিশেষ করে তাদের স্থান মর্যাদা এবং দানের মাধ্যমে সঙ্গীদের আদেশ করেন যাদের শুনবার কান আছে তাদের উচিত যেন আগ্রহের সঙ্গে এবং সম্মানের সঙ্গে অন্যদের মঙ্গলের জন্য কাজ করা। প্রভু যীশু এখন তাদের সঙ্গে কাজ করছেন; সম্ভবত যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে।

ক. তার নিজের মৃত্যু ও দুঃখভোগের মহা রহস্য সম্পর্কে যা এখন পর্যন্ত তারা এত অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে যে এই রকম ঘটনা আদৌ ঘটবে কি না সেই ব্যাপারে তারা প্রত্যাশা করতে পারছিল না। এই সম্পর্কে তারা খুব সামান্যই বুঝতে পেরেছিল। আর এই কারণে খ্রীষ্ট তাদের এই সম্পর্কে এমনভাবে শিক্ষা দিলেন, যাতে ক্রুশ সম্পর্কে তাদের সব বিঘ্ন দূর হয়ে যায়। যিহূদা চলে না যাওয়া পর্যন্ত খ্রীষ্ট তাঁর আলোচনা শুরু করেন নি, কারণ সে ছিল বিশ্বাসঘাতক ভাই। দুষ্ট লোকদের উপস্থিতি অধিকাংশ সময় ভাল আলোচনাকে বাধাগ্রস্থ করে। যখন যিহূদা বাইরে চলে গেল তখন খ্রীষ্ট বললেন, মনুষ্যপুত্রের মহিমা প্রকাশিত হবার সময় এসেছে। যিহূদার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে এবং সে তাদের ছেড়ে চলে গেছে, যে ছিল তাদের ভালবাসার ভোজের কলঙ্ক এবং তাদের পরিবারের বদনামের কারণ, এখন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকদের পবিত্র করার দ্বারা খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হন: তাঁর মণ্ডলীতে যদি কোন মন্দতা থাকে তবে তা খ্রীষ্টের জন্য লজ্জা ও বিশ্বাসহীনতার বিষয় হবে। এই সব মন্দতা থেকে পরিষ্কৃত হলে সমস্ত দুর্নাম লজ্জা ও কলঙ্ক দূরীভূত হয়ে যাবে। অথবা আরও বলা যায় যে, যিহূদা এখন তাদের ছেড়ে চলে গেল এবং খ্রীষ্টকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলো এবং ব্যাপারটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়েছিল: এখন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হলেন। এর অর্থ হল, তিনি এখন ক্রুশ বিদ্ধ হতে যাচ্ছেন।

১. খ্রীষ্ট তাঁর দুঃখভোগ সম্পর্কে কিছু শিক্ষা তাঁর শিষ্যদের দিয়েছিলেন, যা ছিল খুবই

সান্ত্বনাদানকারী।

(১) তিনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর মহিমা প্রকাশ করবেন। এখন মনুষ্যপুত্র অ বিশ্বাসজনক ও লজ্জাজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবেন। তাঁর প্রতি চরম বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করা হবে। তাঁর কাপুরুষ ভীরু বন্ধুদের ও তাঁর শত্রুদের হিস্রতার উভয়ের দ্বারা তিনি চরম অসম্মানিত হবেন। তবুও তিনি এখন মহিমান্বিত হলেন। কারণ:-

[১] এখন তিনি শয়তান এবং অন্ধকারের ক্ষমতার উপর মহান বিজয় অর্জন করতে যাচ্ছেন, তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে এবং তাদের উপর বিজয়োৎসব করতে যাচ্ছেন। তিনি এখন অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে বেষ্টিত আছেন, ঈশ্বর এবং মানুষের এই শত্রুদের এখন মহা সুযোগ যেন তারা তাঁর প্রতি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণ করতে পারে। তারা চাইছে যেন পরিত্রাণের যে মহা নিশ্চয়তা তার মধ্যে রয়েছে তা তিনি পরিত্যাগ করেন।

[২] তাঁর লোকদের মহান পরিত্রাণের জন্য তাঁর এখন বিশেষ কাজ সম্পন্ন করতে হবে, তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করতে হবে এবং তাদের অনন্ত ধার্মিকতা এবং অনন্ত সুখের মধ্যে আনতে হবে। যে রক্ত তিনি ঢেলে দেবেন তা সকল বিশ্বাসীদের জন্য আনন্দ এবং অনুগ্রহের অফুরন্ত বর্ণনা স্বরূপ হবে।

[৩] তিনি আত্মত্যাগের যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং ক্রুশীয় মৃত্যুকে তাঁর যে ধৈর্য্য, পৃথিবীর লোকদের ঘৃণায় তাঁর স্থিরতা, ঈশ্বরের মহিমার জন্য আগ্রহ এবং মানুষের আত্মার প্রতি ভালবাসা, এই সব বিষয় তাঁকে চিরকালের জন্য প্রশংসিত এবং সম্মানিত করেছে। খ্রীষ্ট যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তার দ্বারা তিনি মহিমান্বিত হয়েছিলেন। তবুও তিনি এখন এই কথা বলছেন যে, তিনি তাঁর দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হবেন, যেন তাঁর নম্রতার অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর অন্য মহিমার চেয়ে এই মহিমা আরও শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

(২) পিতা ঈশ্বর তাঁর মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হবেন। খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ছিল:-

[১] ঈশ্বর ন্যায় বিচারের সন্তুষ্টি এবং এতে ঈশ্বরের মহিমান্বিত হওয়া। মানুষের পাপের ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি যে দুর্নাম বহন করেছেন এর ফলে তিনি বস্তুত সম্মানিতই হয়েছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁর কার্যকর শাসনের মহিমা নিশ্চিত হয়েছে এবং রক্ষিত হয়েছে।

[২] এ সব ছিল তাঁর পবিত্রতা এবং করুণার প্রকাশ। ঈশ্বরের গুণ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে তাঁর সৃষ্টি এবং যত্নশীলতার মাঝে। কিন্তু আরও বেশি আলো প্রকাশিত হয়েছে তার পরিত্রাণের কাজের মাঝে (১ করিন্থীয় ১:২৪; ২ করি ৪:৬)। ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা এবং এর দ্বারা তিনি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

(৩) ঈশ্বরের মহিমা যখন তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হবে, তখন ঈশ্বর মনুষ্যপুত্রের মহিমা নিজের মধ্যে প্রকাশ করবেন, পদ ৩২। লক্ষ্য করুন, কীভাবে তিনি এটি আরও বৃদ্ধি করেছেন।

[১] তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে মহিমান্বিত করবেন এবং যাদের ঈশ্বর মহিমান্বিত

করেন প্রকৃতপক্ষে তারা সম্মানিত হন। দোজখ এবং পৃথিবী খ্রীষ্টের দুর্নাম এবং অবিশ্বাস করার জন্য নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিল, কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন। আর তিনি তাঁকে মহিমান্বিত করেছিলেন। তিনি তাঁর আশ্চর্য ও বিস্ময়কর দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে তাঁকে মহিমান্বিত করেন। স্বর্গ এবং পৃথিবীর উপস্থিতিতে তাঁর ক্রুশের মৃত্যুতে এই কথা স্বীকার করা হয়েছিল যে, তিনিই হলেন ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু বিশেষ করে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের পর ঈশ্বর তাঁকে মহিমান্বিত করেন, যখন তিনি তাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিলেন এবং যখন তিনি তাঁকে এই নাম দিলেন, যে নাম অন্য সমস্ত নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

[২] তিনি মনুষ্যপুত্রের মহিমা নিজের মধ্যে প্রকাশ করবেন।

প্রথমত, স্বয়ং খ্রীষ্টে। তিনি তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বে তাঁকে মহিমান্বিত করেন, কেবল মানুষের মধ্যে তাঁর রাজ্য নয়। মনে করা হয় এটি তাঁর দ্রুত পুনরুত্থান। সাধারণ মানুষ তাঁর মৃত্যুর পর সম্মানিত হয়ে থাকে তার স্মৃতি অথবা সাফল্যের মধ্যে। কিন্তু খ্রীষ্ট স্বয়ং সম্মানিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর নিজের সঙ্গে তাঁকে মহিমান্বিত করেন (যোহন ১৭:৫)। তিনি পিতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন (প্রকাশিত বাক্য ৩:২১)। এটি হল প্রকৃত মহিমা।

[৩] তিনি তাঁকে দ্রুত মহিমান্বিত করেন। তাঁর আনন্দ ও মহিমার কথা বিবেচনা করে, কেবল মহান হিসেবে নয় কিন্তু তাঁর প্রতি আপন হিসেবে এবং তাঁর কষ্ট এবং দুঃখভোগকে সংক্ষিপ্ত করে এবং শীঘ্র তা দূর করে দিয়ে। পৃথিবীর রাজারা সাধারণত ভাল কাজের জন্য পুরষ্কৃত করতে প্রায় বিলম্ব করে থাকেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তাৎক্ষণিকভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু থেকে তাঁর পুনরুত্থান ছিল কেবল চল্লিশ ঘণ্টার মত এবং এর চল্লিশ দিন পর তিনি স্বর্গে গমন করেন। তাই এই কথা খুব ভালভাবে বলা যায় যে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মহিমান্বিত হয়েছিলেন (গীতসংহিতা ১৬:১০)।

[৪] ঈশ্বরের বিবেচনা এবং তাঁর দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে তিনি মহিমান্বিত হয়েছিলেন: যেহেতু ঈশ্বর তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হয়েছেন এবং তাঁর দুঃখভোগ থেকে মহিমা গ্রহণ করেছেন, ঈশ্বরের একই মহিমা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পাবে এবং তিনি তাঁকে মহিমান্বিত করবেন। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, খ্রীষ্টের উন্নত অবস্থা হল তাঁর নম্রতার প্রতি সম্মান এবং এর জন্য তাঁকে পুরষ্কৃত করা হয়। কারণ তিনি নিজেকে নিচু করেছিলেন বলে ঈশ্বর তাঁকে সবচেয়ে উঁচুতে উঠালেন। যদি ঈশ্বর খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বারা তাঁর মহিমায় এমন মহা সফলতা অর্জন করেন তাহলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, পুত্র তাঁর মহিমা হারাবেন না (যিশাইয় ৫৩:১২)।

দ্বিতীয়ত, যে কেউ ঈশ্বরের মহিমার কাজকে বিশ্বাস করেন কোন সন্দেহ নেই যে, মহিমান্বিত করে তাঁকে সুখী করা যাবে।

২. খ্রীষ্ট তাঁর দুঃখভোগ সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দিলেন, যা ছিল জাগরণমূলক; কারণ এখনও তাঁরা এই সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না (পদ ৩৩): "সন্তানেরা, এখনও অল্পকাল

আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর আমি যেমন যিহূদীদেরকে বলেছিলাম: 'আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা যেতে পার না,' তদ্রূপ এখন তোমাদেরকেও বলছি।" তাঁর শিষ্যদের বর্তমান সুযোগকে উন্নত করে তা জাগিয়ে তোলার জন্য খ্রীষ্ট দু'টি পরামর্শ দিলেন, দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন:

(১) এই পৃথিবীতে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আর খুব অল্প দিন অবস্থান করবেন, তা তাঁর শিষ্যরা দেখতে পাবেন। নিজের স্বপক্ষে কথাগুলো তিনি জোরপূর্বক শিষ্যদের শোনানোর চেষ্টা করেন নি, কিন্তু তাঁদের দুর্বলতা অনুসারে তিনি দয়া ও সহানুভূতির মনোভাব সহকারে কথা বলেছেন। পিতার স্নেহ মমতার মনোভাব দিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি এখন তাঁদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর অনুগ্রহ রেখে যাচ্ছেন। খ্রীষ্ট এটি জেনে বললেন যে, "আর অল্প সময় আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" হয়তো আমরা মনে করতে পারি এই কথা আরোপ করা হয়েছে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে এবং তাঁর স্বর্গে গমন সম্পর্কে। তিনি আর অল্প সময় তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। আর এই কারণে:-

[১] এখন তাঁদের যে সুযোগ আছে তা উন্নত করতে হবে। যদি তাঁদের জিজ্ঞাস্য কোন ভাল প্রশ্ন থাকে, যদি তাঁদের কোন পরামর্শ, উপদেশ বা সান্ত্বনাবাণী থাকে, তাদের তা তাড়াতাড়ি বলতে হবে। কারণ "আর অল্প সময় আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রাণ থাকে আমাদের আত্মার সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে। কারণ আমরা এই সুযোগ বেশি দিন পাব না। হয় আমাদের কাছ থেকে সেই সুযোগ চলে যাবে অথবা আমরা নিজেদের বঞ্চিত করব।

[২] তাঁর দৈহিক উপস্থিতির প্রতি যেন তাঁদের অন্ধের মত ভালবাসা না থাকে, যাতে তাঁরা মনে করতে না পারেন যে, সমস্ত সুখ এবং সান্ত্বনা এখানেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। না, খ্রীষ্টের উপস্থিতি ছাড়া তাদের বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করতে হবে, সব সময় শিশুদের মত নয়, কিন্তু একা পথ চলতে হবে, তাদের পরিচর্যা ছাড়া। উপায় এবং উদ্দেশ্য অল্প সময়ের জন্য স্থির হয়ে আছে। এই সুযোগ থেমে থাকবে না। আমাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হবে। তাই যথা সময়ে আমাদের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

(২) যেন তাঁকে অনুসরণ করে তাঁরা অন্য পৃথিবীতে যেতে পারেন এবং তাঁর সঙ্গে সেখানে থাকতে পারেন। এটি দেখতে পাওয়া খুব কঠিন। তিনি যে কথা যিহূদীদের বলেছিলেন (যোহন ৭:৩৪) সেই কথা তাঁর শিষ্যদেরও বললেন। কারণ একই চিন্তায় তাঁদের জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যা পাপীদের নিশ্চয়তা প্রদান এবং জাগিয়ে তোলার জন্য উচ্চারিত হয়েছে। খ্রীষ্ট এখানে তাঁদের বলেছেন:-

[১] তিনি চলে গেলে তাঁরা তাঁর অভাব অনুভব করবেন: "তোমরা আমার অন্বেষণ করবে;" এই কথার অর্থ হল – "তোমাদের ইচ্ছে হবে যেন আমি আবার তোমাদের সঙ্গে থাকি।" আমরা প্রায়ই করুণার মূল্য সম্পর্কে শিক্ষা পাই যখন আমরা করুণার অভাব অনুভব করি। যদিও সান্ত্বনাদানকারীর উপস্থিতি তাঁদের কষ্ট এবং কঠিন সমস্যার মাঝে প্রকৃত এবং কার্যকরী সাহায্য প্রদান করে, তবুও খ্রীষ্টের দৈহিক উপস্থিতি তাঁদের যেভাবে উপযুক্ত সান্ত্বনাদানকারী করেছিল এবং তাঁরা কার্যকরভাবে সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন সেভাবে তাঁরা

পাবেন না। কিন্তু লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যিহূদীদের বলেছিলেন, “তোমরা আমাকে খুঁজবে, কিন্তু পাবে না।” কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদের এই কথা বলেছিলেন, “তোমরা আমাকে খুঁজবে।” এই কথা দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে যে, যদিও তাঁরা যিহূদীদের মত তাঁকে দৈহিকভাবে খুঁজে পাবেন না, তবুও তাঁরা একইভাবে খুঁজবে এবং তাঁদের এই খোঁজ করা নিরর্থক হবে। যখন তাঁরা সমাধির মধ্যে তাঁর দেহের খোঁজ করবেন তাঁরা খ্রীষ্টের দেহ খুঁজে না পেলেও তাঁরা ভাল উদ্দেশ্যেই তাঁর দেহ খুঁজবেন। তিনি যেখানে চলে যাচ্ছেন তাঁরা সেখানে আসতে পারবেন না, এটি খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তাঁদের উচ্চ ধারণার ইঙ্গিত দেয়, যিনি অদৃশ্য এবং অগম্য পৃথিবীতে চলে যাচ্ছেন সেই আলোর সঙ্গে বাস করার জন্য, যেখানে কেউ উপস্থিত হতে পারে না এবং একইভাবে এটি তাঁদের নিজেদের নিচু ধারণা সম্পর্কে এবং তাঁদের ভবিষ্যত অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। খ্রীষ্ট তাঁদের বলেছিলেন যে, তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে তাঁরা আসতে পারেন না, যেমন যিহোশূয় লোকদের বলেছিলেন যে, তারা প্রভুর সেবা করতে পারে না। তিনি এই কথা বলেছিলেন কেবল তাঁদের জাগিয়ে তুলতে, যেন তাঁদের প্রতি আরও বেশি মনযোগ দিতে পারেন এবং যত্ন নিতে পারেন। তাঁরা তাঁর ক্রুশকে অনুসরণ করতে পারেন না, কারণ তাঁদের সাহস নেই এবং তাঁরা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ নন। এটি প্রকাশ পেয়েছিল যখন তাঁরা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর মুকুটের অনুগমন করতে পারেন না, কারণ তাঁদের নিজেদের যোগ্যতা নেই, তাঁদের কাজ এবং যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি।

খ. ভ্রাতৃপ্রেমের মহান দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করলেন (পদ ৩৪,৩৫): “এক নতুন আদেশ আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, তোমরা পরস্পর ভালবাসা কর; আমি যেমন তোমাদেরকে ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর ভালবাসা কর। তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা রাখ, তবে তাতেই সকলে জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।” যিহূদা বাইরে চলে গেছে। সে প্রমাণ করলো যে, সে একজন ভণ্ড ভাই। কিন্তু তাঁদের এই কথা মনে করা উচিত নয় যে তাঁদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার মধ্যে ঈর্ষা এবং সন্দেহ আছে, যা ভালবাসার ধ্বংস ডেকে আনে। যদিও তাঁদের মধ্যে একজন যিহূদা ছিল, কিন্তু তাই বলে তাঁরা সবাই যিহূদা ছিলেন না। খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যিহূদীদের শত্রুতা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। আর এই জন্য তাঁদের প্রভুর যে গুণ রয়েছে যেন তা তাঁদের মধ্যেও থাকে এই প্রত্যাশা তাঁদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন, যেন একে অন্যের প্রতি ভালবাসা থাকলে তাঁরা একজন অন্য জনের হাত সবল করতে পারেন। পারস্পরিক ভালবাসার পক্ষে তিনটি যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে:

১. তাঁদের প্রভুর আদেশ (পদ ৩৪): “একটি নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি।” এটি শান্তিময় এবং আনন্দপূর্ণ বলে তিনি এই আদেশ দেন নি, এটি খুব চমৎকার এবং মঙ্গলজনক বলে তিনি এই পরামর্শ দেন নি; বরং এটি ছিল তাঁর রাজ্যের মৌলিক আদেশের মধ্যে একটি। খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসের সঙ্গে ভালবাসাও গমন করে (১ যোহন ৩:২৩; ১ পিতর ১:২২)। এটি আমাদের শাসনকারীর আদেশ, যার আমাদের প্রতি আদেশ দেবার অধিকার আছে। এটি আমাদের পরিত্রাণকর্তার আদেশ, যিনি আমাদের আত্মিক রোগের সুস্থতার অভিপ্রায়ে এবং আমাদের স্বর্গীয় সুখের জন্য প্রস্তুত করতে এই আদেশ দিয়েছেন।

এটি একটি নতুন আদেশ। এর অর্থ হল:

(১) এটি ছিল ভাববাদী করণ আদেশ। এই আদেশ প্রথম থেকেই ছিল (১ যোহন ২:৭), এটি ছিল পুরাতন আদেশ, যা মোশির নিয়ম-কানুনের মহান আদেশের দ্বিতীয় আদেশ। তবুও যেহেতু এটিও নতুন নিয়মের মহান আদেশের মধ্যে একটি, নতুন আইনকর্তা খ্রীষ্টের আদেশ, একে বলা হয় নতুন আদেশ। এটি পুরাতন বইয়ের সংশোধিত ও বর্ধিত আকারের নতুন সংস্করণের মত। এই আদেশ যিহূদী সমাজের ঐতিহ্যের দ্বারা এমনভাবে কলুষিত হয়েছিল যে, যখন খ্রীষ্ট আবার তা পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং সত্য আলোর মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত করলেন, এই আদেশ যৌক্তিকভাবে নতুন আদেশ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিল। প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধের আইন এত বেশি প্রচলিত ছিল এবং স্বার্থপরতা এত প্রবল ছিল যে, ভ্রাতৃ প্রেমের আইন মানুষ ভুলে গিয়েছিল এবং তা অপ্রচলিত ও সেকেলে হয়ে পড়েছিল। এই কারণে খ্রীষ্টের কাছ থেকে এটি নতুনরূপে এসেছিল। তাই লোকদের কাছে এই আদেশ ছিল এটি নতুন আদেশ।

(২) এটি একটি চমৎকার আদেশ, এটি নতুন অপূর্ব সঙ্গীতের মত যার মধ্যে রয়েছে অসাধারণ সৌন্দর্য্য।

(৩) এটি একটি অনন্তকালীন আদেশ, এই আদেশ চিরকাল অসাধারণ এবং নতুন, এই নতুন নিয়ম কখনোই বিনষ্ট হবে না (ইব্রীয় ৮:১৩); যখন বিশ্বাস ও প্রত্যাশা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে তখন এটি অনন্তকালীন নতুন হয়ে ওঠে।

(৪) খ্রীষ্ট এটি নতুন হিসেবে প্রদান করেছেন। আগে এটি ছিল, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে," আর এখন এই আদেশ এই রকম, "তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো।" যখন একে অন্যকে গভীর ভালবাসা দিয়ে ধরে রাখে তা আরও সুন্দর ও মনোহর হয়ে ওঠে।

২. ভ্রাতৃপ্রেমের পক্ষে অন্য যুক্তি হল তাঁদের পরিত্রাণকর্তার দৃষ্টান্ত: "যেমন আমি তোমাদের ভালবেসেছি।" এটি হল তাই যা একটি *নতুন আদেশ* সৃষ্টি করেছিল, যে ভালবাসার নিয়ম ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে নতুন। বোঝা যায়:-

(১) তাঁর সকল শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসার দৃষ্টান্ত। খ্রীষ্ট তাঁদের মধ্যে অবস্থান করার সময় এই বিষয়ে তাঁদের সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি তাঁদের সাথে দয়াপূর্ণ হয়ে কথা বলেছেন। তাঁদের জন্য তাঁর আন্তরিক চিন্তা ছিল এবং তাঁদের জন্য তিনি মঙ্গলজনক কাজ করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, পরামর্শ দান করেছেন এবং সান্ত্বনা দান করেছেন। তাঁদের সঙ্গে এবং তাঁদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যখন তাঁরা অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের রক্ষা করেছিলেন, যখন তাঁরা চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তিনি তাঁদের অংশী হয়েছিলেন এবং তিনি প্রকাশ্যে জনসমক্ষে তাঁদেরকে তাঁর মা, বোন ও ভাই বলে অভিহিত করে তাঁর অতি আপনজন বলে স্বীকার করেছিলেন। যখন তাঁরা ভুল করেছিলেন তিনি তাঁদের তিরস্কার করেছিলেন, তথাপি তিনি তাঁদের দোষ সহানুভূতির সঙ্গে ক্ষমা করেছেন, তাঁদের মঙ্গলময়তা দিয়ে পূর্ণ করেছেন এবং তাঁদের অনেক ভুল উপেক্ষা করে গিয়েছেন। এইভাবে

তিনি তাঁদের ভালবেসেছিলেন এবং সম্প্রতি তিনি তাঁদের পা ধুইয়ে দিয়েছেন। আর এইভাবে আমাদেরও একে অপরকে ভালবাসতে হবে এবং চিরকাল ধরে ভালবাসতে হবে।

(২) তাঁর সকল শিষ্যদের প্রতি ভালবাসার বিশেষ দৃষ্টান্ত এর দ্বারা বোঝা যায়, যা তিনি তাঁদের তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন। "এর চেয়ে বেশি ভালবাসা আর কারও নেই" (যোহন ১৫:১৩)। তিনি কি একইভাবে আমাদের সবাইকে ভালবাসেন? তিনি এই প্রত্যাশা করেন যে, আমরা যেন ন্যায্যভাবে একে অন্যকে ভালবাসি। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা একই স্বভাবের কারণে একে অন্যের জন্য যে কোন কিছু করতে সক্ষম (গীতসংহিতা ৪৯:৭)। কিন্তু আমরা একে অন্যকে সম্মানের সঙ্গে একই পদ্ধতিতে ভালবাসতে পারি। আমাদের অনুকরণীয় হিসেবে আমরা এটি আমাদের সামনে রাখতে পারি এবং এর থেকে নির্দেশনা নিতে পারি। একে অন্যের প্রতি আমাদের ভালবাসা অবশ্যই খোলাখুলি এবং অকপট হতে হবে, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হতে হবে, একে অন্যকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে হবে। এই উদ্দেশ্য থেকেও আমরা একে অন্যকে ভালবাসতে বাধ্য এবং এই বিবেচনায়, যেহেতু খ্রীষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন (রোমীয় ১৫:১,৩; ইফি ৫:২,২৫; ফিলি ২:১-৫)।

৩. তাঁদের কাজের মর্যাদা (পদ ৩৫): "যদি তোমরা একে অন্যকে ভালবাস তবে সবাই বুঝতে পারবে তোমরা আমার শিষ্য।" লক্ষ্য করুন, আমাদের অবশ্যই ভালবাসতে হবে, তবে তা লোক দেখান নয়, কিন্তু এই ভালবাসা হবে গভীর এবং আমাদের মধ্যে ভালবাসার স্বভাব গড়ে তুলতে হবে। আমাদের এমনও ভালবাসা দেখাতে হবে, যখন ভালবাসা দেখাবার জন্য উপস্থিত কোন উপলক্ষ্য থাকবে না। আমাদের সব সময় ভালবাসা দেখাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। "এর দ্বারা বুঝতে পারা যাবে যে, এই আদেশ পালনের দ্বারা তোমরা আমার শিষ্য হয়েছ।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের চিহ্ন হল একে অন্যের প্রতি ভালবাসা। এর দ্বারা তিনি তাঁদের জানেন এবং এর দ্বারা তাঁরা নিজেদের জেনেছেন (১ যোহন ২:১৪) এবং এর দ্বারা অন্যরা তাঁদের জানতে পারবে। এটি হল তাঁর পরিবারের বিশেষ পোশাক এবং তাঁর শিষ্যদের বিশেষ চরিত্র। এর দ্বারা তিনি তাঁদের চিহ্নিত করেছেন, তাঁরা সবাই বিখ্যাত হবেন তাঁদের একে অন্যের প্রতি ভালবাসার কারণে। এটি হল তাই, যার জন্য তাঁদের প্রভু বিখ্যাত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টের কাছ থেকে যা তাঁরা শুনেছেন তা তাঁরা আগে কখনোই শোনে নি, তাঁর গভীর ভালবাসার কথা তারা শুনেছিলেন প্রতিটি অবস্থায়। আর এই জন্য যদি আপনি দেখতে পান যে কোন লোক একে অন্যকে গভীরভাবে ভালবাসে তাহলে সাধারণভাবে আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, "তারা খ্রীষ্টের শিষ্য। তারা যীশুর সঙ্গে আছেন।" এর দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয়:-

(১) খ্রীষ্টের হৃদয় এই বিষয়ে খুব আকাঙ্খিত ছিল যেন তাঁর শিষ্যরা একে অন্যকে ভালবাসতে পারেন এবং এই ব্যাপারে যেন তাঁরা তৎপর থাকেন। যেখানে পৃথিবীর লোকেরা কেবল নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করে কেবল নিজেকেই ভালবাসে, সেখানে তাঁরা আন্তরিকভাবে একে অন্যকে ভালবাসবে। তিনি এ কথা বলেন নি, "এর দ্বারা লোকেরা জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য, যদি তোমরা আশ্চর্য কাজ কর; কারণ যিনি আশ্চর্য কাজ করেন তার মধ্যে যদি ভালবাসা না থাকে তাহলে তার আশ্চর্য কাজ অর্থহীন হয়ে যায় (১

করিন্থীয় ১৩:১,২)। খ্রীষ্টের প্রতি আত্মত্যাগ এবং কৃতজ্ঞতার উপদেশ থেকে আমরা যদি একে অন্যকে ভালবাসি, তাহলে খ্রীষ্ট এটি তাঁর ধর্মের অন্যতম নীতি হিসেবে স্থাপন করবেন এবং এটি হবে প্রকৃত মণ্ডলীর নীতি।

(২) খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রকৃত সম্মান হল পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় শ্রেষ্ঠ হওয়া। অন্যদের নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা এবং সম্মান করার জন্য নিজেকে ব্যাপৃত করার চেয়ে কার্যকরী আর কিছুই নেই। এটি কত শক্তিশালী আকর্ষণীয় বিষয় ছিল, তা দেখুন প্রেরিত ২:৪৬-৪৭ পদে। টার্টুলিয়ান বলেছেন, "আদি মণ্ডলীর এটিই ছিল গৌরবের বিষয় যে, একে অন্যের প্রতি ভালবাসা দিয়ে তারা বোঝাতেন যে, তারা যীশুয়ী। তাদের শত্রুরা এটি লক্ষ্য করে বলত, '*দেখ, এই খ্রীষ্টানরা কীভাবে একে অন্যকে ভালবাসে*'।"

(৩) যদি খ্রীষ্টের শিষ্যরা একে অন্যকে ভাল না বাসতেন, তাহলে তাঁরা যে কেবল তাঁদের কাজকে অন্যায়ভাবে তিরস্কার করতেন তাই নয়, কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হত। "ওহ্! যীশু! এরা কি যীশুয়ী? এরা কি সেই ক্রোধী, হিংসুটে, বিদ্বেষকারী, অসৎ চরিত্রের লোক নয়?" যখন আমাদের ভাইয়েরা তাদের সাহায্যের প্রয়োজনে আমাদের কাছে আসেন, যখন তাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের সুযোগ থাকে, যখন তারা আমাদের কাছ থেকে ভিন্ন মনোভাব এবং ভিন্ন আচরণ দেখতে পায় এবং আমাদের মধ্যে শত্রু ভাবাপন্ন অবস্থা এবং চেহারায় বিরক্তি দেখতে পায়, তখন এই অবস্থায় আমাদের দায়িত্ব হল আমাদের নম্র হওয়া এবং ক্ষমা চাওয়া। কারণ এর দ্বারা প্রমাণ হবে আমরা আদৌ খ্রীষ্টের শিষ্য কিনা।

যোহন ১৩:৩৬-৩৮ পদ

এই পদ সমূহে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পিতরের কৌতূহল এবং তাতে বাধা প্রদান।

১. পিতরের প্রশ্ন ছিল বোকামির পরিচায়ক এবং স্থূল (পদ ৩৬): "প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" খ্রীষ্ট তাঁর আগের কথায় উল্লেখ করে বলেছেন: "আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা যেতে পার না।" ভ্রাতৃপ্রেম সম্পর্কে খ্রীষ্ট তাঁদের যে বাস্তব শিক্ষা দিয়েছিলেন, পিতর সেই দিকে তাকালেন না এবং সেই বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করলেন না। কিন্তু তিনি এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, যা খ্রীষ্ট ইচ্ছাপূর্বক তাঁদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যা কেবল ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত সেই সমস্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে অতি কৌতূহল হল আমাদের একটি সাধারণ ত্রুটি। তবে যে সকল প্রকাশিত বিষয় চিরকালের জন্য আমাদের ও আমাদের সন্তানদের, সেই সব বিষয়ের সন্তুষ্টির ব্যাপারে কৌতূহলী হলে তা আগাম বিবেককে পথ দেখাবে, যেন আমরা জানতে পারি স্বর্গে আমাদের জন্য কি করা হয়েছে এবং তা লাভ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে। খ্রীষ্টিয়ানদের কথা-বার্তায় এটি খুব সহজে লক্ষ্য করা যায় যে, তাদের মধ্যে যে সব সরল এবং শিক্ষামূলক আলোচনা চলতে থাকে তা কত শীঘ্র শেষ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আর কোন কথা-বার্তা হয় না এবং বিষয়টি একেবারেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যে সব বিষয়

সন্দেহপূর্ণ এবং অবিশ্বাস্য সেই সব বিষয় নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকে।

২. খ্রীষ্টের উত্তর ছিল শিক্ষামূলক। তিনি কোন পৃথিবীতে যাচ্ছেন সেই সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ দিয়ে তিনি পিতরকে সন্তুষ্ট করেন নি। তাঁর মহিমান্বিত হওয়া এবং আনন্দের বিষয় সম্পর্কে কোন কথা তিনি বলেন নি, যা তাঁর দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে। কিন্তু আগে তিনি যে কথা বলেছিলেন সেই কথাই বললেন এবং এটাই যথেষ্ট ছিল (পদ ৩৬): "আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তুমি এখন আমার পশ্চাৎ যেতে পার না; কিন্তু পরে যেতে পারবে।"

(১) তাঁর অনুসারী হিসেবে আমরা এখানে তাঁর ক্রুশের বিষয় বুঝতে পারি: "আমার পেয়ালায় পান করবার মত এখন তোমরা পর্যাপ্ত বিশ্বাসের শক্তি নেই এবং এই বিষয়ে তোমরা স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ হতে পার নি।" আর এটি খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সময় পিতরের ভীরুতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই কারণে যখন খ্রীষ্টকে ধরা হয়, তিনি তাঁর শিষ্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এদের চলে যেতে দাও," কারণ তাঁরা এখন তাঁকে অনুসরণ করছেন না। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের অবস্থা বিবেচনা করলেন এবং এই কাজ এবং এই কষ্টকর কাজের জন্য তাঁরা যোগ্য নয় বলে তিনি তাদের ত্যাগ করেন নি। যদিও তাঁর পরিচর্যার কাজে তিনি তাঁদের সবল করেছিলেন, যদিও প্রভুর জন্য দুঃখভোগ গ্রহণ করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু এখন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এখনও তাঁর সেই পরিপক্কতা আসে নি, কিন্তু পরে তিনি তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি অবশেষে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর প্রভুর মত। এটি যেন তিনি না ভাবেন যে, যেহেতু তিনি দুঃখভোগ থেকে মুক্ত আছেন তাই কখনোও দুঃখভোগ করবেন না। যদি একবার আমরা ক্রুশকে পাশ কাটিয়ে যাই তাহলে আমরা এই কথা যেন মনে না করি যে, আমরা কখনোই আবার এর সাক্ষাৎ পাব না। আমরা যা জানি তার চেয়ে আরও বড় পরীক্ষা আমাদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে আছে।

(২) তাঁর অনুসারী হিসেবে আমরা এটিকে তাঁর মুকুটের দিকে এগিয়ে যাওয়া হিসেবে বুঝতে পারি: খ্রীষ্ট এখন তাঁর মহিমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং পিতর তাঁর সাথে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন: "না," খ্রীষ্ট বললেন, "তুমি এখন আমার সঙ্গে আসতে পার না। তুমি এখনও স্বর্গের জন্য পরিপক্ক হও নি, এই পৃথিবীতে এখনও তোমার কাজ শেষ হয় নি। অগ্রদূত তোমার জন্য স্থান প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে প্রবেশ করে, কিন্তু তুমি আমাকে পরে অনুসরণ করবে, উত্তম যুদ্ধে যুদ্ধ করার পর এবং যে সময় তোমার জন্য নির্ধারিত করা আছে।" লক্ষ্য করুন, বিশ্বাসীগণ অতি দ্রুত কার্যকরভাবে মহিমান্বিত হওয়ার জন্য প্রত্যাশা করা উচিত নয়, কারণ লোহিত সাগর এবং কেনানের মধ্যে রয়েছে একটি মরুভূমি।

খ. পিতরের আত্মবিশ্বাস এবং তাতে বাধা প্রদান:

১. পিতর দুসাহসের পরিচয় দিয়ে তাঁর প্রতিবাদে স্থির ছিলেন। পিছনে যা ঘটেছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, কেন এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারি না? আপনি কি আমার আন্তরিকতা এবং সঙ্কল্পে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন? আমি আপনার

কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, যদি কোন সুযোগ আসে কিংবা কোন পরিস্থিতি উদয় হয়, আমি অবশ্যই আপনার জন্য জীবন দেব।” অনেকে মনে করেন পিতর উদ্ভট কল্পনা করতেন (যোহন ৭:৩৫)। পিতর ভেবেছিলেন যে, খ্রীষ্ট দূর কোন অঞ্চলে যাত্রা করার কিংবা ভ্রমণ করার পরিকল্পনা করেছেন। আর এই জন্য তিনি তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা দিয়ে বললেন যে, তিনি যেখানে যাবেন তিনিও সেখানে সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। কিন্তু তাঁর প্রভু প্রায়ই তাঁর নিজের দুঃখভোগ সম্পর্কে কথা বলেছেন। এটি নিশ্চিত পিতর তাঁর প্রভুর কথা একেবারেই বুঝতে পারেন নি যে, তিনি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলছেন। থোমা যেমন দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে, “চল আমরাও যাই যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে মরতে পারি এবং তাঁকে ছাড়া বেঁচে থাকার চেয়ে বরং তাঁর সঙ্গে মরে যাওয়া অনেক ভাল।” এখানে দেখুন:

(১) আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি পিতরের কি সদয় ভালবাসা রয়েছে: “আপনার জন্য আমি আমার প্রাণও দেব এবং আমি এর চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে পারি না।” আমি বিশ্বাস করি পিতর যেভাবে চিন্তা করেছেন ঠিক সেভাবে কথা বলেছেন। আর যদিও তিনি অবিবেচক ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞায় আন্তরিক ছিলেন না। লক্ষ্য করুন, আমাদের জীবন থেকে খ্রীষ্ট আমাদের কাছে আরও প্রিয় হবেন যখন আমরা খ্রীষ্টের পরিচর্যার জন্য নিজের জীবন দান করতে পারব (প্রেরিত ২০:২৪)।

(২) তাঁর প্রতিবাদ ব্যক্ত করার জন্য কত মন্দভাবে তিনি এই প্রশ্ন উপস্থাপন করেছিলেন: “প্রভু, কেন এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারি না? আপনি কি আমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?” (১ শমূয়েল ২৯:৮)। লক্ষ্য করুন, এটি সত্য ভালবাসার কথা শোনার জন্য দুঃখের সঙ্গে সর্বসমক্ষে প্রশ্ন করার মত (যোহন ২১:১৭)। খ্রীষ্ট বস্তুত এই কথা বলেছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে একজন শয়তান রয়েছে; আর সে কে তা প্রকাশিত হয়েছিল এবং সে তাঁদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিল। আর এই কারণে পিতর মনে করেছিলেন যে, তিনি আরও নিশ্চয়তার সঙ্গে তার নিজের আন্তরিকতার প্রসঙ্গে কথা বলতে পারবেন। “প্রভু আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, আমি কখনোও আপনাকে ছেড়ে চলে যাব না, সুতরাং কেন আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারব না”? আমরা মনে করতে পারি যে, আমরা যে কোন কাজ করতে পারি, পরবর্তী সময়ে আমরা আমাদের ভুল দেখতে পাই এবং বুঝতে পারি আমরা যা বলেছি তা ভুল ছিল এবং অন্য কিছুই আমরা করতে পারি না। কারণ প্রভুর সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।

২. পিতরের অস্থিরতার প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট তাঁকে বিস্ময়কর একটি কথা বললেন, পদ ৩৮। আমরা নিজেদের যতটা জানি খ্রীষ্ট তার চেয়ে আরও ভাল জানেন। যাদের তিনি ভালবাসেন এই সব বিষয় তাদের কাছে প্রকাশের অনেক উপায় তাঁর জানা আছে। তিনি তা সেইভাবে প্রকাশ করে থাকেন এবং অহংকারের বিষয়গুলো থেকে লুকিয়ে রাখেন।

(১) খ্রীষ্ট পিতরকে তাঁর সাহসিকতার সম্বন্ধে তিরস্কার করলেন: “সত্যিই কি আমার জন্য তুমি তোমার নিজের প্রাণ দেবে?” আমি মনে করি, হয়তো তিনি এই কথা মৃদু হেসে বলেছিলেন: “পিতর, তোমার প্রতিজ্ঞা অনেক বড়, এটি বিশ্বাস করা খুব কঠিন, তুমি কল্প-নাও করতে পারবে না জীবন দেওয়া কত বাধাজনক এবং কষ্টকর এবং মৃত্যুবরণ করা কত

কঠিন কাজ। যা বললে তা এত সহজে করা যায় না।” খ্রীষ্ট এর ফলে পিতরকে পুনর্বিবেচনার জন্য উৎসাহিত করলেন, এর মানে এই নয় যে পিতর তাঁর প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন অথবা পিছু হটে গিয়েছিলেন, কিন্তু যেন তিনি বুঝতে পারেন এর মধ্যে শর্ত সন্নিবেশ করার প্রয়োজন আছে, “প্রভু, তোমার ক্ষমতায় আমি তা করতে পারব। তোমার শক্তিতে এবং তোমার অনুগ্রহে আমি আমার জীবন তোমার জন্য দিতে পারি।” *“আমাকে অনুসরণ করতে নিজের নৌকা, জাল ইত্যাদি ত্যাগ করা সহজ বিষয়, কিন্তু নিজের জীবন দান করা মোটেই সহজ বিষয় নয়।”* তাঁর প্রভু স্বয়ং কষ্টভোগ করেছিলেন, যখন মৃত্যু তাঁর কাছে এসেছিল এবং শিষ্যরা অবশ্যই তাদের প্রভু থেকে বড় নন। লক্ষ্য করুন, এই খুব ভাল বিষয় হবে যদি আমরা আমাদের অসঙ্গত প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে থাকি।

(২) সঙ্কটপূর্ণ সময়ে তাঁর কাপুরুষতা সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। তাঁর দম্ভোক্তির মুখ বন্ধ করতে, পাছে পিতর আবার এই কথা বলে বসেন, “হ্যাঁ প্রভু, আমি অবশ্যই তা করব।” খ্রীষ্ট অত্যন্ত গম্ভীরভাবে নিশ্চয় করে বললেন, “সত্যি, সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, যতক্ষণ তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার না কর, ততক্ষণ মোরগ ডাকবে না।” তিনি কিন্তু এই ধরনের কথা বলেন নি – *এই রাতে*, কারণ সম্ভবত এটি নিস্তার-পর্বের দুই রাত আগের ঘটনা। বরং “খুব শীঘ্র এক রাতের ব্যবধানে তুমি আমাকে চেন না বলে তিন বার অস্বীকার করবে। একে একে তিনবার তুমি আমাকে চেন না বলে অস্বীকার না করা পর্যন্ত মোরগ ডেকে উঠবে না।” মোরগের ডাক উঙ্গিত দেয়:-

[১] পিতর যে অসম্ভব একটি ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা এই রাতে রক্ষা করার পরীক্ষায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু খ্রীষ্ট এই বিষয়টি আগে থেকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

[২] মোরগের ডাক পিতরের কৃতকর্মের জন্য তাঁর অনুতাপের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। যা খ্রীষ্ট অবশ্য তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে উল্লেখ করেন নি। খ্রীষ্ট যা কেবল আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, যিহূদা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। যদিও এটি যে শুধুমাত্র তাঁর মনের কল্পনা ছিল তা নয়, কিন্তু তিনি এটিও দেখেছিলেন যে, পিতর তাঁকে চেনেন না বলে তিন বার অস্বীকার করবেন। খ্রীষ্ট যে কেবল পাপীদের দুষ্টতা সম্পর্কে জানেন তাই নয় কিন্তু তিনি বিশ্বাসীদের সমস্ত দুর্বলতা সম্পর্কেও জানেন। খ্রীষ্ট পিতরকে বলেছিলেন:-

প্রথমত, তিনি তাঁকে অস্বীকার করবেন, তাঁকে শপথপূর্বক পরিত্যাগ করবেন এবং তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন: “তুমি যে কেবল আমাকে অব্যহতভাবে অনুসরণ করবে না তাই নয়, কিন্তু তুমি যে কখনো আমার শিষ্য ছিলে এ কথা বলতেও তুমি লজ্জাবোধ করবে।”

দ্বিতীয়ত, এই অস্বীকারের কথা যে কেবল একবার তাঁর মুখ ফসকে বের হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, কিন্তু বিরতি নেবার পর এভাবে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার এই অস্বীকারের কথা পুনরুক্তি করেছিলেন। আর এটি সত্যকেও প্রকাশ করেছিল। আমরা সাধারণভাবে এটি কারণ হিসেবে স্বীকার করি, কেন পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অস্পষ্ট এবং রূপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, কারণ হল, যদি তারা খুব সহজভাবে ঘটনার বর্ণনা করতেন তাহলে হয়

এর ফলে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে ব্যর্থ হত অথবা মানুষ স্বাধীনতার অপব্যবহার করতো এবং আরও স্বেচ্ছাচারী হত। তবুও পিতরের এই সরল অস্বীকারের ভবিষ্যদ্বাণী করার মাধ্যমে খ্রীষ্ট সামান্যতমভাবেও পিতরকে পাপী হিসেবে চিহ্নিত করেন নি। কিন্তু আমরা এ কথা ভালভাবে কল্পনা করতে পারি যে, পিতরের এই সাহসিকতাপূর্ণ কথা বলার জন্য কতটা সংযত হওয়া উচিত ছিল এবং এই সংযতভাবে কথা বললে তাঁকে এভাবে অস্বীকার করতে হত না। তাকে হসায়েলের মত বলতে হত, "মাত্র একটি কুকুরের মত আপনার দাস কেমন করে এই সাহসের কাজ করবে?" তিনি যদি সংযত হয়ে কথা বলতেন তাহলে তাঁকে এভাবে অপ্রস্তুত হতে হত না। লক্ষ্য করুন, সবচেয়ে নিরাপদ অবস্থা সাধারণত সামান্যতম নিরাপত্তা দান করে থাকে যারা নিজের শক্তি এবং ক্ষমতার উপর নির্ভর করে দৃঢ়ভাবে সাহসিকতা প্রকাশ করার চেষ্টা করে তারা সহজেই লজ্জাজনকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে থাকে (১ করিন্থীয় ১০:১২)।

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৪

এই অধ্যায়ে রয়েছে রাতের খাবারের পর শিষ্যদের সঙ্গে খ্রীষ্টের কথোকথনের চলমান পরবর্তী অংশ। যখন তিনি যিহূদাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং তাকে চলে যেতে দিলেন, তখন তিনি নিজেকে স্থির এবং শান্ত রাখতে সমর্থ হলেন। তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে তাঁর বিদায়ের কথা বলার জন্য তাঁর মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়েছিল। তিনি তাঁদের অনেক ভাল ভাল কথা বললেন এবং সান্ত্বনার বাণী শোনালেন। এই কথা-বার্তা ছিল আলাপ আলোচনামূলক। যেমন এর আগের অধ্যায়ে পিতর খ্রীষ্টের আলোচনার মাঝে কথা বলেছিলেন এই অধ্যায়ে তেমন থোমা এবং যিহূদা (ইস্কারিয়োৎ নয়) এবং ফিলিপ। খ্রীষ্ট যে কথা বলেছিলেন তাতে তাঁরা তাঁদের মন্তব্য করে আলোচনাকে ব্যহত করেছিলেন। তবে খ্রীষ্ট তাঁদের স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই উন্মুক্ত আলোচনা ছিল ধর্মীয় বক্তৃতার মত শিক্ষামূলক। এই অধ্যায়ের সাধারণ উদ্দেশ্য প্রথম পর্বের মধ্যে রয়েছে। এর পরিকল্পনা হল তাঁদের মন থেকে অস্থিরতাকে দূরে সরিয়ে রাখা, যেন তাঁরা এতে অবশ্যই বিশ্বাস করেন এবং চিন্তা করেন: ক. অনন্তকালীন বাসস্থানস্বরূপ স্বর্গ, পদ ২,৩। খ. খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁদের পথস্বরূপ, পদ ৪-১১। গ. তাঁদের প্রার্থনার প্রভাবে তাঁরা মহা ক্ষমতায় ভূষিত হবেন, পদ ১২-১৪। ঘ. অন্য সাহায্যকারী বা সান্ত্বনাকারীর আগমন, পদ ১৫-১৭। ঙ. তিনি চলে যাবার পর তাঁর এবং শিষ্যদের মধ্যে সহভাগিতা এবং যোগাযোগ স্থাপিত হবে, পদ ১৮-২৪। চ. যে পবিত্র আত্মা তাঁদের দেওয়া হবে সে সম্পর্কে তাঁদের শিক্ষা দান, পদ ২৫,২৬। ছ. তাঁদেরকে খ্রীষ্টের শান্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞা, পদ ২৭। জ. তাঁর চলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে খ্রীষ্টের নিজের প্রসন্নতা, পদ ২৮-৩১। আর এই সব বিষয় যা তিনি তাঁদের বলেছিলেন তা তাঁর সকল বিশ্বস্ত শিষ্যদের জন্য ছিল সান্ত্বনার পরিকল্পনা।

যোহন ১৪:১-৩ পদ

এই পদ সমূহে আমরা দেখতে পাব:

ক. মনের অস্থিরতার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাধারণভাবে সতর্ক করে দিলেন (পদ ১): "তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক্।" তাঁরা এই পরীক্ষার মধ্যে পরে অস্থির হতে শুরু করলেন। আমরা এখানে দেখি:

১. খ্রীষ্ট কীভাবে এটি লক্ষ্য করলেন। সম্ভবত এটি তাঁদের চেহারায় প্রকাশ পেয়েছিল (যোহন ১৩:২২): "তাঁরা একে অন্যের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে এবং চিন্তিতভাবে তাকাতে লাগলেন।" আর খ্রীষ্ট তাঁদের সবার দিকে তাকিয়ে তাঁদের চেহারার এই উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করলেন। অন্তত খ্রীষ্টের কাছে এই বিষয়টি বোধগম্য হল, যিনি আমাদের অপ্রকাশিত সমস্ত গোপন দুঃখ, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বেদনার রক্তক্ষরণের সঙ্গে একান্তভাবে পরিচিত। আমরা কতটা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছি তিনি কেবল সে কথাই জানেন তা নয় কি আমাদের

দুঃখ-কষ্ট আমাদের কতটা বিপর্যস্ত করেছে এবং কীভাবে আমাদের মনকে অস্থিরতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখে তাও জানেন। তাঁর নিজের লোকেরা যখনই কোন বিপদের মধ্যে পড়েন তিনি তখনই তা জানতে পারেন এবং সেই বিপদ এবং প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। *তিনি আমাদের মনের দুঃখ সকল জানেন*। বিভিন্ন বিষয় একসঙ্গে যুক্ত হয়ে শিষ্যদের মনকে অস্থির করে তুলছিল।

(১) খ্রীষ্ট কিছু সময় আগে শিষ্যদের মধ্যে কারও কারও কাছ থেকে দয়াহীন ব্যবহার পাবার বিষয়ে কথা বলেছিলেন। আর এই কথা তাদের সকলকে অস্থির করে তুলেছিল। বিশেষ করে পিতর সম্পর্কে যে কথা তিনি বলেছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে পিতর অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। অন্য শিষ্যরাও পিতরের জন্য দুঃখ করেছিলেন এবং এই ভেবে তাঁরা নিজেদের জন্য দুঃখ করেছিলেন যে, হয়তো তাঁদের মধ্যে কেউ নির্বুদ্ধিতার কাজ করে অনভিপ্রেত কোন কাজ করতে বসতে পারেন। তাছাড়া তাঁদের কারও কারও আচরণের কথা ভেবেও তাঁরা দুঃখার্ত হয়েছিলেন। আর খ্রীষ্ট এই অবস্থায় তাঁদের সান্ত্বনা দান করলেন। যদিও ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি আমাদের সন্দেহের প্রবণতার জন্য আমাদের নম্র হওয়া এবং সতর্ক থাকা প্রয়োজন, তবুও এই সন্দেহ আমাদের আত্মার ব্যাকুলতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না এবং আমাদের পবিত্র আনন্দকে শীতল করতে পারবে না। কারণ প্রভু তার অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের ধরে রাখবেন।

(২) খ্রীষ্ট কিছু সময় আগে তাঁদের কাছে তাঁর চলে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। তিনি এমনিই চলে যাবেন তা নয়, কিন্তু তিনি এক গভীর দুঃখভোগের মধ্যে দিয়ে চলে যাবেন। খুব শীঘ্র তাঁরা শুনতে পাবেন কী অ বিশ্বাসজনক কথা তাঁকে বলা হবে যা তাঁদের মনকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে তুলবে। তাঁরা অবশ্যই দেখতে পাবেন কী নিষ্ঠুর এবং বর্বর আচরণ করে তাঁকে শত্রুরা মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করেছে। যা তাঁদের হৃদয়ে তরবারির আঘাতের মত মনে হবে। কারণ তাঁরা তাঁকে ভালবাসেন, তাঁকে প্রভু বলে বেছে নিয়েছেন এবং সব কিছু ফেলে তাঁর পিছনে পিছনে চলেছেন। এখন আমরা খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ অবস্থার দিকে তাকালে বিলাপ করি না অথবা গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করি না, কারণ প্রভু এই ক্রুশের মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হয়েছেন এবং এই মৃত্যু হল পাপীদের পরিত্রাণের উপায়, তাঁর ক্রুশের মৃত্যুর ফল হল পরিত্রাণ। কিন্তু শিষ্যদের চোখে এই দৃশ্য খুবই বেদনাদায়ক ছিল, যা তাঁরা কখনোই দেখেন নি এবং যা তাঁরা প্রত্যাশাও করেন নি। যদি খ্রীষ্ট তাঁদের কাছ থেকে চলে যান:-

[১] তাঁরা তখন খুব লজ্জায় এবং হতাশায় ডুবে যাবেন, যখন তাঁরা দেখবেন যে, তাঁদের প্রত্যাশা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করার জন্য তাঁর জাগতিক ক্ষমতা এবং মহিমা ব্যবহার করছেন না এবং এতদিন বৃথাই তাঁর পেছনে পেছনে চলেছিলেন। এখন যদি তিনি যে দারিদ্র এবং দীনভাবে জীবন-যাপন করেছিলেন ঠিক সেই অবস্থায় এই পৃথিবী থেকে চলে যান, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবেন।

[২] তাঁরা দুঃখার্ত মনে এই কথা মনে করবে যে, খ্রীষ্ট তাঁদের ছেড়ে চলে গেছেন তাই তাঁরা ভয়ানক বিপদগ্রস্থ হবেন। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার দ্বারা জানেন যে, যখন আকস্মিকভাবে

কোন বিপদ এসে উপস্থিত হয় তখন তাঁরা মানসিকভাবে খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। ঐ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হত না, কিন্তু তাঁদের প্রভুর উপস্থিতির ফলে ঐ বিপদ দূর হয়ে যেত। আর এই কারণে তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক্।" তিনি যে গভীর কথা বলেছেন তা ছিল অত্যন্ত অর্থবোধক, এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে যার উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

প্রথমত, উদ্বিগ্ন শব্দটির উপর – *Me tarassestho*। বিক্ষুব্ধ সাগর যখন কোনভাবেই শান্ত হচ্ছিল না তখন যেভাবে তাঁদের মন অস্থির হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমন করে হঠাৎ উপস্থিত কোন গোলমাল কিংবা বিশৃঙ্খল অবস্থার সম্মুখীন হলে তাঁরা যেন অস্থির হয়ে না ওঠেন। তিনি এ কথা বলেন নি, "তোমাদের মনে যেন কোন শোক কিংবা দুঃখ না আসে।"

দ্বিতীয়ত, হৃদয় শব্দটির উপর: "যদি তোমাদের জাতি এবং শহর অস্থির হয়ে উঠে, যদি তোমাদের ছোট্ট পরিবার এবং এই দলে কোন কষ্ট নেমে আসে, তবুও তোমাদের হৃদয় যেন অস্থির হয়ে না ওঠে। আমি সশরীরে তোমাদের মধ্যে থাকব না বটে, কিন্তু তাতে তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ো না। তোমাদের হৃদয়কে রক্ষা করো।" হৃদয় বা মন হলো প্রধান দুর্গ। আপনি যাই করুন না কেন, আপনার মনকে অস্থির থেকে দূরে রাখুন, অত্যন্ত যত্নপূর্বক মনকে রক্ষা করুন। আত্মাকে অবশ্যই মন্দতা থেকে রক্ষা করতে হবে। এই জন্য আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমাদের আত্মা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

তৃতীয়ত, তোমরা শব্দটির উপর: "তোমরা যারা আমার শিষ্য এবং পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোক, আমার মনোনীত, পবিত্র একজন, এই অবস্থায় অন্যরা যেভাবে শোকে এবং দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ে সেভাবে তোমরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ো না কারণ তোমরা সব কিছুই ভাল করে জান; সিয়োনের পাপীরা কম্পিত হবে, কিন্তু সিয়োনের সন্তানেরা তাদের রাজার মধ্যে আনন্দ করবে।" এতে খ্রীষ্টের শিষ্যরা অন্যদের চেয়ে বেশি কিছু করবেন। তাঁরা তাঁদের মনকে শান্ত রাখবেন, যদিও তাদের চারপাশের সব কিছুই অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলতার মধ্যে থাকবে।

২. মনের এই অস্থিরতার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিকারের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি দেখেছিলেন যে, এই অস্থিরতা তাঁদের মধ্যে প্রবলভাবে চেপে বসেছে। তিনি প্রায়ই বিশ্বাসের কথা বলতেন – *Pisteuete*।

(১) কেউ কেউ এর উভয় অংশ আদেশসূচক হিসেবে পড়ে থাকেন: "ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস কর এবং তাঁর ক্ষমতা এবং করুণার উপর আস্থা রাখ। আমার উপরও তোমরা বিশ্বাস রাখ এবং আমার মধ্যস্থতায় আস্থা রাখ। খ্রীষ্টের ধর্মের নীতির মহা সত্যের উপর তোমাদের বিশ্বাসকে স্থাপন কর: তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি অতি পবিত্র প্রজ্ঞাবান, সর্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময়। তিনি পৃথিবীর শাসনকর্তা, সব কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা আছে, মানুষের মঙ্গলের জন্য সব কিছু বিতরণ করার সামর্থ তাঁর রয়েছে, যা আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি সেই পবিত্র ধর্মের অসাধারণ শিক্ষাসমূহ তোমাদের মনে শান্তি এবং সান্ত্বনা দান করবে।"

(২) কিন্তু এর আগে আমরা পড়েছি যে, সেখানে এই সত্যতা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে তাঁরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন, কারণ তিনি তা তাঁদের আদেশ দিয়েছিলেন: "কিন্তু যদি তোমরা প্রচণ্ড ঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার, তখনও কিন্তু তোমরা আমার উপর বিশ্বাস রেখো।" খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের অঙ্গীকারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি এবং তাঁর অনুগ্রহ এবং প্রতিজ্ঞার সুবিধা ভোগ করতে পারব। অন্যথায় আমরা পাপী হিসেবে নিরাশার মধ্যে থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের স্মৃতি আমাদের অস্থির করে তুলবে। কিন্তু ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার দ্বারা ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাসের ফলে আমরা সান্ত্বনা লাভ করতে সক্ষম হব। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, যেভাবে সমস্ত মানুষ পিতাকে সম্মান করে তেমনি করে যেন পুত্রকেও সকলে সম্মান করে। পিতাকে যেভাবে তারা বিশ্বাস করে পুত্রকেও যেন তেমন করে বিশ্বাস করে। যারা প্রকৃতরূপে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তারা খ্রীষ্টকেও বিশ্বাস করবে। তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন এবং খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার ফলে মন থেকে সমস্ত অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। মনের কষ্ট এবং দুঃখের শ্রেষ্ঠ প্রতিকার হল বিশ্বাসের আনন্দ এবং প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করার উপায়। ধার্মিক বিশ্বাস দ্বারা বেঁচে থাকবে। "বিশ্বাস না করা পর্যন্ত আমি মূর্চ্ছিতের মত থাকব।"

খ. অনন্ত জীবনের উপর বিশ্বাস করার জন্য এখানে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পদ ২,৩। তিনি তাদের এই নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখেন এবং তাঁকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু কি কারণে তাঁরা ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস রাখবেন? একটি সুখী জীবনের জন্য তাঁদের উপর বিশ্বাস করবেন যখন এই দেহ এবং এই পৃথিবী আর থাকবে না এবং অনন্ত পৃথিবীতে যেন অনন্তকাল ধরে সুখে থাকতে পারে। তিনি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যেন এই বর্তমান সময়ে তাদের অন্তরের অস্থিরতার মাঝে তারা ভবিষ্যতের সুখের কথা জানতে পেরে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন। সেই সুখ হল স্বর্গের সুখ যা তাদের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। বিশ্বাসীগণ তাদের মহা সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে খ্রীষ্টের এই কথায় উৎসাহিত হতে পারেন। স্বর্গ সবার ক্ষতিপূরণ করবে। আসুন আমরা দেখি কীভাবে এটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. কি বিশ্বাসের অধীনে স্বর্গের সুখের কথা উপস্থাপন করা হয়েছে: বাড়ির কথা বলা হয়েছে। খ্রীষ্টের পিতার থাকবার জন্য অনেক বাড়ি আছে।

[১] স্বর্গ হল বাড়ি, এটি তাঁবু কিংবা আবাস-তাঁবু নয়। এটি এমন বাড়ি যা মানুষের হাতের দ্বারা তৈরি নয়, এটি অনন্তকাল স্বর্গে সংস্থাপিত।

[২] এটি হল পিতার বাড়ি: "আমরা পিতার বাড়ি।" আর তাঁর পিতা মানে আমাদেরও পিতা, যার কাছে তিনি ফিরে যাচ্ছেন। এই জন্য তাঁদের বড় ভাইয়ের অধিকারে ও ক্ষমতায় তাঁদের সুখের মাঝে অর্থাৎ তাঁদের নিরূপিত বাড়িতে সাদরে গৃহীত হবেন। এটি তাঁর বাড়ি, যিনি রাজার রাজা এবং প্রভুদের প্রভুদের প্রভু, যিনি আলোতে বাস করেন এবং অনন্তকাল ধরে বাস করবেন।

[৩] সেখানে অনেক বাড়ি আছে, এর অর্থ হল:

প্রথমত, স্বতন্ত্রভাবে বাস করবে। প্রত্যেকের জন্য পৃথক কামরা আছে। সম্ভবত এখানে মন্দিরে আগত বিশ্বাসীদের মত আলাদা আলাদা কামরার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বর্গে প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য পৃথক পৃথক কামরার ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও এটি সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে, তবুও আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য হারাব না। ইস্রায়েল জাতির প্রত্যেকের কনানে তাদের স্বতন্ত্র অংশ ছিল এবং প্রত্যেক প্রাচীনদের জন্য জায়গা রয়েছে বাস করার (প্রকাশিত বাক্য ৪:৪)।

দ্বিতীয়ত, চিরকাল বাস করবে। *Monai* – শব্দটি এসেছে *mneio, maneo* থেকে, যার অর্থ হচ্ছে *স্থায়ী জায়গা*। এই বাড়ি চিরস্থায়ী। আমাদের আবাস্থল একটি নির্দিষ্ট সময় কিংবা এক বছরের জন্য নয়, কিন্তু তা অনন্তকালের জন্য। আমরা এখানে হোটেলে থাকার মত বসবাস করছি। কিন্তু স্বর্গে আমরা চিরস্থায়ীভাবে বাস করার জন্য বন্দোবস্ত পাব। শিষ্যরা খ্রীষ্টের বসবাসের জন্য তাঁদের ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন, যাঁর মাথা রাখার জন্য জায়গা ছিল না; কিন্তু স্বর্গে তাঁদের বাস করার জন্য খ্রীষ্ট বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন।

[৪] সেখানে অনেক বাড়ি রয়েছে, কারণ অনেক সন্তানকে মহিমান্বিত অবস্থায় সেখানে নেওয়া হবে এবং খ্রীষ্ট তাদের প্রকৃত সংখ্যা জানেন। তাঁর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বিশ্বাসী আসার ফলে কোন কামরা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে না। খ্রীষ্ট পিতরকে বলেছিলেন যে, তিনি যেখানে যাচ্ছেন, পরে পিতর সেখানে যেতে পারবেন (যোহন ১৩:৩৬)। কিন্তু তারা কেউ যেন হতাশ এবং নিরাশ না হয়, কারণ স্বর্গে তাদের সবার জন্য অনেক বাড়ি আছে (আদিপুস্তক ২৬:২২)।

(২) এই সুখের চিরস্থায়ী আবাসের কি নিশ্চয়তা আমাদের দেওয়া হয়েছে তা দেখুন এবং কত আন্তরিকভাবে আমাদের কাছে এই বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে: "তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম। যদি তোমাদের মনে এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে, আমার জন্য তোমরা তোমাদের জীবিকার উপায় পরিত্যাগ করবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়বে, ভবিষ্যত এবং অদেখা সুখের আশায়, তাহলে আমি অচিরেই তোমাদের মনের সমস্ত ভুল ধারণা দূর করবো।" এই নিশ্চয়তা স্থাপিত হয়েছে:-

[১] তাঁর বাক্যের সত্য নিষ্ঠার উপর। এটি এই অর্থ প্রকাশ করে: "যদি সেখানে এই রকম সুখের অতি উত্তম এবং বাসযোগ্য স্থান না থাকত তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে এইভাবে আশ্বাস দিতাম না যে, আমার পিতার বাসায় থাকার জন্য অনেক জায়গা আছে।"

[২] তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসার গভীরতার আন্তরিকতার উপর। তিনি যেমন সত্য এবং তাঁদের ভুল পথে চালিত করবেন না এবং মিথ্যা আশ্বাস দেবেন না, তেমনি তিনি দয়ালু। তিনি তাঁদের ভুল পথে চালিত করে তাদের জীবন দুঃখ দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত করবেন না। যদি আদৌ সেখানে কোন বাড়ি না থাকে, যদি তাঁদের কারও জন্য কোন পরিকল্পনা না করা হত, তাহলে যারা সব কিছু ছেড়ে তাঁদের পিছনে পিছনে চলছিলেন, তিনি তাঁদের অবশ্যই যথা সময়ে এই ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাত করতেন যে, তাঁরা এই পৃথিবীতে সম্মানজনক আশ্রয় লাভের জন্য প্রত্যাবর্তন করবেন এবং সেখানে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারবেন।

লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের মঙ্গল ইচ্ছা হল তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের আশা যেন পূর্ণ হয়। তিনি আমাদের অত্যন্ত ভালবাসেন এবং আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা হল তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের আশা যেন পূর্ণ হয়। তিনি আমাদের অত্যন্ত ভালবাসেন এবং আমাদের প্রতি তাঁর পরিকল্পনাও খুব মঙ্গলজনক।

২. খ্রীষ্ট স্বর্গে গিয়ে তাঁর শিষ্যদের জন্য স্থান প্রস্তুত করার যে পরিকল্পনা করেছেন তা বিশ্বাস করা এবং গ্রাহ্য করা। আমার চলে যাওয়ার কথা ভেবে তোমরা অত্যন্ত দুঃখার্ত হয়ে পড়েছ, কার্যত আমি সেখানে যাচ্ছি অগ্রগামী দূত হিসেবে, যেন সেখানে তোমাদের প্রবেশের পথ সুগম হয়।” তিনি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করার জন্য গেছেন, এর অর্থ হল:-

(১) আমাদের পরামর্শদাতা এবং উকিলের মত আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেছেন এবং একইভাবে যে অধিকার কখনো হারায় না সেই অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে গেছেন। অধিকার এবং কর্তৃত্ব খ্রীষ্টকে দেওয়া হয়েছে, এই জন্য খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে সেই অধিকার লাভ করতে এবং ভোগ করতে পারা যায়।

(২) আমাদের আপনজন এবং পিতার মত আমাদের জন্য জায়গা বন্দোবস্ত করতে গেছেন। স্বর্গের সুখ যদিও পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই প্রস্তুত করা হয়েছিল, কিন্তু মানুষের পাপের জন্য তা আবার প্রস্তুত করতে হয়েছিল। সেখানে খ্রীষ্টের উপস্থিতি উপযুক্ত করণের জন্য সহায়ক হবে এই কারণে সেই মহিমার মধ্যে তাঁর আগে প্রবেশ করা আবশ্যক যেখানে তাঁর শিষ্যরাও অংশী হবেন। যদি খ্রীষ্ট স্বর্গে না থাকেন তবে খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য তা হবে অপ্রস্তুত স্থান। তিনি তাদের জন্য মেজ প্রস্তুত করতে গিয়েছেন এবং তাদের জন্য সিংহাসন প্রস্তুত করতে গিয়েছেন (লূক ২২:৩০)। এইভাবে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গের সুখের উপযুক্ততা সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছিলেন, যাদের জন্য যিনি সেই স্থান প্রস্তুত করেছেন।

৩. এই কথা বিশ্বাস করা এবং গ্রাহ্য করা যে এই কারণে তিনি আবার যথা সময়ে ফিরে আসবেন, যেন তিনি যে স্থান স্বয়ং অধিকার স্থাপন করতে এবং বিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করতে গিয়েছেন, সেখানে তিনি তাঁদের তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন (পদ ৩): “আমি গিয়ে যদি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করি, যদি এটি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নিশ্চিত থাক যখন সব প্রস্তুত করা হবে, তখন আমি আবার আসব এবং তোমাদের নিয়ে আসব। এই কারণে পরে তোমরা সেখানে আমার সঙ্গে উপস্থিত হবে যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার।” বাস্তবিক এই কথাগুলো অনেক সান্ত্বনাদায়ক।

(১) যীশু খ্রীষ্ট পুনরায় আসবেন। *Erchomai* – *আমি আসবো* – এই নিশ্চয়তা দেয় যে, তিনি আবার আসবেন যেন প্রতিদিনই তিনি তাদের কাছে থাকেন, এইভাবে খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে আবার আসবেন। তাঁর দ্বিতীয় আগমনকে উপলক্ষ্য করে তিনি বিশ্বাসীদের প্রস্তুত থাকার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের যে নিশ্চয়তা তিনি আমাদের দিয়েছেন, তা আমাদের মনের অস্থিরতা থেকে অপূর্বভাবে রক্ষা করে (ফিলিপীয় ৪:৫; যাকোব ৫:৮)।

(২) যেন তিনি আবার এসে তাঁর সমস্ত শিষ্যদের তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য গ্রহণ করতে পারেন। তাঁরা আলাদাভাবে মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাঁদের একজন একজন করে সংগ্রহ করা হবে, কিন্তু শেষ দিনে তাঁরা সবাই একসঙ্গে পবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করবেন। আর যখন খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁদের গ্রহণ করার জন্য আসবেন এবং তাঁদেরকে তাঁর প্রাচুর্যপূর্ণ অনুগ্রহের মধ্যে চালিত করবেন এবং তাঁর প্রাচুর্যপূর্ণ ভালবাসার মধ্যে স্বাগত জানাবেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর পরম সম্মান এবং ভালবাসার সাক্ষ্য তুলে ধরলেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হল যেন আমাদের একসঙ্গে মিলিত করে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন (২ থিষলনীকীয় ২:১)।

(৩) যেন তিনি যেখানে থাকেন তাঁরাও সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারেন। এর অর্থ অন্যান্য পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে ঘোষিত হয়েছে, যারা প্রকৃত বিশ্বাসী তারা খ্রীষ্ট যেখানে থাকেন স্বর্গের সেই সুখের মধ্যে তাঁর সঙ্গে থাকবেন (যোহন ১৭:২৪; ফিলি ১:২৩; ১ থিষ ৪:১৭)। খ্রীষ্ট তাঁদের এই কথা বললেন, এখন তিনি তাঁদের সঙ্গে যেভাবে অবস্থান করছেন ঠিক তেমনি সেখানেও তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করবেন। তিনি বলেছেন, "আমি যেখানে থাকব সেখানে খুব শীঘ্র আমি চলে যাব। যেখানে আমি প্রবেশ করতে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা খুব শীঘ্র প্রবেশ করবে, খুব শীঘ্র তোমরা সেখানে যাবে; কেবল সেখানে থাকবে তা নয়, কিন্তু একই জায়গায় থাকবে। কিন্তু এখানে এই অবস্থায় কেবল তোমরা দর্শকের মত তাঁর মহিমা দেখবে তা নয়, যেমন পদতে তিন জন শিষ্য দেখেছিল, কিন্তু সেখানে সকলেই তাঁর অংশী হবে।"

(৪) তিনি আমাদের জন্য সেখানে স্থান প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত থেকে এই কথা বলেছেন, কারণ তাঁর প্রস্তুতি নিষ্ফল হবে না। তিনি সেখানে কোন আবাস তৈরি করবেন না এবং তা সজ্জিত করবেন না এবং পিতার বাড়ি খালিও রাখবেন না। তিনি তাঁর অধিকারের সব কিছু সজ্জিত করবেন। যদি আমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেই প্রস্তুতকৃত স্থানে যাব। তিনি যথা সময়ে আমাদের এই অধিকারের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান যেমন আমাদের পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা তেমনি তাঁর স্বর্গে গমন, বিজয় এবং মহিমা, আমাদের স্বর্গে গমন, বিজয় এবং মহিমা স্বরূপ।

যোহন ১৪:৪-১১ পদ

খ্রীষ্ট তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁদের জন্য স্বর্গের সুখ স্থাপন করেছিলেন। এখন তিনি দেখালেন যে, স্বয়ং তিনি হলেন স্বর্গের সুখের পথ। তিনি তাঁদের বললেন যে, লক্ষ্যকে পূর্ণ করার জন্য তাঁদের পথ সম্পর্কে যেন ভালভাবে অবগত হতে পারেন এবং যা তাঁরা জেনেছেন সেই পথ ধরে যেন তাঁরা এগিয়ে যান: "তোমরা জানো।" এই কথার অর্থ হল:

১. "তোমরা তো জানো, এমন কোন গুপ্ত বিষয় নেই তা আমি তোমাদের বলি নি, সব বিষয় আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি। স্বর্গ থেকে খ্রীষ্টকে নামিয়ে আনার জন্য কারো স্বর্গে যাবার প্রয়োজন নেই কিংবা মৃতদের যায়গায় যাবার প্রয়োজন নেই, কারণ ঈশ্বর বাক্য তোমাদের সঙ্গেই আছে (রোমীয় ১০:৬-৮), তোমাদের অন্তরে আছে।"

২. "তোমরা জানো যে, বাড়ি কোনটি এবং পথ কোনটি। এখনও হয়তো তোমরা দ্বিধা-

দ্বন্দে আছ যে, বাড়ি কোনটি এবং পথ কী। তোমাদের এই সম্পর্কে বলা হয়েছে। যদি তোমরা স্মরণ করার চেষ্টা কর এবং চিন্তা করে দেখ তাহলে বুঝতে পারবে।” লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট চান যেন তাঁর লোকদের জ্ঞান যেন বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা তাঁদের জ্ঞানকে যথাসাধ্য ব্যবহার করেন, যদিও তাঁরা দুর্বল এবং তাঁদের অনেক ত্রুটি রয়েছে। তাঁরা নিজেরা যতটুকু জানেন তার চেয়ে তিনি আরও ভালভাবে জানেন যে, তাঁদের জন্য কোনটি উত্তম হবে। তিনি তাদের মধ্যে জ্ঞান, ভালবাসা এবং বিশ্বাসকে নিশ্চিত করতে চান, যে বিষয়ে তিনি আদৌ নিশ্চিত নন।

খ্রীষ্টের এই কথার প্রেক্ষিতে তাঁর দুইজন শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তাঁদের আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের উভয়কে উত্তর দিয়েছিলেন।

ক. থোমা পথ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন (পদ ৫); নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন।

১. তিনি বললেন, “প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তাই আমরা জানি না, কোন জায়গায় বা কোন রাজ্যে, তবে পথ কি করে জানব, যে পথে আপনাকে অনুসরণ করতে পারি? এই বিষয়ে আমাদের ধারণাও নেই কিংবা আমরা নিজেরাও অনুসন্ধান করে পাব না। আমরা এখনও জানি না সেই পথ কী।” তাঁদের জ্ঞান সম্পর্কে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য তাঁদের অজ্ঞতাকে আরও প্রকট করে তুলেছিল। কিন্তু তাঁরা তাঁদের কৌতূহলের মধ্য দিয়ে তা আলোকিত করার চেষ্টা করেছিলেন। থোমা পিতরের চেয়ে বেশি নম্রতার পরিচয় দিলেন, যিনি মনে করছেন যে, তিনি এখন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করছেন। খ্রীষ্ট কোথায় যাচ্ছেন এই বিষয়ে জানার জন্য পিতর অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন। থোমা এখানে যদিও এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, তিনি এই বিষয়ে জানেন না, তবুও সম্ভবত তিনি পথ সম্পর্কে জানার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। এখন:-

(১) তাঁর অজ্ঞতা স্বীকারের এই মনোভাব ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যদি ভাল মানুষ কোন বিষয় সম্পর্কে অন্ধকারে থাকেন এবং জানলেও সামান্যতম কিছু যদি জেনে থাকেন তবুও তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের দুর্বলতাগুলো স্বীকার করবেন।

(২) কিন্তু তাঁর এই অজ্ঞতার কারণ ছিল নিন্দনীয়। খ্রীষ্ট কোথায় যাচ্ছেন তা তাঁরা জানতেন না, কারণ তাঁরা বাহ্যিক জাঁকজমক এবং বাহ্যিক ক্ষমতার অস্থায়ী রাজ্যের স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁরা যে শুধুমাত্র নির্বোধের মত এবং অন্ধের মত এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তাই নয়, তিন বার যে কথা তাঁদের বলেছিলেন তাঁরা খ্রীষ্টের সেই কথার বিপরীত চিন্তা করেছিলেন। খ্রীষ্ট যখন তাঁদের বলেছিলেন যে, তিনি তাঁদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন এবং পরে তাঁরা সেখানে যেতে পারবেন, এই কথায় তাঁরা মনে করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট হয়তো বিখ্যাত কোন শহর অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাচ্ছেন, বেথলেহেম, অথবা কফরনাহূম, অথবা পরজাতিদের শহরের কোন স্থানে, যেমন দায়ূদ হেবরনে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে রাজা অভিষিক্ত হবেন এবং ইস্রায়েলের হাতে রাজত্ব প্রত্যার্পণ করা হবে। কোন পথে সেই স্থান অবস্থিত, কোথায় সেই কল্পনার রাজ্য রয়েছে, পূর্ব না পশ্চিমে, উত্তর না দক্ষিণে তা তাঁরা জানেন না। এই কারণে তাঁরা পথ সম্পর্কে জানেন না। এইভাবে

আমাদের মণ্ডলীর ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে যা করা প্রয়োজন, প্রকৃতপক্ষে দেখা যাবে হয়তো আমরা তার চেয়ে অনেক বেশি অস্পষ্টভাবে চিন্তা করছি। এর কারণ হল আমরা এর জাগতিক সাফল্য কামনা করে থাকি, যেখানে আমাদের এর আত্মিকভাবে বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, এটিই হল মণ্ডলীর লক্ষ্য। থোমা খ্রীষ্টের কথায় বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি অদৃশ্য কোন পৃথিবীতে চলে যাচ্ছেন। আত্মিক পৃথিবী, যাতে কেবল আত্মিক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। থোমা এ কথা বলেন নি যে, "প্রভু, আমরা পথ চিনি না।"

খ. তাঁদের অজ্ঞতার অভিযোগের ভিত্তিতে তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিক্ষা লাভের জন্য আকাঙ্খা করছিলেন, আর খ্রীষ্ট তাঁদের সম্পূর্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, পদ ৬-৭। খ্রীষ্ট কোথায় যাচ্ছেন এবং পথ কি এই উভয় বিষয়ে থোমা প্রশ্ন করেছিলেন। আর খ্রীষ্ট তাঁর উভয় প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে যে চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন তা যদি তাঁরা যথাযথভাবে বুঝতে পারেন তাহলে তাঁদের এ সম্পর্কে আর উত্তর দেবার প্রয়োজন হবে না। কারণ তাঁরা তাঁকে জানেন এবং তাঁরা জানবেন যে, তিনিই হলেন পথ। তাঁরা পিতাকে জানে এবং তিনি হলেন শেষ সীমা। আর এই কারণে, "আমি কোথায় যাচ্ছি তার পথ তো তোমরা জান। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস কর এবং পথস্বরূপ আমাকে বিশ্বাস কর (পদ ১) এবং যা তোমাদের করা উচিত তোমরা সবাই তা কর।" তিনি নিজের সম্পর্কে এই কথা বলেছেন যে, তিনি হলেন পথ, পদ ৬। "তোমরা পথ কি তা জান না? আমি হলাম পথ, কেবল আমিই; কারণ আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না।" খ্রীষ্ট এখানে নিজের সম্পর্কে মহান বিষয়ে কথা বলেছেন। আমাদের এটি দেখায়:-

[১] তাঁর মধ্যস্থতার প্রকৃতি: তিনি হলেন পথ ও সত্য ও জীবন।

প্রথমত, আসুন আমরা প্রথম বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করি।

১. খ্রীষ্ট হলেন পথ, বলা হয়েছে রাজপথ (যিশাইয় ৩৫:৮)। খ্রীষ্ট ছিলেন তাঁর নিজের পথ, কারণ তাঁর নিজের রক্ত নিয়ে সেই পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিলেন (ইব্রীয় ৯:১২) এবং তিনি হলেন আমাদের পথ, কারণ তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে পারি। তাঁর শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর সদ্‌গুণ এবং মধ্যস্থতার দ্বারা তিনি আমাদের সুখী জীবন প্রদান করেছেন, আর এইভাবে তিনি আমাদের পথস্বরূপ হয়েছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেছে এবং উভয়কে সম্মিলিত করেছে। আমরা নির্দোষিতার পথের দ্বারা জীবন গাছের ফল লাভ করতে পারি না, কিন্তু খ্রীষ্ট হলেন এর অন্য পথ। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং তা বজায় রয়েছে। ঈশ্বরের স্বর্গদূতরা উঠা-নামা করছেন, আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে যায় এবং তাঁর অনুগ্রহ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসে। এই পথ হল সেই পথ যা আমাদের স্থায়ী বাসস্থানে নিয়ে যায়, এই পথ হল উত্তম পুরাতন পথ। তাঁর শিষ্যরা তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁদের বললেন যে, তাঁরা রাজপথ অনুসরণ করছেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা অব্যাহতভাবে তাঁকে অনুসরণ করে যাবেন, তাঁরা কখনোই পথ হারাবেন না।

২. তিনি হলেন সত্য:

(১) যেমন সত্য হল নকল এবং ছায়ার বিপরীত। খ্রীষ্ট হলেন পুরাতন নিয়মের সকল আদর্শের সার, যা এই কারণে বলা হয়েছে সত্যের প্রতিরূপ (ইব্রীয় ৯:২৪)। খ্রীষ্ট হলেন মান্না (যোহন ৬:৩২), আসল উপাসনা-তাঁবু (ইব্রীয় ৮:২)।

(২) যেমন সত্য হল মিথ্যা এবং ভুলের বিপরীত। খ্রীষ্টের শিক্ষা হল আসল শিক্ষা। যখন আমরা সত্য সম্পর্কে জানতে চাই, তখন খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে সত্য আছে সেই সত্য জানলে অন্য কোন সত্য সম্পর্কে জানার আর প্রয়োজন হবে না।

(৩) যেমন সত্য হল ফাঁকি এবং প্রতারণার বিপরীত। তিনি হলেন সেই সত্য, যার উপর সকলে নির্ভর করতে পারে। তিনি সব সময় সত্য (২ করিন্থীয় ১:২০)।

৩. তিনি হলেন জীবন। কারণ যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের জন্য আমরা বেঁচে আছি (রোমীয় ৬:১১)। খ্রীষ্ট আমাদের গঠন করেছেন, তিনি আমাদের মধ্যে আত্মা দিয়েছেন, যা আমাদের দেহের প্রাণ। খ্রীষ্ট হলেন পুনরুত্থান এবং জীবন।

দ্বিতীয়ত, আসুন আমরা এই সব পরস্পর একত্রে চিন্তা করি এবং পরস্পরের সম্পর্কে চিন্তা করি। খ্রীষ্ট হলেন পথ ও সত্য ও জীবন। এর অর্থ হল:-

১. তিনি হলেন আরম্ভ, তিনি হলেন মধ্য এবং শেষ। তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের অবশ্যই যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হবে, চলতে হবে এবং শেষ করতে হবে। সত্য হিসেবে তিনি হলেন আমাদের পথ প্রদর্শক। জীবন হিসেবে তিনি হলেন এর শেষ।

২. তিনি হলেন জীবনের সত্য পথ, একমাত্র সত্য পথ। অন্য পথগুলো সত্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার পরিণাম হল মৃত্যু।

[২] তাঁর মধ্যস্থতার আবশ্যকতা: "আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউ পিতার নিকট যেতে পারে না।" পাপে পতিত মানুষ বিচারকরূপী ঈশ্বরের কাছে আসবে, কিন্তু পিতা হিসেবে তাঁর কাছে আসতে পারবে না। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই কেবল পিতা হিসেবে ঈশ্বরের কাছে আসতে পারবে। আমরা অনুতাপ এবং উপাসনার দ্বারা এবং খ্রীষ্টের অনুগ্রহ এবং আত্মা ছাড়া ঈশ্বরের কাছে আসার দায়িত্ব পালন করতে পারব না। তাঁর ধার্মিকতা এবং সদ্‌গুণ ছাড়া আমরা ঈশ্বরের কাছে আসার সুখ লাভ করতে পারব না। তিনি হলেন আমাদের ধর্ম প্রতিজ্ঞার মহাপুরোহিত। আমাদের পরামর্শদাতা উকিল।

(২) তিনি পিতার সম্পর্কে কথা বলেছেন (পদ ৭): "তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে। এখন তোমরা তাঁকে জেনেছ এবং তাঁকে দেখতেও পেয়েছ।" এখানে আমরা দেখতে পাই:

[১] খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁদের এই বিষয়ে না জানার এই বোকামী এবং অমনোযোগিতার জন্য তাঁদের অল্প কথায় তিরস্কার করা হয়েছিল। যদিও তাঁরা বিশ্বস্ত শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন: "তোমরা যদি আমাকে জানতে...।" তাঁরা তাঁকে জানতেন, কিন্তু যত ভালভাবে তাঁদের জানা উচিত ছিল সেভাবে তাঁরা জানতেন না এবং তাঁকে আরও ভালভাবে জানার জন্য তাঁরা সচেষ্টও হন নি। তাঁরা জানতেন যে তিনি খ্রীষ্ট, কিন্তু তাঁর মধ্য দিয়ে

ঈশ্বরকে জানার জন্য তাঁরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেন নি। খ্রীষ্ট যিহূদীদের বলেছিলেন (যোহন ৮:১৯) "তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে" এবং এখানে একই কথা তাঁর শিষ্যদেরও বললেন। কারণ কোনটি বেশি বিস্ময়কর তা বলা কঠিন, তাঁর শত্রুদের তাঁর আলো সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞ থাকা নাকি আলোর সন্তানদের ত্রুটি ও ভুল ধারণা, যাদের খ্রীষ্টের সম্পর্কে জানার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যদি তাঁরা খ্রীষ্টকে সত্য রূপে জানতেন তাহলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, খ্রীষ্টের রাজ্য হল আত্মিক রাজ্য এবং তা এই পৃথিবীর নয়। তখন তাঁরা পিতাকেও জানবেন এবং কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তাও জানাবেন, যখন তিনি বলবেন: আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি, মহিমান্বিত অন্য পৃথিবীতে এই পৃথিবীতে নয়।"

[২] তিনি তাঁদের সরলতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের জ্ঞানের দুর্বলতা সত্ত্বেও: "আর আমার দেয়া এই ইঙ্গিত থেকে, যা এই পর্যন্ত আমার সকল শিক্ষার চাবি হিসেবে প্রদান করেছি, তোমাদের এই কথা বলছি, তোমরা তাঁকে জেনেছ এবং তাঁকে দেখতেও পেয়েছ, যেভাবে তোমরা আমাকে জেনেছ এবং আমাকে দেখেছ।" কারণ খ্রীষ্টের মুখের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই, যেভাবে পিতাকে তাঁর পুত্রের মধ্যে দেখতে পাই তাঁর সাদৃশ্য রূপে। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বললেন যে, তাঁরা নিজেদের যতটা অজ্ঞ বলে মনে করেন তাঁরা ততটা অজ্ঞ নন। কারণ যদিও তাঁরা বিশ্বাসে শিশু, তবুও তাঁরা পিতাকে জানেন (১ যোহন ২:১৩)। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা নিজেদের সম্পর্কে যতটা মনে করেন, তাঁরা তার চেয়ে আরও বেশি জ্ঞানী এবং আরও বেশি অনুগ্রহে পূর্ণ এবং খ্রীষ্ট তাঁদের প্রতি আরও মনযোগী। যা তাঁরা চিন্তাও করতে পারে না এমন সব মঙ্গলময়তা দিয়ে তিনি তাঁদের জীবন পূর্ণ করেন। কারণ তাঁর আদেশ পালন করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি (১ যোহন ২:৩)।

খ. ফিলিপ পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন (পদ ৮) এবং খ্রীষ্ট তাঁকে উত্তর প্রদান করেন, পদ ৯-১১। এখানে আমরা লক্ষ্য করি:

১. পিতার অসাধারণ কিছু প্রকাশের জন্য ফিলিপের অনুরোধ ছিল। তাদের অনেকের মত তিনি কথার বলার ক্ষেত্রে ততটা পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু তবুও আরও পরিষ্কার হওয়ার একান্ত ইচ্ছা থেকে তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন, "পিতাকে আমাদের দেখান।" থোমাকে যীশু কি কথা বলেছিলেন ফিলিপ তা শুনেছিলেন এবং শেষ কথাটির উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, "তোমরা তাঁকে দেখেছ।" কেবল এটাই নয়, ফিলিপ বললেন, "আমরা যা চাই তা হল আমরা কীভাবে তাঁকে দেখব: "প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব।"

(১) সম্ভবত এটি ছিল পিতা হিসেবে ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আন্তরিক আকাঙ্খা। আবেদন হল, "পিতাকে আমাদের দেখান; পিতার এই সম্পর্কের বিষয় আমাদের জানান," আর এই বিনম্র অনুরোধ তিনি তাঁর একা নিজের জন্য করেন নি, অন্য সব শিষ্যদের জন্য করেছিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন হল, "তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব।" তিনি কেবল এই কথা একা হিসেবে বলেন নি কিন্তু তার অন্য সব শিষ্যদের পক্ষ থেকে বলেছিলেন। "পিতাকে

কেবল একবার দেখবার জন্য আপনি সম্মত হন আর তা যথেষ্ট হবে আমাদের জন্য।” জানসেনিয়াস বলেছেন, “যদিও ফিলিপ তা মনে করেন নি, কিন্তু পবিত্র আত্মা তাঁর মুখ দিয়ে এই কথা প্রকাশ করেছেন। এটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের দর্শন এবং আশাপূর্ণ হওয়ার দ্বারা বিশ্বাসীদের আত্মা সন্তুষ্টি এবং সুখ লাভ করে থাকে” (গীতসংহিতা ১৬:১১; ১৭:১৫)। ঈশ্বরের জ্ঞানের মধ্যে বোধশক্তি নিহেত আছে। আমাদের পিতারূপী ঈশ্বরের জ্ঞানের মধ্যে আত্মা সন্তুষ্টি হয়। পিতার দর্শন যেন পৃথিবীর বুকে স্বর্গ। *চিন্তার অতীত এবং অনির্বচনীয় আনন্দ দিয়ে তুমি আমাদের হৃদয় পূর্ণ কর।*

(২) যেভাবে ফিলিপ এই কথা এখানে বলেছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীষ্ট তাঁদের পিতা সম্পর্কে যে ধারণা দেবার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছেন, ফিলিপ তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই তিনি খ্রীষ্টকে এই অনুরোধ করলেন এবং চাপ সৃষ্টি করলেন যেন তিনি ঈশ্বরের সম্পর্কে আরও কিছু বিষয় প্রকাশ করেন এবং তা ঈশ্বরের মহিমার সামান্য দৃশ্যমান প্রকাশের চেয়ে যেন কম না হয়, যেমন মোশিকে দেখান হয়েছিল (যাত্রা ৩৩:২২), যেমন ইস্রায়েলের বৃদ্ধ নেতাকে দেখান হয়েছিল (যাত্রা ২৪:৯-১১)। “আমরা আপনাকে যেভাবে দেখছি তেমনি আমাদের এই চর্ম চক্ষু দিয়ে আমাদের স্বর্গীয় পিতাকে দেখান, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা তাহলে এই প্রশ্ন করে বিরক্ত করবো না, ‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’” আর এইভাবে এটি কেবল তাঁর বিশ্বাসের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে নি, কিন্তু পিতাকে প্রকাশের পথ সুসমাচারের অজ্ঞতাকেও প্রকাশ করেছে, যা আত্মিক এবং যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। ঈশ্বরের এই রকম দর্শন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ছিল যে, এটি তাঁদের জন্য যথেষ্ট হবে, তবুও যারা এইভাবে তাঁকে দেখা যথেষ্ট নয় বলে মনে করে, তারা শীঘ্র ভ্রান্তির মধ্যে পড়বে এবং ক্ষেদিত প্রতিমা মূর্তি তৈরি করবে। আমাদের নিজেদের আবিষ্কারের চেয়ে আমাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য খ্রীষ্টের শিক্ষা আরও ফলদায়ক।

২. খ্রীষ্টের উত্তর, পিতা সম্পর্কে ইতোপূর্বে যা যা প্রকাশ করেছিলেন তা উল্লেখ করলেন, (পদ ৯-১১)।

(১) তিনি উল্লেখ করলেন যে, তিনি তাঁকে দেখেছেন, পদ ৯। তিনি তাঁর অজ্ঞতার এবং অমনযোগিতার জন্য তাঁকে তিরস্কার করলেন। “ফিলিপ, প্রতিদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, বছরের বেশি সময় ধরে তোমাদের সাথে কত আলাপ আলোচনা করেছি, তবুও কি তুমি আমাদের জানতে পার নি, *যে আমাকে দেখেছে সে আমার পিতাকেও দেখেছে?* তাহলে কেমন করে তুমি বলছ, ‘পিতাকে আমাদের দেখান’? যা তুমি জানতে চাইছ তা আমি ইতোপূর্বে তোমাদের জ্ঞান করেছি।” এখানে আমরা দেখতে পাই:-

[১] দু’টি বিষয়ের জন্য তিনি তাঁকে তিরষ্কার করেছিলেন।

প্রথমত, কারণ তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উন্নতি করেন নি। তিনি তাঁর সম্পর্কে পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারতেন: “ফিলিপ, তুমি কি আমাকে জানতে পার নি, যাকে তুমি দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করে আসছ, যার সঙ্গে প্রচুর কথা বলেছ?” ফিলিপ প্রথম দিন খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন। তিনি এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি জানতে

পেরেছেন তিনিই হলেন ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তি (যোহন ১:৪৫)। আর তথাপি আজকে এই সময়ে তিনি জানতে পারেন নি যে, ঈশ্বর তাঁর মধ্যে আছেন। অনেকে আছেন যাদের পবিত্র শাস্ত্র এবং ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা এবং জ্ঞান আছে, কিন্তু তারা ন্যায্যভাবে নিজের জীবন তা ব্যবহার করার জন্য ব্যর্থ হন। কারণ হল, এই বিষয়ে কীভাবে তাদের জীবনে কীভাবে ব্যবহার করবেন সেই ধারণার অভাব। অনেকে খ্রীষ্টকে জানেন, কিন্তু তারা জানেন না যে, খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাদের কি জানতে হবে। তাঁর মধ্যে যা দেখা উচিত তা তারা দেখেন না। ফিলিপের যে গুরুতর দুর্বলতা ছিল তা হল, দীর্ঘদিন খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকার জন্য তাঁর উন্নতির সুযোগ ছিল: "আমি এতদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" লক্ষ্য করুন, জ্ঞানের এবং অনুগ্রহের স্বল্পতা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন আনন্দে কাটালেও যদি আমরা অনুগ্রহ এবং জ্ঞানের ত্রুটিগুলো অনুসন্ধান করি তাহলে তা আরও ক্ষমার যোগ্য হবে। খ্রীষ্ট এই প্রত্যাশা করেন যে, আমাদের অবস্থান অনুযায়ী উন্নতির পরিমাণ কিছু কিছু বৃদ্ধি পায়, যেন আমরা চিরকাল শিশু না থাকি। আসুন আমাদের নিজেদের মধ্যে এই রকম অবস্থার কারণ দেখি: "আমি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচার শুনে আসছি, আমি পবিত্র শাস্ত্রের একজন শিক্ষার্থী, খ্রীষ্টের স্কুলের একজন ছাত্র, তবুও খ্রীষ্টের জ্ঞানের ব্যাপারে এত দুর্বল, ধার্মিকতার বাক্যে এক অদক্ষ?"

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট ফিলিপকে তিরস্কার করলেন তাঁর অনুরোধের দুর্বলতার কারণে, "পিতাকে আমাদের দেখান।" লক্ষ্য করুন, এখানে খ্রীষ্টের শিষ্যদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে যে, উচিত মতে কী প্রার্থনা করতে হয় তা তারা জানে না (রোমীয় ৮:২৬), কিন্তু সচরাচর খারাপ উদ্দেশ্য চেয়ে থাকে (যাকোব ৪:৩)। কারণ এটি যা প্রতিজ্ঞা করা হয় নি অথবা প্রতিজ্ঞার মত করে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, যেমন এখানে।

[২] খ্রীষ্ট তাঁকে শিক্ষা দিলেন এবং তাঁকে একটি প্রবচন দিলেন, যা কেবল খ্রীষ্টকে প্রশংসিত করে নি এবং তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের জ্ঞানের দিকে আমাদের চালিত করে নি কিন্তু খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন তা ন্যায্য বলে সমর্থন করেছিল (পদ ৭): "তোমরা পিতাকে দেখেছ এবং তাঁকে দেখেছ। ফিলিপ যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর তিনি দিলেন। ফিলিপ প্রশ্ন করেছিলেন, "পিতাকে আমাদের দেখান।" খ্রীষ্ট কেন বলেছিলেন শীঘ্র সব জটিলতা দূর হয়ে যাবে, কারণ যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে।

প্রথমত, যারা দৈহিকভাবে খ্রীষ্টকে দেখেছেন তারা অবশ্যই তাঁর মধ্যে পিতাকেও দেখেছেন, যদি শয়তান তাদের মন অন্ধকারে না রাখে এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিস্বরূপ খ্রীষ্টের দর্শন থেকে তাদের দূরে রাখে (২ করিন্থীয় ৪:৪)।

দ্বিতীয়ত, যারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে দেখেছেন তারা তাঁর মধ্যে পিতাকে দেখেছেন, যদিও তারা সহসা জানতে পারেন না যে, তারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পিতাকে দেখতে পেয়েছেন। খ্রীষ্টের আলোর শিক্ষার মধ্যে তারা আলোর পিতাস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর কৃত আশ্চর্য কাজের মধ্যে ক্ষমতার ঈশ্বর, ঈশ্বরের অঙ্গুলিস্বরূপ তাঁরা ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছেন। খ্রীষ্টের জীবনের বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্রতা দেখা যায়। তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তিনি সকল অনুগ্রহের কার্য সাধন করে

থাকেন।

(২) খ্রীষ্ট তাঁকে জানালেন কী কারণে তিনি বিশ্বাস করবেন (পদ ১০,১১): "তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতার মধ্যে আছি এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন? আমি তোমাদেরকে যেসব কথা বলি, তা নিজের থেকে বলি না; কিন্তু পিতা আমার মধ্যে থেকে তাঁর কাজ সকল সাধন করেন।"

[১] এখানে দেখতে পাই, যাতে আমরা বিশ্বাস করবো তা কি: "আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন।" এর অর্থ হল, তিনি যেমন বলেছিলেন (যোহন ১০:৩০): "আমি আর পিতা এক।" দুই ব্যক্তি হিসেবে তিনি পিতা এবং নিজের কথা বলেছিলেন এবং আমরা খ্রীষ্টকে জানার মধ্য দিয়ে পিতাকে জানতে পারি, ঈশ্বরের ঈশ্বর, আলোর আলো, সত্য ঈশ্বরের সত্য ঈশ্বর, জন্ম দান করা হয়েছে, সৃষ্টি নয়। তিনি অদৃশ্য পিতার প্রতিমূর্তি, যার দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। আর এইভাবে আমরা খ্রীষ্টকে দেখার মধ্য দিয়ে পিতাকে দেখতে পাই। হোরেব পদতে মোশি ঈশ্বরের যে মহিমা দেখেছিলেন আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে আরও বেশি ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাই।

[২] এটি বিশ্বাস করতে কি আমার উৎসাহ যোগায়, তা এখানে দেখতে পাই। এর দু'টি বিষয় রয়েছে: আমরা অবশ্যই এটি বিশ্বাস করি:-

প্রথমত, তাঁর বাক্যের জন্য: "যে শিক্ষা আমি দেই তা নিজের থেকে আমি বলি না" (যোহন ৭:১৬)। "আমার শিক্ষা আমার নিজের নয়।" তিনি তাদের যা বলেছিলেন তা মানুষের কথা এবং তাঁর নিজের আনন্দের জন্য নিজের চিন্তার কথা বলেছে মনে করে তারা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ঈশ্বরের প্রজ্ঞা যা রচিত হয়েছে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা যা কার্যে পরিণত হয়েছে। তিনি যা বলেছেন তা নিজের থেকে বলেন নি, কেবল তাই নয় কিন্তু ঈশ্বরের চিন্তা অনুযায়ী বলেছেন যা ছিল স্বর্গীয় পরামর্শ।

দ্বিতীয়ত, তাঁর কাজ সকলের জন্য: "পিতা আমার মধ্যে আছেন, তিনিই তাঁর কাজ করছেন। আর আমার এই সব কাজের জন্য আমাকে বিশ্বাস কর।" লক্ষ্য করুন:

১) এই কথা বলা হয়েছে যে, পিতা তাঁর মধ্যে বাস করেন – *Ho en emoi menon* – "তিনি আমার মধ্যে বাস করছেন;" স্বর্গীয় অবিচ্ছেদ্য ঐক্য এবং মানবীয় স্বভাবের দ্বারা। এই পৃথিবীর কোন মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বর কখনোই বাস করেন না, যেভাবে প্রভু যীশুর দেহে তিনি বাস করেন (যোহন ২:২১)। ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতা খ্রীষ্টের মধ্যে শরীর নিয়ে বাস করছে (কলসীয় ২:৯)। মানুষ যেখানে বাস করে সেখানে তাঁকে যেমন খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি পিতা খ্রীষ্টের মধ্যে এমনভাবে বাস করেন যে, তাঁকে সেখানে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। *যদি তুমি প্রভুকে খুঁজে থাক তাহলে তাঁকে পাওয়া যাবে, কারণ তিনি তাঁর মধ্যে বাস করেন।*

২) তিনি তাঁর কাজ করছেন। খ্রীষ্ট ক্ষমতাপূর্ণ অনেক কথা বলেছেন এবং করুণাপূর্ণ অনেক কাজ করেছেন। পিতা এই সব কিছুই তাঁর মধ্য দিয়ে করেছেন এবং সর্বসাধারণের পরিত্রাণের কাজ ছিল নিজের কাজ।

৩) আমরা এটি বিশ্বাস করতে বাধ্য, কারণ তাঁর এই সব সত্য কাজের জন্য। আমরা যেমন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি সৃষ্টি কাজে তাঁর ক্ষমতার জন্য এবং তাঁর অস্তিত্বের জন্য যা তাঁর মহিমাকে প্রকাশ করে, তেমনি তাঁকে বিশ্বাস করি পরিত্রাণের কাজের জন্য খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য, এই সমস্ত পরাক্রমশালী কাজ যা তাদের সামনে করা হয়েছিল (মথি ১৪:২)। তারা এই সব কাজ দেখেছিল এবং ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে এই সব কাজ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ তার স্বর্গীয় কাজকে প্রমাণ করেছে। তা কেবল অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস অর্জন করাবার জন্য ছিল না, কিন্তু তাঁর নিজের শিষ্যদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য (যোহন ২:১১; ৫:৩৬; ১০:৩৭)।

যোহন ১৪:১২-১৪ পদ

শিষ্যরা তাঁদের প্রভুর সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ভেবে গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের প্রভুর সান্নিধ্যে এতদিন সুরক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কী ঘটবে তাঁদের প্রভু তাঁদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর? যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের সাহায্যকারীস্বরূপ, তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে তিনি তাঁদের ধরে রেখেছিলেন, তাঁর অন্তর দিয়ে তাঁদের পালন করেছিলেন। কিন্তু যদি তিনি তাঁদের কাছ থেকে চলে যান, তাহলে তাঁরা রাখালবিহীন ভেড়ার মত হয়ে পড়বেন, এই অবস্থায় যারা ভুল পথে যাবেন তারা মহা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। তাঁদের এই ভয় দূর করার জন্য খ্রীষ্ট তাঁদের আশ্বাস দিলেন যে, এই সমস্ত সহ্য করার জন্য তাঁরা পর্যাপ্ত শক্তি পরিহিত হবেন। সর্বক্ষমতার অধিকারী খ্রীষ্টের নামে তারাও মহা শক্তি পরিহিত হবেন, স্বর্গে এবং এই পৃথিবীয়। দেখুন:

ক. পৃথিবীতে মহা শক্তি (পদ ১২): "সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, যে আমার উপর বিশ্বাস করে, আমি যেসব কাজ করছি, সেও করবে, এমন কি, এসব হতেও বড় বড় কাজ করবে; কেননা আমি পিতার কাছে যাচ্ছি।" খ্রীষ্ট তাঁর আশ্চর্য কাজ থেকে যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা কোন দুর্বল বিষয় ছিল না যাতে প্রমাণ হয় যে তিনি এবং পিতা এক। অন্যরাও এই রকম বড় বড় কাজ করবেন, এমন কি এর চেয়ে আরও বড় কাজ করতে সক্ষম হবেন। কারণ প্রেরিতরা যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তা তাঁর নামে করেছিলেন এবং তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে করেছিলেন। তিনি তাঁর মহা ক্ষমতাকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি এই আশ্চর্য কাজ কেবল একা করেন, অন্যদেরকেও ক্ষমতা দিয়েছিলেন যেন তাঁরাও আশ্চর্য কাজ করতে পারেন।

১. দু'টি বিষয়ে তিনি তাঁদের নিশ্চয়তা দান করেছেন:

(১) তিনি যে সমস্ত কাজ করেছেন তারাও সেই সমস্ত কাজ করতে সমর্থ হবেন, প্রথমে যখন তাদের প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়েছিল তখন তাঁদের আশ্চর্য কাজ করার জন্য যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল (মথি ১০:৮), তারা তার চেয়ে আরও বেশি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন। খ্রীষ্ট কি অসুস্থদের সুস্থতা দান করেছিলেন, কুষ্ঠরোগীদের পবিত্র পবিত্র করেছিলেন, মৃতকে জীবন দান করেছিলেন? একইভাবে তাঁরাও করবেন। যদিও তিনি চলে যাবেন, কিন্তু তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায় নি, কিংবা মাটিতে পড়ে যায় নি, কিন্তু এই কাজ আরও পরাক্রমের সঙ্গে এবং সার্থকভাবে চিরকাল চলতে থাকবে এবং সেই কাজ এখনও

ক্রিয়াশীল রয়েছে।

(২) তাঁরা এর চেয়ে আরও বড় বড় কাজ করবেন।

[১] জাগতিক রাজ্যে তাঁরা বড় বড় আশ্চর্য কাজ করবেন, কোন আশ্চর্য কাজ ছোট নয়, কিন্তু কোন কোন আশ্চর্য কাজ আমাদের কাছে মনে হতে পারে অন্যগুলোর চেয়ে মহৎ। খ্রীষ্ট তাঁর পোশাকের থোপের দ্বারা সুস্থতা প্রদান করেছেন, কিন্তু পিতর তাঁর ছায়ার দ্বারা সুস্থতা প্রদান করেছেন (প্রেরিত ৫:১৫)। পৌল যে রুমাল ব্যবহার করতেন তা রোগীরা স্পর্শ করে সুস্থ হতো (প্রেরিত ১৯:১২)। খ্রীষ্ট একটি দেশে দুই বা তিন বছর যাবৎ আশ্চর্য কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা বিভিন্ন দেশে বহু বছর যাবৎ তাঁর নামে আশ্চর্য কাজ করেছেন। "তোমরা এর চেয়ে আরও বড় বড় আশ্চর্য কাজ করবে," যদি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের কোন সুযোগ থাকে। বিশ্বাসের প্রার্থনা, যদি যে কোন সময় প্রয়োজন হয় তাহলে পদতও স্থানান্তরিত হতে পারে।

[২] অনুগ্রহের রাজ্যে। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে থাকার সময়ের তারা যা অর্জন করেছিলেন তার চেয়ে সুসমাচারের দ্বারা আরও মহৎ বিজয় অর্জন করবেন। সত্য হল এই, খ্রীষ্ট যে আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তা পৃথিবীর একটি বড় অংশ জুড়ে লোকদের বিমুগ্ধ করেছিল, আবার অনেকে বাধাও প্রদান করেছিল। এইভাবে সমস্ত আশ্চর্য কাজগুলো সাধিত হয়েছিল। আমি মনে করি এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলার দান সম্পর্কে। এটি পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতার তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা। যা মনের উপর স্থায়ী আশ্চর্য কাজ। যে ভাষা তাকে প্রদান করা হয়েছে এবং যা প্রকাশ করার জন্য দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য এত মহিমাপূর্ণ হয় যে যখন সুসমাচারের কথা বলা হয় তখন প্রত্যেক জাতি তাদের নিজ নিজ ভাষায় তা শুনেছিল। যা অ- বিশ্বাসী তাদের জন্য এটি একটি চিহ্ন (১ করিন্থীয় ১৪:২২), অন্য যে কোন আশ্চর্য কাজের চেয়ে বিশ্বাস করার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকারী।

২. এর জন্য খ্রীষ্ট যে কারণ দেখিয়েছেন:-

(১) "আর আমি চলে যাচ্ছি বলে তোমাদের এই ক্ষমতা লাভ করা আবশ্যক, পাছে আমার অবর্তমানে কাজগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।"

(২) "যেহেতু আমি পিতার কাছে চলে যাচ্ছি আমি তোমাদের এই রকম ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত করার ক্ষমতা আমার আছে, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি যেন তোমাদের জন্য একজন সান্ত্বনাকারী পাঠাতে পারি, যার কাছ থেকে তোমরা শক্তি লাভ করবে" (প্রেরিত ১:৮)। যে আশ্চর্য কাজ তাঁরা খ্রীষ্টের নামে করেছিলেন তা ছিল তাঁর উন্নত অবস্থার মহিমার অংশস্বরূপ, যখন তিনি স্বর্গে উঠলেন (ইফিষীয় ৪:৮)।

খ. স্বর্গীয় মহা ক্ষমতা: "তোমরা আমার নামে যা চাইবে আমি তা করব (পদ ১৩,১৪), ইস্রায়েলের মত যিনি ঈশ্বরের সন্তান স্বরূপ। এই জন্য তোমরা এই রকম মহা ক্ষমতা পূর্ণ কাজ করতে সক্ষম হবে, যেহেতু তোমরা আমার সঙ্গে যুক্ত আছ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত আছ।" লক্ষ্য করুন:

১. কোন উপায়ে তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা চালিয়ে যাবেন, তাঁর কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করবেন, যখন তিনি তাঁর পিতার কাছে চলে যাবেন? প্রার্থনার মাধ্যমে। যখন প্রিয় বন্ধুরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন, তারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকেন। তেমনই খ্রীষ্ট পিতার কাছে চলে যাওয়ার আগে তাঁর শিষ্যদের কাছে বললেন, কীভাবে প্রতিটি অবস্থায় তাঁর কাছে পত্র লিখে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন এবং ব্যর্থতার আশঙ্কা ছাড়া নিরাপদ এবং দ্রুততার সঙ্গে তাঁদের সংবাদ খ্রীষ্টের কাছে প্রদান করতে পারবেন: "আমার কাছে করা প্রার্থনা শ্রবণের দ্বারা, বিশ্বাসের প্রার্থনা এবং আমার কাছ থেকে তোমরা উত্তর শুনতে পাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা।" এটি স্বর্গের সঙ্গে যোগাযোগের পুরাতন উপায়। যখন থেকে মানুষ ঈশ্বরের নামে ডাকতে শুরু করেছিল তখন থেকে এই উপায়ে তারা ঈশ্বরকে ডেকেছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর দ্বারা এটি আরও উন্মুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এখন পর্যন্ত তা আমাদের কাছে উন্মুক্ত আছে। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

(১) নম্রতার উপদেশ: "তোমরা আমার কাছে কিছু চাও।" যদিও তাঁরা খ্রীষ্টের জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করেছিলেন, ঋণস্বরূপ তাঁরা কিছুই খ্রীষ্টের কাছে দাবী করেন নি, কিন্তু বিনম্রভাবে চাইতে হবে। চাইবে অথবা অনাহারে মারা যাবে, চাইবে অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

(২) স্বাধীনতা অনুমোদন: "যে কোন কিছু চাও যা ভাল এবং ন্যায্য হবে তোমাদের জন্য তেমন যে কোন কিছু চাইতে পার, তাহলে তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের জন্য তা যোগান দেওয়া হবে। তুমি চাইতে পার, তুমি তোমার কাজের জন্য সাহায্য চাইতে পার, কথা বলার ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞা চাইতে পার। তোমার সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাহায্য চাইতে পার। যখন কোন আশ্চর্য কাজ করবার পরিস্থিতি আসে তখন যেন প্রয়োজনীয় আশ্চর্য কাজ করতে পার এই জন্য ক্ষমতা চাইতে পার। আত্মা জয়লাভ করার ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রচার করতে, তোমাদের চাইতে হবে সুনির্দিষ্টভাবে সরাসরি এবং দাবী নিয়ে।" উদ্দেশ্য নানা রকম হলেও প্রতিটি উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে সাদরে গৃহীত হবে।

২. কি নামে তাঁরা তাঁদের প্রার্থনা উপস্থাপন করবেন: "আমার নামে চাইবে।" খ্রীষ্টের নামে চাওয়া হল:-

(১) তাঁর যোগ্যতা এবং মধ্যস্থতাকে সমর্থন করা এবং এই সমর্থনের উপর বিশ্বাস করা। পুরাতন নিয়মে দেখতে পাই বিশ্বাসীগণ প্রার্থনা করার সময় নিজের দিকে তাকাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করতেন (দানিয়েল ৯:১৭), অভিষিক্তের প্রতি দয়ার চোখ রাখার অনুরোধ জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা দিতেন (গীতসংহিতা ৮৪:৯)। কিন্তু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা সুসমাচারের দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছে, আর তাই আরও সুস্পষ্টভাবে আমরা তাঁর নামে চাইতে সক্ষম হয়েছি। যখন খ্রীষ্ট তাঁর প্রভুর প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন এটি তখন হৃদয়ে প্রবেশ করে নি, কারণ তখন তা তাঁরা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারে নি, যেভাবে পরবর্তী সময়ে বুঝেছিলেন, পবিত্র আত্মা তাঁদের উপর অবতীর্ণ হওয়ার পর। যদি আমরা

আমাদের নিজেদের নামে চাই তাহলে তা কার্যকারী হবে বলে প্রত্যাশা করতে পারি না, কারণ অচেনা হিসেবে স্বর্গে আমাদের কোন নাম নেই। পাপী হিসেবে আমাদের সেখানে দুর্নাম রয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্ট হল পবিত্র নাম, যা স্বর্গে সুবিদিত এবং অত্যন্ত মূল্যবান নাম।

(২) তাঁর মহিমার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং স্বর্গের দিকে আমাদের প্রার্থনা তুলে ধরা।

৩. তাঁদের প্রার্থনায় তারা কি সাফল্য অর্জন করবেন: "তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে, আমি তাই করবো। তোমরা নিশ্চিত থেকো আমি তা করব, কেবল যে তা করা হবে তা নয়, কিন্তু এটি করার জন্য আমি মনযোগী হব অথবা আমি আদেশ করবো যেন তা কার্যকারী হয়, কিন্তু আমি অবশ্যই তা করব।" কারণ তিনি যে কেবল মধ্যস্থতাকারী তা নয়, কিন্তু সর্ব ক্ষমতার অধিকারী রাজা স্বরূপ, যিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন, যিনি সব কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁর নামে আমাদের যা ইচ্ছা হয় সেই মত চাইতে পারি।

৪. কি কারণে তাদের প্রার্থনা এভাবে কার্যকারী হবে: "যেন পিতার মহিমা পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।" এর অর্থ হল:

(১) প্রার্থনায় তাঁরা এই দিকে লক্ষ্য রাখতে বাধ্য এবং এই দিকে তাঁরা তাঁদের চোখ খোলা রাখবেন। এইভাবে আমাদের সকলের আকাঙ্খা ও প্রার্থনা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের কাছে উপস্থিত হবে যেন এইভাবে ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের সকল কাজের দ্বারা এবং আমাদের পরিত্রাণের দ্বারা মহিমান্বিত হন। তাঁর পবিত্র নামের প্রার্থনা হল উপযুক্ত প্রার্থনা এবং প্রথমেই এই বিষয়ে উল্লেখ করতে হবে কারণ হৃদয় যদি এই বিষয়ে আন্তরিক হয় তাহলে একইভাবে অন্য সব নিবেদন সন্নিবেশিত হবে।

(২) খ্রীষ্টের লক্ষ্য থাকে যেন তিনি তা গ্রাহ্য করতে পারেন আর এই কারণে তাঁরা প্রার্থনায় যা কিছু নিবেদন করেন তার উত্তর দান করেন, যেন এর দ্বারা পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতার মহিমা প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, ক্ষমতা এবং অনুগ্রহ পরিত্রাণকর্তার মধ্যে প্রকাশিত হয় যখন তাঁর কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা বের হয়ে আসে। এতে তাঁর নামে ক্ষমতা প্রয়োগ হয় এবং তাঁর কাজের জন্য তাঁর প্রেরিত এবং প্রচারকরা এমন মহান বিষয় সম্পন্ন করতে সমর্থ হন। উভয় তাদের শিক্ষার মধ্যে এবং এর সফলতার মধ্যে প্রমাণিত।

যোহন ১৪:১৫-১৭ পদ

খ্রীষ্ট এমন বিষয় তাঁদের দেবার প্রস্তাব করেন নি যা কেবল তাঁদের সান্ত্বনার বিষয় হবে। কিন্তু এখানে তিনি তাঁদের কাছে পবিত্র আত্মা পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই সব বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্য যার কাজ হবে তাঁদের সান্ত্বনাদানকারী হিসেবে কাজ করা।

ক. দায়িত্ব পালনের চিহ্নের জন্য তিনি এই উদাহরণ দিলেন (পদ ১৫): "তোমরা যদি আমাকে ভালবাসা কর, তবে আমার আদেশ সকল পালন করবে।" খ্রীষ্টের আদেশ পালন করা সাধারণভাবে ধার্মিকতার কাজের জন্য অর্পণ করা হয়েছে এবং বিশেষত প্রেরিত হিসেবে তাঁদের কাজ বিশ্বস্ত এবং পরিশ্রমের সঙ্গে করার জন্য বলা হয়েছে। আসুন আমরা

লক্ষ্য করি:

১. খ্রীষ্ট তাঁদের সান্ত্বনা দান করেছিলেন, তিনি তাদের এই আদেশ দিলেন যেন তাঁরা তাঁর আদেশ পালন করেন। কারণ দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে আমরা সান্ত্বনা প্রত্যাশা করতে পারি না। একই শব্দ *Parakaleo* উৎসাহ এবং সান্ত্বনা উভয় অর্থ প্রকাশ করে।

২. যখন তাঁরা প্রভুর তত্ত্বাবধানে ছিলেন তখন তাঁরা কি করেছিলেন এবং এখন তাঁদের প্রভু তাঁদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এখন তাঁদের কি ঘটবে: তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন, "আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে, তাহলে কোন ভ্রান্তি তাদের কাছে আসতে পারবে না।" যে সময় আমাদের জটিল সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন এই অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমাদের নিরূপিত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ঐ প্রতিকূল অবস্থাকে দূর করতে পারি।

৩. যখন তাঁরা খ্রীষ্টের প্রতি তাঁদের ভালবাসা প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁর চলে যাওয়ার কথা ভেবে দুঃখ করার দ্বারা এবং তাঁর চলে যাওয়ার দৃশ্য আগে থেকেই দেখতে পেয়ে তাঁদের হৃদয় গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন তাঁদের এই আদেশ দিয়েছিলেন, যদি তাঁরা তাঁর প্রতি তাঁদের ভালবাসা দেখতে চান তাহলে তাঁর সকল আদেশ পালন করতে হবে। দুর্বল এবং হালকা আবেগের দ্বারা নয় কিন্তু পরিষ্কার বিবেক দ্বারা ইচ্ছুক হয়ে এবং তাঁর আদেশের প্রতি সাধারণ বাধ্যতার দ্বারা। এটি উৎসর্গের চেয়ে অধিকতর ভাল, চোখের জলের চেয়ে আরও ভাল। "তুমি কি আমাকে ভালবাস? তাহলে আমার মেষশাবকগুলোকে চরাও।"

৪. যখন খ্রীষ্ট তাঁদের প্রার্থনার উত্তরের এবং সান্ত্বনাদানকারীর আগমনের বিষয়ে মহামূল্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তখন প্রতিজ্ঞার সীমাবদ্ধতার স্বরূপ এটি নির্দেশ করেছিলেন, "আমার প্রতি ভালবাসার নীতি থেকে তোমরা আমার আদেশ করো।" খ্রীষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করবেন না কিন্তু যারা তাঁকে তাঁদের পরামর্শ হিসেবে তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক থাকলে তাদেরকেই পরামর্শ দান করেন। "পবিত্র আত্মার নির্দেশ অনুসারে চললে তোমরা পবিত্র আত্মার সান্ত্বনা লাভ করবে।"

খ. তিনি তাঁদের এই মহা এবং অনির্বচনীয় অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, পদ ১৬,১৭।

১. এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে আর একজন সাহায্যকারী তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটি হল মহান নতুন নিয়মের প্রতিজ্ঞা (প্রেরিত ১:৪), যেমন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। এই প্রতিজ্ঞা তাঁর শিষ্যদের বর্তমান দুঃখের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত ছিল, যারা ছিল ভীষণ দুঃখার্ত এবং তাদের একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন ছিল। লক্ষ্য করুন, অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞা: *Allon Parakleton*। এই শব্দটি কেবলমাত্র খ্রীষ্টের এই আলোচনার মধ্যে এবং ১ যোহন ২:১ পদে ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে আমরা অনুবাদ হিসেবে "সহায়" শব্দটি দেখতে পাই। আমরা প্রেরিত ৯:৩১ পদে পাঠ করি, *Paraklesis tou hagiou pneumatos* – পবিত্র আত্মার আশ্বাস, সহায় হিসেবে সমস্ত কাজে অন্তর্ভুক্ত হবে।

[১] "তোমাদের জন্য এক সহায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।" পবিত্র আত্মার কাজ হল, তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অবস্থান করবেন, খ্রীষ্টের পক্ষ সমর্থনকারী হিসেবে খ্রীষ্টের কাজ চালিয়ে যাবেন এবং খ্রীষ্টের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবেন। তিনি হবেন *Vicarius Christi* – খ্রীষ্টের প্রতিনিধি; প্রাচীনদের মধ্যে একজন তাঁকে এই নামে অভিহিত করেছিলেন। তাঁদের বিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের পক্ষ হয়ে তিনি সাহায্য করবেন। যখন খ্রীষ্ট তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তিনি তাঁদের জন্য প্রয়োজন অনুসারে কথা বলেছেন। কিন্তু এখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁরা যেন কোন ভুল পথে না যান এই জন্য পিতার আত্মা তাঁদের মধ্য দিয়ে কথা বলবেন (মথি ১০:১৯,২০)। এমন একজন পক্ষ সমর্থনকারীর সাহায্যের কারণে প্রভুর উদ্দেশ্য কখনো ব্যর্থ হবে না।

[২] "তোমাদের জন্য আর একজন শিক্ষক, প্রভু এবং সান্ত্বনাদানকারী পাঠানো হবে।" যখন তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেও তাঁদের কাছে এমন একজন পাঠানো হবে, যিনি কার্যকরভাবে তাঁর পক্ষে কাজ করবেন, যদিও নিঃশব্দে। অনেকে মনে করেন এই শব্দের প্রকৃত অনুবাদ হল *অভিভাবক*, "তিনি এমন একজন, যিনি তোমাদের শিক্ষা দেবেন এবং রক্ষা করবেন।"

[৩] আর একজন সাহায্যকারী। খ্রীষ্ট ইস্রায়েলের সান্ত্বনাদানকারী হিসেবে প্রত্যাশিত ছিলেন। যিহূদীদের মধ্যে খ্রীষ্টের অন্যতম নাম ছিল *Menahem* – সান্ত্বনাদানকারী। টারগাম-এ (Targum) খ্রীষ্টের দিনকে বলা হয়েছে সান্ত্বনার বছর। খ্রীষ্ট যখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দান করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন বলে আর একজন সাহায্যকারী পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।

(২) এই অনুগ্রহের দাতা: পিতা তাঁকে দান করবেন: আমার পিতা এবং তোমাদের পিতা, উভয়ই এতে যুক্ত। যেভাবে তিনি খ্রীষ্টকে আমাদের পরিত্রাণকর্তা হিসেবে পাঠিয়েছেন তেমনি আমাদের সান্ত্বনা এবং সাহায্যকারী হিসেবে পবিত্র আত্মাকে পাঠাবেন, একই পরিকল্পনা অনুযায়ী। পিতা পুত্রকে বলবেন যেন একজন সাহায্যকারী পাঠিয়ে দেন (যোহন ১৫:২৬), কিন্তু পিতা হলেন প্রধান মালিক।

(৩) কীভাবে এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেন? প্রভু যীশুর মধ্য দ্বারা: "আমি পিতার কাছে চাইব।" তিনি বলেছেন, "আমি তা করব" (পদ ১৪), আর এখানে তিনি বলেছেন, "আমি পিতার কাছে চাইব।" তিনি যে একাধারে ঈশ্বর এবং মানুষ তা দেখাবার জন্য নয়, কিন্তু রাজা এবং ঈমাম তা দেখাবার জন্য তিনি এ কথা বললেন। তিনি ঈমাম হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য এবং রাজা হিসেবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিল বিচার কার্য সম্পাদন করার জন্য। খ্রীষ্ট যখন বলেছিলেন, "আমি পিতার কাছে চাইব," এর অর্থ এই নয় যে, পিতা অনিচ্ছুক এবং তাঁর কাছে এই ব্যাপারে কাকুতি মিনতি করতেই হবে। কিন্তু কারণ এই যে, পবিত্র আত্মার দান হল খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার ফল।

(৪) এই অনুগ্রহের স্থায়ীত্ব: "আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।" এর

অর্থ হল:

[১] "তোমরা যত দিন বেঁচে থাকবে ততদিন তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। তোমরা কখনোই সাহায্যকারীর অভাব অনুভব করবে না এবং তাঁর চলে যাওয়ার দুঃখে কাতর হবে না, যেমন করে তোমরা আমার চলে যাওয়ার বিষয়ে কাতর হয়ে পড়েছ।" লক্ষ্য করুন, পবিত্র আত্মা আমার হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সান্ত্বনার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সাহায্য করবেন, যে সান্ত্বনা চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য কোন এক সময় পরিকল্পনা করা হয়েছিল। খ্রীষ্ট চিরকাল তাঁদের সঙ্গে থাকবেন এটি আদৌ যুক্তিযুক্ত বিষয় নয়, কারণ যারা জনগণের কাজের জন্য পরিকল্পনা করেছেন তারা সব সময় ছাত্র জীবনে থাকবেন না, তাদের অবশ্যই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে হবে। আর এই কারণে একজন সাহায্যকারী তাদের সবার সঙ্গে থাকবেন, তারা যেখানে যাবেন সেখানে তিনি যাবেন। সর্ব স্থানে তিনি থাকবেন তাঁদের সঙ্গে এবং যেখানে তাঁরা নির্যাতিত হবেন সেখানেও তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। তাঁরা যাতে একাকী না থাকেন এই জন্য চিরকাল তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবেন।

[২] "তুমি যখন মৃত্যুবরণ করবে, তোমার উত্তরসূরীদের সঙ্গে সাহায্যকারী থাকবেন যেন তাঁরা খ্রীষ্টান জীবন-যাপন করতে পারেন এবং পরিচর্যা করতে পারেন।

[৩] যদি আমরা চিরকালের জন্য ব্যাপকভাবে আমাদের মধ্যে তাঁকে কাজ করার সুযোগ দেই, তাহলে ঈশ্বর যে অনন্তকালীন সান্ত্বনা তাঁর বিশ্বাসীদের জন্য রেখেছেন তা আমাদের জীবনে কার্যকরী হবে। চিরকালের জন্য রাখা আনন্দ এবং সুখ আমরা লাভ করতে সক্ষম হব।

২. "সেই সাহায্যকারী আত্মা সত্যের আত্মা, তাঁকে তোমরা জানো," পদ ১৬,১৭। তারা হয়তো এই কথা ভাবতে পারেন, যে সাহায্যকারীকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তিনি কখনোই যিনি ঈশ্বরের পুত্র তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন না। "হ্যাঁ," খ্রীষ্ট বললেন, "তোমরা ঈশ্বরের আত্মা লাভ করবে, যিনি ক্ষমতায় এবং মহিমায় পুত্রের সমান।"

(১) যে সাহায্যকারীর প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তিনি হলেন পবিত্র আত্মা। তিনি এমন একজন, যিনি আত্মিক উপায়ে এবং আত্মিক পদ্ধতিতে গুপ্তভাবে এবং অদৃশ্যভাবে কাজ করবেন এবং তিনি কাজ করবেন মানুষের আত্মার কাজের মধ্য দিয়ে।

(২) "তিনি হলেন সত্য আত্মা। তিনি তোমাদের জন্য হবেন সত্যস্বরূপ এবং তাঁর দায়িত্ব হবে তোমাদের জন্য, যা তিনি ব্যাপকভাবে সম্পাদন করবেন। তিনি তোমাদের সত্যের বিষয়ে শিক্ষা দেবেন, সত্যের জ্ঞান দিয়ে তোমাদের মন আলোকিত করবেন। এটি তোমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় এবং নিশ্চিত করবে এবং এর প্রতি তোমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি করবে না।" অযিহূদীরা তাদের মূর্তিপূজার দ্বারা এবং যিহূদীরা তাদের ঐতিহ্যের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে পাপ এবং ভুল পথে চালিত হচ্ছিল। কিন্তু সত্যের আত্মা কেবলমাত্র তোমাদের সকল সত্যের দিকে চালিত করবে তাই নয়, কিন্তু তোমাদের পরিচর্যার দ্বারা অন্য সব কিছুর দিকে চালিত করবে, যা মঙ্গলজনক। খ্রীষ্ট হলেন সত্য এবং সত্য হল খ্রীষ্টের আত্মা এবং আত্মা তিনি এতে অভিষিক্ত হয়েছেন।

(৩) "তিনি এমন একজন, যাকে পৃথিবীর লোকেরা গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু তোমরা তাঁকে জানবে। এই জন্য তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে বাস করবেন।"

[১] খ্রীষ্টের শিষ্যদের পৃথিবী থেকে পৃথক করা হয়েছিল, কারণ মিথ্যাচার এবং দুষ্টতাপূর্ণ পৃথিবী থেকে তাঁদের বেছে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের আহ্বান করা হয়েছে। তাঁরা অন্য পৃথিবীর সন্তান এবং উত্তরসূরী, এই পৃথিবীর নয়।

[২] যারা এই পৃথিবীর প্রতি দুর্দমনীয়ভাবে অনুরক্ত, তাদের কাছে এটি অত্যন্ত দুর্দশার বিষয় হবে যে, তারা সত্যের আত্মাকে গ্রহণ করতে অপারগ। পৃথিবীর আত্মা এবং ঈশ্বরের আত্মার পরস্পরের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বৈপরীত্যের বিষয় বলা হয়েছে (১ করিন্থীয় ২:১২), যেখানে পৃথিবীর আত্মা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য প্রবলভাবে আকাঙ্খী থাকে, সেখানে ঈশ্বরের আত্মা তা চরমভাবে বর্জন করে। এমন কি এই যুগের নেতারা, যদিও নেতা হিসেবে জ্ঞানে লাভের প্রচুর সুযোগ তাদের রয়েছে তবুও এই যুগের নেতারা অজেয় কুসংস্কারের অধীনে কঠোর পরিশ্রম করছে. এই জন্য তারা ঈশ্বরের আত্মার সত্যের বিষয়ে জানতে পারে না (১ করিন্থীয় ২:৮)।

[৩] এই জন্য পৃথিবীর লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তারা তাঁকে দেখতে পায় না এবং তাঁকে জানেও না। আত্মার সান্ত্বনা তাদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ, একইভাবে খ্রীষ্টের ক্রুশও ছিল তাদের কাছে মূর্খতা স্বরূপ এবং সুসমাচারের মহান বিষয়সমূহ যা তাদের নিয়ম-কানুনের মত ছিল, যা তারা অদ্ভুত বিষয় বলে গণ্য করেছিল। এর বিচার তাদের দৃষ্টি থেকে বহু দূরে ছিল। "যদি তুমি এই পৃথিবীর সন্তানদের কাছে পবিত্র আত্মার কার্যকলাপ সম্পর্কে কথা বল তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে তাদের কাছে একজন অসত্য ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হবে।"

[৪] সত্যের আত্মার সত্য জ্ঞান যা অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভ করা যায়: "তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।" খ্রীষ্ট তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের পরিচিতির মাধ্যমে তাঁরা সত্যের আত্মাকে জেনেছিলেন, নয়তো তাঁরা তা জানতেও পারতেন না। তাঁরা সীমিত পরিমাণে পবিত্র আত্মা পরিহিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টের সাথে থেকে তাঁর পিছে পিছে চলার এবং খ্রীষ্টের নানা পরীক্ষার মধ্যেও অব্যাহতভাবে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করার কী ক্ষমতা তাঁদের ছিল? কী ক্ষমতা তাঁদের সুসমাচার প্রচার করতে সাহায্য করেছিল এবং তাঁরা আশ্চর্য কাজ করেছিলেন? পবিত্র আত্মা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বলেই তাঁরা তা করতে পেরেছিলেন। বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতা হল প্রতিজ্ঞার ব্যাখ্যা। অন্যদের কাছে এটি অসম্ভব বিষয় বলে মনে হলেও তাঁদের কাছে এটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

[৫] এরা পবিত্র আত্মার সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ পরিচয় লাভ করেছেন এবং পবিত্র আত্মার অবস্থিতির সান্ত্বনামূলক নিশ্চয়তা লাভ করবেন: "কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন আর তোমাদের হৃদয়ে বাস করবেন।" কারণ অনুগ্রহের আত্মা তাঁর বাসস্থান স্থানান্তর করেন না। তাঁরা জানেন কী করে এর মূল্যায়ন করতে হয়, তাঁরা জানেন কি করে তাঁকে গ্রহণ করতে হয় এবং তাঁর বাধ্য হতে হয়। আর এই জন্য তিনি তাঁদের অন্তরে বাস

করবেন, যেমন আকাশে আলো এবং গাছে রস তেমনি দেহের মধ্যে আত্মা। তাঁর সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতা হবে অন্তরঙ্গ এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর ঐক্য হবে অবিচ্ছেদ্য।

[৬] পবিত্র আত্মার দান হয় অসাধারণ দান, যা খ্রীষ্টের শিষ্যদের উপর অসাধারণভাবে নেমে এসেছিল; কেবল তাঁদের, কিন্তু পৃথিবীর অ- বিশ্বাসী লোকদের উপর নয়। তাঁদের কাছে এটি হল 'গুপ্ত মান্না' এবং 'সাদা পাথর'। এদর কাছে কোন সাহায্য তুলনীয় নয় যা দৃশ্যমান নয়; যা শব্দ করে না। ঈশ্বর যাদের বেছে নেন তাদের এই দান দিয়ে থাকেন। যারা তাঁর নামে ভয় করে তারা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁকে পাবেন।

যোহন ১৪:১৮-২৪ পদ

যখন বন্ধুরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তখন তারা সাধারণত এই অনুরোধ একে অন্যের প্রতি করে থাকে, "তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন দয়া করে আমার জন্যও প্রার্থনা কোরো।" খ্রীষ্ট এই ব্যাপারে তাঁর শিষ্যদের ব্যাপৃত থাকতে বলেছিলেন যেন চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয়ে না যায়।

ক. তিনি তাঁদের এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি অব্যাহতভাবে তাঁদের তত্ত্বাবধান করে যাবেন (পদ ১৮): "আমি তোমাদেরকে অনাথ রেখে যাব না; কারণ যদিও আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি কিন্তু তোমাদের কাছে একজন সাহায্যকারী রেখে যাচ্ছি। আমি তোমাদের কাছে আসছি।" খ্রীষ্ট তাঁদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার বিষয়টি তাঁদের ভীষণভাবে দুঃখার্ত করেছিল। তাঁরা যতটা ভয় করেছিলেন অবস্থা ততটা খারাপ ছিল না। কারণ এটাই সব কিছু ছিল না আর এটা চূড়ান্তও ছিল না।

১. সব কিছু নয়: "আমি আমার দৈহিক উপস্থিতি ছাড়াই তোমাদের ছেড়ে চলে গেলেও তোমাদের আমি সাহায্যকারীবিহীন অবস্থায় রেখে যাব না।" যদিও তাঁরা এখন শিশু তবুও ছোট অবস্থায় তাঁদের ছেড়ে তিনি চলে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করা হবে, তাঁর পিতা হবেন তাঁদের পিতা, তাতে যারা পিতৃহীন তাঁরা পিতার করুণা লাভ করবেন। প্রকৃত বিশ্বাসীদের অবস্থা মাঝে মাঝে শোচনীয় হতে পারে, কিন্তু সব সময় শোচনীয় বা সান্ত্বনাবিহীন অবস্থায় থাকবেন না। কারণ তাঁরা আদৌ অনাথ নন: কারণ ঈশ্বর তাঁদের পিতা, যিনি হলেন চিরস্থায়ী পিতা।

২. চূড়ান্ত নয়: "আমি তোমাদের কাছে আসব; *Erchomai* – আমি অবশ্যই আসব।" এর অর্থ হল:

(১) "আমার পুনরুত্থানে আমি অতি দ্রুত তোমাদের কাছে আসব। আমি অনেক দূরে চলে যাব না, কিন্তু আবার অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের কাছে আসব।" তিনি এই কথা প্রায়ই তাদের বলতেন, "তৃতীয় দিনে আমি আবার উঠব।"

(২) "আমি আগামীতে প্রতিদিন আমার আত্মায় তোমাদের কাছে উপস্থিত থাকব।" তাঁর ভালবাসার নিদর্শন এবং তাঁর অনুগ্রহের তত্ত্ববধান আগামীতে তিনি অব্যাহত রাখবেন।

(৩) "আমি নিশ্চিতভাবে শেষ সময়ে আসব। আমি অবশ্যই তোমাদের প্রভুর আনন্দের

মধ্যে তোমাদের উপস্থিত করার জন্য শীঘ্রই আসব।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের আগমনের কথা চিন্তা করলে আমাদের ছেড়ে তাঁর চলে যাওয়ার জন্য আমাদের মনোদুঃখের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। কারণ যদি তিনি কিছুকালের জন্য আমাদের কাছ থেকে দূরে যান, তার অর্থ এই যে, আমরা তাঁকে চিরকালের জন্য আমাদের কাছে পাব। আসুন আমরা দুঃখকে শান্ত করি, প্রভু নিকটবর্তী।

খ. তিনি তাদের এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তারা অব্যাহতভাবে তার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে থাকবেন (পদ ১৯,২০): "আর অল্পকাল পরে পৃথিবীর লোকেরা আর আমাকে দেখতে পাবে না;" এর অর্থ হল, "আমি আর এই পৃথিবীতে থাকব না।" তাঁর মৃত্যুর পরে পৃথিবীর লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় নি, যদিও তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তিনি সকল লোককে দেখা দেন নি (প্রেরিত ১০:৪১)। বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীর লোকেরা মনে করেছিল যে, তারা তাঁকে যথেষ্ট দেখেছে, আর দেখতে চায় না। আর তাই তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, "তাঁকে দূর কর, তাঁকে ক্রুশে দাও।" এই কারণে তারা বিচারিত হবে। তারা তাঁকে আর দেখবে না। যারা কেবল তাদের বিশ্বাসের চোখ দিয়ে খ্রীষ্টকে দেখেছেন তারা চিরকাল খ্রীষ্টকে দেখতে পারবেন। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী তাঁকে দেখতে পাবে না। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তাঁর অবর্তমানে তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা বলতেন।

১. "তোমরা আমাকে দেখেছ এবং অব্যাহতভাবে দেখবে, যখন পৃথিবীর লোকেরা আমাকে দেখবে না।" খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর তাঁরা তাঁদের দৈহিক চোখ দিয়ে তাঁকে দেখেছিলেন, কারণ খ্রীষ্ট নিজে তাঁদের দেখা দিয়েছিলেন অনেক অকাট্য প্রমাণের দ্বারা (প্রেরিত ১:৮)। যখন তাঁরা খ্রীষ্টকে দেখতে পেলেন তখন তারা খুব আনন্দিত হলেন। তাঁর স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পর তাঁরা তাঁকে তাঁদের বিশ্বাসের চোখ দিয়ে দেখেছিলেন, সমস্ত কিছুর প্রভু হিসেবে ঈশ্বরের ডান দিকে তিনি বসে আছেন। তাঁরা তাঁর মধ্যে যা দেখেছিলেন পৃথিবী তা দেখে নি।

২. "আমি জীবিত আছি বলে তোমরাও জীবিত থাকবে।" যে বিষয়টি তাঁদের দুঃখার্ত করেছিল তা হল তাঁদের প্রভুর মৃত্যু এবং তাঁরা এই চিন্তা করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তাঁদের আর কিছুই করার নেই। "না," খ্রীষ্ট বললেন।

(১) "আমি জীবিত আছি," এটি মহান ঈশ্বরের মহিমা। "আমি জীবিত আছি," প্রভু ঈশ্বর বলেছেন, একইভাবে খ্রীষ্ট বলেছেন। কেবল তাই নয়, "আমি জীবিত থাকব," যেমন তিনি তাদের বলেছিলেন, "আমি জীবিত আছি," কারণ তাঁর মধ্যে জীবন আছে এবং সতত তিনি জীবিত আছেন। আমরা দুস্থ নই, যখন আমরা জানি যে, আমাদের পরিত্রাণকর্তা জীবিত আছেন।

(২) এই জন্য আমরাও জীবিত থাকব। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন খ্রীষ্টের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হতে হবে। যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন নিশ্চিতভাবেই খ্রীষ্টের জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে হবে। যারা বিশ্বাসে তাঁকে নিজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তারাও জীবিত থাকবেন। তারা আত্মিকভাবে বেঁচে থাকবেন; স্বর্গীয় জীবনে থেকে

ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলবেন। এই জীবন খ্রীষ্টের জীবনের মধ্যে লুকানো রয়েছে। যদি গৃহকর্তা এবং শিকড় বেঁচে থাকে তা হলে পরিবারের সদস্য এবং শাখা প্রশাখাও বেঁচে থাকবে। তারা অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের গুণে তাদের দেহ উত্থাপিত হবে। এটি খুব ভাল বিষয় হবে যদি পৃথিবীর লোকেরাও তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এটি তখনও সম্ভব হবে যখন সমস্ত লোক তাঁর নিজের হবে (যিশাইয় ২৬:১৯)।

৩. এই বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত হবে (পদ ২০): "সেই দিন যখন আমি মহিমান্বিত হব, যখন পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হবেন। তখন তোমরা আরও স্পষ্টভাবে জানতে পারবে এবং এখন থেকে আরও নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, আমি পিতার সঙ্গে যুক্ত আছি, তোমরা আমার সঙ্গে যুক্ত আছ এবং আমি তোমাদের সঙ্গে যুক্ত আছি।"

(১) "এই সব মহিমান্বিত রহস্য পরিপূর্ণভাবে জানতে পারবে স্বর্গে। সেই দিন, যেদিন আমি আমার কাছে তোমাদের গ্রহণ করবো সেদিন তোমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারবে যা এখন তোমরা আয়নায় অস্পষ্টভাবে দেখছ।" বস্তুত আমরা যা,এখন তা প্রকাশিত হচ্ছে না, কিন্তু তখন সেটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে।

(২) প্রেরিতরা এটি সম্পূর্ণভাবে আনতে পারবেন যখন পবিত্র আত্মা তাঁদের উপর নেমে আসবেন। সেদিন স্বর্গীয় প্রদীপ আলোকিত হবে এবং তাঁদের চোখ আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে। তখন তাঁদের জ্ঞান আরও উন্নত হবে ও বৃদ্ধি পাবে, তাঁদের আরও প্রসার ঘটবে, তাঁরা বিশিষ্ট হবেন এবং তাঁরা খ্রীষ্টের দ্বিতীয়বার হাতের স্পর্শে সুস্থতা লাভকারী সেই অন্ধের মত হবেন, যে মানুষকে গাছের মত দেখছিল, যা হেঁটে বেড়াচ্ছিল।

(৩) তাঁরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করার মাধ্যমে সব কিছু জানতে পেরে খুবই সন্তুষ্ট হবেন, কারণ এর জ্ঞানের মধ্যে পিতা এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁদের সহভাগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা জানেন:-

[১] খ্রীষ্ট পিতার মধ্যে আছেন, যিনি পিতার একজন। তিনি তাঁদের জন্য কি করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কি করেছেন এই সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁরা এটি জেনেছেন। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন কি প্রশংসনীয় মিল এবং ঐক্য রয়েছে খ্রীষ্টান ধর্মে এবং প্রকৃতগত ধর্মে যা যা এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে। তাই তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, খ্রীষ্ট পিতার মধ্যে আছেন।

[২] খ্রীষ্ট তাঁদের অন্তরে আছেন। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খ্রীষ্টানরা পবিত্র আত্মার দ্বারা বুঝতে পারেন যে, খ্রীষ্ট তাঁদের অন্তরে আছেন (১ যোহন ৩:২৪)।

[৩] তাঁরা খ্রীষ্টের মধ্যে আছেন, কারণ সম্পর্ক হল পারস্পরিক এবং ঘনিষ্ট। তাই খ্রীষ্ট তাঁদের মধ্যে আছেন এবং তাঁরা খ্রীষ্টের মধ্যে আছেন। বলা হয়েছে যে, এটি অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং অবিচ্ছেদ্য ঐক্য। এর গুণ হল, যেহেতু তিনি জীবিত আছেন তাই তাঁরাও জীবিত থাকবেন। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলন হল বিশ্বাসীদের জীবন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক হল তাঁদের সুখ ও আনন্দ।

দ্বিতীয়ত, এই মিলনের জ্ঞান হল তাঁদের অনির্বচনীয় আনন্দ এবং সন্তুষ্টি।" তাঁরা এখন খ্রীষ্টের মধ্যে আছেন এবং তিনি তাঁদের মধ্যে আছেন, কিন্তু তিনি অনুগ্রহের কাজ সম্পর্কে কথা বলেছিলেন যেন তাঁরা তা ভাল করে জানতে পারেন এবং এতে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন। খ্রীষ্টের প্রতি সম্পর্ক এবং জ্ঞান কখনও কখনও পৃথক হয়।

গ. তিনি তাঁদের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁদের ভালবাসবেন এবং তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, পদ ২১-২৪। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. তাঁর ভালবাসাকারী হিসেবে খ্রীষ্ট যাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং গ্রাহ্য করেন, যারা তাঁর আদেশ জানেন এবং পালন করেন। এর দ্বারা খ্রীষ্ট দেখালেন যে, যে অনুগ্রহের বিষয়ের কথা তিনি তাঁর শিষ্যদের এখানে বলেছেন তা কেবল এই উদ্দেশ্যে বলেন নি যে, এখন যারা তাঁদের প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস করেছেন, এখানে দেখতে পাই:

(১) যারা নিজেদের শিষ্যের মহত্ব দাবী করেন এটি তাদের দায়িত্ব। খ্রীষ্টের আদেশ আমরা জানি বলেই তা আমাদের অবশ্যই পালন করা উচিত। একজন খ্রীষ্টান হিসেবে আমরা তাঁর আদেশগুলো সম্পর্কে জানি, তাঁর আদেশের কথা অন্যদের মাধ্যমে বহুবার আমাদের কানে ধ্বনিত হয়েছে, তাঁর আদেশসমূহ লিখিতভাবে আমাদের চোখের সামনে রয়েছে, এর জ্ঞান আমাদের জানা রয়েছে, কিন্তু এগুলোই যথেষ্ট নয়। যদি আমরা বাস্তবিক খ্রীষ্টান হিসেবে গণ্য হতে চাই তাহলে তাঁর আদেশ পালন করতে হবে। আমাদের মাথায় তা রাখতে হবে, আমাদের অবশ্যই হৃদয় দিয়ে এবং জীবনের মধ্য দিয়ে তা পালন করতে হবে।

(২) এই মহত্বের বিষয়গুলো পালন করা হল শিষ্যদের দায়িত্ব। তারা দৃষ্টি দেবে আদেশ পালনের দিকে যেন এর দ্বারা তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায়। যাদের মহা জ্ঞান রয়েছে এবং যারা জানে কীভাবে তাঁর পক্ষে কথা বলতে হয় তা দিয়ে তারা প্রভুর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে পারবে না, কিন্তু প্রভুর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রকাশ করতে হলে তাদের অবশ্যই তাঁর আদেশসমূহ পালন করতে হবে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসার সুনিশ্চিত প্রমাণ হল খ্রীষ্টের আদেশের প্রতি বাধ্যতা। তাঁর প্রতি ভালবাসা হল, তাঁর শাসনের অধীনে চলা, কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল বাধ্যগত ভালবাসা। তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্মতি থাকা এবং তাঁর প্রজ্ঞায় সন্তুষ্ট থাকা।

২. তাঁদের ভালবাসার জন্য তিনি তাঁদের কী পুরস্কার প্রদান করবেন: বহুমূল্য পুরস্কার। খ্রীষ্টের প্রতি কোন ভালবাসা বিনষ্ট হবে না।

(১) তাঁরা পিতার ভালবাসা লাভ করবেন: "যে আমাকে ভালবাসে আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন।" আমরা তাঁকে ভালবাসতে পারতাম না, যদি না তিনি আমাদের প্রথমে ভালবাসতেন। তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা থেকে তিনি আমাদের অনুগ্রহ দান করেছেন যেন আমরা তাঁকে ভালবাসতে পারি। কিন্তু যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের জন্য রয়েছে প্রসন্নতার ভালবাসা (হিতোপদেশ ৮:১৭): "যারা আমাকে ভালবাসে, তাদের আমিও ভালবাসি। যারা মনে প্রাণে আমাকে খোঁজ করে, তারা আমাকে পায়।" যারা তাঁকে ভালবাসে তিনি তাদের জানতে দেন যে তিনিও তাদের ভালবাসেন, তিনি তাদের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে

হাসেন এবং তাদের সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন। ঈশ্বর যেভাবে তাঁর পুত্রকে ভালবাসেন ঠিক সেইভাবে তাদের ভালবাসেন যারা তাঁকে ভালবাসে।

(২) তারা খ্রীষ্টের ভালবাসা লাভ করবে: "আমি তাদের ভালবাসব, পরিত্রাণকর্তা হিসেবে, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। ঈশ্বর পিতা হিসাবে তাকে ভালবাসবেন এবং আমি তাকে ভালবাসবো ভাই হিসেবে। সৃষ্টিকর্তা তাকে ভালবাসবেন এবং তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। পরিত্রাণকর্তা তাকে ভালবাসবেন এবং তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা দিয়ে তাকে সুরক্ষিত করে রাখবেন, তিনি হবেন তার রক্ষাকারী।" ঈশ্বরের স্বভাবের মধ্যে অন্য কোন কিছু এর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল আলো ছড়ায় না। আর খ্রীষ্টের দায়িত্বের মধ্যে এর মত এমন মহিমান্বিত বিষয় আর প্রকাশ পায় নি। এই উভয় ভালবাসা হল মুকুট এবং সান্ত্বনা এবং অনুগ্রহ ও মহিমা। এগুলো তারাই প্রাপ্ত হবে যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আন্তরিক ও বিশ্বস্তভাবে ভালবাসে। খ্রীষ্ট এখন তাঁদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি তাঁদের অব্যাহতভাবে ভালবেসে যাবেন, কারণ বিশ্বাসীদের কাছে থাকবেন না বলে তাঁর মনে দয়া সৃষ্টি হয়েছে তাই নয় কিন্তু যে সময় তিনি থাকবেন না তখন তিনি তাঁদের জন্য দয়াপূর্ণ কাজ করবেন কারণ তিনি তাঁদের তাঁর অন্তরে ধারণ করেছেন এবং তাঁদের পক্ষে চিরকাল মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বাস করবেন।

(৩) তাঁরা এই ভালবাসার সান্ত্বনা লাভ করবেন: "আর আমি তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করব।" অনেকে খ্রীষ্টের এই কথায় মনে করেন যে, তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে নিজেকে পুনরুত্থানের পর জীবিত হিসেবে প্রদর্শন করাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা তিনি সকলের জন্য করেছেন যে, "সে-ই আমাকে ভালবাসে যে আমার আদেশ পালন করে," তাতে বোঝা যায় যে, এই প্রতিজ্ঞার বিস্তৃতি ঘটেছে। এই প্রতিজ্ঞা কেবল ঐ সময়ের জন্য ছিল না। এখানে খ্রীষ্টের আত্মিক প্রকাশ এবং সকল বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে প্রকাশ করেছে। যখন তিনি তাঁর ভালবাসা জানার জন্য তাদের মনকে আলোকিত করেছিলেন এবং এর ব্যাপকত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন (ইফিষীয় ৩:১৮,১৯)। তিনি তাদের অনুগ্রহকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন এবং তা অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁর মধ্যে তাদের সান্ত্বনা লাভের বিষয়কে বৃদ্ধি করছিলেন – যখন তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণকে নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তাঁর অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা এবং তাঁর রাজ্য ও মহিমার বিষয়ে জ্ঞাত করার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন – তখন তিনি তাঁর ভালবাসা তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। খ্রীষ্ট কারও কাছে নিজেকে প্রকাশ করে না, যদি সে নিজেকে খ্রীষ্টের কাছে প্রকাশ না করে।

৩. কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

(১) তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এবং এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, পদ ২২। লক্ষ্য করুন:

[১] তিনি কে ছিলেন, যিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন? তিনি ছিলেন যিহূদা, কিন্তু ইস্কারিয়োৎ নয়। এই নামটি ছিল প্রসিদ্ধ নাম। ইস্রায়েলের বেশির ভাগ গোত্রের মধ্যে এই যিহূদা নামটি

ছিল। খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে দুইজন শিষ্যের নাম ছিল যিহূদা। তাদের মধ্যে একজন ছিল বিশ্বাসঘাতক, আর অন্যজন ছিলেন যাকোবের ভাই (লূক ৬:১৬)। শেষের জন ছিলেন খ্রীষ্টের সমগোত্রীয় (মথি ১৩:৫৫)। তাঁকে লেবী এবং থদ্দেয় বলে ডাকা হত। তিনি প্রেরিতদের শেষ লেখক, আমাদের অনুবাদে স্বাতন্ত্র্য আনার জন্য আমরা তাঁকে প্রেরিত যিহূদা বলে অভিহিত করেছি। ইনিই হলেন সেই যিহূদা যিনি এখানে কথা বলেছেন। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, এখানে একজন ভাল লোক ছিলেন এবং একজন খারাপ লোক ছিল। তাঁদের দু'জনকেই একই নামে ডাকা হত। কোন নাম আমাদের ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে না কিংবা কাউকে খারাপ তৈরি করে না। প্রেরিত যিহূদা আদৌ খারাপ মানুষ ছিলেন না। বিশ্বাসঘাতক যিহূদা কখনোই ভাল মানুষ ছিল না, একই নাম সত্ত্বেও।

দ্বিতীয়ত, সুসমাচার লেখক অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দুজনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। যখন তিনি ধার্মিক যিহূদার কথা বলেছিলেন তখন তিনি এই কথা যুক্ত করেছিলেন: *ইস্কারিয়োৎ নয়*; তাই আমাদেরকে এই ভ্রান্তির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা যেন উত্তম এবং অধমকে, বহুমূল্য এবং নিকৃষ্টকে মিশ্রিত না করি।

[২] তিনি কি বলেছিলেন, "প্রভু, কেন আপনি কেবল আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, পৃথিবীর লোকদের কাছে করবেন না?" এটি এই অর্থ ব্যক্ত করে দু'ভাবে:

প্রথমত, তাঁর জ্ঞানের দুর্বলতা। কেউ কেউ তা মনে করেন। তিনি খ্রীষ্টের অস্থায়ী রাজ্যের প্রত্যাশা করছিলেন, যা বাহ্যিক আড়ম্বর ও ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে। ফলে সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ে অভিভূত হবে। "কিভাবে এটি প্রকাশ পাবে," তিনি ভাবলেন, "কেনই বা এটি কেবল আমাদের কাছেই প্রকাশ করা হবে? *Ti gegonen* – এমন কি ঘটেছে যে, যা প্রত্যাশা করা হবে তা খোলাখুলিভাবে আপনি নিজেকে প্রকাশ করবেন না, যেন অযিহূদীরা আপনার আলোর কাছে এবং ক্রমবর্দ্ধমান মহিমান্বিত রাজার কাছে আসতে পারে?" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রকৃতির ভ্রান্ত ধারণার ফলে আমরা জটিলতার সৃষ্টি করি, যেমন, খ্রীষ্টের রাজ্য এই জগতের।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট কেবল তাদের এমন বিশেষ অনুগ্রহ করবেন, এই কথা ভেবে যিহূদা তাঁর ভালবাসার আতিশয্য প্রকাশ করেছিলেন এবং নম্রতা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন: "প্রভু, কী হয়েছে?" স্বর্গীয় অনুগ্রহের এই শিষ্টাচারে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন, যেমন হয়েছিলেন দায়ূদ (২ শমূয়েল ৭:১৮)। *আমাদের এমন কি উপযুক্ততা রয়েছে যে এমন অনুগ্রহ লাভ করতে পারি?* লক্ষ্য করুন:

১) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে নিজেকে একটি স্বতন্ত্র উপায়ে প্রকাশ করেছিলেন, পৃথিবীর লোকদের কাছে করেন নি যারা অন্ধকারের মধ্যে বাস করছিল। তুচ্ছদের কাছে, কিন্তু ক্ষমতাবানদের কাছে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশ করেন নি। শিশুদের কাছে, কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে এবং প্রজ্ঞাবানদের কাছে নয়। বিশেষ অনুগ্রহ অত্যন্ত উপকারী। যারা এর কাছ দিয়ে যায় এবং যারা তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার কথা বিবেচনা করে তারা উপকৃত হয়।

২) এটি আমাদের চোখে অত্যন্ত বিস্ময়কর। কারণ এমন, যা বুঝানো যায় না, দুর্জ্ঞেয়, এটি অবাধ এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপূর্ণ অনুগ্রহ।

(২) যিহূদা যা বলেছিলেন উত্তরে খ্রীষ্ট এ পর্যন্ত এর ব্যাখ্যা এবং নিশ্চয়তা দান করলেন, পদ ২৩,২৪। যিহূদা যে কথা বলছিলেন তাতে যে দুর্বলতা ছিল খ্রীষ্ট সেটি উপেক্ষা করলেন এবং তার সান্ত্বনা দান করলেন।

[১] তিনি তাঁকে ভালবাসার এবং তাঁর আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞার শর্তের বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। আর এই বিষয়ে তিনি দেখালেন, ভালবাসা এবং বাধ্যতার মধ্যে কি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে রয়েছে। ভালবাসা হল শিকড় এবং বাধ্যতা হল এর ফল।

প্রথমত, যেখানে খ্রীষ্টকে আন্তরিকভাবে ভালবাসার নিবেদিত প্রাণ রয়েছে, সেখানে বাধ্যতাও থাকবে: যদি সত্যিই কেউ আমাকে ভালবাসে তাহলে তার সেই ভালবাসা তাকে এমনভাবে তাড়িত করবে যে, কোন প্রশ্ন কিংবা জোর আপত্তি ছাড়াই সে আমার আদেশ পালন করবে।" যেখানে খ্রীষ্টের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা রয়েছে সেখানে তাঁর অনুগ্রহের জন্য মূল্য রয়েছে, তাঁর ক্ষমতার জন্য রয়েছে শ্রদ্ধা এবং তাঁর আদেশ এবং শাসনের প্রতি সম্পূর্ণ মানুষটির আত্মসমর্পণ। যেখানে ভালবাসা সেখানে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য রয়েছে, আর তা অন্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজভাবে এবং কৃতজ্ঞতার রীতি থেকে চালিত হয়ে।

দ্বিতীয়ত, অন্য দিকে, যেখানে খ্রীষ্টের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা নেই সেখানে তাঁর আদেশ করার ব্যাপারে চরম অনিচ্ছা থাকবে: যে আমাকে ভালবাসে না সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে না, পদ ২৪। কারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে না তারা যেন প্রকাশ পায় এই জন্য খ্রীষ্ট এই কথা বলেছিলেন তারা যে দাবী করুন, নিশ্চিতভাবে এই কথা বলা যায় যে, তারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে না এবং তারা তাঁর সত্যের উপর বিশ্বাস করে নি এবং তাঁর আদেশের প্রতি তারা বাধ্য নয়। খ্রীষ্ট যাদের সম্পর্কে এই কথা বলছেন তারা অলীক কাহিনী বলতে পারে, কিন্তু সে দিকে তিনি মনযোগ দেন না। তাদের কথা দুর্বোধ্য হতে পারে, কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেন না। এটিও একটি কারণ যে, কেন খ্রীষ্ট পৃথিবীর লোকদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন না, যারা তাঁকে ভালবাসে না, কারণ তারা প্রকাশ্যে তাঁকে অ বিশ্বাসজনক ব্যবহার করেছে, কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করে নি। খ্রীষ্ট কেন সেই সমস্ত লোকদের সঙ্গে এমন ঘরোয়া কথা বলবেন যারা তাঁর কাছে একেবারে অপরিচিত?

[২] তিনি প্রতিজ্ঞার আরও ব্যাখ্যা দিলেন (পদ ২৩): "যদি কেউ আমাকে এই রকম ভালবাসে তবে আমি তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করব।"

প্রথমত, "আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন।" এই কথা তিনি এর আগেও বলেছিলেন (পদ ২১) এবং তিনি এখানে এটি পুনরুক্তি করেছেন আমাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য। কারণ এটি কল্পনা করা খুবই কঠিন যে, যাদের তিনি তাঁর ভালবাসার পাত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন তাদেরকে তিনি একবারেই তাঁর ক্রোধের পাত্র হিসেবে বিবেচনা করছেন। যিহূদা বিস্মিত হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট কেবল তাদের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করবেন। কিন্তু এর উত্তর হল, "যদি আমার পিতা তোমাদের ভালবাসতে পারেন তাহলে কেন আমি তোমাদের

কাছে সব কিছু মুক্ত করে দেব না, কেন আমি তোমাদের সঙ্গে খোলামেলা হব না?"

দ্বিতীয়ত, "আমরা তার কাছে আসব এবং তাঁর সঙ্গে বাস করব;" এর অর্থ ব্যাখ্যায় খ্রীষ্ট নিজেকে তাঁর কাছে প্রকাশ করেছেন এবং পক্ষ বৃদ্ধি করেছেন।

১. তিনি এই কথা বলেন নি, "আমরা আসব এবং বাস করব," "আমি এবং পিতা," যিনি এর মধ্যে আর একজন, পদ ৯। ঈশ্বরের আলো এবং ভালবাসা মানুষকে পরিত্রাণকর্তার আলো এবং ভালবাসার মধ্যে যুক্ত করে। এই লক্ষ্যে যে কোন স্থানে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি গঠন করেন তা তিনি সীলমোহর করেন।

২. শুধু এই নয় যে, "আমি খুব শীঘ্র তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করব," বরং সেই সাথে "আমরা তাঁর কাছে আসব, তাঁর কাছে থাকব, তাঁর সঙ্গে বাস করব।" স্বর্গীয় অনুগ্রহ এবং সান্ত্বনার এই রকম শক্তিশালী প্রভাব তাদের উপর অবস্থিতি করবে যারা বিশ্বস্ত ও আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টকে ভালবাসে।

৩. কেবলমাত্র, "আমি ক্ষণিকের জন্য আমার চেহারা দেখাব কিংবা তাঁর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত এবং অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ করব" তা কিন্তু নয়। কিন্তু "আমরা তাঁর সঙ্গে বাস করব", যার অর্থ হল তাঁর সঙ্গে আনন্দে এবং চিরস্থায়ীভাবে বাস করবেন। ঈশ্বর বাধ্য বিশ্বাসীদের কেবল ভালবাসেন তাই নয় কিন্তু ভালবাসায় তিনি আনন্দিত হবেন, ভালবাসার তৃপ্তিতে তিনি নীরব হবেন (সফনিয় ৩:১৭)। ঘরে বসে করার মত করে তিনি তাদের সঙ্গে অবস্থান করবেন।

[৩] তিনি এখানে চমৎকার কারণ দেখিয়েছেন যেন তাঁর শর্তের প্রতি আমরা মনযোগী হই এবং প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য উৎসাহী হই। "যে কথা তোমরা শুনেছ তা আমার কথা নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতারই কথা," পদ ২৪। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রায়ই এই কথা বলেছেন (যোহন ৭:১৬; ৮:২৮; ১২:৪৪) এবং এখানে এই বিষয়টি অতি প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে।

প্রথমত, দায়িত্ব পালনের আবশ্যকতা এবং গুরুত্ব খ্রীষ্টের আদেশ যা আমাদের নীতি এবং ধার্মিকতার কাজের জন্য উপযুক্ত, তার উপর স্থাপিত, কারণ খ্রীষ্টের এই কথা আমরা পিতার কথা হিসেবে পালন করছি এবং তাঁর ইচ্ছা পিতার ইচ্ছা বলে গ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সান্ত্বনার আবশ্যকতা ও গুরুত্ব খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞার উপর স্থাপিত হয়েছে। আর যেহেতু এই প্রতিজ্ঞার উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তাই আমাদের অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করতে হবে, নিজের ক্রুশ কাঁধে তুলে নিতে হবে এবং সব কিছু পরিত্যাগ করতে হবে। যদি আমরা এই বিষয়ে প্রশ্ন করি যে, এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমাদের অবশ্য পালনীয় কাজ করার পর্যাপ্ত সাহস আমাদের আদৌ আছে কিনা, তাহলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে আমাদের তা থাকবে। এই প্রতিজ্ঞা খ্রীষ্টের অর্থহীন কথা ছিল না কিন্তু যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতার কথা। যে কারণে আমরা এর উপর আস্থা রাখতে পারি।

যোহন ১৪:২৫-২৭ পদ

দু'টি উৎসাব্যঞ্জক বিষয়ে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ করলেন।

ক. তাঁর আত্মার শিক্ষার দ্বারা তাঁরা চালিত হবেন, পদ ২৫,২৬। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. খ্রীষ্ট চাইলেন যে শিক্ষা তিনি তাঁদের দিয়েছেন তার প্রতিফলন যেন তাঁদের জীবনে থাকে: "তোমাদের কাছে থাকতে থাকতেই আমি এসব কথা বললাম।" যে সময় থেকে তাঁরা খ্রীষ্টের শিষ্য হয়েছেন তখন থেকে এ পর্যন্ত যে সমস্ত ভাল ভাল বিষয় তাঁরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। এটি এই অর্থ প্রকাশ করে:

(১) তিনি তাদের যা বলেছেন তা প্রত্যাহার করবেন না কিংবা সেই সব কথা প্রত্যাহার করে নতুন কোন কথা বলবেন না। কিন্তু তিনি তা বহাল রাখবেন কিংবা প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি তাঁদের যে বিষয়ে বলেছিলেন যে বিষয়ে কথা বললেন এবং তা পালন করতে বললেন।

(২) এই শেষ সময়ে তাঁরা শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলেন, "যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, তুমি জানো আমি একটি মুহূর্তও বৃথা নষ্ট করি নি।" লক্ষ্য করুন, যখন আমাদের শিক্ষক আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান, তাঁর উপস্থিতি আমাদের মধ্যে অনুভব করার জন্য তিনি যে সমস্ত কথা বলে গেছেন তা মনে রাখা।

২. আর একজন শিক্ষকের প্রত্যাশা করতে তাদের উৎসাহিত করলেন এবং খ্রীষ্ট তাঁর চলে যাওয়ার পরও যেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এই জন্য একটি উপায় খুঁজে বের করলেন, পদ ২৬। এর আগে তিনি তাদের বলেছিলেন যে, পিতা তাঁদেরকে আর একজন সাহায্যকারী পাঠিয়ে দেবেন (পদ ১৬); এখানে তিনি সেই একই কথায় আবার ফিরে আসলেন। কারণ যেভাবে 'খ্রীষ্ট' সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল এখন তেমনি পবিত্র আত্মা সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, যা ইস্রায়েলের সান্ত্বনাস্বরূপ। পবিত্র আত্মা পাঠানোর বিষয়ে তিনি এখানে আরও দু'টি বিষয়ে কথা বললেন:

(১) কার নামে পবিত্র আত্মা পাঠানো হবে: "পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন।" এর অর্থ হল, "আমার নামে, আমার বিশেষ অনুরোধে;" অথবা "আমার কার্যকারণ ব্যক্তি এবং প্রতিনিধি হিসেবে।" তিনি তাঁর পিতার নামে এসেছিলেন তাঁর রাজদূতস্বরূপ। পবিত্র আত্মা আসবেন তাঁর নামে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রতিনিধি নিসেবে, যিনি তাঁর পক্ষে সমস্ত কাজ চালিয়ে যাবেন এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের কাজ প্রস্তুত করবেন। এখানে তিনি খ্রীষ্টের আত্মা বলে অভিহিত করলেন, কারণ তিনি খ্রীষ্টের পক্ষ সমর্থন করবেন এবং খ্রীষ্টের কাজ চালিয়ে যাবেন।

(২) কি দায়িত্বভার নিয়ে প্রেরিত হবেন। দু'টি বিষয় তিনি সম্পাদন করবেন:

[১] "তিনি সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন প্রজ্ঞার আত্মা হিসাবে এবং খ্রীষ্টের শিষ্যদের কাছে শিক্ষাদাতা হিসাবে প্রকাশ করবেন।" যদি তিনি এখন তাঁদের কাছ থেকে চলে যান তাহলে তাঁরা হয়তো কিছুটা দক্ষতা দেখাতে পারবে। কিন্তু এরপরে কি ঘটবে, কি হবে তাঁদের? কি কারণে পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে শিক্ষা দেবেন, কেন তাঁদের স্থায়ী শিক্ষাদাতা

হবেন? তাঁদের জন্য যা যা প্রয়োজন সেই সব বিষয় তিনি তাঁদের জানাবেন এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেবেন। কারণ যারা ঈশ্বরের বিষয় সম্বন্ধে শিখতে চায় তাদের প্রথমে ঈশ্বর সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে হবে। এটি হল আত্মার কাজ (যিশাইয় ৫৯:২১)।

[২] "আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন।" অনেক ভাল ভাল শিক্ষা খ্রীষ্ট তাঁদেরকে দিয়েছিলেন, যা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। যখন কোন উপলক্ষ্য উপস্থিত হয় তখন তাঁরা এই শিক্ষা খোঁজার চেষ্টা করতেন। অনেক বিষয় ছিল যা তাঁরা তাঁদের স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেন নি, কারণ তাঁরা যথার্থভাবে এই বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারেন নি। পবিত্র আত্মা তাঁদের নতুন কোন সুসমাচার শিক্ষা দেবেন না, কিন্তু যা তাঁরা শিখেছিলেন সেই সব বিষয় তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেবেন। তাঁদের ঐ সব বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য শিক্ষা দেবেন। সকল প্রেরিতরা প্রচার করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লিখেছিলেন, খ্রীষ্ট যে সমস্ত কাজ করেছিলেন এবং যা যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তা দূরস্থ জাতির কাছে এবং পরবর্তী লোকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই লিখেছিলেন। যদি তাঁরা এখন এই অবস্থায় সব কিছু ছেড়ে দেন তাহলে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁরা ভুলে যাবেন এবং মিথ্যা বর্ণনা থাকার আশঙ্কা থাকতে পারে তাঁদের স্মৃতি তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করার কারণে। এই জন্য পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যেন খ্রীষ্ট তাঁদের যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা যথাযথভাবে তাঁদের শিক্ষা দিতে এবং মনে করিয়ে দিতে পারেন। আর সকল বিশ্বাসীগণকে অনুগ্রহের আত্মা দেওয়া হবে তাদের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে। যা কিছু আমরা জেনেছি এবং শুনেছি বিশ্বাস এবং প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যেন তা তা পালন করতে পারি।

খ. তাঁর শান্তির প্রভাবের অধীনে অবস্থান করবেন (পদ ২৭): "আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি।" যখন খ্রীষ্টের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সন্নিকট হল তিনি তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন এবং তাঁর সমস্ত কাজ সমাপ্ত করলেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে নিজের আত্মাকে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেহকে যোষেফের কাছে প্রদান করেছিলেন যেন যথাযথভাবে সমাহিত হতে পারেন। সৈন্যরা তাঁর পোশাক খুলে নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করেছিল। তিনি তাঁর মাকে যোহনের তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় শিষ্যদের জন্য কি রেখে যাবেন, যারা তাঁর জন্য সব কিছু ছেড়ে এসেছিলেন? তাঁর কাছে সোনাও নেই রূপাও নেই, কিন্তু তিনি তাঁদের জন্য যা রেখে যাচ্ছেন তা অনন্তকালীন রূপে উত্তম, তাঁর শান্তি। "আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের কাছে আমি আমার শান্তি রেখে যাচ্ছি। কেবলমাত্র এটি খেতাবের জন্য তোমাদের দিচ্ছি না, কিন্তু এই কারণে দেব যেন এর অধিকার তোমরা ভোগ করতে পার।" তিনি রাগের মধ্য দিয়ে এই শান্তি দিচ্ছেন না, কিন্তু ভালবাসায় দিচ্ছেন কারণ এটি তার বিদায়কালীন সময়। "শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যেভাবে পিতা মৃত্যুর সময় তার সন্তানদের জন্য তার সম্পত্তির অংশ রেখে যায়। এটি হল মহা মূল্যবান সম্পত্তির অংশ।" লক্ষ্য করুন:

১. মৃত্যুর সময় দেওয়া সম্পত্তি হিসেবে এখানে দেওয়া হয়েছে শান্তি। শান্তি সব কিছুতেই মঙ্গল বয়ে আনে। খ্রীষ্ট আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত উত্তম এবং মঙ্গলজনক, প্রতিজ্ঞাত যা

কিছু আমরা লাভ করেছি তা সবই অতি মঙ্গলজনক। শান্তি পুনর্মিলন এবং ভালবাসা স্থাপন করে। ঈশ্বরের কাছে যে শান্তি আছে তা আমাদের দেওয়া হয়েছে, একে অন্যের মধ্যে শান্তি অবস্থান করা আবশ্যক। শান্তিকে পরম বন্ধুর মত ধরে রাখতে হবে। এই শান্তি উত্থাপিত হয় শান্তির আকর ঈশ্বরের অন্তর থেকে। এটি হল আমাদের ক্ষমার প্রতিনিধি। আর এটি আমাদের মনের স্থিরতা। খ্রীষ্ট এটি শান্তি বলেছেন, কারণ তিনি নিজেই আমাদের শান্তি (ইফিষীয় ২:১৪)। তিনি এই শান্তি আমাদের জন্য কিনেছেন এবং আমাদের প্রদান করেছেন, তাঁর জন্মের সময় স্বর্গদূতরা তাঁকে শান্তি হিসেবে অভিহিত করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন (লূক ২:১৪)।

২. কাদের এই বিশেষ সম্পদ প্রদান করা হবে: "তোমাদেরকে, যারা আমার শিষ্য এবং শিষ্য, যারা কষ্ট সহ্য করে এবং যাদের শান্তির প্রয়োজন আছে। এই সম্পদ তাদের দেওয়া হবে যারা শান্তির সন্তান এবং যারা এই সম্পদ গ্রহণ করার যোগ্য।" এই সম্পদ তিনি মণ্ডলীর প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁদের কাছে রেখে যাবেন, তাঁদের এবং তাঁদের উত্তরসূরীদের কাছে এবং সকল যুগের সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে।

৩. কীভাবে এটি প্রদান করা হবে: "পৃথিবী যেভাবে দেয় আমি সেইভাবে দেই না।" এর অর্থ হল:

(১) তোমাদের প্রশংসার্থে এই শান্তি প্রদান করছি না। না, এটি কেবল সৌজন্যমূলক নয়, কিন্তু এটি প্রকৃত অনুগ্রহ।

(২) "আমি যে শান্তি দেব তা প্রকৃত এমন যা পৃথিবীর পক্ষে দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়, কিংবা পৃথিবীর ভ্রুকুটি এই শান্তি সরিয়ে নিতে পারবে না।"

(৩) "এই পৃথিবী যেভাবে তার সন্তানদের দান করে তোমাদেরকে আমার দেওয়া শান্তি সে রকম নয়।" পৃথিবীর দান হল কেবল দেহগত এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। খ্রীষ্টের দান আত্মাকে অনন্তকাল সমৃদ্ধ করে। জগতের দানে আছে মিথ্যা আড়ম্বর যা আমাদের প্রতারিত করতে পারে। খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুগ্রহ প্রদান করেন, যা কখনোই আমাদের নিরাশ করবে না। পৃথিবী দেওয়া নেওয়া বা আদান প্রদান করে, কিন্তু খ্রীষ্ট অতি উত্তম অংশ দান করেন এবং তা কখনোই ফিরিয়ে নেন না।

(৪) খ্রীষ্ট যে অনন্তকালীন শান্তি দান করেন আর পৃথিবী যা দান করে তার চেয়ে অনেক বেশি মুল্যবান। পৃথিবীর শান্তি অজ্ঞতায় পূর্ণ, পাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং অবিরাম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। খ্রীষ্টের শান্তিতে রয়েছে অনুগ্রহ যেখানে পাপের অস্থিত্ব নেই, অবশেষে অনন্তকালীন শান্তিতে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর সমতুল্য অস্বাভাবিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা এবং উদ্দীপ্তকরণ এবং শ্রান্তি নিবারক ঘুমের মধ্যে পার্থক্যের মত খ্রীষ্টের শান্তি এবং পৃথিবীর শান্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৪. কিভাবে এটি তাদের ব্যবহার করা উচিত: "তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়, কারণ অতীতে তোমাদের মধ্যে কোন মন্দতা বা কোন সমস্যা হয়তো এসেছিল এবং এখনও থাকতে পারে। যদি কোন মন্দতা তোমাদের কাছে আসে, তোমরা যেন ভয় না কর।" লক্ষ্য

করুন, যারা অনুগ্রহের চুক্তির প্রতি আগ্রহী এবং যা খ্রীষ্ট প্রদান করতে চান তার অধিকারী তাদের অতিরিক্ত ভয় এবং দুঃখার্ত হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়টি এখানে এসেছে সমস্ত বিষয়ের পরিসমাপ্তিস্বরূপ। তিনি বলেছিলেন (পদ ১): "তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়।" আর এখন তিনি ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন পর্যাপ্ত কারণের জন্য।

যোহন ১৪:২৮-৩১ পদ

খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের অন্য একটি কারণ জানালেন যেন তাঁর চলে যাওয়ার জন্য তাদের মন অস্থির না হয়। যেহেতু তাঁর মন অস্থির ছিল না, কোন একটি বিষয় তাঁকে ক্রুশের দুঃখভোগ সহ্য এবং ক্রুশীয় মৃত্যুর লজ্জাকে অবজ্ঞা করার সামর্থ্য জুগিয়েছিল। তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের সেই কথা বললেন, যেন তাঁরা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। তাঁর মনের এই সান্ত্বনা ছিল:-

ক. যদিও তিনি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু আবার ফিরে আসবেন: "আমি এ ব্যাপারে যে সব কথা বলেছি তা তোমরা শুনেছ, আর এখন আমি আবার তা তোমাদের কাছে বলছি, আমি চলে যাচ্ছি এবং আবার তোমাদের কাছে আসবো।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিক্ষার কি কি কথা আমরা শুনেছি; বিশেষত তাঁর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে। আমাদের তা বার বার করা আবশ্যক। যখন আমরা কষ্ট, দুঃখ, ভয় কিংবা উদ্বিগ্নতার ক্ষমতার দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ি, আমরা তখন এই কথা ভুলে যাই যে খ্রীষ্ট আবার আসবেন (ফিলিপীয় ৪:৫)। খ্রীষ্ট তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর মধ্যেও এই বিষয় দ্বারা নিজেকে উদ্দীপ্ত রেখেছিলেন যে, তিনি আবার ফিরে আসবেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও একইভাবে আমাদের মনে যে এই বিষয়ের কারণে সান্ত্বনা থাকবে। আমরা চলে যাচ্ছি আবার ফিরে আসার জন্য আমাদের মৃত্যুর ফলে বন্ধুদের কাছ থেকে যে বিদায় গ্রহণ করি তা কেবল *শুভরাত্রি*-র মত, চূড়ান্ত বিদায় নয় (১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-১৪)।

খ. তিনি তাঁর পিতার কাছে যাচ্ছেন: "যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, যেমন করে তোমাদের দুঃখ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তোমরা বলেছ যে, তোমরা আমাকে ভালবাস, তাহলে শোক প্রকাশের পরিবর্তে তোমরা আনন্দ কর। যদিও আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমি তোমাদের এই কথা বলছি যে আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি, সেই পিতা কেবল আমার পিতাই নন, তিনি তোমাদেরও পিতা। এই পিতা আমাকে উন্নত করবেন এবং তোমাদেরও করবেন। কারণ আমার পিতা আমার চেয়েও মহান।" এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্টের শিষ্যদের কাছে এটি আনন্দের বিষয় যে, পিতার কাছে যাচ্ছেন অনাথদের জন্য অধিকার গ্রহণ করতে এবং পাপীদের পক্ষে মধ্যস্থতা করার জন্য। তাঁর চলে যাওয়ার উজ্জ্বল দিক যেমন রয়েছে তেমনি অন্ধকার দিকও রয়েছে। এই জন্য তিনি তাঁর পুনরুত্থানের পর এই সংবাদ পাঠিয়েছিলেন (যোহন ২০:১৭): "যিনি আমার ও তোমাদের পিতা, আমি উপরে তাঁর কাছে যাচ্ছি;" এটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক কথা ছিল।

২. এর কারণ হল, কারণ পিতা তাঁর চেয়ে মহান, তিনি যা বলছেন যদি এটি এর যথাযথ

প্রমাণ হয় (সন্দেহ নেই যে এটি তাই), তাহলে এতে প্রতীয়মান হয় যে, পিতার সঙ্গে অবস্থানের ফলে তাঁর যে মর্যাদা হবে তাঁর বর্তমান অবস্থার মর্যাদার চেয়ে আরও শ্রেষ্ঠ এবং মহিমাময়। পিতার কাছে তাঁর ফিরে যাওয়া হল, তিনি বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে রয়েছেন তার চেয়ে তাঁকে আরও উচ্চ এবং উন্নত অবস্থানে উঠে আসা অথবা এইভাবে তাঁর আপন পিতার কাছে ফিরে যাওয়া এবং তাঁর সমস্ত শিষ্যদের তাঁর কাছে সেখানে নিয়ে যাওয়া, হল তাঁর উপর অর্পিত শেষ দায়িত্ব, এটি নীচ অবস্থা থেকে আরও মহান। খ্রীষ্টের শিষ্যরা বর্তমানে যে সুখের মধ্যে অবস্থিতি করছেন, খ্রীষ্টের এই রকম উন্নত হওয়া তার চেয়ে আরও মহৎ বিষয় বলে মনে করলেন এবং প্রত্যাশা করলেন। পিতার রাজ্য, যে রাজ্যে তিনি হবেন সর্বেসর্বা। যা মধ্যস্থতা সম্বন্ধীয় রাজ্যের চেয়েও মহান।

৩. খ্রীষ্টের শিষ্যদের খ্রীষ্টের দুঃখভোগ এবং মৃত্যুতে দুঃখ ও শোক প্রকাশের চেয়ে তাঁর উন্নতাবস্থায় মহিমায় আনন্দ প্রকাশ করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি তাঁদের ভালবাসা দেখান উচিত এবং তাদের আরও আনন্দ করা উচিত এই ভেবে যে, তিনি তাঁর পিতার কাছে যাচ্ছেন, যেখানে তিনি আছেন সেখানে তিনি খুব শীঘ্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং পিতার সঙ্গে সেখানে থাকবেন। খ্রীষ্টকে ভালবাসেন তাদের মনে এমন অনেকেই আছেন যারা ভুল উপায়ে তাদের ভালবাসাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। তারা মনে করে যদি তারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে তাহলে অবশ্যই তার জন্য অব্যাহতভাবে তাদের দুঃখ-কষ্টভোগ করতে হবে। বাস্তবিক যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে তারা শান্তিতে বাস করবে, খ্রীষ্টে আনন্দ করবে।

গ. তাঁর চলে যাওয়ার বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যেন তাঁর চলে যাওয়ার পর তা তুলনা করে তাঁর শিষ্যরা তাঁদের বিশ্বাসকে সুনিশ্চিত করতে পারে (পদ ২৯): "এই সব ঘটনার আগেই আমি তোমাদের বলে রাখলাম, যে আমি মারা যাব এবং পুনরুত্থিত হব এবং স্বর্গে পিতার কাছে উঠে যাব এবং সাহায্যকারী পাঠাব যেন এই সব কিছু ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস করতে পার" (যোহন ১৩:১৯; ১৪:৪)। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের তাঁর মৃত্যুর কথা বললেন, তিনি যদিও জানতেন যে এই বিষয়টি তাদের হতবুদ্ধি করবে এবং তাঁদের দুঃখার্ত করবে, তবুও তিনি তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলেছিলেন কারণ এটি পরবর্তী সময় দু'টি বিষয় তাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তাকে সুদৃঢ় করবেঃ

১. যিনি তাদের এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁর স্বর্গীয় পূর্বদৃষ্টি রয়েছে এবং যিনি আগে থেকেই জানেন ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে এবং কীভাবে ঘটবে। যখন পৌল যিরূশালেমে যাচ্ছিলেন, তিনি তখন জানতেন না সেখানে তাঁর জন্য কি ঘটনা অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু খ্রীষ্ট জানতেন।

২. যে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা স্বর্গীয় উদ্দেশ্যে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছিল, এটি হঠাৎ করে নেওয়া কোন সিদ্ধান্ত ছিল না, কিন্তু এটি ছিল স্বর্গীয় পরামর্শের প্রতিরূপ। এই জন্য তাদের এই বিষয়ে দুঃখ না করা উচিত যা তাঁদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করবে এবং পরবর্তী সময় এই বিষয়টি তাদের জীবনে সত্যিকার অনুগ্রহ বয়ে আনবে। কারণ আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান, যদিও কিছু কালের জন্য নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের দুঃখ পেতে হবে (১ পিতর ১:৬)।

ঘ. শয়তানের উপর বিজয় লাভ করার বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে কার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হবে তা তিনি জানতেন (পদ ৩০): "আমি তোমাদের সঙ্গে আর অধিক কথা বলবো না। এখন আর বেশি কথা বলার নেই, পবিত্র আত্মা বর্ষিত হওয়া পর্যন্ত আমার কথা স্থগিত রাখলাম।" এরপর তিনি তাঁদের সাথে ভাল ভাল কথা বলে মহান কাজ সম্পন্ন করেছিলেন (যোহন অধ্যায় ১৫,১৬), কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তুলনামূলকভাবে এটি যথেষ্ট ছিল না। তাঁর সময় ছিল খুব কম, এই কারণে তিনি এই সময় তাঁদের কাছে ব্যাপক কথা বললেন। কারণ খুব শীঘ্র সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন, আমাদের সব সময় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হবে। কারণ হয়তো দেখা যাবে যে, কথা বলার যথেষ্ট সময় আমাদের হাতে নেই। আমরা কেউ কি জানি কখন আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, এই জন্য যা কিছু মঙ্গলজনক সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমাদের সব সময় আকাঙ্খা করতে হবে। যখন আমরা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন আমাদের চারপাশে যারা থাকে তাদের যথেষ্ট কথা বলতে আমরা সমর্থ হই না এবং যখন আমাদের মৃত্যু ঘটে তখন কোন কথা বলা একেবারেই সম্ভব হয় না। তাই যে সমস্ত ভাল পরামর্শ আমাদের তাদেরকে দেবার থাকে আমাদের দেহ সুস্থ থাকতে থাকতে তাদের সেই পরামর্শ দেওয়া উচিত। তিনি তাদের সাথে এখন বেশি কথা না বলার একটি কারণ হল এখন তাঁকে অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকতে হবে: "কারণ পৃথিবীর অধিপতি আসছে।" তিনি শয়তানকে *পৃথিবীর অধিপতি* বলে আখ্যায়িত করেছেন (যোহন ১২:৩২)। শিষ্যরা খ্রীষ্টকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন যে, তিনি এই পৃথিবীর রাজা হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁর অধীনে মন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন যে, পৃথিবীর কর্তা হল তাঁর শত্রু। আর তাই এই পৃথিবীর কর্তার মন্ত্রীরা তারাই, যারা তার কাজে উৎসাহিত হয়ে তার কাজ করে এবং তার দ্বারা শাসিত হয় (১ করিন্থীয় ২:৮)। কিন্তু "আমার উপর তার কোন অধিকার নেই।" এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট চেয়ে দেখলেন তাঁর খুব কাছে যেন একটি যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে তা কেবল মানুষের সঙ্গে নয় কিন্তু অন্ধকারের ক্ষমতার সঙ্গে। শয়তান খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করেছিল (মথি ৪ অধ্যায়)। সে তাঁকে এই পৃথিবীর রাজ্য দেবার প্রস্তাব করেছিল, যদি তিনি তাঁর অধীনতায় চলেন। ঘৃণাভরে তিনি তাকে অভিহিত করেছিলেন, *পৃথিবীর কর্তা* বলে। তখন শয়তান কিছুকালের জন্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। "কিন্তু এখন," খ্রীষ্ট বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সে আবার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর আগে সে প্রলোভন দেখিয়ে যা অর্জন করতে পারে নি এবার সে ত্রাস সৃষ্টি করে তা অর্জন করতে চাইছে।" প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে যখন সে তাঁকে বিচ্যুত করতে ব্যর্থ হল তখন সে ভীতি প্রদর্শন করে তাঁকে পরাজিত করতে চাইল। লক্ষ্য করুন, যদি আমাদের প্রলোভন সম্পর্কে আগে থেকে জানতে পারি তবে তা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা মহা সুযোগ পাব। কারণ, আগে থেকে সতর্ক থাকলে ভালভাবে সজ্জিত হতে সক্ষম হব। যত সময় আমরা এই পৃথিবীতে থাকব, আমরা দেখতে পাব যে শয়তান অনবরত নানাভাবে প্রলোভন করার জন্য আমাদের কাছে আসছে, এই জন্য আমাদের উচিত সব সময় সতর্ক থাকা।

২. এই যুদ্ধে তাঁর চমৎকার সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল: "আমার উপর তার কোন ক্ষমতা নেই;

Ouk echei ouden – তার মোটেও কোন অধিকার নেই।”

(১) আতঙ্ক সৃষ্টি করে খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করার কোন অধিকার পৃথিবীর কর্তাকে দেওয়া হয় নি। শয়তান সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার হাতে রয়েছে মৃত্যুর ক্ষমতা (ইব্রীয় ২:১৪)। যিহূদীরা তাকে বলে *মৃত্যুর স্বর্গদূত*, বা আজরাইল স্বর্গদূত, জল্লাদস্বরূপ। খ্রীষ্ট কোন অন্যায় করেন নি, খ্রীষ্টের বিরুদ্ধাচারণ করার তার বৈধ কোন ক্ষমতা নেই। আর এই কারণে, যদিও তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার ব্যাপারে সে সফল হয়েছিল কিন্তু তাঁকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যদিও সে দ্রুত তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছিল তথাপি তাঁকে হতাশাগ্রস্থ করতে পারে নি। যখন শয়তান আমাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে আসে তখন সে আমাদের মধ্যে এমন কিছু করে ফলে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি, আর এই জন্য আমরা পাপে পতিত হই। কিন্তু সে খ্রীষ্টের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাইল, সে তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করার কোন ভিত্তি খুঁজে পায় নি।

(২) খ্রীষ্টের মধ্যে কোন পাপ ছিল না, যা পৃথিবীর কর্তার প্রলোভনে কোন সুবিধা দেয় নি। খ্রীষ্টকে পাপে টেনে আনার দ্বারা তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে আনতে সে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তাঁর মধ্যে পাপের কোন কিছুই ছিল না। তার পরীক্ষার দ্বারা খ্রীষ্টকে আদৌ বিশৃঙ্খল করতে পারে নি যাতে তাঁকে দোষী বলে গণ্য করতে পারে, তাতে এমন কোন ইন্ধন ছিল না যাতে আগুন জ্বলতে সাহায্য করতে পারে। তাঁর স্বভাবে এমন নিষ্কলুষতা এবং পবিত্রতা ছিল যে, তিনি পাপী হওয়ার সম্ভাবনার উর্ধ্বে ছিলেন। শয়তান যত বেশি আমাদের বিশৃঙ্খল এবং ধ্বংস করতে তৎপর হবে আমরা তত বেশি উৎসাহ ব্যঞ্জকভাবে দুঃখভোগ করার এবং মৃত্যুবরণ করার প্রত্যাশা করব।

ঙ. তার পিতার ইচ্ছানুসারে এবং পিতার প্রতি বাধ্যতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। শয়তান তার জীবনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, তথাপি তিনি মৃত্যু গ্রহণ করেছিলেন: “যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আমি পিতাকে ভালবাসি,” পদ ৩১। আমরা এটি এভাবে গ্রহণ করতে পারি:

১. মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর যে দায়িত্ব ছিল লোকদের কাছে প্রচার করা এবং প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি যা প্রায়ই বলতেন, এটি ছিল তার নিশ্চয়তাস্বরূপ।

(১) তাঁর পিতার ইচ্ছানুযায়ী। এর দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পিতাকে ভালবাসতেন। মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণস্বরূপ তিনি যেমন তাঁর পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন তেমনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ এই যে, তিনি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেছিলেন। লোকেরা যেন জানতে পারে যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে ভালবাসা আছে তা কখনো বিনষ্ট হবে না। পিতা যেমন পুত্রকে ভালবেসে সমস্ত কর্তৃত্ব ও অধিকার তাঁর হাতে দিয়েছেন তেমনি পুত্র পিতাকে ভালবেসে তাঁর হাতে নিজের আত্মা সমর্পণ করেছিলেন।

(২) তাঁর পিতার প্রতি তাঁর বাধ্যতা: “পিতা আমাকে যেমন আদেশ করেছেন, আমি ঠিক তেমনিভাবে করেছি। ঠিক যে যে বিষয় যেভাবে করার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন

আমি ঠিক সেইভাবে তা সম্পন্ন করেছি।” লক্ষ্য করুন, পিতার প্রতি আমাদের ভালবাসার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল তিনি আমাদের প্রতি যে সকল আদেশ করেছেন তা যথাযথভাবে পালন করা। খ্রীষ্ট যেভাবে পিতাকে ভালবেসেছেন এবং তাঁর বাধ্য থেকেছেন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি, তেমন খ্রীষ্টকে আমাদের ভালবাসতে হবে এবং তাঁর বাধ্য হতে হবে। খ্রীষ্টের দৃষ্টি ছিল তাঁর পিতার আদেশের দিকে, যা তাঁকে বাধ্য করেছিল দুঃখভোগ করতে এবং মৃত্যুবরণ করতে, সব কিছু আনন্দের সঙ্গে সহ্য করতে এবং প্রকৃতির বিতৃষ্ণাকে জয় লাভ করেছিলেন। পিতা তাঁকে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা পালন করার ফলে ক্রুশের মৃত্যুর সব বাধা দূর হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের আদেশ মেনে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যা অন্যদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। এই আদেশ পালন করতে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করবেন। এই জন্য এই আদেশ আমাদের কাছে যতই কঠিন হোক অটলভাবে ধরে রাখা আমাদের দায়িত্ব: “এই অভিপ্রায়েই তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে পাঠিয়েছেন।”

২. তিনি যা বলেছিলেন এটি ছিল উপসংহারস্বরূপ। এই কথায় তা সন্নিবেশিত করে তাঁদের কাছে উপস্থাপিত করলেন: “উঠ, আমরা এই স্থান থেকে প্রস্থান করি। কত আনন্দপূর্ণভাবে আমি নির্ধারিত ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করি তা তোমরা দেখতে পাবে। এবার উঠ, আমরা এখান থেকে বাগানে যাই।” কেউ কেউ মনে করেন তিনি বাগানে যাওয়ার কথা বলেছেন, আবার কেউ কেউ মনে করেন তিনি যিরূশালেমে যাওয়ার কথা বলেছেন। যখন আমরা অনেক দূরের কোন দুঃখ-কষ্ট নিয়ে কথা বলি তখন এই কথা বলা খুব সহজ হয়, “প্রভু, তুমি যে কোন স্থানে যাও আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব।” কিন্তু যখন এটি আমাদের কষ্ট দেবার জন্য উপস্থিত হয়, যখন অবশ্যম্ভাবী ক্রুশ আমাদের কর্তব্য পথে এসে উপস্থিত হয়, তখন আমরা “চল, আমরা এই কষ্টকে বরণ করার জন্য যাই,” এই কথা বলার পরিবর্তে বলি, “চল, আমরা আমাদের কর্তব্য পথ থেকে সরে যাই, যেন এই দুঃখ-কষ্টকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি।” যদি এই আলোচনা নিস্তার-পর্বের ভোজের শেষে হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত তিনি ভোজের টেবিলে থেকে উঠে যাওয়ার কথা বলেছেন এবং অন্য বসার স্থানে যেতে বলেছেন। যেখানে তিনি আরও স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর শিষ্যদের সাথে তাঁর আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবেন এবং তাঁদের জন্য প্রার্থনা করতে পারবেন। ড. গুডউইন এর উপর এভাবে মন্তব্য করেছেন যে, খ্রীষ্ট তাঁর দুঃখভোগের মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে নির্দেশ করেছেন, তাঁর পিতার আদেশ অনুযায়ী সব কিছুই দুঃখভোগ ও মৃত্যুর আগে দ্রুত শেষ করতে হবে। তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন যিহূদা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে পরামর্শ করছে, তাঁর দুঃখভোগের চিত্র তাঁর চোখে ভেসে উঠল। আর তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে বসলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোচনা করলেন। এই কথার মধ্য দিয়ে:-

(১) তিনি তাঁর শিষ্যদের তাঁর পিছে পিছে চলার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি এ কথা বলেন নি, “আমাকে অবশ্যই যেতে হবে;” কিন্তু বলেছেন, “চল, আমরা যাই।” তিনি তাদের কোন কষ্টকর কাজের জন্য আহ্বান করেন নি, কিন্তু নেতা হিসেবে তিনি নিজে আগে এই কষ্ট গ্রহণ করলেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবেন না: “চল, আমরা যাই। দেখি কীভাবে তোমরা ভাল ভাল কথাগুলোকে ধারণ করেছ।”

(২) তিনি তাঁদের প্রতি উদাহরণ দান করেছিলেন। তিনি তাদের সব সময় শিক্ষা দান করতেন, বিশেষ করে তাঁর দুঃখভোগের সময়, তাঁকে এই পৃথিবীর সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে, তিনি প্রায়ই তাঁদের ছেড়ে যাওয়ার কথা ভেবে এই বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। আমরা আরামে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসে থাকলেও এবং মনোজ্ঞ আলোচনায় আনন্দের মধ্যে অবস্থান করলেও আমরা কিন্তু এই কথা ভাবি না যে, এই অবস্থা সব সময় থাকবে না: "উঠ, চল আমরা এখান থেকে যাই।" যদি এটি নিস্তার-পর্বের ভোজ এবং প্রভুর ভোজের শেষে হয়ে থাকে তাহলে এটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কথা বলার এবং যোগাযোগের আনুষ্ঠানিকতা ও আড়ম্বরপূর্ণ কাজ এই পৃথিবীতে স্থায়ী হবে না। যখন আমরা খ্রীষ্টের ছায়ার নীচে আনন্দের সঙ্গে থাকি এবং বলি, "আমাদের এখানে থাকাই ভাল।" তবুও আমাদের উঠা এবং এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে হবে। পদত থেকে নীচে নামতে হবে।

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৫

অধিকাংশ খ্রীষ্টান বিশ্বাসী এতে একমত পোষণ করেন যে, এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়ের যে আলোচনা খ্রীষ্ট করেছিলেন, তা ঘটেছিল শেষ নৈশভোজের শেষে। এই রাতেই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং এই আলোচনা ছিল চলমান। আগের অধ্যায়ের আলোচনায় যেভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছিল, এই আলোচনায় সেভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নি। তিনি আলোচনার জন্য যা মনোনীত করেছিলেন তা তাঁর বিদায়ী ভাষণের বর্তমান দুঃখময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল। তাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার সময় খুব কাছে এসে গিয়েছিল। ক. শিষ্যরা খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করে আবার মোশির কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত হতে পারেন, এই জন্য তাঁরা যেন বিশ্বাসে অটল হয়ে থাকেন এবং তাঁর আদেশ মেনে চলেন এই জন্য তাদের উৎসাহ দেবার জন্য যতটুকু আলোচনা করার প্রয়োজন, তিনি ততটুকু আলোচনা করেছিলেন। খ. তাঁরা একে অন্যের সাথে বিবাদ করার জন্য প্ররোচিত হতে পারেন, এই জন্য খ্রীষ্ট এই বিষয়টি তাঁদের উপর জোর দিলেন যেন তাঁরা একে অন্যকে ভালবাসেন এবং এই পর্যন্ত তাদের মধ্যে যে সহভাগিতা রয়েছে তা তাঁর চলে যাওয়ার পরও যেন ধরে রাখেন। গ. যখন তাঁরা কোন কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন তখন তাঁরা তাদের প্রৈরিতিক কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার জন্য প্ররোচিত হতে পারেন। এই কারণে শত্রুদের প্রতিকূলতার আঘাত সহ্য করার জন্য তাঁদের প্রস্তুত করলেন। এই অধ্যায়ে খ্রীষ্টের এই সমগ্র আলোচনাটিকে চারটি শব্দে বিন্যাস করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: ১. ফল (পদ ১-৮)। ২. ভালবাসা (পদ ৯-১৭)। ৩. ঘৃণা (পদ ১৮-২৫)। ৪. সাহায্যকারী (পদ ২৬-২৭)।

যোহন ১৫:১-৮ পদ

খ্রীষ্ট এখানে ফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটি আত্মিক ফল, আঙ্গুর গাছের উপমার মত। শিষ্যরাও ফল উৎপন্ন করতে পারেন।

ক. এই উপমার শিক্ষা। এর থেকে কী ধারণা আমরা পেতে পারি?

১. যীশু খ্রীষ্ট হলেন আঙ্গুর গাছ, আসল আঙ্গুর গাছ। এটিই হল খ্রীষ্টের নম্রতার চমৎকার দৃষ্টান্ত যে তিনি নিজের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নীচ এবং বিনম্র বিষয়ে তুলনার জন্য মনোনীত করেছেন। যিনি *ধার্মিকতার সূর্য* এবং *প্রভাতী তারা*, তিনি নিজেকে তুলনা করলেন *আঙ্গুর গাছে*র সাথে। মণ্ডলী হচ্ছে আঙ্গুর গাছ (গীতসংহিতা ৮০:৮), খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর বীজ; খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলী এভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

(১) তিনি হলেন আঙ্গুর গাছ, যাকে আঙ্গুর ক্ষেতে রোপন করা হয়েছে এবং স্বয়ংসিদ্ধ সৃষ্টি নয়, মাটিতে লাগান হয়েছে বাহ্যিক অবস্থা ছিল কুৎসিত এবং আশাহীন এবং খ্রীষ্টের

কোনরূপ কি শোভা ছিল না এবং আকৃতি ছিল না (যিশাইয় ৫৩:২)। আঙ্গুর গাছ শাখা-প্রশাখা ছড়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত লোকেরা খ্রীষ্টকে জানবে। আঙ্গুর গাছের ফলে ঈশ্বর প্রশংসিত হন এবং মানুষ আনন্দ পায় (বিচারকর্তৃকগণ ৯:২৩) খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার ফল এই রকম করে। এটি শোনার চেয়েও উত্তম (হিতোপদেশ ৮:১৯)। তিনি আসল আঙ্গুর গাছ। যা ছল এবং কৃত্রিমের বিপরীত।

(২) তিনি সত্যিকারের ফলবান গাছ, প্রসিদ্ধ গাছ। তিনি সেই বুনো আঙ্গুরলতার মত নন যা লোকদের প্রতারিত করেছিল এবং তারা ক্ষেত থেকে তুলে এনেছিল ভুল করে (২ রাজাবলি ৪:৩৯); কিন্তু তিনি হলেন আসল আঙ্গুর গাছ। ফলহীন গাছকে বলা হয়েছে মৃত (হাবাক্কুক ৩:১৭); কিন্তু খ্রীষ্ট হলেন সেই আঙ্গুর গাছ, যা কখনো প্রতারণা করবে না। সৃষ্টির যা কিছু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ , মানুষের পক্ষে উপকারী, তা সেই অনুগ্রহের ছায়া যা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদের মঙ্গলের জন্য প্রদান করা হয়। তিনি ছিলেন যিহূদার আঙ্গুর গাছের প্রতীকস্বরূপ, যা তাকে সমৃদ্ধ করেছিল আঙ্গুর-রস দিয়ে (আদিপুস্তক ৪৯:১১); যোষেফের আঙ্গুর-লতা দ্বারা, যার শাখা দেওয়াল ছড়িয়ে গিয়েছিল (আদিপুস্তক ৪৯:২২); ইস্রায়েলের আঙ্গুর-লতা দ্বারা, যার আশ্রয়ে তিনি নিরাপদে বাস করতেন (১ রাজাবলি ৪:২৫)।

২. বিশ্বাসীরা হলেন এই আঙ্গুর গাছের শাখা, এত মনে করা হয় যে, খ্রীষ্ট হলেন আঙ্গুর গাছের শেকড়। শিকড় দেখা যায় না এবং আমাদের জীবন খ্রীষ্টের মধ্যে লুকানো আছে, শিকড় গাছকে ধরে রাখে (রোমীয় ১১:১৮); এই শিকড়ে যে রস থাকে তা প্রচুর পরিমাণে গাছে সরবরাহ করলে গাছ সমৃদ্ধশালী হয় এবং প্রচুর ফলে ফলবান হয় আর খ্রীষ্টের রয়েছে সমস্ত সাহায্য এবং সমস্ত ভাণ্ডার। আঙ্গুর গাছের অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। দেয়াল বা ঘরের একদিকে থাকে কিছু অংশ অন্য অংশ থাকে অপর দিকে। একইভাবে সব শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত আর সকল শাখা প্রশাখা মিলে কেবল একটিই গাছ। এইভাবে ভাল খ্রীষ্টানরা স্থান এবং মনের ব্যাপারে একে অন্যের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করলেও তারা সবাই খ্রীষ্টে যুক্ত রয়েছে, খ্রীষ্ট হলেন তাদের একতার কেন্দ্র। বিশ্বাসীরা হলেন আঙ্গুর গাছের শাখার মত, কিন্তু যেভাবে তারা অটল হয়ে থাকে, তাদের নিজেদের পক্ষে কিন্তু তা সম্ভব হয় না, কারণ শাখাগুলো খুব নরম, দুর্বল এবং স্থির হয়ে থাকার সামর্থ তাদের নেই (যিহিস্কেল ১৫:২)।

৩. পিতা হলেন মালি, *Georgos* – কৃষক। জমি মনিবের হলেও যদি কৃষক জমিতে কাজ না করে, তাহলে জমি তাকে ফল প্রদান করবে না। আঙ্গুর গাছের উপর ঈশ্বরের কেবল অধিকার রয়েছে তা নয়, কিন্তু তিনি এবং সকল শাখা প্রশাখার প্রতি যত্ন নেন। তিনিই রোপনকারী, সেচনকারী এবং এর বৃদ্ধিদাতা, কারণ আমরা ঈশ্বরের ক্ষেত (১ করিন্থীয় ৩:৯; যিশাইয় ৫:১,২; ২৭:২,৩)। শিকড়, অর্থাৎ খ্রীষ্টের উপর ঈশ্বরের দৃষ্টি রয়েছে এবং তাঁকে সাহায্য করেন, ফল ও ফল দিয়ে তাঁকে সমৃদ্ধ করেন শুষ্ক জমি থেকেও শাখার দিকেও তাঁর দৃষ্টি আছে। তিনি এর অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা ছেঁটে ফেলেন এবং মনযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন যাতে কোন কিছু ক্ষতি করতে না পারে। কোন কৃষকই তাঁর আঙ্গুর ক্ষেতের ব্যাপারে এত প্রজ্ঞাবান নয় এবং সতর্ক এবং মনযোগী নয়, যেভাবে ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর ব্যাপারে প্রজ্ঞাবান মনযোগী, সমৃদ্ধশালী হওয়ার জন্য যা অত্যন্ত প্রয়োজন।

খ. এই উপমার দ্বারা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা ফল দেয় এবং যার মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে খ্রীষ্টতে অটলভাবে স্থির থাকা যায়।

১. আমাদের অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে। আঙ্গুর গাছ থেকে আমরা ফলের প্রত্যাশা করে থাকি (যিশাইয় ৫:২), একজন খ্রীষ্টানের কাছ থেকে আমরা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতিফলন প্রত্যাশা করে থাকি। এই ফল হল খ্রীষ্টান স্বভাব এবং প্রকৃতি, খ্রীষ্টান জীবন ও খ্রীষ্টান কথা-বার্তা, খ্রীষ্টান উপাসনা ও খ্রীষ্টান চিন্তাধারা। আমাদের ঈশ্বরকে অবশ্যই সম্মান জানাতে হবে এবং যা উত্তম তাই করতে হবে। যে ধর্ম আমরা প্রকাশ্যে স্বীকার করে গ্রহণ করেছি তার পবিত্রতার এবং ক্ষমতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে হবে। আর এটি ফল উৎপন্ন করবে। শিষ্যদের অবশ্যই ফলবান হতে হবে, একজন খ্রীষ্টান হিসেবে তাদের জীবনে ধার্মিকতার ফল থাকতে হবে এবং প্রেরিত হিসেবে খ্রীষ্টের জ্ঞানে সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাস জন্মাবার জন্য খ্রীষ্ট তাঁদের উৎসাহিত করলেন:

(১) ফলহীনতার বিচার (পদ ২): তাদের সরিয়ে ফেলা বা কেটে ফেলা হয়।

[১] এর অর্থ হল এই যে, অনেকে আছেন যারা খ্রীষ্টের শাখা হিসেবে নিজেকে গণ্য করে অথচ তাদের জীবনে কোন ফল দেখা যায় না। যদি তারা সত্যিকারভাবে বিশ্বাসে খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তাদের জীবনে কোন ফল দেখা যেত। কিন্তু যদি হালকা বিশ্বাসের তন্তু দিয়ে তাঁকে ধরে রাখে, তাকে শাখা বলে মনে হলেও খুব শীঘ্র দেখা যাবে যে ঐ শাখাগুলো শুষ্ক শাখায় পরিণত হয়েছে। ফলহীন কার্যকারী হল, অবিশ্বস্ত কার্যকরী এবং তারা মৃত। এটি এভাবে পড়তে হবে, "যে সকল শাখায় আমাতে ফল না ধরে।" এটি অনেকের জীবনে দেখা গেছে; কারণ যারা খ্রীষ্টে, তাঁর আত্মা এবং তাঁর অনুগ্রহে ফল ধরাতে ব্যর্থ হয়, প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনে একেবারেই ফল নেই (হোশেয় ১০:১)।

[২] এখানে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, তাদের ছেঁটে ফেলা হবে। ন্যায় বিচার থেকে এবং শাখার প্রতি দয়া প্রদর্শন থেকে তারা বঞ্চিত হবে। খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর সত্যিকারের সংযোগ ছিল না যার দ্বারা ফল ধরতে পারে। শাখার সঙ্গে যুক্ত আছে মনে হলেও ফল না থাকার জন্য তাঁকে ছেঁটে ফেলা হবে (লূক ৮:১৮)। অনেকে মনে করেন এর মাধ্যমে মূলত যিহূদাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

(২) ফলবান শাখার প্রতি প্রতিজ্ঞা: তিনি তাদের পরিষ্কার করবেন, যেন তাতে আরও ফল ধরে। লক্ষ্য করুন:

[১] আরও ফলবান হল উন্নত ফলের অনুগ্রহের পুরস্কার। প্রথম আশীর্বাদ ছিল ফলবান হওয়া। এটি সর্বদা একটি মহা আশীর্বাদ।

[২] এমন কি যে শাখায় ফল ধরে সেই শাখায় যেন আরও ফল ধরতে পারে এই জন্য সেই শাখা কেটে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। *Kathairei* – যে শাখা অনাবশ্যক এবং অতিরিক্ত, সেই সব শাখা তিনি কেটে ফেলবেন, যা এর বৃদ্ধিতে এবং ফল ধরতে বাধা

দেয়। উত্তম শাখার মধ্যে যে শাখাগুলো অপেক্ষাকৃত মন্দ, *Aliquid amputandum* – তার কিছু কিছু কেটে ফেলতে হবে। এগুলো হচ্ছে কিছু চিন্তাধারা, কিছু কিছু মনের আকাঙ্খা অথবা খারাপ মেজাজ, যা কেটে পরিষ্কার করা আবশ্যক। খ্রীষ্ট তাঁর কথা দ্বারা, তাঁর আত্মা তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তারা প্রচুর ফলে ফলবান হবে এবং উপযুক্ত সময় তাদের যথাযথ অনুগ্রহ প্রদান করা হবে।

[৩] যে গাছে ফল ধরে তা ছেঁটে পরিষ্কার করা হবে যেন তাতে আরও অধিক ফল ধরতে পারে। মহান কৃষকের যত্নের ফলে তাতে প্রচুর ফল ধরবে। এতে মহান কৃষকের মহিমা প্রকাশ পাবে।

(৩) খ্রীষ্টের শিক্ষা দ্বারা বিশ্বাসীগণ কি সুবিধা লাভ করবেন, ফলপ্রসূ আলাপের দৃষ্টান্তস্বরূপ হলে তাঁরা কি অর্জন করবেন: "তোমরা পরিষ্কৃত হয়েছ," পদ ৩।

[১] তাঁদের দল পরিষ্কৃত হয়েছে, সম্প্রতি যিহূদা খ্রীষ্টের এই কথার মাধ্যমে বহিষ্কৃত হয়েছিল: "যা করবে তাড়াতাড়ি কর।" যে পর্যন্ত তারা খ্রীষ্টের দ্বারা পরিষ্কৃত হয় নি সেই পর্যন্ত তাঁরা সবাই পরিষ্কার ছিলেন না। খ্রীষ্টের কথা অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ কথা এবং তা বহুমূল্য এবং নিকৃষ্টের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। পবিত্র আত্মা দ্বারা তিনি তাঁর প্রাথমিক মণ্ডলীকে পরিষ্কার করেছিলেন।

[২] তাঁরা প্রত্যেকেই পরিষ্কৃত হয়েছিলেন। এর অর্থ হল, তাঁরা পবিত্রকৃত হয়েছিলেন খ্রীষ্টের সত্যের দ্বারা (যোহন ১৭:১৭)। বিশ্বাস দ্বারা তাঁরা খ্রীষ্টের বাক্যের মাধ্যমে গ্রহণ করে তাদের দিল পরিষ্কার করেছিলেন (প্রেরিত ১৫:৯)। বাক্যের দ্বারা অনুগ্রহের আত্মা তাদেরকে পৃথিবী এবং মাংসিক মলিনতা থেকে শুদ্ধ করেছিল এবং ফরীশী এবং সদ্দূকীদের খামি থেকে অর্থাৎ শিক্ষা থেকে তাঁদের মুক্ত করেছিলেন, খ্রীষ্টের প্রতি তাদের প্রচণ্ড ক্রোধ এবং শত্রুতা দেখেছিলেন তা থেকে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন, তাঁরা এখন অত্যন্ত চমৎকারভাবে পরিষ্কৃত আছেন। এটি সকল বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। খ্রীষ্টের কথা তাদের বলা হয়েছে, সেই কথায় রয়েছে পরিষ্কার করার ক্ষমতা, এটি অনুগ্রহের কাজের মত এবং মন্দতামুক্ত কাজের মত। সোনাকে আগুন যেমন তার ময়লা থেকে পরিষ্কার করে এবং যেভাবে একজন চিকিৎসক রোগীর দেহ থেকে রোগ মুক্ত করেন, খ্রীষ্টের কথাও তেমনিভাবে তাঁদের পরিষ্কার করেছে। যখন আমাদের জীবনে প্রচুর ফল ধরবে তখন আমরা প্রমাণ করতে পারব যে আমরা তাঁর কথার দ্বারা পরিষ্কৃত হয়েছি। সম্ভবত এখানে কেনান দেশের আঙ্গুর ক্ষেতের নিয়ম সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিন বছর আঙ্গুর গাছের ফল হারাম হিসেবে গণ্য হত, প্রথম তিন বছর কোন ফল ধরতে দেওয়া হত না। প্রথম তিন বছর পর আঙ্গুর গাছ ছেঁটে দেওয়া হত এবং চতুর্থ বছরে সদাপ্রভু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গাছের ফল তাঁর প্রশংসার জন্য উৎসর্গ করতে হবে। এরপর এটি পরিষ্কৃত বা শুচি হত (লেবীয় ১৯:২৩,২৪)। শিষ্যরা তিন বছর ধরে খ্রীষ্টের শিক্ষা শুনে আসছিলেন, "এখন তোমরা পরিষ্কার আছো।"

(৪) আমাদের জীবনে যদি প্রভুর ফল ধরে, যদি আমরা প্রচুর ফলে ফলবান হই তাহলে

ঈশ্বর প্রশংসিত হবেন। এর দ্বারা আমরা অনুগ্রহ এবং সম্মান লাভ করব, পদ ৮। যদি আমরা প্রভুর ফলে ফলবান হই:-

[১] এর দ্বারা ঈশ্বর প্রশংসিত হবেন। প্রেরিতদের ফলশালিতা এইভাবে তাদের কাজের গভীর পরিশ্রমে, আত্মার পরিবর্তনে, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রশংসিত হন (রোমীয় ১৫:৯,১৬)। সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের ফলশালিতা, সেটি যত ক্ষুদ্র কিংবা নীচতর কার্যক্ষেত্রে হোক তাতে ঈশ্বর প্রশংসিত হন। খ্রীষ্টিয়ানদের অত্যন্ত ভাল কাজের দ্বারা অনেকে আমাদের পিতার গৌরব করেছেন, যিনি স্বর্গে থাকেন।

[২] এইভাবে আমরা খ্রীষ্টের সত্যিকারের শিষ্য হতে পারি, তাঁর শিষ্য বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারি এবং আমরা এর দ্বারা প্রকাশ করতে সক্ষম হব যে, যে নামে আমাদের ডাকা হয়, বাস্তবিক আমরা তাই। এইভাবে আমরা আমাদের শিষ্যত্বকে প্রমাণ করতে পারব। এতে আমাদের প্রভুর সুনাম ও প্রশংসা হবে এবং তিনি সম্মানিত হবেন; এই হল সত্যিকারের শিষ্যত্ব (যিরমিয় ১৩:১১)। এইভাবে শেষ বিচারের সময় খ্রীষ্ট আমাদের স্বীকার করে নেবেন এবং আমরা শিষ্যের পুরস্কার লাভ করবো এবং আমাদের প্রভুর আনন্দের অংশী হব। আর আমরা যত বেশি ফলবান হব, যা উত্তম তা যত বেশি করতে পারব তিনি তত বেশি প্রশংসিত হবেন।

২. আমরা যদি ফলবান হতে চাই, তাহলে আমাদেরকে খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর সঙ্গে আমাদের ঐক্য ধরে রাখতে হবে এবং ধর্মীয় সমস্ত কাজ এই ঐক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের করতে হবে। এখানে আমরা দেখতে পাই:

(১) দায়িত্ব সম্পর্কে আদেশ (পদ ৪): "আমার মধ্যে থাক, আর আমি তোমাদের মধ্যে থাকি।" লক্ষ্য করুন, নিরবিচ্ছিন্নভাবে খ্রীষ্টের উপর নির্ভরশীল থাকা এবং অব্যাহতভাবে খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকা, অভ্যাসগতভাবে তাঁর প্রতি অনুরক্ত থাকা এবং যথাযথভাবে তাঁর কাছ থেকে সমস্ত সরবরাহ গ্রহণ করা, এই সব খ্রীষ্টের সকল শিষ্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা খ্রীষ্টের কাছে আসে তাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে: "আমার মধ্যে থাক, বিশ্বাসের মাধ্যমে, আর আমিও তোমাদের মধ্যে থাকব, তোমরা কোন ভয় করবে না, কারণ আমি তোমাদের মধ্যে থাকব।" কারণ খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্য কখনোই হ্রাস পাবে না। আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের কথার মধ্যে যুক্ত থাকতে হবে এর প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের দ্বারা এবং এটি আমাদের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে আমাদের পথ দেখাবার বাতি হিসেবে। আমাদের ধার্মিকতাস্বরূপ খ্রীষ্টের সদ্‌গুণের মধ্যে আমাদের অবশ্যই যুক্ত থাকতে হবে এবং এটি আমাদের মধ্যে আমাদের সাহায্য ও সান্ত্বনা স্বরূপ হবে। শাখার গ্রন্থি আঙ্গুর গাছের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং আঙ্গুর গাছের যে রস থাকে তা শাখার মধ্যে থাকে, আর এই কারণে আঙ্গুর গাছ এবং শাখার মধ্যে অব্যাহত যোগাযোগ থাকে।

(২) আমাদের ফলবান হওয়ার জন্য খ্রীষ্টের মধ্যে যুক্ত থাকার আবশ্যকতা (পদ ৪,৫): "আমার মধ্যে না থাকলে তোমরা নিজেরা নিজেরা ফল ধরতে পার না। কিন্তু যদি তোমরা আমার মধ্যে থাক তাহলে তোমাদের মধ্যে প্রচুর ফল ধরবে।" অল্প কথায় বলতে গেলে, "আমাকে ছাড়া অথবা আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমরা কিছুই করতে পার না।"

আমাদের সান্ত্বনা এবং আনন্দের জন্য যা আবশ্যকতা তা হল আমাদের ফলবান হওয়া, খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের যুক্ত থাকার শ্রেষ্ঠ যুক্তি হল, খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে আমরা ফলবান হতে পারি না।

[১] আমরা যাতে আরও অনেক বেশি উত্তম কাজ করতে পারি এই উদ্দেশ্যে আমাদের খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। যে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসায় স্থির থাকে, যে তাঁর প্রতিজ্ঞার উপর জীবন-যাপন করে এবং তাঁর পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয় সে প্রচুর ফলে ফলবান হয়। সে ঈশ্বরের প্রশংসার জন্য অত্যন্ত কার্যকর এবং শেষ বিচারে তাকে স্বীকার করা হবে। লক্ষ্য করুন, ফলদায়ক সমস্ত ধার্মিকতার শ্রেষ্ঠ উপাদান হল খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকা। ঈশ্বরের পুত্রর মধ্যে বিশ্বাসের জীবন হল অতুলনীয় জীবন, একজন মানুষ এই পৃথিবীর মধ্য দিয়ে অতি চমৎকার জীবন-যাপন করতে পারে। এটি যথার্থ এবং স্থিরীকৃত, পবিত্র এবং স্বর্গীয়, এটি উপকারী এবং শান্তিপ্রদ এবং জীবনের উদ্দেশ্যের সকল উত্তর রয়েছে।

[২] এটি আমাদের যে কোন ভাল কার্যকলাপের জন্য আবশ্যক। এটি কেবল আমাদের মধ্যে বর্তমানে যা কিছু উত্তমতা রয়েছে তা বৃদ্ধি করা এবং অনুশীলন করা নয়, কিন্তু এটি সকল উত্তমতার উৎস এবং মূল: "আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না, কেবল মহৎ বিষয় নয়, "অসুস্থতাকে সুস্থতা দান অথবা মৃতকে জীবন দান ইত্যাদি, কিন্তু কোন কিছুই করতে পারবে না।" লক্ষ্য করুন, আমাদের আত্মিক এবং স্বর্গীয় সকল কাজের আবশ্যকতা এবং স্থিরতার জন্য মধ্যস্থতাকারীর উপর নির্ভর করতে হবে, জাগতিক জীবনের সকল কাজের জন্য সৃষ্টিকর্তার পরিমাণদর্শিতার উপর নির্ভর করতে হবে, কারণ উভয়ই স্বর্গীয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে, যাতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি, সচল হই এবং টিকে থাকি। খ্রীষ্টের সদ্‌গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা নিজেদের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য কিছুই করতে পারব না এবং খ্রীষ্টের আত্মা ছাড়া আমাদের পবিত্রতার জন্য কিছুই করতে পারব না, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোন ফল ধরাতে পারব না অথবা যা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক তা করতে পারব না (১ করিন্থীয় ৩:৫)। আমরা আঙ্গুর গাছের মত কেবল ধারণ করার জন্য দেওয়ালের উপর নির্ভর করবো না, কিন্তু শাখার মত রসের জন্য শিকড়ের উপর নির্ভর করব।

(৩) খ্রীষ্টকে পরিত্যাগের অনিবার্য পরিণতি (পদ ৬): "যদি কেউ আমার মধ্যে না থাকে তবে কাটা ডালের মতই তাকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, আর তা শুকিয়ে যায়।" এটি সেই ভণ্ডদের যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত নয় এবং অবিশ্বাসীরা, যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে নি তাদের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা।

[১] তাদের শুকিয়ে যাওয়া এবং জীর্ণ হওয়া শাখার মত বাইরে ফেলে দেওয়া হবে। তারা গাছের অনাবশ্যক শাখা হিসেবে তাদের কেটে ফেলা হবে। যারা মনে করে খ্রীষ্ট দ্বারা তাদের কোন উপকার হয় না বলে তাদের জীবনে খ্রীষ্টের প্রয়োজন নেই এবং যারা খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করে খ্রীষ্টের তাদের অগ্রাহ্য করবেন, এটিই ন্যায্য। যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে না খ্রীষ্ট কর্তৃক তারা বর্জিত হবে। তারা নিজেদেরকে লজ্জাজনক পাপের মধ্যে পতিত হওয়ার

জন্য ছেড়ে দেয়, আর তখনই তারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ততার ঐক্য থেকে বহিষ্কৃত হয়।

[২] গাছ থেকে ভেঙ্গে ফেলা শাখার মত তারা শুকিয়ে যাবে। তাদের সতেজ বলে এবং ফল দানে সক্ষম বলে মনে হতে পারে কিন্তু তা কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু একটা সময় আসবে যখন তা শুকিয়ে যায় এবং এতে আর কোন সতেজতা থাকে না। তাদের ক্ষমতা এবং গুণ শুকিয়ে যায়, তাদের উৎসাহ এবং উপাসনা ম্লান হয়ে যায়। তাদের সম্মান ও সুনাম নষ্ট হয়, তাদের আশা এবং সান্ত্বনা হারিয়ে যায় (ইয়োব ৮:১১-১৩)। লক্ষ্য করুন, যারা ফল উৎপন্ন করতে পারে না তারা পরবর্তী সময়ে পাতাও উৎপন্ন করতে পারে না। খ্রীষ্ট যে ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তা কত শীঘ্র শুকিয়ে গিয়েছিল।

[৩] মানুষ ঐ শুষ্ক শাখাগুলো একসঙ্গে জড়ো করে। শয়তানের অনুচর এবং অনিষ্টকারীরা তা সংগ্রহ করে এবং তাদের খুব সহজেই লুট করে। যারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্যুত হয় তারা খুব শীঘ্র পাপীদের সঙ্গে একমত বিশিষ্ট হয়। যে সমস্ত মেষ খ্রীষ্টের খোয়াড় থেকে বের হয়ে যায় শয়তান তাদের নিজ দখলে নেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। যখন মানুষের অন্তর থেকে ঈশ্বরের আত্মা চলে যায় শয়তানের আত্মা তখন তাকে অধিকার করে নেয়।

[৪] "সেই শাখাগুলো কুড়িয়ে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়;" এর অর্থ হল, "সেগুলো আগুনে পুড়ে যায়।" যারা লোকদের প্রলোভন দেখিয়ে কুপথে নিয়ে যায় এবং পাপের অধীনে থেকে কাজ করার জন্য পাপের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে তারা এই কারণে নিজেদের দোযখের সন্তান হিসাবে গণ্য করে। আগুন হল শুষ্ক শাখার জন্য উপযুক্ত জায়গা। কারণ তাদের আর কোন কাজের যোগ্যতা থাকে না (যিহিস্কেল ১৫:২-৪)।

[৫] "সেগুলো পুড়ে যায়।" এটি সব সময় ঘটে থাকে। কিন্তু এটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হয়েছে, যা ভীষণভাবে ভয় সৃষ্টি করে। তারা এক মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে যাবে না, পাত্রের তলায় কাঁটার মত (উপদেশক ৭:৬): "পাত্রের তলায় আগুনে কাঁটা পোড়ালে কেবল শব্দই হয়;" কিন্তু *Kaietai* – তারা চিরকাল আগুনে পুড়তে থাকবে। এটি হল বন্ধ্যা গাছের পরিণতি। ভণ্ডরা দুই দিক থেকেই মৃত (যাকোব ১২ অধ্যায়)। অনেকে মনে করেন, শেষ বিচারে এরা স্বর্গদূতদের দ্বারা সংগৃহীত হবে এবং তাদের খ্রীষ্টের রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হবে ক্রোধের কারণে। তাদের আঁটি করে বেঁধে আগুনে পোড়াবার জন্য সংগ্রহ করা হবে।

(৪) খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত থাকলে যে বিশেষ অধিকারের আশীর্বাদ তাঁরা লাভ করবেন (পদ ৭): "তোমরা যদি আমার মধ্যে থাক এবং আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, যাচঞা করো, তোমাদের জন্য তা করা যাবে।" এখানে দেখুন:

[১] কথার দ্বারা খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের ঐক্য কীভাবে রক্ষা করা হয়েছে: "যদি তোমরা আমার মধ্যে থাক।" এর আগে তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে থাকবো।" এখানে তিনি তাঁর সেই কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "আমার কথাগুলো তোমাদের হৃদয়ে থাকে।" খ্রীষ্ট যা বলেছেন তা আগেই আমাদের কাছে রেখেছেন, অর্থাৎ আমাদের মুখে ও

আমাদের হৃদয়ে তা রয়েছে (রোমীয় ১০:৬-৮)। এই কথার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁকে গ্রহণ করেছি। আর তাই যেখারে খ্রীষ্টের কথা প্রচুর রূপে বাস করে সেখানে খ্রীষ্ট বাস করেন। যদি তাঁর কথা আমাদের বিশ্বস্ত পথ প্রদর্শক হয়, যদি আমাদের পরামর্শদাতা হয়, যদি তা আমাদের মধ্যে গৃহ স্বরূপ হয়, তাহলে আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে থাকব এবং খ্রীষ্ট আমাদের অন্তরে থাকবেন।

[২] কীভাবে খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের কথা-বার্তা বজায় রাখা যাবে? প্রার্থনার দ্বারা: "তোমাদের যা ইচ্ছা তাই চেয়ো, তোমাদের জন্য তাই করা হবে।" যা কিছু আমাদের কাছে আছে তার চেয়ে বেশি কিছু কি আমরা তাঁর কাছে চাইতে পারি? লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদের হৃদয়ে যে আনন্দ রয়েছে, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তারা সেই আনন্দই তাদের হৃদয়ে আকাঙ্খা করে। যদি আমাদের হৃদয়ে খ্রীষ্ট থাকেন তাহলে আমাদের জন্য যা মঙ্গলজনক তা ছাড়া আমাদের আর কিছুই চাওয়ার নেই। এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে দু'টি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে:

প্রথমত, যদি আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে থাকি এবং তাঁর কথাগুলো আমাদের অন্তরে থাকে তাহলে আমরা কোন কিছু না চাইলেও আমাদের জন্য যেটি উপযুক্ত সেটিই আমাদের জন্য করা হবে। আমাদের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞা বাস করছে তা প্রার্থনার মধ্যে পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, আর সেই প্রার্থনা যথাযথভাবে না হলে এই প্রার্থনা সফলকাম হবে না।

দ্বিতীয়ত, যদি আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে থাকি এবং তাঁর কথাগুলো যদি আমাদের অন্তরে থাকে তাহলে ঈশ্বরের পক্ষে এবং খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় এমন অনুগ্রহ লাভ করবো যে আমাদের সকল প্রার্থনার শান্তিপূর্ণ উত্তর লাভ করতে সক্ষম হব।

যোহন ১৫:৯-১৭ পদ

খ্রীষ্ট, যিনি নিজেই ভালবাসা, তিনি এখানে ভালবাসা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, চার ধরনের ভালবাসা সম্পর্কে।

ক. তাঁর প্রতি পিতার ভালবাসা সম্পর্কে । এই ভালবাসার বিষয়ে তিনি আমাদের কাছে বলেছেন:

১. পিতা ভালবাসেন (পদ ৯): "পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন।" তিনি তাঁকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভালবেসেছেন: "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র।" তিনি তাঁর ভালবাসার পুত্র। তিনি তাঁকে ভালবাসেন এবং তাঁর হাতে সমস্ত কিছু দিয়েছেন। তবুও তিনি পৃথিবীকে এমন ভালবেসেছিলেন যে, আমাদের সকলের মুক্তির জন্য তাঁকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। যখন খ্রীষ্ট তাঁর দুঃখভোগের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন তখনও তাঁর মনে আনন্দ ছিল। এই কথা ভেবে যে, তাঁর পিতা তাঁকে ভালবাসেন। ঈশ্বরকে যারা পিতা হিসেবে ভালবাসেন তারা জগতের সমস্ত ঘৃণাকে অবজ্ঞা করবে।

২. তিনি পিতার ভালবাসার মধ্যে আছেন, পদ ১০। তিনি অবিরামভাবে তাঁর পিতাকে ভালবেসে যাচ্ছেন এবং পিতার ভালবাসা পেয়ে আসছেন। এমন কি যখন তিনি আমাদের জন্য পাপী হয়েছিলেন এবং আমাদের জন্য অভিশপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁকে চূর্ণ করা

হয়েছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে, তখনও তিনি তাঁর পিতার ভালবাসার মধ্যে ছিলেন। "কিন্তু আমার অটল ভালবাসা আমি তাঁর উপর থেকে তুলে নেব না" (গীতসংহিতা ৮৯:৩৩)। তিনি তাঁর পিতাকে অব্যাহতভাবে ভালবেসেছেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের মধ্য দিয়ে তাঁর নিরূপিত দুঃখভোগ বরণ করে নিয়েছিলেন। এই জন্য পিতাও তাঁর সঙ্গে ভালবাসায় যুক্ত ছিলেন।

৩. এই জন্য তিনি তাঁর পিতায় ভালবাসায় যুক্ত ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর পিতার আদেশ পালন করেছেন: মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমি তাঁর সকল আদেশ পালন করেছি, আর তাই আমি তাঁর ভালবাসার মধ্যে আছি। এর দ্বারা তিনি দেখালেন যে তিনি তাঁর পিতার প্রতি ভালবাসায় স্থির আছেন। তাঁর আত্মা পিতার মধ্যে আনন্দে বাস করছেন কারণ তিনি দুর্বল হন না, বা ভেঙ্গে পড়েন না (যিশাইয় ৪২:১-৪)। আমরা সৃষ্টির নিয়ম ভঙ্গ করেছিলাম বলে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিলাম। খ্রীষ্ট পরিত্রাণের নিয়মে বাধ্যতার দ্বারা আমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত দিয়েছেন। আর তাই তিনি তাঁর ভালবাসার মধ্যে আছেন এবং এই ভালবাসার মধ্যে আমাদের নিয়ে এসেছেন।

খ. তাঁর শিষ্যদের প্রতি তাঁর নিজের ভালবাসা সম্পর্কে। তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেও তাদের তিনি ভালবেসেছেন। আসুন আমরা লক্ষ্য করি:

১. তাঁর ভালবাসার নমুনা: "পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন তেমনি আমিও পিতাকে ভালবেসেছি।" খ্রীষ্টের শিষ্টাচারী অনুগ্রহের অসাধারণ প্রকাশ! পিতা যেমন তাঁকে ভালবাসেন, যিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, তিনি তাদের ভালবাসেন যারা সবচেয়ে অযোগ্য। পিতা তাঁকে তাঁর পুত্রের মত ভালবাসেন এবং তিনি তাঁদের ভালবাসেন তাঁর সন্তানের মত। পিতা তাঁর হাতে সমস্ত কিছু অর্পণ করেছেন। তাই তিনি আমাদের সমস্ত কিছু মুক্ত হাতে দিয়ে থাকেন। পিতা তাঁকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে ভালবাসেন এবং স্বর্গীয় অনুগ্রহ ও উপকারের মহান ধনাধ্যক্ষ হিসেবে যা কেবল তিনি তার নিজের জন্য নয়, কিন্তু যাদের জন্য তিনি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের মঙ্গলের এবং উপকারের জন্য। তিনি বলেছেন "আমি বিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষ।" পিতা যেমন আমাকে তাঁর ভালবাসা অর্পণ করেছেন, তেমনি আমি সেই ভালবাসা তোমাদের প্রত্যার্পণ করছি।" এই জন্য পিতা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছি এবং তাঁকে ভালবেসেছি এবং তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর গ্রহণযোগ্য হয়েছি (ইফিষীয় ১:৬)।

২. এই ভালবাসার প্রমাণ এবং কাজ, এ সম্পর্কিত চারটি বিষয় রয়েছে:

(১) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ভালবেসেছেন, কারণ তিনি তাদের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছেন (পদ ১৩): "কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে এর চেয়ে বেশি ভালবাসা আর কারও নেই।" এই হল ভালবাসা, যারা দ্বারা তিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তিনি আমাদের *Antipsychos* – তিনি আমাদের জন্য জামিন হয়েছেন, দেহের জন্য দেহ এবং প্রাণের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। যদিও তিনি আমাদের দেউলিয়া অবস্থা জানেন এবং তিনি আগে থেকেই জানতেন এই কাজের জন্য তাঁকে কতখানি মূল্য দিতে হবে। এখানে

লক্ষ্য করুন:

[১] মানুষের সন্তানদের একজন আর একজনের প্রতি ভালবাসার বিস্তৃতি। বন্ধুদের জীবন রক্ষার জন্য যদি কেউ নিজের প্রাণ দেয় তা হল ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ। নিজের চোখ তুলে কারও হাতে দেওয়ার চেয়ে (গালাতীয় ৪:১৫), তার জন্য জীবন দেওয়া আরও বেশি সাহসিক ও বিরোচিত কাজ হবে এটি। খ্রীষ্ট সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, তিনি এই প্রাণ দেওয়ার ফলে বন্ধুদের জন্য তিনি তার সব কিছুই দিয়েছেন, এরপর দেওয়ার আর কিছুই থাকে না। কখনো কখনো আমাদেরও ভাইদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া উচিত (১ যোহন ৩:১৬)। পৌল সততার জন্য উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন (ফিলিপীয় ২:১৭)। কোন ভাল মানুষের জন্য সাহস করে কেউ প্রাণও দিতে পারে (রোমীয় ৫:৭)। এটি হল সর্বোচ্চ ধাপের ভালবাসা, যা মৃত্যুর মত শক্তিশালী।

[২] যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসার মহত্ব অন্য সকলের ভালবাসাকে অতিক্রম করে গেছে। তাঁর কেউ সমকক্ষ ছিল না, কেবল তাই নয়, তিনি ভালবাসায় ছিলেন সকলের অনেক উর্ধ্বে, তিনি হলেন অতি মহান প্রেমিক। অন্যরা নিজেদের জীবন আর একজনের কাছে জমা রেখে যেন তা আবার তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের জীবন পরিত্যাগ করেছিলেন, তিনি কেবল কথায় নয়, কিন্তু এটি তাঁর নিজের কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা কার্যে পরিণত করেছিলেন। মানুষ যখন কারও জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে তার সমমূল্যের কোন কিছু ত্যাগ করে থাকে, হয়তো আরও কম মূল্যবান কোন কিছু ত্যাগ করে। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যা ত্যাগ করেছেন, তা আমাদের মান বিবেচনা করে করেন নি। তিনি নিবেদিত হয়ে, নিজেকে শূন্য করে ত্যাগ করেছেন। অন্যরা তার বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু আমরা যখন তাঁর শত্রু ছিলাম তখনও খ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন (রোমীয় ৫:৮,১০)। "যাদের হৃদয় স্বর্গীয় ভালবাসায় এমন অতুলনীয় মধুরতার স্পর্শের দ্বারা নমনীয় হয় নি, তাদের হৃদয় লোহা এবং পাথরের চেয়েও কঠিন" – *জন ক্যালভিন*।

(২) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ভালবেসেছেন, কারণ তিনি তাদেরকে তাঁর বন্ধুদের নিয়মের মধ্যে তাদের গ্রহণ করেছিলেন, পদ ১৪,১৫। "যদি তোমরা তোমাদের বাধ্যতার দ্বারা প্রমাণ করতে পার যে, তোমরা আমার সত্যিকারের শিষ্য তাহলে তোমরা আমার বন্ধু এবং বন্ধুসুলভ আচরণ তোমাদের সঙ্গে করব।" লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছে তারা সবাই খ্রীষ্টের বন্ধু এবং তাদের প্রেমপূর্ণভাবে বন্ধু বলে ডেকে তিনি পরিতৃপ্ত হন, তিনি তাদের জন্য দয়াপূর্ণ আচরণ করে থাকেন। যারা তাঁর পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা তাঁর সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত বন্ধু হিসেবে পরিচিত হন। দায়ূদের রাজদরবারে একজন ছিলেন একইভাবে শলোমনের রাজ দরবারেও একজন ছিলেন, যারা ছিলেন বিশেষ অর্থে তাদের বন্ধু (২ শমূয়েল ১৫:১৭; ১ রাজা ৪:৫)। কিন্তু বন্ধুত্বের সম্মান খ্রীষ্টের সকল শিষ্যরা লাভ করে থাকেন। কখনো কখনো হয়তো আমরা কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে কাউকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে থাকি। কিন্তু এমন একজন আমাদের প্রয়োজন যার কাছ থেকে আমাদের সমস্ত সাহায্য আসবে, যিনি আমাদের মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করেন। খ্রীষ্ট এই কাজটি করার জন্যই

আমাদেরকে তাঁর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বন্ধু হিসেবে তিনি তাঁদের কাছে আছেন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তার ভার বহন করেন এবং তাদের জন্য যা কিছু যা কিছু তাদের জন্য মঙ্গলজনক তাই করেন। তারা যখন দুঃখ-কষ্টভোগ করেন তিনি দুঃখ পান, ব্যথিত হন এবং তারা যখন সমৃদ্ধশালী হন তিনি তখন আনন্দিত হন। তাঁর আকাঙ্খা হল, যেন তাঁর বন্ধুরা স্বর্গে যেতে পারেন এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে আনন্দের বাস করতে পারেন। এমন বন্ধু আর কে আছেন? যে কেউ প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হয়, সে তাঁর আত্মায় এক হয় (১ করিন্থীয় ৬:১৭)। যদিও তাঁরা প্রায়ই অবন্ধুসুলভ আচরণ করেছিলেন, তবুও তিনি বন্ধু হয়ে তাদের সব সময় ভালবেসেছেন। লক্ষ্য করুন, কত মমতাপূর্ণভাবে এখানে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়েছেঃ

[১] তিনি তাদের আর দাস বলবেন না, যদি তারা খ্রীষ্টকে প্রভু বলে ডাকতেন। যারা খ্রীষ্টের মত নম্র হতে চান তাদের অবশ্যই তাদের উচ্চপদে তাদের কর্তৃত্বকে উপলক্ষ্য করে তাদের সমস্ত অহঙ্কার ত্যাগ করতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে, যারা তাঁর অধীনে কাজ করে তারা তার সহকর্মী।

[২] তিনি তাঁদের বন্ধু বলে ডেকেছেন। তিনি কেবল তাঁদের ভালবাসতেন তাই নয়, কিন্তু তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর এই ভালবাসার কথা জানতে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কথার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের বন্ধু বলে ডেকেছিলেন। তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তিনি যেভাবে কথা বলেছিলেন তাতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, আগের তুলনায় তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে আরও কাছাকাছি এসেছেন। তিনি বলেছিলেন, "তুমি আমার ভাইদের কাছে গিয়ে তাদেরকে বল" (যোহন ২০:১৭)। "সন্তানেরা তোমাদের কাছে কি কোন খাবার আছে?" (যোহন ২১:৫)। কিন্তু লক্ষ্য করুন, যদিও খ্রীষ্ট তাদেরকে তাঁর বন্ধু বলে ডেকেছেন, তারা নিজেদেরকে তাঁর দাস বলে অভিহিত করেছেন। পিতর খ্রীষ্টের প্রেরিত (১ পিতর ১:১) এবং একইভাবে যাকোবও (যাকোব ১:১)। যত বেশি খ্রীষ্ট আমাদের সম্মানিত করবেন আমাদের তত বেশি তাঁর প্রতি সম্মান দেখাবার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হবে। তিনি যতই আমাদের সম্মানিত করবেন আমরা ততই নিজেদের নত নম্র করব।

(৩) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ভালবেসেছেন, কারণ তিনি উন্মুক্তভাবে তাঁর মনের কথা তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন (পদ ১৫): "তোমরা এখন যে অবস্থায় আছ, এখন থেকে তোমরা আর এই অন্ধকার অবস্থায় থাকবে না; দাসদের মত যাদের কেবল বর্তমান কাজ সম্পর্কে বলা হয়। কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর নেমে আসবে তখন তোমরা বন্ধুর মত তোমাদের প্রভুর সমস্ত ইচ্ছা জানতে পারবে। আমি পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের জানিয়েছি।" ঈশ্বরের গোপন ইচ্ছার অনেক বিষয় আছে যার অন্তর্নিহিত অর্থ আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু পিতার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছেন বিশ্বস্তভাবে তিনি আমাদের কাছে সেই সকল বিষয় প্রকাশ করেছেন (যোহন ১:১৮; মথি ১১:২৭)। মানুষের পরিত্রাণের সম্পর্কিত মহান বিষয়সমূহ খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, যেন তারা ভালভাবে তাঁর ইচ্ছা জানতে পারেন এবং বিশ্বাসে আরও দৃঢ় হতে পারেন (মথি

১৩:১১)।

(৪) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ভালবেসেছেন, কারণ এই পৃথিবীতে তাঁর মহিমা এবং সম্মানের প্রধান সাহায্যকারী হওয়ার জন্য তিনি তাদের মনোনীত করেছিলেন এবং কাজে লাগিয়েছিলেন (পদ ১৬): "আমি তোমাদেরকে নিযুক্ত করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলবান হও এবং তোমাদের ফল যেন থাকে।" এখানে তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে:-

[১] তাদের বেছে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। তাঁদের পৈরিতিক কাজের জন্য তাদের বেছে নেওয়া হয়েছিল (যোহন ৬:৭০): "আমি তোমাদের বারো জনকে বেছে নিয়েছি।" এটি তাদের দিক থেকে আরম্ভ হয় নি: "তোমরা আমাকে বেছে নাও নি, কিন্তু আমিই তোমাদের প্রথমে বেছে নিয়েছি।" কেন তাঁরা তাঁর এমন বন্ধু বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, কেন তাঁর পক্ষ থেকে এমন রাজদূতের কাজের ভার তাঁদের উপর অর্পিত হয়েছিল, কেন উর্ধ্ব থেকে তারা এমন শক্তি পরিহিত হয়েছিলেন? খ্রীষ্ট তাদের মহত্ব এবং প্রজ্ঞার জন্য বেছে নেন নি, কিন্তু তাদের বেছে নিয়েছিলেন তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ এবং তাদের সাহায্য করার অভিপ্রায়ে। তিনি চেয়েছেন যেন তারা তাঁর শিষ্য হওয়ার যোগ্য হন এবং তাঁর কাজের জন্য পরিপক্ক হন। তিনি উপযুক্তভাবে তাঁর নিজ কর্মচারীদের বেছে নিয়েছিলেন। এখনও তিনি তাঁর অনুগ্রহ এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তারা পরিচর্যাকারীদের মনোনীত করেন নি। যদিও পরিচর্যাকারীদের এই পবিত্র আহ্বানের জন্য তাদের নিজেদের সাড়া দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের আগেই বেছে নেন। তিনি সরাসরি বেছে নেন এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে বেছে নেন, তাঁর মহিমা এবং অনুগ্রহের জন্য বেছে নেন। এই কথা বলা হয়েছে, তাঁরা খ্রীষ্টকে বেছে নেন নি, কিন্তু তিনি তাদের বেছে নিয়েছেন (দ্বি.বি. ৭:৭,৮)।

(২) তাদের নিযুক্ত করা: "আমি তোমাদের নিযুক্ত করেছি, *Hetheka hymas* – আমি তোমাদেরকে আমার নাম প্রচার করার জন্য নিযুক্ত করেছি (১ তীমথীয় ১:১২)। আমি নিজে তোমাদের এই কাজের ভার দিয়েছি।" এর দ্বারা এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, যখন তিনি তাদের মাথায় এমন সম্মানের মুকুট দ্বারা ভূষিত করেছিলেন এবং তাদের হাতে এমন মহান দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন তিনি তাদেরকে তাঁর বন্ধু হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই পৃথিবীর লোকদের কাছে তাঁর রাজ্যের কথা পৌঁছে দেবার রাজদূতের কাজের যে দায়িত্ব ভার যখন তিনি তাদের উপর অর্পণ করেন তখন তাঁর এই দৃঢ় নিশ্চয়তা ছিল যে তারা পরিচালনার অধীনে থেকে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবেন। সুসমাচারের সম্পদ তাদের কাছে অর্পণ করা হয়েছিল:-

প্রথমত, এটি আরও অধিক বৃদ্ধি ও বিস্তার করার জন্য: "তোমাদের যেতে হবে, *Hina hymeis hypagete* – তোমরা এমনভাবে এই কাজের জন্য যাবে যেন তোমরা তোমাদের কাঁধে জোয়াল নিয়েছ এবং মাথায় বোঝা বহন করছো এবং এটি একটি মহান কাজ এই কথা মনে রেখে দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করে এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এইভাবে পৃথিবীর সর্বত্র আমার

নাম ছড়িয়ে দেবে এবং ফল উৎপন্ন করবে।” তাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন, স্থির হয়ে বসে থাকার জন্য নয়, কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করার জন্য, তাদের কাজে পরিশ-মী হওয়ার জন্য এবং যা মঙ্গলজনক সেই কাজ করার জন্য নিজেদের অক্লান্তভাবে ব্যবহার করতে হবে। শূন্যে আঘাত করার জন্য তাঁদের নিযুক্ত করা হয় নি, কিন্তু তারা ঈশ্বরের হাতের সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে যেন তারা লোকদের খ্রীষ্টের অনুগ্রহের পতাকার নীচে আনতে পারেন (রোমীয় ১:১৩)। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যাদের নিযুক্ত করেন তাদের অবশ্যই ফলবান হতে হবে, পরিশ্রমী হতে হবে এবং কোন ক্রমেই বৃথা শ্রম করবেন না।

দ্বিতীয়ত, যেন এটি চিরস্থায়ী হয়: ফল যেন বিদ্যমান থাকে, যেন এই পৃথিবীতে বংশের পর বংশ ধরে তাঁদের পরিশ্রমের শুভ ফল শেষ দিন পর্যন্ত চলমান থাকে। খ্রীষ্টের মণ্ডলী ক্ষণস্থায়ী কোন বিষয় নয়, যেমন অনেক দার্শনিক তাদের অনুসারীর দল স্বল্প কালের জন্য স্থায়ী ছিল। তাদের মত লোকদের মুখে কিছু আলোচ্য বিষয় থাকলেও খুব দ্রুত মানুষ সেই বিষয় মন থেকে সরিয়ে দিত এবং দার্শনিকদের মত অকার্যকর হয়ে পড়ত। খ্রীষ্টের মণ্ডলী এক রাতের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে আবার এক রাতের মধ্যে ধ্বংস হওয়ার বিষয় নয়। কিন্তু এটি স্বর্গীয় আলোর মত যা কখনও নিভে যায় না এবং ধ্বংস হয় না, এটি পবিত্র এবং চিরস্থায়ী। প্রেরিতদের প্রচার এবং লেখা আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে যার ভিত্তির উপর আমরা বর্তমান যুগে আমাদের প্রচারের কাজ স্থাপন করে যাচ্ছি। প্রেরিতদের প্রচার এবং সত্তর জন শিষ্যের প্রচারের মাধ্যমে প্রথমে যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তখন থেকে খ্রীষ্টান মণ্ডলী এখন পর্যন্ত চলমান রয়েছে। যেমন পরিচর্যাকারীদের একটি বংশ এবং খ্রীষ্টিয়ানদের একটি বংশ মৃত্যুবরণ করেন অথবা চলে যায়, কিন্তু তবুও আর একটি বংশ বর্তমান থাকে। মহান আদেশের ক্ষমতার দ্বারা (মথি ২৮:১৯) এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের মণ্ডলী রয়েছে। যেমন জড়বাদীরা বলেন দেহের মৃত্যু হয় না, কিন্তু তা পর পর বা বংশানুক্রমে বেঁচে থাকে, এইভাবে তাদের ফল এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই ফল থাকবে।

[৩] তাঁদের অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে উপস্থিত করার মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে: “তোমরা আমার নামে আমার পিতার কাছে যা কিছু চাইবে তা তিনি তোমাদের দেবেন।” সম্ভবত এই কথা বলা হয়েছিল যেন তাঁরা তাঁদের আশ্চর্য কাজের শক্তি পরিহিত হওয়ার জন্য প্রথম স্থানে রাখেন, যা তাঁদের প্রার্থনার মাধ্যমে বের হয়ে আসবে। “তোমাদের উদ্যমকে বৃদ্ধি করার জন্য যা কিছু দানের প্রয়োজন, আমার জন্য কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে কোন সময় স্বর্গ থেকে যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তোমরা কেবল আমার পিতার কাছে নিবেদন কর, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তা করা হবে।” আমরা প্রার্থনায় যেন উৎসাহিত হতে পারি এজন্য আমাদের কাছে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।

প্রথমত, আমরা এমন একজন ঈশ্বর পেয়েছি পিতা হিসেবে, যার কাছে আমরা যেতে পারি। খ্রীষ্ট তাঁকে পিতা হিসেবে সম্বোধন করেছেন, যিনি তাঁর নিজের এবং আমাদের উভয়েরই

পিতা। পবিত্র আত্মা মুখে এবং অন্তরে তাঁকে পিতা বলে আমাদেরকে ডাকতে শিখিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, আমরা একটি উত্তম নাম লাভ করেছি। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী অনুগ্রহের সিংহাসন সম্পর্কিত যে কোন দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হলে আমরা তা খ্রীষ্টের নামে নম্রভাবে এবং সাহসের সাথে সম্পাদন করতে পারব এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে আমরা তা করবো আর তিনি আমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন।

তৃতীয়ত, আমাদেরকে শান্তির উত্তরের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। "তোমরা যা কিছু চাইবে তোমাদের জন্য তাই করা হবে।" এই মহান প্রতিজ্ঞা স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে আনন্দপূর্ণ ও লাভজনক যোগাযোগকে ধরে রাখে।

গ. শিষ্যদের খ্রীষ্ট যেভাবে ভালবেসেছিলেন, সেই মহান ভালবাসার আদেশের কথা বিবেচনা করে খ্রীষ্টের প্রতি শিষ্যদের ভালবাসা সম্পর্কে তিনটি বিষয়ে তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন:

১. তাঁর ভালবাসার মধ্যে স্থির থাকতে (পদ ৯): "তোমরা আমার ভালবাসায় অবস্থিতি কর।" আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসার ফলে আমরা আনন্দের মধ্যে অবস্থিতি করছি এবং খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রমাণস্বরূপ আমাদের দায়িত্ব হল খ্রীষ্টকে ভালবাসা এবং সেই ভালবাসায় স্থির থাকা, যেন তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসাকে তুলে নেওয়ার জন্য কোন কিছু আমাদের প্রলুব্ধ করতে না পারে এবং আমরা তাঁর প্রতি এমন কোন ব্যাঘাতজনক ও বিরক্তি সৃষ্টিকারী কাজ না করি যার ফলে আমাদের উপর থেকে তাঁর ভালবাসা তুলে নেন। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসেন তাদের অবশ্যই অব্যহতভাবে তাঁকে ভালবাসতে হবে, তাঁর প্রতি ভালবাসায় স্থির থাকতে হবে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা দেখাবার যে কোন সুযোগ তাদের সামনে এলে তা তাদের গ্রহণ করতে হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এইভাবে ভালবেসে যেতে হবে। শিষ্যরা খ্রীষ্টের পক্ষে পরিচর্যা করার জন্য যখন বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন তখন তাদের নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু খ্রীষ্ট বলেছেন, "আমার ভালবাসার মধ্যে থাক। আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসাকে ধরে রাখ, তাহলে যে সমস্ত সমস্যা তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে তা তোমাদের কাছে খুব সহজ মনে হবে এবং তা মোকাবেলা করতে তোমরা সমর্থ হবে।" যাকোবের ভালবাসা এমনই ছিল যে, সাত বছরের কঠোর পরিশ্রম তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল। প্রভুর পক্ষে কাজ করতে গিয়ে আমরা যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হই তখন যেন এই সমস্যার কারণে খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা নিভে না যায় বরং তা যেন আরও উজ্জ্বল রাখি।

২. তাদের অন্তরে যেন তাঁর আনন্দ থাকে এবং তাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হয়, পদ ১১। এই পরিকল্পনায় তিনি তাদের আদেশ করেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

(১) যেন তাঁর আনন্দ তাদের মধ্যে থাকে। যে মৌলিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা তারা অন্যভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

[১] "আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকতে পারে।" যদি তারা অধিক ফলে ফলবান হয় এবং তারা তাঁর ভালবাসায় স্থির থাকেন, তাহলে যেভাবে তিনি তাঁর আনন্দ দান করেছেন

সেইভাবে অব্যাহতভাবে তাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ করে রাখবেন। লক্ষ্য করুন, ফলবান এবং বিশ্বস্ত শিষ্যদের নিয়ে প্রভু যীশু খুব আনন্দে থাকেন, তাঁর হলেন খ্রীষ্টের আনন্দ। তিনি তাঁর ভালবাসার আশ্রয়ে তাদের রাখবেন (সফ ৩:১৭)। পাপীদের মন পরিবর্তনে স্বর্গে যেভাবে আনন্দ হয় তেমনি বিশ্বাসীদের রক্ষার মধ্য দিয়ে স্বর্গে আনন্দ হয়।

[২] "আমার আনন্দ যেন তোমাদের অন্তরে থাকতে পারে।" এর অর্থ হল আমার মধ্যে তোমাদের আনন্দ যেন অবস্থিতি করে। খ্রীষ্টের ইচ্ছা হল এই, যেন তাঁর শিষ্যরা অটলভাবে এবং অব্যাহতভাবে তাঁর আনন্দের সঙ্গে যুক্ত থাকেন (ফিলিপীয় ৪:৪)। ভণ্ডদের আনন্দ কেবল অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু যারা খ্রীষ্টের ভালবাসার মধ্যে বাস করেন তাদের আনন্দ হল চিরস্থায়ী ভোজের আনন্দের মত। প্রভুর কথা চিরকাল স্থায়ী, আনন্দ যা সেখান থেকে প্রবাহিত হয় এবং যার উপর তা প্রতিষ্ঠিত।

(২) যেন তাঁদের আনন্দ পূর্ণ হয়। "তোমরা যে কেবলমাত্র আনন্দে পূর্ণ হবে তা নয় কিন্তু আমার মধ্যে তোমাদের আনন্দ এবং তোমাদের মধ্যে আমার ভালবাসা যেন ক্রমাগত উন্নত হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত তা পরিপূর্ণ না হবে। তখন তোমরা তোমাদের প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করবে।" লক্ষ্য করুন:

[১] কেবলমাত্র যারা প্রভুর আনন্দ তাদের মধ্যে অটলভাবে ধরে রাখে কেবল তাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হবে। পৃথিবীবী আনন্দ হল অসার, আনন্দের প্রাচুর্য্যতা থাকলেও তা পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কেবলমাত্র প্রজ্ঞার আনন্দ যা অন্তর পরিপূর্ণ করে (গীতসংহিতা ৩৬:৮)।

[২] এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের পরিকল্পনা হল যেন তাঁর লোকদের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয় (১ যোহন ১:৪)। এটি এবং অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন আমাদের আনন্দ যেন ক্রমাগতভাবে পূর্ণ হতে থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ হবে।

৩. তাঁর আদেশ পালন করার দ্বারা তাঁর প্রতি তাঁদের ভালবাসার প্রমাণ হবে: "তোমরা যদি আমার আদেশ পালন কর তবে তোমরাও আমার ভালবাসার মধ্যে থাকবে (পদ ১০)। এটি আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসার বিশ্বস্ততা এবং দৃঢ়তা ও স্থিরতাকে প্রমাণ করবে। তখন তোমরা তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসার স্থিরতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে।" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) প্রতিজ্ঞা: "আমার ভালবাসার মধ্যে বাস করবে।" বাসগৃহের বাস করার মত খ্রীষ্টের ভালবাসা যেন ঘরে বাস করার মত আমাদের অন্তরে থাকে। স্থায়ী বাসস্থানে বাস করার মত, খ্রীষ্টের ভালবাসা যেন স্বচ্ছন্দে থাকে; দৃঢ় দুর্গের মত যেন সেখানে সুরক্ষিত থাকে। "তোমরা আমার ভালবাসার মধ্যে অবস্থিতি কর, তাহলে আমাকে অব্যাহতভাবে ভালবাসার জন্য এবং আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা রক্ষা করার জন্য অনুগ্রহ এবং শক্তি লাভ করবে।" যদি আমরা খ্রীষ্টের ভালবাসাকে ঘরের বাইরে বা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রাখি তাহলে আমাদের অন্তরে খ্রীষ্টের ভালবাসাকে রক্ষা করতে পারব না এবং বেশি সময় তাঁর ভালবাসায় অবস্থিতি করতে পারব না। কিন্তু পৃথিবীর ভালবাসার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের ভালবাসা বের হয়ে আসবে।

(২) প্রতিজ্ঞার শর্ত: "যদি আমার আদেশ পালন কর।" শিষ্যরা খ্রীষ্টের আদেশ পালন করেছিলেন, তা কেবল তার অটল নিশ্চয়তার দ্বারা নয়, কিন্তু তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করার জন্য বিশ্বস্ত দায়িত্বের দ্বারা। তত্ত্বাবধায়কের মত তাদের রক্ষা করেছিলেন যার হাতে বিশাল সম্পদ রক্ষিত রয়েছে। কারণ সব বিষয়ে শিক্ষা দিতে খ্রীষ্ট তাদের আদেশ করেছেন (মথি ২৮:২০)। সেই আদেশ তাদের নিখুঁতভাবে পালন করতে হবে (১ তীমথিয় ৬:১৪), আর এইভাবে তারা দেখাতে পারবেন যে, তাঁরা খ্রীষ্টের ভালবাসার মধ্যে অবস্থিতি করছেন। তাঁর আদেশ পালন করতে তিনি তাদের উৎসাহিত করলেন।

[১] তার নিজের দৃষ্টান্ত: "আমি আমার পিতার সমস্ত আদেশ পালন করে তাঁর ভালবাসার মধ্যে অবস্থিতি করছি।" খ্রীষ্ট মধ্যস্থতার সমস্ত নিয়মের বশীভূত ছিলেন। এবং একইভাবে এর সম্মান ও আনন্দ রক্ষা করেছিলেন। আমাদের এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে আমরা যেন মধ্যস্থতাকারীর নিয়মের ও আদেশের বশীভূত থাকি, কারণ আর অন্য কোনভাবে তাঁর প্রতি আমাদের সম্পর্কের সম্মান এবং আনন্দকে রক্ষা করতে পারি না।

[২] খ্রীষ্টের সঙ্গে তাদের গভীর সম্পর্কের জন্য তাদের আবশ্যকতা (পদ ১৪): "যে সব আদেশ তোমাদের দিচ্ছি তা যদি বিশ্বস্তভাবে পালন করা তবেই তোমরা আমার বন্ধু হতে পারবে, অন্য কোনভাবে নয়।" লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, তারাই কেবল খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে গণ্য হবেন, যারা নিজেদেরকে তাঁর বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী হিসেবে প্রমাণ করতে পারবেন। কারণ যারা নিজেদের উপর তাঁকে শাসন করতে দেয় নি, তারা তাঁর শত্রু হিসেবে গণ্য। *Idem velle et idem nolle ea demum vera est amicitia* – বন্ধুত্ব বিরোধ এবং অনুরাগের সহভাগিতা অন্তর্ভুক্ত করে। খ্রীষ্টের প্রতি সার্বজনীন বাধ্যতা হল একমাত্র গ্রহণযোগ্য বাধ্যতা। তিনি আমাদের যে সমস্ত আদেশ করেছেন তার প্রতিটি বিষয়ের প্রতি বাধ্য থাকতে হবে, তিনি আমাদের যে আদেশ দেবেন তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন না করে পালন করতে হবে।

ঘ. শিষ্যদের একে অন্যকে ভালবাসা সম্পর্কে। খ্রীষ্টের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণের জন্য তিনি এই আদেশ দিয়েছিলেন, তারা যদি একে অন্যকে ভালবাসে তা হবে তাদের প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান। আমাদের অবশ্যই তাঁর আদেশ পালন করতে হবে এবং তাঁর আদেশ হল এই, যেন আমরা একে অন্যকে ভালবাসি (পদ ১২,১৭)। আমাদের প্রভু যীশুর পারস্পরিক ভালবাসা এবং মঙ্গল উদ্দেশ্যের জন্য যেভাবে আমাদের বারবার তিরস্কারের মাধ্যমে এবং মর্মস্পর্শীভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেইভাবে কেউ শিক্ষা দিতে পারে নি। কারও পক্ষে পারস্পরিক ভালবাসা এবং পারস্পরিক মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন ছাড়া যথাযথভাবে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। কারণ পারস্পরিক ভালবাসা তখনই সৃষ্টি হবে যদি সে খ্রীষ্টের ভালবাসার মধ্যে থাকে।

১. খ্রীষ্টের আদর্শ দ্বারা এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে (পদ ১২): "আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি।" আমাদেরকে খ্রীষ্ট যেভাবে ভালবেসেছেন আমাদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরাও একে অন্যকে সেভাবে ভালবাসি। এই পদ্ধতিতে এবং এই উদ্দেশ্যে

আমাদের একে অন্যকে ভালবাসা উচিত, কারণ এভাবে খ্রীষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন। তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশের কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁদের বন্ধু বলে অভিহিত করলেন, যেন অতি সহজে তাঁদের কাছে তাঁর চিন্তা প্রকাশ করতে পারেন এবং তাঁরা যা কিছু চাইবে তা যেন দিতে পারেন। "যাও তুমিও সেইভাবে কর।"

২. তাঁর আদেশ অনুসারে এটি আবশ্যক। তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই বিষয়টি তাঁর রাজ্যের একটি নিয়ম ও বিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলেন। লক্ষ্য করুন, কত পৃথকভাবে এই দুই পর্বের মধ্যে এটি প্রকাশ পেয়েছে এবং উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাব প্রকাশ করেছে।

(১) "আমার আদেশ এই," পদ ১২। যেন সমস্ত আদেশের মধ্যে এটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। মানুষের পাপর আসক্তির বিষয়টি আগে থেকে দেখতে পাওয়ার কারণে মূর্তিপূজার সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি বিধি নিষেধ করা হয়েছিল। একইভাবে খ্রীষ্ট খ্রীষ্টান মণ্ডলীর মধ্যে দয়া হীনতার অবস্থা আগে থেকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে এই আদেশের উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন।

(২) "এই আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি," পদ ১৭। তিনি এমনভাবে কথা বললেন যেন তিনি তাদের অনেক আদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই আদেশটি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন, "তোমরা একে অন্যকে ভালবাস।" এটি কেবল এই কারণে নয় যে, এই আদেশে অনেক দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কিন্তু কারণ হল এই বিষয়টি সব কিছুর উপর ভাল প্রভাব ফেলে।

যোহন ১৫:১৮-২৫ পদ

খ্রীষ্ট এখানে ঘৃণা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যা শয়তানের রাজ্যের চরিত্র এবং ধর্ম, যেমন খ্রীষ্টের রাজ্যের চরিত্র ও প্রকৃতি হল ভালবাসা। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. তারা কারা, যারা এই ঘৃণা আরোপ করবে? পৃথিবী, এই পৃথিবীর লোকেরা। তারা ঈশ্বরের লোকদের চেয়ে আলাদা। এই পৃথিবীতে যারা ঈশ্বরের অধীনে থাকে, যারা তাঁর ভাবমূর্তি বহন করে, যারা তাঁর ক্ষমতায় এবং শাসনে বশীভূত থাকে, তারাই ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের লোক। যিহূদী হোক কিংবা পরজাতি হোক, যারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর মধ্যে আসে নি, যা তিনি সুস্পষ্টভাবে আহ্বান করেছিলেন এবং দৃশ্যমানভাবে শয়তানের রাজ্য থেকে আলাদা করেছিলেন, এই লোকেরাই ঘৃণা করবে। তিনি পৃথিবীর লোকদের ইঙ্গিত করেছেন:-

১. তাদের সংখ্যা: এই পৃথিবীর লোকেরা অর্থাৎ তারা সংখ্যায় অনেক, এরা খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধিতা করবে। তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক শত্রুতা শুরু করে দিয়েছিল এবং খ্রীষ্ট শিষ্যদের বললেন এই পৃথিবীর লোকেরা তাদেরকেও ঘৃণা করবে।

২. তাদের দল এবং সম্মিলন। তাদের বহু সংখ্যক দল একত্রিত হয়ে একটি দলে পরিণত হয়েছিল (গীতসংহিতা ৮৩:৫)। যিহূদীরা এবং অন্য জাতির লোকেরা কোন বিষয়ে তারা কখনো একমত না হলেও খ্রীষ্টকে নির্যাতন করতে এবং তাঁকে ধ্বংস করার জন্য একমত হয়েছিল। একইভাবে খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদেরকেও ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিল।

৩. তাদের প্রকৃতি ও প্রবণতা। তারা হল পৃথিবীর লোক, এরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পৃথিবী এবং পৃথিবীবী বিষয়ের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছে এবং তারা কখনো অন্য পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তা করে না। ঈশ্বরের লোকদের পাপকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেওয়া হলেও কখনোই তাদের লোকদের ঘৃণা করতে শিক্ষা দেওয়া হয় নি। কিন্তু তাদের ভালবাসতে এবং তাদের সকলের প্রতি মঙ্গলজনক কাজ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বিদ্বেষপরায়ণ, হিংসাপরায়ণ এবং হিংস্রতা খ্রীষ্টের স্বভাব নয়, এটি সম্পূর্ণ পৃথিবীবী।

খ. এরা কারা, যারা খ্রীষ্টের শিষ্যদের ঘৃণা করতে এবং খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করতে এবং তাঁর পিতার বিরুদ্ধচারণ করতে তৎপর হয়েছিল?

গ. পৃথিবীর লোকেরা খ্রীষ্টের শিষ্যদের ঘৃণা করে (পদ ১৯): "পৃথিবীর লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করে।" তিনি তাঁদের এই কথা বলেছিলেন যেন তাঁরা সব সময় মনে রাখেন যে, পৃথিবীর লোকেরা তাঁদের ঘৃণা করবে এটি প্রত্যাশিত বিষয় (পদ ১৮; ১ যোহন ৩:১৩)।

(১) লক্ষ্য করুন, কীভাবে এটি এখানে এসেছে:

[১] বন্ধু হিসেবে তাঁদের প্রতি তাঁর মহা দয়ার মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছেন। পাছে তাঁরা গর্বিত হয়ে ওঠেন এই জন্য তিনি তাঁদের এই কথা বলেছিলেন। পৌলের দেহে একটি কাঁটা ছিল; এর অর্থ হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, যে খ্রীষ্টের জন্য তাঁকে নিন্দা, নির্যাতন, ঘৃণা সহ্য করতে হয়েছিল, প্রভুর জন্য এই সব গ্রহণ করতে তিনি সব সময় প্রস্তুত ছিলেন (২ করিন্থীয় ১২:৭,১০)।

[২] তিনি তাঁদের পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের তিনি এই কথা বলেছিলেন যে, এই কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টসাধ্য। যখন তাঁরা কার্যক্ষেত্রে যাবেন তখন তাঁদের নানা রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু এই বিষয়গুলো তাঁদের যেন বিস্মিত না করে এবং তাঁরা যেন এই পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন।

[৩] তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন যেন তাঁরা একে অন্যকে ভালবাসে, তাঁদের একে অন্যকে ভালবাসার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে, কারণ পৃথিবীর লোকেরা তাঁদের ঘৃণা করে। তাঁরা তাঁদের কাউকে কাউকে হত্যা করবে। কারণ তাঁদের অন্তরে দয়া-মায়া ছিল না বলেই তারা এই রকম নির্দয়তার এই জঘন্য কাজ এবং মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তৎপর ছিল। "তোমাদের মধ্যে শান্তি রাখ এবং এটি তোমাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর লোকদের শত্রুতাপূর্ণ আচরণ থেকে তোমাদের সুরক্ষিত করে রাখবে।" যারা শত্রুদের মধ্যে থাকে তাঁদের উচিত নিজেদের স্থির রাখা।

(২) লক্ষ্য করুন, এখানে কি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

[১] খ্রীষ্টের অনুসারীদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর লোকদের শত্রুতা: তারা তাঁদের ঘৃণা করবে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যাদের অনুগ্রহ করেন পৃথিবীর লোকেরা তাদের ঘৃণা করে এবং তাদের ক্ষতি করে। যারা পৃথিবীকে ভালবাসে তারা কখনো স্বর্গের অধিকারী হতে পারবে না এবং স্বর্গের সুখ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। যারা স্বর্গের উত্তরাধিকারী তারা পৃথিবীর বিষয়কে ভালবাসতে পারে না। শয়তান চায় যেন মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ না পেয়ে স্বর্গে না যায়।

এটি স্ত্রীর গর্ভজাত বংশধরদের সঙ্গে সাপের বা শয়তানের পুরাতন শত্রুতা। কেন কয়িন হাবিলকে হত্যা করেছিল, তা কি কেবল ধার্মিকতার কাজের জন্য নয়? কেন ইস্ যাকোবকে ঘৃণা করেছিল? তা কেবল যাকোবের প্রতি আশীর্বাদের জন্য। যোষেফকে তাঁর ভাইয়েরা ঘৃণা করতো, কারণ যোষেফকে তাঁর পিতা ভালবাসতেন। যোষেফকে তাঁর ভাইয়েরা ঘৃণা করতো, কারণ যোষেফকে তার পিতা ভালবাসতেন। শৌল দায়ূদকে ঘৃণা করতেন, কারণ ঈশ্বর দায়ূদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। এইভাবে পৃথিবীর লোকেরা যুক্তিহীন কারণে ঈশ্বরের লোকদের ঘৃণা করে থাকে।

[২] শত্রুতার ফল: দু'টি বিষয় আমরা এখানে দেখতে পাই, পদ ২০।

প্রথমত, "তারা তোমাদের অত্যাচার করবে, কারণ তারা তোমাদের ঘৃণা করে।" ঘৃণা হল অশান্ত মনের ভাব। এই ঘৃণার মধ্যে থাকে প্রচণ্ড ক্রোধ। যারা খ্রীষ্টের প্রতি যুক্ত হয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভয়পূর্ণ জীবন কাটাতে চায়, তারা অত্যাচারিত হবে (২ তীমথিয় ৩:১২)। খ্রীষ্ট আগে থেকে দেখতে পেয়েছিল যে, তাঁর পক্ষে যারা রাজদূতের কাজ করবেন তারা এই পৃথিবীর লোকদের দ্বারা অপমানিত এবং লজ্জিত হলেও তারা খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে যাবেন। খ্রীষ্ট তাঁদের নেকড়ে বাঘের দলের মধ্যে ভেড়া হিসেবে পাঠিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, তাদের শত্রুতার অন্য একটি ফল এখানে প্রকাশ পেয়েছে, তা হল তারা তাঁদের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করবে, অগ্রাহ্য করবে। তিনি বলেছেন, "যদি তারা আমার কথা শুনে থাকে তাহলে তোমাদের কথাও শুনবে।" তিনি এই অর্থে বলেছিলেন, "তারা আমাকে যতটা সম্মান করেছে এবং আমার শিক্ষা পালন করেছে, তার চেয়ে বেশি তোমাদের সম্মান করবে না এবং তোমাদের দেওয়া শিক্ষা পালন করবে না।" লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের প্রচারকরা কেবল লোকদের কাছ থেকে অবজ্ঞা ঘৃণা এবং অবিশ্বাস ভোগ করবেন তাই নয়, কিন্তু তাদের জীবনে চরম অত্যাচারও নেসে আসতে পারে, এমন কি তাদের মৃত্যুও ঘটতে পারে। যেমন করে যিরমিয়কে চরম অবিশ্বাস করার জন্য এই কথা বলেছিল, "চল, আমরা আমাদের মুখের কথা দিয়ে তাকে দোষী করি এবং তার কথায় মনযোগ না দেই" (যিরমিয় ১৮:১৮)।

[৩] এই শত্রুতার কারণ: পৃথিবীর লোকেরা তাঁদের ঘৃণা করবে:-

প্রথমত, কারণ তাঁরা এই পৃথিবীর নন (পদ ১৯): "যদি তোমরা পৃথিবীর হতে তাহলে এর প্রভাব তোমাদের মধ্যে থাকত, পৃথিবীর স্বার্থের দিকে তোমাদের আগ্রহ থাকত। তোমরা যতি মাংসিক স্বভাবের এবং এই পৃথিবীবী হতে তাহলে পৃথিবী তার নিজের বলে তোমাদের ভালবাসত। কিন্তু যেহেতু তোমরা পৃথিবীর এই সব বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে আমার কাছে এসেছ তাই পৃথিবীর লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করে এবং চিরকাল ঘৃণা করে যাবে।" লক্ষ্য করুন:

১. আমরা কেউ অবাক হব না যদি কেউ নিজের উন্নতির জন্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পৃথিবীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে এবং পৃথিবীকে আপন বন্ধু বলে মনে করে ভালবাসে। অনেক মানুষ উন্নতি করার জন্য আকাঙ্খী থাকে (গীতসংহিতা ১০:৩; ৪৯:১৮)।

২. আমরা এতেও খুব অবাক হব না যদি আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর লোকদের অর্থাৎ তার শত্রুস্বরূপ লোকদের বিদ্বেষ থেকে নিজেকে যারা মুক্ত করেছে তাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর লোকেরা অনিষ্টকর আচরণ করছে। যখন ইস্রায়েল জাতি মিশর থেকে মুক্ত হয়েছিল তখন মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের পিছন পিছন ধাওয়া করেছিল। লক্ষ্য করুন, কেন খ্রীষ্টের শিষ্যরা পৃথিবীর ছিলেন না। এর কারণ হল এই নয় যে, নিজেদের পৃথিবী থেকে পৃথক করার জন্য তাঁদের যোগ্যতা ছিল। কিন্তু এর কারণ হল এই, খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁদের এই পৃথিবী থেকে তাঁদের বেছে নিয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের জন্য স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। কেন পৃথিবীর লোকেরা তাঁদের ঘৃণা করে এটি হল এর কারণ:-

(১) এই বেছে নেওয়ার গুণে পৃথিবীতে উপর তাঁদের স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল যেন প্রভুর মহিমা প্রকাশ পায়। আর এই কারণে পৃথিবীর লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ হয়েছিল। ধার্মিকেরা পৃথিবীর বিচার করবেন, যারা সৎ তারা শাসন করবেন, আর এই কারণে পৃথিবীর লোকেরা ঘৃণা করে।

(২) তাঁদের বেছে নেওয়ার ফলে যে অনুগ্রহের গুণে তাঁদের ভূষিত করা হয়েছিল তাতে তাঁদের পৃথিবীর বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছিল। তাঁরা পৃথিবীর স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটবেন আর তা তাদের উপযোগী হবে না। তাঁরা পৃথিবীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন আর তা তাদের উপযোগী হবে না। পৃথিবীর লোকের ঘৃণার ফলে তাদের উপর যে ভীষণ বিপদ বা দুঃখ-কষ্ট নেমে আসবে তা থেকে এটি রক্ষা করবে। তারা তাঁদের এই কারণে ঘৃণা করবে যে, খ্রীষ্ট যাদের বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা সেই বেছে নেয়াদের একজন, তাঁরা পৃথিবীর নন। এখন:-

[১] পৃথিবীর লোকদের তাঁদের ঘৃণা করার এগুলোই একমাত্র কারণ নয়। যদি আমরা এমন কিছু করি যা আমাদের জন্য ঘৃণাপূর্ণ তাহলে এর জন্য আমাদের দুঃখ প্রকাশ করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু লোকেরা যদি এই কারণে আমাদের ঘৃণা করে যে, যা তাঁরা ভালবাসে এবং যা তাঁরা মূল্য দেয়, তা আমরা ঘৃণা করি, তাহলে তাঁদের করুণা করার আমাদের সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু এতে আমাদের হতবুদ্ধি হওয়ার কোন কারণ নেই।

[২] কেবল তাই নয়, এটি তাঁদের নিজেদের আনন্দের প্রকৃত কারণ। সে পৃথিবীতে লোকদের কাছে ঘৃণিত হয়, কারণ সে পৃথিবীর ধন এবং ঐশ্বর্য্য এবং পৃথিবীর সম্মানকে অগ্রাহ্য করে। পৃথিবীর লোকেরা তাঁদের ঘৃণা করার জন্য যত বেশি সজ্ঘবদ্ধ হবে খ্রীষ্ট তাঁদের তত বেশি ভালবাসেন।

দ্বিতীয়ত, "আর একটি কারণের জন্য পৃথিবীর লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করবে, তা হল এই যে, তোমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছ (পদ ২১): "আমার নামের জন্য।" বিরোধে মূল এখানেই। যে দাবীই করা হোক, বিবাদের আসল ভিত্তি এটাই। তাঁরা খ্রীষ্টের শিষ্যদের ঘৃণা করে, কারণ শিষ্যরা খ্রীষ্টের নাম বহন করছেন এবং তাঁর নাম ছাড়া পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার মহান দায়িত্ব পালন করছেন। লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্টের শিষ্যদের বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা খ্রীষ্টের নাম রক্ষার্থে নিবেদিত। এই নামে তাঁরা বাপ্তিস্ম নিয়েছেন, এই নামে তাঁরা জীবন পেয়ে বেঁচে আছেন, এই নামের মধ্য দিয়ে তাঁরা

মৃত্যুবরণ করবেন।

২. অনেকে আছেন যারা খ্রীষ্টের নাম প্রকাশের জন্য দুঃখভোগ করেন, বিভিন্ন বিষয়ে এবং শোচনীয়ভাবে দুঃখভোগ করেন। যদি তারা খ্রীষ্টের নামের জন্য দুঃখভোগ করেন তবে তা সেই মহান দুঃখভোগকারীর জন্য এটি হল মহা সান্ত্বনার বিষয়। "খ্রীষ্টের জন্য যদি তোমরা অপমানিত হও তবে মোবারক তোমরা, কারণ ঈশ্বরের মহিমাপূর্ণ আত্মা তোমাদের উপর আছেন" (১ পিতর ৪:১৪)। "যদি তোমরা অপমানিত হও তাহলে আনন্দ করো, আন্তরিকভাবে আনন্দ করো, কারণ তার নামে অপমানিত হওয়ার যোগ্য তোমরা হয়েছ (প্রেরিত ৫:৪১)। এই সান্ত্বনা তাদের প্রেরণা যোগায়, বিশেষ করে যারা তার নামের জন্য দুঃখভোগ করেছে তাদের মহিমার মুকুট দেওয়া হবে। "যদি আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে এবং খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ স্বীকার করি, তাহলে আমরা তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করব।"

তৃতীয়ত, মোটের উপর খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রতি এই শত্রুতার প্রকৃত কারণ হল, পৃথিবীর লোকদের অজ্ঞানতা (পদ ২১): "কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তারা তাঁকে জানে না।"

১. তারা ঈশ্বরকে জানে না। যদি লোকদের অন্যান্য ধর্মের মূল নীতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকে এবং ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করে তাহলে তারা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করলেও তারা খ্রীষ্টান ধর্মকে ঘৃণা করবে না এবং খ্রীষ্টিয়ানদের কোন ক্ষতি করবে না। যাদের ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান নেই তারা খাদ্য গ্রাস করার মত করে ঈশ্বরের লোকদের গ্রাস করবে (গীতসংহিতা ১৪:৪)। তারা ঈশ্বরকে এভাবে জানে না যে তিনি আমাদের প্রভু যীশুকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং শান্তির মহান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আমরা কখনোই ঈশ্বরকে যথার্থভাবে জানতে পারব না যদি আমরা খ্রীষ্টকে ভাল করে না জানি। যারা খ্রীষ্টের লোকদের অত্যাচার করে তাদের ক্ষেত্রে এই বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, তারা জানে না যে লোকদের তারা অত্যাচার করছে তাদেরকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন (১ করিন্থীয় ২:৮)।

২. পৃথিবীর লোকেরা স্বয়ং খ্রীষ্টকে ঘৃণা করে। দু'টি উদ্দেশ্যে এখানে তা বলা হয়েছে:-

(১) পৃথিবীর লোকদের ঘৃণার ফলে তা লাঘব করতে এবং এই কষ্টে প্রাবল্য হ্রাস করতে ও দুঃখের বোঝা হালকা করতে তাঁর শিষ্যরা যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবেন (পদ ১৮): "তোমরা মনে রেখ আগে তারা আমাকেই ঘৃণা করেছে – *Proton hymon*। আমরা হয়তো এভাবে বুঝে থাকি যে, সময়ের অগ্রাধিকারকে প্রকাশ করার জন্য এটি বলা হয়েছে, যখন খ্রীষ্ট দুঃখের তিক্ত পেয়ালা থেকে পান করতে শুরু করবেন, তখন এই কথা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, তাঁদের উপর তাঁর সর্বময় ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য এটি বলা হয়েছে: "তোমরা মনে রেখ, তোমাদের আগে থেকেই আমাকেই তারা ঘৃণা করেছে, যিনি তোমাদের প্রধান এবং পরিচালক, তোমাদের নেতা এবং তোমাদের সেনাপতি।"

[১] খ্রীষ্ট, যিনি ধার্মিকতার শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন এবং যিনি সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক এবং সার্বজনীনভাবে দয়ালু, তাঁকেই পৃথিবীর লোকেরা ঘৃণা করেছে, তাহলে আমরা কি এই

আশা করতে পারি যে, আমাদের কোন গুণাবলী ও যোগ্যতার দ্বারা এই অনিষ্টকর অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারব?

[২] যদি আমাদের প্রভু, যিনি আমাদের খ্রীষ্টান বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা, এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্য যদি তাঁকে এমন প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে তাঁর পরিচর্যাকারী হিসেবে এবং তাঁর শিষ্য হিসেবে তাঁর পক্ষে কাজ করতে গিয়ে তাঁর কাজে কোন বিরোধের জন্ম হবে না এবং কোন বাধা প্রকাশ পাবে না এই কথা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না। কারণ এটি তিনি তাদের কাছে উল্লেখ করেছেন তাঁর নিজের কথায় (পদ ২০), তাঁদের প্রেরিত হিসেবে কাজে নিয়োগের সময়: "আমার এই কথা তোমরা মনে রেখো।" খ্রীষ্ট আগে যে কথা বলেছিলেন তা তুলনা করলে তিনি পরে যে কথা বলেছেন তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। খ্রীষ্টের কথা মনে রাখা ছাড়া আর অন্য কোন কিছুই আমাদের সুস্থির থাকার জন্য সাহায্য করতে পারবে না, যা তাঁর দূরদর্শিতার ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই কথার মধ্যে আমরা দেখতে পাই:

প্রথমত, একটি সহজ সরল সত্য: "দাস মনিবের চেয়ে বড় নয়।" এই কথা তিনি তাঁদের এর আগে বলেছিলেন মথি ১০:২৪ পদে। খ্রীষ্ট হলেন আমাদের প্রভু, আর এই কারণে আমাদের অবশ্যই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি আমাদের গভীর মনযোগ দিতে হবে এবং কোন রকম আপত্তি ছাড়া বিনম্রভাবে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করতে হবে, কারণ দাস হল তাঁর মনিবের অধীনস্থ কর্মচারী। সবচেয়ে সরল সত্য কখনো কখনো অত্যন্ত কঠিন দায়িত্বের জন্য সবচেয়ে জোরালো দায়িত্ব হতে পারে। ভাববাদী আইয়ুবের তীব্র অসন্তোষের প্রেক্ষিতে ইলীহু স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত সত্যের দ্বারা উত্তর দিলেন যে, ঈশ্বর মানুষের চেয়ে মহান (ইয়োব ৩৩:১২)।

দ্বিতীয়ত, তাই এখানে একটি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত এর থেকে গ্রহণ করা হয়েছে: "যদি তারা অন্য লোকদের অত্যাচার করে থাকে, যেভাবে তোমরা দেখেছ, সম্ভবত আরও বেশি দেখে থাকবে, তারা নিশ্চয়ই তোমাদেরও অত্যাচার করবে। তোমাদের এটি প্রত্যাশা করতে হবে এবং তোমরা অত্যাচারের জন্য গণ্য হয়েছ বলে মনে করবে।" কারণ:-

১) আমি যে কথা বলে এবং যা করে তাদের উত্তেজিত করেছিলাম তোমরাও তাই করবে, তোমরা তাদের পাপের জন্য তাদেরকে অনুযোগ করবে এবং তাদের পাপ থেকে মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানাবে এবং পবিত্রভাবে জীবন-যাপনের কঠিন নিয়মগুলো তাদের বলবে, যা তারা পালন করবে না।"

২) "তাদেরকে বাধ্য করার জন্য আমি যা করেছি তোমরা তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না। এই মহান দৃষ্টান্তের পরে ভাল কাজের জন্য যদি তারা দূর্ভাগ্যজনকভাবে দুঃখভোগ করে তাহলে কেউ যেন অবাক না হয়।" তিনি যুক্ত করলেন, "যদি তারা আমার কথা শুনে থাকে তবে তারা তোমাদের কথাও শুনবে। যেমন কিছু সংখ্যক লোক আছে, যদিও তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম, যারা আমার প্রচার শুনে তা গ্রহণ করেছিল, তেমনি তোমাদেরও কিছু সংখ্যক লোক থাকবে যারা তোমাদের প্রচার শুনে তা গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম হবে।" কেউ এর ভিন্ন অর্থ করেন, "যদি তাঁরা আমাকে কথার

ফাঁকে ফেলার জন্য গভীর মনযোগ দিয়ে আমার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করে তা হলে মনে রেখ তোমাদেরকেও একই পদ্ধতিতে তারা ফাঁদে ফেলে বিপর্যস্ত করার জন্য তোমাদের কথা গভীর মনযোগ দিয়ে শুনবে।"

(২) এই অবিশ্বাসী পৃথিবীতে দুষ্টতা আধিক্য এবং পাপের আধিক্য প্রকাশের ফলে শিষ্যদের প্রতি যে ঘৃণা এবং অত্যাচার করা হবে তা খুব খারাপ, কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের ঘৃণা এবং অত্যাচার আরও বেশি মন্দ ছিল। পবিত্র শাস্ত্রে পৃথিবী সম্পর্কে অনেক মন্দ বিষয় উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে মন্দ বিষয় হল যীশু খ্রীষ্টকে ঘৃণা করার বিষয়। মানুষের এই পৃথিবী হল খ্রীষ্টের ঘৃণাকারী পৃথিবী। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তাদের দুষ্টতার আধিক্যের কথা বলেছেন, যার ফলে তারা তাঁকে ঘৃণা করেছে। এর দু'টি বিষয় রয়েছে:

[১] কেন তারা তাঁকে ভালবাসে এটি বুঝতে পারার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে? লোকদের ভাল কথা এবং ভাল কাজ সাধারণত তাদের ভাল পরিচয় তুলে ধরে, একইভাবে খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:-

প্রথমত, তাঁর কথা এমন ছিল যে, যা তাদের ভালবাসার যোগ্য করে তুলেছিল (পদ ২২): "আমি যদি না আসতাম এবং তাদের সাথে কথা না বলতাম তবে তাদের দোষ হত না। তাদের বিরোধিতা তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বলে গণ্য হত না, তাদের পাপ তুলনামূলক ভবে পাপ হত না। কিন্তু আমি আমার তরফ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যেন তাদের অন্তর খুলে যায়, তারা পাপ থেকে মন পরিবর্তন করে, কিন্তু পাপের প্রতি তাদের তীব্র আসক্তি থাকার ফলে তারা পাপের জন্য কোন ক্ষমা চায় নি।" লক্ষ্য করুন:

১. সুসমাচারের আনন্দ লাভ করার সুযোগ এনে দিয়েছিল তাঁদের। খ্রীষ্ট এই জন্য তাদের কাছে এসেছিলেন এবং তাদের সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি এককভাবে এবং দলগতভাবে সেই জাতির কাছে কথা বলেছিলেন। এখনও তিনি আমাদের কাছে আমাদের পবিত্র শাস্ত্র এবং প্রচারকদের মাধ্যমে কথা বলছেন এবং এমন একজনের মত আমাদের উপর যার প্রশ্নাতীত ক্ষমতা রয়েছে এবং আমাদের জন্য গভীর ভালবাসা রয়েছে। তাঁর প্রতিটি কথা খাঁটি ও পবিত্র ও আমাদের শাসন করার মর্যাদাপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। তবুও কোমল শিক্ষা রয়েছে এখানে, যা যে কারও পক্ষে পড়ে এবং শুনে অনুগ্রহ লাভ করবে।

২. যারা সুসমাচার উপভোগ করে নি তাদের ক্ষমতার বিষয়: "যদি আমি তাদের কাছে কথা না বলতাম," যদি তারা খ্রীষ্টের কথা না শুনত এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভের কথা না শুনতো, তাতে তাদের কোন পাপ হত না।

(১) এই রকম পাপ নয়। যদি তিনি তাদের কাছে না আসবেন এবং স্নেহপূর্ণভাবে তাদের কাছে তাঁর অনুগ্রহের কথা না বলতেন তাহলে তাঁকে তারা যে অবিশ্বাস এবং ঘৃণা করেছে এর জন্য দোষী হত না। যেখানে ব্যবস্থা নেই সেখানে পাপ মৃত থাকে। তাই যেখানে সুসমাচার নেই সেখানে অবিশ্বাসীরা দোষী বলে গণ্য হবে না। আর যেখানে দোষী করা হয় সেখানে কেবল এ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতার পাপের জন্য দোষী করা হয়। যে পাপ প্রতিকারের অযোগ্য। যদি তারা খ্রীষ্টের কথা না জানে এবং না শুনে তাহলে এই বিষয়ে তাদের দোষী

করা হবে না।

(২) পাপের পরিণামের মত নয়। যদি তাদের মধ্যে সুসমাচার না থাকত তাদের দোষ কম বলে ধরা হত, কারণ ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার ফল উপেক্ষা করেছেন (লূক ১২:৪৭,৪৮)।

৩. তাদের অপরাধ গুরুতর হবে যাদের কাছে খ্রীষ্ট বৃথাই এসেছিলেন এবং বৃথাই কথা বলেছিলেন। যাদের বৃথাই ডেকেছিলেন এবং নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন, বৃথাই তাদের যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন এবং উৎসাহিত করেছিলেন। "কিন্তু এখন পাপের জন্য তাদের কোন অজুহাত নেই।" তারা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমার অযোগ্য, শেষ বিচারের দিনে তাদের সম্পর্কে নীরব থাকা হবে এবং তাদের পক্ষে একটি কথাও বলা হবে না। লক্ষ্য করুন, যীশু খ্রীষ্ট যে অনুগ্রহ এবং সত্য আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়েছে, আমাদের কাছে এই কথা বলা হয়েছে যেন আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস করি এবং তা আদরণীয় হিসেবে গ্রহণ করি। যদি আমরা তাঁকে ভাল না বাসি এবং তাঁর উপর বিশ্বাস না করি তা হলে আমাদের মহা পাপ হবে। খ্রীষ্টের কথার দ্বারা পাপের সমস্ত গোপনীয়তা উন্মুক্ত করে এবং এটি পাপকে প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত, তাদের কাজ এমন ছিল যা তাদের ভালবাসার যোগ্য ছিল যেমন তাঁর কথা (পদ ২৪): "যদি আমি তাদের মধ্যে এই সব করতাম, তাদের দেশে, তাদের চোখের সামনে, যদি কেউ এই রকম কাজ না করতো তাহলে তারা দোষী বলে গণ্য হত না।" তাদের অবিশ্বাস এবং শত্রুতা ক্ষমার যোগ্য, তারা তাদের কথায় অতি রঞ্জন করে বলেছিল যে, তাঁর কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু তিনি অতি সন্তোষজনকভাবে তাঁর স্বর্গীয় কাজের প্রমাণ দিয়েছেন, যে সব কাজ আগে কেউ কখনো করেন নি। লক্ষ্য করুন:

১. সৃষ্টিকর্তা যেভাবে তাঁর কাজের দ্বারা তাঁর ক্ষমতা এবং ঈশ্বরের প্রকাশ করেছেন (রোমীয় ১:২০), তেমনি পরিত্রাণকর্তাও করেছেন। তাঁর আশ্চর্য কাজ, বিস্ময় সৃষ্টিকারী কার্যসমূহ, অনুগ্রহের কাজ প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত এবং দয়ার সংবাদ দেবার জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

২. খ্রীষ্টের কাজ এমন ছিল যে, কোন মানুষ তা কখনো করে নি। কোন সাধারণ মানুষ স্বর্গ থেকে এভাবে কাজের ভার পান নি, এইভাবে তার সঙ্গে ঈশ্বর থাকেন নি এবং এইভাবে আশ্চর্য কাজ করেন নি (যোহন ৩:২)। কোন ভাববাদী খ্রীষ্টের মত এমন আশ্চর্য কাজ করতে পারেন নি। মোশি এবং এলিয় এবং ইলিশায় আশ্চর্য কাজ করেছিলেন ঈশ্বরের প্রজা হিসেবে, ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতার দ্বারা। কিন্তু খ্রীষ্ট পুত্র হিসেবে নিজের ক্ষমতায় এই সব কাজ করেছিলেন। তিনি যে সব কাজ করেছেন তা লোকদের বিস্ময়ে হতবাক করেছিল। তিনি তাঁর ক্ষমতায় রোগ এবং শয়তানকে আদেশ করতেন (মার্ক ১:২৭)। লোকেরা স্বীকার করেছিল যে, এমন আশ্চর্য কাজ তারা আগে কখনো দেখে নি (মার্ক ২:১২)। তাঁর সমস্ত কাজ ছিল ভাল এবং মঙ্গলজনক কাজ, করুণার কাজ, যা সম্ভবত সেই অভিপ্রায়ে এখানে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদের এই বিষয়ে তিরস্কার করেছিলেন যে, তারা তাঁকে ঘৃণা করে। সার্বজনীনভাবে তিনি এমন উপকারী এবং কার্যকারী ছিলেন যে, সাধারণ মানুষ যা করেছে তার চেয়ে তিনি আরও অনেক বেশি কিছু করেছেন। যিনি

সার্বজনীনভাবে প্রিয়, তবুও তিনি তাদের কাছ থেকে ঘৃণা লাভ করেছেন।

৩. খ্রীষ্টের কাজ পাপীদের অবিশ্বাস এবং শত্রুতার দোষ বাড়িয়ে তুলেছিল, তাদের দুষ্টতা এবং অযৌক্তিক কাজ শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। যদি তারা কেবল তাঁর কথা শুনত কিন্তু তাঁর কোন কাজ না দেখত, যদি আমরা কেবল তাঁর শিক্ষা লিপিবদ্ধ অবস্থায় পেতাম, তাঁর আশ্চর্য কাজ না জানতাম, তাহলে অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ থাকত। কিন্তু এখন এতে কোন অজুহাত দেয়া সম্ভব নয়। কেবল তাই নয়, তাদের এবং আমাদের উভয়েরই খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়, তা করলে জঘন্য পাপ হবে, কেবল অনমনীয় অবিশ্বাস নয় কিন্তু জঘন্য কৃতজ্ঞতার জন্য। তারা খ্রীষ্টকে অমায়িক ব্যক্তি হিসেবে দেখেছিল তারা দেখেছিল খ্রীষ্ট তাদের প্রতি দয়ার কাজ করার জন্য কত যত্নশীল ছিলেন, তবুও তারা তাঁকে ঘৃণা করেছিল এবং তাঁর ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। আমরা তাঁর কথার মধ্যে গভীর ভালবাসা দেখতে পাই, এই ভালবাসা তিনি আমাদের দিয়েছেন।

[২] কেন তারা খ্রীষ্টকে ঘৃণা করতো এর একেবারেই কোন কারণ ছিল না। কেউ কেউ আছেন যারা এক সময় যে কথা বলবেন এবং যা করবেন তা গ্রহণযোগ্য এবং প্রশংসিত হবে, তবুও অন্য সময় হয়তো যা বলবেন এবং যা করবেন, তা ক্রোধোদ্দীপক এবং বিরক্তিকর হবে। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু কেবলমাত্র লোকদের উপযুক্ত এবং শ্রদ্ধার অনেক কাজ এবং তাদের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করেছিলেন তাই নয় কিন্তু তিনি কখনও এমন কোন কাজ করেন নি যা তাদের ভারাক্রান্ত করে এবং বিরক্ত করে কিংবা রাগান্বিত করে। তিনি তাঁর কথার সমর্থনের জন্য পবিত্র শাস্ত্রের কথা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন (পদ ২৫): "তারা আমাকে অকারণে ঘৃণা করেছে এবং আমার জন্য আমার শিষ্যদেরও ঘৃণা করেছে। এটা হয়েছে যাতে তাদের শরীয়তে লেখা এই কথা পূর্ণ হয়, "তারা আমাকে অকারণে ঘৃণা করেছে।" খ্রীষ্টের কথার আদর্শস্বরূপ দায়ূদ এই কথা বলেছিলেন (গীতসংহিতা ৩৫:১৯; ৪৯:৪)। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, যারা খ্রীষ্টকে ঘৃণা করতো তারা যথার্থ কারণ ছাড়াই তাঁকে ঘৃণা করত। খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুতা ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক শত্রুতা। আমরা মনে করি যারা উদ্ধত এবং যারা নির্লজ্জ তারা ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু খ্রীষ্ট ছিলেন অত্যন্ত নম্র এবং সুশীল, বিদ্বেষপূর্ণ, প্রতিহিংসা মুলক এবং আক্রোশমূলক। কিন্তু খ্রীষ্ট সকলের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, কেবল তাই নয় যারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছে তাদের মঙ্গলের জন্যও কাজ করেছেন। অন্যের সুখ শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পরিশ্রম করেছেন, আমাদের ধনবান করার জন্য নিজে দরিদ্র হয়েছিলেন। আমরা সাধারণ দেশ এবং দেশের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিকারক কিছু করাকে এবং জনগণের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টকারীর কাজকে ঘৃণার্হ কাজ বলে মনে করে থাকি। কিন্তু পক্ষান্তরে খ্রীষ্ট তাঁর দেশের পক্ষে মহা আশীর্বাদের কাজ করেছেন, তবুও তারা তাঁকে ঘৃণা করেছে। তিনি যথার্থভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তাদের কাজ হল মন্দ; কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজগুলো ছিল যথার্থ। তারা নিজেদের মঙ্গলের জন্য এই সব করত; কিন্তু যে কারণে তারা খ্রীষ্টকে ঘৃণা করতো প্রকৃতপক্ষে সেই কারণ ছিল অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়েছে এবং মূল আদর্শের অবিকল আদর্শ। শৌল এবং তাঁর সভাসদ দায়ূদকে বিনা কারণে ঘৃণা করতেন, কারণ তিনি তাঁর বীণা বাজিয়ে শৌলের পক্ষে উপকার সাধন করতেন এবং তিনি শৌলের সঙ্গে থেকে তরবারি নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতেন। অবশালোম এবং তাঁর সঙ্গীরা দায়ূদকে ঘৃণা করতেন যদিও দায়ূদ ছিলেন প্রশ্রয়দানকারী পিতা এবং তাদের পক্ষে মহা উপকারক ছিলেন। এইভাবে দায়ূদের সন্তানকে ঘৃণা করা হয়েছিল এবং অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তার বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছিল। যারা খ্রীষ্টকে ঘৃণা করেছিল তারা পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণতার জন্য নিজেরা এই পরিকল্পনা করে নি। কিন্তু ঈশ্বরের সম্মতিক্রমে এটি ঘটেছিল, এটি তাঁর পরিকল্পনার একটি অংশ। খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তাতে ঈশ্বরের অভিষিক্ত হিসেবে খ্রীষ্টের উপর আমাদের বিশ্বাসকে সুনিশ্চিত করে। কারণ আমরা দেখতে পাই খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা তাঁর মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছে। যদি আমাদের ক্ষেত্রেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় তাহলে আমরা যেন তা আশ্চর্যের এবং কঠিন বিষয় বলে না মনে করি। এতে আমরা আমাদের সঙ্গে যে ক্ষতিকর আচরণ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হব যে এই সব আচরণ ছিল অযৌক্তিক। তারা যেভাবে ইচ্ছা করেছে সেইভাবে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের জন্য তাদের বিদ্বেষপূর্ণ কাজ করেছে এবং সম্ভবত তা সহজেই করতে পেরেছিল।

৩. খ্রীষ্টকে ঘৃণা করার মাধ্যমে পৃথিবীর লোকেরা স্বয়ং ঈশ্বরকে ঘৃণা করেছিল। এখানে দু'বার এ কথা বলা হয়েছে (পদ ২৩): "যে আমাকে ঘৃণা করে;" তাঁর চিন্তা ছিল যে, তাঁকে যে ঘৃণা করা হয়েছে তা আর কাউকে করা না হয়। তবুও প্রকৃতপক্ষে "সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে;" এটি আবার বলা হয়েছে (পদ ২৪): "তারা আমাকে আর আমার পিতাকে দেখেছে এবং ঘৃণাও করেছে।" লক্ষ্য করুন:

(১) ঈশ্বরের স্বভাবের সৌন্দর্য এবং তাঁর অনুগ্রহের এমন প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও তারা ঈশ্বরকে ঘৃণা করেছে। তারা তাঁর ন্যায় বিচারে ক্রোধান্বিত হয়েছে, যেমন শয়তান তা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে, তারা তাঁর রাজ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং আনন্দে তাঁর শেকল ভেঙ্গে ফেলে। যারা বিভিন্ন প্রমাণের দ্বারা কোন ক্রমেই অস্বীকার করতে পারবে না যে ঈশ্বর আছেন, তবু তারা এমন আচরণ করে যে, তাতে তারা প্রকাশ করে – ঈশ্বর নেই। তারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে দেখলেও তারা তাঁকে ঘৃণা করেছে।

(২) খ্রীষ্টের ঘৃণা ঈশ্বরের ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। কারণ খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছে পিতার প্রতিমূর্তির প্রকাশ এবং তাঁর মহান প্রতিনিধি এবং তাঁর রাজদূত হিসেবে তাঁর কাজ করছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই সকলে যেভাবে তাঁকে সম্মান করে পুত্রকে তেমনি করে যেন সকলে সম্মান করে, কারণ যে আনন্দ পুত্রে রয়েছে তা পিতারও আছে। যারা খ্রীষ্টান ধর্মের শত্রু তারা অন্য যে কোন ধর্মের লোক হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা সমস্ত ধর্মেরই শত্রু। একেশ্বরবাদীরা বস্তুত নাস্তিক এবং যারা খ্রীষ্টের সুসমাচারকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে যদি সম্ভব হত তাহলে প্রাকৃতিক আলোকেও তারা নিভিয়ে ফেলত এবং বিবেকের বাধ্যবাধকতা এবং ঈশ্বরের ভয়কে তারা একপাশে সরিয়ে রাখে। হিংসায়পূর্ণ নাস্তিক পৃথিবী যাদের শত্রুতা

খ্রীষ্টের সুসমাচারের সাথে তারা শেষ বিচারের দিনে তাকিয়ে দেখবে যে বস্তুত তাদের শত্রুতা ঈশ্বরের সঙ্গে। আর যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী ধার্মিকতার জন্য অত্যাচারিত হয়েছেন তারা ঐ অবস্থা থেকে শান্তি লাভ করবেন। যদি তারা কেবলমাত্র স্বয়ং ঈশ্বরকে ঘৃণা করতো এবং সরাসরি আঘাত করতো তাহলে হয় তাদের অভিপ্রায়ের জন্য লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন হত না অথবা এই ফলের জন্য ভীত হবার প্রয়োজন হত না।

যোহন ১৫:২৬-২৭ পদ

খ্রীষ্ট প্রবল বিপক্ষতার এবং অত্যন্ত কষ্টের কথা বলেছেন যা নিশ্চিতভাবে তাঁর সুসমাচার এই পৃথিবীতে সম্মুখীন হবে, যা সুসমাচারের প্রচারকদের উপর নেমে আসবে। পাছে তাঁদের মধ্যে কেউ ভয়ে এবং প্রচণ্ড বাধার কারণে হতাশ হয়ে পড়েন এই জন্য তিনি যারা তাঁর শুভাকাঙ্খী এবং তাঁর কাজের জন্য নিবেদিত হয়েছেন তাঁদের কাজে কার্যকরীভাবে সাহায্য করার বন্দোবস্ত করলেন। তিনি তাঁদের বললেন যে, পিতা তাঁদের কাছে একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন যিনি তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। খ্রীষ্ট এখানে পবিত্র আত্মার প্রধান সাক্ষ্য দিলেন (পদ ২৬) এবং প্রেরিতদের অপ্রধান সাক্ষ্য (পদ ২৭) এবং সাক্ষ্য ছিল সত্যের প্রকৃত সমর্থন।

ক. তিনি এখানে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সত্যের আত্মা এই পৃথিবীতে তাঁর কাজগুলো পরিচালনা করবেন। তা সত্ত্বেও সুসমাচার বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। যখন খ্রীষ্ট তিরস্কৃত হয়েছিল, তিনি তাঁর পিতার কাছে তাঁর সব যন্ত্রণা সমর্পণ করেছিলেন। তার নীরবতার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হন নি, কারণ সাহায্যকারী আসবেন, ক্ষমতাপূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হবেন এবং কৃতকার্য্য হয়ে সব বহন করবেন। "যখন সেই পরিচর্যাকারী বা পরামর্শদাতা আসবেন, যাকে পিতার কাছ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং যাকে আমি আমার শারীরিক উপস্থিতির অভাব মেটানোর জন্য পাঠাবো এবং যারা আমাকে বিনা কারণে ঘৃণা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমার সাক্ষ্য দেবে।" এই পর্বের মধ্যে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে পবিত্র শাস্ত্রের অন্য যে কোন পদ থেকে আমরা বেশি জানতে পারি এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম, তিনি যেন আমাদের মধ্যে যতদূর সম্ভব প্রকাশিত হতে পারেন এই ব্যাপারে আমাদের মনযোগী হতে হবে।

১. এর মধ্যে রয়েছে তাঁর অস্তিত্বের বিবরণ, বা আরও বলা যায় তাঁর মৌলিকত্বের বিবরণ। "তিনি সত্যের আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে আসবেন।" এখানে:-

(১) তিনি এখানে স্বতন্ত্র ব্যক্তি স্বরূপ একজনের কথা বলেছেন, কোন শক্তি কিংবা গুণ নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার প্রকৃত নামের অধীনে ব্যক্তি এবং সত্যের আত্মার প্রকৃত উপাধি, সাক্ষ্য বহন করার জন্য তাঁকে উপযুক্ত উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

(২) স্বর্গীয় ব্যক্তিরূপে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছেন, অনন্তকাল ধরে পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁকে পাঠান হয়েছে। মানুষের আত্মা অথবা নিঃশ্বাসকে বলা হয় প্রাণবায়ু, যা মানুষের মধ্যে থেকে নির্গত হয়, এই নিঃশ্বাস থেকে নতুন জীবনী শক্তি দেয়, তাকে সজীবতা দান করে, নিঃশ্বাস গ্রহণের মধ্য দিয়ে জীবন বাঁচিয়ে রাখার কাজ করে। এইভাবে পবিত্র আত্মা স্বর্গীয় আলো নির্গমন করে এবং স্বর্গীয় ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। সূর্যের রশ্মি,

যার দ্বারা সূর্য তার আলো বিতরণ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে দেয়, যে তাপ সূর্যের কাছ থেকে আসে এবং সূর্যের রশ্মির যে প্রভাব রয়েছে তা অন্য কোন কিছুর মধ্যে নেই। *নাইসেন বিশ্বাসসূত্র* (*Nicene* Creed) বলে যে, পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্রের কাছ থেকে এসেছে, কারণ পবিত্র আত্মাকে বলা হয় পুত্রের আত্মা (গালাতীয় ৪:৬); আর এখানে পুত্রকে পাঠিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে। গ্রীক মণ্ডলী আরও বলেছে, পুত্রের মাধ্যমে পিতার কাছ থেকে এসেছে।

২. তাঁর উদ্দেশ্যে মধ্যে।

(১) তিনি তাঁর দান, অনুগ্রহ এবং ক্ষমতা প্রচুররূপে বিতরণ করার জন্য আসবেন, যা আগে কখনো করা হয় নি। খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, তিনি আসবেন। এই কথা পবিত্র আত্মা সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

(২) "আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।" তিনি এর আগে বলেছিলেন (যোহন ১৪:১৬): "আমি পিতার কাছে নিবেদন করবো এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদেরকে দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন।" এই সম্পর্কে প্রকাশ করা হয়েছিল যে, পবিত্র আত্মা হবেন মধ্যস্থতার ফল, যিনি খ্রীষ্টের অন্তরালে কাজ করবেন। এখানে তিনি বলেছেন "আমি তাঁকে পাঠিয়ে দেব," যা রাজ্যের সমস্ত কাজ তাঁর পক্ষে পরিচালনা করবেন। পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করা হয়েছিল:-

[১] মধ্যস্থতাকারী হিসেবে খ্রীষ্টের মাধ্যমে: তিনি ঈশ্বরের কাছে গিয়েছিলেন, যেন মানুষের কাছে দান পাঠাতে পারেন এবং তাঁকে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

[২] পিতার কাছ থেকে: "কেবল স্বর্গ থেকে নয়, কিন্তু আমার পিতার বাড়ি থেকে (পবিত্র আত্মাকে শব্দের মাধ্যমে স্বর্গ থেকে পাঠানো হয়েছিল (প্রেরিত ২:২), কিন্তু আমার পিতার ইচ্ছা ও বন্দোবস্ত অনুযায়ী এবং পিতার পরাক্রম ও ক্ষমতার সম্মতিক্রমে।

[৩] প্রেরিতদের তাদের প্রচারের কাজে শিক্ষা দেবার জন্য পরিচর্যার কাজে তাদের সমর্থন করার জন্য। তিনি তাদের এবং তাদের উত্তরসূরীদের পবিত্র আত্মা দান করবেন, যেন তারা খ্রীষ্টান ধর্ম যথাযথভাবে পালন করতে পারেন এবং পরিচর্যার কাজে তাদের সমর্থ করার জন্য। তিনি তাদের এবং তাদের উত্তরসূরীদের পবিত্র আত্মা দান করবেন, যেন তারা খ্রীষ্টান ধর্ম যথাযথভাবে পালন করতে পারেন এবং পরিচর্যার কাজ পালন করতে পারেন, তাদের এবং তাদের সন্তানদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী (যিশাইয় ৪৯:২১)।

৩. তাঁর কার্যস্থলে এবং কাজে, এতে দু'টি বিষয় রয়েছে:

(১) তাঁকে যে উপাধি দেওয়া হয়েছে তাতে এর অর্থ প্রকাশ পেয়েছে: তিনি হলেন সাহায্যকারী অথবা পক্ষ সমর্থনকারী বা উকিল। খ্রীষ্টের পক্ষে সমর্থনকারী। পৃথিবীর মানুষের বিশ্বাসহীনতার বিরুদ্ধে তিনি খ্রীষ্টের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাবেন, পৃথিবীর ঘৃণার বিরুদ্ধে মোকাবেলার করার জন্য বিশ্বাসীদের সাহায্য করবেন সেই সাহায্যকারী।

(২) অপরটি ব্যক্ত করা হয়েছে: "পিতা আমার বিষয়ে সাক্ষী দেবেন।" তিনি কেবল পক্ষ সমর্থনকারী তাই নয়, কিন্তু তিনি যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে একজন সাক্ষী হবে। তিনজনের মধ্য

দিয়ে এই সাক্ষী এসেছে। তিনি তিনজনের একজন, যিনি এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করবেন (১ যোহন ৫:৭,৮)। তিনি প্রেরিতদের শিক্ষা দেবেন এবং আশ্চর্য কাজ করার জন্য শক্তি যোগাবেন, পবিত্র শাস্ত্র লিখবেন, যা স্থায়ী সাক্ষ্য, যা খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে (যোহন ৫:৩৯)। পরিচর্যাকারীদের শক্তি পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আসে, কারণ তিনি পরিচর্যাকারীদের যোগ্য করেন এবং খ্রীষ্টান ধর্মকেও প্রতিষ্ঠিত করেন, কারণ খ্রীষ্টিয়ানদের পবিত্র করেন এবং খ্রীষ্টের সাক্ষী হিসেবে তৈরি করেন।

খ. তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রেরিতরাও পবিত্র আত্মার সাহায্য দ্বারা খ্রীষ্টের সাক্ষী হবার সম্মান লাভ করবেন (পদ ২৭): "আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষী দেবে। উপযুক্ত সাক্ষী হওয়ার কারণে প্রথম থেকে তোমরা আমার পরিচর্যাকারী হিসেবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।" এখানে লক্ষ্য করুন:

১. প্রেরিতগণ এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। যখন তিনি বলেছিলেন, "পবিত্র আত্মা আমার বিষয়ে সাক্ষী দেবেন," তিনি এই কথার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, "আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষী দেবে।" লক্ষ্য করুন, পবিত্র আত্মার কাজ সরিয়ে রাখা কিংবা বাদ দেওয়া নয়, কিন্তু আমাদের নিযুক্ত করা এবং উৎসাহ প্রদান করা। যদিও পবিত্র আত্মা সাক্ষী দেবেন, কিন্তু পরিচর্যাকারীদেরও অবশ্যই তাঁদের সাক্ষ্য বহন করতে হবে এবং লোকেরা এতে মনযোগ দেবে; কারণ অনুগ্রহের উদ্দেশ্য অনুসারে অনুগ্রহের পবিত্র আত্মা সাক্ষী দেন এবং কাজ করেন। প্রেরিতরা হলেন প্রথম সাক্ষী। এর অর্থ হল:

(১) এই কাজ তাঁদের আলাদা করে রেখেছে। তাঁরা সত্য প্রকাশ করবেন, সম্পূর্ণ সত্য, খ্রীষ্ট সম্পর্কে সত্য ছাড়া আর কোন কিছুই প্রকাশ করবে না, তাঁর প্রকৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করা, তাঁর মুকুট ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যদিও খ্রীষ্টের শিষ্যরা খ্রীষ্টকে ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিল যখন খ্রীষ্টকে ধরে বিচারের জন্য মহাপুরোহিতের সামনে এবং পীলাতের সামনে হাজির করা হয়েছিল। এই কারণে তাঁরা পালিয়ে গিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টের পক্ষে মহাপুরোহিত এবং পীলাতের সামনে তাঁদের সাক্ষী দিতে হবে। তাঁরা ঐ সময় সাক্ষী দিতে ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসার পর খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য তাঁরা অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সমস্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে স্পষ্টভাবে কথা বলেছিলেন। যথার্থ সাক্ষ্যের মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্মের সত্য ভাল রূপে প্রমাণিত হতে পারে, বিশেষ করে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, যা সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্যের জন্য প্রেরিতগণ বেছে নিয়েছিলেন (প্রেরিত ১০:৪১) এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন (প্রেরিত ৩:১৫; ৫:৩২)। খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীরা হলেন তাঁর সাক্ষী।

(২) এর দ্বারা তাঁদের সম্মানিত করা হয়েছিল: তারা "ঈশ্বরের সাহায্যকারী" হিসেবে অভিহিত হবেন। "পবিত্র আত্মা আমার বিষয়ে সাক্ষী দেবেন তেমনি তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষী দেবে। পবিত্র আত্মার পরিচালনার অধীনে এবং পবিত্র আত্মার সঙ্গে একযোগে (যিনি তোমাকে আমার নিজ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন), আমার সাক্ষী দেবে।" পৃথিবীর লোকদের ঘৃণা ও বিশ্বাসহীনতার বিরুদ্ধে এটি তাদের উৎসাহিত

করবে যে, খ্রীষ্ট তাদের সম্মানিত করবেন এবং তাদের স্বীকার করবেন।

২. এমন হওয়ার জন্য তারা উপযুক্ত ছিল: "কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছ।" তাঁরা কেবল জনতার কাছে খ্রীষ্টের প্রচার শুনছিলেন তাই নয়, কিন্তু নিয়মিতভাবে তাঁরা খ্রীষ্টের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। যখন খ্রীষ্ট কোন স্থানে কোন আশ্চর্য কাজ কিংবা আশ্চর্য কাজ করবেন তখন ঐ স্থানের লোকেরা তা দেখতেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গী শিষ্যরা যারা ছিলেন, তিনি অন্য যে কোন স্থানে যখন এই রকম আশ্চর্য কাজ কিংবা আশ্চর্য কাজ করতেন তা তাঁরা দেখতেন। তাঁরা খ্রীষ্টের সকল কথা এবং সকল কাজের সাক্ষী ছিলেন। এর কারণ হল, খ্রীষ্ট যে কোন স্থানে যেতেন, তাঁর শিষ্যরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেতেন। খ্রীষ্টের নিখুঁত ও বিশুদ্ধ কথা-বার্তা ও কার্যকলাপের প্রতি গভীর মনযোগ দিয়ে দেখার সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন, যেন তাঁরা এই সাক্ষী দিতে পারেন যে, মানবীয় দুর্বলতার সামান্যতম প্রলেপ তাঁর কথায় কিংবা কাজে দেখতে পান নি। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাঁর প্রেরিতরা যে বিবরণ দিয়েছেন তা গ্রহণ করার সঙ্গত কারণ আছে। কারণ তারা মানুষের কাছ থেকে কোন কিছু শুনে কিংবা মনগড়া কোন কল্পনা থেকে বলেন নি। এর কারণ হল তাঁরা সব সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন প্রথম থেকেই, তাঁরা নিজের কানে তাঁর মুখের কথা শুনেছেন, তাঁদের নিজ চোখে তাঁর সাধিত সমস্ত কাজ এবং অন্যান্য কাজ দেখেছেন। তাঁরা খুব কাছ থেকে তাঁকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা তাঁকে নিজের হাতে ছুঁয়েছেন (২ পিতর ১:১৬; ১ যোহন ১:১৩)। বিশ্বাস আশা এবং ভালবাসার মাধ্যমে এবং খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন-যাপন করার মাধ্যমে তাঁরা খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করার জন্য যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। পরিচর্যাকারীদের প্রথমে খ্রীষ্টের সম্পর্কে খুব ভাল করে জানতে হবে, তাঁর সম্পর্কে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এরপর তারা প্রচার করবে। পরীক্ষালব্ধভাবে ও তত্ত্বানুসন্ধান করার পর যিনি কথা বলেন তিনি ঈশ্বরের বিষয়ে সর্বোত্তম রূপে কথা বলতে সক্ষম। প্রথম থেকে খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে সার্থক এবং যথাযথভাবে সাক্ষী দেওয়ার জন্য বিশেষ সুবিধা লাভ করা যায়। প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে থাকলে সব কিছু বুঝতে খুব সহজ হয় (লূক ১:৩)। আমাদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য, প্রথম থেকেই আমাদের তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে। শীঘ্র পরিচিত হওয়া এবং নিয়মিতভাবে খ্রীষ্টের সুসমাচারের সাথে কথা-বার্তা একজন মানুষকে উত্তম ধনাধ্যক্ষে পরিণত করে।

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৬

ঈশ্বর তাঁর নিজের সম্পর্কে যে সমস্ত মহিমাময় উক্তি করেছেন তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল, "আমি আঘাত করি এবং আমিই সুস্থ করি" (দ্বি.বি. ৩২,৩৯ অধ্যায়)। এই অধ্যায়ে খ্রীষ্টের আলোচনা আমরা দেখতে পাই, যেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই: ক. কিছু দুঃখময় বক্তব্য, যা তাঁর শিষ্যদেরকে অত্যন্ত দুঃখ দিয়েছিল (পদ ১-৬)। খ. এখানে রয়েছে তাঁদের জন্য সুস্থকারী উক্তি, যারা সমস্যাগ্রস্ত এবং যারা তাঁর পরিচর্যা চায় তাঁদের জন্য তিনি পাঁচটি কথা বলেছেন, সেগুলো হল: ১. তিনি তাঁদের জন্য এক সহায় পাঠাবেন (পদ ৭-১৫)। ২. তিনি আবার তাঁদের সাথে পুনরুত্থানের সময় দেখা করবেন (পদ ১৬-২২)। ৩. তিনি তাঁদেরকে নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি তাঁদের সকল প্রার্থনার উত্তর দান করবেন (পদ ২৩-৩৭)। ৪. তিনি এখন তাঁর পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছেন (পদ ২৮-৩২)। ৫. এই জগতে তাঁরা যে সমস্যার মুখোমুখিই হোক না কেন, তাঁর বিজয়ের গৌরব দ্বারা তাঁরা অবশ্যই তাঁর কাজে শান্তি ফিরে পাবে (পদ ৩৩)।

যোহন ১৬:১-৬ পদ

খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছেন, যখন তিনি তাঁদেরকে দূর দূরান্তে তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছেন, কারণ তিনি তাঁদেরকে এর সবচেয়ে খারাপ পরিণতির কথা বলেছিলেন, যাতে করে তাঁরা কিছুটা সময় নেন এবং এর মূল্য বিচার করেন। তিনি তাঁদেরকে এর আগের অধ্যায়ে বলেছিলেন যে, পৃথিবী তাঁদেরকে ঘৃণা করবে। এখন এই অধ্যায়ের পদগুলো দেখুন:

ক. তিনি তাঁদেরকে যুক্তি দিচ্ছেন যে, কেন তিনি তাঁদেরকে এই সম্ভাব্য অত্যাচারগুলোর জন্য আশঙ্কা করে বলেছিলেন: "আমি তোমাদের এই সব কথা বললাম যেন তোমরা মনে বাধা না পাও," পদ ১।

১. খ্রীষ্টের শিষ্যরা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের ক্রুশের কারণে বিঘ্ন পাবেন এবং ক্রুশের কারণে বিঘ্ন পাওয়া সবচেয়ে বড় ও বিপজ্জনক প্রলোভন, এমন কি ভাল একজন মানুষের জন্যও ঈশ্বরের পথ থেকে সরে আসা, কিংবা সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, অথবা এর জন্য বোঝা বা কষ্ট অনুভব করা, কিংবা এ থেকে সান্ত্বনা না পাওয়া এ সবই তাঁদের জন্য অনেক বড় প্রলোভন। এ কারণেই কষ্টকর সময়কে বলা হয় প্রলোভনের প্রহর।

২. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে এই কষ্টের কথা জানিয়ে আমাদের মন থেকে ভয় বা আতঙ্ক দূর করে দিতে চাইছেন, যাতে তা আমাদের কাছে কোন বিস্ময় হিসেবে হাজির না হয়। আমাদের শান্তিতে যত বিঘ্ন জন্মাতে পারে, এই পৃথিবীতে যত সমস্যা আমাদের

মাঝে আসতে পারে, কোন কিছুই আমাদেরকে ততটা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত করতে পারে না, যতটুকু করে হতাশা। কিন্তু আমরা খুব সহজেই একে গ্রহণ করতে পারি, যেন আমরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম এবং আমরা আগে থেকেই সতর্ক থাকতে পারি এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি।

খ. তিনি বিশেষভাবে তাঁদেরকে এই কথা বললেন যে, তাঁদেরকে কি ধরনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে (পদ ২): "যাদের সেই ক্ষমতা আছে তারা তোমাদেরকে সমাজগৃহ থেকে বের করে দেবে; তবে এটাই শেষ নয়, তারা তোমাদেরকে হত্যাও করবে। *Ecce duo-gladii* – দেখ, প্রভু যীশুর অনুসারীদের পেছনে দু'টো ছোরা ধেয়ে আসছে।"

১. উপদেশক সমালোচক তলোয়ার। এই ছোরা তাঁদের বিরুদ্ধে তুলবে যিহূদীরা, কারণ তারা নিজেরাই শুধু মণ্ডলীর ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়। "তারা তোমাদেরকে সমাজগৃহ থেকে বের করে তাড়িয়ে দেবে; *Aposynagogous poiesousin hymas* – তারা তোমাদেরকে সমাজচ্যুত করবে।" খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে বলছেন যে, কি করে তাঁদেরকে তাঁর নামের কারণে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে: "তোমরা যে সমাজ-ঘরর সদস্য, সেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দেবে।" একইভাবে তিনি তাঁদেরকে এর আগেও এই কথা বলেছিলেন, যখন তিনি প্রথম তাঁদেরকে আহ্বান করেন (মথি ১০ অধ্যায়)।

(১) তাঁদেরকে এর মূল্য সম্পর্কে জানতে হবে, যাতে করে তাঁরা স্থির হয়ে বসেন এবং হিসাব করে দেখেন। পিতর ছিলেন সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী এবং সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাভোগকারী। খ্রীষ্ট নিজেই তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁকে তাঁর নামের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টভোগ করতে হবে (প্রেরিত ৯:১৬)। তাই যারা খ্রীষ্টের সাথে স্বর্গীয় জীবন যাপন করতে চায় তাদের সকলকে অবশ্যই তাঁর জন্য মহা কষ্টভোগ করতে হবে। যে সমস্ত খ্রীষ্টান বিশ্বাসী তখন পর্যন্ত যিহূদীদের মত করে জীবন ধারণ করছিলেন এবং পুরাতন নিয়মের সমস্ত বিধান মেনে চলছিলেন, তারা হয়তো ভাবতে পারেন যে, তাদের প্রতি সামান্য দয়া করা হতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্ট সেই ধারণা নাকচ করে দিয়েছেন: "না, তাদেরকেই সবার আগে নির্যাতন করা হবে।"

(২) "তারা তাদের নিজেদের মণ্ডলীর ক্ষমতা তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে: তারা তোমাদেরকে সমাজ-ঘরে নিয়ে যাবে, যেন সেখানে তোমাদেরকে চাবুক মারা হয় এবং সেখানে তোমাদেরকে দারুনভাবে প্রহার করা হবে। তারা শাসকদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলবে: তারা তোমাদেরকে কারাগারে বন্দী করবে। তোমাদেরকে তোমাদের নামের জন্য রাজার সামনে এবং শাসকের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।"

২. শাসকগোষ্ঠীর ও সর্বস্তরের মানুষের নির্যাতন ও প্রত্যাখানের তলোয়ার: এই দুষ্ট পৃথিবী, যারা পরিবর্তনকে ঘৃণা করে, যার পরিত্রাণদানকারী খ্রীষ্টকে ঘৃণা করে, যারা তাঁর নিজের তারা তাদের সকলকেও ঘৃণা করে। যিহূদী মণ্ডলীর শাসকেরা ভাল করেই জানতো যে, যদি সুসমাচার যিহূদীদের ভেতরে প্রচার পায় তাহলে তারা আর তাদের এই ক্ষমতার

অপব্যবহার করতে পারবে না। তাই তারা তাদের সকল শক্তি দিয়ে লোকদেরকে সুসমাচারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলবে এবং তাদের ভেতরে সুসমাচারের জন্য বিপক্ষতা তৈরি করবে। তিনি তাঁদেরকে সাহস ও উৎসাহ দিলেন যেন তাঁরা তাঁদের বিচারের সময় শক্ত থাকে ও দৃঢ় চেতনা নিয়ে অবস্থান করেন এবং যে বিরোধিতার সম্মুখীন তারা হবে সেদিকে যেন তাঁরা মন না দেন।

(১) "তোমাদের আপন সম্পর্কের মানুষেরাই তোমাদেরকে অস্বীকার করবে। সে সময় তোমাদের পিতা-মাতা, ভাই এবং আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু সকলেই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা তখন জানবে না কার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, কিংবা কোথায় গিয়ে তোমরা নিরাপদে থাকবে। তোমাদের ধর্মকেই তখন তোমাদের প্রধান অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। তোমাদেরকে রক্তের মূল্যে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা হবে। তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে তখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। তোমাদের যেখানে সম্মান এবং প্রশংসা পাওয়ার কথা সেখানে তোমরা নির্যাতন এবং মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই পাবে না। সেই মৃত্যু হবে অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যু।"

(২) ঈশ্বরের তাঁদের উপরে এবং তাঁদের সকল নির্যাতনের উপরে গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করবেন: "এভাবে তোমরা একেকটি চিহ্ন হিসেবে প্রকাশ পাবে এবং প্রকাশ্যে নির্যাতিত হবে। এতে করে তোমরা এবং তোমাদের সুসমাচার আরও বেশি করে মানুষের কাছে প্রকাশ পাবে। এতে করে তোমাদের শিক্ষা এবং আশ্চর্য কাজও মানুষের চোখে অনেক বেশি করে পড়বে। তোমাদের সাহস, তোমাদের দৃঢ় চিত্ত এবং তোমাদের উৎসাহ তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। যার কারণে লোকেরা তোমাদের প্রচার শুনে বিশ্বাস করবে যে, তোমাদের মধ্যে সত্যিই স্বর্গীয় ক্ষমতা রয়েছে এবং ঈশ্বরের আত্মা সব সময় তোমাদের উপর অবস্থিতি করেন।"

গ. খ্রীষ্ট তাঁদেরকে জানালেন যে, কেন তিনি তাঁদেরকে এই সমস্ত কথা বলছেন:

১. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এ কথা জানালেন যে, কেন তিনি তাঁদেরকে এ কথা জানাচ্ছেন (পদ ৪): "আমি তোমাদেরকে এসব বললাম, যেন এই সকলের সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন তোমরা স্মরণ করতে পার যে, আমি তোমাদেরকে এসব বলেছি।" তাঁদেরকে ভণ্ড ভাববাদীদের আগমনের জন্য তৈরি হয়ে থাকতে হবে। তাঁদের কাছে সে সময় মিথ্যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করা হবে। সেই সময় এগিয়ে আসছে, যখন রাজ্য সকলের কাছে ভাগ করে দেওয়া হবে এবং ইস্রায়েল জাতিকে আবারও পুনরুদ্ধার করা হবে।

২. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এ কথা বললেন যে, কেন তিনি তাঁদেরকে আরও আগে এই সমস্ত কথা বলেন নি: "তোমাদের সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তখনই আমি তোমাদেরকে এই সমস্ত কথা বলি নি, কারণ সে সময় আমি তোমাদের সাথে সাথেই ছিলাম।" তাঁদেরকে অবশ্যই জাতিদের প্রতি তাঁদের মহান দায়িত্বের প্রতি কান খোলা রাখতে হবে এবং তাঁদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে, যিহূদী জাতি এবং এর আশেপাশের জাতির উপর মহা বিচার ও ধ্বংস নেমে আসবে। তাই এখন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে

বলছেন, "তোমাদের কাজ হবে এখান থেকে সবেচেয়ে ভাল অবস্থানটি খুঁজে বের করা, যাতে করে তোমাদের ভীতি তোমাদেরকে জয় করতে না পারে। তোমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে চলতে হবে। সেই কারণে তোমরা অবশ্যই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবে এবং তাঁরই নির্দেশিত পথ অনুসরণ করবে।"

৩. তাঁদের অবশ্যই ইস্রায়েলের জন্য চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ দেখার আশা করতে হবে। তাঁদের নির্যাতন হবে তাঁদের শহর এবং মন্দিরের ধ্বংসের সমতুল্য, যা এখন তাঁদেরকে বলা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এটা হচ্ছে তাঁদের প্রতি আগত ধ্বংসের প্রথম সংকেত: "এ সমস্ত কিছুর আগে তারা তোমাদেরকে ধরে আনবে। বিচার শুরু হবে ঈশ্বরের গৃহ থেকেই। তোমাদেরকেই প্রথমে দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাদেরকে সতর্ক করতে হবে। তাদের যদি বিবেক থাকে তাহলে তারা অবশ্যই বিবেচনা করবে এবং তারা তোমাদের কথায় কর্ণপাত করবে (১ পিতর ৪:১৭,১৮)। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; একে অবশ্যই শুধুমাত্র কষ্টভোগ এবং নির্যাতন হিসেবে দেখলে চলবে না, সেই সাথে একে বিবেচনা করতে হবে নির্যাতনকারীদের প্রতি পাপের বিচার হিসেবে। ঈশ্বরের বিচার তাদের উপরে আসার আগে তারা তাদের হাত তোমাদের উপর বিস্তার করে তোমাদের নির্যাতন করবে।" লক্ষ্য করুন, মানুষের ধ্বংসের সূচনার সর্বপ্রথম কারণ হচ্ছে তাদের পাপ। এটি হচ্ছে সেই চিহ্ন, যার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি তাঁর দাসদের উপরে করা নির্যাতনের জন্য তাদের উপর নির্যাতনকারীদের প্রতি শাস্তি প্রদান করবেন।

ঘ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ভবিষ্যৎ কষ্ট ও দুঃখের কথা চিন্তা করে অত্যন্ত বেদনার্ত হলেন (পদ ৬): "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে এখন যাচ্ছি, আর তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু তোমাদেরকে এসব বললাম, সেজন্য তোমাদের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হয়েছে।" এই ঘটনাসমূহের পূর্বাভাস শুনে শিষ্যদের মনের মাঝে বেদনা সঞ্চারিত হল। তাঁরা দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে লাগলেন এবং খ্রীষ্ট তাঁদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন এ কথা চিন্তা করে কষ্ট পেলেন।

১. তিনি তাঁদেরকে বললেন যে, তাঁকে এখন চলে যেতে হবে: "এখন আমি তাঁর কাছে চলে যাচ্ছি, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছিলেন।" খ্রীষ্ট এখন তাঁর গৌরবময় স্থানে ফিরে যাবেন, তাঁর ফেলে আসা সম্মানের স্থানে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে তিনি চলেছেন। তিনি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারেই ফিরে যাচ্ছেন, তিনি মোটেও পরিকল্পনা ব্যতিরেকে কোন কাজ করবেন না।

২. তিনি তাঁদেরকে বললেন যে, তিনি চলে গেলে তাঁদের কতটা কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং কত কঠিন সময় তাঁদেরকে পার করতে হবে। লক্ষ্য করুন:

(১) যখন তাঁরা প্রভুর তত্ত্বাবধানে ছিলেন তখন তাঁরা কি করেছিলেন এবং এখন তাঁদের প্রভু তাঁদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এখন তাঁদের কী ঘটবে। তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন, "আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে, তাহলে কোন ভ্রান্তি তাদের কাছে আসতে পারবে না।" যে সময় আমাদের জটিল সময় এসে উপস্থিত হয় তখন এই অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক

থাকতে হবে, যেন আমাদের নিরূপিত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ঐ প্রতিকূল অবস্থাকে দূর করতে পারি।

(২) যখন তাঁরা খ্রীষ্টের প্রতি তাঁদের ভালবাসা প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁর চলে যাওয়ার কথা ভেবে দুঃখ করছিলেন এবং তাঁর চলে যাওয়ার দৃশ্য আগে থেকেই দেখতে পেয়ে তাঁদের হৃদয় গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, তিনি তখন তাঁদের এই আদেশ দিয়েছিলেন, যদি তাঁরা তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা দেখতে চান, তাহলে তাঁর সকল আদেশ তাঁদের পালন করতে হবে। দুর্বল এবং হালকা আবেগের দ্বারা নয়, কিন্তু পরিষ্কার বিবেক দ্বারা ইচ্ছুক হয়ে এবং তাঁর আদেশের প্রতি সাধারণ বাধ্যতার দ্বারা।

যোহন ১৬:৭-১৫ পদ

খ্রীষ্ট এমন বিষয় তাঁদের দেবার প্রস্তাব করেন নি যা কেবল তাঁদের সান্ত্বনার বিষয় হবে কিন্তু এখানে তিনি তাঁদের কাছে পবিত্র আত্মা পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই সব বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্য যার কাজ হবে তাঁদের সান্ত্বনাদানকারী হিসেবে কাজ করা।

ক. দায়িত্ব পালনের চিহ্নের জন্য তিনি এই উদাহরণ দিলেন (পদ ৭): "তবুও আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না।" খ্রীষ্টের আদেশ পালন করা সাধারণভাবে ধার্মিকতার কাজের জন্য অর্পণ করা হয়েছে এবং বিশেষত প্রেরিত হিসেবে তাঁদের কাজ বিশ্বস্ত এবং পরিশ্রমের সঙ্গে করার জন্য বলা হয়েছে। খ্রীষ্ট তাঁদের সান্ত্বনা দান করেছিলেন, তিনি তাঁদের এই আদেশ দিলেন যেন তাঁরা তাঁর আদেশ পালন করেন। কারণ দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে আমরা সান্ত্বনা প্রত্যাশা করতে পারি না। যখন খ্রীষ্ট তাঁদের প্রার্থনার উত্তরের এবং সান্ত্বনাদানকারীর আগমনের বিষয়ে মহামূল্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তখন প্রতিজ্ঞার সীমাবদ্ধতার স্বরূপ এটি নির্দেশ করেছিলেন, "আমার প্রতি ভালবাসার নীতি থেকে তোমরা আমার আদেশ কোরো।" খ্রীষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করবেন না, কিন্তু যারা তাঁকে তাদের পরামর্শ হিসেবে তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক থাকলে তাদেরকেই পরামর্শ দান করেন। "পবিত্র আত্মার নির্দেশ অনুসারে চললে তোমরা পবিত্র আত্মার সান্ত্বনা লাভ করবে।"

খ. এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের পরিকল্পনা সফল হওয়ার জন্য সেই সহায়ের আগমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল, পদ ৮।

১. এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, আর একজন সাহায্যকারী তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটি হল মহান নতুন নিয়মের প্রতিজ্ঞা (প্রেরিত ১:৪), যেমন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। এই প্রতিজ্ঞা তাঁর শিষ্যদের বর্তমান দুঃখের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত ছিল, যারা ছিলেন ভীষণ দুঃখার্ত এবং তাঁদের একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন ছিল। পবিত্র আত্মার আশ্বাস, সহায় হিসেবে সমস্ত কাজে অন্তর্ভুক্ত হবে।

(১) *তিনি এসে পাপর সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী*

করবেন। পবিত্র আত্মার কাজ হল, তিনি এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে অবস্থান করবেন, খ্রীষ্টের পক্ষ সমর্থনকারী হিসেবে খ্রীষ্টের কাজ চালিয়ে যাবেন এবং খ্রীষ্টের পরিক-ল্পনা বাস্তবায়িত করবেন। তিনি হবেন খ্রীষ্টের প্রতিনিধি, তাঁদের বিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের পক্ষ হয়ে তিনি সাহায্য করবেন। যখন খ্রীষ্ট তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তিনি তাঁদের জন্য প্রয়োজন অনুসারে কথা বলেছেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁরা যেন কোন ভুল পথে না যান এই জন্য পিতার আত্মা তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলবেন (মথি ১০:১৯,২০)। এমন একজন পক্ষ সমর্থনকারীর সাহায্যের কারণে প্রভুর উদ্দেশ্য কখনো ব্যর্থ হবে না।

(২) "তোমাদের জন্য আর একজন নির্দেশনা দানকারী এবং সান্ত্বনাদানকারী পাঠানো হবে।" যখন তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে ছিলেন, তখন তাঁরা তাঁর কাছে উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেও তাঁদের কাছে এমন একজনকে পাঠানো হবে, যিনি কার্যকরভাবে তাঁর পক্ষে কাজ করবেন। "তিনি এমন একজন, যিনি তোমাদের শিক্ষা দেবেন এবং রক্ষা করবেন।" খ্রীষ্ট যখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দান করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন বলে আর একজন সাহায্যকারী পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।

২. খ্রীষ্টের এই প্রস্থান অবধারিত ছিল, কারণ তিনি না গেলে সেই সহায় আসতে পারবেন না। তাঁর প্রস্থানের কারণেই মূলত সেই সহায়ের আগমনের প্রয়োজন হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে কথাটি বলা হয়েছে: "আমি যদি না যাই, তাহলে সেই সহায় আসবেন না।" কেন নয়?

প্রথমত, স্বর্গীয় পরিকল্পনা অনুসারে এমনটাই স্থির করা হয়েছিল এবং তা অমোচনীয় বা অপরিবর্তনীয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তাহলে আর কীভাবে তা পরিবর্তন করা যাবে?

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট তাঁর যথাযোগ্য স্থানে ফিরে গেলেও আমাদের জন্য তাঁর মধ্যস্থতাকারী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে চান, আর সেই কারণে অবশ্যই তাঁর একজন যথাযথ উত্তরসূরীকে এই পৃথিবীতে রেখে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তিনি নিজে থাকা অবস্থায় সেই সহায়ের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তিনিই সর্বোত্তম মধ্যস্থতাকারী।

তৃতীয়ত, পিতা নিজেই সেই সহায়কে দান করবেন। যেভাবে তিনি খ্রীষ্টকে আমাদের পরিত্রাণকর্তা হিসেবে পাঠিয়েছেন তেমনি আমাদের সান্ত্বনা এবং সাহায্যকারী হিসেবে পবিত্র আত্মাকে পাঠাবেন, একই পরিকল্পনা অনুযায়ী। পিতা পুত্রকে বলবেন যেন তিনি একজন সাহায্যকারী পাঠিয়ে দেন, কিন্তু পিতা হলেন প্রধান মালিক।

(২) খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে তাঁর নিজ প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সবচেয়ে কাম্য। তবে তিনি সশরীরে এই পৃথিবীতে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর প্রতিনিধিকে রেখে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি চিরকাল আমাদের

সঙ্গে থাকবেন। আমরা যত দিন বেঁচে থাকবো ততদিন তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। আমরা কখনোই সাহায্যকারীর অভাব অনুভব করবো না এবং তাঁর চলে যাওয়ার দুঃখে কাতর হব না, যেমন করে আমরা খ্রীষ্টের চলে যাওয়ার জন্য কাতর হয়ে পড়েছি। খ্রীষ্ট চিরকাল তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে থাকবেন – এটি আদৌ যুক্তিযুক্ত বিষয় নয়, কারণ তাঁদের অবশ্যই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে হবে। আর এই কারণে একজন সাহায্যকারী তাঁদের সবার সঙ্গে থাকবেন। তাঁরা যেখানে যাবেন সেখানে তিনি যাবেন, সর্ব স্থানে তিনি থাকবেন তাঁদের সঙ্গে এবং যেখানে তাঁরা নির্যাতিত হবেন সেখানেও তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। তাঁরা যাতে একাকী না থাকেন এই জন্য চিরকাল তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবেন।

গ. সেই সহায়ের আগমন খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য অকল্পনীয় সুযোগ বয়ে নিয়ে আসবে। পবিত্র আত্মা শুধুমাত্র খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যেই কাজ করবে না, সেই সাথে তা তাঁদের শত্রুদের এবং সকল বিরোধিতাকারীদের মধ্যেও কাজ করবে এবং তাঁদের মন পরিবর্তন করবে। পবিত্র আত্মা তাঁদের সকলের অন্তরে কাজ করবে এবং তাঁদেরকে নম্র এবং সহনশীল করবে। সেই সাথে তা খ্রীষ্টের অনুসারীদের জন্যও প্রচুর অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসবে।

১. খ্রীষ্ট শিষ্যদেরকে তাঁদের বর্তমান দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং তাঁদের জন্য তাঁর যে চিন্তা রয়েছে সে সম্পর্কে বলছেন (পদ ১২): "তোমাদেরকে বলবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেসব সহ্য করতে পার না।" দেখুন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কত বড় মাপের একজন শিক্ষক।

(১) আর কেউ তাঁর মত এমন কোমল ও স্নেহশীল নয়। তাঁর কাছে আমাদের প্রতি দান করার জন্য অনেক অনেক জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার বিষয় রয়েছে, কিন্তু তিনি আমাদের ধারণক্ষমতা অনুসারে তা আমাদেরকে দান করেন, যাতে তা আমাদের জন্য চাপ সৃষ্টি না করে।

(২) আর কেউ তাঁর মত এমন সহানুভূতিশীল নয়। তিনি তাঁদেরকে স্বর্গীয় রাজ্যের আরও অনেক পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাতে পারতেন, যেমন যিহূদীদেরকে পরিত্রাণের পরিকল্পনা থেকে বাদ দেওয়া এবং অযিহূদীদের কাছে পরিত্রাণের নিমন্ত্রণ দেওয়া, ইত্যাদি। কিন্তু তিনি জানতেন যে, তাঁরা এই কথা শুনলে সহ্য করতে পারবেন না, তাই তিনি তাঁদের কাছে তেমন কথা বলেন নি। এই ধরনের কথা তাঁদেরকে কোন ধরনের সান্ত্বনা দান করার বদলে বরং তাঁদের হতবুদ্ধিকর অবস্থায় ফেলবে।

২. তিনি তাঁদেরকে পর্যাপ্ত সহায়তা দানের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, বিশেষ করে এর জন্য তিনি তাঁর পবিত্র আত্মা তাঁদের মাঝে ঢেলে দেবেন, এ নিশ্চয়তা তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেরা নিজেরা কাজ করতে গেলে নানা ধরনের ভুলের পথে পা বাড়াবেন। তাই তিনি তাঁদের জন্য এই সহায়কে রেখে যাবেন, যেন তিনি তাঁদেরকে দিক-নির্দেশনা দান করেন। এই সহায়, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার আগমনের কারণ হল:

(১) প্রেরিতদেরকে পরিচালনা দান করা। পবিত্র আত্মা এই সমস্ত বিষয়ে নজর রাখবেন:

[১] যাতে করে শিষ্যরা তাঁদের পথ হারিয়ে না ফেলেন: "তিনি তোমাদেরকে পরিচালনা দান

করবেন।" যেভাবে ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর আগুন এবং মেঘের স্তম্ভের আকারে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেই একইভাবে পবিত্র আত্মা এখন শিষ্যদেরকে নির্দেশনা দান করবেন। পবিত্র আত্মাকে আমাদের নির্দেশনা দানকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে (রোমীয় ৮:১৪), শুধুমাত্র আমাদেরকে পথ দেখানোর জন্য নয়, বরং আমাদের সাথে সাথে চলার জন্য।

[২] যাতে করে তাঁরা খুব সহজেই হাল ছেড়ে না দেন: তিনি তাঁদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করবেন, যেভাবে একজন দক্ষ নাবিক সঠিকভাবে তার জাহাজটিকে তীরে নিয়ে গিয়ে ভেড়ান। সত্যের পথে পরিচালিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সত্যকে গ্রহণ করা এবং তাকে আঁকড়ে ধরে পথ চলা। তিনি তাঁদেরকে সত্যের পথে পরিচালনা দান করবেন (১ যোহন ২:২৭): অভিষিক্ত ও প্রতিষ্ঠিত সত্যে। "তিনি তোমাদেরকে সমস্ত সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন এবং যা তোমাদের জন্য সুফলজনক এমন কোন কিছুই তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখবেন না।" ঠিক খ্রীষ্টের বক্তব্য অনুসারেই পবিত্র আত্মা শিষ্যদেরকে ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনার বিষয়ে জানিয়েছিলেন (প্রেরিত ১১:২৮; ২০:২৩; ২১:১১)।

(২) পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করবেন, পদ ১৪,১৫।

[১] পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করা হবে শুধুমাত্র খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করার জন্যই। পিতা ঈশ্বর খ্রীষ্টকে স্বর্গে গৌরবান্বিত করবেন, আর এখন তিনি তাঁর প্রস্থানের পর এই পৃথিবীতেও তাঁকে মহা মহিমা সহকারে গৌরবান্বিত করতে চান, তাই তিনি পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যেন মানুষের মাঝে আশ্চর্য কাজ সাধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের মহা গৌরব সাধিত হয়।

[২] পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকে সত্যের পথে চালনা করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করেছেন (ইফিষীয় ৪:২১)। তিনি তাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন:

প্রথমত, পবিত্র আত্মা খ্রীষ্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের সাথে কথোপকথন করবেন: "তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন; কেননা যা আমার, তা-ই নিয়ে তোমাদেরকে জানাবেন। তিনি তা গ্রহণ করবেন – *Ek tou emou* – যা আমার নিজের।" পবিত্র আত্মা যা আমাদেরকে নির্দেশনা দেবেন, তার সবই তিনি প্রথমে খ্রীষ্টের কাছ থেকে গ্রহণ করে অতঃপর আমাদেরকে জ্ঞাত করবেন।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সমস্ত বিষয় আমাদেরকে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে জানানো হবে। কেউ যেন এটা মনে না করে যে, সে এই সমস্ত কিছু নিয়ে ধনী হবে, তার জন্য তিনি এই কথা যোগ করলেন, "পিতার যা যা আছে, সকলই আমার; এজন্য বললাম, যা আমার, তিনি তা -ই নিয়ে তোমাদেরকে জানাবেন।" সকল কিছুই পিতার কাছ থেকে আসে (মথি ১১:২৭)। সকল অনুগ্রহ এবং সত্য, যা ঈশ্বর পরিকল্পনা করে রেখেছেন, তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের হাতে গচ্ছিত আছে (কলসীয় ১:১৯)। অনেকে মনে করেন, এখানে সেই বিষয়টিই ব্যাখ্যা করা হয়েছে: যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য, ঈশ্বর যা তাঁকে দান করলেন, যেন যা যা শীঘ্র ঘটবে, সেসব তিনি তাঁর দাসদের দেখিয়ে দেন; আর তিনি নিজের স্বর্গদূত প্রেরণ করে আপন দাস

যোহনকে তা জ্ঞাত করলেন (প্রকাশিত বাক্য ১:১)।

যোহন ১৬:১৬-২২ পদ

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে সান্ত্বনা ও স্বস্তি দানের জন্য তাঁদেরকে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি আবার তাঁদেরকে দেখা দেবেন।

ক. তিনি তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কতটা স্নেহশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা লক্ষ্য করুন, পদ ১৬। তিনি এখানে তাঁদেরকে বলছেন:

১. তাঁরা চিরতরে তাঁকে আর দেখতে পাবেন না এমন নয়: "অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাচ্ছ না; এবং আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখতে পাবে।" তাঁদের যদি তাঁকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার থাকে, তাহলে তাঁদেরকে এখনই তা প্রশ্ন করতে হবে; কারণ তিনি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাঁদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন। যদিও আবার কিছু দিন পরেই তিনি তাঁদের কাছে চলে আসবেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের কাছে কোন নির্দিষ্ট সময়ের পর অনুগ্রহ আসবে, এমন কথা শোনা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁরা যে সময়টুকু তাঁকে দেখতে পাবেন না:

(১) তাঁর মৃত্যুর সময়, যখন তাঁকে এই জগত থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। মৃত্যু আমাদের খ্রীষ্টিয়ানদের যে ক্ষতিটুকু করতে পারে তা হচ্ছে, তা আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের কাছ থেকে আমাদেরকে ক্ষণিকের জন্য সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু স্বর্গে গিয়ে আমরা আমাদের সকল বিশ্বাসী বন্ধুদের সাথে আবারও মিলিত হতে পারবো।

(২) তাঁর স্বর্গারোহণের সময়, যখন তাঁকে তাঁদের কাছ থেকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে। সে সময় তিনি আর তাঁদের মাঝে সশরীরের অবস্থান করবেন না বটে, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিনিধিকে রেখে যাবেন, যেন তাঁর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের ও বিশ্বাসীদের মাঝে অবস্থান করতে পারেন।

২. তিনি এর স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছেন: "কারণ আমি আমার পিতার কাছে যাচ্ছি। সেই কারণে আমাকে অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য বিদায় নিতে হবে।" তবে শিষ্যরা খুব শীঘ্রই আবার খ্রীষ্টকে দেখতে পাবেন, কারণ তিনি কারও সাথে অবিচার করবেন না। তিনি আবার তাঁদের প্রভুকে তাঁদের মাঝে ফিরিয়ে দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তাঁদের মাঝে থেকে রাজত্ব করতে পারেন। তাই তিনি বলছেন, "আমার কাজ শেষ হওয়ামাত্রই আমি ফিরে আসবো।"

খ. খ্রীষ্ট যে কথা তাঁদেরকে বললেন, তার আরও কিছু বিস্তারিত বর্ণনা তিনি তাঁদেরকে দান করলেন।

১. লক্ষ্য করুন, কেন খ্রীষ্ট তাঁদেরকে এই সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করে বললেন (পদ ১৯): কারণ তিনি জানেন যে, তাঁরা তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলেন। লক্ষ্য করুন, আমরা যে সমস্যার সমাধান করতে পারি না, তিনি তা আমাদের জন্য সহজ করে দেন। খ্রীষ্ট জানেন আমরা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে কতটা আগ্রহী, তাই আমরা

যদি কখনো সঙ্কোচের কারণে তাঁকে জিজ্ঞেস না করি, তারপরও তিনি তা বুঝতে পেরে নিজে থেকেই আমাদেরকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেন। আমরা তাঁর কাছে কোন কিছু জানতে চাওয়ার আগেই তিনি জানেন যে, আমরা তাঁকে প্রশ্ন করবো এবং তিনি তা জেনে নিয়ে আমাদেরকে সেই জবাব জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকেন।

২. দেখুন, কীভাবে তিনি তাঁদেরকে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বললেন। তিনি কোন জটিল বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে তাঁদেরকে এর ব্যাখ্যা দান করলেন না, বরং তিনি তাঁদেরকে আরও সহজ এবং সরলভাবে এই কথার ব্যাখ্যা দান করলেন। তিনি আমাদের আনন্দ এবং শোক অনুসারে আমাদেরকে তাঁর সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করে থাকেন, কারণ তিনি বলেছেন যেন আমরা তাঁর কাছ থেকে সমস্ত বিষয়ে জানতে চাই। তাই তিনি বলছেন (পদ ২০): "তোমরা দুঃখ করবে এবং শোক করবে, যখন আমি চলে যাব। কিন্তু এই পৃথিবী তখন আনন্দ করবে। তোমরা যখন চরম শোকসন্তপ্ত অবস্থায় থাকবে, সে সময় এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করবে। আমি চলে যাওয়ার কারণে তোমরা অত্যন্ত কষ্ট পাবে, কিন্তু যখন আমি আবার ফিরে আসবো, তখন তোমাদের এই শোক আনন্দে রূপ নেবে।" কিন্তু তিনি এই সামান্য সময়ের ব্যাপারে কিছুই বললেন না, কারণ তিনি জানতেন যে, এই সময়ের ব্যাপারে তাঁদেরকে বলতে গেলে তা অনেক বড় জটিলতায় রূপ নেবে এবং শিষ্যরা তাঁদের স্বল্প বুদ্ধিতে এই জটিল কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না।

(১) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের আসন্ন দুঃখ এবং শোক সম্পর্কে এখানে বলেছেন, পদ ২১,২২। সেই সাথে তাঁদের আনন্দ সম্পর্কেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করেছেন।

[১] শিষ্যরা খ্রীষ্টের প্রস্থানের প্রস্থানের কারণে মহা শোক এবং দুঃখে জর্জরিত হবেন। খ্রীষ্টের কষ্টভোগের কারণে তাঁর শিষ্যরাও দুঃখার্ত হবেন। তাঁরা খ্রীষ্টের জন্য চোখের জল ফেলবেন, কারণ তাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন। আমাদের বন্ধুর দুঃখ কষ্ট আমাদের জন্যও দুঃখ বয়ে নিয়ে আসে (লূক ২২:৪৫)। তাঁরা কেঁদেছিলেন তাঁদের নিজেদের জন্য, কারণ তাঁরা মহা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরা যে মহা মূল্যবান সম্পদ হারাতে চলেছেন তা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। এ কারণে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে আগে থেকেই এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন, যেন তাঁরা সে অনুযায়ী আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে পারেন।

[২] সেই একই সময়ে পুরো পৃথিবী তার সমস্ত রকম আনন্দ ও বিলাসে মত্ত ছিল; তারা উচ্চস্বরে হাসছিল এবং তাদের মধ্যে কোন ভয় ছিল না বা তারা কোন দুঃখের আশঙ্কাও করছিল না। পার্থিব সুখ এবং আনন্দ কখনোই সর্বোত্তম বিষয় হতে পারে না, আর এই কারণেই মন্দ মানুষেরা যারা এই পৃথিবীর আনন্দ ও ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে তারা অবশ্যই স্বর্গীয় সুখ ও সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হবে।

[৩] আত্মিক শোক খুব শীঘ্রই চিরস্থায়ী আনন্দে পরিণত হবে। যারা এখন অশ্রুর বীজ বপন করছে, তারা নিশ্চয়ই সময় হলে সুখের ফসল লাভ করবে এবং নিঃসন্দেহে তারা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের সকল পুরস্কার লাভ করবে। তাদের দুঃখ বদলে গিয়ে শুধু যে সুখ আসবে তাই নয়, সেই সাথে ন্যায় এবং ধর্মের জন্য তাঁদের দুঃখ সান্ত্বনায় রূপান্তরিত হবে।

এভাবে তিনি দুঃখার্ত এক নারীর দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তাঁর শিষ্যদেরকে সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, কারণ তাঁর ইচ্ছা হল, খ্রীষ্টের লোকেরা যেন সান্ত্বনাপ্রাপ্ত এক জাতি হয়।

প্রথমত, এখানে এই দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে (পদ ২১): আমরা জানি যে, যখন একজন নারীর প্রসব বেদনা ওঠে, তখন সে অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করে, সে তখন চরম যাতনা ভোগ করে; কারণ তার সময় উপস্থিত হয়েছে, যে সময়টি প্রকৃতি এবং নিয়তি একসাথে স্থির করেছে। এই সময় তার একান্ত আকাঙ্খিত, যা সে কোন মতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না। যখনই সেই নারী সন্তান প্রসব করবে এবং তার প্রসব নিরাপদ হবে, তখন তার সেই সন্তানের নাম হবে যাবেষ (যার অর্থ "আমি খুব কষ্টে তাকে জন্ম দিয়েছি," ১ বংশাবলি ৪:৯), তবে তার নাম বিনোনী হবে না (যার অর্থ "আমার দুঃখের ছেলে," আদি ৩৫: ১৮)। এরপর সে আর কোন যন্ত্রণা অনুভব করবে না, তার সকল দুঃখ ও শোকের অবসান হবে। এরপরে যে সমস্ত ব্যথা থাকবে তা খুব সহজে সহ্য করা যাবে। পৃথিবীতে আনন্দ হবে, কারণ একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, মানব জাতির একজন সদস্য। একটি সন্তান এই পৃথিবীতে এসেছে, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন, কারণ সন্তান শব্দটি দিয়ে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই বোঝানো হয়। লক্ষ্য করুন:

ক. অভিশাপের ফল, কষ্ট ও বেদনার মধ্য দিয়ে নারী সন্তান প্রসব করবে, যা মানব জাতিকে সৃষ্টির শুরুতে শাস্তি স্বরূপ অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল (আদিপুস্তক ৩:১৬), তুমি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে। এই বেদনা হবে চরম, এর সাথে আর কোন ব্যথা বা বেদনার তুলনা করা যাবে না (গীতসংহিতা ৪৮:৬; যিশাইয় ১৩:৩; যিরমিয় ৪:৩১; ৬:২৪) এবং এই বেদনা হবে অপরিহার্য (১ থিষলনীকীয় ৫:৩)। এই পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করুন, এর সকল গোলাপই কাঁটা দিয়ে ঘেরা, এই দিক থেকে সকল মানব সন্তানই বোকা ও মূর্খ সন্তান, কারণ তারা হচ্ছে পাপের সেই বোঝা, যা নারী সৃষ্টির শুরু থেকেই বহন করে চলেছে। তাদের জন্ম হয় পাপের মধ্য দিয়ে।

খ. অনুগ্রহের ফল, অত্যন্ত আনন্দের সাথে একটি শিশু এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়ে থাকে। যদি ঈশ্বর মানব জাতির পতনের পর তাদের জন্য এই অনুগ্রহ সঞ্চিত না রাখতেন, তাদেরকে না বলতেন, "তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও," তাহলে নিশ্চয়ই পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের প্রতি ভালবাসা সহকারে দৃষ্টি দিতে পারতো না। কিন্তু পিতা-মাতার জন্য যে আশীর্বাদ সবচেয়ে আনন্দদায়ক তা হচ্ছে, একটি সুস্থ শিশুর জন্ম।

(ক) এটি হচ্ছে পিতা-মাতার আনন্দ, এতে করে তারা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করে (যিরমিয় ২০:১৫)। যদিও সন্তানদের প্রতি যত্ন নিতে হয় অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কাছ থেকে শান্তি পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়টি অনিশ্চিত এবং অনেক সময় তারা বরঞ্চ যন্ত্রণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তবুও সন্তানদের জন্মে আনন্দ করাটাই স্বাভাবিক বিষয়। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারি যে, আমাদের সন্তানেরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মত পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই যোহনের পিতা-মাতার মত করে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে হবে (লূক ১:১৪,১৫)। কিন্তু আমরা যখন বিবেচনা করব, তখন অবশ্যই এ কথা মনে রাখতে হবে যে, তারা শুধু পাপের মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তাই নয়, সেই

সাথে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, যেখানে দুঃখ ও অশ্রুর ধারা বয়ে চলেছে, তাই আমরা আনন্দের সাথে সাথে আতঙ্কে চমকিত হই এই ভেবে যে, এই পাপময় পৃথিবীতে না জন্মানোই এই শিশুর জন্য ভালো ছিল।

(খ) এই আনন্দ এমন যে, তা সমস্ত দুঃখ কষ্টকে ভুলিয়ে দেওয়, কিংবা বয়ে যাওয়া স্রোতের মত করে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় (ইয়োব ১১:১৬)। "ঈশ্বর আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আমার মন থেকে মুছে ফেলেছেন" (আদিপুস্তক ৪১:৫১)। এখন এই বিষয়টিকে উপস্থাপন করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত:

[ক] এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের শিষ্যদের দুঃখ-কষ্ট। তাঁরা এখন প্রসব ব্যথার মত যন্ত্রণা অনুভব করছেন, যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। কিন্তু তা খুব বেশি সময় থাকবে না এবং তাঁরা খুব শীঘ্র একটি আনন্দময় ফল উপহার পেতে যাচ্ছেন। তাঁরা এখন প্রসব বেদনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, যেভাবে মণ্ডলীর ব্যাপারে বলা হয়েছিল (প্রকাশিত বাক্য ১২:২)। পুরো সৃষ্টিকেই এর অংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (রোমীয় ৮:২২)।

[খ] দুঃখের পরে তাঁদের আনন্দ, যা সকল অশ্রু মুছিয়ে দেবে, কারণ পুরনো সব কিছু সরে যাবে (প্রকাশিত বাক্য ২১:৪)। যখন তাঁরা এই অনুগ্রহযুক্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাঁদের সেবাকাজ ও দুঃখের সকল ফসল কেটে নেবেন, তখন এই পৃথিবীর সকল দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণা তাঁদের আর মনে থাকবে না; যেভাবে খ্রীষ্ট আর তা মনে রাখেন নি, যখন তিনি তাঁর আত্মাকে প্রচুররূপে সন্তুষ্টি লাভ করতে দেখেছেন (যিশাইয় ৫৩:১১)।

দ্বিতীয়ত, এই দৃষ্টান্তের প্রয়োগ (পদ ২২): "তোমরাও এখন দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাদেরকে আবার দেখতে পাবো তাতে তোমাদের দিল আনন্দিত হবে এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেউ তোমাদের থেকে হরণ করবে না।"

ক. এখানে আবারও তিনি তাঁদেরকে তাঁদের দুঃখের কথা বলেছেন: "তোমরা এখন দুঃখ করবে, কারণ আমি তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি," কিন্তু এর প্রেক্ষিতেই তিনি বলেছেন, "আমি শীঘ্রই আবার তোমাদেরকে দেখা দেব"। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের প্রস্থান তাঁর শিষ্যদের জন্য নিদারুন দুঃখের একটি ঘটনা। যদি তিনি আড়াল হন, তাহলে শিষ্যরা বিপদগ্রস্ত হবেন। সূর্য যখন ডুবে যায় তখন সূর্যমুখী নিচের দিকে মাথা হেলিয়ে দেয়। খ্রীষ্ট অবশ্যই এই দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, তাঁর কাছে রয়েছে অশ্রুর পাত্র, দীর্ঘশ্বাসের লিপি এবং সকল শোককারীর প্রতি অনুগ্রহ।

খ. তিনি অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তারিতভবে তাঁদের আসন্ন আনন্দের কথা বললেন (গীতসংহিতা ৩০:৫,১১)। তিনি নিজে তাঁর সকল দুঃখের মাঝে প্রবেশ করবেন এবং আমাদের সকল পাপের ভার বহন করবেন, কারণ তাঁর সামনে যে আনন্দ ও উল্লাসের মুহূর্ত অপেক্ষা করছে তার জন্য তাঁকে সামনে এগোতেই হবে। তিনি আমাদেরকে সেই একই উৎসাহ দান করে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগিয়ে যেতে বলছেন। এই আনন্দের জন্য তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা বলা হয়েছে:

(ক) এর কারণ: "আমি আবার তোমাদেরকে দেখা দেব। আমি তোমাদেরকে অত্যন্ত

অনুগ্রহের সাথে দর্শন দান করবো, আমি তোমাদের খোঁজ করবো এবং তোমাদের পরিচর্যা করবো।” লক্ষ্য করুন:

[ক] খ্রীষ্টের জন্য যারা অপেক্ষা করে, তাদের কাছে তিনি মহা অনুগ্রহ সহকারে ফিরে আসবেন। তবে এখন মাত্র কিছু সময়ের জন্য তিনি তাঁদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন (যিশাইয় ৫৪:৭)। মানুষ যখন উচ্চীকৃত হয়, তখন তারা তাদের অধীনস্থদের প্রতি খুব হীনভাবে দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু উচ্চীকৃত খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে দেখা করবেন। তাঁরা যে শুধু তাঁকে গৌরব ও মহিমা সহকারে দেখতে পাবেন তাই নয়, তাঁরা তাঁকে দেখতে পাবেন অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে।

[খ] খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর সকল শিষ্যদের কাছে সুখের প্রত্যাবর্তন। যখন মেঘাচ্ছন্ন প্রমাণগুলো সুস্পষ্ট হয় এবং বাধাপ্রাপ্ত সহভাগিতা পুনর্জাগরিত হয়, তখন তাঁদের সকলের মুখ হাসিতে পরিপূর্ণ হবে।

(খ) এর সহৃদয়তা: “তোমাদের সকলের আত্মা আনন্দিত হবে।” স্বর্গীয় কর্তৃত্ব সকলের অন্তরের মধ্যে আনন্দ প্রদান করে। হৃদয়ের আনন্দ হচ্ছে খাঁটি এবং এতে কোন খাদ নেই। এটি অত্যন্ত গভীর এবং এখানে অন্য কোন ব্যক্তির কোন হাত থাকতে পারে না। এটি মিষ্ট, এবং এটি নিজেই একজন ভাল মানুষের অন্তরে সুখ ও শান্তি এনে দেয়। এটি একদমই নিশ্চিত এবং তা সহজে ভেঙ্গে যাওয়ার বিষয় নয়। খ্রীষ্টের শিষ্যদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য আনন্দ করা উচিত।

(গ) এর ধারাবাহিকতা: “তোমাদের এই আনন্দ কোন মানুষ তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। মানুষ তোমাদের ভেতর থেকে সমস্ত আনন্দ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তারা সুযোগ পেলে তা করেও দেখাবে, কিন্তু তা কখনোই নিজে থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।” অনেকে এই আনন্দকে চিরস্থায়ী আনন্দ বলে মনে করেন এবং তারাই মহিমান্বিত হন। যারা প্রভুর আনন্দে একবার প্রবেশ করেন, এরা আর কখনো এর থেকে দূরে সরে যাবেন না। পৃথিবীর যে সমস্ত ক্ষণস্থায়ী সুখে আমরা মত্ত হই, তা যে কোন সময়ে হাজারো দুর্ঘটনার দ্বারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বর্গীয় আনন্দ চিরস্থায়ী। আমি বরং মনে করি এটি আত্মিক আনন্দ। এটি তাদের আনন্দ, যারা পবিত্রীকৃত, বিশেষ করে সেই সমস্ত প্রেরিতের, যারা তাদের প্রেরিত কার্যে অত্যন্ত আনন্দিত। “ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হও,” প্রেরিত পৌল বলেছেন, “যিনি সকল সময় আমাদের বিজয় দান করেন” (২ করিন্থীয় ২:১৪)। একটি পাপযুক্ত পৃথিবী তাদের কাছ থেকে এই আনন্দ দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তারা তা হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু যখন তারা তাদের কাছ থেকে অন্যান্য সব কিছু নিয়ে যায়, তখনও তারা কখনোই এই আনন্দ নিতে পারবে না। তাই তারা যতই দুঃখার্ত অবস্থায় থাকুক না কেন, সব সময়ই তারা আনন্দ করবে। তারা তাদের কাছ থেকে আনন্দ কেড়ে নিতে পারবে না, তারা কখনোই তাদের কাছ থেকে তাদের ঈশ্বরকে কেড়ে নিয়ে পারবে না, কিংবা স্বর্গে তাদের জন্য রক্ষিত গুপ্তধন কেড়ে নিতে পারবে না।

যোহন ১৬:২৩-২৭ পদ

এখানে তাঁদের প্রশ্নের ভিত্তিতে একটি প্রতিজ্ঞা উত্তর হিসেবে দেওয়া হয়েছে, যা তাঁদেরকে আরও সান্ত্বনা দিয়েছে। এখানে দু'টি উপায়ে প্রশ্নটি করা হয়েছিল, যা করা হয়েছিল কিছুটা অনুসন্ধানের মত করে, যা মূর্খের প্রশ্ন এবং তা অনুরোধের মত করে প্রতিদান দেওয়া হচ্ছিল। খ্রীষ্ট এখানে দু'টোর কথাই বলেছেন।

ক. অনুসন্ধানের আকারে হলে এখানে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন ছিল না (পদ ২৩): "সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করবে না। তোমাদেরকে অবশ্যই সুসমাচারের রহস্যগুলোর উপরে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে, তোমাদের উপলব্ধির দুয়ার খুলতে হবে, কারণ এতে করে তোমাদের আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই (ইব্রীয় ৮:১১ পদে যেমন রয়েছে)। তারা আর শিক্ষা দেবে না। যারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাদের চেয়ে আরও বেশি জ্ঞান তোমরা আকস্মিকভাবে লাভ করবে।" তাঁরা বোকার মত কিছু প্রশ্ন করেছিলেন (লূক ৯:২), কিছু লক্ষ্যধর্মী প্রশ্ন করেছিলেন (মথি ১৮:১), কিছু অবিশ্বাসের প্রশ্ন করেছিলেন (মথি ১৯:২৭), কিছু ঔদ্ধ্যত্বসূচক প্রশ্ন করেছিলেন (লূক ২১:২১), কিছু কৌতূহলী প্রশ্ন করেছিলেন (প্রেরিত ১:৬)। কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা তাঁদের উপরে নেমে আসলেন তখন আর এ সমস্ত কোন কিছুই রইল না। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণী শাস্ত্রে আমরা কদাচিৎ রাজা দায়ূদের মত এই কথা দেখতে পাই, "আমি কি এই কাজটি করবো? কিংবা আমি কি সেখানে যাব?" কারণ তাঁরা সব সময়ই সার্বক্ষণিকভাবে এক স্বর্গীয় নির্দেশমালার অধীনে ছিলেন। অযিহূদীদের কাছে সুসমাচারের সেই গুরুগম্ভীর বিষয়টির ক্ষেত্রে পিতর কোন ধরনের সন্দেহ না করেই এগিয়ে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ১০:২০)। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে আমরা কিঞ্চিৎ ক্ষতির চিন্তা করতে পারি, কিংবা আমরা অন্তত একটি যুক্তিতে দাঁড়াতে পারি এবং আমাদের অবশ্যই প্রশ্নের ব্যাপারে যথোপযুক্ত চিন্তা করতে হবে। কিন্তু আমাদেরকে সব সময় এমন একটি লক্ষ্য স্থির করতে হবে যেন তা নিশ্চয়তা এবং বোধগম্যতা সম্পন্ন হয় এবং আমাদের ভেতরে কোন দুশ্চিন্তা কাজ না করে, বরং আমরা যেন সব সময় সত্য এবং দায়িত্বপূর্ণভাবে একটি সরল পথে চলতে পারি। এখন এই বিষয়টির জন্য তিনি এখানে একটি যুক্তি দিচ্ছেন (পদ ২৫), যা পরিপূর্ণভাবে এই প্রতিজ্ঞার প্রতি নির্দেশ করে যে, তাঁদের প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই: "আমি এই কথাগুলো হিতোপদেশ শাস্ত্রে তোমাদের কাছে বলেছি, কিন্তু এমন এক উপায়ে যা তোমরা যেমনটা ভেবেছ তেমন সোজা নয় এবং তোমরা যেমন চেয়েছ তেমন বোধগম্য নয়। কিন্তু সময় হলেই আমি তোমাদের কাছে তা সরলভাবে তুলে ধরবো, যেমন সহজভাবে তোমরা তা আশা কর। আর এই সবই আসবে তোমাদের পিতার কাছ থেকে, যাতে করে তোমাদের আর প্রশ্ন করতে না হয়।"

১. সবচেয়ে মহান যে বিষয়ের প্রতি খ্রীষ্ট তাদেরকে পরিচালনা দিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন তা হচ্ছে ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান: "আমি তোমাদেরকে পিতাকে দেখাব এবং তোমাদেরকে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।" এই পরিকল্পনাই খ্রীষ্ট করেছেন এবং সকল সত্যিকার খ্রীষ্টান বিশ্বাসদারেরই এই আশা থাকে। যখন খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের জন্য রক্ষিত এই মহান পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করবেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবে দেখাবেন যে, পিতা কে। সেই

সাথে তিনি এও দেখাবেন যে, পিতা ঈশ্বরকে দেখার চাইতে মহান ও চিরস্থায়ী স্বর্গীয় সুখ আর নেই।”

২. এই পর্যায়ে এসে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশমূলক কিছু বাণী প্রদান করলেন, যা অত্যন্ত জ্ঞানপূর্ণ এবং প্রেরণাদায়ক, কিন্তু কার্যকরী। তিনি তাঁদের এই সকল আদেশের প্রতি নিজেদেরকে সব সময় বিশ্বস্ত থাকতে বলেছেন এবং বিশেষ করে তিনি তাঁদেরকে ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত কথা শুনিয়েছিলেন, সেগুলোকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে বলছেন। তিনি তাঁদেরকে যা কিছু বলেছেন তা হচ্ছে একটি বন্ধ পুস্তক (যিশাইয় ২৯:১১)। তাঁরা খুবই বিস্মিত হবেন যখন তাঁরা দেখবেন যে, তাঁদের এই সকল চিন্তা তাঁদেরকে একটি নতুন জগতে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাঁরা সেখানে তাঁদের সমস্ত দ্বিধা এবং সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে পারছেন। এই সকল বাক্যের পরিচর্যা পবিত্র আত্মা থেকেই জাত হয় (২ করিন্থীয় ৩:৮-১১)। তিনি যা কিছু তাঁদেরকে বলেছেন তার সবই পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী বলেছেন এবং তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষেই বলেছেন। তাই তিনি যা বলছেন তার থেকে যে সমস্ত কথা এখন দুর্বোধ্য এবং অন্ধকার মনে হচ্ছে, তার সবই প্রকাশিত হব (কলসীয় ২:২)।

খ. খ্রীষ্ট তাদেরকে এক মহা প্রতিজ্ঞা পূরণের কথা দিলেন, পদ ২৩। এখানে আমরা সেই প্রতিজ্ঞার সারসংক্ষেপ দেখতে পাই, যা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে প্রদান করেছিলেন: “সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, আমি এ প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা দিচ্ছি।”

১. এই প্রতিজ্ঞাটি অত্যন্ত সুমিষ্ট এবং সমৃদ্ধ। আমাদের হাতে সেই সোনার রাজদণ্ড তুলে দেওয়া হবে এবং সাথে সাথে আমাদেরকে এ কথাও বলা হবে, “তোমার প্রার্থনা কী? বল, অবশ্যই তা মঞ্জুর করা হবে।” কারণ তিনি আমাদেরকে বলেছেন, “তোমরা আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাইবে, তার সবই দেওয়া যাবে, তিনি তোমাদেরকে তা দেবেন।” এখানে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, কি করে আমাদেরকে চাইতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে চাইতে হবে। সেই সাথে এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে, আমাদের প্রতি কী করা হবে: “তিনি তোমাদেরকে তা দেবেন।” আমাদের আর কিইবা চাওয়ার থাকতে পারে, যদি ঈশ্বর আমাদের প্রতি এতটা অনুগ্রহ বর্ষণ করেন? তাঁর এই মহান নিশ্চয়তা আমাদেরকে জানায় যে, আমরা তাঁর প্রিয় সন্তান এবং তিনি আমাদেরকে তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালবাসেন।

২. এখানে আমরা দেখি, তিনি তাঁদেরকে প্রার্থনা করার জন্য এবং ঈশ্বরের কাছে চাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন, পদ ২৪।

(১) তিনি তাঁদেরকে খ্রীষ্টের নামে সমস্ত অনুগ্রহ যাচঞা করার জন্য আহ্বান জানালেন: “সেদিন তোমরা আমার নামেই যাচঞা করবে।” যারা নিজেদের শিষ্যের মহত্ব দাবী করেন এটি তাদের দায়িত্ব।

[১] খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে তাঁর নামেই আমাদের অবশ্যই সমস্ত কিছু চাইতে হবে: একজন খ্রীষ্টান হিসেবে আমরা তাঁর আদেশগুলো সম্পর্কে জানি। তাঁর আদেশের কথা

অন্যদের মাধ্যমে বহুবার আমাদের কানে ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর আদেশসমূহ লিখিতভাবে আমাদের চোখের সামনে রয়েছে, এর জ্ঞান আমাদের জানা রয়েছে। কিন্তু এগুলোই যথেষ্ট নয়। যদি আমরা বাস্তবিক খ্রীষ্টান হিসেবে গণ্য হতে চাই তাহলে তাঁর আদেশ পালন করতে হবে। আমাদের মাথায় তা রাখতে হবে, আমাদের অবশ্যই হৃদয় দিয়ে এবং জীবনের মধ্য দিয়ে তা পালন করতে হবে।

[২] খ্রীষ্টের নামেই আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে: শিষ্যরা অনেকবারই প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের নামের গুণকীর্তন প্রকাশ করেন নি। তাই তাঁদেরকে এখন থেকে অবশ্যই প্রার্থনার সময় খ্রীষ্টের নামের প্রশংসা সহকারে প্রার্থনা করতে হবে। এই কারণে আমরা খ্রীষ্টান বিশ্বাসীরা এখন পর্যন্ত প্রার্থনার সময় বলে থাকি, "প্রভু যীশুর নামে চাই।"

(২) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের ভবিষ্যতের কাজের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন: "চাও, তোমাদেরকে দেওয়া যাবে, যাতে করে তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হয়।" এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] তিনি তাঁদেরকে সেই সমস্ত কিছু চাওয়ার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছেন, যেন তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন এবং যা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই অনুসারে তাঁরা খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করেন।

[২] খ্রীষ্ট তাঁদেরকে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, তাঁরা অবশ্যই তা পাবেন। আমরা আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে যা কিছু চাইব, তা ঈশ্বর অবশ্যই আমাদেরকে দেবেন বলে অঙ্গীকার করছেন: "তোমরা তা পাবে।" সেই সাথে তারা এমন কিছু লাভ করবেন যা তাঁরা আশা করেন নি। তিনি তাঁদেরকে আত্মার শক্তি এবং স্বস্তি প্রদান করবেন (উপদেশক ৬:২)।

৩. তাঁদের প্রার্থনায় তাঁরা কি সাফল্য অর্জন করবেন: "তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে, আমি তাই করবো। তোমরা নিশ্চিত থেকো আমি তা করব। কেবল যে তা করা হবে তা নয়, কিন্তু এটি করার জন্য আমি মনযোগী হব অথবা আমি আদেশ করবো যেন তা কার্যকারী হয়, কিন্তু আমি অবশ্যই তা করব।" কারণ তিনি যে কেবল মধ্যস্থতাকারী তা নয়, কিন্তু সর্ব ক্ষমতার অধিকারী রাজা স্বরূপ, যিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। তিনি সব কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁর নামে আমাদের যা ইচ্ছা হয় সেই মত চাইতে পারি।

৪. কি কারণে তাঁদের প্রার্থনা এভাবে কার্যকারী হবে: "যেন পিতার মহিমা পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।" এর অর্থ হল:

(১) প্রার্থনায় তাঁরা এই দিকে লক্ষ্য রাখতে বাধ্য এবং তাঁরা এই দিকে তাঁদের চোখ খোলা রাখবেন। এইভাবে আমাদের সকলের আকাঙ্খা ও প্রার্থনা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের কাছে উপস্থিত হবে যেন এইভাবে ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের সকল কাজের দ্বারা এবং আমাদের পরিত্রাণের দ্বারা মহিমান্বিত হন। তাঁর পবিত্র নামের প্রার্থনা হল উপযুক্ত প্রার্থনা এবং প্রথমেই এই বিষয়ে উল্লেখ করতে হবে, কারণ হৃদয় যদি এই বিষয়ে আন্তরিক হয় তাহলে

একইভাবে অন্য সব নিবেদন সন্নিবেশিত হবে।

(২) খ্রীষ্টের লক্ষ্য থাকে যেন তিনি তা গ্রাহ্য করতে পারেন আর এই কারণে তাঁরা প্রার্থনায় যা কিছু নিবেদন করেন তার উত্তর দান করেন, যেন এর দ্বারা পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতার মহিমা প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, ক্ষমতা এবং অনুগ্রহ পরিত্রাণকর্তার মধ্যে প্রকাশিত হয় যখন তাঁর কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা বের হয়ে আসে এবং তাঁর নামে ক্ষমতা প্রয়োগ হয় এবং তাঁর কাজের জন্য তাঁর প্রেরিত এবং প্রচারকরা এমন মহান বিষয় সম্পন্ন করতে সমর্থ হন। উভয় তাদের শিক্ষার মধ্যে এবং এর সফলতার মধ্যে প্রমাণিত।

যোহন ১৬:২৮-৩৩ পদ

খ্রীষ্ট এখানে দু'টি বিষয় নিয়ে তাঁর শিষ্যদের সাথে আলোচনা করলেন।

ক. তিনি তাঁদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করলেন যে, তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁর পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছেন, যাঁর কাছ থেকে তিনি এসেছিলেন, পদ ২৮-৩২। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর মৃত্যুর কথা বললেন। তিনি যদিও জানতেন যে, এই বিষয়টি তাঁদের বিহ্বল করবে এবং তাঁদের দুঃখার্ত করবে, তবুও তিনি তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলেছিলেন কারণ এটি পরবর্তী সময় দু'টি বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তাকে সুদৃঢ় করবে। যিনি তাঁদের এই ভবিষ্যদ্বাণী দান করেছিলেন, তাঁর স্বর্গীয় পূর্ব দৃষ্টি রয়েছে এবং তিনি আগে থেকেই জানেন ভবিষ্যতে কী কী ঘটবে এবং কীভাবে ঘটবে। যখন পৌল যিরূশালেমে যাচ্ছিলেন, তিনি তখন জানতেন না সেখানে তাঁর জন্য কি ঘটনা অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু খ্রীষ্ট জানতেন।

২. যে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা স্বর্গীয় উদ্দেশ্যে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছিল, এটি হঠাৎ করে নেওয়া কোন সিদ্ধান্ত ছিল না, কিন্তু এটি ছিল স্বর্গীয় পরামর্শের প্রতিরূপ। এই জন্য তাঁদের এই বিষয়ে দুঃখ না করা উচিত যা তাঁদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করবে এবং পরবর্তী সময় এই বিষয়টি তাঁদের জীবনে সত্যিকার অনুগ্রহ বয়ে আনবে। কারণ আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান, যদিও কিছু কালের জন্য নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের দুঃখ পেতে হবে (১ পিতর ১:৬)।

খ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে মহা শান্তি লাভের আশ্বাস প্রদান করলেন: "এ সব তোমাদেরকে বললাম, যেন তোমরা আমার মধ্যে শান্তিপ্রাপ্ত হও। পৃথিবীতে তোমরা কষ্ট পাচ্ছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই পৃথিবীকে জয় করেছি।" লক্ষ্য করুন:

১. তাঁর শান্তির প্রভাবের অধীনে শিষ্যরা অবস্থান করবেন: "তোমরা আমার মধ্যে শান্তি প্রাপ্ত হও।" যখন খ্রীষ্টের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সন্নিকট হল তিনি তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন এবং তাঁর সমস্ত কাজ সমাপ্ত করলেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে নিজের আত্মাকে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় শিষ্যদের জন্য কী রেখে যাবেন, যারা তাঁর জন্য সব কিছু ছেড়ে এসেছিলেন? তিনি তাঁদের জন্য যা রেখে যাচ্ছেন তা অনন্তকালীন রূপে উত্তম, তাঁর শান্তি। "আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের কাছে আমি

আমার শান্তি রেখে যাচ্ছি। আমি কেবলমাত্র এটি সান্ত্বনাস্বরূপ তোমাদের দিচ্ছি না, বরং এই কারণে দিচ্ছি, যেন এর অধিকার তোমরা ভোগ করতে পার।” তিনি রাগের মধ্য দিয়ে এই শান্তি দিচ্ছেন না কিন্তু ভালবাসায় দিচ্ছেন, কারণ এটি তাঁর বিদায়ের সময়: “শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি,” যেভাবে পিতা মৃত্যুর সময় তাঁর সন্তানদের জন্য তার সম্পত্তির অংশ রেখে যায়। এটি হল মহা মূল্যবান সম্পত্তির অংশ।

২. এই পৃথিবী যেভাবে তার সন্তানদের দান করে, খ্রীষ্টের দেওয়া শান্তি সে রকম নয়। খ্রীষ্টের দানকৃত শান্তি আত্মাকে অনন্তকাল সমৃদ্ধ করে। জগতের শান্তিতে আছে মিথ্যা আড়ম্বর যা আমাদের প্রতারিত করতে পারে। খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুগ্রহ প্রদান করেন, যা কখনোই আমাদের নিরাশ করবে না। পৃথিবী দেওয়া-নেওয়া বা আদান-প্রদান করে, কিন্তু খ্রীষ্ট অতি উত্তম অংশ দান করেন এবং তা কখনোই ফিরিয়ে নেন না।

৩. খ্রীষ্ট যে অনন্তকালীন শান্তি দান করেন, আর পৃথিবী যা দান করে তার চেয়ে তা অনেক বেশি মুল্যবান। পৃথিবীর শান্তি অজ্ঞতায় পূর্ণ, পাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং অবিরাম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। খ্রীষ্টের শান্তিতে রয়েছে অনুগ্রহ যেখানে পাপের অস্তিত্ব নেই, অবশেষে অনন্তকালীন শান্তিতে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর সমতুল্য অস্বাভাবিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা এবং উদ্দীপ্তকরণ এবং শ্রান্তি নিবারক ঘুমের মধ্যে পার্থক্যের মত খ্রীষ্টের শান্তি এবং পৃথিবীর শান্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৪. কীভাবে এটি তাঁদের ব্যবহার করা উচিত: “পৃথিবীতে তোমরা কষ্ট পাচ্ছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই পৃথিবীকে জয় করেছি। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়, কারণ অতীতে তোমাদের মধ্যে কোন মন্দতা বা কোন সমস্যা হয়তো এসেছিল এবং এখনও থাকতে পারে। যদি কোন মন্দতা তোমাদের কাছে আসে, তোমরা যেন ভয় না কর।” লক্ষ্য করুন, যারা অনুগ্রহের চুক্তির প্রতি আগ্রহী এবং যা খ্রীষ্ট প্রদান করতে চান তার অধিকারী, তাদের অতিরিক্ত ভয় এবং দুঃখার্ত হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়টি এখানে এসেছে সমস্ত বিষয়ের পরিসমাপ্তি হিসেবে।

গ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর ক্ষমতায় সারা পৃথিবীকে জয় করেছেন। তাঁর সামনে যে বাধাই আসুক না কেন তিনি তা পার করে সামনে চলে যাবেন (পদ ৩৩): “আমি তোমাদেরকে এই কথা বলেছি, যেন তোমারা শান্তিপ্রাপ্ত হও। তোমরা যদি আমার মধ্য দিয়ে শান্তি লাভ না কর তাহলে অন্য কিছুতেই আর তোমরা শান্তি লাভ করতে পারবে না, কারণ এই সমগ্র পৃথিবী তোমাদের জন্য দুঃখ-দুর্দশায় ও কন্টকে পরিপূর্ণ। তোমাদেরকে অবশ্যই আমার শান্তি গ্রহণ করতে হবে, নতুবা পৃথিবীর মিথ্যে শান্তির আদলে তৈরি কণ্টক গ্রহণ করতে হবে।” লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট তাঁর শেষ কথায় তাঁর শিষ্যদেরকে বিদায় সূচক বাণী জ্ঞাপন করছেন: আমরা যেন তাঁর মধ্য দিয়ে শান্তি লাভ করি। তিনি তাঁদেরকে তাঁর সুসমাচারের মূল বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করেন নি। তিনি কেবলমাত্র তাঁদের জন্য যা প্রয়োজন তা-ই দান করবেন। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট চান যেন তাঁর শিষ্যরা শান্তিতে থাকতে পারেন। এই কারণে তিনি তাঁদেরকে যথাসম্ভব অনুগ্রহ প্রদান করবেন। তিনি চান যেন তাঁর প্রতিটি শিষ্য তাঁর শান্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে পারেন।

(২) খ্রীষ্টেতে যে শান্তি পাওয়া যায়, সেটাই সত্যিকারের শান্তি। শুধুমাত্র তাঁর মধ্য দিয়েই বিশ্বাসীরা সেই শান্তি লাভ করতে পারেন, কারণ তিনিই আমাদের জন্য শান্তি (মীখা ৫:৫)। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের শান্তি লাভ করতে পারি এবং আমাদের সমস্ত হৃদয় ও মন প্রশান্তি লাভ করে। এই আত্মিক শান্তির সাথে অন্য কোন পার্থিব আনন্দ বা সুখের তুলনা করা চলে না। শান্তি হচ্ছে খ্রীষ্টের উচ্চারিত বাক্য, তাঁর ঠোঁট হতে নিঃসৃত কথা (যিশাইয় ৫৭:১৯)।

২. এখানে খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যে ধরনের উৎসাহ প্রদান করছেন: "তোমরা সব সময় আনন্দে থাকবে – *Tharseite*। তোমরা শুধু আনন্দেই থাকবে না, সেই সাথে তোমরা সেই আনন্দ সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবে। তোমার সকলের কাছে উৎফুল্লচিত্ত নিয়ে তোমাদের এই আনন্দের কথা প্রকাশ করবে।" পৃথিবীর পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, আমাদেরকে সব সময় প্রভুতে আনন্দ করতে হবে এবং তাঁর নামের প্রশংসা উচ্চারণ করতে হবে (২ করিন্থীয় ৬:১০), এমন কি যখন ভীষণ গোলযোগ বা যুদ্ধ-সংঘাতের সূচনা হবে, সেই সময়ও (রোমীয় ৫:৩)।

৩. এই আনন্দের ভিত্তি: "আমি পৃথিবীকে জয় করেছি।" খ্রীষ্টের বিজয় খ্রীষ্টান বিজয়। তাঁর বিজয় সমগ্র খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের বিজয়। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর রাজাকে পরাজিত করেছেন এবং তাকে ধরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন।

(১) তিনি শয়তানকে তাঁর পায়ের নিচে ফেলে পরাজিত করেছেন। তিনি এই পৃথিবীকে জয় করেছেন মানুষকে খ্রীষ্টান বিশ্বাসের প্রতি আকর্ষিত করার মধ্য দিয়ে। তিনি তাদেরকে খ্রীষ্টান মতাদর্শের ভাবধারায় এবং বিশ্বাসে চালিত করার মধ্য দিয়ে শয়তানকে পরাজিত করেছেন এবং এই পৃথিবীকে জয় করেছেন। "তোমরা সকলে আনন্দ কর," তিনি বলছেন, "আমি এই পৃথিবীকে জয় করেছি। যেখানেই আমি গিয়েছি, সেখানেই আমি জয় করেছি; আর তোমরাও তাই করবে। পৃথিবীতে যদি মহা গোলযোগ শুরু হয়, তাপরও তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে" (প্রকাশিত বাক্য ৬:২)।

(২) শুধু তাই নয়, তিনি আমাদের জন্য এই পৃথিবীকে জয় করেছেন, আমাদের পরিত্রাণের অধিনায়ক হিসেবে তিনি আমাদের জন্য এই মহামূল্য দান অর্জন করেছেন। আমরা তাঁর এই বিজয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর ক্রুশের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীকে পরাজিত করা হয়েছে, যা আমাদেরকে বলে যে, তিনি সম্পূর্ণরূপেই শুধুমাত্র তাঁর দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীকে জয় করেছেন: সকলই খ্রীষ্টের, এই পৃথিবী এবং ভূমণ্ডল। খ্রীষ্ট নিজেই এই পৃথিবীকে জয় করেছেন, এখানে তাঁর শিষ্যদের কোনই কৃতিত্ব নেই এবং তাঁরা শুধুমাত্র এর শান্তি ভোগ করছেন (১ যোহন ৫:৪)। তিনি আমাদেরকে যে ভালবাসা দিয়েছেন, তাতে করে আমরা মহা বিজয়ের চেয়েও আরও অধিক সম্মান, মর্যাদা ও সুখ-শান্তি লাভ করেছি।

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৭

এই অধ্যায় হচ্ছে প্রার্থনার, আর এই প্রার্থনা হচ্ছে প্রভুর প্রার্থনা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রার্থনা। তিনি আমাদেরকে একমাত্র প্রভুর প্রার্থনাই শিখিয়েছেন। তিনি নিজে প্রার্থনা করেন নি, কারণ তাঁর নিজের পাপের ক্ষমা লাভ করার জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই প্রার্থনাটি বিশেষভাবে এবং প্রকৃতভাবে শুধু যীশু খ্রীষ্টেরই। এই প্রার্থনা একমাত্র একজন মধ্যস্থতাকারীকেই মানায় এবং এটি তাঁর সেই মধ্যস্থতার একটি নিদর্শন, যদিও এটি আমাদের প্রার্থনার জন্য নির্দেশনা এবং একই সাথে অনুপ্রেরণা। লক্ষ্য করুন: ক. এই প্রার্থনার পারিপার্শ্বিকতা, পদ ১। খ. আলোচ্য প্রভুর প্রার্থনা। ১. তিনি নিজের জন্য প্রার্থনা করলেন, পদ ১-৫। ২. তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যারা তাঁর নিজের লোক। সেই সাথে এখানে লক্ষ্য করুন: (১) তিনি তাদের জন্য যে সাধারণ আবেদন প্রদর্শন করলেন, পদ ৬-১০। (২) তাদের জন্য বিশেষভাবে তিনি যে প্রার্থনা উপস্থাপন করলেন: [১] তাদেরকে অবশ্যই ধারণ করতে হবে, পদ ১১-১৬। [২] তাদেরকে অবশ্যই পবিত্রীকৃত করতে হবে, পদ ১৭-১৯। [৩] তাদেরকে অবশ্যই একত্রিত হতে হবে, পদ ১১,২০-২৩। [৪] তাদেরকে অবশ্যই মহিমান্বিত হতে হবে, পদ ২৪-২৬।

যোহন ১৭:১-৫ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. এই প্রার্থনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পদ ১। খ্রীষ্ট তাঁর মানব জীবনের সময়টুকুতে অনেকবার একাগ্র প্রার্থনায় সময় কাটিয়েছেন। অনেক সময় তিনি সারা রাত ধরেও প্রার্থনা করে সময় কাটিয়েছেন, কিন্তু এর কোনটিই পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি এই প্রার্থনাটির মত করে। লক্ষ্য করুন:

১. যে সময় তিনি এই প্রার্থনা করেছেন: যখন তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন, সে সময় তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বিদায় জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের জন্য বিশেষ করে এই প্রার্থনা করেছিলেন। এর কারণ হচ্ছে:

(১) এই প্রার্থনাটি করা হয়েছিল একটি শিক্ষা দানের পর। সে সময় তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ ও নির্দেশনা পেয়ে তাঁদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। লক্ষ্য করুন, যাদের জন্য আমরা প্রচার করবো, তাদের জন্য আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে। যে শুকনো হাড়ের কাছে প্রচার করা হবে তার জন্যও তাকে প্রার্থনা করতে হবে, "হে নিঃশ্বাস, এই হাড়ের ভেতরে প্রবেশ কর।" সেই সাথে যে বাক্য প্রচার করা হবে তা প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করতে হবে, কারণ ঈশ্বর সমস্ত কিছুর বৃদ্ধি দান করেন।

(২) এটি ছিল একটি ধর্মীয় বিধি অনুসারে করা প্রার্থনা। খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা নিস্তার-পর্বের ভোজ এবং প্রভুর ভোজ একসাথে খেলেন এবং তিনি তাঁদেরকে একটি যথোপযুক্ত বক্তব্য প্রদান করলেন। এরপর তিনি এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলেন, যাতে করে ঈশ্বর তাঁদের উপরে তাঁর কর্তৃত্ব বিস্তার করেন এবং তাঁদের উপর সুদৃষ্টি দান করেন।

(৩) এটি ছিল একটি পারিবারিক প্রার্থনা। খ্রীষ্টের শিষ্যরাই ছিলেন তাঁর পরিবার এবং পরিবারের কর্তাদের কাছে তিনি একটি ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। অব্রাহামের পুত্র হয়ে তিনি শুধুমাত্র তাঁর পরিবারকে শিক্ষা দিলেন না (আদিপুস্তক ১৮:১৯), বরং সেই সাথে তিনি রাজা দায়ূদের মত করে তাঁর পরিবারকে আশীর্বাদও করলেন (২ শমূয়েল ৬:২০), তাঁদের জন্য এবং তাঁদের সাথে নিয়ে প্রার্থনা করলেন।

(৪) এটি ছিল বিদায়সূচক একটি প্রার্থনা। যখন আমরা এবং আমাদের পরিবারের কেউ বিদায় নেবে, তখন আমাদের বিদায় প্রার্থনা দ্বারা সিক্ত করে সহনীয় ও অনুমোদিত করে নেওয়া উচিত। মুমূর্ষ যাকোব বারোজন গোষ্ঠীপিতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, মুমূর্ষ মোশি বারোটি বংশকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং এখানে একইভাবে মৃত্যুপথযাত্রী যীশু খ্রীষ্ট বারোজন প্রেরিতকে আশীর্বাদ করছেন।

(৫) এই প্রার্থনা ছিল তাঁর আত্মোৎসর্গের সূচনা, যিনি আর কিছুক্ষণ পরেই পৃথিবীর জন্য তাঁর মহামূল্যবান জীবন দান করতে চলেছেন। যারা তাঁর লোক, তাদের জন্য তিনি নিজের মৃত্যু ও রক্তের বিনিময়ে পরিত্রাণ ও অনুগ্রহ ক্রয় করে আনবেন। তিনি যেন চুক্তি অনুসারে কোন জরিমানা দিতে চলেছেন এবং তাঁর উপর যে দায় চাপানো হয়েছে তা শোধ করতে চলেছেন। খ্রীষ্ট এ সময় একজন পুরোহিতের মত করে তাঁর নিজ উৎসর্গের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেভাবে সমস্ত প্রার্থনা করা উচিত।

(৬) এই প্রার্থনা ছিল তাঁর মধ্যস্থতার একটি নিদর্শন, যা তিনি আমাদের জন্য সম্পন্ন করেছেন এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সমস্ত বাধার পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছেন। এমন নয় যে, তিনি তাঁর উচ্চীকৃত অবস্থানে তাঁর পিতার কাছে এমন নত হয়ে নিজের প্রার্থনা পেশ করেন, যেভাবে তিনি পৃথিবীতে থাকাকালীন করেছিলেন। তিনি স্বর্গে তাঁর মধ্যস্থতা পালন করার সময় তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহকারে আবির্ভূত হন এবং তিনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর বাছাইকৃত সকলকে সেই আত্মিক সুফল প্রদান করেন।

২. এই প্রার্থনায় তিনি বাহ্যিকভাবে যে আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করেছেন: তিনি স্বর্গের দিকে তাঁর চোখ তুললেন, যেমনটি তিনি এর আগেও করেছেন (যোহন ১১:৪১); এমন নয় যে, খ্রীষ্টের সে সময় তাঁর নিজের প্রতি মনযোগী হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট এভাবে এই দেহভঙ্গিটিকে তাদের জন্য অনুমোদিত করলেন, যারা তা ব্যবহার করতে চায় এবং করে। সেই সাথে যারা এ নিয়ে তামাশা করে তাদেরকে তিনি সমালোচনা করলেন। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই ভঙ্গির মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করি যে, আমরা আমাদের আত্মা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করছি (গীতসংহিতা ২৫:১)। অত্যন্ত প্রাচীনকালে প্রার্থনার সময়

সারসাম কোর্ডা (Sursum corda) কথাটি বলা হত, এর অর্থ হচ্ছে *নিজেদের অন্তরকে উচ্চে তুলে ধরা,* স্বর্গের কাছে উঁচু করে তুলে ধরা। এই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের চাওয়াগুলো প্রার্থনায় সরাসরিভাবে উপস্থাপন করতে হবে। আর তাই আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রার্থনায় সব সময় ভাল বিষয়ের জন্য চাইতে হবে।

খ. প্রার্থনাটির প্রথম অংশ, যেখানে খ্রীষ্ট তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করেছেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তিনি ঈশ্বরের কাছে একজন পিতাকে যেভাবে ডাকা হয় সেভাবেই ডেকে প্রার্থনা করেছেন: তিনি তাঁর চোখ তুললেন এবং বললেন, "পিতা।" লক্ষ্য করুন, যেহেতু প্রার্থনা শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছেই করা হয়ে থাকে, তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের দিকে একজন পিতা হিসেবে দৃষ্টিপাত করা এবং তাঁকে আমাদের পিতা বলে সম্বোধন করা। যত আত্মাকে ঈশ্বর তাঁর নিজের বলে গ্রহণ করেছেন, তারা সকলেই তাঁকে *আব্বা, পিতা* বলে সম্বোধন করে, পদ ২৫। প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশনা এবং উৎসাহ আকাঙ্খা করা আমাদের সকলের জন্যই মঙ্গলজনক। আমরা যখন ঈশ্বরকে পাওয়ার আশা করি, তখন আমাদের অবশ্যই তাঁকে পিতা বলে ডাকা উচিত।

২. খ্রীষ্ট প্রথমে তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যদিও ঈশ্বর হিসেবে খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে একজন মানুষ হয়ে প্রার্থনা করেছেন; এভাবেই তিনি তাঁর সকল ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা পূর্ণ করলেন। তাঁকে এ কথা বলা হয়েছিল এবং আমাদেরকেও এ কথা বলা হচ্ছে, "চাও, তোমাদেরকে দেওয়া যাবে" (গীতসংহিতা ২:৮) । তিনি যা ক্রয় করেছেন তার জন্য অবশ্যই তিনি চাইবেন। যা আমরা নিজ গুণে অর্জন করতে পারি না, তার জন্য যদি আমরা হাজার বার আশা করি কিন্তু প্রার্থনা না করি, তাহলে কি সেটি আমাদেরকে দেওয়া হবে? এটি প্রার্থনার উপর মর্যাদা আরোপ করে, কারণ এর মধ্য দিয়েই খ্রীষ্ট তাঁর বার্তা প্রেরণ করেছেন, এর মাধ্যমেই তিনি স্বর্গের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। আর তাই আমরা প্রার্থনা করতে আরও বেশি উৎসাহিত হই এবং আমরা এই আশা পাই যে, প্রার্থনা করলে চরম নিঃস্ব মানুষও কখনও অবহেলিত হবে না। এমন এক সময় এসেছিল, যখন তিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী হয়েও নিজের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন; আর তিনি এটি সাধন করেছিলেন একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর সম্মানকেই বৃদ্ধি করার জন্য। তাই আমাদেরকেও এই একই পন্থা অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে, প্রার্থনা এবং আকাঙ্খা করা (ইব্রীয় ৫:৭), যাতে করে তিনি একজন অনুশোচনাকারীর হৃদয় সম্পর্কে জানতে পারেন (যাত্রা ২৩:৯); তিনি সেই পথ জানতেন। এখন এখানে লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে শুরু করলেন এবং এরপরে তিনি তাঁর নিজের শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করলেন। এই কাজ ঘর থেকেই শুরু করা উচিত, যদিও তা এখানেই শেষ করা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই নিজেদের মত করে আমাদের প্রতিবেশীদেরকেও ভালবাসা এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত, আর সে কারণে আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক উপায়ে প্রথমে নিজেদেরকে ভালবাসতে হবে এবং নিজেদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের জন্য যে পরিমাণ সময় নিয়ে

প্রার্থনা করেছেন, তার চাইতে অনেক কম সময় নিয়েছেন নিজের জন্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে। আমাদের প্রার্থনার মাঝে মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা অবশ্যই নিজেদের জন্য করা প্রার্থনার এক ফাঁকে জায়গা দিলে হবে না। আমাদেরকে অবশ্যই সকল সাধু ব্যক্তির জন্য এবং আমাদের মণ্ডলীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রার্থনা করতে হবে, আমাদেরকে এ ব্যাপারে কার্পণ্য করলে চলবে না। এখন এখানে আমরা দু'টি আবেদন দেখি যা খ্রীষ্ট নিজের জন্য করেছেন। দু'টি আবেদনের উদ্দেশ্য আসলে একই – যাতে তিনি গৌরবান্বিত হন। কিন্তু এই আবেদন – "আমাকে তোমার দ্বারা মহিমান্বিত কর" – দু'বার উপস্থাপন করা হয়েছে, কারণ এটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মধ্যস্থতাতাকারীর কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন: "আমাকে গৌরবান্বিত কর, যেন আমি তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারি, কারণ যা করার কথা রয়েছে তা এখনো করা হয় নি," পদ ১-৩। আর এখানে বলা হয়েছে তাঁর যে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তার কথা, যা তিনি পূর্ণ করেছেন: "তুমি আমাকে যে কাজ করতে দিয়েছ, তা সমাপ্ত করে আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি। আর এখন, হে আমার পিতা, পৃথিবী সৃষ্টি হবার পূর্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহিমান্বিত কর," পদ ৪,৫।

(১) খ্রীষ্ট এখানে গৌরবান্বিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছেন, যেন তিনি পিতা ঈশ্বরকেও গৌরবান্বিত করতে পারেন (পদ ১): "তোমার পুত্রের প্রতি করা প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁকে মহিমান্বিত কর, যাতে করে তোমার পুত্রও তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারে।" এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] তিনি কিসের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন - যাতে করে তিনি এই জগতে গৌরবান্বিত হতে পারেন: "সেই সময় ঘনিয়ে আসছে, যখন অন্ধকারের সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়ে এসে তোমার পুত্রকে আঘাত করবে; এখন পিতা, তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করেন।" পিতা তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করেছিলেন।

প্রথমত, পুত্রের কষ্টভোগের সময়ও তিনি বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ দেখানোর মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রের সাথেই আছেন। যারা খ্রীষ্টকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং তাঁর বিচার করেছিল, তারা সকলে বজ্রাহত হওয়ার মত থমকে গিয়েছিল - যখন যিহূদা খ্রীষ্টকে নির্দোষ বলে স্বীকার করলো এবং তার নিজ দোষী রক্তপাতের মধ্য দিয়ে তা স্বীকার করলো, যখন সূর্য অন্ধকার হয়ে গেল এবং মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে দুই ভাগ হয়ে গেল। সে সময় ঈশ্বর শুধু তাঁর পুত্রকে নির্দোষ ও ধার্মিক বলেই প্রমাণ করলেন না, সেই সাথে তাঁকে গৌরবান্বিতও করলেন।

দ্বিতীয়ত, যখন খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন এবং তিনি গৌরবান্বিত হয়েছেন (যোহন ১৩:৩১)। তিনি তাঁর ক্রুশে শয়তান এবং মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন। তাঁর কাঁটার মুকুটই ছিল তাঁর রাজমুকুট এবং পীলাত তাঁর মাথার উপরে একটি উৎকীর্ণ লিপিতে লিখে দিয়েছিলেন যে, তিনিই যিহূদীদের রাজা, যা কেউ আগে কল্পনাও করে নি।

তৃতীয়ত, তিনি তাঁর যন্ত্রণাভোগের পর সবচেয়ে বেশি গৌরবান্বিত হয়েছেন। পিতা তাঁর পুত্রকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি নিজ সাক্ষ্য প্রদর্শন করলেন। তিনি দেখালেন যে, তাঁর পুত্রের উপরে তিনি তাঁর আত্মা ঢেলে দিয়েছেন এবং তাঁকে তিনি সম্পূর্ণই সমর্থন করেন। তিনি মানুষের উপরে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে দেবেন, এরপর তাঁকে তিনি গৌরবান্বিত করবেন। এই সকল কিছুর জন্যই খ্রীষ্ট এখন প্রার্থনা করছেন এবং এর উপরে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

[২] এই আবেদনকে আরও জোরালো করতে তিনি কি বলছেন।

প্রথমত, তিনি সম্পর্কের ব্যাপারে আবেদন জানাচ্ছেন: "তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর; তাঁকে একজন প্রভু হিসেবে, একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গৌরবান্বিত কর।" এটি অবশ্যই বিবেচনার বিষয় যে, অযিহূদীরা তাঁর উত্তরাধিকার বলে গণ্য হবে, কারণ তিনিই ঈশ্বরের পুত্র (গীতসংহিতা ২:৭,৮)। শয়তান তাঁকে এই জগতের সমস্ত রাজ্য দান করে ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার মর্যাদা ত্যাগ করার প্রলোভন দেখিয়েছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি তাঁর সম্মানের জন্য সব সময় তাঁর পিতার উপর নির্ভর করেছেন এবং এর জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছেন। লক্ষ্য করুন, যারা পুত্র বলে স্বীকৃত হয়েছে, তারা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পুত্রের উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে। যদি সে পবিত্র হয়, তাহলেই সে পুত্রের উত্তরাধিকার লাভ করবে: "পিতা, তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর।"

দ্বিতীয়ত, তিনি এই সময়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন: সেই সময় এসে গেছে। নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করা ছিল। ঈশ্বরের পরিচালনা পরিষদে খ্রীষ্টের কষ্টভোগের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। তিনি অনেক সময় বলেছেন যে, সেই সময় এখনো আসে নি এবং তিনি এর সম্পর্কে জানতেন। মানুষ তার সময় সম্পর্কে জানে না (উপদেশক ৯:১২), কিন্তু মনুষ্যপুত্র জানেন। তিনি একে বলেছেন *সেই সময়* (যোহন ১২:২৭) এবং এখানে বলেছেন *এই সময়* (মার্ক ১৪:২১)। পরিত্রাণকর্তার এই মৃত্যুর প্রহর এবং একই সাথে যেটি তাঁর জন্মেরও প্রহর, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ একটি সময়। নিঃসন্দেহে তা সবচেয়ে জটিল একটি সময়, কারণ অনেক আগে থেকেই এই সময়ের গতিবিধি নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল। এর আগে কখনোই এ ধরনের সময় আসে নি, আর ভবিষ্যতেও আসবে না। কেউ কখনো এই নির্ধারিত সময় পরিবর্তিত করে দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করে নি, কিংবা সে ধরনের চিন্তাও করে নি।

১. "এই সময় এমন এক মুহূর্তে এসে উপস্থিত হবে, যখন আমার নিজের মত করে এই সময়টিকে পাওয়া প্রয়োজন ছিল।" এখন সেই সময় এসে উপস্থিত হয়েছে, যখন আমরা সবচেয়ে জটিল এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চলেছি, কারণ এখন বহুল প্রতীক্ষিত স্বর্গ এবং দোজখের মধ্যকার যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হবে। এই মহান ঘটনার সাথে আমাদের ঈশ্বর পিতার সম্মান এবং মানুষের সুখ একই সাথে জড়িত, যা সম্পন্ন হবে আমাদের প্রিয় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চিরতরে বিজয় অথবা পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। এই তালিকায় প্রবেশ করেছে রাজা দায়ূদ এবং গলিয়াৎ, স্বর্গদূত মীখায়েল এবং ড্রাগনের নাম। তূরীধ্বনির শব্দ বলে

দিচ্ছে যে, এদের মধ্যকার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হতে চলেছে, যেখানে একজন অবশ্যই আরেকজনকে পরাজিত করবে: "এখন তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর। তাঁকে সকল প্রকার ক্ষমতা এবং প্রতাপের উপর বিজয় দান কর। তাঁর গোড়ালি দংশন করার ফলে এখন যেন সাপের মাথা চূর্ণ হয়। এখন পুত্রকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দাও, যেন সে কোন মতেই পরাজিত না হয় বা সাহস হারিয়ে না ফেলে।" যখন যিহোশূয় জয় করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং জয় করার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিলেন, সে সময় ঈশ্বর যিহোশূয়কে মহিমান্বিত করেছিলেন। তাই ঈশ্বর তাঁর পুত্রকেও মহিমান্বিত করলেন, যখন তিনি তাঁর ক্রুশকে বিজয় রথ হিসেবে পরিণত করলেন।

২. "সেই সময় এগিয়ে আসছে, যখন আমি মুকুট পরার জন্য আকাঙ্খা করবো। সেই সময় এগিয়ে আসছে, যখন আমি গৌরবান্বিত হব এবং ঈশ্বরের ডান দিকে বসবো।" তাঁর পাশে বসে গৌরবান্বিত হতে হলে খ্রীষ্টকে অবশ্যই এক রক্তাক্ত উৎসর্গের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত থাকায় তিনি এ সম্পর্কে খুবই কম কথা বললেন: "সেই সময় আসছে, যখন আমি গৌরবান্বিত হব।" তিনি সেই সময় না আসা পর্যন্ত এই আকাঙ্খা প্রকাশ করেন নি। অপেক্ষার প্রহরের সময়, বিশেষ করে মৃত্যুর প্রহর গোনার সময় খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের অবশ্যই এই কথা বলে আবেদন করা উচিত: "এখন সেই সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। আমার কাছে এসো, আমার সামনে এসো, এখনই নতুবা আর কখনই নয়। এই পৃথিবীর তাঁবু যখন বিনষ্ট হয়ে যাবে, সেই সময়ে আমি গৌরবান্বিত হব" (২ করিন্থীয় ৫:১)।

তৃতীয়ত, তিনি এখানে তাঁর পিতার নিজ আগ্রহ এবং মনোযোগের বিষয় নিয়ে আবেদন জানিয়েছেন: "যাতে করে তোমার পুত্র তোমাকেও গৌরবান্বিত করতে পারে;" কারণ তিনি তাঁর এই সম্পূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন তাঁর পিতার মহিমা প্রকাশের জন্য। তিনি তাঁর কষ্টের মধ্য দিয়ে বিজয় উল্লাসের সাথে তাঁর গৌরবে প্রকাশিত হতে চাইছিলেন, যাতে করে তিনি ও তাঁর পিতা দু'টি উপায়ে গৌরবান্বিত হতে পারেন:

১. ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে: যে কষ্ট তিনি এখন ভোগ করতে চলেছেন। "পিতা, তোমার নামকে মহিমান্বিত কর" – এই কথা তাঁর কষ্টভোগের মহান উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছে, যা লোকদের মাঝে তাঁর পিতার বিনষ্ট হওয়া সম্মান পুনরুদ্ধার করবে এবং স্বমহিমায় ভাস্বর করে তুলবে। সেই সাথে তিনি তাঁর পিতার সম্মানকে পুনরুদ্ধার করে নিজের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেয়েছেন, কারণ মানুষের পাপ ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করে ফেলেছিল। "পিতা, আমাকে আমার কষ্টভোগের সময়ও ত্যাগ কোরো না, যাতে করে আমি তোমাকে তাদের মাঝে মহিমান্বিত করে তুলতে পারি।"

২. ক্রুশীয় মতবাদের মধ্য দিয়ে, যা এখন এই পৃথিবীতে আর কিছু সময় পরেই প্রকাশিত হতে চলেছে, যার মধ্য দিয়ে মানুষের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্য আবারও প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তিনি এই প্রার্থনা করেছেন যেন তাঁর পিতা তাঁর এই কষ্টভোগকে আশীর্বাদযুক্ত করেন এবং তাঁকে সম্মানের সাথে ভূষিত করেন। তিনি যেন শুধু ক্রুশের কলঙ্ক মুছে দেন তাই নয়, বরং সেই সাথে যেন তাদেরকে উদ্ধার করেন, যাদের উপরে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের শক্তি

রয়েছে। যদি ঈশ্বর খ্রীষ্টকে ক্রুশের উপরে থাকতে মহিমান্বিত না করতেন এবং তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁকে মহিমান্বিত না করতেন, তাহলে খ্রীষ্টের এই মধ্যস্থতামূলক কাজের পুরোটাই ভেস্তে যেত। তাই তিনি বলেছেন, "আমাকে মহিমান্বিত কর, যেন আমিও তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারি।" এখানে তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন:

(১) আমাদের প্রার্থনার ক্ষেত্রে যে বিষয়ে সব সময় চোখ এবং লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে তা হচ্ছে, আমাদের ঈশ্বরের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা। এই বিষয়টি আমাদেরকে সব সময় আমাদের কাজে, কথায় ও চিন্তায় ধরে রাখতে হবে। এছাড়া অন্যান্য আরও অনেক বিষয় আমাদেরকে প্রভুর অধীনে এবং পরিচর্যায় থেকে পালন করতে হবে। "তোমার দাস এবং অন্যদের জন্য এই কাজ কর, যেন তোমার গোলামেরাও তোমার গৌরব ও সম্মান করতে পারে। আমাকে সেই স্বাস্থ্য দাও, যাতে করে আমি আমার শরীর দিয়ে তোমার গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করতে পারি। আমাকে সাফল্য দাও, যেন আমি আমার সমস্ত সম্পদ দিয়ে তোমার মহিমা করতে পারি।" *তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক* – এই কথাটি যেন আমাদের প্রার্থনার প্রথম আবেদন বলে প্রকাশ পায়, যা আমাদের অন্য সকল আবেদনের গ্রহণযোগ্যতাকে নিশ্চিত করে (১ পিতর ৪:১১)।

(২) তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, আমাদের কি আশা করা উচিত এবং কি আকাঙ্খা করা উচিত। যদি আমরা আন্তরিকতার সাথে আমাদের পিতাকে মহিমান্বিত করতে চাই, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সে সময় বিষয়ে আমাদেরকে অপূর্ণ রাখবেন না, যা তিনি খুব সহজেই দিতে পারেন এবং যাতে তাঁর গৌরব আরও বাড়ে। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সেই সমস্ত অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু আমরা যদি মনে মনে নিজেদেরকে ঈশ্বরের চাইতে বেশি সম্মান দিয়ে থাকি, তাহলে আমরা তাঁকে আমাদের নিজেদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিই এবং আমাদের চিন্তার ভার নিজেদের উপরে তুলে নিই। আর এতে করে আমরা নিজেদেরকে সম্মানিত করার বদলে বরং নিজেদেরকে লজ্জার মধ্যে ফেলি।

চতুর্থত, খ্রীষ্ট তাঁর দায়িত্বের জন্য প্রার্থনা করলেন (পদ ২,৩); তিনি তাঁর পিতাকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর দায়িত্ব তিনি সঠিকভাবে পালন করতে চেয়েছিলেন: "তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, তাঁকে যে ক্ষমতা তুমি দিয়েছ তার প্রকাশের মধ্য দিয়ে তুমি তাঁকে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত কর।" এভাবেই তাঁর প্রার্থনায় এই আবেদন যুক্ত করা হয়েছে। আবার এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়, "তুমি তোমার পুত্রকে যে ক্ষমতা দিয়েছ, তা দিয়ে যেন সে তোমাকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করতে পারে।" এখানে খ্রীষ্টের মধ্যস্থতাকারীর ক্ষমতা দেখুন।

ক. তাঁর ক্ষমতার উৎস: "তুমিই তাঁকে সেই ক্ষমতা দিয়েছ।" তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই ক্ষমতা লাভ করেছেন, যিনি সকল ক্ষমতার উৎস। মানুষ যখন তার পতনের অবস্থায় বিরাজ করে, তখন তাকে সেখান থেকে উঠে আসতে হলে অবশ্যই এক নতুন ব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে হবে, যা স্বর্গীয় অনুমোদন ব্যতিত উত্থিত হওয়া সম্ভব নয়। এটি পরিচালিত হয় মধ্যস্থতাকারীর গৌরবময় কাজের দ্বারা। একমাত্র স্বর্গীয় অনুমোদনের দ্বারাই মানুষ ও

ঈশ্বরের মধ্যকার সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। সেভাবেই তিনি এই ক্ষমতা পেয়েছেন, যা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মহান অনুমোদন ও ক্ষমতা দ্বারা প্রদান করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, মণ্ডলীর প্রধান কখনই সর্বপ্রধান ব্যক্তি নন, একইভাবে এই পৃথিবীর রাজা বা সম্রাটগণও সর্বপ্রধান ব্যক্তি নন; খ্রীষ্টই সর্বপ্রধান এবং সর্বময় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।

খ. তাঁর ক্ষমতার ব্যাপ্তি: সকল রক্ত-মাংসের প্রাণীর উপরে তাঁর ক্ষমতা রয়েছে।

(ক) সমগ্র মানব জাতির উপরে: আত্মার পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপরে এবং মধ্যে তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। এই দৃশ্যমান পৃথিবী এবং অদৃশ্য পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপরেই তাঁর ক্ষমতার ব্যাপ্তি রয়েছে, সকলই তাঁর অধীন (১ পিতর ৩:২২)। কিন্তু যেহেতু খ্রীষ্ট এখানে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এসেছেন, কাজেই তিনি এখানে সমস্ত মানব জাতির উপরে কর্তৃত্ব করবেন। যাদেরকে তিনি উদ্ধার করেছেন এবং জীবন দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন একটি বংশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন যারা ছিল এক বৃহৎ জাতির অবশিষ্টাংশ। আর তাই সকল জাতির সকল পদমর্যাদার লোকেরা তাঁর পায়ের কাছে এসে মাথা নত করবে।

(খ) মানুষকে বিবেচনা করা হয় দোষী এবং পতিত হিসেবে, সে কারণে তাদেরকে রক্ত-মাংসের বলে উল্লেখ করা হয়েছে (আদিপুস্তক ৬:৩)। যদি সে এই চিন্তার দিক থেকে রক্ত-মাংসের না হয়ে থাকে, তাহলে তার কোন পরিত্রাণকর্তার প্রয়োজন ছিল না। এই পাপী জাতির উপর প্রভু যীশুর সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল এবং তাদের যত বিচার-আচার সবই করার জন্য দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর উপরে। তাঁর হাতেই ক্ষমতা ছিল তাদেরকে বাঁধার বা ছেড়ে দেওয়ার, নির্দোষ বলা বা দোষী বলার। তাঁরই এই পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার বা না করার ক্ষমতা ছিল। খ্রীষ্ট একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পুরো পৃথিবীর ক্ষমতা ও দায়িত্বভার অর্জন করেছেন। তিনি জাতিগণের রাজা, এমন কি যারা তাঁকে জানে না বা তাঁর সুসমাচার মান্য করে না, তাদের উপরেও তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে। যাদের উপরে তিনি সরাসরি শাসন করেন না, তাদের উপরেও তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে (গীতসংহিতা ২২:২৮; ৭২:৮; মথি ২৮:১৮; যোহন ৩:৩৫)।

গ. তাঁর এই ক্ষমতার মহান উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা: তাঁর পরিকল্পনা হল, তিনি যত বেশি সম্ভব মানুষকে অনন্ত জীবন দান করবেন। এই রহস্যের উপরেই আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করছে।

(ক) এখানে পিতা পরিত্রাণকর্তার জন্য মানব জাতি থেকে নির্বাচন করছেন এবং তাদেরকে তাঁর দায়িত্বে ও অধীনে বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে রাখছেন; আর এই সবই তিনি করছেন তাঁর দায়িত্বের মুকুট এবং কার্যভারের উপর নির্ভর করে। পতিত জাতির সকলের উপরেই তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে, কিন্তু মাত্র কয়েকজন বেছে নেওয়া ব্যক্তির জন্য তাঁর সমস্ত আগ্রহ রয়েছে। সব কিছুই তাঁর চরণে সমর্পণ করা হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

(খ) এখানে পুত্র তাদের সুখ নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্ব পালন করছেন, যাদেরকে তাঁর

কাছে দেওয়া হয়েছিল, যেন তিনি তাদেরকে অনন্ত জীবন দেন। দেখুন, পরিত্রাণকর্তার ক্ষমতা কত মহান। তাঁর কাছে রয়েছে জীবন এবং মুকুট, যে অনন্ত জীবন কখনো মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, যে অবিনশ্বর মুকুট কখনও মলিন হয় না। এখন বিবেচনা করুন প্রভু যীশু কত মহান, যার দানে ও উপহারে এমন মহান বস্তু রয়েছে। তিনি কত না মহান যে, যাদেরকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে তিনি অনন্ত জীবন দিচ্ছেন।

[ক] তিনি তাদেরকে এই পৃথিবীতেই পবিত্র পবিত্র করছেন। তিনি তাদেরকে আত্মিক জীবন দান করছেন, যা এখন কেবলমাত্র সূচিত হয়েছে (যোহন ৪:১৪)। আত্মার অনুগ্রহ হচ্ছে আত্মার জন্য স্বর্গ।

[খ] তিনি তাদেরকে অপর বিশ্বে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করবেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তাদের সুখের পরিপূর্ণতা ঘটবে। এই কথাটিই কেবলমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এর মধ্য দিয়ে তাঁর দায়িত্বের অন্য সকল অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যেমন তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া, তাদেরকে পবিত্র করা, তাদের জন্য সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাদেরকে অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। নিশ্চয়ই অন্য সকল কাজ এই নিয়মেই সাধিত হত। আমাদেরকে তাঁর রাজ্যের গৌরব এবং মহিমার জন্য আহ্বান করা হয়েছে এবং আমাদেরকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। সবশেষে যে কাজটি করার মাধ্যমে পরিকল্পনার শেষ কাজটি বাস্তবায়িত হবে তা একবারে শুরুতেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল এবং সেটিই হচ্ছে অনন্ত জীবন।

(গ) এই কাজের ক্ষেত্রে পরিত্রাণকর্তার বিশ্বজনীন কর্তৃত্বের নিদর্শন এখানে প্রকাশ করা হয়েছে: সকল মানুষের উপরে তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে, যাতে করে তিনি সকলকেই অনন্ত জীবন দান করতে পারেন। লক্ষ্য করুন, মানব সন্তানদের উপরে খ্রীষ্টের কর্তৃত্বের অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বরের সন্তানদের পরিত্রাণ দান। সকল কাজই তাদের জন্য করা হচ্ছে (২ করিন্থীয় ৪:১৫)। খ্রীষ্টের যে সকল আইন, বিধি বিধান এবং প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে, তা সকলের জন্যই সত্য এবং তা দেওয়া হয়েছে আত্মিক জীবনের জন্য এবং অনন্ত জীবনকে নিশ্চিত করার জন্য, যাতে করে খ্রীষ্টের কাছ থেকে সকলে তা লাভ করে। তিনি মণ্ডলীর সমস্ত কিছুর প্রধান, তিনিই মণ্ডলীর মস্তক। তাঁর একই হাতে কর্তৃত্ব এবং অনুগ্রহের রাজ্যের সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে করে সকল আহ্বানকৃত ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করা সম্ভ ব হয়।

ঘ. এখানে এই মহান পরিকল্পনার আরেকটি বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে (পদ ৩): "এটি হচ্ছে অনন্ত জীবন, যার কর্তৃত্বে আমি রয়েছি এবং আমি তা প্রদান করার ক্ষমতা রাখি। এই হচ্ছে এর বৈশিষ্ট্য এবং এর মাধ্যমেই তা পাওয়া সম্ভব; আর তা হচ্ছে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করা এবং তার সত্য ধর্মের সকল নীতিমালা ও যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানা, যাকে একজন মধ্যস্থতাকারী করে পাঠানো হয়েছে। সেই সাথে তাদেরকে অবশ্যই সেই পবিত্র ধর্মের মতবাদ ও আইন সম্পর্কে জানতে হবে, যার দ্বারা পাপে পতিত মানুষের পরিত্রাণের বিধান রচনা করা হয়েছে। এখানে রয়েছে:

(ক) সেই মহান লক্ষ্য, যাকে সামনে রেখে খ্রীষ্টান ধর্ম আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; আর সেটি হচ্ছে অনন্ত জীবন, যা চিরস্থায়ী ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে। এই কথাটিই তিনি সকলের কাছে প্রকাশ করতে এসেছিলেন। সেই সাথে তিনি এটি নিশ্চিত করতে এসেছিলেন যে, সকলে যেন এটি লাভ করে। সুসমাচারের মাধ্যমে জীবন ও চিরস্থায়ীত্বকে আলোতে নিয়ে আসা হয়েছিল, মানুষের হাতের নাগালে নিয়ে আসা হয়েছিল, যা তাঁর স্থায়িত্ব অনুসারে অনেক বেশি কার্যকর হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল।

(খ) এই অনুগ্রহই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিশ্চিত উপায়, আর তা হচ্ছে ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা: "এই কাজটি সারা জীবন ধরে করে যেতে হবে, আর তা হচ্ছে *আমাকে জানা*।" এর অর্থ দুইভাবে প্রকাশ করা যায়:

[ক] সমগ্র জীবন ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কিত জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত। এই জীবনের বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করা। ভবিষ্যতে এই জীবনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হবে ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের জ্ঞানকে লব্ধ করার মধ্য দিয়ে। যারা খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হবেন এবং যারা খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের সাথে একটি সম্পর্কপূর্ণ জীবন কাটাবেন, তারা কোন না কোন উপায়ে বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, অনন্ত জীবন কী। তারা বলেন যে, "এটাই যদি স্বর্গ হয়, তাহলে স্বর্গ সত্যিই সুমিষ্ট" (গীতসংহিতা ১৭:১৫)।

[খ] ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট সম্পর্কিত জ্ঞান অনন্ত জীবনের পথে নিয়ে যায়; এই পথেই খ্রীষ্ট আমাদেরকে অনন্ত জীবন দিয়ে থাকেন, তাঁর সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদেরকে আহ্বান জানায় (২ পিতর ১:৩) এবং এই উপায়েই আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। খ্রীষ্টান ধর্ম আমাদেরকে স্বর্গের পথ দেখায়।

প্রথমত, আমাদেরকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার মধ্য দিয়ে, যিনি আমাদের সত্তার রচয়িতা এবং বিধানকারী; কারণ খ্রীষ্ট আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজেদের শাসনকর্তা এবং তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে তাঁকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা বলে জানা এবং তাঁকে ভালবাসা, তাঁকে মান্য করা, তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা এবং তাঁকে বিশ্বাস করা, নিজেদেরকে আমাদের সর্বময় ক্ষমতাশালী প্রভুর হাতে সমর্পণ করা, আমাদের সকল ভাল মন্দের ব্যাপারে তাঁর উপরে নির্ভর করা এবং আমাদের সকল প্রশংসা তাঁরই উদ্দেশে নিবেদন করা – এটাই হল অনন্ত জীবন। এখানে ঈশ্বরকে একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে করে অন্য সকল মিথ্যা দেবতা ও মূর্তি থেকে তাঁকে পৃথক করা যায়। যারা ভণ্ড এবং মুখোশধারী, যারা পুত্রের মনোনীত নয়, তাদের জন্যই বলা হয়েছে যে, তিনিই একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন (১ যোহন ৫:২০)। এই লেখায় যে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে প্রকৃত অর্থেই একজন পিতা হিসেবে তাঁকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। এটি খুব স্পষ্ট যে, তিনিই আমাদের একমাত্র জীবন্ত এবং প্রকৃত ঈশ্বর এবং তিনিই সেই ঈশ্বর, যাঁকে আমরা সমস্ত সম্মান দিয়ে থাকি। তিনি সত্যিকার ঈশ্বর এবং তিনি শুধুমাত্র সামান্য কোন নাম নন, বা জনশ্রুতি নন। তিনি সত্যিকার একমাত্র ঈশ্বর এবং তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছু প্রতিরোধ গড়ে তুলুক না কেন, তা তুচ্ছ

এবং মিথ্যে। তাঁর সেবাই একমাত্র সত্যিকার ধর্ম।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর এবং মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যীশু খ্রীষ্টের দিকে আমাদেরকে পরিচালিত করার মাধ্যমে: যীশু খ্রীষ্ট, যাকে তুমি প্রেরণ করেছ। যদি মানুষ নির্দোষ জীবন-যাপন করে, তাহলে একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বরের জ্ঞানই তার জন্য অনন্ত জীবনে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু এখন যেহেতু মানুষ পাপে পতিত হয়েছে, তাই তাকে আরও কিছু কাজ করতে হবে। এখন আমরা যেহেতু দোষী, তাই ঈশ্বরকে আমাদের জানতে হবে একজন ন্যায়বান বিচারক হিসেবে, যার অভিশাপের অধীনে আমরা রয়েছি। এর থেকে ভয়ঙ্কর বিষয় আমাদের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। এখন তাই আমাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের পরিত্রাণকর্তারূপে জানতে এবং স্বীকার করতে হবে, যার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি। খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করাই হচ্ছে অনন্ত জীবন এবং যারা যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে, তাদের প্রত্যেককেই তিনি অনন্ত জীবন দেবেন (যোহন ৬:৩৯,৪০)। যারা ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তারা ইতোমধ্যেই অনন্ত জীবনের দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে।

(২) এখানে খ্রীষ্ট নিজেকে মহিমান্বিত করার জন্য প্রার্থনা করেছেন, যেন তিনি তাঁর নিজ পিতাকেও মহিমান্বিত করতে পারেন, পদ ৪,৫। এর আগের আবেদনটির অর্থ ছিল, "আমাকে এই পৃথিবীতে মহিমান্বিত কর;" আর দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে, "আমাকে অপর পৃথিবীতেও মহিমান্বিত কর। আমি তোমাকে পৃথিবীতে মহিমান্বিত করেছি, এখন তুমি আমাকে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত কর।" এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] কি ধরনের সান্ত্বনার দ্বারা খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে তাঁর জীবনকে প্রতিফলিত করেছেন: "আমি তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি, আমি আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছি; সেই কাজ পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।" তিনি পৃথিবীতে যে দারিদ্র ভোগ করেছেন এবং যে অবিশ্বাস সহ্য করেছেন সে বিসয়ে কোন অভিযোগ করেন নি। এই পৃথিবীতে তিনি কত না যাতনাময় জীবন কাটিয়েছেন, যেভাবে একজন দুঃখী মানুষ জীবন-যাপন করে। তিনি তা উপেক্ষা করেছেন এবং তাঁর পিতার দেওয়া দায়িত্ব সম্পন্ন করার প্রতি তিনি তাঁর সমস্ত মনযোগ দান করেছেন এবং তার নিজ কাজের অগ্রগতির দিকে মন দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করে বলা হয়েছে:

প্রথমত, খ্রীষ্টের সম্মানের জন্য, যাতে করে তাঁর মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে তার সম্মান পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর সম্মান এই পৃথিবীতে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের কথা নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করে। লক্ষ্য করুন:

১. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে যিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর দেওয়া দায়িত্ব তাঁর সম্পন্ন করার কথা ছিল। তিনি এই পৃথিবীতে সহজ সরল জীবন কাটাবার জন্য আসেন নি, বরং তিনি এসেছেন ভাল কাজ করতে এবং সকল ধার্মিকতার কাজ পরিপূর্ণ করতে। খ্রীষ্টের পিতা তাঁকে তাঁর আঙুর ক্ষেতের কাজ করতে পাঠিয়েছেন। তিনি সেখানে তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সহযোগী হয়ে কাজ করতে পাঠিয়েছেন।

২. তাঁকে যে কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল তা তিনি শেষ করেছেন। যদিও তিনি তাঁর মধ্যস্থতার কাজের সর্বশেষ পর্যায়ে যান নি, তবুও তিনি তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর দায়িত্বের সম্পূর্ণ অংশই শেষ করেছেন। তাঁর যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছেন, "সমাপ্ত হল, আমি তা সম্পন্ন করেছি।" তিনি এর সমাপনী কার্যক্রমটি সম্পাদন করেছেন; *Eteleiosa* – "আমি সম্পন্ন করেছি।" এই শব্দটি প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর কাজের সম্পূর্ণতার এবং পরিপূর্ণতার চিহ্ন বহন করে।

৩. এখানে তিনি তাঁর পিতাকে গৌরবান্বিত করছেন। তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন, তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন। ঈশ্বরের মহিমা এই যে, তিনি তাঁর কাজ সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত করেছেন এবং পরিত্রাণকর্তাও সেই একই গৌরব লাভ করবেন। তিনি যে জিনিসটি শুরু করেছেন তার শেষও তিনিই করবেন। নিজ পিতাকে সম্মানিত করার জন্য নিজেকে অবন-মিত করার (এই শব্দটির বদলে নিচু করাও ব্যবহার করা যেতে পারে) এই প্রক্রিয়াটি বেশ অদ্ভুত। তবুও আসল বিষয় এই যে, তিনি তাঁর পিতাকে মহিমান্বিত করতেই চেয়েছিলেন: "আমি তোমাকে এই পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করেছি। আমি তোমাকে এমন এক উপায়ে গৌরবান্বিত করেছি, যেন পৃথিবীর মানুষ তা দেখতে পায়।"

দ্বিতীয়ত, এই বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেন আমরা সকলে তা দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুসরণ করি।

১. ঈশ্বর আমাদেরকে যে কাজ করার জন্য নিয়োজিত করেছেন তা করার জন্য আমাদের সকলকে নিবেদিতপ্রাণ থাকাটাই সবচেয়ে মুখ্য কাজ বলে প্রতীয়মান হওয়া উচিত, তা অবশ্যই আমাদের সামর্থ্য এবং আমাদের কার্যক্ষেত্রের আওতার মধ্যে থাকতে হবে, আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই আমরা এ পৃথিবীতে ভাল যে সমস্ত কাজ করতে পারি তার সবই করতে হবে।

২. আমাদের অবশ্যই প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁকে এই পৃথিবীতে মহিমান্বিত করতে হবে, যা তিনি মানুষের সন্তানদের কাছে দিয়েছেন। এই পৃথিবীতে আমরা মানুষেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশের লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণের একটি পর্যায়ে থাকি।

৩. আমাদেরকে অবশ্যই এখানে আমাদের শেষ দিনগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে; আমাদেরকে অবশ্যই বসে না থেকে সব কাজ শেষ করে রাখতে হবে এবং দিনের প্রতিটি কাজ আমাদেকে সম্পন্ন করে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, যারা তাঁর উপরে নির্ভর করবে, তাদের জন্য উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই কথা বলা হয়েছে। যদি তিনি তাঁকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা শেষ করে ফেলেন, তাহলেই তিনি একজন পরিপূর্ণ পরিত্রাণাদাতা হতে পারবেন এবং তিনি তাঁর কাজ কখনোই অর্ধেক করে রাখেন নি। তিনি যেহেতু তাঁর সমস্ত কাজ শেষ করেছেন, তাই এখন আমাদেরকেও খ্রীষ্টের দিনের মধ্যেই আমাদের সমস্ত কাজ শেষ করতে হবে।

[২] তাঁর সামনে আনন্দের যে বিষয়টি অপেক্ষা করছে তা তিনি কতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে

আকাঙ্খা করছেন তা লক্ষ্য করুন (পদ ৫): "এখন, হে পিতা, আমাকেও মহিমান্বিত কর।" এই বিষয়টির উপরেই তিনি নির্ভর করে আছেন এবং কোন মতেই তাঁকে উপেক্ষা করা যাবে না।

প্রথমত, দেখুন এখানে তিনি কি বিষয়ের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন: "তুমি আমাকে মহিমান্বিত কর," যা আমরা আগে পদ ১-এ দেখেছি। প্রার্থনার ভেতরে সব ধরনের পুনরাবৃত্তিই অর্থহীন নয়। খ্রীষ্ট প্রার্থনা করলেন এবং তিনি আবারও একই কথা বললেন (মথি ২৬:৪৪)। তবুও তিনি আগের চাইতে অনেক বেশি আগ্রহের সাথে প্রার্থনা করলেন। তাঁর পিতা তাঁকে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং তাঁকে এর জন্য যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য তিনি নিশ্চয়ই প্রার্থনা করতে পারেন। প্রতিজ্ঞা কখনোই প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তাকে কমিয়ে দেয় না, বরং তা আমাদের আকাঙ্খা এবং আশার ভিত্তিমূলকে সঠিক পথে পরিচালনা দান করে। খ্রীষ্টের মহিমান্বিত হওয়ার এবং তাঁর উচ্চীকৃত হওয়ার বিষয়টির মধ্যে সকল সম্মান, ক্ষমতা এবং আনন্দ লুকিয়ে আছে। দেখুন, কীভাবে তিনি বর্ণনা করছেন।

১. এই মহিমা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত: শুধুমাত্র এই কথা বলা হয় নি যে, "পৃথিবীতে আমার নাম মহিমান্বিত কর," কিন্তু "তোমার নিজের সাথে সাথে আমাকেও মহিমান্বিত কর।" তাঁর পিতার সাথে থাকাটাই স্বর্গে থাকার মত আনন্দের বিষয় (হিতোপদেশ ৮:৩০; দানিয়েল ৭:১৩; ইব্রীয় ৮:১)। লক্ষ্য করুন, উচ্চীকৃত পরিত্রাণকর্তার উজ্জ্বলতম মহিমার বিষয় হচ্ছে পর্দার ওপারে তাঁর দর্শন পাওয়া, যেখানে তাঁর পিতা মহিমা প্রদর্শন করেন। উপরের পৃথিবীর সকল প্রশংসা তাঁর প্রতি উৎসর্গ করা হয়, যিনি সিংহাসনে বসে আছেন এবং এর সাথে সেই মেষশাবকের প্রতিও প্রশংসা উৎসর্গ করা হয়। আর এভাবেই পিতা নিজের সাথে সাথে তাঁকেও গৌরবন্বিত করবেন।

২. এভাবেই তিনি এই পৃথিবীতে আসার আগ পর্যন্ত তাঁর পিতার সাথে মহিমায় বসবাস করতেন। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে:

(১) যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবী সৃষ্টির আগে ঈশ্বর হিসেবে একটি সত্তায় উপনীত ছিলেন, তিনি তাঁর পিতার সাথে আন্তঃসংযোগে আবদ্ধ ছিলেন। আমাদের ধর্ম এই সত্য প্রকাশ করে যে, আদিতে সমস্ত কিছুই কেবল একটি বস্তু ছিল, আর তিনি হচ্ছেন, যার দ্বারা সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হয়েছে।

(২) পিতার সাথে তাঁর মহিমা চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর, যেমনটি তাঁর পিতার সাথে তার অস্তিত্বের সম্পর্ক; কারণ তিনি এসেছেন তার পিতার অবিনশ্বর মহিমার উজ্জ্বলতা থেকে (ইব্রীয় ১:৩)। ঈশ্বরের এই পৃথিবীকে সৃষ্টির ঘটনাটি কেবলমাত্র তাঁর মহিমাকেই প্রকাশ করে, কিন্তু এর সাথে সত্যিকারের আর কোন কিছুর সংযোগ নেই; তাই খ্রীষ্ট পরিত্রাণ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। এর কারণ এই নয় যে, তিনি আরও মহিমা লাভ করতে চান এবং তিনি এই পৃথিবীর সামনে, তাঁর পিতার সাথে সাথে মহিমান্বিত হতে চান। বরং এর কারণ এই যে, আমাদের মহিমার প্রয়োজন ছিল।

(৩) যীশু খ্রীষ্ট তাঁর অবনমিত অবস্থানে ও নম্রতায় নির্বাসিত করে নিজেকে এই মহিমা থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং এর উপরে একটি আবরণ টেনে দিয়েছেন। যদিও তিনি নিজে এখনও ঈশ্বর, তবুও তিনি মাংসে মূর্তিমান হয়েছিলেন; সেখানে কোন মহিমা ছিল না। তিনি কিছু সময়ের জন্য এই মহিমা থেকে সরে এসেছিলেন এবং তিনি এই আবেদন জানাচ্ছেন যে, এখন তিনি তাঁর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজটি সম্পন্ন করবেন, যেমনটি তাঁর পিতা তাঁকে আদেশ করেছেন।

(৪) তাঁর উচ্চীকৃত অবস্থানে তিনি এই মহিমা আবার ধারণ করবেন এবং আবারও তাঁর সেই আলোক ময় পোশাক পরিধান করবেন। তাঁর মধ্যস্থতাকারী কাজ পালন করতে গিয়ে তিনি তা সম্পন্ন করেছেন। *Reposcere pignus* – তিনি তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করেছেন; আর এই কারণেই তিনি দাবী করছেন, "আমাকেও মহিমান্বিত কর।" তিনি এই দাবী জানাচ্ছেন যে, তাঁর মানব দেহও সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হতে পারে, কারণ তাঁর দেহ এক গৌরবময় দেহ। এখন ঈশ্বরের মহিমা নিশ্চয়ই মধ্যস্থতাকারী, ইম্মানূয়েল, মনুষ্যপুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত। তিনি এই পৃথিবীর রাজা এবং মহান ব্যক্তিদের সাথে মহিমান্বিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন নি। যিনি উভয় জগৎকেই চেনেন এবং যিনি নিজেই তাঁর জন্য উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই তিনি গ্রহণের জন্য অপর পৃথিবীর মহিমাই পছন্দ করবেন, যাতে করে তিনি এ ধরনের সমস্ত মহিমার চাইতে আরও বড় মহিমা লাভ করতে পারেন। তিনি এই পৃথিবীর রাজ্যসমূহ এবং তাদের সমস্ত মহিমা উপেক্ষা করেছেন, যখন শয়তান এ সমস্ত কিছু তার কাছে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। আর সেই কারণে তিনি নিশ্চয়ই নিজেই অপর জগতের সমস্ত মহিমা দাবী করবেন। আমাদের সকলের মনে এই একই ভাব বজায় থাকুক। "প্রভু, তুমি যাকে দেবে তাকেই এই পৃথিবীর গৌরব প্রদান কর। কিন্তু আমি এখন যে জগতে প্রবেশ করতে চলেছি, সেই জগতের মহিমা ও গৌরব আমাকে প্রদান কর। আমি লোকদের মাঝে দোষী প্রমাণিত হলেও এতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু পিতা, তোমার নিজের সাথে সাথে আমাকে গৌরবান্বিত কর।"

দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য করুন, এখানে তিনি কি নিয়ে আবেদন জানাচ্ছেন: "আমি তোমাকে মহিমান্বিত করেছি; আর এখন এটি বিবেচনা করে, আমাকেও তুমি গৌরবান্বিত কর।" কারণ:

১. এখানে এক নিখুঁত সমতা বিরাজ করছিল এবং এক মহান স্বীকৃতি সেখানে ছিল; আর তা হচ্ছে, যদি ঈশ্বর তাঁর মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হন, তাহলে তাঁকেও ঈশ্বরের গৌরবান্বিত করা উচিত, যা তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন (যোহন ১৩:৩২)। খ্রীষ্ট তাঁর পিতার জন্য যে মহিমার কাজ করেছেন তা এমন এক মহান ও সীমাহীন মূল্যের ছিল যে, সর্বোচ্চ স্তরের সম্মান এবং মহিমা তাঁর প্রাপ্য ছিল। যদি পুত্রের নম্রতায় পিতা মহিমান্বিত হন, তাহলে এই দীর্ঘ যাত্রায় পুত্র ব্যর্থ হন নি এবং তাঁর মহিমা থেকে বঞ্চিত হন নি।

২. এটি সম্পন্ন হয়েছিল তাদের মধ্যকার চুক্তির ভিত্তিতে, আর তা হচ্ছে এই, যদি পুত্র তাঁর নিজ আত্মা দ্বারা পাপের জন্য উৎসর্গ দান করেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই মন্দদের থেকে উত্তমদের আলাদা করে ফেলতে হবে (যিশাইয় ৫৩:১০,১২) এবং রাজ্য তাঁরই হবে। এর

উপরেই তিনি দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং নির্ভর করেছিলেন, আর তা হচ্ছে তাঁর দুঃখভোগ। তাঁর সামনে তখন আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, তিনি ক্রুশীয় দুঃখভোগের পর মহিমা অর্জন করবেন। এখন তাঁর এই উচ্চীকৃত অবস্থানে থেকে তিনি এখন তাঁর উচ্চীকৃত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার আশা করেন, কারণ তিনি তাঁর মধ্যস্থতাকারীর কাজ সম্পন্ন করেছেন (ইব্রীয় ১০:১৩)।

৩. তিনি যে তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছেন সে বিষয়ে তাঁর পিতার গ্রহণযোগ্যতার এবং অনুমোদনের এটি সবচেয়ে বড় প্রমাণ। খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করার ঘটনায় আমরা এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হই যে, ঈশ্বর তাঁর পুত্রের উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন। এ কারণে একটি সত্যিকার প্রমাণ দেখানো হয়েছিল যে, পিতা তাঁর প্রিয় পুত্রের উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন।

৪. এ থেকে আমরা শিখতে পারি যে, শুধুমাত্র যারা ঈশ্বরকে এই পৃথিবীতে মহিমান্বিত করবে এবং ঈশ্বর তাদেরকে যে কাজ করতে আজ্ঞা দিয়েছেন তা সম্পন্ন করবে, তারাই পিতার সাথে গৌরবান্বিত হবে, যখন তারা আর এই পৃথিবীর অংশ থাকবে না। এমন নয় যে, আমরা এই মহিমা আমাদের যোগ্যতার বলে অর্জন করেছি, যেমনটি খ্রীষ্ট অর্জন করেছিলেন। তাই আমাদের মহিমান্বিত করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদেরকে এই প্রমাণ দেবেন যে, খ্রীষ্টতে আমাদের সত্যিই আকর্ষণ ছিল, যার মধ্য দিয়ে আমরা বিনামূল্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনন্ত জীবন উপহার হিসেবে পেয়েছি।

যোহন ১৭:৬-১০ পদ

খ্রীষ্ট তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করা শেষে এবার তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, যারা তাঁর নিজের এবং যাদেরকে তিনি তাদের নাম ধরে চেনেন, যদিও তিনি কখনো তাদের নাম শোনেন নি। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. কাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করেন নি (পদ ৯): "আমি এই পৃথিবীর জন্য প্রার্থনা করি নি।" লক্ষ্য করুন, এই জগতে একদল মানুষ আছে, যাদের জন্য যীশু খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেন নি। তাই বলে এমন নয় যে, তিনি এই পৃথিবীর মানুষের জন্য প্রার্থনা করেন না। কিংবা এর মধ্য দিয়ে তিনি অযিহূদীদেরকে যিহূদীদের থেকে আলাদা করে দেখিয়েছেন তাও নয়। বরং তিনি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, পৃথিবীর যে অংশ খ্রীষ্টের নামে একত্রিত হওয়ার ডাকে বিরোধিতা করেছে, তাদেরকে তিনি এই প্রার্থনায় আনবেন না। খ্রীষ্ট মানুষের জন্য প্রার্থনা করেছেন, তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, কিন্তু প্রভু সঠিকভাবে জানেন কারা তাঁর নিজের। তিনি বিশেষভাবে তাদের দিকে দৃষ্টি দেন, যারা এই পৃথিবীতে জাত হয়েও তাঁর নামে তাঁর কাছে এসেছে এবং তাঁকে নিজের প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এছাড়া যারা বাকি রয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে এই পৃথিবীর সন্তান, কারণ তারা এই পৃথিবীর পার্থিব চিন্তা চেতনা এবং মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে তিনি এমন বলেন নি যে, "আমি এই পৃথিবীর বিপক্ষে প্রার্থনা করছি;" যেভাবে ভাববাদী এলিয় ইস্রায়েলের বিপক্ষে প্রার্থনা করেছিলেন। "বরং আমি তাদের বিষয়ে একদমই প্রার্থনা করছি না। আমি তাদের পাশ কাটিয়ে গেছি এবং তাদের বিষয়ে

তাদেরকেই মাথা ঘামাতে দিয়েছি। তাদের নাম মেষশাবকের জীবন শাস্ত্রে লেখা নেই। কত না হতভাগ্য জীবন তাদের, যাদের জন্য প্রার্থনা করতে ভাববাদী দেরকে নিষেধ করা হয়েছে!" (যিরমিয় ৭:১৬)। আমরা যারা জানি না যে, কাদেরকে প্রকৃতপক্ষে বাছাই করা হয়েছে এবং কাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে, আমাদের অবশ্যই সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করা উচিত (১ তীমথিয় ২:১,৪)। যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ আশা আছে এবং ততক্ষণ প্রার্থনার জন্য সুযোগ আছে (১ শমূয়েল ১২:২৩)।

খ. কাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন: স্বর্গদূতদের জন্য নয়, বরং তিনি প্রার্থনা করেছেন মানব সন্তানদের জন্য।

১. তিনি প্রার্থনা করেছেন তাদের জন্য, যাদের অধিকার তাঁর উপরে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ মূলত এর মধ্য দিয়ে তাঁর শিষ্যদেরকে বোঝানো হয়েছে। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যাপক অর্থে এখানে তাঁর সকল অনুসারী এবং বিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, পদ ৬,৮।

২. তিনি তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করেছেন, যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করেছে, পদ ২০। এটি শুধুমাত্র কিছু রীতির উপর নির্ভর করে না, কোন বিশেষ বয়স বা জাতি বা গোত্রের উপর নির্ভর করে না। সমস্ত জাতি, গোত্র এবং বয়স নির্বিশেষে তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

গ. এখানে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের জন্য কি ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান করেছেন লক্ষ্য করুন:-

১. তিনি তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য যে নির্দেশ লাভ করেছেন: "তারা তোমারই ছিল, আর তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ," পদ ৬। আবারও তিনি বলছেন (পদ ৯): "যাদেরকে তুমি আমার হাতে দিয়েছ তাদের জন্যই অনুরোধ করছি, কারণ তারা তো তোমারই। পিতা, আমি যাদের জন্য প্রার্থনা করছি, তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করে আমার হাতে দিয়েছ এবং আমি তাদের জন্য যা বলছি তা আমি তোমার কাছ থেকে আদেশ পেয়েই বলছি।"

(১) এই কথার দ্বারা প্রথমত খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকে বোঝানো হয়েছে, কারণ তাদেরকে খ্রীষ্টের শিষ্য এবং একাধারে শিক্ষার্থী হিসেবে খ্রীষ্টের কাছে দেওয়া হয়েছিল, যাতে করে তিনি এই পৃথিবীতে তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে পারেন। সেই সাথে তিনি যখন স্বর্গে চলে যাবেন, তখন যেন তাদেরকে এই পৃথিবীতে তাঁর পক্ষে সুসমাচার প্রচার করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে যেতে পারেন।

(২) কিন্তু ব্যাপক অর্থে এখানে তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, যাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে, কারণ তারা সকলেই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে (যোহন ৬:৩৭,৩৯)। অনেক সময় তিনি তাদের উপরেও দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে করে তারা তাঁর অধীনে থেকে কাজ করতে পারে এবং তাঁর প্রতি সেবার্থে নিবেদিত হয়।

২. খ্রীষ্ট তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের প্রতি যে যত্ন নিয়েছেন (পদ ৬): "পৃথিবীর

মধ্য থেকে যাদেরকে তুমি আমাকে দিয়েছ আমি তাদের কাছে তোমাকে প্রকাশ করেছি। এর কারণ এই, তুমি যা যা আমাকে বলতে বলেছ তা আমি তাদের বলেছি," পদ ৮। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্টের শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য, যা ঈশ্বরের নাম প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাঁকে ঘোষণা করার জন্য করা হয়েছে (যোহন ১:১৮)। এতে করে সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তিকে শেখানো সম্ভব হয় এবং যারা ভুলের বশবর্তী হয়ে পথ চলে তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায়। তারা যেন সঠিকভাবে এই পৃথিবীর পার্থিব রীতি-নীতির অনুসারী না হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

(২) এই বিষয়ের জন্য তাঁর বিশ্বস্ত দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি: "আমি তা করেছি।" তাঁর সারল্য এবং কর্তব্যনিষ্ঠা এখানে প্রকাশ পেয়েছে:

[১] তাঁর শিক্ষার সত্যের মধ্য দিয়ে। এটি সেই শিক্ষার সাথে পুরোপুরি একমত পোষণ করে, যা তাঁর পিতা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে সেই বাক্য দিয়েছিলেন, যা তাঁকে আলো দেখায়। পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের বাক্যের আলোতে পথ চলতে হবে।

[২] তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে, যা তার প্রতিটি দিক থেকে ঈশ্বরের নাম প্রকাশ করে। তিনি নিজেকে এ কথা জিজ্ঞেস করেন নি, বরং তিনি সকল কাজ করা শেষ করে অতঃপর এই কথা বলেছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পিতার নামকে মহিমান্বিত করা।

৩. তিনি তাদের যে যত্ন নিয়েছেন তার মঙ্গলসূচক প্রভাব এবং এই কাজের জন্য তিনি যে সকল দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন (পদ ৬,৭): "তারা তোমার কথার বাধ্য হয়ে চলেছে। তারা এখন বুঝতে পেরেছে, যা কিছু তুমি আমাকে দিয়েছ তা তোমারই কাছ থেকে এসেছে।" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্টের শিক্ষা যাদের কাছে প্রদান করা হয়েছিল, তাদের মাঝে তা কি ধরনের সাফল্য অর্জন করেছিল:-

[১] "তাদেরকে আমি যে বাক্য দিয়েছিলাম তা তারা গ্রহণ করেছে। তারা তা তাদের পরিবর্তনের ভিত্তি হিসেবে রোপণ করেছে এবং তা নিয়মিত পরিচর্যার দ্বারা বেড়ে উঠছে।" তারা খ্রীষ্টের কথা শোনার জন্য একত্রিত হয়েছে এবং তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তারা এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, তারা এর প্রতি প্রশংসাসূচক কথা বলেছে।

[২] "তারা তোমার বাক্য অনুসারে বাধ্য হয়ে চলেছে এবং চলছে, সে বিষয়ে তারা নিশ্চয়তা দিয়েছে।" খ্রীষ্টের আদেশ কেবল তখনই মান্য করা হয়, যখন সে অনুসারে চলা হয়। যারা অন্যদেরকে খ্রীষ্টের আদেশ এবং বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন, তাদের উচিত হবে আগে নিজেদের জীবনে সেই শিক্ষা ধারণ করা এবং সে অনুসারে চলা।

(২) কিভাবে খ্রীষ্ট এখানে এই বিষয়ে কথা বলেছেন: তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন।

[১] তিনি তাঁদের বাধ্যতার কারণে সন্তুষ্ট। যদিও তাঁর শিষ্যদের মাঝে অনেক সময় অনেক ধরনের মূঢ়তা এবং আলস্যের পরিচয় পাওয়ার কারণে তিনি দুঃখার্ত এবং আশাহত হয়েছেন, তথাপি তিনি প্রতিনিয়ত তাঁদের জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছেন এবং এখন তিনি তাঁদের উন্নতি দেখে আনন্দিত।

[২] এ বিষয়ে তিনি তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনা করছেন। তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন, যাদেকে তাঁর কাছে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি আবেদন করছেন যেন তাদেরকে তাঁর কাছেই রাখা হয়। লক্ষ্য করুন, যে অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, সেই অনুগ্রহের ফল অর্জন করতে যদি দেরি হয়, তারপরও অবশ্যই প্রার্থনা করে যাওয়া উচিত, যেন সেই অনুগ্রহের ফল অর্জন করা সম্ভব হয়।

৪. খ্রীষ্ট তাদের ভেতরে তাঁর পিতার নিজ আগ্রহ ও স্বার্থের বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করছেন (পদ ৯): "আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি, কারণ তারা তোমারই।" তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে এই লোকেরা খ্রীষ্টের নিজের বলে গণ্য হয়েছে। তবে তারা এখন পিতার নাকি পুত্রের তা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই, যা মানুষের মাঝে রয়েছে। তারা এ নিয়ে তর্ক করে – *Meum* এবং *Tuum* – *আমার* এবং *তোমার*, অথচ এই বিষয়টি অনন্তকাল ধরে নির্ধারিত হয়ে এসেছে।

(১) এই আবেদনটি মূলত খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য করা হয়েছে: "তারা তো তোমারই।" লক্ষ্য করুন:

[১] যারা খ্রীষ্টের বাক্য গ্রহণ করে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস করে, তাদের সকলকে পিতার সাথে চুক্তির সম্পর্কের আওতায় নেওয়া হবে এবং তাদেরকে তাঁর নিজের হিসেবে দেখা হবে। খ্রীষ্ট তাঁর নিজের মধ্য দিয়ে তাদেরকে পিতার কাছে উপস্থাপন করবেন (প্রকাশিত বাক্য ৫:৯,১০)। তারা হবে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থাপন করা প্রথম ফসল (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৪)।

[২] এই প্রার্থনায় যে আবেদন করা হয়েছে তা অত্যন্ত উত্তম। খ্রীষ্ট এখানে আবেদন করছেন: "তারা তো তোমারই।" আমরা এভাবে নিজেদের জন্য আবেদন করতে পারি: "আমি তোমারই, আমাকে রক্ষা কর।" অন্যদের জন্য আমরা আবেদন করতে পারি এভাবে (মোশির মত করে, যাত্রাপুস্তক ৩২:১১): "তারা তোমার লোক। তারা তো তোমারই, তুমি কি তাদেরকে অনুগ্রহ প্রদান করবে না? তুমি কি তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করবে না এবং এই পৃথিবী এবং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবে না? তুমি কি তাদের মাঝে তোমার স্বার্থ রক্ষা করবে না, যাতে করে তারা তোমার কাছ থেকে চলে যেতে না পারে? তারা তো তোমরাই, তাদেরকে তোমার মত করে আপন করে নাও।"

(২) যে ভিত্তির উপর নির্ভর করে এই আবেদন দাঁড়িয়ে আছে: "আমার যা কিছু আছে তার সবই তো তোমার এবং তোমার যা কিছু তার সবই আমার।" এই কথার মধ্য দিয়ে পিতা এবং পুত্রের বিষয়ে বোঝানো হয়েছে যে:

[১] তাঁরা এক স্বভাব বিশিষ্ট। প্রত্যেক প্রাণীর অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে এ কথা স্বীকার করতে

হবে যে, "আমার যা আছে তার সবই তোমার।" কিন্তু কেউই এ কথা বলতে পারে না যে, "তোমার সব কিছুই আমার।" একমাত্র খ্রীষ্ট অর্থাৎ পুত্রই ঈশ্বরের সাথে তাঁর বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা এবং মহিমার দিক থেকে সমকক্ষ।

[২] তাঁরা আগ্রহের দিক থেকে এক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাদের ভিতরে কোন ধরনের বিভেদ বা মতদ্বৈততা নেই।

প্রথমত, পিতা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তাঁর নিজের যে দায়িত্ব তা পুত্রের কাছে অর্পণ করেছেন, যাতে করে সৃষ্টিকুলের উন্নতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুত্র তা ব্যবহার করতে পারেন। সকল কিছু তাঁকে দেওয়া হয়েছে (মথি ১১:২৭)। সকল গৌরব, মহিমা এবং প্রশংসার দাবীদার তাঁকে করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পিতার পক্ষ হয়ে পুত্র পরিত্রাণকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন এবং তাঁর রাজ্য খুব শীঘ্রই পুত্রের হাতে তুলে দেওয়া হবে। পুত্র মানব জাতির জন্য যত প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহ ক্রয় করবেন, তার সবই তাঁর পিতার প্রশংসার্থে ক্রয় করা হয়েছে। তাঁর সকল গৌরব প্রশংসার মূলে কেবল একটি কথাই রয়েছে: "আমার যা কিছু আছে তার সবই তোমার।"

যোহন ১৭:১১-১৬ পদ

খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের জন্য তাঁর পিতার কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে এই আবেদন করার পর নির্দিষ্টভাবে তাদের জন্য কিছু বিষয়ে প্রার্থনা করছেন:

১. তারা সকলে স্বর্গীয় বিষয়ের আত্মিক আশীর্বাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি এই প্রার্থনা করেন নি যে, তারা যেন ধনী হয় এবং এই পৃথিবীর সম্পদ ও সম্পত্তি লাভ করে, যাতে করে তারা জায়গা-জমি গড়ে তুলতে পারে এবং বিলাসিতা করতে পারে। বরং তিনি তাদের জন্য এই কারণে প্রার্থনা করেছেন যে, পিতা যেন তাদেরকে পাপ থেকে দূরে রাখেন এবং তাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করেন।

২. তারা যেন এমন আশীর্বাদের অধিকারী হয়, যা তাদের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের বিভিন্ন কাজের সাথে তা যেন সঙ্গতিপূর্ণ হয়। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য সব সময়ই অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ হয়ে মধ্যস্থতাকারীর প্রার্থনা করেন। পিতার সাথে আমাদের মধ্যস্থতাকারী আমাদের সমস্ত অভাব এবং বোঝা সম্পর্কে জানেন, আমাদের বিপদ এবং সমস্যা সম্পর্কে জানেন। তিনি এও জানেন যে, কি করে প্রত্যেকের প্রতি তাঁর মধ্যস্থতা সুচারুরূপে করতে হয়; যেভাবে তিনি পিতরের দুদর্শা সম্পর্কে জানতেন, যখন পিতর তাঁর নিজের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না (লূক ২২:৩২): "আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি।"

এখন খ্রীষ্ট প্রথম যে বিষয়টির জন্য প্রার্থনা করছেন তা হল, তাঁর শিষ্যরা। এখানে তিনি শুধুমাত্র তাঁদের জন্যই প্রার্থনা করছেন। এই পদগুলোতে তিনি তাঁর পিতার কাছে শুধুমাত্র তাঁর শিষ্যদের জন্য আবেদন ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁদেরকে আসন্ন সম্ভাব্য বিপদের হাত

থেকে এবং এই পৃথিবীর সকল বিষয়ের আশঙ্কা থেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রার্থনা করেছেন। এখন লক্ষ্য করুন:

ক. তিনি কি আবেদন করেছেন: “তাদেরকে এই পৃথিবী থেকে সুরক্ষিত রাখ।” তাঁদেরকে এই পৃথিবীর কাছ থেকে রক্ষা করার দু’টি উপায় আছে:-

১. তাঁদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসা। তিনি এমন প্রার্থনা করেন নি যে, তাঁদেরকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়: “আমি তাদেরকে এই পৃথিবী থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি না।” লক্ষ্য করুন:

(১) “আমি এই প্রার্থনা করছি না যে, তাদেরকে খুব দ্রুত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা হোক।” যদি এই পৃথিবী তাঁদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়, তাহলে তাঁদেরকে উদ্ধারের সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে তাঁদেরকে আরও ভাল একটি জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে শিক্ষা দেওয়া। খ্রীষ্ট এমন বলেন নি যে, “তাদেরকে আগুনের রথে করে এই পৃথিবী থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যাও।” এর কারণ দু’টি:

[১] কারণ তিনি জয় করতে এসেছেন, ধ্বংস করতে নয়, যা মানুষের অসহিষ্ণু উত্তেজনা এবং আকাঙ্খার মধ্যে দেখা যায় এবং যা পরিণামে মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসে। তাঁর ইচ্ছা হল আমরা যেন আমাদের নিজেদের ক্রুশ বহন করে নিয়ে চলি, তা থেকে পালিয়ে না যাই।

[২] কারণ এই পৃথিবীতে তাঁর পক্ষে তাঁদের কাজ করতে হবে। যদিও এই পৃথিবীকে তাঁরা আর পছন্দ করেন না (প্রেরিত ২২:২২) এবং সেই কারণে তা তাঁদের কাছে মূল্যবানও নয় (ইব্রীয় ১১:৩৮)। তথাপি তাঁদেরকে এখানে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

(২) “আমি এ জন্য প্রার্থনা করছি না যে, তাদেরকে চিরতরে এই পৃথিবীর সকল সমস্যা এবং দুদর্শা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হোক এবং তাদেরকে এখানকার সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করে কোন নিরাপদ এবং শান্তিময় স্থানে নিয়ে যাওয়া হোক, যাতে করে তারা সেখানে কোন ধরনের সমস্যামুক্ত হয়ে বসবাস করতে পারে। আমি তাদেরকে কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি না।” *Non ut omni molestia liberati otium et delicias colant, sed ut inter media pericula salvi tamen maneant Dei auxilio – এমন নয় যে, তারা তাদের সকল বিপদ থেকে মুক্ত হোক, কিংবা তারা বিলাসিতার মধ্যে জীবন ধারণ করুক। কিন্তু তারা যেন ঈশ্বরের সাহায্য পেয়ে বিপদের মধ্যেও নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারে, সে কারণেই আমি প্রার্থনা করছি*, বলেছেন জন ক্যালভিন। আমার যে এই পৃথিবীর সকল ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে মুক্ত থাকতে পারবো তা নয়, কিন্তু যেন আমরা তা কাটিয়ে উঠে তার মধ্যেও নিজেদেরকে স্থির করে ধরে রাখতে পারি। ভাববাদী যিরমিয় যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে নয়, তারা যেন তাঁর লোকদেরকে ছেড়ে দেয় এবং তাদের কাছ থেকে চলে যায় (যিরমিয় ৯:২); কিন্তু যিহিস্কেলের মত, যেন তাদের মুখ দুষ্ট মানুষের মুখের সামনে গিয়ে কঠিন থাকতে পারে (যিহিস্কেল ৩:৮)।

২. আরেকটি পথ হচ্ছে, তাঁদেরকে যেন এই পৃথিবীর সকল ভ্রষ্টতা এবং মন্দতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। তিনি এও প্রার্থনা করেছেন, তাঁদেরকে যেন সব সময় সুরক্ষিত রাখা হয়, পদ ১১,১৫। এখানে এই প্রার্থনার দু'টি শাখা লক্ষণীয়:

(১) "পবিত্র পিতা, তুমি যাদেরকে আমার কাছে দিয়েছ, তাদেরকে তুমি রক্ষা কর।"

[১] খ্রীষ্ট এখন তাঁদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি এমনটা চিন্তা করছেন না যে, তাঁদের উপর থেকে তাঁর সুরক্ষার বেষ্টনী চলে যাবে। বরং তিনি তাঁর পিতার কাছে তাঁদের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করছেন, যাতে করে তিনি তাঁদেরকে তাঁর পিতার হেফাজতে রেখে যেতে পারেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যদি তাঁদেরকে সুরক্ষা না দেন, তাহলে তাঁরা নিরাপদে থাকতে পারেন না। তাঁকে অবশ্যই তাঁর পুত্রের প্রতি ভালবাসার কারণে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, যে কারণে আমরা আমাদের আত্মা পিতা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক হই (১ পিতর ৪:১৯; ২ তীমথিয় ১:১২)।

[২] তিনি যাঁর কাছে প্রার্থনা করছেন, তাঁকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং যাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন তাঁদেরকেও বিশেষ নামে সম্বোধন করলেন, যাতে করে এই প্রার্থনা আরও সমৃদ্ধ হয়।

প্রথমত, তিনি ঈশ্বরকে একজন পবিত্র পিতা বলে সম্বোধন করলেন। আমাদের নিজেদের এবং অন্যদের প্রতি স্বর্গীয় অনুগ্রহ অর্জন করার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এ সমস্ত বিষয়ে উৎসাহিত হতে পারি:

১. ঈশ্বরের পবিত্রতার কারণে: যা কিছু প্রার্থনা করা হয়েছে তার সবই তাঁর পবিত্র বিবেচনার অধীনে রাখা হয়েছে। তিনি তাঁর পবিত্রতার দ্বারা অভিষিক্ত এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছেন (গীতসংহিতা ৮৯:৩৫)। তাঁকে তাঁর সমস্ত পবিত্র নামে ভূষিত করা হয়েছে এবং প্রশংসিত করা হয়েছে। তাঁর নিজ পবিত্র নামের কারণে তিনি মহান এবং উচ্চীকৃত হয়েছেন।

২. ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্কের কারণে: তিনি তাঁর পিতার সম্পর্কের দাবী নিয়ে খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। যদি তিনি একজন পিতা হয়েই থাকেন, সেক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সন্তানদের যত্ন নেবেন, তাদেরকে শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে সুরক্ষিত রাখবেন। এছাড়া আর কে এই কাজ করবে?

দ্বিতীয়ত, তিনি তাদের কথা বলেছেন, যাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করতে এসেছেন, যাদেরকে তাঁর পিতা তাঁর হাতে দিয়েছেন। আমরা আমাদের পিতার কাছ থেকে যা পাই, যে উপহার গ্রহণ করি, সে সমস্ত দান অনুসারে আমরা নিঃসঙ্কোচে তাঁর যত্ন এবং পরিচর্যা আশা করতে পারি।

(২) "তাদের তোমার নামের অধীনে সুরক্ষিত রাখ।" এর অর্থ হচ্ছে:

[১] "তাদেরকে তোমার নামের ক্ষমতা দ্বারা সুরক্ষা দিয়ে ঘিরে রাখ," এমনটাই অনেকে মনে করেন। "তোমার নাম এবং মর্যাদা তাদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন, যেমন আমার

ক্ষেত্রেও প্রয়োজন; কারণ আমাদের উভয়কেই এই নামের জন্য কষ্টভোগ করতে হবে।”

[২] “তাদেরকে তোমার নামের মর্যাদা দ্বারা সুরক্ষিত রাখ – *En to onomati*। তাদেরকে তোমারই কাজে এবং তোমারই সেবায় নিয়োজিত রাখ, তার জন্য তাদেরকে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন।” শিষ্যরা যেন সব সময় ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত কাজ বা পেশায় নিয়োজিত থাকতে পারেন, সেই আবেদনই খ্রীষ্ট তাঁর প্রার্থনায় জানাচ্ছেন।

খ. যে সমস্ত কারণে তিনি তাঁদেরকে রক্ষা করার জন্য তাঁর প্রার্থনায় আবেদন জানাচ্ছেন, যার পাঁচটি দিক আছে:-

১. তিনি আবেদন করছেন যেন ঈশ্বর তাঁদেরকে ধরে রাখেন (পদ ১২): “আমি যতদিন তাদের সঙ্গে ছিলাম ততদিন তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ সেই নামের গুণে আমি তাদের রক্ষা করে এসেছি।” তাঁর এই যত্ন এবং আন্তরিকতা বৃথা যায় নি। তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের নামে রক্ষা করে এসেছেন, তাঁদেরকে মারাত্মক এবং ভয়ঙ্কর সব পাপ থেকে রক্ষা করে এ যাবৎ নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁদেরকে কোন ধরনের প্রলোভনের কবলে পতিত হতে দেন নি, কিংবা তাঁদেরকে ফরীশীদের ফাঁদে পা দিতে দেন নি। তিনি সব সময় তাঁদেরকে কম্পাসের মত দিক-নির্দেশনা দিয়ে এসেছেন। যারা তাঁকে অনুসরণ করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় তাঁর বিরোধিতা করেছে বা তাঁর কাছ থেকে চলে গেছে। কিন্তু খ্রীষ্টের এই বারোজন শিষ্য কখনো তাঁকে ছেড়ে যান নি। তিনি সব সময় তাঁদেরকে স্নেহের পরশে ধরে রেখেছেন এবং তাঁরাও তাদের প্রভুকে ভালবেসে সব সময় তাঁর পাশে পাশে ছিলেন।

২. তিনি এখন এই আবেদন করছেন, যেন তাঁর শিষ্যরা এখন প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে পারেন, যেহেতু তিনি তাঁদেরকে ফেলে এখন চলে যাবেন এবং তিনি নিজে আর তাঁদের প্রতি নজর রাখতে পারবেন না, যেভাবে তিনি এতদিন তাঁদের উপর নজর রেখে এসেছেন (পদ ১১): “তাদেরকে এই সময় রক্ষা কোরো, যাতে করে আমি তাদের প্রতি যে শ্রম দিয়েছি, তা বৃথা না যায়। তারা যেন একে অন্যের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে স্থির থাকতে পারে এবং তাদের মধ্যে যেন সুষম ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশ পায়।” তিনি এই সম্পর্কে আরও কথা বলেছেন এরপরে, পদ ২১। তবে এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) কতটা আনন্দের সাথে তিনি তাঁর নিজ প্রস্থানের কথা ঘোষণা করছেন। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে বিজয়ের সুরে এবং আনন্দ-উল্লাসের সুরে কথা বলছিলেন। সেই সাথে তিনি এটাও উল্লেখ করছিলেন যে, তিনি এই জগত ত্যাগ করে তাঁর নিজ জগতে গমন করবেন।

[১] “আমি আর এই জগতের নই। এই জগত থেকে আমার বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। অনেক সময় পার হয়ে গেছে, আমাকে এখন আমার নিজ গৃহে ফিরে যেতে হবে। আমার যে কাজ করার কথা ছিল তা সম্পন্ন করার সময় খুব কাছে চলে এসেছে এবং তা শেষ হলেই আমি চলে যাব। আর কোন কাজই আমার বাকি থাকবে না এবং যত শীঘ্র সম্ভ ব আমি আমার জগতে ফিরে যাব।” প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর জাগতিক দায়িত্ব পালন করার প্রায়

শেষ পর্যায়ে এসে অত্যন্ত আনন্দ এবং স্বস্তি সহকারে তাঁর আপন নিবাসে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

[২] "এখন আমি তোমার কাছে আসছি।" একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের জাগতিক যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট তখনই দূর হয়ে যায়, যখন সে এ কথা কল্পনা করে যে, এই জগত থেকে মুক্ত হলেই তার জন্য অপেক্ষা করছে এক মহা স্বস্তির জগত। সেখানে থাকবেন তার পিতা ঈশ্বর, যিনি তাকে সেখানে সাদরে গ্রহণ করবেন এবং তার সাথে বসে এক টেবিলে ভোজ গ্রহণ করবেন। পার্থিব মৃত্যুর পরই একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসী ঈশ্বরের সাথে প্রকৃত সহভাগিতায় মিলিত হতে পারে এবং তা চিরকালব্যাপী স্থায়ী হয়।

(২) যাদেরকে তিনি পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছেন, তাদের প্রতি তিনি কত না স্নেহ নিয়ে কথা বলছেন: "কিন্তু এরা এই পৃথিবীতে রয়েছে। আমি দেখেছি এই পৃথিবী কত না মন্দ। আমার এই প্রিয়পাত্রেরা, যাদেরকে এখানে থাকতেই হবে, তাদের অবস্থাটা এখানে কি দাঁড়াবে? পবিত্র পিতা, তোমার নামে তাদেরকে রক্ষা কর। তারা আমার উপস্থিতি কামনা করবে। তাদেরকে তোমার উপস্থিতি দান কর। এখন তাদের অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আমার জন্য চাহিদা রয়েছে, কারণ আমি তাদেরকে পুরো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেব, যেখানে তারা আজ পর্যন্ত যায় নি। তাদেরকে অবশ্যই বহু দূর পর্যন্ত যাত্রা করতে হবে এবং মহাসাগর পাড়ি দিতে হবে। তাই তুমি যদি তাদেরকে ধরে না রাখ তাহলে তারা হারিয়ে যাবে।" এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] যখন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পিতার নিকটে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর নিজ লোকদের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে চিন্তা করছিলেন, যাদেরকে তিনি এই জগতে রেখে যাচ্ছেন এবং তখনও তিনি তাদের জন্য সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি তাঁর বুকের মাঝে, তাঁর হৃদয়ে তাদের নাম খোদাই করে লিখে নিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর ক্রুশের পেরেক দিয়ে তাদেরকে তাঁর হাতের তালুতে গেঁথে নিয়েছিলেন। যখন তিনি তাদের দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল হয়ে যাবেন, তখনও তিনি তাদেরকে ভুলে যাবেন না। আমাদের অবশ্যই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত, যারা এই পৃথিবীতে পদার্পণ করতে চলেছে, যেখানে আমরা এই পথ অনেকটাই পাড়ি দিয়ে ফেলেছি। তাদের জন্যও আমরা সহানুভূতিশীল হব, যাদেরকে আমরা ফেলে যাচ্ছি।

[২] যখন যীশু খ্রীষ্ট এই চাহিদার বা প্রয়োজনের কথা বললেন, সে সময় তাদের জন্য স্বর্গে স্থান প্রস্তুত করা হয়েছিল। তিনি শুধু বলেছেন, "এরা এই পৃথিবীতে রয়েছে।" এই কথাটি দ্বারা তাদের কাছে বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা হয়, যারা স্বর্গে রয়েছে, যাদেরকে ভণ্ড পৃথিবী পরিবর্তন করতে চায় ও প্রলোভিত করতে চায় এবং যাদেরকে বর্বর পৃথিবী ঘৃণা করে ও নির্যাতন করে।

৩. তিনি আবেদন জানাচ্ছেন যে, তারা কত না সন্তুষ্ট হবে যদি তারা জানতে পারে যে, তারা নিরাপদে রয়েছে। তাদের স্বস্তিতে থাকতে দেখাটা অত্যন্ত সন্তোষজনক হবে: "কিন্তু এখন আমি তোমার কাছে আসছি, আর পৃথিবীতে এসব কথা বলছি, যেন তারা আমার

আনন্দ তাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়," পদ ১৩। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তাঁর শিষ্যদের জন্য আনন্দের পরিপূর্ণতা চেয়েছেন, কারণ তাঁর ইচ্ছা হল সকলে যেন আনন্দ করে। তিনি তাঁদেরকে এখন অশ্রু এবং সমসার মধ্যে রেখে যাচ্ছেন, কিন্তু তারপরও তিনি তাঁদের জন্য কার্যকরী যত্ন নেবেন, যেন তাঁরা তাঁদের আনন্দ সম্পূর্ণভাবে পেতে পারে। যখন তাঁরা ভাবতে থাকবে যে, খ্রীষ্টেতে তাঁদের আনন্দের দিন শেষ হয়ে গেছে, সে সময় তিনি তাঁদের আনন্দের এমন পূর্ণতা দেবেন যা এর আগে কখনোই ছিল না এবং তা পরিপূর্ণ হবে। এখানে আমরা শিক্ষা পাই:

[১] আমরা যেন খ্রীষ্টতে আমাদের আনন্দ খুঁজে পাই: "এটি আমার আনন্দ, আমার ত্যাগের আনন্দ; আমি যেখানে রয়েছি সেই স্থানের আনন্দ।" খ্রীষ্ট একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের আনন্দ, তার প্রধান আনন্দ। তার ভেতরেই পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ নিহিত, খ্রীষ্টেতে আনন্দ চিরস্থায়ী, যেমন খ্রীষ্ট নিজে চিরস্থায়ী।

[২] আমরা যেন নিষ্ঠার সাথে আমাদের আনন্দ লাভ করি, কারণ এটি সমস্ত প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য সুযোগ এবং দায়িত্ব। খ্রীষ্টান জীবনের আর এমন কোন কাজ এতটা আন্তরিকতার সাথে পালন করার প্রয়োজন হয় না (ফিলিপীয় ৩:১; ৪:৪)।

[৩] আমরা যেন এই আনন্দের চূড়ান্ত পর্যায় অর্জন করার জন্য লক্ষ্যস্থির করি, যাতে তা আমাদের ভেতরে পরিপূর্ণ হয়, কারণ খ্রীষ্ট আমাদের জন্য এমনটাই নির্ধারণ করেছেন।

(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর পিতার পরিচর্যার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার জন্য এবং তিনি যা যা করেছেন সেসবের প্রতি সাক্ষী হওয়ার জন্য তাঁদের কাছে নির্দেশ দিচ্ছেন: "এই সমস্ত কথা আমি পৃথিবীতে থাকতে বলেছি, তখনও আমি তাদের সাথে ছিলাম।" স্বর্গে তাদের স্থান প্রস্তুত করার জন্য তাঁর যে মধ্যস্থতা, তা তাঁর নিজের মধ্য দিয়েই কার্যকরী হল। তবে এই পৃথিবীতে থাকতেই এই কথাগুলো বলার কারণে তাঁরা অনেক বেশি সন্তুষ্ট হলেন এবং উৎসাহ লাভ করলেন। এর কারণেই তাঁরা যখন আবার একত্রে মিলিত হবেন তখন তাঁরা আনন্দ করবেন। লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের জন্য সান্ত্বনা সংরক্ষণ করে রাখেন নি। তিনি তা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে রেখে দেন নি, বরং তিনি তা এখনই তাঁদের দিয়ে দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, এটি তাঁদের বর্তমান সময়ের সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হয়েছে। তিনি এখানে তাঁর শিষ্যদের উপস্থিতিতে তাঁর শেষ ইচ্ছা এবং চুক্তি প্রকাশ করলেন। তিনি তাঁদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁদের জন্য তিনি কী কী শর্ত রেখেছেন (যা বলতে অনেক চুক্তিকারী লজ্জা পান) এবং কীভাবে তাঁরা সুরক্ষিত থাকবে, যাতে করে তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ় সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।

[২] আমাদের জন্য খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা পূর্ণ হওয়ার জন্য বা তাঁর মাঝে আনন্দিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এর চেয়ে আর কোন কিছুই এত কার্যকরীভাবে আমাদের ভয় এবং অবিশ্বাসকে দূর করতে পারে না এবং আমাদেরকে সুদৃঢ় সান্ত্বনা দ্বারা সুরক্ষিত রাখতে পারে না, যতটা পারে ঈশ্বরের সামনে আমাদের জন্য তাঁর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি। এই কারণে প্রেরিত পৌল এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "আর তিনিই ঈশ্বরের ডান পাশে আছেন এবং আমাদের পক্ষে অনুরোধ

করছেন" (রোমীয় ৮:৩৪; ইব্রীয় ৭:২৫)।

৪. এই পৃথিবীতে যে সমস্ত মন্দ কাজের সংস্পর্শে তাঁরা আসবেন, সে সব থেকে তাঁদেরকে দূরে থাকতে তিনি তাঁদেরকে আবেদন জানিয়েছেন (পদ ১৪): "আমি তাদেরকে তোমার বাক্য দিয়েছি; আর পৃথিবী তাদেরকে ঘৃণা করেছে, কারণ তারা পৃথিবীর নয়, যেমন আমিও পৃথিবীর নই। তুমি যে বাক্য প্রকাশ করেছ তা আমি তাদেরকে দিয়েছি আর তারা তা গ্রহণ করেছে। তারা তা নিজেদের মাঝে বিশ্বাস করেছে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার বিষ-য়টি গ্রহণ করেছে। আর এই কারণে সারা পৃথিবী তাদেরকে ঘৃণা করেছে। এর আরও কারণ হচ্ছে, তারা এই জগতের নয়, আমিও আর এই জগতের নই।" এখানে আমরা দেখি:

(১) খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রতি জগতের শত্রুতা। যখন খ্রীষ্ট তাঁদের সাথে ছিলেন, সে সময় যদিও তাঁরা এই জগতের কাছে খুব কমই বাধা পেয়েছেন, তবুও সে সময় এই জগত তাঁদেরকে ঘৃণা করেছে। আর এখন যেহেতু তাঁরা সারা পৃথিবীতে তাঁদের প্রভুর সুসমাচার প্রচার করার জন্য ছড়িয়ে পড়ছেন এবং এর দ্বারা তাঁরা পুরো পৃথিবীতে উলোট-পালট করে দেবেন, সে কারণে সেই ঘৃণা তীব্র আকার ধারণ করেছে। "পিতা, তাদের বন্ধু হিসেবে থেকো," খ্রীষ্ট বলছেন, "কারণ তাদের অনেক শত্রু রয়েছে। তাদেরকে তোমার ভালবাসা পেতে দাও, কারণ পৃথিবীর সমস্ত ঘৃণা তাদের উপরে পড়েছে। সেই আগুনের গোলাবর্ষণের মাঝে তাদেরকে তোমার বর্ম দ্বারা রক্ষা কর।" দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করা এবং অসহায়ের জন্য সহায়স্বরূপ হওয়া ঈশ্বরের জন্য সম্মানের বিষয়। "প্রভু, তাদের প্রতি দয়া কর, কারণ লোকেরা তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।"

(২) এই শত্রুতার কারণ, যা এই আবেদনকে আরও গ্রহণযোগ্য করেছে।

[১] এখানে গুরুত্ব দিয়ে এর একটি কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছেন, যা খ্রীষ্টের হাত দিয়ে তাঁদের কাছে পৌঁছেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এর প্রচারক, প্রচারক এবং শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে দাঁড় করিয়েছে। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের ভাল ইচ্ছা এবং ভাল কথা গ্রহণ করেছে তাদেরকে অবশ্যই জগতের মন্দ ইচ্ছা এবং মন্দ কথা মেনে নিতে হবে। সুসমাচার প্রচারকরা বিশেষ একটি উপায়ে এই পৃথিবীতে ঘৃণিত হয়ে এসেছেন, কারণ তারা মানুষকে এই পৃথিবীর বাইরের বলে মনে করেন এবং তারা তাদেরকে এখান থেকে আলাদা করে ফেলতে চান। তারা শিক্ষা দেন যেন তারা এই পৃথিবীর প্রতি আসক্ত না হয়, আর তারা এই পৃথিবীকে দোষারোপ করে থাকেন। "পিতা, তাদেরকে ধরে রেখ, কারণ তোমারই কারণে তারা নির্যাতিত হচ্ছে" (গীতসংহিতা ৬৯:৭)। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের ধৈর্যের কথাগুলো মনে রাখে তারা প্রলোভনের সময়ে সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত থাকতে পারে (প্রকাশিত বাক্য ৩:১০)। যে কারণে একজন শহীদের জন্ম হয়, সেই একই কারণে সে একজন আনন্দময় দুঃখভোগকারী হয়ে ওঠে।

[২] আরেকটি কারণ রয়েছে, যা এখানে প্রকাশ করা হয়েছে; এই পৃথিবী তাঁদেরকে ঘৃণা

করে, কারণ তাঁরা এই পৃথিবীর নন। যাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের বাণী ক্ষমতা ও শক্তি সহকারে আবির্ভূত হয়, তারা কেউই এই জগতের নয়, কারণ এটি গ্রহণ করার ফলে তাদের মধ্যে যে প্রভাব পড়ে এর ফলে তারা এর ভালবাসা গ্রহণ করে। সেই কারণে তারা এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের আকাঙ্খা থেকে দূরে সরে যায় এবং তারা এই পৃথিবীর সমস্ত মন্দতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এই কারণেই তাদের উপর পৃথিবীর এত আক্রোশ।

৫. তিনি তাঁর নিজের মধ্য দিয়ে এই দূষিত পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তাঁদেরকে পবিত্র পবিত্র করতে আবেদন জানাচ্ছেন (পদ ১৬): “পিতা, তাদেরকে ধরে রেখ, কারণ এরা আমার আত্মা এবং অন্তর দ্বারা চালিত হচ্ছে। তারা এই পৃথিবীর নয়, এমন কি আমিও এই পৃথিবীর নই।” তারা বিশ্বাসে নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে:-

(১) যারা এই পৃথিবীতে ঠিক খ্রীষ্টের মত করেই জীবন ধারণ করেছে এবং তাঁর সকল ধাপ অনুসরণ করেছে। ঈশ্বর তাদেরকেই ভালবাসবেন, যারা ঠিক খ্রীষ্টেরই মত।

(২) যারা নিজেদেরকে এই পৃথিবীর বিষয়ে মত্ত রাখে না, কিংবা এর সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে না। লক্ষ্য করুন:

[১] যীশু খ্রীষ্ট এই জগতের ছিলেন না। তিনি কখনই এর কোন অংশ ছিলেন না এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, তাঁকে এখন এখান থেকে চলে যেতে হবে। এই কথাটি এই অর্থ প্রকাশ করে:

প্রথমত, তাঁর অবস্থান: তিনি এই জগতের লোকদের কাছে জনপ্রিয় বা বন্ধু কোনটিই ছিলেন না, কিংবা এর রাজা বা শাসনকর্তাও ছিলেন না। তাঁর কোন পার্থিব সম্পত্তি ছিল না, কিংবা তাঁর মাথা গোঁজার ঠাঁইও ছিল না। তাঁর কোন পার্থিব ক্ষমতা ছিল না, তিনি কোন বিচারক বা বিভেদকারীও ছিলেন না।

দ্বিতীয়ত, তাঁর আত্মা: তিনি ছিলেন যথার্থভাবেই এই জগতের কাছে মৃত। এই জগতের রাজার তাঁর কাছে চাইবার বা নেওয়ার কিছুই ছিল না, এই পৃথিবীর সকল বস্তু তাঁর কাছে ছিল মূল্যহীন। তাঁর সম্মানের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি নিজেকে অত্যন্ত নিচু করেছেন। তাঁর কোন ধন-সম্পদের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি আমাদের জন্য দরিদ্র হয়ে এসেছেন। তাঁর কোন সুখের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি নিজেই দুঃখভোগ করতে এসেছেন (যোহন ৮:২৩)।

[২] এই কারণে সত্যিকার খ্রীষ্টান বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীর নয়। খ্রীষ্টতে তাদের আত্মা হচ্ছে এই পৃথিবীর আত্মার বিপরীত।

প্রথমত, এই পৃথিবীতে নির্যাতিত ও অপমানিত হওয়াটাই তাদের নিয়তি। তাদের প্রভু এর আগে এই পৃথিবীতে যেমন অবিশ্বাস সহ্য করেছেন তার চাইতে ভাল অবস্থা তাদের হবে না।

দ্বিতীয়ত, তাদের এই পৃথিবী থেকে উদ্ধার পাওয়ার এটিই সুযোগ, যেভাবে অব্রাহাম তাঁর জ্ঞাতিদের মধ্য থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, তাদের দায়িত্ব এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই জগতের কাছে মৃত হওয়া। তাদের সবচেয়ে আনন্দদায়ক কথোপকথন হচ্ছে এবং হওয়া উচিত অন্য এক জগতের সাথে। তাদের সমস্ত কাজ করা উচিত সেই জগতকে ঘিরে, এই জগতকে নয়। খ্রীষ্টের শিষ্যরা দুর্বল এবং তাদের অনেক অক্ষমতা রয়েছে। তবুও তিনি তাদের প্রতি এই কথা বলছেন যে, তারা এই পৃথিবীর নয়, এই পৃথিবীর নয়; আর এই কারণে তিনি তাদেরকে স্বর্গের প্রতি যত্নবান হতে বলেছেন।

যোহন ১৭:১৭-১৯ পদ

এরপর খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের জন্য যে প্রার্থনা করেছেন তা হচ্ছে, তাঁরা যেন অবশ্যই পবিত্রীকৃত হন। তাঁদেরকে শুধু যেন মন্দতা থেকে দূরে না রাখা হয়, বরং সেই সাথে যেন তাঁদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট উত্তমে পরিণত করা হয়।

ক. এখানে রয়েছে সেই আবেদন (পদ ১৭): "তোমার সত্য দ্বারা এবং তোমার বাক্য দ্বারা তাদেরকে পবিত্র কর, কারণ তোমার বাক্যই হচ্ছে সত্য।" তাঁর বাক্য সত্য – এটি নিজেই সত্য। তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছেন যেন শিষ্যরা এই বাক্যের প্রভাবে পবিত্র হন। দেখুন, কীভাবে তাঁদের পবিত্র হওয়া প্রয়োজন:-

১. খ্রীষ্টান বিশ্বাসী হিসেবে: "পিতা, তাদেরকে পবিত্র কর এবং এতে করে তারা রক্ষা পাবে" (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) যে অনুগ্রহের জন্য আকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছে – পবিত্রীকরণ। শিষ্যরা পবিত্রীকৃত হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা এই জগতের ছিলেন না; তারপরও তিনি প্রার্থনা করেছেন, "পিতা, তাদেরকে পবিত্র কর।" এর অর্থ হচ্ছে:

[১] শিষ্যদের পবিত্রকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা, তাঁদের বিশ্বাসকে মজবুত করা, তাঁদের উত্তম পরিচর্যাকে আরও বিকশিত করা, তাঁদের ভাল দিকগুলোর প্রকাশ ঘটানো।

[২] তাঁদের ভেতরে যে ভাল কাজের মনোভাব রয়েছে তা চালিয়ে যাওয়া, যেন তাঁদের ভেতরের আলো আরও বেশি করে দীপ্তি দান করে।

[৩] "এই পবিত্রীকরণের কাজ সম্পন্ন কর। তাদেরকে পবিত্রতার পরিপূর্ণতা দ্বারা ভূষিত কর। তাদেরকে শেষ পর্যন্ত পবিত্র রাখ।" লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, যে সমস্ত লোকেরা খ্রীষ্টের নিজের, তাদের সকলের জন্য তাঁর প্রার্থনা হচ্ছে তারা যেন পবিত্র হয়; কারণ তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে আপন বলে গ্রহণ করতে পারেন না, কিংবা তাদেরকে তাঁর নিজের বা তাঁর পিতার পরিচর্যা কাজে নিয়োগ দান করতে পারেন না, যতক্ষণ না তারা পবিত্রীকৃত না হয়।

দ্বিতীয়ত, যারা অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পবিত্রীকৃত হয়, তাদের আরও বেশি পবিত্র হওয়ার প্রয়োজন আছে। এমন কি শিষ্যদেরও পবিত্রীকৃত হওয়ার জন্য অনুগ্রহ কামনা করতে হবে; কারণ যদি তিনি এই মহান কাজ শুরু করে তা শেষ না করেন, তাহলে আমরা একেবারেই

অর্থহীন। সামনে এগিয়ে না যাওয়ার অর্থ হচ্ছে পিছিয়ে যাওয়া। যিনি পবিত্র, তাকে অবশ্যই সব সময় পবিত্র থাকতে হবে, আরও বেশি পবিত্র হতে হবে, সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং উপরে উঠতে হবে; যেন শেষ পর্যায়টি তিনি অর্জন করতে পারেন।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরই আমাদেরকে পবিত্র করেন এবং ঈশ্বরই আমাদেরকে বিচার করেন (২ করিন্থীয় ৫:৫)। ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ দয়ার দ্বারা আমরা পবিত্রীকৃত হই এবং তাঁরই করুণায় ও দয়ায় আমরা ধার্মিক বলে গণ্য হই।

চতুর্থত, আমাদের নিজেদের পবিত্রীকৃত হওয়ার প্রার্থনার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটি উৎসাহজনক যে, এই সুযোগটি খ্রীষ্ট নিজে আমাদের জন্য তৈরি করেছেন।

(২) এই অনুগ্রহ গ্রহণের মাধ্যম – "তোমার সত্যের মাধ্যমে, কারণ তোমার বাক্য সত্য।" এমন নয় যে, ইস্রায়েলের পবিত্রজন সীমাবদ্ধ পরিসরে কাজ করছেন, বরং শান্তি পরিষদে অন্যান্য সকল বিষয়ের সাথে এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং গৃহীত হয়েছিল।

[১] সকল প্রয়োজনীয় সত্য অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যে একীভূত করতে হবে এবং সমন্বিত করতে হবে। স্বর্গীয় প্রকাশ, এখন যা লিখিত আকারে আমাদের কাছে রয়েছে, তা শুধু যে অবিমিশ্রিত সত্য তাই নয়, বরং সেই সাথে কোন প্রকার সন্দেহ ব্যতিরেকে অলঙ্ঘনীয় সত্য।

[২] এই সত্যের বাক্য অবশ্যই আমাদের পবিত্রীকরণের বাহ্যিক এবং সাধারণ মাধ্যম; এর নিজের নয়, কারণ এরপর থেকে এটি সব সময় পবিত্রকরণ করবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার হাতিয়ার হিসেবে, যা সাধারণভাবে এই ভাল কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য এবং শুরু করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি নতুন জন্মের বীজ (১ পিতর ১:২৩) এবং নতুন জীবনের আহার (১ পিতর ২:১-২)।

২. পরিচর্যাকারী হিসেবে: "তাদের পবিত্র কর, তাদের তোমরা নিজের এবং সেবার জন্য আলাদা কর; প্রেরিত হওয়ার জন্য তাদের আহ্বানকে স্বর্গে গ্রহণযোগ্য কর।" ভাববাদীরা পবিত্রীকৃত হয়েছেন, এমন কথাই বলা হয়ে থাকে (যিরমিয় ১:৫)। পুরোহিত এবং লেবীয়রাও তদ্রূপ। "তাদেরকে পবিত্র কর" – এর অর্থ হল:

(১) "তাদেরকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যোগ্য করে তোলো, যাতে করে তাদের মধ্যে খ্রীষ্টান অনুগ্রহ এবং পরিচর্যাকারীর দান থাকে, যাতে করে তারা নতুন নিয়মের যোগ্য পরিচর্যাকারী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।"

(২) "তাদেরকে দায়িত্ব পালনের জন্য পৃথক কর (রোমীয় ১:১)। আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি, তারা সাড়া দিয়েছে। পিতা, এখন তুমি আমেন বল।"

(৩) "তাদেরকে এই দায়িত্বের জন্য গ্রহণ কর; তোমার হাত তাদের উপরে বিস্তার কর; তাদেরকে তোমার সত্যের মধ্যে ও সত্যের দ্বারা পবিত্র কর, কারণ সত্য সকল মুখোশ এবং ছায়ার বিরোধী। তাদেরকে সত্যিকার অর্থে পবিত্র কর, আনুষ্ঠানিকতার জন্য বা প্রথাগত কারণে নয়, যেভাবে লেবীয় পুরোহিতেরা অভিষিক্ত ও উৎসর্গীকৃত হওয়ার মাধ্যমে পবিত্র

হতেন। তাদেরকে তোমার সত্যে পবিত্র কর, তোমার সত্যের কালামে, যাতে করে তারা এই পৃথিবীতে তোমার সত্যের বাক্যের প্রচারক হতে পারে। পুরোহিতদেরকে পবিত্র করা হয় উপাসনালয়ে দায়িত্ব পালন করার জন্য, তাদেরকে তুমি তোমার সুসমাচার প্রচারের জন্য পবিত্র কর” (১ করিন্থীয় ৯:১৩,১৪)। লক্ষ্য করুন:

[১] যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পরিচর্যাকারীদের জন্য বিশেষ আন্তরিকতা সহকারে মধ্যস্থতা করেছেন এবং তাঁর পিতাকে অনুরোধ করছেন যেন তিনি তাঁর ডান হাতে যে তারকা বহন করছেন, তার দ্বারা তাদেরকে যেন তিনি অনুগ্রহ দান করেন।

[২] ঈশ্বরের কাছে সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় যে দানটি কামনা করা যায় তা হচ্ছে, তারা যেন পবিত্র হয়। কার্যকরীভাবে তারা যেন এই জগত থেকে পৃথক হয়। তারা যেন পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হয়। পরীক্ষামূলকভাবে তারা যে বাক্য অন্যদের কাছে প্রচার করবে তা প্রচার করার আগে যেন নিজেদের হৃদয়ের মাঝে স্থান করে নেয়। তারা যেন ঊরীম এবং তূম্মীম, আলো এবং পূর্ণতা হিসেবে পরিগণিত হয়।

খ. এখানে দু'টি যুক্তি বা অনুরোধ আমরা দেখতে পাই, যা শিষ্যদের পবিত্রীকরণের আবেদনটিকে আরও জোরালো করেছে:-

১. তাঁর জন্য তাঁদের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে (পদ ১৮): “তুমি যেমন আমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছ, যেন আমি মানব সন্তানদের কাছে তোমার দূত হিসেবে যাই, তেমনি আমিও এখন তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি আমার দূত হিসেবে।” এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট তাঁর নিজের লক্ষ্যের ব্যাপারে গভীর নিশ্চয়তা সহকারে আশ্বাস দান করছেন: “তুমি আমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছ।” খ্রীষ্টান ধর্মের মহান স্রষ্টা তাঁর সকল নির্দেশমালা এবং দায়িত্ব তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন, যিনি সকল ধর্মের মূল এবং প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছেন, যেন তাঁকে যা বলতে বলা হয়েছে তা তিনি বলেন এবং তাঁকে যা করতে বলা হয়েছে তা তিনি করেন। যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে, তিনি যেন তাদের কাছে তাঁর নিজ সত্তারূপে আবির্ভূত হন, যা দায়িত্বের সবচেয়ে সান্ত্বনাসূচক দিক এবং তাঁর উপরে আমাদের এই অসীম নির্ভরতার কারণ। তাঁর কাজের ধরন ছিল অত্যন্ত উত্তম, আর এ কারণেই তিনি এই লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেন।

(২) তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে যে আদেশ দিয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত গভীর সন্তুষ্টির সাথে কথা বলেছেন, “তাই আমি তাদেরকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সকলকে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঠিয়েছি।” তিনি যে মতবাদ প্রচার করেছেন সেই একই মতবাদ প্রচার করার জন্য এবং বিভিন্ন প্রমাণ দাখিল করার মধ্য দিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এবং সেই সাথে অন্য সকল বিশ্বাসী লোকদের কাছে সুসমাচার পৌছে দেওয়ার জন্য, যারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিল। তিনি তাঁদেরকে তাঁর দায়িত্ব দিয়েছিলেন (যোহন ২০:২১) তাঁর নিজের কথা উল্লেখ করে এবং এতে করে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁদের এই দায়িত্বভার যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকেই এসেছে। আর এটিই মধ্যস্থতাকারী এবং সান্ত্বনা দানকারী পরিচর্যাকারীদের মধ্যকার কাজের মিল বা সঙ্গতি।

তাঁকে বলা হবে একজন প্রেরিত (ইব্রীয় ৩:১), একজন পরিচর্যাকারী (রোমীয় ১৫:৮), একজন বার্তাবাহক (মালাখি ৩:১)। তাঁদেরকে দাস হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তাঁকেই কেবলমাত্র পাঠানো হয়েছিল পুত্র হিসেবে। এখানে এর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

[১] কেন খ্রীষ্ট তাঁদের ব্যাপারে এত চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁর অন্তরের মাঝে কেন তাঁদের জন্য তাঁর এত ভালবাসা ছিল: কারণ তিনি নিজেই তাঁদেরকে এক কঠিন কাজে পাঠিয়েছিলেন, যা পালন করার জন্য অনেক বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যাকে পাঠান, তার সাথে তিনি সব সময় থাকেন এবং যারা তাঁর জন্য কাজ করে তাদের ব্যাপারে তিনি সব সময় খোঁজ নেন ও চিন্তিত থাকেন। তিনি আমাদেরকে যে কাজের জন্য ডেকেছেন সে কাজের জন্য তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে যোগ্য করে তুলবেন এবং আমাদেরকে বৃদ্ধি দান করবেন।

[২] কেন তিনি তাঁদের জন্য তাঁর পিতার কাছে আবেদন করেছিলেন: কারণ তিনি তাঁদের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। তিনি তাঁর লক্ষ্য সম্পন্ন করার জন্য তাঁদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন এবং সেই মহান কার্যক্রম শেষ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট মানুষের জন্য দান গ্রহণ করেছেন (গীতসংহিতা ৬৮:১৮) এবং এরপর তিনি তা মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন (ইফিষীয় ৪:৮)। তিনি তাঁর পিতার কাছে সাহায্য চাইলেন যেন তিনি এই দানগুলোর জন্য অনুমোদন দেন এবং গ্রহণযোগ্য করেন। পিতা তাঁকে যখন এই জগতে পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁকেও পবিত্র করেছিলেন (যোহন ১০:৩৬)। এখন তিনি তাঁদেরকে পাঠাচ্ছেন, যেন তাঁরাও পবিত্র হন।

২. তাঁদের জন্য তাঁর যে ভালবাসা ছিল তা এই আবেদনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে (পদ ১৯): "তাদের জন্যই আমি নিজেকে পবিত্র করেছি।" এখানে দেখুন:

(১) মধ্যস্থতাকারী হিসেবে খ্রীষ্টের দায়িত্ব এবং পদমর্যাদা: "আমি নিজেকে পবিত্র করেছি।" তিনি পুরোপুরিভাবে নিজেকে মধ্যস্থতার জন্য নিবেদিত করেছিলেন এবং এর সকল বিষয়ের জন্যই নিবেদিত করেছিলেন, বিশেষ করে যে অংশটি এখন সঙ্ঘটিত হতে চলেছে – নিজেকে কোনরূপ কলঙ্কবিহীনভাবে চিরস্থায়ী আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা। তিনি নিজেকে পুরোহিত এবং বেদি হিসেবে উৎসর্গের মত করে পবিত্র করেছেন। যখন তিনি বলেছেন, "পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত কর; পিতা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; পিতা, আমি তোমার হাতে আমার আত্মা সমর্পণ করি" – সে সময় তিনি যে সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করছিলেন তা পেয়ে গেছেন এবং নিজেকে পবিত্র করেছেন। এই বিষয়টি তিনি তাঁর পিতার কাছে যাচ্‌ঞা করেছিলেন, যাতে করে পিতার সন্তুষ্টির দ্বারা তাঁর মধ্যস্থতামূলক কাজ অনুমোদিত হয়। তাঁর নিজ রক্তের দ্বারা তিনি যেন পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারেন (ইব্রীয় ৯:১২), যেভাবে মহাপুরোহিত প্রায়শ্চিত্তের দিনে পর্দার ভেতরে গিয়ে ধূপ পোড়াবার সময় উৎসর্গের পশুর রক্ত ছিটাতেন (লেবীয় ১৫:১২,১৪)।

(২) এখানে শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়: "এগুলো সবই তাদের জন্য, যাতে করে তারা পবিত্র হয়" – এর অর্থ হচ্ছে, "তারা যেন মারা না পড়ে;" যেমনটা

অনেকে বলে থাকেন। "আমি নিজেকে উৎসর্গ করছি, যেন তারা ঈশ্বরের মহিমার্থে এবং মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে।" প্রেরিত পৌল তাঁর সত্তার উৎসর্গের কথা বলেছেন (ফিলিপীয় ২:১৭; ২ তীমথিয় ৪:৬)। পবিত্র লোকদের মৃত্যু ঈশ্বরের চোখে মূল্যবান, যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। এ বিষয়ে আমি আরও স্পষ্ট করে বলতে চাই, তাঁরা পবিত্র এবং পরিচর্যাকারীরা উভয়েই। তাঁরা সকলেই ঈশ্বরের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য এবং যোগ্যতাসম্পন্ন।

[১] খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা পরিচর্যাকারীর পদটি ক্রয় করা হয়েছে এবং এটি তাঁর পবিত্রকরণের অন্যতম একটি আশীর্বাদপ্রাপ্ত ফল। খ্রীষ্টের ভালবাসার সাথে এর সুফল এবং মূল্য জড়িত। পুরোহিতেরা ব্যবস্থা অনুসারে ষাঁড় এবং ছাগলের রক্ত দ্বারা পবিত্রীকৃত হতেন, কিন্তু সুসমাচারের পরিচর্যাকারীরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা পবিত্রীকৃত হন।

[২] সকল প্রকৃত খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের সত্যিকার পবিত্রতা হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর সুফল, যার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দান অর্জন করা হয়েছে। তিনি নিজেকে মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন, যাতে করে তা পবিত্র হয় (ইফিষীয় ৫:২৫,২৬)। আর যিনি এর শেষ পরিকল্পনা করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই এর মাধ্যমও পরিকল্পনা করে রেখেছেন। সুতরাং তারা নিশ্চয়ই সত্যের দ্বারা পবিত্র হবেন, যে সত্য খ্রীষ্ট এই জগতে বহন করে নিয়ে এসছিলেন। সত্যের বাক্য তাঁর পবিত্রীকৃত বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি লাভ করেছে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। অনেকে তা বুঝতে পারে এবং তারা সত্যে পবিত্রীকৃত হয়। তা পবিত্র হয় আত্মায় এবং এর সত্যে। আর এই বিষয়টির জন্যই খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেছেন। যারা তাঁর নিজের, তাদের সকলের জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন; কারণ এটিই তাঁর ইচ্ছা, যেন তারা পবিত্রীকৃত হয় এবং তারা যেন এ নিয়ে প্রার্থনা করতে উৎসাহিত হয়।

যোহন ১৭:২০-২৩ পদ

শিষ্যদের পবিত্রতার বিষয়ে প্রার্থনা করার পরে খ্রীষ্ট তাঁদের একতার জন্য প্রার্থনা করেছেন; কারণ স্বর্গ থেকে জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমে পবিত্র হতে হবে এবং এরপর শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। শিষ্যদের জন্য একতা অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তা যেন হারোণের পবিত্র মস্তকে তেল দ্বারা অভিষিক্ত করার মত কিংবা পবিত্র সিয়োন পদতের চূড়ায় শিশির পড়ার মত। লক্ষ্য করুন:

ক. এই প্রার্থনায় কাদের কথা বলা হয়েছে (পদ ২০): "শুধু তাদের জন্য নয়; শুধু তারা নয় যারা এখন আমার শিষ্য (এগারো জন, সত্তর জন, তার সাথে অন্যান্যরা, নারী এবং পুরুষেরা, তিনি এই জগতে থাকাকালীন সময়ে যারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল)। বরং তাদের জন্য, যারা তাদের কথার দ্বারা আমার উপরে বিশ্বাস করবে, হতে পারে তারা তাদের সময়ে প্রচার করবে কিংবা তাদের পরের প্রজন্মের সময়ের জন্য লিখে রেখে যাবে। আমি তাদের সকলের জন্যই প্রার্থনা করছি, যাতে করে তারা সকলে তাদের আগ্রহের এবং প্রার্থনার দিক থেকে এক হয় এবং তারা সকলে যেন এর থেকে সুফল ভোগ করে।" এখানে লক্ষ্য করুন:

১. শুধুমাত্র যারা খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় আগ্রহী, তারাই খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছে বা আনবে। এই বিষয়টি দ্বারাই তাদেরকে সংজ্ঞায়িত করা হবে এবং এটি সমস্ত খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য এবং দায়িত্বকে ব্যাখ্যা করে। যারা সে সময় বেঁচে ছিল, তারা দেখেছিল এবং বিশ্বাস করেছিল; কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মগুলোর সময়ে যারা দেখে নি, তারাও বিশ্বাস করেছে।

২. শুধুমাত্র বাক্যের দ্বারাই আত্মা খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে। এই উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্টের সুসমাচার লেখা হয়েছিল এবং তাঁর মণ্ডলী গঠন করার জন্য এই পরিচর্যাকারী দল তৈরি করা হয়েছিল। যদি মণ্ডলী টিকে থাকে, তার অর্থ হচ্ছে – পৃথিবীতে একটি চারা বেড়ে ওঠার জন্যই তা টিকে আছে।

৩. কারা কারা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবে তা তিনি সুস্পষ্টভাবে এবং অব্যর্থভাবেই জানেন। এখানে তিনি কোন অভিযানে নামছেন না, তিনি এখানে মানুষের শঠতাপূর্ণ চিন্তার উপর ভর করে কোন কাজ করার চিন্তা নিচ্ছেন না, যা বিনামূল্যে করা সম্ভব। বরং তিনি যুক্তি দ্বারা মানব সন্তানদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করেছেন। খ্রীষ্ট খুব ভাল করেই জানতেন কাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন। স্বর্গীয় দূরদর্শিতা এবং উদ্দেশ্য দ্বারা তিনি আগে থেকেই তা জানতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন কাদেরকে তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে, কাদেরকে অনন্ত জীবনের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, কাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা হয়েছে এবং কারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে (প্রেরিত ১৩:৪৮)।

৪. যীশু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র মহান এবং বিখ্যাত বিশ্বাসীদের জন্য মধ্যস্থতা করেন নি, বরং তিনি সবচেয়ে হীন এবং সবচেয়ে দুর্বল বিশ্বাসীদের জন্যও মধ্যস্থতা করেছেন। শুধুমাত্র তাদের জন্য নয়, যারা তাঁর রাজ্যে বিশ্বস্ততা এবং সম্মানের সবচেয়ে উঁচু পদে আসীন হবে, বরং সকলের জন্যই; এমন কি যারা এই পৃথিবীর চোখে মূল্যহীন বা বিবেচনার বহির্ভূত, তাদের জন্যও। যেহেতু স্বর্গীয় কর্তৃত্ব সকল হীন প্রাণীর জন্য বিদ্যমান, কাজেই স্বর্গীয় অনুগ্রহ সকল নিম্নপদস্থ খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের জন্যও সত্য। একজন ভাল মেষপালকের চোখ পালের সবচেয়ে দুর্বল মেষটির প্রতিও রয়েছে।

৫. যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মধ্যস্থতা কাজে সেই সমস্ত অবশিষ্টাংশদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছেন, যারা এখন পর্যন্ত জন্ম নেয় নি, যে সমস্ত মানুষকে এখনও সৃষ্টি করা হয় নি (গীতসংহিতা ২২:৩১), অপর যে মেষটিকে তাঁর অবশ্যই ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তারা মাতৃগর্ভে বড় হয়ে ওঠার আগে থেকেই তিনি তাদেরকে জানেন (যিরমিয় ১:৫) এবং স্বর্গে তাদের জন্য আগে থেকেই প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রার্থনা করছেন তিনি নিজে, যিনি শুরু থেকেই সমাপ্তি কেমন হবে তা নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং যে সমস্ত জিনিস নেই সেগুলো কেমন হবে তাও ঠিক করে রেখেছেন।

খ. এই প্রার্থনায় কী ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছে (পদ ২১): "তারা সকলে যেন এক হয়।" এই একই কথা এর আগেও বলা হয়েছে (পদ ১১): "তারা যেন এক হয়, যেমন আমরা এক।" আবারও আমরা তা দেখতে পাই পদ ২২-এ। খ্রীষ্টের অন্তর এই বিষয়টির উপরে

খুব বেশি নিবদ্ধ ছিল। অনেকে চিন্তা করেন যে, পদ ১১-তে যে একতার কথা বলা হয়েছে তা শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে পরিচর্যাকারী এবং প্রেরিত হিসেবে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে, যাতে করে তারা খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এক হতে পারে। সুসমাচার প্রচারকদের ঐক্য এবং সুসমাচারের প্রথম প্রচারকদের সমন্বয় এই প্রার্থনার উপর নির্ভর করছিল। তারা যেন শুধু এক হৃদয় না হয়, সেই সাথে তারা যেন এক মুখ হয় এবং তারা যেন সকলে একই কথা বলে। সুসমাচার প্রচারকদের একতা এই সুসমাচারের সৌন্দর্য এবং একই সাথে তার শক্তি। কিন্তু এটি সুস্পষ্ট যে, পদ ২১-এ যে একতার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, সেখানে সকল বিশ্বাসীদের কথাই বলা হয়েছে। এটি তাদের সকলের জন্য খ্রীষ্টের প্রার্থনা, যারা খ্রীষ্টের নিজের লোক। আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, এই প্রার্থনার উত্তর অবশ্যই দেওয়া হয়েছে – "যাতে করে তারা এক হতে পারে, আমাদের সাথে এক হতে পারে" (পদ ২১); "আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হতে পারে" (পদ ২২); "তারা যেন এক হয়ে পরিপূর্ণ হতে পারে" (পদ ২৩)। এখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

১. তারা সকলে যেন এক কাঠামোতে সংগঠিত হয়। "পিতা, তাদের সকলকে এক হিসেবে দেখ এবং তাদের সকলকে মহান মণ্ডলীর দেহকাঠামো হিসেবে মহান চুক্তির আলোকে বিবেচনা কর। তারা যদিও বিভিন্ন স্থানে বাস করে, স্বর্গের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে এবং বিভিন্ন কালে, সময়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সে কারণে তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়; তবুও আমাকে তাদের প্রধান হিসেবে স্থাপন করে তাদেরকে তুমি একত্রিত কর।" খ্রীষ্ট মৃত্যুকে বরণ করার আগে এই প্রার্থনা করেছিলেন, "তাদেরকে এক কর" (যোহন ১১:৫২; ইফি ১:১০)।

২. তারা সকলে যেন এক আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে এই কথার মাধ্যমে বিষয়টি পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে: "তারা যেন আমাদের সাথে এক হয়।" পিতা এবং পুত্রের সাথে ঐক্য একমাত্র পবিত্র আত্মার জন্যই সংরক্ষিত এবং তা অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। তিনি এক আত্মায় পিতার সাথে একতাবদ্ধ হয়েছেন (১ করিন্থীয় ৬:১৭)। "তাদের সকলের উপরে একই সীল এবং চিত্র মোহরাঙ্কিত হোক এবং তাদের উপরে একই শক্তির প্রভাব পড়ুক।"

৩. তারা সকলে ভালবাসা এবং সেবার বন্ধনে যেন একে অপরের সাথে আবদ্ধ হয়, তারা সকলে যেন অভিন্ন হৃদয় হয়। তারা সকলে যেন এক হয়:-

(১) বিচার এবং আবেগের ক্ষেত্রে: সকল বিষয়ে নয়, কারণ তার দরকার নেই এবং এটি সম্ভবও নয়। কিন্তু তারা যেন প্রার্থনার শক্তির দ্বারা ঈশ্বরের মহান বিষয়গুলোতে এক হয় এবং নিজেদের ভেতরে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা সকলে যেন সম্মত হয় যে – ঈশ্বরের অনুগ্রহ পার্থিব জীবনের চাইতে বড়, পাপ সবচেয়ে বড় অপশক্তির কাজ, খ্রীষ্ট আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, এই জীবনের পরে আরেক জীবন রয়েছে এবং এ ধরনের আরও কিছু বিষয়।

(২) প্রকাশভঙ্গি এবং চিন্তার ক্ষেত্রে। যারা পবিত্রীকৃত হয়েছে তাদের সকলেরই এক স্বর্গীয়

বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিচ্ছবি রয়েছে। তাদের সকলের নতুন হৃদয় হয়েছে এবং সেই হৃদয় সকলেরই এক হৃদয়।

(৩) তারা সকলে তাদের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক। প্রত্যেক সত্যিকার খ্রীষ্টান বিশ্বাসী তার সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে ঈশ্বরকে উচ্চে আসীন অবস্থায় দেখবে এবং স্বর্গের মহিমাকে তার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে মানবে।

(৪) তারা সকলে তাদের আকাঙ্খা এবং প্রার্থনার দিক থেকে এক। যদিও তাদের কথা এবং প্রকাশভঙ্গি আলাদা, কিন্তু তাদের ভেতরে সেই একই আত্মা কাজ করছে এবং তারা সকলে একই নিয়ম মেনে চলছে। তারা সকলে কার্যকরভাবে একই বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করে চলেছে।

(৫) তারা সকলে ভালবাসা এবং স্নেহের দিক থেকে এক। প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের ভেতরে এমন এক সত্তা রয়েছে, যা তাকে সকল খ্রীষ্টান বিশ্বাসাদারের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে বলে। এই বিষয়টির কথাই খ্রীষ্ট তাঁর প্রার্থনায় উল্লেখ করেছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি, যাকে বলা হয় *পবিত্রগণের সহভাগিতা*। এই সহভাগিতা ঈশ্বরের সাথে সকল খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের রয়েছে এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল পবিত্রগণের সাথে তাদের চূড়ান্ত ঐক্য রয়েছে (১ যোহন ১:৩)। কিন্তু এই প্রার্থনাটি তার পরিপূর্ণ উত্তর লাভ করবে না, যতদিন পর্যন্ত না সকল পবিত্রগণ স্বর্গে গমন করেন এবং ততদিন পর্যন্ত তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন (পদ ২৩; ইফি ৪:১৩)।

গ. এই আবেদনকে জোরালো করার জন্য তিন ধরনের যুক্তি বা অনুরোধ উপস্থাপন করা হয়েছে:

১. পিতা এবং পুত্রের মধ্যকার ঐক্য, যা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, পদ ১১,২১-২৩।

(১) এটি এই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে যে, পিতা এবং পুত্র এক, তারা স্বভাবে এবং প্রকৃতিতে এক, শক্তিতে এবং মহিমায় এক, পারস্পরিক আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশেও তারা এক। পিতা তাঁর পুত্রকে ভালবাসেন এবং পুত্র সব সময়ই তাঁর পিতাকে সন্তুষ্ট করে এসেছেন। তাঁরা কাঠামোর দিক থেকেও এক এবং কাজের দিক থেকেও তাঁরা এক। এই কথার মধ্য দিয়ে এই ঐক্যের সম্পর্কের প্রগাঢ়ত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে: “তুমি আমার মধ্যে আছ এবং আমি তোমার মধ্যে আছি।” এই কথাটি বেশ কয়েকবার তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময় কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন তাঁর শত্রুরা তাঁকে আটক করতে উদ্যতপ্রায় এবং যখন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ফেলে চলে যাচ্ছিলেন; তবুও সে সময় তিনি তাঁর পিতাতে ছিলেন এবং পিতা তাঁর পুত্রতে ছিলেন।

(২) এই বিষয়টি খ্রীষ্টের শিষ্যদের ঐক্যের জন্য তাঁর প্রার্থনায় উল্লেখ করা হয়েছে:

[১] এই ঐক্যের ধরন: এখানে দেখানো হয়েছে যে, তাদের একতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কতটা আকাঙ্খী ছিলেন। বিশ্বাসীরা কোন কোন দিক থেকে এক, যেভাবে ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট ঐক্যবদ্ধ; কারণ:

প্রথমত, বিশ্বাসীদের ঐক্য খুবই দৃঢ় এবং ঘনিষ্ট ঐক্য। তারা এক স্বর্গীয় সত্তার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, স্বর্গীয় অনুগ্রহের শক্তি দ্বারা এবং স্বর্গীয় পরিষদের অনুমোদন দ্বারা।

দ্বিতীয়ত, এটি একটি পবিত্র মিলন, যা সংঘটিত হয়েছে পবিত্র আত্মার দ্বারা, পবিত্র উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য। এটি কোন পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি করা হয় নি।

তৃতীয়ত, পরিশেষ এটি একটি পরিপূর্ণ ঐক্যে রূপ নেবে। পিতা এবং পুত্রের একই বৈশিষ্ট্য, গুণ এবং পূর্ণতা রয়েছে। এখন বিশ্বাসীদেরও তাই রয়েছে। তাই যখনই তাদেরকে পবিত্রীকৃত করা হবে এবং যখন অনুগ্রহ তার যথাযোগ্য মর্যাদায় সকলের উপরে বর্তাবে, তখন সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে এক পবিত্র প্রতিচ্ছবিতে রূপ নেবে।

[২] এই ঐক্যের কেন্দ্র: "যাতে করে তারা আমাদের মাঝে এক হতে পারে," এর সব কিছুই এখানে রয়েছে। একজন মাত্র ঈশ্বর এবং একজনই মধ্যস্থতাকারী রয়েছে। এ কারণে বিশ্বাসীদেরকেও এক হতে হবে, কারণ তারা সকলে এই এক ঈশ্বরকে তাদের সমস্ত পরিণতির নির্ণায়ক হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তাদের সকল ধার্মিকতার বিচারক হিসেবে গ্রহণ করেছে। যেখানে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে কেন্দ্রে রাখা হয় না এবং খ্রীষ্টকে পথ হিসেবে রাখা হয় না, সেটি হয়ে ওঠে একটি কূটচক্র; কোন ঐক্য নয়। সত্যিকার অর্থে যারা ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টতে ঐক্যবদ্ধ, তারা খুব শীঘ্রই একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে।

[৩] এই ঐক্যের জন্য আবেদন: সৃষ্টিকর্তা এবং উদ্ধারকর্তা বৈশিষ্ট্য এবং আগ্রহের দিক থেকে এক। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হবেন, যদি সকল বিশ্বাসী খ্রীষ্টের সাথে এক না হন এবং তাঁর কাছ থেকে তাদের জন্য সকল অনুগ্রহ একসাথে গ্রহণ না করেন, যেভাবে তিনি তাদের জন্য গ্রহণ করেছেন? খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মন ফিরানো: "পিতা," তিনি বলেছেন, "যারা বিশ্বাস করে যে তারা এক হয়েছে, তারা সকলে পুনর্জীবিত হোক" (ইফিষীয় ২:১৫,১৬), যা মণ্ডলীতে যিহূদী এবং অযিহূদীদের সম্মিলনের কথা বলে। এটি সবচেয়ে বড় রহস্য, আর তা হচ্ছে অযিহূদীরা কী করে সহ-উত্তরাধিকারী হল এবং এক কাঠামোয় সম্মিলিত হল? (ইফিষীয় ৩:৬)। আমি মনে করি এই বিষয়টির প্রতিই খ্রীষ্টের প্রার্থনা প্রধানত নিবদ্ধ হয়েছে, তিনি তাঁর মৃত্যুর আগে এই বিষয়টিকে তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং আমি ভেবে অবাক হই যে, এর চেয়ে যথাযথ আর কোন কারণ এখানে প্রয়োগ করা যেত না: "পিতা, যে সমস্ত অযিহূদীরা বিশ্বাস করেছে, তারা যেন বিশ্বাসী যিহূদীদের সাথে একীভূত হয় এবং তারা যেন নতুন মানুষে পরিণত হয়।" এই যে কথাগুলো, "আমি তাদের মধ্যে আছি এবং তুমি আমার মধ্যে আছো" দেখায় যে, কি সেই ঐক্য যার খুবই প্রয়োজন। এর প্রয়োজন শুধুমাত্র সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, বরং তাঁর মণ্ডলীর জন্য, তাঁর সত্তার জন্য।

প্রথমত, খ্রীষ্টের সাথে একতা: "আমি তাদের সাথে রয়েছি।" বিশ্বাসীদের অন্তরে খ্রীষ্টের বাস করার অর্থ হচ্ছে তারা এক নতুন মানুষের জীবন এবং আত্মা লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে একতা: "তুমি আমার মধ্যে আছ, তাই এখন তাদের মধ্যে বাস কর।" খ্রীষ্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের

সাথেও একতাবদ্ধ হওয়া।

তৃতীয়ত, এর ফলশ্রুতিতে এক অপরের সাথে একতা: "যাতে করে এখনই তারা এক অপরের কাছে পরিপূর্ণ হয়।" আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ।

২. শিষ্যদের সাথে খ্রীষ্টের সংযোগ রক্ষা এবং অনুগ্রহ প্রদানের পরিকল্পনা (পদ ২২): "যে মহিমা তুমি আমাকে দিয়েছ, তা আমি তাদের দিয়েছি যেন আমরা যেমন এক, তারাও তেমনি এক হতে পারে।" এই দানগুলো হচ্ছে:

(১) প্রেরিত এবং প্রথম মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি দত্ত দান ও অনুগ্রহ। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের দূত হিসেবে কাজ করার সম্মান ও মর্যাদা, এই পৃথিবী জুড়ে খ্রীষ্টের মণ্ডলী স্থাপনের সম্মান ও মর্যাদা এবং মানুষের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপনের গৌরব ও মহিমা।

(২) সাধারণ বিশ্বাসীদেরকে দেওয়া দান ও অনুগ্রহ। পিতা ঈশ্বরের সথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মহিমা ও গৌরব এবং তাঁর দ্বারা গৃহীত হয়ে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ লাভ, যা খ্রীষ্ট তাঁর পরিত্রাণ দানের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করেছেন।

৩. তিনি আবেদন করেছেন যেন শিষ্যদের মধ্যে যে একতা রয়েছে তা সব সময় অটুট থাকে এবং তা যেন মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বিষয়টি দু'বার তাঁর প্রার্থনায় আবেদনের সুরে বলা হয়েছে (পদ ২১): "যাতে করে এই জগত তা জানতে পারে, কারণ জ্ঞান ছাড়া কোন বিশ্বাসের সূচনা হয় না।" বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই এ কথা জানতে হবে যে, তারা কি বিশ্বাস করছে এবং কেন তারা তা বিশ্বাস করছে। এখানে খ্রীষ্ট দেখিয়েছেন:

(১) এই পৃথিবী এবং মানব জাতির জন্য তাঁর শুভ কামনা: এখানে তিনি তাঁর পিতার মনোভাব অনুসারে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, কারণ যাতে করে আমার নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন, যাতে করে সকল মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে এবং সত্যকে জানতে পারে (১ তীমথিয় ২:৪; ২ পিতর ৩:৯)। সেই কারণে তাঁর ইচ্ছা হল, তিনি যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে মানুষের মাঝে তাঁর বাক্য পৌঁছে দেবেন। কোন পাথর যেন পড়ে না থাকে, সবগুলোকে যেন উল্টিয়ে দেখা হয়। আমরা জানি না কাদেরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই যার যার স্থানে থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

(২) মণ্ডলীর একতার সুফল: এটি হবে খ্রীষ্টান সত্যের এক সুনিশ্চিত প্রমাণ এবং অনেকেই তা গ্রহণ করবে। এটি মানুষের মনে সুচিন্তার উদয় ঘটাবে।

প্রথমত, খ্রীষ্ট সম্পর্কে: "তারা সকলে জানতে পারবে এবং বিশ্বাস করবে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ।" এর মধ্য দিয়ে এটি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর শিক্ষা ও মতবাদ স্বর্গীয় শিক্ষা এবং মতবাদ। নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে এই পৃথিবীতে মানুষ বেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মানুষের অন্তরের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছিলেন এবং একই সাথে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং শান্তি ধারণ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের সম্পর্কে: "তারা জানতে পারবে যে, তুমি তাদেরকে ঠিক ততটাই ভালবাসো, যতটা তুমি আমাকে ভালবেসেছ।" এখানে লক্ষ্য করুন:

১. বিশ্বাসীদের প্রতি দত্ত অনুগ্রহ: পিতা নিজে তাদেরকে ভালবেসেছিলেন এবং তাঁর ভালবাসার নির্দশন হিসেবে তিনি তাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর চিরকালীন ভালবাসায় তারা একে অন্যতে আবদ্ধ হতে পারে। পিতার ভালবাসা আমাদের জন্য এতটাই অমূল্য যে, আমরা কখনোই এর মূল্যমান পরিমাপ করতে পারি না। আমাদেরকে তিনি তাঁর হৃদয়ের সবচেয়ে অপরিহার্য অংশটি দান করে দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি আমাদেরকে কতটুকু ভালবাসেন।

২. এই সুযোগের জন্য তাদের আগ্রহের প্রমাণ: যদি আমরা একে অন্যকে খাঁটি হৃদয় নিয়ে ভালবাসি, তাহলে এটি প্রমাণিত হবে যে, পিতা ঈশ্বর আমাদেরকে ভালবাসেন, কারণ ঈশ্বরের ভালবাসা যে হৃদয়ে দত্ত হয়, সেই সকল হৃদয়ে এই একই ভালবাসা এবং স্নেহের মনোভাব জাগ্রত হয়। যিহূদীদের একটি প্রবাদ আছে: *যদি এই পৃথিবী একজন ভাল মানুষের মূল্য জানতো, তাহলে তাকে দামী মুক্তার সাথে এক কাতারে রেখে তুলনা করতো*। যাদের মাঝে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা প্রচুর পরিমাণে আছে, তাদের মাঝে মানুষের প্রতি ভালবাসার পরিমাণও অনেক বেশি থাকা উচিত।

যোহন ১৭:২৪-২৬ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. খ্রীষ্টের হাতে যাদেরকে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাদের সকলের মহিমা ও গৌরব অর্জন করার জন্য তাঁর আবেদন (পদ ২৪); শুধুমাত্র প্রেরিতদের জন্য নয়, বরং সেই সাথে সকল বিশ্বাসীদের জন্য: "পিতা, আমি চাই যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তারা যেন আমার মহিমা দেখবার জন্য আমি যেখানে আছি সেখানে আমার সঙ্গে থাকতে পারে।" লক্ষ্য করুন:

১. এর আগের অনুরোধগুলোর সাথে এই আবেদনের সম্পর্ক: তিনি এর আগে এই আবেদন করেছেন যে, ঈশ্বর যেন তাদেরকে রক্ষা করেন, তাদের পবিত্র রাখেন এবং যেন তাদেরকে একতাবদ্ধ রাখেন। আর এখন তিনি প্রার্থনা করছেন যেন ঈশ্বর তাঁর শিষ্যদেরকে তাদের মহিমার নিদর্শনস্বরূপ সেই মুকুট উপহার হিসেবে দেন। এই প্রক্রিয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে: প্রথমত অনুগ্রহের জন্য এবং এরপরে গৌরবের জন্য (গীতসংহিতা ৮৪:১১); কারণ ঈশ্বর এই প্রক্রিয়াতেই অনুগ্রহ দান করে থাকেন।

২. তাঁর অনুরোধের ধরন: "পিতা, আমি চাই।" এখানে আগের মতই তিনি সম্বোধনের আগে ঈশ্বরকে তাঁর পিতা হিসেবে ডেকেছেন এবং আমাদেরকেও এমন করে সম্বোধন করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু যখন তিনি বলছেন, *Thelo* – *আমি চাই*, তখন তিনি বিশেষ এক সুরে ঈশ্বরের সাথে কথা বলছেন, যা আমরা সাধারণত অন্য সময় দেখি না এবং সাধারণ আবেদনকারী ও প্রার্থনাকারীদের মধ্যে এই আবেদনসূচক বাণী প্রচলিত নয়।

৩. আবেদনটি কি ছিল: যাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে তারা সকলেই শেষ পর্যন্ত যাতে

করে তাঁর সাথে বেহশতে গমন করতে পারে, তাঁর মহিমা ও গৌরব দেখতে পারে এবং তা পরস্পর সহভাগিতা করতে পারে। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) কি ধরনের ধারণার ভিত্তিতে আমরা স্বর্গের জন্য আশা করবো? কোথায় এর প্রকৃত সুখ নিহিত রয়েছে? দু'টি জিনিস আমাদেরকে স্বর্গের পথে গমন করতে সহায়তা করে:-

[১] খ্রীষ্ট যেখানে আছেন সেখানে থাকার ইচ্ছা পোষণ করা: *যেখানে আমি আছি* – খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পিতার কাছে স্বর্গে গিয়েছিলেন। সেই অতি উচ্চ স্বর্গে তাঁর আত্মা পৌঁছে গিয়েছিল এবং সেখানেই তিনি সব সময় রাজত্ব করবেন; তাঁর রাজত্ব কখনো শেষ হবে না।

[২] তিনি যেখানে আছেন সেখানে তাঁর সাথে বসবাস করা: এখানে বলা হয়েছে আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের পন্থা অনুসরণ করে তাঁর বাসস্থানে পৌঁছুতে হবে। সেখানে খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে আমাদের মধ্যে আনন্দ উপস্থিত হবে। এটাই আমাদের আনন্দের পূর্ণতা। সেই মহান স্বর্গে আমরা খ্রীষ্টের সাথে থাকবো, তাঁর সঙ্গ লাভ করবো এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবো (ফিলিপীয় ১:২৩)।

(২) কোন ভিত্তিতে আমরা স্বর্গের জন্য আশা করবো: আর কিছু নয়, কেবল খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা এবং পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালনের কারণেই আমরা স্বর্গে গমনের আশা করবো। তিনি আমাদের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছেন যেন আমরা পরিত্রাণ লাভ করি এবং স্বর্গে গমন করতে পারি। তিনি এই কারণে বলেছেন, "পিতা, আমি চাই তারা যেন আমার সাথে থাকতে পারে।" খ্রীষ্ট চান যেন আমরা পবিত্রতার মুকুট ধারণ করি এবং সর্বান্তকরণে পবিত্র হই (ইব্রীয় ১০:১০)। খ্রীষ্ট এখানে এমন একজন মানুষ হয়ে কথা বলেছেন, যিনি তাঁর সুখকে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ বলে মনে করছেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁর একজন বিশ্বাসীদের জন্যও সুখ বয়ে নিয়ে আসতে না পারছেন, কারণ অনেক মানুষকে মহিমান্বিত করার মধ্য দিয়েই আমাদের পরিত্রাণের অধিনায়ক নিজে পূর্ণাঙ্গ হবেন (ইব্রীয় ২:১০)।

খ. এই প্রার্থনার সমাপ্তি, যা পরিকল্পনা করা হয়েছে শিষ্যদের জন্য করা সকল আবেদনকে আরও জোরদার করার জন্য, বিশেষ করে শেষের আবেদনটিকে আরও শক্তিশালী করার জন, যাতে করে তারা গৌরবান্বিত হতে পারেন। এখানে তিনি দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আবেদন করেছেন:

১. তিনি তাঁর পিতার কাছে যে অনুরোধ করেছিলেন, পদ ২৫। লক্ষ্য করুন:

(১) তিনি তাঁর পিতাকে যে উপাধি প্রদান করেছিলেন: "হে ন্যায়বান পিতা।" যখন তিনি প্রার্থনা করেছেন যে, তারা যেন পবিত্রীকৃত হয়, তখন তিনি তাঁকে সম্বোধন করেছেন পবিত্র পিতা বলে। যখন তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন তারা মহিমান্বিত হয়, তখন তিনি তাঁকে ন্যায়বান পিতা বলে সম্বোধন করেছেন; কারণ একজন ন্যায়বান বিচারকই ন্যায়ের মুকুট প্রদান করেন। ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতার সূচনা ঘটেছিল সমস্ত উত্তমের প্রতি পুরস্কার প্রদান করা জন্য, যা পিতা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র ক্রয় করে নিয়েছিলেন।

(২) তিনি যে পৃথিবীর বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেই পৃথিবী অত্যন্ত মন্দ: "এই পৃথিবী তোমাকে জানে না।" লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের বিষয়ে অজ্ঞতা সারা পৃথিবীতে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে; তারা সকলে এই অন্ধকারের মাঝে অবস্থান করছে। এখন এখানে এই বিষয়ে অনুরোধ করা হয়েছে:

[১] যাতে করে এটি দেখানো যায় যে, এই শিষ্যদের বিশেষ অনুগ্রহের দান পাওয়া প্রয়োজন। তাঁদের কাজের পূর্ণতার জন্য এবং কাজের সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করার জন্য এই দান প্রয়োজন রয়েছে। তাঁরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছেন, যেখানে ঈশ্বরকে কেউ চেনে না, তাঁর বাক্যও কেউ জানে না। তাই তাঁদেরকে অবশ্যই তাদের কাছে আলো নিয়ে যেতে হবে, যারা আলোর প্রতি বিরোধিতা করেছে।

[২] যাতে করে এটি দেখানো যায় যে, তাঁরা এই ধরনের বিশেষ অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন, কারণ তাঁদের মাঝে ঈশ্বরের জ্ঞান রয়েছে, যা এই জগতের নেই।

২. এই শিষ্যদের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল (পদ ২৬): "আমি তাদেরকে তোমার জ্ঞানের কাছে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গেছি এবং তাদেরকে আরও দূর পর্যন্ত নিয়ে যাব। এই মহান বিষয়টির কথা চিন্তা করে যেন তুমি আমাকে যেভাবে ভালবাসা কর সেই রকম ভালবাসা তাদের অন্তরে থাকে, আর আমি যেন তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকি।" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট তাঁদের জন্য কী করেছেন: "আমি তাদের কাছে তোমার নাম ঘোষণা করেছি।"

[১] তিনি এই কাজ তাঁদের জন্য করেছেন, যারা তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ট অনুসারীরা। সব সময় যখনই তিনি তাঁদের সাথে গমনাগমন করেছেন, তিনি তাঁর পিতার নাম তাঁদের কাছে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁদের ভেতরে এই নামের জন্য একটি মর্যাদার স্থান তৈরি করেছেন। তাঁর সকল শিক্ষা এবং আশ্চর্য কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পিতার সম্মান বৃদ্ধি করা এবং তাঁর জ্ঞান সকলের কাছে পৌছে দেওয়া (যোহন ১:১৮)।

[২] তিনি এই কাজ তাদের সকলের জন্য করেছেন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাঁর উপরে বিশ্বাস করে; কারণ তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করতো না, যদি না খ্রীষ্ট তাঁর পিতা ঈশ্বরের নামের সাথে তাদেরকে পরিচিত করে না তুলতেন।

(২) এই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে তিনি কী লক্ষ্য স্থির করেছেন? তিনি তাদের মাথা অহেতুক কৌতূহলী চিন্তা দিয়ে পূর্ণ করবেন না এবং যারা কথা বলতে জানে এদের সাথে তর্ক করার জন্য প্রস্তুত করবেন না। বরং সত্যিকার অর্থে যা কিছু ঘটে এবং যা কিছু সত্য, তা দু'টি বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিখিয়ে তিনি তাদেরকে সুরক্ষিত রাখবেন এবং তাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন:

[১] ঈশ্বরের সাথে সংযোগ রক্ষা: "এই কারণে আমি তাদেরকে তোমার নামের জ্ঞান প্রদান করেছি, যার মাধ্যমে তুমি নিজের পরিচয় প্রদান কর, যাতে করে তোমার ভালবাসা, এমন কি তুমি যে আমাকে ভালবেসেছ তা জানতে পারে। সেই সাথে তাদেরকে যে তুমি

ভালবেসেছ এবং তাদের ভেতরেও তোমার যে ভালবাসা রয়েছে তাও তারা জানতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে:

প্রথমত, তাদেরকে তাদের পবিত্রতার জন্য ভালবাসার ফল পেতে দাও। তাদেরকে আত্মার ভালবাসা দান কর, যার দ্বারা তুমি আমাকে পূর্ণ করেছ, তাদের মাঝে তা থাকুক।"

দ্বিতীয়ত, "তাদেরকে তাদের সান্ত্বনার জন্য সেই ভালবাসার স্বাদ এবং আনন্দ প্রদান কর। তাদেরকে শুধুমাত্র তাদের প্রতি ঈশ্বরের নাম প্রচারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতি আগ্রহী হতে দিও না, বরং সেই সাথে এর নিশ্চয়তাও তাদেরকে দান কর।"

[২] খ্রীষ্টের সাথে সংযোগ রক্ষার বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে: "আর আমি যেন তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকি।" এখানে বোঝানো হয়েছে, খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত না হলে কেউ ঈশ্বরের ভালবাসার সাথে যুক্ত হতে পারে না। আমরা কেউই নিজেদেরকে সেই ভালবাসায় আবদ্ধ রাখতে পারি না, যদি আমরা খ্রীষ্টকে দূরে সরিয়ে রাখি বা তাঁকে উপেক্ষা করি। আমরা খ্রীষ্টতে বসবাস করে সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র এই মহান ভালবাসার স্বাদ অনুভব করতে পারি, অর্থাৎ সে সময় খ্রীষ্টের আত্মা আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করে। খ্রীষ্ট আমাদের সাথে আছেন, এটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় গৌরবজনক বিষয়, যা আমাদেরকে লজ্জিত করে না (করি ১:২৭)। খ্রীষ্ট এর আগে এ বিষয়ে খুবই কম কথা বলেছেন (পদ ২৩), আর এখানে তিনি তা পুনরাবৃত্তি করছেন (যদিও এটি ছাড়া এই কথার অর্থ পূর্ণাঙ্গ হয় না) এবং এর মধ্য দিয়ে প্রার্থনা সমাপ্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, এই বিষয়টির প্রতি খ্রীষ্টের প্রাণ কতটা নিবদ্ধ ছিল। তাঁর সকল আবেদন এই একটি বিষয়ের প্রতি কেন্দ্রীভূত ছিল এবং এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দায়ূদের বংশধর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রার্থনা সমাপ্ত হয়েছে: "আমি যেন তাদের সঙ্গে থাকতে পারি, আমাকে এই দান দাও, আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই।" এটি হচ্ছে পরিত্রাণকর্তার মহিমা ও গৌরব যে, তিনি পরিত্রাণপ্রাপ্তদের সাথে বসবাস করবেন। এটি তাঁর চিরকালীন আবাস এবং তিনি এর আকাঙ্খা করেছেন। এই কারণে আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আমাদের সাথে খ্রীষ্টের ঐক্য যেন বজায় থাকে এবং এরপর আমাদেরকে তাঁর মধ্যস্থতার সুফল অর্জন করতে হবে। এই প্রার্থনা এখানেই শেষ হল বটে, কিন্তু তিনি তা আমাদের প্রতি চিরকালের জন্য জীবন্ত করে রাখলেন।

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৮

এই পর্যন্ত এই সুসমাচারের লেখক খ্রীষ্টের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেছেন, কেবল এই পর্যন্ত তাঁর আলোচনায় প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখন রাত ঘনিয়ে আসছে, যে রাতে খ্রীষ্টের মৃত্যুর আগে তাঁর দুঃখভোগের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ ঘটনাগুলো ঘটতে যাচ্ছে, আর তাই কিছু কিছু বিষয় অন্যরা বর্জন করেছিলেন, বিশেষ করে তাঁর বাণী। এই পর্যন্ত তাঁর শিষ্যরা ক্রুশের বিষয়ে লজ্জিত ছিলেন এবং তা গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁরা কথা বলা এবং লেখার মাধ্যমে খ্রীষ্টের এই সুসমাচার ঘোষণা করার জন্য একনিষ্ঠ ভাবে নিযুক্ত হলেন এবং তারা এতে খুব আনন্দিত ছিলেন। এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে: ক. কীভাবে খ্রীষ্ট বাগানের মধ্যে ধৃত হন এবং বন্দীস্বরূপ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, পদ ১-১২। খ. কীভাবে মহাপুরোহিতের আদালতে তিনি অপমানিত হয়েছিলেন এবং পিতর ঐ সময় তাঁকে অস্বীকার করেন, পদ ১৩-২৭। গ. কীভাবে পীলাতের সামনে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়, তিনি তাঁর দ্বারা পরীক্ষিত হন, জনতার আনুকল্য লাভের জন্য তাঁকে বারাব্বার সামনে নির্বাচনের সম্মুখীন করা হয় এবং তাতে তিনি হেরে যান, পদ ২৮-৪০।

যোহন ১৮:১-১২ পদ

আমাদের পরিত্রাণের অধিনায়কের নিরূপিত সময় কাছে এসে গেছে, যিনি শত্রুদের দ্বারা দুঃখভোগ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে আছেন। আমরা এখানে দেখতে পাই, শত্রুদের মধ্যে তাঁর প্রবেশের বিষয়টি। ক্ষতিপূরণের দিন তাঁর অন্তরের মধ্যে রয়েছে। তাঁর পরিত্রাণের বৎসর এসে গেছে এবং তাঁর নিজের বাহু পরিত্রাণের কাজ করবে, কারণ তাঁর অন্য কোন সাহায্যকারী নেই। আসুন আমরা এখন এই মহান দৃশ্যটি দেখি।

ক. আমাদের প্রভু যীশু সাহসী বিজয়ীর মত প্রথমে স্থান গ্রহণ করলেন (পদ ১,২): *এ সব কথা বলে যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বের হয়ে কিদ্রোন স্রোত পার হলেন*। তিনি ঈশ্বরের বাণী প্রচার শেষ করলেন, প্রার্থনা শেষ করলেন এবং তাঁর সাক্ষ্য দেওয়া শেষ করলেন, তিনি কোন সময় নষ্ট করতে চান নি, তিনি শীঘ্র ঘর ছেড়ে এবং শহর ছেড়ে বের হয়ে এলেন চাঁদের আলোতে, কারণ নিস্তার-পর্ব তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে পূর্ণিমার রাতে পালন করা হত। তিনি কিদ্রোণ উপত্যকার ওপাশে গেলেন, যা যিরূশালেম এবং জৈতুন পদতের সাঝে ছিল, সেখানে একটি বাগান ছিল, তাঁর নিজের নয়, কিন্তু তাঁর কোন বন্ধুর, যিনি তাঁকে এই বাগানটি ব্যবহার করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আসুন আমরা এটি লক্ষ্য করি:

১. খ্রীষ্ট যখন তিনি এই সব কথা বলা শেষ করলেন, তখনই তিনি দুঃখভোগ করতে শুরু করলেন (মথি ২৬:১)। এখানে প্রকাশ পেয়েছে:

(১) আমাদের যীশু খ্রীষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন সামনে কি করতে হবে তাঁকে। পুরোহিতদের কাজ হল শিক্ষা দেওয়া, প্রার্থনা করা এবং উৎসর্গ দেওয়া। খ্রীষ্ট শিক্ষা দেওয়া ও প্রার্থনা করার পর এখন তিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। ভাববাদী হিসেবে খ্রীষ্ট সমস্ত কথা শেষ করলেন আর এখন একজন পুরোহিত হিসেবে তাঁর কাজ নির্বাহ করার জন্য নিজেকে ব্যাপৃত করলেন, পাপের জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আর যখন তিনি এই কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ করেছিলেন তখন তিনি তাঁর রাজত্ব কাজ শুরু করলেন।

(২) তিনি প্রচারের দ্বারা পরীক্ষার এই সময়ের জন্য তাঁর শিষ্যদের প্রস্তুত করেছিলেন এবং নিজেকে এর জন্য প্রস্তুত করেছিলেন প্রার্থনার দ্বারা, এরপর তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন। যখন তিনি যুদ্ধসজ্জা পরিধান করলেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, সেই সময় পর্যন্ত নয়। যারা ভাল উদ্দেশ্যে উত্তম বিবেকের দ্বারা চালিত হয় এবং এর সুস্পষ্ট আহ্বানের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী দুঃখভোগ করেন এবং দুঃখভোগ করার জন্য প্রস্তুত আছেন তারা এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন যে, খ্রীষ্ট তাদের তাঁর কোন সজ্ঞাতপূর্ণ কাজের মধ্যে ঠেলে দেন নি। কিন্তু এই দুঃখভোগের প্রস্তুতির জন্য কি করা আবশ্যক তা তিনি প্রথমেই তাদের বলেছেন। আর আমরা যদি খ্রীষ্টের শিক্ষা ও সাহায্য গ্রহণ করি এবং তাঁর মধ্যস্থতার শরণাপন্ন হই, তাহলে আমরা স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে সাহসিকতার সঙ্গে মহা কষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হব।

২. তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বের হয়ে কিদ্রোণ নামে একটি উপত্যকার ওপাশে গেলেন। যিহূদা খুব ভাল করে জানতো খ্রীষ্ট সাধারণত শহরের কোন কোন ঘরে বা কোন কোন জায়গায় অবস্থান করতেন বা আশ্রয় নিতেন। তিনি যে এখানে অবস্থান করতে পারেন এবং এখানে তাঁর দুঃখভোগের সম্মুখীন হবেন, তা সে অনুমান করেছিল।

(১) তিনি এখন যে কাজটি করলেন, তা তাঁর রীতি অনুসারেই করলেন। ক্রুশের সম্মুখীন হওয়ার জন্য অথবা ক্রুশ এড়িয়ে যাবার জন্য তিনি তাঁর রীতির পরিবর্তন ঘটালেন না যখন তাঁর সময় উপস্থিত হল। এটি ছিল তাঁর অভ্যাস, যখন তিনি যিরূশালেমে অবস্থান করতেন এবং জনসাধারণের মাঝে সুসমাচার প্রচার এবং অন্যান্য দয়ার কাজ করতেন এবং জনসাধারণের মাঝে সুসমাচার প্রচারের পর তিনি লোকালয় ছেড়ে রাতের বেলা জৈতুন পদতে চলে যেতেন। নগরের শেষ প্রান্তে ছিল তাঁর আবাসস্থল, কারণ নগরের প্রাণকেন্দ্রে তারা কেউ খ্রীষ্টের জন্য কোন বাসস্থান তৈরি করেন নি। আগে থেকে তিনি তাঁর দুঃখভোগের চিত্র দেখতে পেলেও তিনি তাঁর রীতিকে নির্বাপিত করেন নি; বরং তিনি দানিয়েলের মত তাঁর পুরান রীতি এবং অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করেছিলেন (দানিয়েল ৬: ১০)।

(২) জনতার মাঝে গণ্ডগোল এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন, যেমন তাঁর শত্রুরা করত; কারণ বিবাদ করা এবং চিৎকার করা হৈচৈ করে হুলস্থুল করা তাঁর নীতি ছিল না। যদি শহরের মধ্যে তাঁকে গ্রেফতার করা হত তাহলে ভীষণ গণ্ডগোল এবং হাঙ্গামার সৃষ্টি হত এবং নিশ্চিতভাবে হানাহানি হত এবং রক্তপাতের মহা ঘটনা ঘটত। আর

তাই তিনি সেই পরিস্থিতি না ঘটানোর জন্য নির্জন স্থানে চলে গেলেন। লক্ষ্য করুন, যদি আমরা দেখতে পাই যে, আমরা কোন গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছি তাহলে আমাদের অবশ্যই এই আশঙ্কা করতে হবে যে, আমাদের ভিন্ন রকম জটিল সমস্যার মধ্যে আবর্তিত হতে হবে। নিজেকে নম্রশীল করা খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য আদৌ কোন লজ্জা বা বিশ্বাসহীনতার বিষয় নয়। যাদের লক্ষ্য থাকে মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার এবং মানুষ যেন তাদের মূল্যায়ন করে, তারা নিজের জীবনকে বিক্রি করে দেয় যেন তা লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা জানেন যে, খ্রীষ্টের কাছে তাদের রক্ত মহা মূল্যবান, তারা কখনোই কেবল প্রভুর স্বার্থ ব্যতিরেকে কখনোই বৃথা এক ফোঁটা রক্ত পতিত হতে দেবে না, এই রকম কাজ করে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে না।

(৩) তাঁর কষ্টের শুরুতে তিনি আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যেমন তিনি তাঁর মৃত্যুতে করেছেন এবং পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে করেছেন। "সেই জন্য এসো, তাঁর অসম্মান নিজেরা গ্রহণ করে আমরা শহরের বাইরে তাঁর কাছে যাই" (ইব্রীয় ১৩:১৩)। আমরা শহরের এমন কি পবিত্র শহরের জনগণ, সেবা-যত্ন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করতে পারব, পিছনে ছেড়ে আসতে পারব যদি আমরা আনন্দ সহকারে আমাদের ক্রুশ তুলে নেই এবং প্রভুর সঙ্গে আমাদের কথা-বার্তা চালিয়ে যাই।

৩. তিনি কিদ্রোণ নামে একটি ছোট নদী পার হয়ে গেলেন। তিনি জৈতুন পদতে যাওয়ার জন্য এই কিদ্রোণ নামে ছোট নদী পার হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যদি খুব ভাল করে লক্ষ্য করি তাহলে এর মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য এবং এর লক্ষ্য দেখতে পাব।

(১) খ্রীষ্ট সম্পর্কে দায়ূদের ভবিষ্যদ্বাণী (গীতসংহিতা ১১০:৭): *তিনি পথিমধ্যে স্রোতের জল পান করবেন*। দুঃখভোগের নদীর মধ্য দিয়ে তাঁর মহিমা ও আমাদের পরিত্রাণের দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। কিদ্রোণ নদী দ্বারা কালো নদীকে বোঝানো হয়েছে, হয় তথাকথিত মৃত্যুছায়ার উপত্যকা থেকে দ্রুত পার হয়ে যাওয়া অথবা জলের রং শহরের ময়লা এবং নোংরা দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছিল। এমন নদীর জল খ্রীষ্ট পান করেছিলেন যখন তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এই জন্য তিনি সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিলেন।

(২) রাজা দায়ূদের দৃষ্টান্তের মত খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত ছিল। দায়ূদ অবশালেমের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হল, তাঁরা কিদ্রোণ নদী পার হয়ে গিয়েছিলেন এবং জৈতুন পদতে উঠেছিলেন। সেখানে তিনি কেঁদেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যে সমস্ত লোকেরা ছিল তারাও কেঁদেছিল (২ শমূয়েল ১৫:২৩,৩০)। বিদ্রোহী যিহূদীদের কাছ থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন, যারা আদৌ চায় নি যে, তিনি তাদের উপর রাজত্ব করেন। যিহূদার ধার্মিক রাজা আসা জঘন্য আশেরা মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে কিদ্রোণ নদীর ধারে তা পুড়িয়ে ফেলে ধ্বংস করেছিলেন (২ বংশাবলি ১৫:১৬)। রাজা হিষ্কিয় পূজা করার পশু উৎসর্গের বেদি ও ধূপদানী কিদ্রোণ নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন (২ বংশাবলি ৩০:১৪)। যোশিয় এমনটি করেছিলেন (২ রাজাবলি ২৩:৪,৬)। এই কিদ্রোণ নদীতে অনেক অপবিত্র জিনিস ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য পাপস্বরূপ হলেন, যেন তিনি তা লোপ করতে পারেন এবং দূর করে দিতে পারেন। একই নদীর দ্বারা তার কষ্ট শুরু হয়েছিল।

জৈতুন পদত, যেখানে খ্রীষ্ট তাঁর দুঃখভোগ শুরু করেছিলেন, যিরূশালেমের পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। কালভেরী পাহাড় যেখানে তিনি তাঁর সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটিয়েছিলেন, তা ছিল যিরূশালেমের পশ্চিম দিকে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এই দু'টি স্থানের মধ্যে যেমন পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে তাঁর দুঃখভোগের সূত্রপাত এবং সমাপ্তি ঘটবে।

৪. তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। এই বিষয়টি কেবল এই সুসমাচার লেখক লক্ষ্য করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট একটি বাগানে তাঁর দুঃখভোগ শুরু করেছিলেন। এদন বাগানে পাপের শুরু হয়েছিল। এখানে অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছিল, এখানেই পরিত্রাণকর্তার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, আর এই কারণে প্রতিজ্ঞাত সন্তান পুরাতন সর্পের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। খ্রীষ্টের সমাধিও একটি বাগানে হয়েছিল।

(১) আসুন আমরা আমাদের বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটবো। এখান থেকে আমরা বাগানের মধ্যে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের উপর ধ্যান করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারি। কারণ মানুষের জন্য বাগানের উপর যে অভিশাপ নেমে এসেছিল, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের দ্বারা তা দূর হয়ে গিয়েছে।

(২) যখন আমরা আমাদের অধিকার এবং আনন্দের মধ্যে অবস্থিতি করব, আমরা অবশ্যই দুঃখ-কষ্টের প্রত্যাশাকে ধরে রাখব, কারণ আমাদের আনন্দের বাগান কান্নার উপত্যকার মধ্যে অর্থাৎ দুঃখপূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে।

৫. তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়েছিলেন:

(১) কারণ তাঁর অভ্যাস ছিল যখন তিনি প্রার্থনার জন্য বাইরে যেতেন তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিতেন।

(২) যেন তাঁরা তাঁর দুঃখভোগের সাক্ষী হতে পারেন, যেন তাঁরা তাঁর সহিষ্ণুতা শিখতে পারেন, যেন তাঁরা আরও নিশ্চিতভাবে কার্যকরভাবে পৃথিবীর কাছে প্রচার করতে পারেন (লূক ২৪:৪৮) এবং তাঁরা যেন দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।

(৩) তিনি তাঁদের বিপদের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে তাঁদের দুর্বলতা দেখানোর জন্য, যেন তাঁরা তাঁদের বিশ্বস্ততার প্রতি অবিচল থাকেন। খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের মাঝে মাঝে সমস্যার মধ্য দিয়ে আসেন, যেন তিনি তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা এবং দূর করার মধ্য দিয়ে নিজেকে মহিমান্বিত করতে পারেন।

৬. বিশ্বাসঘাতক যিহূদা ঐ স্থানটি চিনতো এবং খ্রীষ্ট সাধারণত অবসর সময় ঐ স্থানে যে কাটাতেন, তা সে জানতো। খুব সম্ভবত তিনি তাঁর কথার প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ঐ রাতে তাঁর এই স্থানে আসবার ইচ্ছা রয়েছে; কারণ নির্জন এবং গোপন স্থানের অভাব ছিল। নির্জন বাগান ধ্যান এবং প্রার্থনা করার উপযুক্ত জায়গা। নিস্তার-পর্বের পর ব্যক্তিগত উপাসনার জন্য অবকাশ নেওয়ার উপযুক্ত সময়, যেন আমরা গভীর একাগ্রতায় প্রার্থনা করতে পারি, আমাদের বিশ্বাসকে নবায়ন করতে পারি এবং দৃঢ়ভাবে আমাদের সংকল্পে স্থির থাকতে পারি। এই স্থান সম্পর্কে উল্লেখ করার জন্য যিহূদা এই স্থানটি চিনতে

পেরেছিল।

(১) যিহূদার পাপ ভারী করতে সে তার প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে খ্রীষ্টের সঙ্গে ছিল, কেবল তাই নয়, খ্রীষ্টের সঙ্গে সে অত্যন্ত খোলামেলা এবং ঘনিষ্টভাবে আলোচনা করত; যেমন খ্রীষ্টের কথা প্রসঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করার সুযোগ পেয়েছিল। একজন উদার প্রকৃতির এমন জঘন্য কাজ করাকে ঘৃণা করে থাকেন। যেভাবে খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্ম তাঁর বন্ধুর কাছে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে সেভাবে আর অন্য কোথাও আঘাত প্রাপ্ত হয় নি। অনেক স্বধর্ম ত্যাগকারীরা আছে যারা এভাবে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় নি, যদি তার কোন শিক্ষাদাতা নাও থাকে। পবিত্র শাস্ত্র ও ব্যবস্থা না জানলেও তারা তা অবজ্ঞা করে নি।

(২) খ্রীষ্টের ভালবাসার মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যদিও তিনি জানতেন যে, তাঁর বিশ্বাসঘাতক তাঁকে কোথায় খুঁজতে পারে। তিনি যেখানেই যাবেন যিহূদা তাঁকে খুঁজে বের করবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের পরিত্রাণের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ দেবার নিরূপিত সময় এসে গেছে। এইভাবে তিনি দেখালেন যে, আমাদের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ করতে এবং মৃত্যুবরণ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি যা করেছিলেন তা তিনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেন নি, কিংবা তাঁকে জোর করে করানো হয় নি; কিন্তু তিনি যা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং নিজ সম্মতিতে করেছিলেন। যদিও মানুষ হিসেবে তিনি এই কথা বলেছিলেন "পিতা, যদি তুমি চাও, তবে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও;" কিন্তু মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বলেছিলেন, "তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক তোমার ইচ্ছামত হোক।" রাতের প্রথম দিকে তিনি বাগানে গিয়েছিলেন। অনুমান করা হয়, সময়টা ছিল রাত আটটা অথবা নয়টা। এটি তাঁর কেবল আহার ও পানের সময় ছিল না, কিন্তু তাঁর বিশ্রাম এবং ঘুমাবার সময় ছিল, যেন যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা তিনি পালন করতে পারেন। যখন এই সময় অন্যরা বিছানায় যায় ঘুমাবার জন্য, তিনি গেলেন প্রার্থনা করতে এবং দুঃখভোগ করতে।

খ. আমাদের পরিত্রাণের অধিনায়ক যে স্থানে অবস্থান করেছিলেন, শত্রুরা খুব দ্রুত সেই স্থানে এসে উপস্থিত হল এবং তাঁকে আক্রমণ করলো (পদ ৩): যিহূদা একদল লোক নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল, যারা ছিল প্রধান পুরোহিতদের দ্বারা নিয়োগকৃত সৈন্য এবং কয়েকজন কর্মচারী। বিশেষ করে তাদের মধ্যে কয়েকজন ফরীশীদের নিয়োগ করা কয়েকজন লোক ছিল, যারা ছিল খ্রীষ্টের ঘোরতর শত্রু। এই সুসমাচার লেখক খ্রীষ্টের দুঃখভোগের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু অপর তিন সুসমাচার লেখক তা সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সুসমাচার লেখক এই সময়কার যিহূদা এবং তাঁর সঙ্গে আগত লোকদের কার্যকলাপকে তুলে ধরেছিলেন, যারা খ্রীষ্টকে গ্রেফতার করতে এসেছিল। লক্ষ্য করুন:

১. এই কাজে কারা নিযুক্ত হয়েছিল? একদল সৈন্য এবং কয়েকজন কর্মচারী, যারা প্রধান পুরোহিত দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিল। এরা যিহূদার সঙ্গে এসেছিল।

(১) খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে একটি বিশাল দলকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। একদল লোক – *Speira* – সৈন্যদল, পদাতিক বাহিনী, রোমীয় সৈন্যদল, কেউ কেউ মনে করেন এর সংখ্যা অনুমান পাঁচ শতেকের মত, আবার কেউ কেউ মনে করেন এক হাজার। খ্রীষ্টের বন্ধুরা ছিলেন সংখ্যায় খুবই সামান্য আর তাঁর শত্রুর সংখ্যা ছিল বিশাল। এই জন্য মন্দ কাজ করার জন্য বহু জনের পিছনে পিছনে যাওয়া আমাদের উচিত নয় এবং বিশাল জনতা আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোন কিছু করার পরিকল্পনা করলে আমরা ভয় পাব না কারণ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।

(২) এখানে মিশ্রিত জনতা ছিল। পরজাতীয় লোকদের একটি দল, রোমীয় সৈন্যরা, অন্টরীয়া দূর্গের রক্ষাকারী হিসেবে যারা নিয়োজিত ছিল তাদের থেকে খ্রীষ্টকে ধরার জন্য বাছাই করে পাঠানো হয়েছিল। এরা শহরের দাঙ্গা ও বিদ্রোহ দমন করার কাজে ব্যাপৃত ছিল। প্রধান পুরোহিতদের কয়েকজন কর্মচারী – *Hyperetas*। এরা হয় তাদের ব্যক্তিগত দাস অথবা তাদের আদালতের কর্মচারী ছিল, এরা ছিল সবাই যিহূদী। এরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিল। কিন্তু তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল। তিনি এসেছিলেন যেন তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই দু'টিকে এক শরীরে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করতে পারেন।

(৩) এটি ছিল আদেশপ্রাপ্ত একটি দল, জনগণের দাঙ্গা বা গণ্ডগোল দমনকারী ছিল না এরা না এবং প্রধান পুরোহিতদের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিল। তাদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট একজন বিপজ্জনক মানুষ। সম্ভবত তারা খ্রীষ্টকে ধরার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করেছিল কারণ তারা জনগণকে ভয় করত। দেখুন, তাঁর সুসমাচারের কত শত্রু রয়েছে। আর সম্ভবত এরা বহু সংখ্যক এবং মহা ক্ষমতাশালী, আর এই কারণে এরা ছিল ভয়ানক। পুরোহিত সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণ উভয়ই একত্রে যুক্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে (গীতসংহিতা ২:১-২)। খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, এই রকম ঘটনা ঘটবে (মথি ১০:১৮)। বাস্তবে তাই ঘটেছিল।

(৪) সবাই যিহূদার নির্দেশ মেনে চলছিল। তিনি এই দলটিকে গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত তিনি এই ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কোন অজুহাত দেখিয়ে কোন ভাল ও শক্তিশালী দল পাঠাবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। এই যুদ্ধ যাত্রার প্রধান সেনাপতির মত সম্মান লাভ করার জন্য সে উচ্চবিলাসী হয়েছিল অধার্মিকতার বেতনের লোভে। সে নিজের বিষয়ে এই নিয়ে চিন্তা করেছিল এবং এটি তার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয় বলে মনে হয়েছিল যে, সে অতি সাধারণ বারো জন শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে শেষের শিষ্য ছিল। সেখান থেকে বের হয়ে এসে সে এখন রোমীয় সৈন্য এবং প্রধান পুরোহিতদের নিয়োজিত কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ভয়ঙ্কর দলের প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছে, যাদের সংখ্যা হাজারের মত। সে কখনো আগে এমন বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারে নি। সে চিন্তা করেছিল যদি সে সার্থকভাবে কাজটি করতে পারে তাহলে এটাই শেষ নয়, সম্ভবত তাকে পুরষ্কৃত করে সম্মানসূচক কোন উপাধি দেবে অথবা আরও ভাল কোন কিছু।

২. তারা তাঁকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল: তারা মশাল, বাতি আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল।

(১) যদি তিনি আত্মগোপন করেন, যদিও তারা চাঁদের আলোতে এসেছিল, তবুও তাদের হাতে যে, বাতি এবং মশাল আছে তা দিয়ে তারা তাঁকে খুব সহজেই খুঁজতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় আদম বা বাগানের গাছের মধ্যে বা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করেন নি, যেমনটি প্রথম আদম করেছিলেন। মোমবাতির আলো দিয়ে সূর্যকে খুঁজতে চেষ্টা করা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে।

(২) যদি তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাহলে তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। তাঁর যোদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র হল আত্মিক। আর এই অস্ত্র দিয়ে তিনি প্রায়ই তাদের আঘাত করতেন। আমরা বলতে পারব: "আমরা যে প্রত্যাশা করছি এটি ঠিক তাই। আমরা জানি এর মূল্য কি, তাই আমরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম।"

গ. আমাদের প্রভু যীশু অত্যন্ত মহিমান্বিত রূপ নিয়ে শত্রুদের প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন, পদ ৪-৬। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. কত কোমলতার সঙ্গে তিনি তাদের সকলকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে সমস্ত শান্তির প্রতিচ্ছবি ছিল।

(১) তিনি অত্যন্ত নরম এবং কোমল প্রশ্ন করে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন (পদ ৪): *তাঁর নিজের উপর যা ঘটবে তা তিনি সবই জানতেন*। আর তাই এই প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য তিনি মোটেই বিস্মিত হন নি। অসাধারণ সাহসিকতা এবং উপস্থিত বুদ্ধি, শান্তভাবে ও নির্ভয়ে তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এগিয়ে গেলেন এবং যেন তিনি কিছুই জানেন না এমনভাবে শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কাকে খুঁজছ? কি ব্যাপার? এই রাতের বেলায় এমন ব্যস্ত তা এবং তৎপরতার কারণ কী?" এখানে দেখুন:

[১] নিজ দুঃখভোগের বিষয়ে খ্রীষ্টের দূরদর্শিতা। তাঁর নিজের উপর যা ঘটবে তা তিনি সবই জানতেন, কারণ এই দুঃখভোগ করার জন্য তিনি বাধ্য ছিলেন। যেমন খ্রীষ্টের ছিল তেমনি যতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকবে সাক্ষ্য বহন করে যাব, আর এই সময় আমরা আদৌ যেন জানার আকাঙ্খা না করি আমাদের উপর কি ঘটবে। তাহলে তা আমাদের আগে থেকেই কেবল কষ্ট দেবে, "দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট।" তবুও সাধারণভাবে দুঃখভোগের প্রত্যাশা করলে আমাদের জন্য তা ভাল হবে। আর তাই যখন সেই দুঃখ-কষ্টগুলো তারা বলেছিল, "নাসরতীয় যীশু" এবং তিনি বলেছিলেন, "আমিই সেই"।

[২] দুঃখভোগের জন্য খ্রীষ্টের সাহসিকতা। তিনি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যান নি। বরং তাদের কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন সাক্ষাৎ করার জন্য। তাঁর দুঃখের পেয়ালা গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে গেলেন। যখন লোকেরা জোরপূর্বক মুকুট পরাতে চাইল এবং গালীলের রাজা করতে চাইল তখন তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং নিজেকে লুকিয়ে ছিলেন (যোহন ৪৬:১৫)। কিন্তু যখন তারা তাঁকে জোরপূর্বক ক্রুশে দিতে চাইল, তিনি স্বয়ং নিজেকে সমর্পণ করলেন। কারণ তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন দুঃখভোগ করতে এবং অন্য

পৃথিবীতে গিয়ে রাজত্ব করতে। এই বিষয়টি আমাদের এই নিশ্চয়তা দেয় না যে, আমাদের আদৌ কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। কারণ আমরা জানি না যে, আমাদের সামনে এমন কোন ঘটনা আছে কি না যা আমাদের জীবনে ঘটতে যাচ্ছে বা আমাদের সময় কখন আসবে। কিন্তু আমাদের সামনে এড়িয়ে যাওয়ার আর কোন পথ থাকবে না তখন আমাদের দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নিতেই হবে। যখন আমাদের সামনে তা আসবে তখন আমাদের এই সব বিষয় পরিবর্তন করতে পারবে না, কারণ এই সব আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(২) যখন তারা তাঁকে বলল কাকে তারা খুঁজছে, তখন খ্রীষ্ট তাদের অত্যন্ত শান্ত এবং কোমল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, পদ ৫। খ্রীষ্টের এই প্রশ্ন তাদের নিরুত্তর করেছিল এবং এই কারণে তারা অস্ত্রশস্ত্র এবং তরবারির এবং লাঠির আশ্রয় নিয়েছে।

[১] সম্ভবত তাদের চোখ আটকে গিয়েছিল, যেন তারা তাঁকে চিনতে না পারে। এটি খুবই সম্ভব যে, রোমীয় সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই, অন্তত মন্দিরের কর্মচারীরা প্রায়ই তাঁকে দেখেছে। কেবলমাত্র তাদের কৌতূহলের নিবৃত্তের জন্য হয়তো এই কথা বলেছিল তারা। যিহূদা যেভাবেই হোক নিশ্চিত ছিল, খ্রীষ্ট সে খুব ভাল করেই চিনত। তবু তাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনে বলে দাবী করে কথা বলতে পারে নি, "তুমিই হলে সেই লোক যাকে আমরা খুঁজছি।" এইভাবে তিনি তাদের তাঁকে খোঁজার জন্য আলো আনার মূর্খতাকে দেখালেন, কারণ তারা যখন তাঁকে দেখেছিল তিনি এমন করতে পারতেন যাতে তারা তাঁকে চিনতে না পারে। এখান থেকে তিনি আমাদের দেখালেন যে, কত সহজে তিনি তাঁর শত্রুদের পরামর্শ নিষ্ফল করতে পারেন এবং যখন তারা তাঁর ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে বন্দী করতে এসেছিল তখন তিনি তাদেরকে কীভাবে দিশেহারা করেছিলেন।

[২] খ্রীষ্টের অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে তারা তাঁকে "নাসরতীয় যীশু" বলে আখ্যায়িত করেছিল। তারা কেবল তাঁর সম্পর্কে এই উপাধি সম্পর্কেই জানত এবং সম্ভবত তাদের গ্রেফতারী পরয়ানায় তথাকথিত ওই নামই ছিল। তাঁকে অবিশ্বাস করার জন্য এই নাম দেওয়া হয়েছিল তাঁর খ্রীষ্টত্ব প্রমাণকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে। এর দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে, তারা তাঁকে চিনত না এবং তারা জানত না তিনি কোথা থেকে এসেছেন। যদি তারা তাঁকে জানত তারা অবশ্যই তাঁকে এভাবে নির্যাতন করতো না।

[৩] তিনি তাদের সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে উত্তর দিলেন, "আমিই সেই"। তাদের অন্ধত্বের মাধ্যমে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার সুযোগকে কাজে লাগান নি, যেমন ইলিশায় সিরীয়দের বিরুদ্ধে করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, "এটি সেই রাস্তাও নয় এবং শহরও নয়।" কিন্তু খ্রীষ্ট দেখালেন যে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাঁর দুঃখভোগকে বরণ করে নেওয়ার সুযোগকে তিনি ভালভাবে কাজে লাগিয়েছেন। যদিও তারা তাঁকে *নাসরতীয় যীশু* বলে সম্বোধন করেছিল, তিনি কিন্তু সেই নামেই উত্তর দিলেন; কারণ তিনি অ বিশ্বাসকে উপেক্ষা করেছিলেন। তিনি অবশ্যই এই কথা বলতে পারতেন, "না, আমি সেই লোক নই;" কারণ তিনি হলেন *বৈৎলেহমের যীশু*, কারণ তিনি কোন অবস্থাতেই বাকচাতুরিকে সমর্থন করেন নি। এর দ্বারা তিনি আমাদেরকে নিজেদের স্বীকার করার শিক্ষা দিলেন, আর

আমরাও যেন যে কোন মূল্যেই হোক নিজেকে স্বীকার করি। তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর কথায় আমরা যেন লজ্জিত না হই। কিন্তু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর কথা স্বীকার করার সময় প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হলে এবং তাঁর পতাকাতলে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়েও আমরা যেন নিজের পরিচয় দিতে অস্বীকার না করি, আমরা যেন নিজেকে স্বীকার করি। *Ego eimi* – "আমিই সেই;" এটি পবিত্র ঈশ্বরের মহিমান্বিত নাম (যাত্রা ৩:১৪) এবং পবিত্র যীশু যথার্থভাবে এই পবিত্র নামের দাবী করেছেন।

[৪] বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হল, অতিরিক্ত একটি কথা যুক্ত হয়েছে এখানে: "যিহূদা তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল।" এর আগে তিনি খ্রীষ্ট এবং অন্য শিষ্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে বা তাদের সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন কিন্তু এখন সেই যিহূদা খ্রীষ্টের শত্রুদের সঙ্গে তাঁর বিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটি বিশ্বাসঘাতকের বর্ণনা দেয়। বারো জনের মধ্যে সেই একজন ছিল, যে সপক্ষ ত্যাগ করেছিল অর্থাৎ দল পরিবর্তন করেছিল। যার হৃদয় সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকে তাদের নিয়ে তিনি দল গড়েন এবং শেষ বিচার দিনে তিনি তাদের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ করেন। এটি ব্যক্ত করে:

প্রথমত, যিহূদার নির্লজ্জতার প্রকাশ। যে কেউ এতে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারে এই ভেবে যে, যিহূদার এমন কী আত্মপ্রত্যয় এবং নিশ্চয়তা রয়েছে যার ফলে সে এই অবস্থায় খ্রীষ্টের সম্মুখীন হতে পেরেছে এবং সে এতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করলো না কিংবা বিব্রত বোধ করলো না? শয়তান তার হৃদয়ে লম্পটতার চেতনা স্থাপন করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, যিহূদা সুনির্দিষ্টভাবে সেই কথার ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করে সামনে এগিয়ে এসেছিল। তা হল খ্রীষ্টের এই কথা: "আমিই সেই" – যা তিনি প্রথম আক্রমণকারীদের হতবুদ্ধি করার জন্য বলেছিলেন। এটি ছিল বিশ্বাসঘাতকের বিবেকের দিকে লক্ষ্য করে মারা তীর, যেন দ্রুত তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে। কারণ খ্রীষ্টের আগমন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর যে কোন ধরনের পাপীদের চেয়ে খ্রীষ্টের ধর্মত্যাগী এবং বিশ্বাসঘাতকদের কাছে আরও বেশি ভয়াবহ।

২. দেখুন কীভাবে তিনি তাদের ভীত করেছিলেন এবং তাদের পিছিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন (পদ ৬): তারা পিছিয়ে গেল এবং বজ্রাহত লোকদের মত অবস্থা হল তাদের; তারা মাটিতে পড়ে গেল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা সামনে এসে পড়ে যায় নি, যেমন তাঁর সামনে নিজেকে নত নম্র করতে এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে, কিন্তু পিছনে সরে গিয়েছিল, খ্রীষ্টের অনুগ্রহের কাছ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার মত। অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে তিনি বেশি ঘোষণা দিয়েছেন এমন কি যখন তিনি কীটের মত নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখনও তিনি মানুষের কাছে তাঁর ভালবাসার কথা ঘোষণা করেছিলেন। "আমিই সেই" – এই কথাটি তাঁর শিষ্যদের উদ্দীপিত করেছিল এবং জাগিয়ে তুলেছিল (মথি ১৪:২৭)। কিন্তু সেই একই কথায় তাঁর শত্রুরা আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। এখানে তিনি খুব পরিষ্কার এবং সরলভাবে দেখিয়েছেন যে:

(১) তিনি তাদের সঙ্গে কী করতে পারতেন। যখন তারা তাঁর কথায় হতবুদ্ধি হয়ে মাটিতে

পড়ে গিয়েছিল, তিনি তাদের মেরে ফেলতে পারতেন। যখন তিনি তাদের মাটিতে পড়ে যাওয়ার অবস্থায় কথা বলছিলেন তখন তিনি তাদের দোজখে পাঠাবার জন্য কথা বলতে পারতেন এবং তিনি তাদেরকে সেখানে পাঠাতেও পারতেন, কোরহ এবং তার দলের মত। কিন্তু তিনি তেমন কাজ করেন নি, কারণ:-

[১] তাঁর দুঃখভোগের সময় এসে পড়েছিল এবং তিনি তা দূরে সরিয়ে রাখতে চান নি। তিনি কেবল এটি দেখাতে চেয়েছেন যে, এই দুঃখভোগ সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে কোন জোর জবরদস্তি করা হয় নি। কিন্তু তিনি যেভাবে বলেছিলেন সেইভাবে স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ করেছিলেন এবং মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

[২] দুষ্ট লোকদের প্রতি তাঁর সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমার দৃষ্টান্ত তিনি এর মধ্য দিয়ে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর ঘোরতর শত্রুদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসার দৃষ্টান্ত এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখেছিলেন। তাঁর কথায় তাদের তিনি মাটিকে ফেলে দিয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। তিনি তাদের অনুতাপ করার এবং মন পরিবর্তন করার স্থান উভয়ই দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অন্তর কঠিন হয়ে রইল, খ্রীষ্টের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারা খ্রীষ্টের দেওয়া সুযোগ গ্রহণ করলো না।

(২) মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি তাদের কাছে তাঁর দায়িত্বের নমুনা প্রদান করার মনস্থ করলেন। তিনি নিজেকে দুঃখভোগ এবং মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন আর আমরা এতে পরিত্রাণ লাভ করেছি। তিনি আমাদের *Antipsychos* – আমাদের বদলে এক দুঃখ ভোগকারী। যখন তিনি বলেছিলেন "দেখ, আমি উপস্থিত হয়েছি," তখন তিনি আরও বলেছিলেন, "পরিকল্পনা অনুসারে যেন সব কিছু ঘটে।" যেমন ইসহাকের পরিবর্তে মেষ উৎসর্গ হয়েছিল।

৩. কিছুক্ষণ আগে যে কথা বলেছিলেন এখানে তিনি সেই কথাকে নিশ্চিত করলেন (যোহন ১৭:১২): "তুমি আমাকে যাদেরকে দিয়েছ, আমি তাদের কাউকে হারাই নি।" খ্রীষ্ট এই বিশেষ ঘটনায় তাঁর কথার পূর্ণতার দ্বারা তিনি এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তাঁর এই কথা বহুল পরিমাণে বিস্তৃত হয়ে সম্পাদিত হবে। কেবলমাত্র যাঁরা এখন খ্রীষ্টের সঙ্গে আছেন তারাই নয়, কিন্তু যারা তাদের কথার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবে তারা সকলেই। যদিও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁদের আত্মাকে পাপ এবং অধার্মিকতা থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁদের প্রতি যত্নবান হয়েছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি এটি প্রয়োগ করেছিলেন তাঁদের জাগতিক জীবনকে রক্ষা করার জন্য এবং তাঁরা যেন সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ থাকেন, কারণ বাস্তবিক দেহ রক্ষা করা খ্রীষ্টের দায়িত্বের একটি অংশ। আর শেষ দিনে তিনি তা উঠাবেন, এই জন্য তিনি দেহকে রক্ষা করবেন এবং একইভাবে আত্মা ও মনকেও রক্ষা করবেন (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩; ২ তীমথিয় ৪:১৭,১৮)। খ্রীষ্ট জাগতিক দেহকে রক্ষা করবেন যেন দেহ সৃষ্টির পরিকল্পনা অনুযায়ী তা কাজ করে। এই দেহ মানুষকে দেওয়া হয়েছে, যেন এই দেহ তাঁর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সে যেন দেহের কাজকে নষ্ট না করে। বরং যেন এর দ্বারা প্রশংসিত হয়, হয় জীবন দ্বারা অথবা মৃত্যু দ্বারা। এই দেহকে যতদিন

সম্ভব ততদিন ব্যবহারের জন্য কার্যক্ষম করে রাখতে হবে। খ্রীষ্টের সাক্ষীগণ তাঁদের সাক্ষ্যপ্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেন না। কিন্তু এটিই সব কিছু নয়। শিষ্যদের এই রক্ষণের লক্ষ্য ছিল আত্মিক রক্ষণ। তারা এই সময় বিশ্বাসে এবং প্রতিজ্ঞা গ্রহণে খুব দুর্বল, তাই এই সময় যে কোন দুঃখভোগের জন্য আহ্বান করলে তাঁরা তাঁদের নিজের জন্য এবং তাঁদের প্রভুর জন্য লজ্জিত হবে এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, অন্তত তাঁদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি দুর্বল তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। এই জন্য যাতে তিনি তাঁদের না হারান সে কারণে তিনি তাঁদেরকে বিপদের মধ্যে সম্পৃক্ত করেন নি। বিশ্বাসীদের নিরাপত্তা এবং রক্ষণ আরোপ করা হবে, কেবলমাত্র পরীক্ষা মোকাবেলা করার জন্য স্বর্গীয় শক্তি লাভের জন্য নয়, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যেন স্বর্গীয় দূরদর্শিতা লাভ করা যায়।

ঙ. শিষ্যদের রক্ষার ব্যবস্থার কারণে তিনি তাঁদের মধ্যে একজনের বেপোরোয়া আচরণের জন্য তিরস্কার করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের উগ্রতাকে দমন করেছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর প্রতি শত্রুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন উগ্রতা প্রকাশ করা থেকে নিজেকে দমন করেছিলেন (পদ ১০,১১)। আমরা এখানে দেখতে পাই:

১. পিতরের উগ্রতা। তাঁর একটি ছোরা ছিল। খুব সম্ভবত এই তলোয়ারটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকত, যা আত্মরক্ষার জন্য অনেকের কাছে থাকে। কিন্তু তাঁদের সকলের কাছে ছোরা ছিল (লূক ২২:২৮)। পিতর তাঁর যে তলোয়ারটা আস্থার সঙ্গে কাছে রাখতেন, তা বের করলেন। তিনি মনে করেছিলেন যদি কখন কোন কারণে প্রয়োজন হয় তাহলে এই ছোরা ব্যবহার করবেন, আর এখন সেই সময় এসেছে। আর তিনি সেই ছোরা দিয়ে মহাপুরোহিতের একজন দাসকে আঘাত করলেন, খুব সম্ভবত তাদের মধ্যে যে সবার সামনে ছিল তাকেই তিনি লক্ষ্য করে ছোরা চালিয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি তার মাথা বিচ্ছিন্ন করার জন্যই ছোরা চালিয়েছিলেন, কিন্তু যেভাবেই হোক তাঁর ছোরা চালাতে গিয়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছিল, আর তাই ঐ চাকরের ডান কান কেটে ফেলেছিলেন। সুসমাচার লেখক এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার নাম ছিল মল্ক বা মল্কিয় (নহিমিয় ১০:৪)।

(১) আমরা অবশ্যই পিতরের সুনামের কথা স্বীকার করব, আমরা জানি তাঁর প্রভুর জন্য তাঁর সৎ উৎসাহ রয়েছে। যদিও ভাল তিনি সম্পূর্ণ ভুল পথে চালিত হয়েছেন। তিনি অতি সম্প্রতি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, খ্রীষ্টের জন্য জীবনে যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তিনি পিছু পা হবেন না। আর এখন তিনি তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা খুব ভালভাবেই রক্ষা করলেন। সম্ভবত পিতর যিহূদাকে এই দলের প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দিতে দেখে ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তার হীনতা পিতরের সাহসকে উস্কে দিয়েছিল। তবে আমি খুব অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, যখন পিতর তাঁর ছোরা বের করেছিলেন, তিনি কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের মাথাকে লক্ষ্যবস্তু করেন নি।

(২) তবুও পিতরের মন্দ আচরণের বিষয়টি আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। যদিও তাঁর ভাল উদ্দেশ্যকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু তাঁর এই কাজকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

[১] পিতর যে কাজটি করেছেন এই কাজের জন্য তাঁর প্রভুর কোন আদেশ তিনি পান নি। খ্রীষ্টের সৈন্যদের অবশ্যই আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, আদেশ না শুনে দৌড়ে কোন কিছু অতিক্রম করা যাবে না। এর আগে তাঁরা দুঃখভোগ করতে প্রস্তুত রয়েছেন বলে ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁরা সবাই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল কেবল তাই নয়, কিন্তু তাঁদের ঘোষণাও ছিল স্পষ্ট।"

[২] পিতর তাঁর পর্বের দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যেভাবে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করেছিলেন খ্রীষ্ট তা কখনোই সমর্থন করেন নি, বরং তিনি এই রকম প্রতিরোধ করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন (মথি ৫:৩৯): "তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ কোরো না।"

[৩] তিনি তাঁর প্রভুর দুঃখভোগ করার ক্ষেত্রে বাধাজনক কাজ করেছিলেন, যদিও সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর প্রভুর দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন। পিতর আবার আঘাত করতে উদ্যত হলে খ্রীষ্ট তাঁকে বিরত রাখার জন্য বলেছিলেন, "তোমার ছোরা খাপে রাখ।" পিতর বলেছিলেন, "দুঃখভোগ আপনার কাছ থেকে দূরে থাকুক;" যদিও পিতরকে খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, তাঁকে অবশ্যই দুঃখভোগ করতে হবে এবং সেই সময় খুব কাছে এসে গেছে। তিনি যখন মনে করেছিলেন এইভাবে তিনি খ্রীষ্টের পক্ষে যুদ্ধ করছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি খ্রীষ্টের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছেন।

[৪] কিছুক্ষণ আগে তাঁর প্রভু শত্রুদের সঙ্গে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করার যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা পিতর ভেঙ্গে ফেলতে চাইলেন। তিনি যখন বলেছিলেন, "এদের চলে যেতে দাও," তখন তিনি যে কেবল তাদের নিরাপদের রাখার সঙ্কল্প থেকে এ কথা বলেছিলেন তাই নয়, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন তাদের উত্তম আচরণের জন্য তাঁর কথার প্রেক্ষিতে তাঁরা যেন শান্তিতে চলে যেতে পারেন। খ্রীষ্ট শত্রুদের যে কথা বলেছিলেন তা পিতর শুনতে পেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও এই কথার দ্বারা তিনি নিজেকে সংযত করেন নি। খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখাবার জন্য আমরা এমন কিছু কাজ করে থাকি প্রকৃতপক্ষে তা খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা নয়, বরং তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মানকে প্রদর্শিত করে।

[৫] পিতর নির্বোধের মত আচরণ করেছিলেন এবং তাঁর সহ শিষ্যদের এই ক্রোধান্বিত লোকদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আচরণ করার জন্য উস্কে দিয়েছিলেন। যদি পিতরের ছোরার আঘাতে মল্কের কান না কেটে মাথা কেটে যেত তাহলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, সৈন্যরা সমস্ত শিষ্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলত এবং বারাব্বাকে তারা যেভাবে দাঙ্গাকারী এবং দেশদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল খ্রীষ্টকে এর চেয়ে ভাল কোন দোষে অভিযুক্ত করতো না। অনেকে আছে যারা এইভাবে নিজেকে রক্ষার জন্য কাজ করতে গিয়ে বস্তুত নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনে।

[৬] এই ঘটনার এত অল্প সময় পরই পিতর এমন কাপুরুষতার কাজ করেছিলেন (তাঁর প্রভুকে অস্বীকার করা), যার কারণে আমাদের এটি মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, খ্রীষ্টের কারণে শত্রুরা যখন মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, তখন পিতর এই সুযোগ গ্রহণ

করেছিল। কিন্তু এই অবস্থার পরেও যখন খ্রীষ্টকে স্বয়ং তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখলেন তখন তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তাঁর সাহস তাঁকে এই কাজে ব্যাপৃত করেছিল। খ্রীষ্টান নেতারা যারা খ্রীষ্টের পক্ষে কাজ করার জন্য পরিকল্পনা করে থাকেন, তারা যে কেবল বিজয়ী হবার সম্ভাবনার কাজেই হাত দেবেন তাই নয়। কিন্তু যদি তারা মনে করেন যে, এই কাজে তাদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হবে কিংবা তাদের ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, প্রভুর পক্ষে সেই কাজেও তাদের হাত দিতে হবে। বিজয়ের দিক না হলেও তা হবে প্রকৃত দিক।

(৩) আমরা এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ঈশ্বরের বিচক্ষণ আদেশে আঘাতটি স্থানচ্যুত হয়েছিল। এর ফলে আঘাতটি বড় কোন ক্ষতি করে নি, কিন্তু কেবল মল্কের কান কাটা গিয়েছিল যা বড় কোন অঙ্গ হানির চেয়ে আরও বেশি লক্ষ্যণীয় হয়েছিল। একইভাবে খ্রীষ্টকে কর্তিত কানকে স্বস্থানে স্থাপন করার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা ও দয়া প্রকাশ করার সুযোগ দিলেন (লূক ২২:৫১)। যে ঘটনা বিপদকে ডেকে আনে, তাতে খ্রীষ্টের তিরস্কার কখনো কখনো তাঁর সম্মানকে বৃদ্ধি করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এমন কি তাঁর শত্রুদের মাঝেও।

২. তাঁর প্রভু তাঁকে তিরস্কার করলেন (পদ ১১): "তোমরা ছোরা খাপে রাখ।" এই তিরস্কার ছিল ভদ্রোচিত। কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল পিতরের এই স্বেচ্ছাচারী মনোভাব থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে নেওয়া। খ্রীষ্ট এই বিষয়টি সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি পিতরকে কেবল এই আদেশ দিয়েছিলেন, "থাক, আর নয়।" অনেকে মনে করেন যাদের কারণে তারা দুঃখ এবং দুর্দশাগ্রস্থ হয়েছে তাদের ক্ষমা করা হবে, যদি তারা এই লোকদের প্রতি উত্তেজিত এবং রাগান্বিত হন। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে নম্রতা এবং দুঃখভোগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পিতর নিশ্চয়ই তাঁর ছোরা খাপে রেখেছিলেন, কারণ যা পবিত্র আত্মার ছোরা তা তাকে প্রদান করা হবে। এই অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রশস্ত্রের মত জাগতিক নয়, তবুও মহা ক্ষমতাশালী। খ্রীষ্ট যখন তাঁর কথায় তাঁর প্রতি আক্রমণকারীদের ধরাশায়ী করেছিলেন, তখন তিনি পিতরকে দেখিয়েছিলেন কীভাবে তিনি একটি কথার দ্বারা সশস্ত্র হয়েছিলেন যা জীবন্ত ও কার্যসাধক এবং দু'দিকে ধার আছে এমন ছোরার চেয়েও ধারালো। খুব অল্প দিন পরেই এই পিতরের কথার মাধ্যমে অননিয় এবং সাফিরা মৃত্যুবরণ করে তাঁর পায়ের কাছে পতিত হয়েছিল।

৩. এই তিরস্কারের কারণ: "পিতা আমাকে যে দুঃখের পেয়ালা দিয়েছেন, তা কি আমি গ্রহণ করবো না?" খ্রীষ্টের এই তিরস্কারের পক্ষে মথি অন্য কারণ দেখিয়েছেন, কিন্তু যা তিনি বাদ দিয়েছেন যোহন তা রক্ষা করেছেন। এতে খ্রীষ্ট আমাদের কাছে জ্ঞাপন করেছেন:

(১) তাঁর পিতার ইচ্ছার কাছে তাঁর নিজের আত্মসমর্পণের পূর্ণ প্রমাণ। পিতর যে মন্দভাবে কাজ করেছিলেন তাতে তিনি ভেবেছিলেন যে, খ্রীষ্টের সময় উপস্থিত হলেও তাঁর এই আক্রোশ খ্রীষ্টের দুঃখভোগ করাকে তেমন কোন বাধাগ্রস্থ করবে না। কিন্তু খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "কী! পিতর, তুমি কি এই পেয়ালা এবং আমার ঠোঁটের মাঝে তোমার পা ফেলবে? আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তান।" যদি খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করা এবং মৃত্যুবরণ করার জন্য দৃঢ়

সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে এই কাজকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য পিতরের কথা এবং আচরণ নিঃসন্দেহে অন্যায় হবে: "আমি কি তা গ্রহণ করবো না?" পূর্ব থেকে যে বিষয়টি স্থির হয়ে আছে তা তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন, কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই বিপরীত চিন্তা গ্রহণ করতে পারেন না, আর তা তিনি আদৌ করবেন না। তিনি স্বেচ্ছায় এই পেয়ালা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। যদিও এই পেয়ালা ছিল তিক্ত পেয়ালা। তিক্ততা এবং যন্ত্রণাকে যেন ঢেলে দেওয়া হয়েছে গলায়। এই পেয়ালা শিউরে ওঠার পেয়ালা, রক্তবৎ পেয়ালা, সদাপ্রভুর রাগের পেয়ালার নিকৃষ্ট তলানী (যিশাইয় ৫১:২২)। এই পেয়ালা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যেন আমাদের হাতে তিনি পরিত্রাণের পেয়ালা, সান্ত্বনার পেয়ালা, অনুগ্রহের পেয়ালা দিতে পারেন। এই কারণে তিনি স্বেচ্ছায় এই পেয়ালা গ্রহণ করেছিলেন, যেহেতু তাঁর পিতা তাকে এই পেয়ালা দিয়েছিলেন। যদি তাঁর পিতা এরূপ করে থাকেন, তাহলে তা শ্রেষ্ঠ কাজের জন্যই করেছেন এবং তাই ঘটেছিল।

(২) আমাদের সম্পর্কে প্রতিটি বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার আদর্শ আমাদের জন্য স্থাপন করেছেন। আমাদের এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যেন খ্রীষ্ট সেই পেয়ালা গ্রহণ করতে পারেন (মথি ২০:২৩) এবং আমরা যেন তাঁর ইচ্ছার কাছে বশ্যতা স্বীকার করি।

[১] এটি কেবলমাত্র পেয়ালা, এই পেয়ালা দিয়ে যা করা হয় তা তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র বিষয়। এটি সাগর নয়, লোহিত সাগর নয়, কারণ এটি দোজখ নয়। এটি আলো এবং তা এক মুহূর্তের আলো।

[২] এই পেয়ালা যা আমাদের দেওয়া হয়েছে। দুঃখভোগের এবং দানের।

[৩] একজন পিতার মাধ্যমে আমাদের কাছে এটি দেওয়া হয়েছে, যে পিতার অধিকার এবং ক্ষমতা রয়েছে এবং যিনি আমাদের কোন ক্ষতি সাধন করেন না। একজন পিতার ভালবাসায় আমাদের কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে না।

চ. ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে পালন করার জন্য তিনি শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করলেন এবং নিজেকে একজন বন্দী বলে স্বীকার করলেন। এর কারণ এই নয় যে, তিনি নিজেকে মুক্ত করতে অসমর্থ হয়েছিলেন; বরং এর কারণ হল এই যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে মুক্ত করেন নি, তিনি এভাবে পালিয়ে যেতে চান নি। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন মল্কের কান হয়তো আবার স্বস্থানে সংস্থাপনের মাধ্যমে তাদের মন নমনীয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোন কিছুই তাদের মন জয় করতে পারে নি। *Maledictus furor, quem nec majestast miraculi nec pietas beneficii confringere potuit* – আশ্চর্য কাজের মহত্ব যেখানে তাদের আদৌ নমনীয় করে নি, সেখানে এই দয়ার কাজ তাদের মনকে দর্যাদ্র করার পক্ষে কোন সাহায্য করতে পারে নি। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তারা কীভাবে তাঁকে গ্রেফতার করেছিল: *তারা খ্রীষ্টকে ধরে বাঁধলো*। মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁকে বাঁধলেও অন্যেরা এই নির্দেশ দিয়েছিল, তারা সবাই একত্রিত হয়ে এই মন্দ কাজে অংশ নিয়েছিল। তাদের এই কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তারা সবাই

এই কাজকে সমর্থন করে সর্বাত্মকভাবে খ্রীষ্টকে বন্দী করার কাজে ব্যাপৃত হয়েছিল। এখন পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়েছে: "মধুমক্ষিকার মত তারা আমাকে ঘিরে রেখেছে" (গীতসংহিতা ১১৮:১২)। "যিনি আমাদের নাসিকায় বায়ুস্বরূপ, সদাপ্রভুর অভিষিক্ত, তিনি তাদের গর্তে ধৃত হলেন" (বিলাপ ৪:২০)। এখন তারা খ্রীষ্টকে যেভাবে ধরতে পেরেছে, এর আগে তারা এভাবে তাঁকে ধরতে পারে নি, বার বার তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। আমরা অনুমান করতে পারি তারা তাঁর উপর হঠাৎ আক্রমণ করে ভীষণভাবে বল প্রয়োগ করে উগ্রভাবে তাঁকে ধরেছিল।

২. কীভাবে তারা তাঁকে ধরেছিল: *তারা তাঁকে বাঁধলো*। খ্রীষ্টের দুঃখভোগের এই বিষয়টি কেবলমাত্র এই সুসমাচার লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল; আর তা হল: তারা খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরলো, তাঁকে বাঁধলো, তাঁকে হাতকড়া দিল। প্রচলিত ইতিহাস অনুসারে বলা হয়েছে, "তারা তাঁকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বেধেছিল যে, তাঁর আঙ্গুলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা তাঁকে পিছমোড়া করে বেঁধেছিল, লোহার শিকল তাঁর গলায় পড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা সেই শিকল ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এটি তাঁর অত্যাচারীদের আক্রোশকে দেখায়। তারা তাঁকে বেঁধেছিল:

[১] যেন তারা তাঁকে যথেচ্ছভাবে পীড়ন করতে পারে এবং তাঁকে কষ্ট দিতে পারে, যেমন করে লোকেরা শিমিয়োনকে যন্ত্রণা দেবার এবং পীড়ন করার জন্য বেঁধেছিল।

[২] যেন তারা তাঁকে চরমভাবে অবিশ্বাস করতে পারে, লজ্জাজনক অবস্থার মধ্যে ফেলতে পারে। দাসদের যেভাবে বাঁধা হত খ্রীষ্টকেও সেইভাবে বাঁধা হয়েছিল, যদিও তিনি ছিলেন জন্ম থেকে স্বাধীন।

[৩] যেন তারা তাঁর মুক্ত হওয়াকে প্রতিরোধ করতে পারে। যিহূদা তাদের বলেছিল যেন তারা তাঁকে খুব দৃঢ়ভাবে ধরে। দেখুন, তাদের মূর্খতা। যিনি কিছুক্ষণ আগে সর্বশক্তিমানের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁকেই তারা এই সামান্য লোহার শেকল দিয়ে বেঁধেছে।

[৪] তাঁকে তারা এমনভাবে বেঁধেছিল, যেন তিনি ইতোমধ্যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, কারণ তারা তাঁকে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেবার ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল। তাঁর মৃত্যু যেন অসম্মানজনক মৃত্যু হয়; এর অর্থ হল, তাঁর হাত বাঁধা, তাই তিনি একজন দুষ্কর্মকারী (২ শমূয়েল ৩:৩৪,৩৫)। খ্রীষ্ট তাঁর কথার দ্বারা তাঁর অভিযোগকারীদের বিবেককে বেঁধেছিলেন, যা তাদের রাগান্বিত করেছিল। তাঁর উপর এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা এইভাবে তাঁকে বেধেছিল।

যোহন ১৮:১৩-২৭ পদ

আমরা এখানে মহাপুরোহিতের সামনে খ্রীষ্টের অভিযুক্ত হওয়ার বিবরণ পাই। সেই স্থানে কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা অন্য সুসমাচারের লেখকেরা বাদ দিয়ে গেছেন এবং পিতরের খ্রীষ্টকে অস্বীকার করা, যা অন্য সুসমাচারের লোকেরা নিজের মত করে সম্পূর্ণ ঘটনা আলাদা একটি অংশে একত্রে সংযুক্ত করে লিখেছেন। যে অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা

হয়েছিল তা ছিল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যিনি আত্মিক আদালতের বিচারক তাঁর পতন ঘটাবার জন্য দ্রুত তারা তাদের বিচারাধীনে নিয়ে এল। যিহূদী এবং পরজাতির লোকেরা উভয়ে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল, কারণ খ্রীষ্ট তাদের উভয়ের পাপর জন্য মরেছিলেন। আসুন আমরা এই ঘটনা সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা করি।

ক. খ্রীষ্টকে ধরার পরে প্রথমে তারা তাঁকে হাননের কাছে নিয়ে গেল। এর আগে তারা কাইয়াফার আদালতে খ্রীষ্টের বিষয়টি নিয়ে এসেছিল। ঐ সময় কাইয়াফা বলেছিলেন যে, গোটা জাতির পরিবর্তে একজনের মৃত্যু হওয়া ভাল। তারা এই প্রত্যাশা করছিল, কাইয়াফার গৃহে যেখানে আদালত বসে সেই আদালতের সামনে যেন তাঁকে হাজির করাতে পারে।

১. তারা তাঁকে সাথে নিয়ে চলল। তাঁকে নিয়ে তারা আনন্দ প্রকাশ করতে চলছিল, যেন তারা তাদের বিজয়ের পুরষ্কার লাভ করেছে। কসাইয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া ভেড়ার মত করে তারা তাকে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা নহিমিয়ার কথিত মেষ-দরজার মধ্য দিয়ে তাঁকে নিয়ে চলল। কারণ এর মধ্য দিয়ে তারা জৈতুন পদত থেকে যিরূশালেমে গিয়েছিল। তারা তাঁর প্রতি উগ্র আচরণ করতে করতে নিয়ে চলছিল, যেন তিনি একজন মারাত্মক এবং জঘন্য অপরাধী। আমাদের নিজেদের প্রচণ্ড মন্দ কামনা-বাসনা আমাদের এমনভাবে চালিত করেছিল যে, আমরা শয়তানের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছিলাম এবং শয়তান তার ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের চালিত করছিল। শয়তানের অনুচরেরা খ্রীষ্টকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল হিংস্র মনোভাব নিয়ে। তিনি শয়তানের অনুচরদের দ্বারা বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যাতে শয়তানের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাই এই জন্য খ্রীষ্ট তাঁর নিরূপিত দুঃখভোগ এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

২. যারা তাঁকে ধরে আনার জন্য পাঠিয়েছিল, তাদের কাছে তারা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন সময় ছিল মধ্যরাত। কেউ হয়তো এমনটা ভাবতে পারেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য তারা তাঁকে আটকে রাখতে পারত (লেবীয় ২৪:১২), কিংবা অন্যান্য বন্দীর কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে পারত এবং আদালত বসার নির্দিষ্ট সময় না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে পারত। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তারা তাঁকে নিয়ে চলল; তবে শান্তির ন্যায় বিচারের কাছে নয়, কিন্তু বিচারে যেন তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এই জন্য তারা তাঁকে আদালতের সামনে উপস্থিত করেছিল। তাকে অভিযুক্ত করার জন্য তারা অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠেছিল। অংশত কারণ হল, তারা আশঙ্কা করেছিল যে, কোনভাবে তিনি হয়তো খালাস পেয়ে যাবেন। এই কারণে তারা যে কেবল সময় নষ্ট করতে চাইছিল না তাই নয়, কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর মানুষ হিসেবে গণ্য করল। অংশত কারণ হল, তারা খ্রীষ্টের রক্ত দিয়ে তাদের পিপাসা মেটানোর জন্য আকাঙ্খী ছিল। ঈগল যেমন তার শিকার ধরার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় এবং দ্রুত কাজ করে, তেমনি তারাও খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

৩. প্রথমে তারা তাঁকে হাননের কাছে নিয়ে গেল। সম্ভবত তার বাসস্থান তাদের যাবার পথেই অবস্থিত ছিল এবং কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেবার জন্য এই স্থানটি উপযুক্ত ছিল।

কেউ কেউ মনে করেন, এই লোকেরা তাদের কাজের পারিশ্রমিক নিতে গিয়েছিল। আমি মনে করি, হানন ছিলেন বৃদ্ধ, দুর্বল ও রুগ্ন মানুষ, তাই গভীর রাতে মহাসভায় উপস্থিত হয়ে বাকি সময় অতিবাহিত করার মত সামর্থ্য তার ছিল না। তাদের সাফল্যের নিশ্চয়তাস্বরূপ তারা খ্রীষ্টকে সঙ্গে করে এনেছিল, যেন তিনি এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন। যে বৃদ্ধ মানুষটির রাতে ঘুমিয়ে থাকার কথা, তার কাছে তারা তাদের বন্দীকে উপস্থিত করতে চাইল কেবলমাত্র তার কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার আশায়। এটি খুব দৃষ্টিকটু যে, একজন বৃদ্ধ ও রুগ্ন মানুষের কাছে রাতের বেলা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও আনন্দের জন্য তারা একজন বন্দীকে এসেছিল। অবশ্য খুব সকালে তাকে মন্দিরে যেতে হত, ঐ দিন উৎসর্গ দেবার জন্য আনা পশুগুলো আদৌ দোষমুক্ত কিনা সেটি পরীক্ষা করার জন্য। যদি তাই হত তাহলে এর মধ্যে একটি গভীর অর্থ প্রকাশ পেত, আর তা হল: খ্রীষ্ট হলেন শ্রেষ্ঠ উৎসর্গ, যাঁকে তার কাছে উপস্থিত করা হলে তিনি নির্দোষ বলে স্বীকার করে তাঁকে উৎসর্গের জন্য বেদীতে পাঠিয়ে দিতেন।

৪. এই হানন ছিলেন মহাপুরোহিত কাইয়াফার শ্বশুর। বিবাহসূত্রে তাদের মধ্যে আত্মীয়তা হয়েছিল। যে বছর কাইয়াফা মহাপুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত হন খ্রীষ্ট সেই বছর মৃত্যুবরণ করেন, যা প্রকাশ করে:

(১) যখন মহাপুরোহিত দ্বারা কোন মন্দ কাজ সাধিত হয়, ঈশ্বর ভবিষ্যতের জ্ঞান অনুযায়ী তাকে ঐ কাজ করার জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত করেন।

(২) খারাপ মানুষের অন্তরে যে মন্দ চিন্তা আছে তা যাতে প্রকাশ পায়, এই জন্য তিনি তাকে ক্ষমতার পদে অধিষ্ঠিত করেন। যেন ঐ পদে অধিষ্ঠিত অবস্থায় থেকে ঐ মন্দ কাজ করার জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত হতে পারেন এবং ঐ কাজ করার জন্য তিনি সুযোগ লাভ করতে পারে। কাইয়াফার ধ্বংস হওয়ার কারণ হল, তিনি ঐ বছর মহাপুরোহিত হয়েছিলেন এবং তিনি এটা ভেবেছিলেন যে, তিনি দুর্বৃত্তদের দলপতি হিসেবে খ্রীষ্টকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন। অনেক মানুষ আছেন যাদের পদোন্নতির জন্য তাকে তাঁর মর্যাদা ও খ্যাতি হারাতে হয়। যদি তিনি মনোনীত না করেন তবে তিনি অপমানিত এবং লজ্জিত হবেন না।

খ. হানন বেশি সময় তাদের আটকে রাখেন নি। তারা বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য চাপ দিচ্ছিল, যেন তিনি স্বেচ্ছায় তাঁকে দোষী বলে রায় দেন। কিন্তু বিষয়টি সুরাহা করার জন্য তিনি খ্রীষ্টকে কাইয়াফার কাছে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন, যা ছিল সেনহেড্রিনের এই সব বিষয় আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সম্মিলনের স্থান, অথবা মন্দিরের নির্দিষ্ট কোন জায়গায় যেখানে মহাপুরোহিত আদালত স্থাপন করেছিলেন, পদ ২৪। এই বিষয়টি কেবল এই সুসমাচার লেখক উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে হাননের কাছে খ্রীষ্টকে আনা হয়েছিল এবং পরে হানন তাঁকে মহাপুরোহিত কাইয়াফার কাছে পাঠিয়ে দেন। এখানে বলা হয়েছে, হানন তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কাইয়াফার ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১৩): *কাইয়াফা সেই বৎসর মহাপুরোহিত ছিলেন*। মহাপুরোহিতের দায়িত্ব থাকতো আমৃত্যু। কিন্তু সচরাচর যা ঘটে থাকে তা এখানে

পরিবর্তন ঘটেছিল, অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে এই কাজটি করা হয়েছিল। কাইয়াফার এই পর্বের জন্য উচ্চাকাঙ্খা ছিল, আর এই পদ প্রত্যার্পণ করা ছিল অন্যায় ও অবৈধ, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এই পদ কাইয়াফার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। ঈশ্বর তাদের সব কিছু উল্টে ফেলবেন এবং যার অধিকার আছে তার উপর অর্পণ করা হবে।

(১) আদালতের সম্মুখীন হয়ে তার দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, যখন খ্রীষ্টের সব ঘটনা শোনার আগেই তারা বিচারের নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল। তারা ইতোমধ্যে স্থির করে ফেলেছিল যে, তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে কি করবে: "তাঁকে মরতে হবে।" তাই বিচারের নামে এটি ছিল প্রহসন। এইভাবে খ্রীষ্টের সুসমাচারের শত্রুরা সঙ্কল্পবদ্ধ হয় যে, সত্য হোক বা মিথ্যা হোক তারা তা ক্ষতিগ্রস্থ করবেই।

(২) খ্রীষ্টের ঘোরতর শত্রুদের মধ্যে একজনের মুখের কথা থেকে তাঁর নির্দোষিতার সাক্ষ্য প্রকাশ পেয়েছিল, যে স্বীকার করেছিল যে, সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য একজন মানুষকে মরতে হবে এবং তিনি যে কোন সাধারণভাবে মারা যাবেন না, কিন্তু উপযুক্ত কারণে মারা যাবেন।

২. কাইয়াফার বিদ্বেষ (পদ ১৪), যা প্রকাশ পেয়েছে কিছু দিন আগে বলা তার উক্তি থেকে। এই সেই কাইয়াফা, যিনি যিহূদীদেরকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, "প্রজালোকদের জন্য এক জনের মরণ ভাল।" এটি যোহন ১১:৫০ পর্বের ঘটনা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই বিষয়টি এখানে এসেছে এটি দেখাবার জন্য যে, তিনি কতটা মন্দ মানুষ ছিলেন। এ হল সেই কাইয়াফা, যিনি স্বয়ং সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন এবং যিহূদী সমাজের নিয়ম-কানুন স্বেচ্ছাকৃতভাবে পরিচালিত করতেন।

৩. খ্রীষ্টের অভিযোগের বিষয়ে হাননের সম্মতি। তিনি স্বয়ং অন্যায়ের অংশী হয়েছিলেন:

(১) নিয়ম বর্হিভূতভাবে এবং নির্দয়ভাবে খ্রীষ্টকে বন্দী করার ব্যাপারে তিনি দলনেতা এবং কর্মচারীদের সাথে একমত হয়েছিলেন। কারণ তিনি এটি অনুমোদন করেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁকে মুক্ত করে না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত খ্রীষ্টকে অব্যাহতভাবে বাধা অবস্থায় রাখতে হবে। তিনি কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন নি, অথবা তিনি নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে যাবার জন্য কোন উদ্যোগ নেন নি। হানন সব জেনেও খ্রীষ্টকে অব্যাহতভাবে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার চেয়ে যে সমস্ত উগ্র সৈন্যরা খ্রীষ্টকে বেঁধেছিল তাদের অপরাধ আরও বেশি মার্জনীয়।

(২) প্রধান পুরোহিতেরা এবং সভাসদ খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবার অভিযোগ করেছিল। হানন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময় তাদের সঙ্গে না থাকলেও তিনি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যেন তাদের উদ্যোগ সফল হয় এবং তিনি তাদের মন্দ কাজের অংশী হয়েছিলেন।

গ. কাইয়াফার গৃহে শিমোন পিতর তাঁর প্রভুকে অস্বীকার করতে শুরু করলেন, পদ ১৫-১৮।

১. যেখানে আদালত বসেছিল, অনেক কষ্টে এবং উদ্বেগের মধ্য দিয়ে পিতর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, যার বিবরণ আমরা পাই ১৫ এবং ১৬ পদে। আমরা এখানে লক্ষ্য করি:

(১) খ্রীষ্টের প্রতি পিতরের দয়া। যদিও এটি প্রমাণিত যে, তা দয়া ছিল না। এখানে দু'টি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে:

[১] যখন খ্রীষ্টকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, পিতর তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। যদিও প্রথমে অন্য শিষ্যদের সঙ্গে তিনিও পালিয়ে গিয়েছিলেন, তবুও পরে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করেছিলেন এবং কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছিলেন। তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে কোন মূল্যেই হোক তিনি খ্রীষ্টের অনুগত থাকবেন। কিছু দিন আগে যে লোকেরা খ্রীষ্টকে সম্মান জানাবার জন্য *হোশান্না* বলে চিৎকার করেছিল এবং তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল, তারাই আজ সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। তারাই আজ তাঁর নিন্দা করতে করতে তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল এবং তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনার অংশী হল। কিন্তু যারা সত্যিকারভাবে খ্রীষ্টকে ভালবাসে এবং মান্য করে, তারা যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁর পথে চলবে।

[২] যখন তিনি তাঁর শত্রুদের মাঝখানে খ্রীষ্টকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তিনি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি চাইলেন যেন যতটা সম্ভব খ্রীষ্টের কাছাকাছি থাকতে পারেন এবং অপেক্ষায় ছিলেন যেন সুযোগ পেলেই খ্রীষ্টের আরও কাছে যেতে পারেন। খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে যখন আমরা বিরোধিতার সম্মুখীন হই, তখন অবশ্যই আমাদের দয়া প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু তথাপি পিতরের এই দয়া বস্তুত দয়া ছিল না, কারণ তা রক্ষা করার জন্য তাঁর যথেষ্ট শক্তি ও সাহস ছিল না। আর তাই এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি দয়ার কাজ দেখাতে গিয়ে ফাঁদের ভেতরে পা দিতে গিয়েছিলেন। তাঁর খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা সব কিছুর বিবেচনায় দোষনীয় ছিল; কারণ পিতর খ্রীষ্টকে যতটা জানতেন, তার চেয়ে খ্রীষ্ট পিতরকে আরও ভালভাবে জানতেন। তিনি তাঁকে সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন (যোহন ১৩:৩৬): "আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তুমি এখন আমার পশ্চাৎ যেতে পার না; কিন্তু পরে যেতে পারবে।" এই কথা খ্রীষ্ট বার বার বলেছেন যে, পিতর তাঁকে অস্বীকার করবেন। অতি সম্প্রতি পিতর তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর দুর্বলতার অভিজ্ঞতা খ্রীষ্ট অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের ক্ষমতার বাইরে সমস্যা দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষার বিষয়ে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। দুঃখভোগে আমাদের সাহসিক কাজ গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। নিজেদের প্রকাশ করার জন্য যদি আমাদের আহ্বান পরিষ্কার থাকে, তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে, ঈশ্বরকে সম্মানিত করার জন্য তিনি আমাদের সমর্থ দেবেন। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে আমরা এই আশঙ্কা করবো যে, আমাদের প্রতি লজ্জার কারণে ঈশ্বর আমাদের পরিত্যাগ করবেন।

(২) পিতরের প্রতি আর একজন শিষ্যের দয়া প্রদর্শন, যা মূলত দয়া ছিল না বলে প্রমাণিত হয়েছে। যোহন এই সুসমাচারের বিভিন্ন সময়ে নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, অন্য একজন শিষ্য বা আর একজন শিষ্য। অনেক ব্যাখ্যাকারী এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করে এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই শিষ্য হলেন যোহন নিজে। অনেকে অনুমান করেছেন যে, কীভাবে তিনি মহাপুরোহিতকে চিনতেন। *Propter generis nobilitatem* – *উৎকৃষ্টতর বংশ হতে জন্মপ্রাপ্ত*, এমনই মত দিয়েছেন যেরোম। তিনি তাঁর ভাই যাকোবের চেয়ে অধিকতর সম্ভ্রান্ত ছিলেন, যদিও তাঁরা উভয়ে জেলে সিবদিয়ের ছেলে। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, তিনি তাঁর সম্পত্তি মহাপুরোহিতের কাছে বিক্রি করেছিলেন। আবার অন্যরা বলতে পারেন যে, তিনি তার পরিবারে মাছ সরবরাহ করতেন; যদিও দু'টো ধারণাই একেবারে অসম্ভব। অথবা এমনও হতে পারে, এই অন্য শিষ্য ঐ বারো জনের মধ্যে একজনও নন। হয়তো খ্রীষ্টের অন্য মেষরাও আছে, যারা এই খোঁয়াড়ের নয়। হয়তোবা যেভাবে সিরীয় পণ্ডিতেরা বলেন, *Unus ex discipulis aliis* – *অন্য শিষ্যদের মধ্যে একজন*, যিনি খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করেছিলেন এবং যিরূশালেমে তার বাসস্থান ছিল। সম্ভবত তিনি অরিমাথিয়ার যোষেফ। যদিও তাদের স্বভাব ছিল রক্ষণশীল এবং তাদের অবস্থা তাদেরকে সাবধানে চালিয়েছে এবং তারা পালিয়েও গিয়েছিল, তবুও তাদের বিশ্বাস ছিল আন্তরিক। পরবর্তী সময় এটি প্রকাশ পেয়েছিল যখন তারা এতে আহ্বান পেয়েছিলেন, যে পথে তারা তাদের ভালবাসা স্থাপন করেছিলেন, তারা শিষ্য হিসেবে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন। পিতর সম্ভবত ইতোপূর্বে খ্রীষ্টের সঙ্গে আলাপের মধ্য দিয়ে এই শিষ্যকে উপস্থাপন করেছিলেন এবং এখন তিনি তাঁর দয়া পরিশোধ করেছেন এবং তাঁকে স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করছেন না। যদিও মনে হতে পারে, তিনি এই মুহূর্তে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

[২] কিন্তু এই দয়া প্রমাণ করে যে, এটি আসলে দয়া নয়, কেবল তাই নয়, এটি মহা দয়াহীনতা। বাধাগ্রস্থ হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি মহাপুরোহিতের দরবারে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি নিজেকে প্রলোভনের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন এবং এর পরিণতি ছিল খুব খারাপ। লক্ষ্য করুন, আমাদের বন্ধুদের সৌজন্য ভুলভাবে চালিত করার জন্য প্রায়ই আমাদের কাছে ফাঁদ বলে প্রমাণ করে।

২. পিতর ভিতরে ঢোকার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন এবং সেই পরীক্ষায় তিনি পরাজিত হলেন, পদ ১৭। আসুন আমরা লক্ষ্য করি:

(১) কত হালকা আক্রমণ ছিল: একজন মূর্খ মহিলা বই আর কিছু নয়, যে ছিল দরজার পাহারাদার, সেই মহিলা তাঁকে জেরা করে বসল। সেই মহিলা কেবল তাঁকে উদাসীনভাবে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমিও কি এই লোকটির শিষ্যদের মধ্যে একজন?" সম্ভবত পিতরের নিরীহ ভাব দেখে এবং তাঁকে নিরীহভাবে ভিতরে ঢুকতে দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল। যখন আমরা কোন ভাল কাজ করার সুযোগ পাই তখন আমাদের উচিত হবে পরিষ্কার বিবেক দিয়ে কাজ করা এবং আমাদের মুখে যেন উজ্জলতা থাকে। পিতর সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন মল্কের জন্য। তাঁর ভয় ছিল যে, হয়তো মল্ক এই স্থানেই ছিল। তাহলে সে তাঁকে দেখা মাত্র তাঁকে ধরে বলবে যে, "তুমিই সেই লোক যে কিনা আমার কান কেটেছিল। আমার কানের জন্য এখন আমি তোমার মাথা কেটে ফেলব।" কিন্তু যখন একজন মহিলা তাঁকে এই কথা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি তাদের একজন নও?" তিনি

ভয়হীনভাবে এই উত্তর দিতে পারতেন, “তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আমি আর কে হতে পারি?” ধরে নিলাম মহিলাটি তাঁকে এটি ঠাট্টার ছলে বলেছিল, অথবা অবিশ্বাস করার জন্য এই কথা বলেছিল। খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার জন্য যারা খ্রীষ্টের পক্ষে খুব সামান্য সাক্ষ্য বহন করে, তারা অবিশ্বাস এবং বিদ্রুপ সহ্য করতে পারে না। এটি কেবল মানুষের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ার মত।

(২) কত দ্রুত ছিল এই আত্মসমর্পণ। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য কোন সময় না দিয়েই তিনি হঠাৎ করে উত্তর দিয়ে বসলেন, “না, আমি নই।” যদি তাঁর সিংহের মত সাহস থাকত, তিনি তাহলে এই কথা নিশ্চয়ই বলতে পারতেন, “এটি আমার জন্য গৌরবের যে, আমি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন।” অথবা তিনি যদি সাপের মত সতর্ক হতেন তাহলে তিনি ঐ সময় নীরব থাকতেন, কারণ এই সময়টি ছিল মন্দ। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন যে, নিরূপায় হয়ে যদি তিনি অস্বীকার না করেন তাহলে কোন মতেই তারা নিরাপদ থাকতে পারবেন না, তাই এক মুহূর্ত দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলেন: “না, আমি নই।” তিনি কেবল অস্বীকার করেন নি, কিন্তু অবজ্ঞার সঙ্গে এবং ঘৃণার সঙ্গে মহিলার কথার উত্তর দিয়েছিলেন।

(৩) আবার পরীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং আবার পরীক্ষার মধ্যে পড়লেন: “দাসেরা এবং কর্মচারীরা কাঠ কয়লার আগুন জ্বেলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিল। পিতর তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিল,” পদ ১৮।

[১] দেখুন কীভাবে তারা নিজের জন্য ব্যবস্থা করেছিল, ঐ রাতে ভীষণ শীত পড়েছিল। তারা ঐ স্থানে কাঠ কয়লার আগুন জ্বালিয়েছিল। তবে তা তাদের প্রভুদের জন্য নয়, কিন্তু তাদের নিজের জন্য; নিজেদের আরামের জন্য এবং সতেজ করার জন্য। যারা খ্রীষ্টকে অত্যাচার করার জন্য ব্যগ্র ছিল তারা শীতের কথা ভুলে গিয়েছিল। খ্রীষ্টের প্রতি কি ঘটেছে এই বিষয়ে তাদের দাসদের কোন উদ্বেগ ছিল না, নিজেদের আরামের জন্য এবং শরীর গরম করবার জন্য তারা সবাই আগুনের পাশে বসেছিল (আমোষ ৬:৬)।

[২] দেখুন কীভাবে পিতর তাদের দলে যুক্ত হয়েছিলেন এবং নিজেকে তাদের মধ্যে একজন হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তিনি তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন।

প্রথমত, এটি তাঁর মারাত্মক ভুল ছিল যে, তিনি তাঁর প্রভুর সঙ্গে থাকেন নি, খ্রীষ্টের দিক থেকে তিনি তাঁর মনযোগ সরিয়ে নিয়েছিলেন। সে সময় খ্রীষ্ট দরবারের উচ্চতর প্রান্তে অবস্থান করছিলেন, যেখানে তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। যদি পিতর এই দাসদের কাছ থেকে দূরে থাকতেন তাহলে তাঁকে এই বিপক্ষদের জেরার সম্মুখীন হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হত না। তিনি যদি তাঁর প্রভুর আহ্বানের কথা স্মরণ করতেন তাহলে অন্তত তাঁর প্রভুর পক্ষে সাক্ষী দিতে পারতেন এবং যা ঘটে চলেছে এবং প্রকৃত ঘটনার দিকে তাঁর দৃষ্টি থাকত। তাহলে তিনি অন্য শিষ্যদের সঙ্গে এক হতে পারতেন যাদের মধ্যে একজন শিষ্যের এই পরীক্ষার মধ্যে পতিত হন নি। তাঁর প্রভু কীভাবে পরীক্ষার উপর জয়লাভ করে তাঁর

নিরূপিত দুঃখভোগকে বরণ করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন এই দৃষ্টান্ত থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। তথাপি তাঁর বিবেক কিংবা তাঁর কৌতূহল কোনটিই তাঁকে দরবার কক্ষের ভিতরে নিয়ে যেতে পারে নি। তিনি তাদের মধ্যে বসেছিলেন বলে এই সব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। গাল্লিওর মত যা ঘটছিল সে সবের প্রতি কিংবা অন্য কারও প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। আমাদের এই কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, পিতরের অন্তর এই সব বিষয়ে চিন্তা করে দুঃখে পরিপূর্ণ হয়েছিল; কিন্তু তাঁর এই দুঃখ প্রকাশ করা এবং স্বীকার করার মত যথেষ্ট সাহস ছিল না যে, "হে প্রভু, তুমি আমাদের পরীক্ষায় পড়তে দিও না।"

দ্বিতীয়ত, এটি অত্যন্ত খারাপ বিষয় ছিল যে, যারা তাঁর প্রভুর শত্রু ছিল তিনি গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। পিতরও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং আগুন পোহাচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এটি ছিল দুর্বল অজুহাত। একটি ছোট বিষয় এই লোকদের কাছে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আর পবিত্র আগুনের ভালবাসা থেকে তারা তাঁকে টেনে বের করে এনেছিল। যদি খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর উৎসাহ ও ব্যগ্রতা শীতল হয়ে না যেত, কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁকে যে রকম উত্তপ্ত মনে হয়েছিল যদি তিনি এখনও সেই রকম উত্ত্যক্ত থাকতেন, তাহলে খ্রীষ্টের শত্রুদের সঙ্গে বসে আগুন পোহানোর কোন কারণ থাকত না। পিতরকে অনেকভাবে দোষী করা যায়, কারণ:

১) তিনি এই সমস্ত দুষ্ট লোকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। সন্দেহ নেই যে, তারা রাতের অভিযানে যুক্ত ছিল তারা খ্রীষ্টের প্রতি যে ধরনের ঠাট্টা বিদ্রুপ করে আনন্দের মধ্য দিয়ে রাতটা অতিবাহিত করছিল, খ্রীষ্ট যে সব কথা বলেছিলেন সেই সব কথা নিয়ে ব্যঙ্গসূচক আনন্দ করছিল, খ্রীষ্ট যা করেছেন তা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করছিল এবং তাঁকে ধরতে পেরেছে বলে তারা বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এই আনন্দের সামান্যতম অংশী কি পিতর হতে পেরেছিলেন? তারা যা বলছিল সেভাবে যদি পিতর কথা বলতেন কিংবা নীরবতার দ্বারা সম্মতি প্রদান করতেন, তাহলে তিনি পাপে জড়িয়ে পড়তেন। যদি না করতেন তাহলে তিনি নিজেকে বিপদগ্রস্থ করতেন। যদি পিতরের তাঁর প্রভুর জন্য জনসমক্ষে নিজেকে প্রকাশ না করার জন্য সাহস না থাকে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কোন একটি নির্জন স্থানে গিয়ে একাগ্রভাবে তাঁর প্রভুর জন্য প্রার্থনা করতে পারতেন। তিনি তাঁর প্রভুর এই দুঃখভোগের জন্য গোপনে চোখের জল ফেলতে পারতেন এবং তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য যে পাপ করেছেন তা স্বীকার করতে পারতেন। যদি তিনি ভাল কিছু করতে না পারেন তাহলে খারাপ কাজ করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতেন। ভাল উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে না পারার চেয়ে বরং আত্মগোপন করে থাকা অনেক ভাল এবং খারাপ উদ্দেশ্য প্রকাশ করার চেয়ে নিজেকে গোপন করে রাখা অনেক ভাল।

২) তিনি তাদেরই একজনের মত হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন যেন কেউ সন্দেহ করতে না পারে যে, তিনি খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে একজন। ইনি কি পিতর? প্রত্যেক উত্তম ব্যক্তির প্রার্থনায় এ কেমন বৈপরীত্য! "পাপীদের সঙ্গে পাপীদের দলে তুমি আমাকে ফেলো না!"

ফিলিস্তিনীদের মধ্যে দায়ূদের জন্য এটা যতটা অসম্ভব ছিল ভাববাদীদের মধ্যে শৌলের পক্ষে ততটা অসম্ভব ছিল না। ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের দ্বারা যারা এখন দুঃখ পাচ্ছে ভবিষ্যতে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের আড্ডায় বসবে না। যাদের দ্বারা আমরা নিজেদের পুড়িয়ে ফেলার বিপদ থাকবে তাদের সঙ্গে উষ্ণতা লাভ করা আমাদের জন্য হবে মন্দ উষ্ণতা লাভ (গীতসংহিতা ১৪১:৪)।

ঘ. পিতর, খ্রীষ্টের বন্ধু, খ্রীষ্টকে অস্বীকার করতে শুরু করলেন। মহাপুরোহিত, খ্রীষ্টের শত্রু, খ্রীষ্টের উপর দোষারোপ করতে আরম্ভ করলেন অথবা তাঁকে দোষ দেবার জন্য আরও জেরা করছিলেন, পদ ১৯-২১। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা প্রথমে খ্রীষ্টকে বিপথে চালনাকারী হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিল এবং চেষ্টা করছিল যেন তারা প্রমাণ করতে পারে যে, তিনি ভ্রান্ত শিক্ষার প্রভু, যা এই সুসমাচার লেখক বর্ণনা করেছেন। যখন তারা এই বিষয়টি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হল তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে ঈশ্বর নিন্দার অভিযোগ আনল, যা অন্য সুসমাচারের লেখকেরা বর্ণনা করেছেন। এই জন্য এই অংশটি এখানে উল্লেখ করা হয় নি। লক্ষ্য করুন:

১. বিষয়বস্তু বা প্রধান বিষয় যার উপর খ্রীষ্টকে জেরা করা হয়েছিল (পদ ১৯): তাঁর শিষ্য এবং তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে লক্ষ্য করুন:

(১) কার্যপ্রণালীর বিশৃঙ্খলতা: এটি ছিল সমস্ত নিয়ম এবং নিরপেক্ষতার এবং ন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ। তারা তাঁকে একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার করেছিল এবং তিনি তাদের হাতে বন্দী। অথচ তারা তাঁর কী অপরাধ তা খুঁজে পাচ্ছিল না, কোন দোষ দেবার মত সূত্র তারা বের করতে পারে নি। তাঁকে নিন্দা করার মত এবং অভিযুক্ত করার মত তাদের কাছে কোন কিছুই ছিল না।

(২) উদ্দেশ্য: মহাপুরোহিত স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন যে, খ্রীষ্টকে অবশ্যই সবার পক্ষে হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এটি ছিল তাদের নিজেদের আক্রোশ, তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এই অজুহাত দিয়েছিলেন যে, মানুষের মঙ্গলের জন্য একজনকে মরতে হবে। পরীক্ষা করার জন্য যে সব জেরা তাঁকে করা হয়েছিল তা দিয়ে তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করতে চিয়েছিলেন। তিনি খ্রীষ্টকে প্রশ্ন করলেন:-

[১] তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে, যেন বিপথে চালিতকারী হিসেবে তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন এবং রোমীয় সরকারের বিরুদ্ধে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে উপস্থাপন করতে পারেন এবং একইভাবে যিহূদী সমাজেরও বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন। তিনি খ্রীষ্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর শিষ্য কারা, তাদের সংখ্যা কত, তাঁরা কোন কোন গ্রামের এবং শহরের অধিবাসী, তাদের নাম কি এবং তাদের স্বভাব কি রকম। তিনি পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিলেন যে, খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সৈন্য হিসেবে তৈরি করার পরিকল্পনা করেছেন বলে মনে করেন তিনি, যা ভবিষ্যতে একটি ভয়ানক দল হবে। অনেকে মনে করেন খ্রীষ্টের শিষ্য সম্পর্কে তার প্রশ্ন ছিল, “এখন তোমার শিষ্যদের কি অবস্থা? তারা এখন কোথায়? কেন তারা এই সময় জনসমক্ষে বের হয়ে আসছে না?”

তাঁকে ফেলে শিষ্যদের এই পালিয়ে যাবার এই কাপুরুষতার মত কাজ করার জন্য খ্রীষ্টকে তিরস্কৃত হতে হল এবং এই সব কথা তাঁকে মানসিকভাবে কষ্ট দিল। এখানে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, আর তা হল: শিষ্যদেরকে খ্রীষ্টের আহ্বান এবং স্বীকার করার পর তিনি তাঁদেরকে প্রথমে তাঁর কাজ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, যেন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, তিনি তাঁদের জন্যই নিজেকে পবিত্র করেছেন এবং দুঃখভোগ করবেন।

[২] তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে, যেন প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ মতবাদের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করতে পারে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ভাববাদীর অভিযোগ ব্যবস্থা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারে (দ্বি.বি. ১৩:৯,১০)। এই বিষয়টি যথাযথভাবে আদালতে অবগত হওয়া আবশ্যক ছিল (দ্বি.বি. ১৭:১২)। এই কারণে যেখানে আদালত বসে সেই যিরূশালেম ছাড়া অন্য কোথাও ভাববাদীদের এই বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করে হত্যা করা যেত না। তাঁর ভ্রান্ত শিক্ষার বিষয়ে কোন কিছুই তারা প্রমাণ করতে পারে নি। তবে তারা আশা করছিল যে, তারা বলপূর্বক এমন কিছু খ্রীষ্টের কাছ থেকে বের করে আনতে পারবে, যা তারা বিকৃত অর্থ করে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসা কোন কথা ধরে কিংবা অন্য কোন আচরণে তাঁকে পাপী কিংবা অপরাধী হিসেবে গণ্য করতে পারবে (যিশাইয় ২৯:২১)। তারা তাঁর আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে কোন কথাই বলে নি, যার মাধ্যমে তিনি অনেক ভাল ভাল কাজ করেছেন এবং তাঁর শিক্ষা বৈপরীত্যের বাইরে তা প্রমাণ করেছে। এই সব বিষয়ের জন্য তারা নিশ্চিত ছিল যে, এই সব বিষয় দিয়ে তারা তাঁকে ধরতে পারবে না। এইভাবে খ্রীষ্টের শত্রুরা অব্যাহতভাবে খ্রীষ্টের সত্যকে নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের চোখ এই সব বিষয়ের প্রমাণ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল এবং তারা এই সব বিষয়ে কোন মনযোগ দিল না।

২. তাদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট তাঁর উত্তরে তাঁর অভিব্যক্তি জানালেন:

(১) তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে: তিনি তাঁর শিষ্যদের ব্যাপারে কোন কথাই বলে নি, কারণ এটি ছিল সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। যদি তাঁর শিক্ষা যথার্থ, অভ্রান্ত এবং ভাল হয়ে থাকে তাহলে তাঁর শিষ্যরা যারা এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাঁরা তাদের নিজেদের প্রভুর দ্বারা যা অনুশীলন করেছেন এবং যা অনুমোদন করেছেন তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। মহাপুরোহিত কাইয়াফা এবং শিষ্যদের ফাঁদে ফেলার জন্য এবং খ্রীষ্টকে অপরাধের সঙ্গে জড়িত করে তাদের কষ্ট দেবার মতলবে তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন ভেবে, তাঁদের প্রতি দয়া-পরবশ হয়ে তিনি কাইয়াফাকে তাঁদের সম্পর্কে কোন উত্তর দেন নি। এই জন্য তিনি বলেছিলেন, “এদের ছেড়ে দাও।” যদি তিনি মনে করেন যে, তাঁদের কাপুরুষতার জন্য তাঁকে বিদ্রুপ করবে বলে তিনি তাঁদের সম্পর্কে কোন কথা বলা থেকে বিরত ছিলেন, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ *লজ্জা আরোপিত হয় যখন অভিযোগ প্রমাণিত হয়, যা যায় না খণ্ডন করা*। তিনি তাঁদেরকে দোষারোপ দেবার জন্য কিছুই বলেন নি এবং তাঁদের সমর্থন করেও কিছুই বলেন নি।

(২) তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে: তাঁর শিক্ষার বিষয়ে তিনি নির্দিষ্টভাবে কোন কিছুই বলেন নি। তিনি সাধারণভাবে সেই সব বিষয়ে কথা বললেন যা তাঁকে শোনানো হয়েছিল। কেবল

ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে নয়, কিন্তু তাদের বিবেককে নাড়া দেবার জন্যও তিনি এই কথা বলেছেন (পদ ২০,২১)।

[১] অবৈধ পদ্ধতিতে তাঁকে দোষারোপ করে বিচার করার ব্যাপারে তিনি খুব অল্প কথা বলেছেন। তিনি জনসাধারণের নেতাদের বাস্তবিক কোন প্রকার মন্দ কথা কিংবা তাদেরকে অবিশ্বাস করা হয় এমন কোন কথা বলেন নি, আর এখন এই সব নেতাদের এই কথা বলেন নি, "তোমরা দুষ্ট লোক।" কিন্তু তিনি তাদের কাছে এই আবেদন করলেন যেন তারা তাদের আদালতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আদৌ তারা যদি তাঁর মাধ্যমে ন্যায় আচরণ পেয়ে থাকে তা হলে তারা যেন তাদের আদালতের আইনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। "বীরগণ! তোমরা কি সঠিক রায় উচ্চারণ কর? তোমরা কি বনি-আদমদের জন্য ন্যায় বিচার করছো?" (গীতসংহিতা ৫৮:১)। একইভাবে এখানে তিনি বলেছেন, "আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর?" এখানে বিচারে দু'টি অসামঞ্জস্য বিষয় প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথমত, "যখন তোমরা এই শিক্ষাকে ইতোমধ্যে অপরাধ বলে গণ্য করেছ, তখন কেন আবার এই শিক্ষা সম্পর্কে তোমরা জানতে চাইছ?" তারা তাদের আদালত থেকে এই আদেশ জারি করেছিল, যারা খ্রীষ্টকে যীশু বলে স্বীকার করে তাহলে তাকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে (যোহন ৯:২২)। আর এখন তারা জানতে চাইছে যে তাঁর শিক্ষা কী! এভাবে তারা তাঁর শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ভাল করে না শুনলেও খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করত।

দ্বিতীয়ত, "কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছো? যখন তোমরা আমাকে দোষ দেবার মত কোন প্রমাণ খুঁজে পাও নি, তখন আমার বিরুদ্ধে কেন এই বিষয়ে প্রশ্ন করছো?"

[২] জনসাধারণের সামনে তিনি যেভাবে তাঁর শিক্ষা খোলাখুলিভাবে এবং সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ ও প্রচার করেছেন সেই বিষয়ে তিনি জোর দিয়ে কথা বললেন এবং এই সব বলে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক শিক্ষার ব্যাপারে শরীয়তে যে শাস্তির কথা উল্লেখ আছে, সেনহেড্রিনের মাধ্যমে তা কার্যকর করার জন্য গোপনে অনুসন্ধান করা হত; যেন ভ্রান্ত শিক্ষা দানকারীদের যারা তাদের শিক্ষার দ্বারা লোকদের বিপথে নিয়ে যায় তাদের ব্যবস্থা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে (দ্বি.বি. ১৩:৬)। এই জন্য খ্রীষ্ট এই বিষয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার রাখলেন।

প্রথমত, তাঁর প্রচারের রীতি সম্বন্ধে: তিনি খোলাখুলিভাবে কথা বলেছেন, *Parresia* – বাক্যের স্বাধীনতা এবং সরলতা দিয়ে। তিনি কোন কথা অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিতভাবে প্রকাশ করেন নি। কিন্তু এরা গোপনে সত্যের ক্ষতি করে, মন্দ মতাদর্শ প্রচার করে, চাতুর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চেষ্টা করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, জটিলতা সৃষ্টি করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং নিশ্চিত করে কিছুই বলে না। খ্রীষ্ট স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই কথা বলে: "সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি।" তাঁর তিরস্কার ছিল সরলতা এবং সাহসিকতায় পূর্ণ এবং তাঁর উদ্দেশ্য পুরুষানুক্রমে মন্দতার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ত, লোকদেরকে প্রচার করা সম্বন্ধে: তিনি পৃথিবীর লোকদের কাছে প্রচার করেছেন,

যাদের শুনবার কান আছে তাদের সবার কাছে, যারা স্বেচ্ছায় তাঁর কথা শুনতে চায়, উঁচু অথবা নিচু, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, যিহূদী অথবা অন্য জাতি, বন্ধু অথবা শত্রু। মিশ্রিত জনসাধারণের তাঁর শিক্ষা থেকে তিরস্কৃত হওয়ার আশঙ্কা নেই। তিনি কাউকে অনিচ্ছাপূর্বক স্বীকার করেন না, যেমন কোন কোন অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী ওস্তাদেরা সাধারণত করে থাকে; বরং তিনি তাঁর শিক্ষা স্বাধীনভাবে প্রদান করে থাকেন।

তৃতীয়ত, যে সকল স্থানে তিনি প্রচার করেছেন সেই স্থান সম্বন্ধে। যখন তিনি গ্রামে থাকতেন তখন সাধারণভাবে তিনি সমাজ-ঘরে প্রচার করতেন, উপাসনার জন্য জমায়েতের স্থান এবং বিশ্রামবারে জমায়েতের সময়। যখন তিনি কোন ধর্মীয় পর্বের সময় যিরূশালেমে আসতেন, যখন মন্দিরে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত যিহূদীরা জমায়েত হত, তখন তিনি একাই শিক্ষা প্রচার করতেন। যদিও তিনি প্রায়ই কারও ব্যক্তিগত বাড়িতে এবং কোন পাহাড়ে এবং সমুদ্রতীরে প্রচার করতেন, এতে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁর কথা এবং উপাসনা কেবলমাত্র মন্দির এবং মজলিস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তবুও যা তিনি ব্যক্তিগতভাবে কারও কাছে বা কোন ঘরে সীমিত লোকের কাছে প্রচার করতেন ঠিক একই বিষয়ে জনসাধারণের সামনে প্রচার করতেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিক্ষা যা সরলভাবে এবং বিশ্বস্তভাবে প্রচার করা যায় বৃহৎ জনতার সামনে প্রচার করলে তাতে লজ্জার কোন কারণ থাকে না, কারণ নিজের ক্ষমতায় এটি চালিত হয় এবং এর সৌন্দর্য তার সঙ্গে একত্রে চলে। খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত প্রচারকরা যা কিছু প্রচার করবেন, পৃথিবীর লোকদের তা স্বেচ্ছায় শোনা উচিত। "প্রজ্ঞা জনাকীর্ণ পথের চত্বরে আহ্বান করে" (হিতোপদেশ ১:২১; ৮:৩; ৯:৩)।

চতুর্থত, তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে। সাধারণ জনগণের সামনে সব কিছু খোলাখুলিভাবে বলেছেন। অসঙ্গত কোন কথা বলেন নি। যেমন তিনি তাঁর শিক্ষার মধ্যে এমন কোন কিছু বলেন নি যা সন্দেহমূলক বা মন্দ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের কোন শিক্ষা তিনি দেন নি। কোন নির্জন স্থানে বা গোপনভাবে তিনি শিক্ষা দেন নি, শিক্ষা দেবার জন্য তিনি কারও মুখাপেক্ষা করেন নি এবং কাউকে ভয় করেন নি, কিংবা লজ্জিত হতে হয় এমন কোন কথা তিনি বলেন নি। তিনি গোপনে তাঁর শিষ্যদের যা কিছু বলেছেন তা তাঁদেরকে ঘরের ছাদের উপর ঘোষণা করতে বলেছেন (মথি ১০:২৭)। স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন, "আমি গোপনে কথা বলি নি" (যিশাইয় ৪৫:১৯)। তাঁর আদেশ দুর্বোধ্য নয় (দ্বি.বি. ৩০:১১)। বিশ্বাসের দ্বারা কীভাবে ধার্মিক হওয়া যায় সেই বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন (রোমীয় ১০:৬)। *Veritas nihil metuit nisi abscondi* – সত্য কোন কিছু ভয় করে না কিন্তু সব প্রকাশ করে।

[৩] যারা তাঁর শিক্ষা শুনেছিল তিনি তাদের কাছে এই অনুরোধ করলেন এবং তিনি চাইলেন যেন তিনি যে সব শিক্ষা প্রচার করেছেন তা তারা পরীক্ষা করে দেখে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে কী ধরনের শিক্ষা প্রচার করেছেন। আদৌ যদি তাঁর শিক্ষার ভিতর ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক কোন বিষয় আছে বলে তারা মনে করে, তা যেন তারা প্রকাশ করে: "আমার কথা যারা শুনেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কি বলেছি।" যারা শিক্ষা শুনেছিল তাদের মধ্যে কেউ হয়তো এই স্থানে সে সময় ছিল। অথবা যারা শিক্ষা শুনেছে তাদের মধ্যে কাউকে

ডেকে আনলে সত্য বিষয় জানা যাবে। তিনি তাঁর শিষ্যদের বা বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেন নি, যারা তাঁর মঙ্গলের জন্য তাঁর পক্ষেই কথা বলবে। কিন্তু যেন কোন নিরপেক্ষ শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করা হয়, যেন মহাপুরোহিতের নিজের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়। অনেকে মনে করেন যখন তিনি বলেছিলেন, "আমার কথা যারা শুনেছে তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ আমি কি বলেছি," তখন তিনি তাদের ইঙ্গিত করেছিলেন যারা তাঁর প্রচার শুনে এই কথা বলেছিল (যোহন ৭:৪৬): "লোকটা যেভাবে কথা বলে সেভাবে আর কেউ কখনো বলে নি।" অথবা মহাপুরোহিত আসনে উপবিষ্ট কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কারণ তাদের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে যারা খ্রীষ্টের শিক্ষা শুনেছিল, তার কারণে হয়তো এখন নীরব রয়েছে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিক্ষা এমন যে তা নির্বিঘ্নে সকলে জানার জন্য প্রকাশ করা যায় এবং এর পক্ষে জোরালো যুক্তি ও কারণ রয়েছে যে, এর সাক্ষী না হলে কেউ নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারবে না।

ঙ. যখন বিচারকেরা খ্রীষ্টকে জেরা করছিল তখন কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দাসেরা খ্রীষ্টের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল, পদ ২২,২৩।

১. কর্মচারীদের মধ্যে একজন খ্রীষ্টকে জঘন্যভাবে অবিশ্বাস করেছিল, যদিও খ্রীষ্ট অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে কথা বলেছিলেন এবং প্রমাণের সাহায্যে তাদের সন্দেহ দূর করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্ধত কর্মচারীটি তার হাতের তালু দিয়ে তাঁকে আঘাত করেছিল, সম্ভবত খ্রীষ্টের মাথায় অথবা মুখমণ্ডলে। সে এই কথা বলেছিল, "মহাপুরোহিতকে এমন উত্তর দিলি?" কর্মচারীটি এমন জঘন্য ব্যবহার খ্রীষ্টের সঙ্গে করেছিল, যেন খ্রীষ্ট আদালতে অনেক উদ্ধত আচরণ করেছেন।

(১) সে তাঁকে আঘাত করেছিল – *Edoke rhapisma*। কেউ কেউ মনে করেন, এই আঘাত করা হয়েছিল কোন কাঠি কিংবা লম্বা সরু লাঠি দ্বারা, যা তাদের হাতে থাকতো। এখন পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হল (যিশাইয় ৫০:৬): "আমি প্রহারকদের প্রতি আপন পৃষ্ঠ, যারা দাড়ি উপড়িয়েছে, তাদের প্রতি আপন গাল পেতে দিলাম, অবিশ্বাস ও থুথু থেকে আপন মুখ আচ্ছাদন করলাম না।" *Eis rhapismata* – সেপ্টুয়াজিন্টে *আঘাত করা* বোঝাতে এই কথা ব্যবহার করা হয়েছে। "লোকেরা ধিক্কারপূর্বক আমার গালে চপেটাঘাত করে" (ইয়োব ১৬:১০)। যদি কেউ মন্দ কথা না বলে এবং মন্দ কাজ না করে, তবে তাকে আঘাত করা রীতিমত অন্যায়। বিচারে যে দোষী সাব্যস্ত হয় নি, তাকে নিম্নশ্রেণীর দাস কর্তৃক আঘাত করা তার জন্য অ বিশ্বাসজনক বিষয়। যার হাত বাঁধা অবস্থায় থাকে তাকে আঘাত করা চরম কাপুরুষতা এবং আদালতে একজন কয়েদিকে আঘাত করা নিঃসন্দেহে বর্বরতার সামিল। যে কাজ করা হয়েছে তাতে আদালতের শান্তি ভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু তথাপি বিচারকেরা এই বিষয়টি সমর্থন করেছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, "যদি মন্দ হয়ে থাকি, সেই মন্দের সাক্ষ্য দাও; কিন্তু যদি ভাল বলে থাকি, কি জন্য আমাকে মার?" পদ ২৩।

(২) সে উদ্ধতভাবে কর্তৃত্বকারীর মত খ্রীষ্টকে বাধা দিল: "মহাপুরোহিতকে এমন উত্তর

দিলি?” যেন মহিমাপূর্ণ যীশু তার প্রভুর সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলছেন না, অথবা কীভাবে তার প্রভুর সঙ্গে কথা বলা উচিত সেই জ্ঞান তার একেবারেই নেই। যেন একজন উদ্ধত এবং মূর্খ কয়েদির মত করে তাঁকে কারারক্ষক কর্তৃক দমন করতে হবে এবং কীভাবে আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ঐ কর্মচারীটি ছিল মল্ক। তার কর্তিত কান খ্রীষ্ট পুনরায় সংযোজন করার কারণে এবং তার মাথা রক্ষা করার কারণে তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল। তবুও সে খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ কাজ করেছে। কর্মচারীটি যে-ই হোক, সে মহাপুরোহিতকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কাজ করেছিল, যেন তোষামোদ করে সে মহাপুরোহিতের কাছ থেকে দয়া লাভ করতে পারে। সে দেখাতে চাইল, সে যা বলেছে তা মহাপুরোহিতের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য বলেছে। দুষ্ট শাসনকর্তাদের দুষ্ট কর্মচারীর অভাব হয় না। যারা তাদের মালিককে দোষারোপ করে, তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে কষ্ট দিয়ে মালিককে এরা সহযোগিতা করে থাকে। এই মহাপুরোহিতের একজন উত্তরসূরী তাদের কর্মচারীদের আদেশ করেছিল যেন তারা পৌলের মুখে আঘাত করে। আর তাতে একইভাবে পৌলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা তাঁর মুখে আঘাত করেছিল এবং মহাপুরোহিত নীরব দর্শকের মত তা দেখেছিলেন (প্রেরিত ২৩:২)। অনেকে এই কথা মনে করেন যে, এই কর্মচারীটি খ্রীষ্টের কথায় অপ-মানিত বোধ করেছিল; কারণ খ্রীষ্ট বলেছিলেন, যারা তাঁর শিক্ষা শুনেছিল তাদের কাছ থেকে যেন সাক্ষ্য শোনা হয়। হয়তো সে ভেবেছিল খ্রীষ্ট তাকে প্রকাশ্যে তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিতে বলছেন এবং সম্ভবত সেই কর্মচারীদের মধ্যে একজন খ্রীষ্ট সম্পর্কে সম্মানসূচক কথা বলেছিল (যোহন ৭:৪৬)। পাছে তিনি তাকে একজন গোপন বন্ধু বলে মনে করেন, আর এই কারণে সে এইভাবে নিজেকে তাঁর ঘোরতর শত্রু হিসেবে প্রকাশ করেছিল।

২. খ্রীষ্ট প্রকাশ্যে এই অবিশ্বাস অপূর্ব নম্রতা এবং সহিষ্ণুতার সাথে সহ্য করলেন (পদ ২৩): “আমি যদি খারাপ কিছু বলে থাকি, যদি মন্দ কোন সাক্ষ্য দিয়ে থাকি, এই মুহূর্তে তবে তা দেখিয়ে দাও। আমার কথাগুলো পর্যালোচনা কর এই আদালতে, যারা প্রকৃতপক্ষে বিচারক তারা এই কথার বিচার করুক। কিন্তু যদি ভাল কথা বলে থাকি, যদি আমার পক্ষে বিচারকের রায় হয়, তাহলে কেন আমাকে মারছো?” খ্রীষ্ট আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে শাস্তি দিয়ে কর্মচারীটিকে উত্তর দিকে পারতেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে আঘাত করে মাটিকে ফেলে দিতে পারতেন কিংবা মেরে ফেলতে পারতেন কিংবা আঘাত করার জন্য খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যে হাত সে উঠিয়েছিল তা তিনি অবশ করে দিতে পারতেন। কিন্তু এই দিনটি ছিল তাঁর সহিষ্ণুতা এবং দুঃখের দিন। তিনি তাঁকে নম্রতা এবং প্রজ্ঞার সাথে উত্তর দিয়ে আমাদের শিক্ষা দিলেন যে, আমরা যেন প্রতিশোধ পরায়ণ না হই, আমরা যেন বিশ্বাসহীনতার জন্য অবিশ্বাস না করি, ক্ষতির পরিবর্তে ক্ষতি না করি, আমরা যেন কবুতরের মত সরল হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সকল আঘাত সহ্য করি। এমনকি আমাদের সাপের মত সতর্ক থাকতে হবে, যখন আমরা দেখতে পাব আমাদের বিরুদ্ধে তারা অন্যায় করছে এবং অন্যায়কারীদের সম্পর্কেই বিচারকদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে তাদের পক্ষাবলম্বনের জন্য। খ্রীষ্ট এখানে অবশ্য অন্য গালটি ফিরিয়ে দেন নি, যে নিয়ম তিনি নির্দেশ করেছিলেন সেই নিয়ম অনুযায়ী (যোহন ৫:৩৯)। এই নিয়ম আক্ষরিক অর্থে মনে

করা উচিত নয়। একজন মানুষের গাল ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তবুও দেখা যাবে তার অন্তর বিদ্বেষ এবং ঘৃণায় পূর্ণ রয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টের আদর্শের সঙ্গে তার আদর্শের তুলনা করলে আমরা শিখতে পারি:

(১) এই রকম অবস্থায় আমরা নিজেদের প্রতিফলদাতা হতে পারি না এবং নিজেদের উদ্দেশ্যে বিচার করতে পারি না। তাদের আঘাত ফিরিয়ে দেবার চেয়ে বরং তাদের কাছ থেকে পুনরায় আঘাত গ্রহণ করব। যদি আমরা আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করি তাহলে বিবাদের সৃষ্টি হবে, আমরা নিজেদের আত্মরক্ষার বিষয়টি অবশ্যই অনুমোদন করব, কিন্তু আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করবো না। শাসনকর্তারা জনসাধারণের শান্তি রক্ষার জন্য এবং দুষ্কর্মকারীদের দমন করার জন্য এবং তাদের আতঙ্কিত করার প্রয়োজন হলে শাস্তি দান করতে পারেন (রোমীয় ১৩:৪)।

(২) যে প্রতিহিংসামূলক আচরণ আমাদের প্রতি করা হয়, তা আমরা যেন বিবেক দিয়ে বুদ্ধিপূর্বক বিবেচনা করি এবং কখনোই যেন আবেগপ্রবণ না হয়ে উঠি। এখানে খ্রীষ্ট এই রকমই আচরণ করেছিলেন। যখন তিনি দুঃখভোগ করেছিলেন, তখন তাঁকে যে অত্যাচার এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নি; আমাদেরও সেই রকম করা উচিত।

(৩) যখন আমরা দুঃখভোগ করার জন্য আহূত হব, তখন দুঃখভোগের অবস্থার সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে আমাদের ধৈর্য্যের সাথে মেনে নিতে হবে এবং কারও দ্বারা আমরা অপ-মানিত হলে পুনরায় অপমানিত হওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এর যথোচিত সদ্ব্যবহার করতে হবে।

চ. যে সময় কর্মচারীটি খ্রীষ্টের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল, সেই সময় পিতর খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে যাচ্ছিলেন (পদ ২৫-২৭)। এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা এবং খ্রীষ্টের পক্ষে নূন্যতম কেউই দুঃখভোগ করে নি ঐ সময়।

১. পিতর দ্বিতীয়বার তাঁর পাপের পুনরাবৃত্তি করলেন, পদ ২৫। যখন তিনি কর্মচারীদের সঙ্গে আগুন পোহাচ্ছিলেন তাদের একজনের মত হয়ে, তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, “তুমিও কি তাদের শিষ্যদের মধ্যে একজন? আমাদের মধ্যে এখানে কেন তুমি রয়েছ?” তিনি সম্ভবত তিনি শুনেছিলেন যে, খ্রীষ্টকে তাঁর শিষ্যদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আর এই জন্য তিনি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় করেছিলেন। যদি তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি খ্রীষ্টের শিষ্যদের একজন, তাহলে তাঁর প্রভুর মত তাঁকেও আঘাত করা হবে। তাই তিনি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বললেন, “না, আমি নই।”

(১) যে সমস্ত লোক তাঁর জন্য অনুপযুক্ত ছিল, সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে অব্যাহতভাবে অবস্থান করে নিজেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দেওয়া ছিল তাঁর জন্য ভীষণ মূর্খতা। এই পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। তিনি স্থির হয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন। কিন্তু যারা কুকর্মকারীদের সঙ্গে আগুন পোহায় তারা তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাল লোকদের এবং ভাল বিষয়কে শীতল করার কাজে ব্যাপৃত হয়। যারা শয়তানের চুলার

প্রতি অনুরাগী, তারা শয়তানের আগুনের বিপদের মধ্যে পড়বে। পিতর নিশ্চয়ই তাঁর প্রভুর পক্ষে আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে পারতেন এবং সেখানে তাঁর প্রভুর ভালবাসার আগুনে এখান থেকে আরও অনেক বেশি নিজেকে উ"করতে পারতেন। তিনি অবশ্যই তাঁর প্রভুর জন্য আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে সেখানে নিজেকে উ"করতে পারতেন এবং খ্রীষ্টের অ বিশ্বাসকারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা মিশ্রিত রাগ প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু পিতর তাদের বিরুদ্ধে নিজেকে উত্তপ্ত করার চেয়ে তাদের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে নিজেকে আরও উত্তপ্ত করার বিষয়কে বেছে নিলেন।

(২) এটি পিতরের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তিনি আবার পরীক্ষার দ্বারা আক্রান্ত হলেন। আর এই সময় এই জায়গায় অন্য কোন কিছু প্রত্যাশা করা যায় না, কেবল পরীক্ষা ছাড়া। যখন বিচারক খ্রীষ্টকে তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সম্ভবত এই কর্মচারীও আভাস পেয়ে দাবী করেছিল যে, পিতর খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে একজন: "তুমিও কি ওর শিষ্যদের একজন?" এখানে দেখুন:

[১] প্রলোভনকারী চাতুর্য্যের সঙ্গে সেই ব্যক্তির কাছে ছুটে যায়, যে পতনশীল। যেন তাকে আরও পতিত করতে পারে সেই জন্য সে তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। এখন একজন দাসী নয়, কিন্তু এবার সমস্ত কর্মচারীরা। লক্ষ্য করুন, একটি পরীক্ষায় আত্মসমর্পণের অর্থ হল আর একটি পরীক্ষাকে আমন্ত্রণ জানানো এবং সেই পরীক্ষা আরও শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়। যদি আমরা শয়তানকে সুযোগ দেই, তাহলে সে তার পরীক্ষার আক্রমণ তীব্রতর করবে।

[২] খারাপ সঙ্গের বিপদ। যাদেরকে আমরা সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়ে থাকি, তাদের সাধারণত আমরা আগে পরীক্ষা করে থাকি যেন আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, তারা আমাদের সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত। তাদের ভাল কথার উপর আমরা নিজেদের মূল্যায়ন করি এবং তাদের মতামতকে আমরা সমর্থন করতে চাই। যেভাবে আমরা আমাদের সঙ্গীদের বেছে নেব, সেইভাবে আমাদের প্রশংসা বেছে নেব এবং সেই অনুযায়ী আমরা নিজেদের পরিচালিত করতে পারব। এই জন্য আমাদের প্রথম পছন্দ যেন উত্তম হয় এই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। আমরা তাদের সঙ্গে নিজেদের মিশ্রিত করবো না, ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট না করলে যাদের আমরা সন্তুষ্ট করতে পারব না।

(৩) এটি ছিল তাঁর চরম দুর্বলতা। তাঁর চরম দুর্বলতা ছিল পরীক্ষায় হেরে যাওয়া এবং এই কথা বলা, "আমি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন নই।" তিনি এমন একজনের মত কথা বললেন, যিনি তাঁর সম্মানের বিষয়কে লজ্জার বিষয় বলে মনে করেন এবং যে বিষয় তাঁর জন্য আরও সম্মানজনক সেই বিষয়ে দুঃখভোগ করতে ভয় পান। দেখুন, মানুষের ভয় কীভাবে তাকে ফাঁদে ফেলে। যখন খ্রীষ্ট তাঁদের প্রশংসা করতেন, তাঁদের স্নেহ করতেন, তাঁদের সঙ্গে সম্মানসূচকভাবে আচরণ করতেন, তখন পিতর সন্তোষবোধ করতেন এবং সম্ভবত অহঙ্কার বোধ করতেন এই ভেবে যে, তিনি খ্রীষ্টের একজন শিষ্য। তিনি ভাবতেন যে, তাঁর প্রভুর সম্মানের অংশ তাঁর সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২. তিনি তৃতীয়বারের মত তাঁর পাপের পুনরাবৃত্তি করলেন (পদ ২৬,২৭)। এখানে তিনি কর্মচারীদের মধ্যে একজনের দ্বারা আক্রান্ত হলেন, যে ছিল মল্কের জ্ঞাতি। সে যখন শুনতে পেল যে, পিতর নিজেকে খ্রীষ্টের শিষ্য বলে স্বীকার করে নি, তখন সে পিতরের কথা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য নিশ্চিত হয়ে বললো, "আমি কি উদ্যানে ওর সঙ্গে তোমাকে দেখি নি? আমার আত্মীয়ের কান হল সাক্ষী।" পিতর তখন আবার এমনভাবে অস্বীকার করলেন, যেন তিনি জীবনেও খ্রীষ্টকে দেখেন নি, একেবারেই চেনেন না, বাগানে তিনি যান নি এবং এমন কোন ঘটনা সম্পর্কে তিনি আদৌ অবগত নন; মোট কথা তাঁর সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

(১) এই তৃতীয় পরীক্ষার আক্রমণ আগের পরীক্ষার চেয়ে আরও বেশি জোরালো ছিল। আগে খ্রীষ্টের শিষ্য বলে সন্দেহ করে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু এবারের প্রশ্নকারী ব্যক্তি এই বলে তাঁকে খ্রীষ্টের শিষ্য বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলো যে, সে তাঁকে খ্রীষ্টের সঙ্গে বাগানে দেখেছিল। সে পিতরকে আক্রমণ করার জন্য ছোরা বের করার দৃশ্যও দেখেছিল। লক্ষ্য করুন, যারা মনে করে পাপের দ্বারা তারা সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে, তাদের মনে রাখতে হবে এর দ্বারা তারা আরও বেশি সমস্যায় জর্জরিত হবে। বিশ্বাস দৃঢ় থাকলে যে কোন অবস্থায় সত্যকে প্রকাশ করা সম্ভব। যে বিষয় আমরা গোপন করার চেষ্টা করি তা হয়তো আকাশের পাখিরা প্রকাশ করে দেবে। মল্কের আত্মীয় কিংবা অতি পরিচিত হিসেবে এই কর্মচারীটি পিতরকে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিল; কারণ পিতর যে ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, তা পিতরকে ভয়ানক সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। আমরা কোন মানুষকে আমাদের স্বতন্ত্রভাবে আমাদের শত্রু বলে মনে করি না; কারণ একটা সময় আসবে যখন সে, কিংবা তার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ তার পক্ষ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে। তার একজন বন্ধুর প্রয়োজন ছিল, যে তার প্রতিপক্ষ বা শত্রু নয়। কিন্তু লক্ষ্য করুন, যদিও এখানে পিতরের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ ছিল, যদিও তাঁর বিরুদ্ধে করা অভিযোগ অস্বীকার করার জন্য তাঁর উপর রাগান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল, তবুও তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর কোন ক্ষতি হয় নি। লক্ষ্য করুন, আমরা ভিত্তিহীন অযৌক্তিক ভয়ের কারণে প্রায়ই পাপের মধ্যে নিজেকে টেনে নিয়ে যাই, যার কোন কারণ নেই, সামান্য পরিমাণ প্রজ্ঞা ও দৃঢ় সঙ্কল্প কোন উপকার সাধন করতে পারে না।

(২) আগের চেয়ে এই পরাজয় কম নিকৃষ্টতম ছিল না: "তিনি আবার অস্বীকার করলেন।" এখানে দেখুন:

[১] অধিকাংশ পাপের স্বভাব: "যেন তোমাদের মধ্যে কেউ পাপর প্রতারণায় কঠিন হয়ে না পড়ে" (ইব্রীয় ৩:১৩)। পিতর হঠাৎ এমন একটি লজ্জাস্কর অবস্থায় পড়েছিলেন যে, তিনি নিজেকে সংযত করতে পারেন নি। যা ন্যায্য তা বিবেচনা না করেই সরাসরি তিনি অস্বীকার করেছিলেন তাঁর প্রভুকে। পাপের সমস্ত আক্রমণকে প্রথমেই পরিহার করতে হয়। মানুষ যখন কোন সুরক্ষিত অবস্থা থেকে বের হয়ে আসে, সে খারাপ থেকে আরও খারাপ অবস্থার দিকে চলে যায়।

[২] পাপের বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এই পাপ ছিল সফল পাপ, কারণ তিনি একটির পর একটি পাপ করে গেছেন। শয়তান চায় মানুষ যেন একটি পাপ করার সঙ্গে ঐ পাপের সূত্র ধরে আরও একটি পাপ করে। এটি হল শয়তানের কাজের ধারা: *Male facta male factis tegere, ne perpluant* – পাপ দিয়ে পাপ ঢাকা, মুক্তির পথ খুঁজে বের করার জন্য।

যোহন ১৮:২৮-৪০ পদ

আমরা এখানে পীলাতের সামনে খ্রীষ্টকে উপস্থিত করার বিবরণ দেখতে পাই, যিনি ছিলেন রোমীয় শাসনকর্তা। খ্রীষ্টকে আদালতের সামনে উপস্থিত করা হয়। তারা চেয়েছিল যেন খুব দ্রুত রোমীয় আদালতে খ্রীষ্ট দোষী সাব্যস্ত হন। রোমীয় কর্তৃত্বের অধীনে খ্রীষ্টের মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধতার জন্য তারা এই পথ অবলম্বন করল।

১. যখন থেকে তারা রোম সম্রাজ্যের একটি প্রদেশের অন্তর্গত হয়ে বাস করছে, সেই রকম সম্রাজ্যের শাসনের নিয়ম অনুযায়ী যেন খ্রীষ্টকে শাস্তি দেওয়া হয়, যেন রোমীয় আইন অনু-যায়ী ও বিধি মোতাবেক তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। জনগণের দ্বারা পাথর ছুড়ে হত্যা করা নয়, যেমন করে স্তিফানকে হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু বিচারের বর্তমান বিধি অনুযায়ী যেন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এইভাবে একজন দুষ্কর্মকারী হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন; আমাদের জন্য তিনি পাপস্বরূপ হলেন।

২. যেন তাঁকে আরও নির্বিঘ্নে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়। যদি তারা এই রোমীয় সরকারকে এই বিষয়ে সম্পৃক্ত করতে পারে, জনগণ যা ভক্তিপূর্ণ ভয় করে তাতে কিছুটা গণ্ডগোল হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

৩. যেন তাঁর মৃত্যু আরও অ বিশ্বাসজনক হয়। ক্রুশীয় মৃত্যু, সাধারণত রোমীয়রা এইভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকে, সমস্ত মৃত্যুর মধ্যে এইভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সমস্ত মৃত্যুটাই অত্যন্ত লজ্জাস্কর ছিল বলে তারা চাইল যেন এই ক্রুশীয় মৃত্যুদণ্ডের মত কলঙ্কের অমোচনীয় চিহ্নস্বরূপ তাঁর মৃত্যু হয়। আর এইভাবে তাঁর সমস্ত সম্মান, নাম, যশ, খ্যাতি নিশ্চিত হয়ে যাবে। এই কারণে তারা এই বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনায় মশগুল ছিল যে, তাঁকে ক্রুশে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, যেন তাঁর মৃত্যু ক্রুশে হয়।

৪. যেন তাঁর মৃত্যুর জন্য তাদের কম নিন্দা করা হয়। যিনি এই পৃথিবীতে অনেক ভাল কাজ করেছেন, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিলে জনগণের মধ্যে অসোন্তষের সৃষ্টি হতে পারে। এই জন্য তারা এই জঘন্য কাজটি সম্পাদনের ভার রোমীয় সরকারের উপর ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং তারা জনগণের কাছে নিন্দিত হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। অনেকে আছে যারা যে পাপের কাজ করেছে তার চেয়ে ঐ পাপের খারাপ প্রতিক্রিয়ার দুর্নামকে বেশি ভয় পায় (প্রেরিত ৫:২৮)। অভিযোগের বিষয় দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

(১) অভিযোগের ব্যাপারে তাদের চতুরতা এবং লাগাতার প্রচেষ্টা: তখন ছিল খুব ভোর বেলা। কেউ কেউ মনে করেন ঐ সময়টা ছিল রাত দুইটা কিংবা তিনটা, আবার অন্যরা

মনে করেন, ভোর পাঁচটা অথবা ছয়টা, যখন অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, আর এই কারণে খ্রীষ্টের জন্য জনগণের কাছ থেকে বাধা ও প্রতিবাদের সম্ভাবনাও খুব কম থাকবে। এই সময়ে এই লোকেরা এবং যারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল তারা সবাই একজোট হল। দেখুন, এই ব্যাপারে তারা কতটা তৎপর ছিল এবং এই অভিযোগে তারা কতটা উগ্র হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্ট এখন তাদের হাতে রয়েছেন, খ্রীষ্টকে ক্রুশে না দেওয়া পর্যন্ত তারা আর কোন বিষয় ভাবতে চায় না। তারা এই বিষয়ে এত বেশি তৎপর ছিল যে, তারা তাদের স্বাভাবিক ঘুম ও বিশ্রামকে উপেক্ষা করেছিল (মীখা ২:১)।

(২) তাদের মিথ্যা উপাসনা ও ধর্মকর্ম এবং জঘন্য ভণ্ডামি: মহাপুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকরা বন্দীর সাথে সাথে এসেছিল, যেন এই বিষয়টি আরও কার্যকরভাবে সম্পাদিত হতে পারে। কিন্তু তারা সেই বাড়িতে প্রবেশ করে নি, পাছে তারা অশুচি হয়ে যায়; কারণ এটি ছিল তাদের তক্ছেদ-না-করা প্রতিবেশীর গৃহ। তাই তারা দরজার বাইরে ছিল, যেন তারা শুচি থেকে নিস্তার-পর্বের ভোজ খেতে পারেন। তবে সেটা নিস্তার-পর্বের মেষ নয়, যা আগের রাতে খেয়েছিল; বরং এটা হচ্ছে নিস্তার-পর্বের ভোজ, যা তারা উৎসর্গের দিনে উৎসর্গ করতো। এটিকে তারা বলে থাকে *Chagigah* – নিস্তার পর্বের *উৎসর্গ* (দ্বি.বি. ১৬:২; ২ বংশাবলি ৩০:২৪; ৩৫:৮,৯)। তারা সেই বাড়িতে প্রবেশ করে নি, পাছে পরজাতির সঙ্গে স্পর্শ হয় এই ভয়ে। এর দ্বারা তারা নিয়ম পালন করতো, কিন্তু বিধিসম্মতভাবে নয়, বরং ঐতিহ্য ও প্রথার বিষয়ে তারা দ্বিধান্বিত ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করার জন্য ন্যায় বিচার ভেঙ্গে ফেলতে তারা সামান্যতম দ্বিধাবোধ করে নি। তারা ছোট মাছি ছাঁকে, কিন্তু উট গিলে ফেলে। আসুন আমরা এখন দেখি, ঐ বিচারকক্ষে কী ঘটেছিল। এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. অভিযোগকারীদের সঙ্গে পীলাতের আলোচনা। তারা তাদের বন্দীর বিরুদ্ধে কি কথা বলবে তা আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিল (পদ ২৯-৩২)।

১. বিচারক প্রথমে অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তারা পীলাতের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে নি, তাই পীলাত নিজেই বাইরে বের হয়ে তাদের কাছে আসলেন তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আমরা যদি প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দেওয়ার কতা চিন্তা করি, তাহলে পীলাতকে বিচারক হিসেবে বিবেচনা করলে তাঁর সম্পর্কে আমরা এখানে তিনটি প্রশংসনীয় বিষয় দেখতে পাই:

(১) কর্তব্যের প্রতি তাঁর একাগ্রতা এবং একান্ত মনোবিবেশ। যদি ভাল কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তা সুরাহা করার জন্য দ্রুত বিচারকের আসনের কাছে হাজির হওয়া তাঁর জন্য অতি উত্তম বিষয় ছিল। মানুষ যাদের উপর নির্ভর করে, সেই নেতাদের আরাম-আয়েশ দেখতে তারা ভালবাসে না।

(২) মানুষের মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে পীলাত উচ্চাসন থেকে নেমে এসেছিলেন এবং তাদের তৃপ্ত করার জন্য তাঁর সম্মানকে পিছনে রেখে তাদের সামনে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্যই কথা বলতে পারতেন, "যদি তারা আমার কাছে না আসাকে

এত উপযুক্ত বিষয় বলে মনে করে, তবে তারা যেভাবে এসেছিল সেভাবে যেন বাড়ি চলে যায়।" এই একই নিয়মে আমরা বলতে পারি, "যদি বাদী তার দ্বিধার টুপি বিচারকদের কাছে খুলে ফেলতে না পারে তাহলে তার অভিযোগ শোনা উচিত নয়।" কিন্তু পীলাত নিজের জিদ বজায় রাখেন নি, তিনি তাদের এই আচরণ সহ্য করলেন এবং বের হয়ে তাদের কাছে আসলেন। কারণ যখন কোন কিছু মঙ্গলের জন্য হয়, তখন সেই সব বিষয় সকল মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে।

(৩) ন্যায় বিচারের আইনের প্রতি তাঁর আনুগত্য। তারা হিংসাবশত খ্রীষ্টের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করতে পারে এই সন্দেহে তিনি খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ জানতে চাইলেন: "এই লোকটিকে তোমরা কি দোষে দোষী করেছ? কোন অপরাধের অভিযোগ তোমরা তার বিরুদ্ধে এনেছ? এই অভিযোগের কি প্রমাণ তোমাদের আছে?" এটি একটি স্বাভাবিক নিয়ম। রোমীয় আইনে আছে, *Ne quis indicta causa condemnetur* – অভিযোগ না শুনে কোন লোককে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না (প্রেরিত ২৫:১৭)। যদি সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ না থাকে, তবে বিনা কারণে কাউকে গ্রেফতার করা সম্পূর্ণ অন্যায়। বিশেষ করে সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধের কোন প্রমাণ না থাকলে তাকে আদালতের বিচাককের কাছে সোপর্দ করা আরও বেশি অন্যায়।

২. তিনি একজন অপরাধী, এই সাধারণ অনুমানের ভিত্তিতে এই অভিযোগকারীরা খ্রীষ্টের বিচারের দাবী জানাল। কোন সুনিশ্চিত অভিযোগ ছাড়া, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কেউ মৃত্যুর কিংবা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হতে পারে না। "এ যদি দুষ্কর্মকারী না হত, আমরা আপনার হস্তে একে সমর্পণ করতাম না," পদ ৩০। এতে প্রতীয়মান হয় যে:

(১) তারা পীলাতের প্রতি অত্যন্ত উগ্র এবং অমার্জিত আচরণ করেছিল। তারা ছিল একদল মন্দ স্বভাবের মানুষ, যারা কার্যত শাসনকর্তাকে অবমাননা করেছিল। পীলাত যত বেশি তাদের সাহায্য করার জন্য তাদের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করেছিলেন, তারা তত বেশি তাঁর কাছে উত্তেজিত হয়ে অশিষ্ট আচরণ করছিল। তিনি তাদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও যথার্থ প্রশ্ন করেছিলেন, যা হওয়া উচিত। কিন্তু তাদের পক্ষে এটি প্রমাণ করা ছিল অসাধ্য, আর তাই তারা পীলাতের সাথে আরও বেশি উদ্ধত আচরণ করতে লাগল।

(২) অত্যন্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব তারা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের প্রতি প্রদর্শন করেছিল। ভাল মন্দ কোন বিছু বিবেচনা না করে এই সমস্ত উগ্র লোকেরা খ্রীষ্টের মৃত্যুর জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠল। কোন লোক অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আমাদের নিরপরাধ বলে মনে করতে হবে। তারা এই কথা বলতে পারে নি, "সে একজন বিশ্বাসঘাতক, একজন খুনী, গুরুতর অপরাধী, শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী।" কিন্তু তারা বলেছিল, "সে একজন দুষ্কর্মকারী।" যিনি এত মহান ও ভাল কাজ করেছেন, তিনি এখন হয়ে গেছেন দুষ্কর্মকারী। তাদের ডেকে আনা হোক, যাদের তিনি বিভিন্ন রোগ থেকে সুস্থ করেছেন, যাদের তিনি খাবার খাইয়েছিলেন এবং শিক্ষা দিয়েছিলেন। যে সমস্ত ভূতে পাওয়া লোকদের সুস্থ করেছিলেন, মৃত্যু থেকে যাদের জীবিত করেছিলেন। এই সমস্ত লোকদের ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করা হয়, খ্রীষ্ট কি সত্যিই একজন দুষ্ককর্মকারী, নাকি

দুষ্কর্মকারী নন। লক্ষ্য করুন, উপকারকারী এবং দাতা তাঁর বিদ্বেষকারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন এবং তাদের দুর্নাম রটনার ঘটনাটি নতুন কোন বিষয় নয়।

(৩) এই সমস্ত লোকেরা ছিল অত্যন্ত গম্ভীর এবং আত্মগর্বী। তাদের বিচার ও বিচারকদের নিয়ে তাদের গর্বের শেষ ছিল না। তাদের বিচারকরা প্রায়ই বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে এবং অন্যায়ভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করতেন, ফলে নিরীহ ও নিরপরাধী ব্যক্তিরা দোষী সাব্যস্ত হয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করত। তবুও তারা তাদের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে অহঙ্কার করত।

৩. পীলাত খ্রীষ্টকে তাদের আদালতে প্রেরণ করলেন (পদ ৩১): "তোমরাই ওকে নিয়ে যাও এবং তোমাদের ব্যবস্থা মতে ওর বিচার কর। এই ব্যাপারে আমাকে আর বিরক্ত কোরো না।" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) কেউ কেউ মনে করেন পীলাত তাদের ক্ষমতাকে স্বীকার করার মাধ্যমে এবং এই বিষ-য়টি তাদের নিজেদের সম্পাদন করতে বলার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মান জানিয়েছিলেন। দৈহিকভাবে তারা তাঁকে শাস্তি প্রদান করতে পারবে, যেমন মজলিস খানায় শাস্তি দিতে পারত। তবে প্রাণদণ্ড দিতে পারত না। কিন্তু পীলাত বললেন, "যাও তোমরা তোমাদের ব্যবস্থা মোতাবেক কাজ কর। আর যদি আরও বেশি কিছু করতে চাও তাও করতে পার।" এই কথা তিনি বলেছিলেন যাতে স্বেচ্ছায় তারা সন্তুষ্ট মনে তাদের কাজ করে, কিন্তু তাদের যা আবশ্যক সেই কাজ করার জন্য তারা যেন অনিচ্ছুক থাকে।

(২) আবার কেউ কেউ মনে করেন তিনি তাদের বিদ্রুপ করেছিলেন। তাদের পরাধীনতা এবং তাদের দুর্বলতার বর্তমান অবস্থা নিয়ে তিরস্কার করেছিলেন। অন্যায়ভাবে একজনের বিচার চাইছে, যেন তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। "ঠিক আছে," পীলাতও বললেন, "যদি তোমরা তাই মনে কর, তাহলে তোমরা যাও। তোমরা যেভাবে শুরু করেছ সেইভাবে করতে থাক, যদি তোমাদের ব্যবস্থা মত সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়, যদি তোমরা গ্রহণযোগ্য কোন দোষ খুঁজে না পাও তাহলে তোমাদের ব্যবস্থা মত তাকে দোষী সাব্যস্ত কর। যদি তোমরা তোমাদের ব্যবস্থা অনুযায়ী সাহসী পদক্ষেপ নিতে পার তাহলে তোমাদের মর্জিমত কাজ করতে হবে।" কোন কথাই অযৌক্তিক নয় এবং অস্বাভাবিক নয়, কারণ এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছিল, যিনি এই মুহূর্তে দুর্বল, তাদের অধীনে রয়েছেন এবং যার ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে আছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন পীলাত এখানে মোশির নিয়ম-কানুনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, যেন রোমীয় আইন তা কোনভাবেই সমর্থন না করে সেই অনুযায়ী তারা কাজ না করে – মানুষের অপরাধের কথা না শুনে বিচার করে শাস্তি প্রদান করা। "যে আইন রোমীয় আইনের পরিপন্থী, তোমরা সেইভাবে কাজ করতে পারবে না।" তাদের এই পাপের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আইনকে নিন্দা করা হয়েছিল এবং একইভাবে খ্রীষ্টের সুসমাচার নিন্দিত হয়েছিল।

৪. তারা নিজেদের আইনে বিচার করতে অস্বীকার করল, তারা অভিযোগকারী হিসেবে থাকাকে শ্রেয় মনে করল। তারা নিজেদের আরও নমনীয় করলো এবং আরও বশ্যতার মনোভাব পোষণ করলো এবং স্বীকার করল, "কিন্তু কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেবার ক্ষমতা

আমাদের নেই। যে কোন অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি আমরা দিতে পারি, কিন্তু আমার এই দুষ্কর্মকারীর মৃত্যুদণ্ড চাই।"

(১) অনেকে মনে করেন কেবলমাত্র তাদের নিজেদের অমনযোগিতা এবং উদাসীনতা এবং ভীরুতার ফলে অন্যায় বিচার করার জন্য জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে বিচার করার ক্ষমতা তারা হারিয়েছিল। ড. লাইটফুট বলেছেন, *Ouk exesti* – "কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। যদি আমরা তা করি, তাহলে জাগতিক বিশৃঙ্খলতা আমাদের মুহূর্তে আক্রমণ করবে।"

(২) অনেকে মনে করেন রোমীয় সরকার কর্তৃক তাদের মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার স্থগিত করা হয়েছিল। কারণ তারা তা যথার্থভাবে প্রয়োগ করতো না, অথবা প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য নিজেদের হাতে এই ক্ষমতা ধরে রাখতে চেয়েছিল, আর মানুষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার তাদের নেই এই কথা তারা স্বীকার করে এই অভিপ্রায় তারা ব্যক্ত করলো যে তারা চায় যেন পীলাত এই বিষয়ে বিচার করেন এবং তাদের উগ্র আচরণের জন্য তারা বশ্যতা স্বীকার করতে চাইল, পদ ৩০। এটি প্রমাণ করে যে, যিহূদার কাছ থেকে রাজদণ্ড চলে গিয়েছিল এই জন্য এখন খ্রীষ্ট এখন এসেছেন (আদিপুস্তক ৪৯:১০)। যদি যিহূদীদের কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেবার ক্ষমতা না থাকে তাহলে কোথায় রাজদণ্ড? তবুও তারা জিজ্ঞাসা করলো না, "শীলো কোথায়?"

(৩) যেহেতু তাদের কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেবার ক্ষমতা নেই, তাই তারা চাইল যেন যেভাবে হোক পীলাতের বিচারের মাধ্যমে যেন খ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, কারণ কীভাবে নিজের মৃত্যু হবে যীশু আগেই তা বলেছিলেন। এটি ঘটল যাতে তাঁর সেই কথা পূর্ণ হয়, পদ ৩২। লক্ষ্য করুন:

[১] অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে যারা চেয়েছিল খ্রীষ্টের বাণী যাতে সম্পূর্ণ বিফল হয়, যারা তাঁর কথা ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল, তারা তাদের সেই সঙ্কল্প থেকে সরে এসেছিল এবং নিজের মৃত্যু প্রসঙ্গে খ্রীষ্ট যা বলেছিলেন তা পূর্ণ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। খ্রীষ্টের কোন কথা নিষ্ফল হয়ে মাটিতে পড়বে না। তিনি কখনোই প্রতারণা করবেন না এবং কারও সাথে কখনো প্রতারণা করেন নি। এমন কি মহাপুরোহিত যখন খ্রীষ্টকে প্রতারক হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল, তখন খ্রীষ্টকে প্রতারক হিসেবে প্রমাণ করার জন্য তার কোন প্রমাণ ছিল না। কোনভাবেই তিনি তাঁকে এই বিষয়ে দোষী করতে পারেন নি। তাই তিনি ভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছিলেন যাতে খ্রীষ্টের কোন কোন কথার সূত্র ধরে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। তারা যা কিছু সঙ্কল্প করে কার্যত তা করে না (যিশাইয় ১০:৭)।

[২] এই লোকেরা খ্রীষ্টের উক্তি, বিশেষ করে তার মৃত্যু সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন সে কথা পূর্ণ করতে সচেষ্ট হল। মৃত্যু সম্পর্কে খ্রীষ্টের দু'টি উক্তি পূর্ণ হয়েছিল, মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে যিহূদীদের বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস করার দ্বারা।

প্রথমত, তিনি এই কথা বলেছিলেন যে, তাঁকে হত্যা করার জন্য অযিহূদীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে (মথি ২০:১৯; মার্ক ১০:৩৩; লূক ১৭:৩২,৩৩) এবং এর দ্বারা এই কথা পূর্ণ

হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছিলেন যে, তাঁকে ক্রুশের উপর হত্যা করা হবে (মথি ২০:১৯; ২৬:২)। তাঁকে মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হবে (যোহন ৩:১৪; ১২:৩২)। এখন যদি খ্রীষ্টকে যিহূদীদের নিয়ম অনুযায়ী বিচার করা হয় তাহলে দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তিস্বরূপ তাঁকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে। যিহূদীরা মাঝে মাঝে শাস্তিস্বরূপ আগুনে পুড়িয়ে, শ্বাসরোধ করে, শিরচ্ছেদ করে হত্যা করতো, কিন্তু কখনোই ক্রুশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না। এই কারণে রোমীয়দের দ্বারা খ্রীষ্টের মৃত্যু কার্যকর করা আবশ্যক ছিল, যেন তাঁকে গাছে টাঙ্গানো হয়, যাতে ব্যবস্থা অমান্য করার দরুন যে বদদোয়া আমাদের উপর ছিল খ্রীষ্ট সেই বদদোয়া নিজের উপর নিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন (গালাতীয় ৩:১৩) এবং তাঁর হাত ও পা বিদ্ধ করা হয়েছে। যেভাবে রোমীয় আদেশ অনুযায়ী নাম লেখাবার জন্য যোষেফ ও মরিয়ম বৈৎলেহমে গিয়েছিলেন এবং সেখানে খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল তেমনি করে রোমীয় শাসনের অধীনে তিনি ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন এই উভয় বিষয় পবিত্র শাস্ত্রের কথা অনুযায়ী পূর্ণ হয়েছে। এই বিষয়টি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য, আমরা জানি না কি ধরনের মৃত্যু আমাদের হবে। এই মৃত্যুর বিষয়ে উৎকণ্ঠা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আমাদের যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। প্রার্থনা করতে হবে, "প্রভু, কখন এবং কীভাবে এই মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছ আমি জানি না। কিন্তু আমাকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে সাহায্য কর।"

খ. বন্দীর সঙ্গে পীলাতের কথা-বার্তা, পদ ৩৩। আমরা এখানে কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই:

১. বন্দীকে বাড়ির ভিতরে হাজির করা। পীলাত দরজার কাছে মহাপুরোহিতের সাথে কথা-বার্তা বলার পর বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন এবং খ্রীষ্টকে বাড়ির ভিতরে আনার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি জনতার সামনে খ্রীষ্টকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন না, সেখানে জনতার হৈচৈ ও চিৎকারের জন্য কোন কথা বলা এবং শোনা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তিনি আদেশ দিলেন যেন খ্রীষ্টকে বাড়ির ভিতরে আনা হয়, কারণ তিনি অযিহূদীদের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হোক তা তিনি চান নি। আমরা পাপের দ্বারা ঈশ্বরের বিচারের সম্মুখীন হতে বাধ্য এবং আমাদেরকে তাঁর আদালতের সামনে আনা হবে। এই জন্য খ্রীষ্ট পাপস্বরূপ হলেন এবং আমাদের জন্য অভিশপ্ত হলেন। একজন অপরাধী হিসেবে তাঁকে আদালতের সামনে হাজির করা হয়েছিল। পীলাত তাঁর সঙ্গে বিচারে যোগ দিলেন। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে বিচারে যোগ দেবেন না।

২. তাঁর পরীক্ষা। অন্য সুসমাচারের লেখকগণ আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল যে, খ্রীষ্ট জাতিকে বিপদগামী করছেন, "সে সিজারকে কর দিতে নিষেধ করে;" আর এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল।

(১) খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে অভিযোগ কর হয়েছিল সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে ফাঁদে

ফেলার জন্য এবং কিছু তথ্য যাতে খুঁজে পাওয়া যায় এই জন্য তাঁকে একটি প্রশ্ন করা হল: "তুমিই কি যিহূদীদের রাজা?" *Ho basileus* – যিহূদীদের রাজা। "যার সম্পর্কে প্রচুর কথা বলা হচ্ছে এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাজা খ্রীষ্ট, তুমিই কি সেই? তুমি কি নিজেকে সেই ব্যক্তি বলে দাবী কর? তুমি কি নিজেকে সেই নামে অভিহিত কর? তুমি কি মনে কর তুমি রাজা হিসেবে রাজত্ব করবে?" বাস্তবিক খ্রীষ্ট যা মানবীয় কল্পনা তা থেকে অনেক দূরে বলেই তিনি খ্রীষ্টকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। অনেকে মনে করে পীলাতও খ্রীষ্টকে উপহাস করে এবং ঘৃণার সঙ্গে এই প্রশ্ন করেছিলেন, "কী! তুমি একজন রাজা? কে তোমার মত নিকৃষ্ট লোককে রাজা করেছেন? যাদের দ্বারা তুমি এভাবে ঘৃণিত হচ্ছ এবং অভিযুক্ত হচ্ছ তুমি কি সেই যিহূদীদের রাজা? তুমি কি সত্যিই রাজা, যেখানে সম্রাটই বাস্তবিক পক্ষে রাজা?" বাস্তবিক খ্রীষ্ট কখনোই এই কথা বলেন নি যে, তিনি যিহূদীদের রাজা এবং তিনি নিজ মুখে যিহূদীদের রাজা বলেছেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এখন তাঁকে এই কথা বলতে বাধ্য করা হচ্ছে, যেন নিজের স্বীকারোক্তির দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হন।

(২) খ্রীষ্ট অন্যভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কোন ছল চাতুরীর জন্য নয়, কিন্তু তিনি পীলাতের কাছে এটি ব্যক্ত করতে চাইলেন, যেন পীলাত বুঝতে পারেন প্রকৃতপক্ষে তিনি কে এবং তিনি যার সম্পর্কে অনুসন্ধান করছেন, তাঁর উৎস খুঁজে পান (পদ ৩৪): "আপনার মনে এই সন্দেহ জেগেছে বলেই কি আপনি নিজে থেকে এই কথা বলছেন, নাকি অন্যরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে বলেই আমাকে আপনি এই কথা জিজ্ঞাসা করছেন, কেবল তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য?"

[১] "এটি খুব পরিষ্কার যে, আমার নিজের সম্পর্কে এই বিষয়ে আপনাকে বলার কোন কারণ নেই।" পীলাত যে পদে আসীন ছিলেন তাতে রোমীয় সরকারের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি বাধ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি এই কথা বলতে পারেন নি যে, এটি রোম সম্রাজ্যের জন্য বিপজ্জনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁর দ্বারা রোম সম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, খ্রীষ্টের কাছ থেকে রোম সম্রাজ্যের বিরোধী কোন কথা কখনো শোনা যায় নি এবং তিনি কখনো এর জন্য ক্ষতিকর কোন কাজও করেন নি। তিনি কখনো জাগতিক জাঁকজমক এবং আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন নি, তিনি কখনোই জাগতিক ক্ষমতার জন্য আকাঙ্খী ছিলেন না এবং জাগতিক ক্ষমতা দাবীও করেন নি। তিনি কখনো বিচারের কাজ করেন নি অথবা কখনো বিভাজন সৃষ্টি করেন নি। তাঁর মধ্যে কখনো রাজদ্রোহী নীতি স্থান পায় নি অথবা এই বিষয়ে কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। তিনি রাজদ্রোহী কিংবা দুষ্কর্মকারী হিসেবে এমন কিছু করেন নি যাতে সন্দেহের সামান্যতম ছায়া কারও মনে আসতে পারে।

[২] "আমার বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করার জন্য আমার সম্পর্কে যদি কেউ এই সব কথা বলে থাকে তবে আপনাকে আমি এই কথা বলব, আপনাকে বিবেচনা করতে হবে যারা আপনাকে এই সব কথা বলেছে তারা কারা এবং কোন নীতির উপর ভিত্তি করে এরা চলে। যারা আমাকে সীজারের একজন শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে আপনার কাছে সোপর্দ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করে নি। তারা আমার প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করে আমার চরম ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে এই ছলনার আশ্রয় নিয়েছে,

যেন এই কথা শুনে আপনি সহজেই রাগান্বিত হয়ে উঠেন এবং বিচারে আমার প্রতি কোন প্রকার করুণা না দেখিয়ে চরম শাস্তি প্রদান করেন।" কেবল তাই নয়, পীলাত যদি এই বিষয়ে জানার জন্য কৌতূহলী হতে বাধ্য হন, তাহলে তিনি মহাপুরোহিতের খ্রীষ্টের প্রতি চরম বিদ্বেষমূলক আচরণের প্রকৃত কারণ জানতে পারবেন, কারণ খ্রীষ্ট রোমীয় শক্তির বিরুদ্ধে কোন পার্থিব রাজ্য স্থাপন করেন নি। যদি তিনি তাই করতেন এবং আশ্চর্য কাজের দ্বারা যিহূদী জাতিকে রোমীয় পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বের করে এনেছিলেন, তাহলে যিহূদীরা খ্রীষ্টের পক্ষে যোগ দিয়ে রোমীয় শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতো এবং খ্রীষ্টকে তাদের রাজা করতো ও তাঁর অধীনে রোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। কিন্তু এটি তাদের প্রত্যাশার উত্তর নয়, তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনেছিলেন যাতে তারা খ্রীষ্টকে বর্তমান রোমীয় সরকারের বিরুদ্ধে একজন কুখ্যাত রাজদ্রোহী হিসেবে তুলে ধরতে পারে। আর এই রকম তথ্য প্রদান করলে কি তাঁর প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখা হবে?

(৩) পীলাত খ্রীষ্টের উত্তরে অসন্তুষ্ট হলেন এবং উত্তরটি তিনি মন্দভাবে গ্রহণ করলেন, পদ ৩৫। এটি ছিল খ্রীষ্টের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর, পদ ৩৪।

[১] খ্রীষ্ট পীলাতকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি নিজে থেকে এই কথা বলছেন কি না। "না", পীলাত বললেন, "আমি কি যিহূদী যে, তুমি সন্দেহ করছো আমিও এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত? খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, তাঁকে জানার ইচ্ছাও আমার নেই। আর এই কারণে কে খ্রীষ্ট এবং কে খ্রীষ্ট নয় এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করার কোন আগ্রহ আমার নেই।" লক্ষ্য করুন, কেমন অবজ্ঞার সাথে পীলাত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি কি যিহূদী?" যিহূদী জাতি বিভিন্ন দিক থেকে সম্মানিত, কিন্তু তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছিল। এই জন্য সমস্ত লোকের সামনে ঈশ্বর তাদের তুচ্ছের ও বিশ্বাসহীনতার পাত্র করেছেন (মালাখি ২:৮,৯)। এই জন্য জ্ঞানের ও সম্মানের মানুষের কাছে যিহূদী জাতির লোকেরা অখ্যাত জাতির লোক হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এইভাবে খারাপ লোকদের খারাপ কাজের কারণে প্রায়ই সুনাম ক্ষতি হয়। এটি খুব দুঃখের বিষয় হবে যদি কোন দুর্দমনীয় লোক প্রবঞ্চনার সন্দেহে এই কথা জিজ্ঞেস করে, "কি! তুমি আমাকে খ্রীষ্টান করতে চাইছ?"

[২] খ্রীষ্ট পীলাতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অন্যরা তাঁকে এই কথা বলেছে কি না। "হ্যাঁ", তিনি বললেন, "তোমার জাতির লোকেরা, যারা তোমার সম্পর্কে আমার কাছে অভিযোগ করেছে এবং পুরোহিতেরা, যারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। পুরোহিতদের কথার উপর মনযোগ দিতে চাই। এই জন্য তারা যা বলেছেন তা অনুসন্ধান করা ছাড়া আমার কোন কিছু করার নেই।" এইভাবে খ্রীষ্ট তাঁর ধর্মে, তাঁর নিজের জাতির লোকদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন, এমন কি পুরোহিতেরা যারা স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু খ্রীষ্টের ধর্ম মেনে চলেন না।

[৩] খ্রীষ্ট এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন, "তুমিই কি যিহূদীদের রাজা?" এই জন্য পীলাত অন্য আর একটি প্রশ্ন তাঁকে করলেন, যা আরও সাধারণ, "তুমি কী করেছ? তোমার জাতির লোকে তোমার উপর রাগান্বিত হওয়ার কারণ কী এবং বিশেষ করে

পুরোহিতেরা কেন তোমার বিরুদ্ধে এমন উগ্র আচরণ করেছে? যদি সামান্য আগুন না থাকে তবে অবশ্যই এই ধোঁয়া সৃষ্টি হত না। এখন আমাকে বল, কী হয়েছে? তুমি কী করেছ?"

(৪) পীলাতের আগের প্রশ্নের উত্তরের চেয়ে পরের প্রশ্নের উত্তরে খ্রীষ্ট আরও পূর্ণ এবং সরাসরি এবং স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "তুমি কি রাজা?" কী অর্থে তিনি রাজা তার ব্যাখ্যা তিনি পীলাতকে দিলেন। রোমীয় সরকারের বিপদের আশঙ্কা রয়েছে খ্রীষ্ট সেই রকম রাজা নন। তিনি এই পৃথিবীর রাজা নন, কারণ তাঁর রাজ্যের কোন কিছুই পার্থিব নিয়ম নীতির দ্বারা সমর্থিত হয়ে পরিচালিত হয় না, পদ ৩৬। লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্টের রাজ্যের নিয়ম-নীতি এবং প্রকৃত বর্ণনা: "আমার রাজ্য এখানকার নয়।" তার রাজ্য সম্পর্কে যে ভুল ধারণা রয়েছে সে সম্পর্কে এবং সে বিষয়ে দূর করার জন্য না-বোধকভাবে খ্রীষ্ট তাঁর রাজ্য সম্পর্কে ব্যক্ত করেছেন। খ্রীষ্টের রাজ্যের হ্যাঁ বোধক অর্থ হল তাঁর রাজ্য হল "স্বর্গীয় রাজ্য।" এই রাজ্য সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবীর অংশ। খ্রীষ্ট একজন রাজা, তাঁর একটি রাজ্য আছে, তবে তা এই পৃথিবীর নয়।

প্রথমত, এর উত্থান এই পৃথিবী থেকে নয়। মানুষের রাজ্য সমুদ্র থেকে এবং মাটি থেকে উত্থাপিত হয় (দানিয়েল ৭:৩; প্রকাশিত বাক্য ১৩:১,১১) কিন্তু পবিত্র নগর ঈশ্বর এবং স্বর্গে থেকে আসে (প্রকাশিত বাক্য ২২:২)। তাঁর রাজ্য পর্যায়ক্রমে নির্বাচনের মাধ্যমে আসে না অথবা জয় করার দ্বারা নয়, কিন্তু স্বর্গীয় ইচ্ছা ও পরামর্শের তাৎক্ষণিক এবং বিশেষ পরিকল্পনার দ্বারা।

দ্বিতীয়ত, এর প্রকৃতি পৃথিবীবী নয়। এই রাজ্য মানুষের মধ্যে রয়েছে, তাদের অন্তরে এবং চেতনার মধ্যে স্থাপিত (রোমীয় ১৪:১৭), এর ঐশ্বর্য্য হল আত্মিক, এর ক্ষমতা হল আত্মিক এবং এর মধ্যে সমস্ত মহিমা রয়েছে। খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রজারা পৃথিবীর আত্মার লোক নয়, (১ করিন্থীয় ২:১২)।

তৃতীয়ত, এর রক্ষা এবং সাহায্য এই পৃথিবী থেকে আসে না এবং এর অস্ত্রশস্ত্র আত্মিক। এই রাজ্য বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য পার্থিব ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না, রাজা এবং রাজ্যের ক্ষতি হয় এমন কোন কিছু এই রাজ্যের মধ্যে নেই। সমস্তই শান্তিময়। এটি এর প্রজাদের বিশেষ অধিকার এবং তাদের সম্পদের উপর সামান্যতম হস্তক্ষেপ করে না। এটি পার্থিব বিষয়ের কোন জাতীয় অনুষ্ঠান বা জীবন প্রণালী পরিবর্তন করার ব্যাপারে মনযোগ দেয় না, কোন পার্থিব রাজ্যের বিপক্ষে যুদ্ধ করে না কিন্তু পাপ এবং শয়তানের বিপক্ষে যুদ্ধ করে।

চতুর্থত, এর উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা পার্থিব নয়। পৃথিবীর মহান এবং মহা প্রতাপশালী লোকদের ক্ষমতা এবং আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের প্রতি খ্রীষ্টের আদৌ কোন লক্ষ্য ছিল না এবং তাঁর শিষ্যদেরকেও এই বিষয়ে অনুমতি দেন নি।

পঞ্চমত, এর প্রজা। যদিও তারা এই পৃথিবীতে বাস করছে তবুও তারা এই পৃথিবীর নয়। পৃথিবী থেকে তাদের ডাকা হয়েছে এবং বেছে নেওয়া হয়েছে অন্য পৃথিবীতে চিরকালের জন্য বাস করার উদ্দেশ্যে। তারা এই পার্থিব পৃথিবীর শিষ্য নয় এবং এই পৃথিবীর প্রিয় নয় এবং এই পার্থিব পৃথিবীর জ্ঞান দ্বারা চালিত হয় না, কিংবা এর সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ হয় না।

[২] খ্রীষ্টীয় রাজ্যের প্রকাশের আত্মিক স্বভাবের প্রমাণ। যদি তিনি রোমীয় সরকারের বিরোধিতা করতেন তাহলে তিনি তাদের নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে পারতেন এবং একই স্বভাবের ক্ষমতা দিয়ে তাদের ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করতে পারতেন। কিন্তু এই ধরনের কোন প্রকার কার্যকলাপ গ্রহণ করেন নি। "যদি আমার রাজ্য এই পৃথিবীর হত তবে আমি যাতে যিহূদীদের হাতে না পড়ি এবং আমার রাজ্য যাতে ধ্বংস না হয় এই জন্য আমার লোকেরা যুদ্ধ করতো।" কিন্তু:-

প্রথমত, তাঁর শিষ্যদের যুদ্ধ করতে প্রস্তাব দেওয়া হয় নি। সেখানে কোন গণ্ডগোল হয় নি, তাঁকে মুক্ত করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি, যদিও এখন গালীলীয়দের দ্বারা গ্রামটি পূর্ণ ছিল এবং তাঁর বন্ধুরা, তাঁর স্বদেশবাসী এবং সাধারণ লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সজ্জিত থাকতে পারতো। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁর শিষ্যদের শান্তিপূর্ণ আচরণ মূর্খ লোকদের অজ্ঞানতাকে বন্ধ করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁদের যুদ্ধ করার জন্য আদেশ করেন নি। বরং তিনি তাঁদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং যা প্রমাণ করবে যে, তিনি পার্থিব শক্তি এবং জনতা কিংবা সমর্থন নিয়ে যুদ্ধ করছেন, তা নিষেধ করেছিলেন (কারণ তিনি আহ্বান করলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য স্বর্গদূতর বাহিনী চলে আসতেন এবং এতে প্রমাণ হত যে তাঁর রাজ্য স্বর্গ থেকে আসছে) এবং এছাড়া তিনি পৃথিবীর লোকদের বিরোধিতাকে ভয় পান নি। কারণ তিনি স্বয়ং যিহূদীদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর রাজ্যের উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর যে কোন রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই যথাযথভাবে তিনি সব শেষ করলেন, "আপনি যাতে দেখতে পান যে, আমার রাজ্য এই জগতে নয়; এই পৃথিবীতে তবে এই পৃথিবীর নয়।"

(৫) পীলাতের পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন, পদ ৩৭। আমরা এখানে দেখতে পাব পীলাতের সহজ সরল প্রশ্ন, "তাহলে তুমি কি রাজা? তুমি বলেছ যে, তোমার রাজ্য আছে। তাহলে যে কোন অর্থে হোক তুমি নিশ্চয়ই একজন রাজা? যে অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে করা হয়েছে সে সম্পর্কে কি তোমার কিছু বলার আছে? তুমি ব্যাখ্যা কর।"

[২] পন্তীয় পীলাতের সামনে আমাদের প্রভু যীশু উত্তরে সাক্ষ্য স্বরূপ চমৎকার স্বীকারোক্তি করেছিলেন (১ তীমথিয় ৬:১৩): "আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আমি একজন রাজা, কারণ সত্যের পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য আমি জন্মেছি আর সেই জন্যই আমি পৃথিবীতে এসেছি।"

প্রথমত, তিনি নিজেকে একজন রাজা রূপে অভিহিত করলেন, তবে পীলাত যে অর্থে খ্রীষ্টকে রাজা বলে মনে করেছিলেন সে অর্থে নয়। বাদশাহের সমস্ত স্বভাব খ্রীষ্টের মধ্যে থাকবে এটি ছিল প্রত্যাশিত, খ্রীষ্ট হলেন রাজা আর তাই কাইয়াফার কাছে তিনি নিজেকে খ্রীষ্ট হিসেবে তুলে ধরেছিলেন এবং তিনি যে রাজা তা পীলাতের কাছে অস্বীকার করেন নি, পাছে এটি তাঁর নিজের সঙ্গে অসঙ্গত বলে মনে হয়। লক্ষ্য করুন, যদিও খ্রীষ্ট নিজেকে দাসের মত করেছিলেন, তথাপি তিনি উপযুক্ত সময় দাবী করেছিলেন যে তিনি একজন

বাদশাহের সম্মান এবং ক্ষমতার অধিকারী।

দ্বিতীয়ত, তিনি নিজের সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিলেন এবং কীভাবে তিনি একজন রাজা তা দেখালেন, যেমন তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন। সত্যের ক্ষমতা দ্বারা তিনি মানুষের অন্তরকে শাসন ও পরিচালনা করেছেন। যদি তিনি নিজেকে পার্থিব রাজা বলে ঘোষণা দিতেন তাহলে তিনি এইভাবে বলতেন, "এই সময়ের জন্য আমি জন্মেছি, এই কারণে আমি এই পৃথিবীতে এসেছি, যেন আমি সমস্ত জাতিকে শাসন করতে পারি, বাদশাহের উপর জয়লাভ করতে পারি। না, তিনি এই জন্য আসেন নি, তিনি এসেছিলেন সাক্ষী দেবার জন্য, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য, যে ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং পাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসেছেন, যে পাপ পৃথিবী ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং তাঁর সাক্ষীর দ্বারা এই পৃথিবী তিনি সজ্জিত করবেন এবং তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন। খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তিনি হবেন একজন সাক্ষী, একজন নেতা ও লোকদের সেনাপতি (যিশাইয় ৫৫:৪)। খ্রীষ্টের রাজ্য এই পৃথিবীর নয় যে, পৃথিবীতে সত্য খুঁজে পাওয়া যায় না (যিশাইয় ৫৯:১৫)। *Qui nescit dissimulare, nescit regnare* – তিনি কপট আচরণ করতে পারেন না, তিনি জানেন না কীভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে হয়। কিন্তু তিনি তাঁর পৃথিবীর সত্য অনন্তকাল আধিপত্য বিস্তার করে। পৃথিবীর মধ্যে খ্রীষ্টের সংবাদ এবং পৃথিবীতে তাঁর কার্যসমূহ সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে।

১. এটি পৃথিবীর লোকদের কাছে প্রকাশ করতে যে, যা ছাড়া আর কোনভাবেই ঈশ্বর সম্পর্কে ও তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে ও মানুষের প্রতি তাঁর মঙ্গল পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা যায় না (১:১৮; ১৭:২৬)।

২. এটি নিশ্চিত করতে (রোমীয় ১৫:৮)। তাঁর আশ্চর্য কাজের দ্বারা তিনি ধর্মের সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সত্য এবং ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং অনুগ্রহ এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার এবং আদেশের সত্য, সকল মানুষ তাঁর মধ্য দিয়ে বিশ্বাস করবে। এই কাজ করার মধ্য দিয়ে তিনি রাজা হয়েছেন এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(১.) তাঁর রাজ্যের ভিত্তি এবং ক্ষমতা, শক্তি এবং প্রকৃতি হল সত্য, স্বর্গীয় সত্য। যখন তিনি এই কথা বলেছিলেন, "আমিই সত্য", তিনি প্রকৃতপক্ষে এই কথা বলেছিলেন, "আমিই রাজা।" সত্যের প্রমাণ দ্বারা সন্দেহ দূর করে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন, সত্যের শাসন ক্ষমতা দ্বারা তিনি শাসন করেন, সত্য নম্র ও ন্যায়ের পক্ষে তিনি নিজের মহিমায় বিজয়ীর মত যাত্রা করেন (গীতসংহিতা ৪৫:৪)। তিনি সত্য ও ন্যায় দিয়ে লোকদের বিচার করবেন (গীতসংহিতা ৯৬:১৩)। এটি তাঁর রাজ্যের রাজদণ্ড। তিনি লোকদের স্নেহের সূত্র ও ভালবাসার বাঁধন দিয়ে আমাদের কাছে সত্য প্রকাশ দ্বারা এবং আমাদের এর ভালবাসার গ্রহণের দ্বারা তার কাছে আমাদের টেনে নিয়েছেন। আর এইভাবে চিন্তাকে বন্দী করে বাধ্যতার মধ্য নিয়ে আসে। তিনি আলো হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন। দিনের সূর্যের মত দিনের দ্বারা শাসন করেন।

(২.) যারা সত্যের তারা হল খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রজা। এরা সবাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা মিথ্যার পিতার ক্ষমতার অধীন থেকে মুক্ত হয়েছে এবং এরা সবাই সত্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল এবং এর ক্ষমতা এবং এর প্রভাবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল, খ্রীষ্টের কথা শুনতে তাঁর প্রজা হতে, বিশ্বাস প্রকাশ করতে এবং তার প্রতি প্রকৃত বাধ্যতার জন্য আকাঙ্খী ছিল। সত্য ধর্মের প্রতি যদি কারও প্রকৃত জ্ঞান থাকে তাহলে সে খ্রীষ্টান ধর্মকে হৃদয়ে পোষণ করে আছে। সত্যের ক্ষমতার দ্বারা তিনি তাদেরকে সম্মত করেছেন (গীতসংহিতা ৯০:৩)। সবার ভালবাসায় সত্যের মাধ্যমে খ্রীষ্টের কথা শুনতে পারে। খ্রীষ্টের মধ্যে যে সত্য, উত্তমতা, মধুরতা, নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, তা আর কোথাও পাওয়া যায় না, যার মাধ্যমে অনুগ্রহ এবং সত্যের আগমন ঘটেছে। তাই যদি আমরা তাঁর কথা পালন করি তাহলে আমরা জানব যে, আমরা সত্যে আছি (১ যোহন ৩:৭)।

(৬) এর উপর পীলাত একটি চমৎকার প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু উত্তর শোনার জন্য তিনি অপেক্ষা করেন নি (পদ ৩৮)। তিনি বলেছিলেন, "সত্য কী?" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবারও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেছিলেন।

[১] এটি নিঃসন্দেহে একটি ভাল প্রশ্ন ছিল, কিন্তু ভাল উত্তর শোনার প্রত্যাশায় তিনি এই প্রশ্ন করেন নি। সত্য হল সর্বোচ্চ মূল্যের মুক্তা, যা মানবীয় জ্ঞান দিয়ে এবং অনুসন্ধানের দ্বারা লাভ করা যায় না। কারণ সত্য ধরা বা ছোঁয়া যায় না, কিন্তু উপলব্ধি করা যায়। যখন আমরা পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করি এবং প্রচারকদের কথায় মনযোগ দেই, এই প্রশ্ন অবশ্যই উত্থিত হবে, "সত্য কী?" এবং এই প্রার্থনা করা হবে, "তোমার সত্যে আমাকে চালিত কর, সমস্ত সত্যের মধ্যে আমাকে নিয়ে যাও।" অনেকে এই প্রশ্ন করলেও সত্য অনুসন্ধান করার জন্য তাদের যথেষ্ট ধৈর্য্য এবং স্থিরতা থাকে না এবং যখন তারা অনুসন্ধান করে সত্য জানতে পারে তখন যথেষ্ট নম্রভাবে এবং আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে চায় না (২ তীমথিয় ৩:৭)। অনেকে আছেন যারা নিজ বিবেক দিয়ে এই কাজ করে থাকেন, তারা এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো করে থাকেন, "আমি কে? আমি কি করেছি?" কিন্তু উত্তরের জন্য সময় নিতে চায় না।

[২] কোন পরিকল্পনা নিয়ে পীলাত এই প্রশ্ন করেছিলেন তা অনিশ্চিত।

প্রথমত, সম্ভবত তিনি একজন শিক্ষার্থীর মত কথা বলেছিলেন, এমন একজনের মত যিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে ভাল বিষয় ভাবতে শুরু করেছেন এবং তাঁর দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করেছেন এবং তিনি জানতে আগ্রহী কী নতুন চিন্তাধারা ও মত তিনি প্রচলন করেছেন এবং কী ধর্ম এবং শিক্ষা উন্নতি সাধন হয়েছে বলে তিনি দাবী করছেন। কিন্তু যখন তিনি খ্রীষ্টের কাছ থেকে কিছু নতুন সত্যে বিষয়ে শুনতে চাইলেন, যেমন হেরোদ খ্রীষ্টের কাছ থেকে কিছু আশ্চর্য কাজ দেখতে চেয়েছিলেন। তখন তাঁর দরজার কাছে মহাপুরোহিতের লোকেরা হৈচৈ চিৎকার করে, মহা বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করল এবং তারা পীলাতকে বাধ্য করলো আলোচনা বন্ধ করতে।

দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করেন তিনি একজন বিচারক হিসেবে এই কথা বলেছিলেন, তাঁকে

কেন তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়েছে তার কারণ আরও ভাল করে অনুসন্ধান করার জন্য: এর মধ্যে কি রহস্য আছে তা আমাকে জানতে হবে, আমাকে বল এই বিষয়ের আসল অবস্থা কি, কি এর সত্য।"

তৃতীয়ত, অন্যরা মনে করেন একজন বিদ্রুপকারীর মত তিনি এই কথা বলেছিলেন, তিনি অনন্ত ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন: "তুমি যে সত্যের কথা বললে, তুমি আমাকে বল সত্য কি অথবা তুমি আমাকে এই সত্যের সংজ্ঞা দাও।" এইভাবে তিনি অনন্তকালীন সুসমাচারের সার উপস্থিত করলেন, যা মহাপুরোহিত ঘৃণা করেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। খ্রীষ্ট এখন এই বিষয়ে সাক্ষী দিচ্ছেন এবং এর জন্য দুঃখভোগ করছেন। যারা অন্য সব ধর্মকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে আনন্দ পায়, সেই সমস্ত ধর্মবিহীন লোকদের মত করে পীলাত কথা বললেন। তিনি উভয় দিক থেকে খ্রীষ্টকে বিদ্রুপ করেছিলেন আর এই কারণে খ্রীষ্ট তাঁকে কোন উত্তর দেন নি। "একজন মূর্খকে তার মূর্খতা অনুযায়ী উত্তর দিও না; শূকরের সামনে মুক্ত রেখো না।" যদিও খ্রীষ্ট পীলাতকে বলেন নি যে, সত্য কী, তবে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে আমাদের কাছে বলেছেন (যোহন ১৪:৬)।

গ. অভিযোগকারী এবং বন্দী উভয়ের সঙ্গে এই সব আলোচনার ফল (পদ ৩৮-৪০)। এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে:

১. বিচারক তাঁর হিতৈষী হিসাবে প্রকাশ করলেন এবং তাঁর পক্ষাবলম্বন করলেন; কারণ:-

(১) তিনি জনসমক্ষে খ্রীষ্টকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, পদ ৩৮। সমস্ত বিষয়ে বিচার অনুসন্ধান করে, "আমি এর কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না।" তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, খ্রীষ্ট এবং তাদের মধ্যে ধর্মের বিষয়ে কোন বিরোধ আছে, যাতে তাদের মতে তিনিও সম্ভবত একই অবস্থানে রয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রকাশ পায় নি। খ্রীষ্টের নির্দোষিতার পবিত্র ঘোষণা ছিল:-

[১] প্রভু যীশুর ন্যায্যতা ও সম্মানের জন্য। এর দ্বারা এই বিষয় প্রকাশ পেল যে, যদিও তিনি এখন বিদ্বেষকারীদের দ্বারা চরমভাবে লজ্জিত হচ্ছেন, কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই এই রকম জঘন্য ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য নন।

[২] তাঁর মৃত্যুর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য যে, তিনি তাঁর নিজের জন্য মারা যাবেন না, এমনকি স্বয়ং বিচারক বিচারে তা বলেছেন। আর এই জন্য আমাদের পাপের উৎসর্গ হিসেবে তিনি আমাদের জন্য মারা গেছেন, এমনকি স্বয়ং অভিযোগকারীদের বিচারেও, "গোটা জাতিটা নষ্ট হওয়ার চেয়ে বরং সমস্ত লোকের বদলে একজন মানুষের মৃত্যু হওয়া অনেক ভাল" (যোহন ১১:৫০)। তিনি হলেই সেই ব্যক্তি, যিনি কোন অনিষ্ট করেন নি, যার মুখে কোন ছলনার কথা ছিল না (যিশাইয় ৫৩:৯), যিনি মৃত্যুবরণ করবেন কিন্তু তাঁর নিজের জন্য নয় (দানিয়েল ৯:২৬)।

[৩] যিহূদীদের গুরুতর পাপের জন্য, যারা হিংস্র ও বিদ্বেষমূলকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। যদি কোন বন্দী যথাযথভাবে বিচারিত হয় এবং সৎ বিচারের দ্বারা তার দোষ থেকে

মুক্ত হয়, বিশেষ করে যদি তার সাহায্যের জন্য পক্ষপাতিত্বের প্রয়োজন নেই বলে সে নিরপরাধ তা বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা তাঁর নিরপরাধের বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু যদিও অপরাধী হিসেবে ছিলেন না, তবুও তাঁর সঙ্গে একজন দুষ্কর্মকারীর মত আচরণ করা হচ্ছিল এবং তাঁর রক্তের জন্য তারা পিপাসিত ছিল।

(২) খ্রীষ্টের মুক্তির জন্য কৌশলে একটি প্রস্তাব দিলেন (পদ ৩৯): "তবে তোমাদের একটা নিয়ম আছে, নিস্তার-পর্বের সময়ে আমি তোমাদের একজন কয়েদিকে ছেড়ে দেই। আমি কি তোমাদের জন্য যিহূদীদের রাজাকে ছেড়ে দেব?" তিনি এই প্রস্তাবটি মহাপুরোহিতের কাছে নয়, কিন্তু তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন জনতার কাছে; কারণ তিনি জানতেন কোন ক্রমেই মহাপুরোহিত এতে সম্মত হবেন না। এটি ছিল লোকদের কাছে বিবেচনার জন্য নিবেদিত (মথি ২৭:১৫)। সম্ভবত পীলাত শুনেছিলেন অন্য একদিন কীভাবে জনগণ খ্রীষ্টকে হোশান্না রবে চিৎকার করে তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। এই জন্য পীলাত খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন তিনি সাধারণ জনগণের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, কিন্তু নেতারা অপছন্দ করে। এই জন্য যে জনগণ খ্রীষ্টের মুক্তি দাবী করবে এতে পীলাতের আদৌ কোন সন্দেহ ছিল না। আর এর ফলে খ্রীষ্টের অভিযোগকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সব কিছু মঙ্গলজনক হবে।

[১] তিনি তাদের রীতিকে সমর্থন করলেন, যা সম্ভবত নিস্তার-পর্বের সম্মানের জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হয়ে আসছিল, যা তাদের মুক্তির সাক্ষরস্বরূপ ছিল। কিন্তু এটি ঈশ্বরের কথার সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল, এই বিষয়টি ছিল অন্যায়, কারণ এই নির্দিষ্ট স্মৃতি উৎসবে এই মুক্তি দেওয়ার প্রথা প্রচলন করা যুক্তিসঙ্গত ছিল না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এটি করুণার কাজ বলে মনে হয়, কিন্তু এতে অনেক সময় জনসাধারণের প্রতি অন্যায় করা হত (হিতোপদেশ ১৭:১৫)।

[২] তাদের রীতি অনুযায়ী তিনি তাদের কাছে খ্রীষ্টকে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। যদি পীলাত সততা এবং সাহসের সঙ্গে বিচার করতেন তাহলে কোন অবস্থাতেই এই সুবিধা লাভের জন্য একজন ভয়ঙ্কর অপরাধীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একজন নিরাপরাধ কয়েদির নাম প্রস্তাব করতে পারতেন না। যদি তিনি তাঁর কোন অপরাধ বা দোষ খুঁজে না পান, তিনি ন্যায়ত তাকে মুক্তি দিকে বাধ্য। তিনি বিষয়টির ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইলেন, পার্থিব প্রজ্ঞা দ্বারা আরও প্রভুত্ব করে এবং সাম্যতার নিয়ম দিয়ে সব দিক ধরে রাখতে চাইলেন।

২. লোকেরা খ্রীষ্টের শত্রু হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে অশান্ত হয়ে উঠল (পদ ৪০): তারা চিৎকার করে উঠল এবং চিৎকার করেই চলল। তারা বলল, "এই লোক নয়; একে ছেড়ে দেবেন না, কিন্তু বারাব্বাকে ছেড়ে দিন।" লক্ষ্য করুন:

(১) তারা কত হিংস্র এবং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। তিনি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তাদের একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যেন তাদের বিবেচনায় যা উপযুক্ত বলে মনে করে তারা তাই করে, কিন্তু তারা এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল, তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, তারা প্রচণ্ড

চিৎকার এবং গণ্ডগোল শুরু করলো এবং এইভাবে তারা তাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলো যে, তারা খ্রীষ্টের মুক্তি চায় না। তারা এই বিষয়ে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্মের শত্রুরা শহরে চিৎকার শুরু করল। তারা চাইল যেন তা ধ্বংস করতে পারে। ইফিষে এর সাক্ষ্য রয়েছে যে, তারা চিৎকার করেছিল (প্রেরিত ১৯:৩৪)। যারা মনে করেছিল অধিকতর মন্দ বিষয় এবং ব্যক্তিদের থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে তারা এইভাবে তাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাবার একমাত্র উপায় বলে মনে করছিল এবং তারা মনে করেছিল এইভাবে তাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কেবল তাই নয়, যে বিষয়ে সাহায্যের জন্য তারা জনগণকে ডেকেছিল এর যথাযথ কারণ ও ন্যায্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল।

(২) তারা কত নির্বোধ ছিল এবং কত হাস্যকর ছিল তাদের কার্যকলাপ। কত অল্প সময়ের মধ্যে তারা তাদের প্রার্থী বাছাই করে ফেলল।

[১] তারা এমন একজনকে বাছাই করলো, যে ছিল একজন ডাকাত, একজন কুখ্যাত ডাকাত। আর সে এখন মুক্ত হতে যাচ্ছে, যার লোভ, লালসা, নিষ্ঠুরতা এবং অহঙ্কার পুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকদের চেয়ে বেশি ছিল। বারাব্বা একজন ডাকাত হলেও সে মোশির স্থান জোরপূর্বক কেড়ে নেয় নি, তাদের কোন ঐতিহ্য বা দোষের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি।

[২] সে ছিল জগতের নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের হুমকিস্বরূপ, সে ছিল জনগণের শত্রু। ডাকাতদের বিরুদ্ধে শহরের লোকদের চিৎকার করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল (ইয়োব ৩০:৫)। অথচ এখানে তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এবং সেই কুখ্যাত ডাকাতের পক্ষে চিৎকার করছে। এইভাবে লোকেরা খ্রীষ্টের সামনে তাদের পাপকে তুলে ধরল। পাপ হল ডাকাত, প্রতিটি জঘন্য কামনা-বাসনা হল ডাকাত। তবুও তারা খ্রীষ্টের চেয়ে ঐ ডাকাতকে বেছে নেয়া সমীচীন বলে মনে করেছিল, যিনি সত্যিকারভাবে আমাদের ধনবান করতে সক্ষম।

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ১৯

যদিও আমাদের সুসমাচার রচয়িতা ইতিহাসের এই পর্যায় পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অন্যান্য সুসমাচার রচয়িতাদের লেখা সুসমাচারের বিভিন্ন অংশের সাথে মিলে যায় এমন অংশগুলো লিপিবদ্ধ না করার জন্য চেষ্টা করে গেছেন, তথাপি যখন তিনি খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যুর ঘটনায় উপনীত হলেন, তিনি সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি, যা একজন ব্যক্তি তার প্রভুর অবিশ্বাস ও ক্রুশের কারণে লজ্জিত হয়ে এড়িয়ে যেতে পারতো বা সেই ঘটনাগুলোকে মুছে ফেলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। কিন্তু তিনি যে শুধু এ সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা পুনরায় লিপিবদ্ধ করেছেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি অত্যন্ত ব্যাপক আকারে এ সম্পর্কিত প্রতিটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, যেভাবে খ্রীষ্ট এবং তাঁর ক্রুশ ব্যতীত অন্য আর কিছু সম্পর্কে জানতে আগ্রহী নয় এমন ব্যক্তি করে থাকবে, কারণ সে খুঁজে পাবে, খ্রীষ্টের ক্রুশের মাঝেই তাঁর সকল গৌরব নিহিত। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো: ক. তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন পীলাতের সামনে খ্রীষ্টের বিচারের ঘটনাটি, যা ছিল চাঞ্চল্যকর এবং হতবুদ্ধিকর, পদ ১-১৫। খ. শাস্তি প্রদান এবং তা কার্যকর করা, পদ ১৬-১৮। গ. তাঁর মাথার উপরে লিখে দেওয়া শিরোনাম, পদ ১৯-২২। ঘ. তাঁর গায়ের কাপড় ছিন্ন করা, পদ ২৩,২৪। ঙ. তিনি তাঁর মায়ের দেখাশোনার জন্য যা করলেন, পদ ২৫-২৭। চ. তাঁকে সিরকা খেতে দেওয়া, পদ ২৮,২৯। ছ. মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কথা, পদ ৩০। জ. তাঁর বুক বিদীর্ণ করা, পদ ৩১-৩৭। ঝ. তাঁর মৃতদেহ কবর দেওয়া, পদ ৩৮ -৪২। এই বিষয়গুলো নিয়ে ধ্যান ও প্রার্থনা করে আমরা যেন প্রকৃতভাবে খ্রীষ্টের মৃত্যুর ক্ষমতা এবং তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা উপলব্ধি করতে পারি!

যোহন ১৯:১-১৫ পদ

এখানে আমরা আরেকটি অন্যায্য বিচার দেখতে পাই, যা তারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি করেছিল। অভিযোগকারীরা লোকদের মধ্যে দ্বিধার জাল ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং বিচারকের হৃদয়ে এ কারণেই অত্যন্ত দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল, কারণ তাদের কথা এমন ছিল যা সহজে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না; যার কারণে আমরা তাদের অভিযোগ মিথ্যে বলে জানি।

ক. বিচারক বন্দীর উপর অত্যাচার করলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন এতে করে বন্দী নিজেকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করবে এবং এতে করে অভিযোগকারীদেরকে শান্ত করা যাবে। তার চিন্তা আপাতদৃষ্টিতে উত্তম হলেও তাঁর কাজ কোনমতেই এই চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হবে না, যে কাজ আসলে একেবারেই অন্যায্য।

১. তিনি খ্রীষ্টকে একজন অপরাধী হিসেবে চাবুক মারার আদেশ দিলেন, পদ ১। পীলাত

লোকদের উন্মত্ততা দেখে এবং লোকদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খ্রীষ্টকে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার হতাশায় খ্রীষ্টকে তাদের হাতে তুলে দিলেন এবং চাবুক মারার আদেশ দিলেন, অর্থাৎ সেখানে যে সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত জল্লাদ ছিল, তাদেরকে এই দায়িত্ব পালন করার আদেশ দিলেন। এখানে অনেকে এই ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পীলাত যীশুকে নিজ হাতে চাবুক মেরেছিলেন, কারণ বলা হয়েছে, পীলাত যীশুকে নিয়ে কশাঘাতে প্রহার করালেন, যাতে করে তা নিশ্চিতভাবে করা হয়। মথি এবং মার্ক তাঁর বিচারের পর চাবুক মারার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে বিচারের আগেই তাঁকে চাবুক মারা হয়েছে। লূক উল্লেখ করেছেন, পীলাত যীশুকে চাবুক মেরে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই বিচারের আগেই হবে। তাঁকে চাবুক মারার আদেশ দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র যিহূদীদেরকে শান্ত করার জন্য এবং এতে করে পীলাত তাদের মধ্যে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিলেন যে, তিনি এরপরেও তাঁর নিজের অনুভূতির বিরোধিতা করে তাদের কথা অনুসারেই কাজ করবেন। রোমানদের চাবুক মারার শাস্তি ছিল অত্যন্ত মারাত্মক, যিহূদীদের নিয়ম অনুসারে চল্লিশটি বেত্রাঘাতের মত এত সহজ শাস্তি নয়; কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর শরীরে সকল যন্ত্রণা, কষ্ট এবং লজ্জা সহ্য করেছিলেন আমাদেরই জন্য।

(১) যাতে করে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পূর্ণ হয়, যেখানে তাঁকে আমাদের শান্তির জন্য বিদ্ধ করা হবে, চূর্ণ করা হবে এবং আঘাত করা হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে (যিশাইয় ৫৩:৫) এবং আরও বলা হয়েছে যে, তিনি তাদের দিকে নিজের গাল পেতে দেবেন (যিশাইয় ৫০:৬), তারা চাষীদের চাষ করার মত করে তাঁর পিঠে খাঁজ কাটবে (গীতসংহিতা ১২৯:৩)। তিনি নিজেও এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন (মথি ২০:১৯; মার্ক ১০:৩৪; লূক ১৮:৩৩)।

(২) তাঁর ক্ষত সকল দ্বারা আমরা আরোগ্য লাভ করবো (১ পিতর ২:৪)। আমাদেরই চাবুক এবং কাঁটা দিয়ে আঘাত পাওয়ার কথা ছিল এবং অনেক বেত্রাঘাত পিঠে পেতে নেওয়ার কথা ছিল। আমরা আমাদের পিতার ইচ্ছা জানতাম এবং এ যে লজ্জিত হওয়ার নয় তাও জানতাম। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য সেই বেত্রাঘাত এবং চাবুকের আঘাত পিঠ পেতে নিয়েছেন, তিনি তাঁর পিতার ক্রোধান্বিত যষ্ঠির আঘাত আমাদের বদলে গ্রহণ করেছেন (বিলাপ ৩:১)। পীলাত এই জন্য খ্রীষ্টকে চাবুক মারার আদেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁকে আর শাস্তি দেওয়া না হয়, যা আসলে কাজে লাগে নি, বরং ঈশ্বর যে পরিকল্পনা করেছিলেন সে অনুসারেই সমস্ত কিছু সম্পন্ন হয়েছে, যাতে করে আমরা যেন শাস্তি ভোগ না করি সে জন্য তিনি চাবুকের আঘাত সহ্য করেন, আমরা যেন তাঁর যন্ত্রণাভোগের সাথী হই এবং এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী: চিকিৎসককে চাবুক মারা হল এবং রোগী সুস্থ হল।

(৩) তাঁর শাস্তিভোগের কারণে তাঁর শিষ্যদের উপর যে আঘাত নেমে আসার কথা ছিল তা লঘু করে দেওয়া হল, এতে করে যীশুর নামের জন্য শিষ্যরা যে অবিশ্বাস ভোগ করবার যোগ্য হয়েছেন সেজন্য তাঁরা আনন্দ করলেন (প্রেরিত ৫:৪১; ১৬:২২,২৫), যেভাবে প্রেরিত পৌল করেছিলেন, যিনি অনেক প্রহারিত হয়েছেন (২ করিন্থীয় ১১:৩২)।

২. তিনি তাঁকে সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দিলেন, যাতে করে তারা তাঁকে নিয়ে হাসি-তামাশা

করে এবং তাঁকে বোকা বানায় (পদ ২,৩): সেই সমস্ত সৈন্যেরা, যারা গর্ভনরের দেহরক্ষী ছিল, তারা খ্রীষ্টের মাথায় কাঁটা দিয়ে তৈরি একটি মুকুট পরাল। তারা ভেবেছিল এ ধরনের কাঁটাই এ ধরনের একজন রাজার জন্য মানায়। তারা তাঁকে একটি বেগুনী কাপড় পরাল, যা আসলে কোন পুরনো ছিন্ন প্রায় কোর্তা ছিল। তারা ভেবেছিল তাঁর রাজকীয়তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এর চেয়ে ভাল আর কোন কাপড় পাওয়া যাবে না। তারা তাঁকে এই বলে সম্ভাষণ জানাল, "হে যিহূদীদের রাজা, আস্‌সালামু আলাইকুম" (যেভাবে লোকেরা একজন রাজাকে সম্ভাষণ জানায়) এবং তারা তাঁকে চড় মারতে লাগল।

(১) এখানে পীলাতের নির্দয়তা এবং অবিচার লক্ষ্য করুন, কীভাবে তিনি এমন একজন লোককে শাস্তি দিচ্ছেন যাকে তিনি আসলে নির্দোষ বলে মনে করেন। এমন একজন চমৎকার মানুষকে তাঁর নিজ কর্মচারীদের হাতে নির্যাতিত এবং অপমানিত হতে দেখেও তিনি চুপ থাকলেন। যারা আইনের হাতে বন্দী হয়, তাদের সেই আইনের কাছেই সুরক্ষিত থাকা উচিত এবং তাদের নিরাপদে থাকাটাই হচ্ছে তাদের নিরাপত্তা। কিন্তু পীলাত তার ঠিক উল্টোটি করলেন।

[১] তিনি তাঁর সৈন্যদের এবং হয়তোবা তাঁর নিজেরও মনোরঞ্জন করার জন্য খ্রীষ্টকে নিয়ে তাদেরকে হাসি-তামাশা করতে অনুমতি দিলেন। তাঁর মত এমন একজন বিচারকের কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবহার মোটেও আশা করা যায় না। হেরোদ এবং তাঁর সেনাপতিরাও এই একই কাজ করলেন (লূক ২৩:১১)। তাদের কাছে ব্যাপারটা ছিল মঞ্চ নাটকের মত, যেন এখন উৎসব চলছে; ঠিক যেমনটা ফিলিস্তিনীরা করেছিল শিমশোনের সাথে।

[২] তিনি যিহূদীদের বীভৎস রসবোধের কাছে নত হলেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করলেন, যারা যীশু খ্রীষ্টকে যতভাবে সম্ভব অবিশ্বাস করার ইচ্ছা পোষণ নিয়ে সেখানে এসেছিল এবং যারা তাঁকে চরমভাবে অপদস্থ করতে চেয়েছিল।

(২) সৈন্যদের রূঢ় ব্যবহার এবং কর্কশ আচরণ লক্ষ্য করুন, তাদের ভেতরে সমস্ত ন্যায়বোধ এবং মানবতার কি দারুন স্খলন ঘটেছে। কীভাবে তারা এমন একজন মানুষের অসহায়ত্বের ও দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তাঁকে অবিশ্বাস করছে এবং হাসি-তামাশা করছে, যিনি এক সময় তাঁর জ্ঞান ও সম্মানের কারণে সর্বজন বিদিত ছিলেন এবং যিনি কখনোই তা হারানোর মত কিছু করেন নি। কিন্তু খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্ম এভাবেই ভুলভাবে উপস্থাপিত হল। বাজে লোকেরা তাঁকে নিজেদের আনন্দের জন্য উপহাস করতে লাগল এবং তারা খ্রীষ্টকে নিয়ে অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি তিরস্কার এবং হাসি-তামাশা করতে লাগল।

[১] তারা তাঁকে একটি কোর্তা পরিয়ে রাজা বানানোর ভান করতে লাগল, যেন এটা খুব হাস্যকর এবং উপহাসের একটি বিষয় এবং শুধুই উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা ও খেয়াল খুশির বিষয়। এখানে খ্রীষ্টকে রাজা হিসেবে উপস্থাপন করার বিষয়টি শুধুই ধোঁকাবাজি, যেন তাঁর ধর্ম মিথ্যে অহমিকার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সাথে যেন ঈশ্বর ও আত্মা, পাপ এবং দায়িত্ব, স্বর্গ এবং দোজখ এবং এর সাথে আরও অনেক বিষয় কেবলই মিথ্যে কল্পনা।

[২] তারা তাঁকে কাঁটার মুকুট পরাল; যেন খ্রীষ্টের ধর্ম সত্যিকারের বেদনা ও যন্ত্রণা এবং এই জগতের সবচেয়ে কঠিন যন্ত্রণা এবং কষ্ট; যেন ঈশ্বরের ইচ্ছের কাছে নত হওয়া এবং তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার অর্থ হচ্ছে মাথায় কাঁটার মুকুট পরা। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই অন্যায্য। কাঁটা এবং ছোরা হচ্ছে বিপথগামীদের পথ, কিন্তু ধর্মের পথে আছে গোলাপ এবং মুকুট।

(৩) দেখুন, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য কষ্ট ও যন্ত্রণাভোগের সময় কি নিদারুন সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছেন। মহান এবং দয়ালু অন্তর অসম্মান, যে কোন কষ্ট, যে কোন ব্যথা, যে কোন হানি এবং যে কোন রকম নিন্দা সহ্য করতে পারেন। আমাদের প্রভু যীশু শুধুমাত্র আমাদের জন্য নিজেকে এতটা নত করেছিলেন।

[১] একজন যন্ত্রণা ভোগকারীর চূড়ান্ত পর্যায়ের ধৈর্য্য আমাদের জন্য সাহস, দৃঢ়তা, আত্মার শিথিলতা এবং সন্তুষ্টির উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেন আমরা চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েও আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে চলতে পারি।

[২] একজন পরিত্রাণকর্তার অজেয় ভালবাসা এবং দয়া, যিনি এ সমস্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে শুধু আনন্দের সাথে এবং সন্তুষ্টির সাথেই পথ চলেন নি, সেই সাথে তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য স্বেচ্ছায় এই যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করার জন্য সম্মত হয়েছেন। এখানে তিনি তাঁর ভালবাসা আমাদের জন্য প্রকাশ করছেন, কারণ তিনি যে শুধু মৃত্যুবরণ করেছেন তাই নয়, যেভাবে একজন বোকা মানুষ মৃত্যুবরণ করে ঠিক সেভাবেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

প্রথমত, তিনি ব্যথা ও যন্ত্রণা সহ্য করে গেছেন, শুধু মৃত্যুর হুল তিনি গ্রহণ করেন নি, যদিও ক্রুশীয় মৃত্যু সবচাইতে যন্ত্রণাময়, তবুও তার আগে তিনি এই ক্ষুদ্র ব্যথা সহ্য করেছেন। খ্রীষ্ট যেমন তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরেছেন এবং নিদারুন যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, তেমনি করে কি আমাদেরও শরীরে কাঁটার আঘাত সহ্য করার এবং যন্ত্রণায় নীল হওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করা উচিত না? (২ করিন্থীয় ১২:৭)।

দ্বিতীয়ত, তাঁকে যে লজ্জা দেওয়া হয়েছিল, তা তিনি অবজ্ঞা করেছেন। তাঁকে যেভাবে ভাঁড়ের মত করে কোর্তা পরানো হয়েছিল এবং যিহূদী*দের রাজা, সালাম* বলে যে মিথ্যে সম্ভ াষণ জানানো হয়েছিল, তা তিনি ঘৃণা করেছিলেন। আমাদের কোন ভাল কাজের জন্য যদি কোন সময় আমাদেরকে উপহাস করা হয়, তাহলে আমাদের কখনোই লজ্জিত হওয়া উচিত হবে না, বরং ঈশ্বরকে আমাদের মহিমান্বিত করতে হবে, কারণ এভাবেই আমরা খ্রীষ্টের যন্ত্রণার অংশীদার ও সহভাগী হতে পারব। যিনি এই সমস্ত লজ্জা ও অবিশ্বাস সহ্য করেন, তিনিই প্রকৃত সম্মানের অধিকারী এবং আমরাও তেমন সম্মানের অধিকার লাভ করব, যদি আমরা খ্রীষ্টের জন্য এই লজ্জা ও অবিশ্বাস গ্রহণ করি।

খ. পীলাত বন্দীকে এভাবে নির্যাতন ও অত্যাচার করার পর অভিযোগকারীদের সামনে উপস্থাপন করলেন, তিনি আশা করেছিলেন যে তারা এখন সন্তুষ্ট হবে এবং তাঁকে অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেবে, পদ ৪,৫। এখানে তিনি তাদের বিবেচনার জন্য দু'টো বিষয় এনেছিলেন:-

১. তিনি তাঁর মধ্যে এমন কিছু পান নি যা তাঁকে রোমীয় সরকারের কাছে দোষী হিসেবে উপস্থাপন করে (পদ ৪): "আমি তাঁর ভেতরে কোন দোষ খুঁজে পাই নি; *Oudemian aitian heurisko* – আমি তাঁর ভেতরে সামান্যতম অপরাধের চিহ্নও দেখতে পাই নি; কিংবা তাঁকে অভিযোগ করার মত কিছুই পাই নি।" আরেকবার জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি তার আগের সিদ্ধান্তই বহাল রাখলেন (যোহন ১৮:৩৮)। এখানে তিনি নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করলেন, কারণ তিনি যদি খ্রীষ্টের ভেতরে কোন অপরাধ খুঁজে না-ই পান, তাহলে তিনি কেন তাঁকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন? কেন তিনি তাঁকে নির্যাতন ও অবিশ্বাস করার জন্য আদেশ দিলেন? যারা মন্দ কাজ করে তারা ছাড়া আর কারোরই এভাবে এত খারাপভাবে যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করার কথা নয়, কিন্তু তারপরও যদি তাদের প্রতি এমন আচরণ করার আদেশ দেওয়া হয়, তাহলে সেই শাস্তি প্রদানকারী নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারে না। যদি তিনি তাঁর ভেতরে কোন ধরনের দোষ খুঁজে না পান, তাহলে তিনি কেন তাঁকে অভিযোগকারীদের হাত থেকে মুক্ত করলেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মুক্ত করলেন না, যা আসলেই তার করার কথা ছিল? যদি পীলাত কেবলমাত্র তাঁর নিজ বিবেকের সাথে শলাপরার্মশ করতেন, তাহলে তিনি খ্রীষ্টকে চাবুক মারার আদেশও দিতেন না, ক্রুশে বিদ্ধ করার শাস্তিও দিতেন না, বরং তিনি এই বিয়ষটিকে কাটানোর চেষ্টা করে এবং লোকদেরকে শান্ত করার চিন্তা করে তাঁকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন এবং চাইলেন যেন তাঁকে ক্রুশে দেওয়া না হয়। কিন্তু তাঁকে এই দু'টি আদেশই দিতে হল। যদি তিনি প্রথমেই তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে আর তাঁকে চাবুক মারার আদেশ দিতে হত না। যারা বড় পাপ কাটানোর জন্য ছোট পাপ করে থাকে, তাদেরকে দু'টো পাপতেই পতিত হতে হয়।

২. তিনি খ্রীষ্টের প্রতি এমন কাজ করেছিলেন যাতে করে তাঁকে লোকদের এবং সরকারের কাছে কম বিপজ্জনক মনে হয়, পদ ৫। তিনি তাঁকে তাদের সামনে আনলেন, তাঁর গায়ে তখনো সেই পোশাক এবং সেই কাঁটার মুকুট ছিল, তাঁর শরীর এবং মাথা পুরোপুরি রক্তাক্ত ছিল। তিনি বললেন, "দেখ, এই সেই লোক যার উপরে তোমরা অভিযোগ এনেছ।" এই কথার দ্বারা বোঝা যায় যে, যদিও খ্রীষ্ট এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, তারা নিজেদের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছিল, তারপরও পীলাত খ্রীষ্টের মৃত্যু ঠেকানোর জন্য কার্যকরী উপায় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, আর এ কারণেই তিনি খ্রীষ্টের সাথে দাসের মত আচরণ করেছিলেন এবং তিনি তাঁকে চরম নির্যাতনের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, এরপরে নিশ্চয়ই লোকেরা আর তাঁর দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে তাকাবে না এবং তিনি আর লোকদের মাঝে তাঁর আগের গৌরব ফিরে পাবেন না। পীলাত সে সময় ভাবতেও পারেন নি যে, খ্রীষ্টের প্রতি করা এই সমস্ত অত্যাচার এবং যন্ত্রণা বহু শতাব্দী পরেও কি করে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান ব্যক্তি করে তুলবে, যিনি গৌরবের সাথে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সেই সমস্ত চাবুকের আঘাত তাঁর জন্য বয়ে নিয়ে এসেছিল মহিমা, যা তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের জন্য অবশ্যম্ভাবীভাবে এবং অমোচনীয়ভাবে নিন্দার কারণ হয়েছিল। লক্ষ্য করুন:

(১) কী করে এখানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে অসম্মানের সকল চিহ্ন দিয়ে আবৃত করেছেন। তিনি সামনে আসলেন, তিনি সকলের সামনে একটি দর্শনীয় বস্তু হওয়ার জন্য সম্মত হলেন। তিনি এও জানতেন যে, তাঁকে সকলে ভর্ৎসনা করবে। আবারও এ নিয়েও কোন সন্দেহ ছিল না যে, যখন তিনি জনসমক্ষে আসবেন, তখন তিনি এমন এক চিহ্নের অধিকারী হবেন, যার বিরুদ্ধে কথা বলা হবে (লূক ২:৩৪)। তিনি কি আমাদের সকল অবিশ্বাস বহন করে এভাবে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন? তিনি তাঁর নিজ অসম্মান বয়ে নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

(২) কী করে পীলাত তাঁকে সকলের সামনে দেখালেন: পীলাত তাদেরকে বললেন, "এই লোকটিকে দেখ।" *তিনি তাদেরকে বললেন:* প্রকৃত শব্দ এটাই; এবং এর ঠিক আগেরটিই যেহেতু যীশুর নিজের উক্তি, তাই পরবর্তী উক্তিটি তাঁরই হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, যা অনেকে মনে করে থাকেন। পীলাত বলেছিলেন, "দেখ, সেই লোকটিকে দেখ, যার বিরুদ্ধে তোমরা উঠেপড়ে লেগেছ।" কিন্তু কয়েকটি গ্রীক অনুলিপি এবং বেশিরভাগ অনুবাদকদের অনুলিপি থেকে পাওয়া যায় যে, পীলাতই তাদেরকে এই কথা বলেছিলেন। তাঁর এই কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে শান্ত করা, *দেখ এই লোকটিকে*। তিনি তাদের মধ্যে শুধু করুণা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তা নয়। *এমন একটি লোককে দেখ যে তোমাদের সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য,* এ কথার দ্বারা তিনি তাদের আক্রোশকে দমন করতে চেয়েছিলেন। *দেখ সেই লোকটিকে, যে কোন মতেই সন্দেহের যোগ্য নয়, যার কাছ থেকে তোমাদের কোন বিপদের ভয় নেই; তার মুকুট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখন সকল মানব জাতি তাঁকে নিয়ে উপহাস করবে*। প্রসঙ্গক্রমে, *দেখ, এই সেই লোক* কথাটি খুবই প্রভাবব্যঞ্জক। আমাদের প্রত্যেকের জন্যই, যাদের বিশ্বাসের চোখ রয়েছে, তাদের পক্ষে যীশু খ্রীষ্টকে তাঁর যন্ত্রণাভোগ ভোগ করতে দেখা খুবই উত্তম বিষয়। *সেই রাজাকে দেখ, যিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে মুকুট পেয়েছেন, কাঁটার মুকুট*। "তাঁকে দেখ এবং দৃষ্টি ধন্য কর। তাঁকে দেখ এবং তাঁর জন্য শোক পালন কর। তাঁকে দেখ এবং তাঁকে ভালবাস; যীশু খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়ে থাক।"

গ. অভিযোগকারীরা শান্ত হওয়ার বদলে আরও বেশি উন্মত্ত হয়ে পড়ল, পদ ৬,৭।

১. তাদের হট্টগোল এবং উন্মত্ততা লক্ষ্য করুন। প্রধান পুরোহিতেরা, যারা এই উন্মত্ত জনতাকে পরিচালনা দান করছিল, তারা চরম আক্রোশ এবং ক্ষোভে ফেটে পড়ে চিৎকার করতে লাগল এবং তাদের অধীনস্থরা বা গোলামেরা, যাদের অবশ্যই তাদের প্রভুর কথারই প্রতিধ্বনি করতে হত, তারা তাদের প্রভুর সাথে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, *ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও*। সাধারণ মানুষ হয়তো পীলাতের দেওয়া খ্রীষ্টের নিষ্পাপতার ঘোষণা মেনে নিত, কিন্তু তাদের নেতারা অর্থাৎ পুরোহিতরা তাদেরকে উন্মত্ত হতে বাধ্য করল। এখন, এর মধ্য দিয়ে আমরা ধরে নিতে পারি যে, যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের আক্রোশ কতটুকু ছিল।

(১) তাদের আক্রোশ ও বিদ্বেষ ছিল একেবারেই অযৌক্তিক এবং সবচেয়ে অসংলগ্ন, কারণ তারা তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের কোন সুষ্ঠু বিকল্পের ব্যাপারে একেবারেই সম্মত ছিল

না, কিংবা এমনও নয় যে, তারা খ্রীষ্টের প্রতি পীলাতের বিচারের বিরোধিতা করতে চাইছিল। তাদের একটাই চিন্তা ছিল, আর তা হচ্ছে খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের শাস্তি প্রদান করা; যদিও তিনি ছিলেন একেবারেই নির্দোষ।

(২) তাদের আক্রোশ এবং বিদ্বেষ ছিল অবদমনীয় এবং অত্যন্ত নির্মম। তাঁকে নির্দয়ভাবে চাবুক মারা কিংবা এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নীরব থাকা, কিংবা বিচারকের স্নেহপূর্ণ অনুযোগ, তাদেরকে এক বিন্দু নমনীয় করতে পারে নি। কিংবা পীলাত পুরো বিষয়টিকে যেভাবে পরিহাসে পরিণত করেছিলেন, তাতে করেও তাদের মন গলাতে পারে নি।

(৩) তাদের আক্রোশ এবং বিদ্বেষ ছিল উগ্র এবং অতি দৃঢ়। তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ হাসিল করেই ছাড়তো এবং সরকারের ইচ্ছার বিরোধিতা করতো, তাদের শহরের শান্তি ভঙ্গ করতো এবং নিজেদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন করতো, তারপরও তারা তাদের দাবী পূরণ করে ছাড়তো। তারা কি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করার জন্য অত্যন্ত উগ্রভাবে চিৎকার করে বলে নি, *ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও?* এবং সে কারণে আমাদেরও কি উচিত নয়, একইভাবে উন্মত্ত হয়ে এবং দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে তাঁর নাম ধরে চিৎকার করে বলা, *তাঁকে মুকুট দ্বারা অভিষিক্ত কর, তাঁকে মুকুট দ্বারা অভিষিক্ত কর?* তাঁর প্রতি তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ কি তাদের উন্মত্ততাকে আরও চাগিয়ে তোলে নি? আর সে কারণে কি আমাদেরও তাঁর প্রতি এবং তাঁর রাজ্যের প্রতি আগ্রহকে আরও বৃদ্ধি করা উচিত নয়?

২. পীলাত তাদের উন্মত্ততাকে ঠেকানোর চেষ্টা করে বন্দীর নিষ্পাপতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বললেন: "ওকে নিয়ে যাও এবং ক্রুশে দাও, যদি সত্যিই সে ক্রুশে দেওয়ার যোগ্য হয়।" এই কথাটি আসলে বিদ্রুপ হিসেবে বলা হয়েছে; তিনি জানতেন যে, তারা তাঁকে ক্রুশে দেবে না বা সে সাহসও করবে না; কিন্তু এই কথার দ্বারা তিনি যেন বোঝালেন, "তোমরা আমাকে তোমাদের আক্রোশের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করাতে পার না, আমি স্বজ্ঞানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার আদেশ দিতে পারি না।" এটি একটি উত্তম সঙ্কল্প, যাতে তাঁর অবশ্যই স্থির থাকা উচিত ছিল। তিনি খ্রীষ্টের মধ্যে কোন অপরাধ খুঁজে পান নি এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর অভিযোগকারীদের সাথে আর কোন বাক-বিতণ্ডায় যাওয়া উচিত ছিল না। যারা পাপ থেকে সুরক্ষিত থাকে তাদের অবশ্যই প্রলোভনের কাছে বধির হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, তাঁর অবশ্যই বন্দীকে অভিযোগকারীদের তিরস্কার থেকে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন ছিল। আহতকে রক্ষা করা ছাড়া আর কি কারণে তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন? ক্ষমতার রক্ষক ও ধারককে অবশ্যই সুবিচারের ধারক ও বাহক হতে হয়। কিন্তু পীলাতের বিবেকের এই আহ্বান অনুসারে কাজ করার সাহস ছিল না, আর তাই তাঁর কাপুরুষতা তাঁকে একটির বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্ররোচিত করল।

৩. অভিযোগকারীরা তাদের দাবীতে আরও যে সমস্ত শর্ত জুড়েছিল (পদ ৭): "আমাদের এক ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা অনুসারে তার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, কারণ সে নিজেকে ইব্‌নুল্লাহ্‌ বলে দাবী করেছে।" এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) তারা নিজেদের আইন নিয়ে গর্ব করেছিল, এমন কি যদিও তারা আইন ভঙ্গ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে অমান্য করেছে, যে অভিযোগ যিহূদীদের উপরে আনা হয়েছিল (রোমীয় ২:২৩)। তাদের অবশ্যই খুব চমৎকার একটি আইন ছিল, যা অন্যান্য সকল জাতি আদর্শ এবং মূল্যবোধের চাইতে উঁচু মানের ছিল; কিন্তু তাদের আইন নিয়ে এই গর্ব বৃথা গেল, যখন তারা এক মন্দ উদ্দেশ্যে এই আইনের অপব্যবহার করতে চাইল।

(২) তারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এক অশান্ত এবং অবদমনীয় আক্রোশ ও উন্মত্ততার সূচনা ঘটাল। যখন তারা পীলাতকে এ কথা বলে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারলো না যে, খ্রীষ্ট নিজেকে রাজা বলে দাবী করেছেন, তখন তারা এ নিয়ে তর্ক শুরু করলো যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেছেন। এভাবে তারা তাঁকে অবদমিত করার জন্য প্রতিটি পাথর ছুড়তে শুরু করল।

(৩) তারা আইনকে বিকৃত করলো এবং তাদের আক্রোশ সিদ্ধি করার জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। অনেকে মনে করেন যে, তারা বিশেষ একটি আইনের কথা বলেছিল, যে আইনটি তারা বিশেষভাবে শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য ব্যবহার করেছিল। কিন্তু সেটা যদি সত্যিকারের কোন আইন হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তা প্রয়োগ করা হলে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ঘটবে, যদিও তাদের জন্য দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, অন্যায় আইন জারি করা এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলা (যিশাইয় ১০:১; মীখা ৬:১৬)। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তারা মোশির আইনের প্রতি দায়বদ্ধ। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে:-

[১] এটি অবশ্যই সত্য কথা যে, ধর্মদ্রোহী, জেনাকারী এবং ভণ্ড ভাববাদী হিসেবে তাদেরকে সেই আইনের অধীনে মৃত্যুবরণ করতে হবে। যে কেউ ভণ্ডামি করে ঈশ্বরের পুত্র সাজতে চায়, সে অবশ্যই ধর্মদ্রোহিতার দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে (লেবীয় ২৪:১৬)।

[২] কিন্তু এটি একেবারেই মিথ্যে যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার ভান করেছিলেন, এর কারণ তিনি আসলেই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন এবং তিনি যে আসলেই সেই বিশেষ ব্যক্তি, তা বোঝানোর জন্য তিনি অনেক প্রমাণ দাখিল করেছেন। যদি তিনি বলে থাকেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র এবং তাঁর মতবাদের উদ্দেশ্য ও পরিধি যদি লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিমুখ করা না হয়, বরং তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসা হয় এবং যদি তিনি তাঁর লক্ষ্য এবং মতবাদকে বিভিন্ন আশ্চর্য কাজের দ্বারা নিশ্চিত করেন, যা তিনি নিঃসন্দেহে করেছেন, তাহলে তাদের আইন ও বিধান অনুসারে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর কাছে আসা ছাড়া আর কোন পথ তাদের সামনে খোলা নেই (দ্বি.বি. ১৮:১৮,১৯)। যদি তারা তা না করে, তাহলে তারা অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যা ছিল খ্রীষ্টের জন্য সম্মান এবং তাদের জন্য সুখকর বিষয়, তারা যদি সেই আলোতে সেটাকে বিচার না করে, তাহলে তারা তাঁকে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করবে, যার কারণে তাঁর নিশ্চয়ই ক্রুশারোপিত হওয়ার কথা নয়, কারণ তাদের আইন অনুসারে এই কাজের জন্য কোন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য নয়।

ঘ. বিচারক নতুন প্রস্তাব নিয়ে তাঁর বন্দীকে আবারও বিচারে নিয়ে আসলেন। লক্ষ্য করুন:

১. পীলাত যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলেন, যখন তিনি এই স্বীকারোক্তি শুনলেন (পদ ৮): যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর বন্দী নিজেকে রাজা হিসেবে দাবী করছেন না, বরং একজন স্বর্গীয় সত্তা হিসেবে দাবী করছেন, তখন তিনি আরও বেশি ভয় পেলেন। এই বিষয়টি তাঁকে অন্য যে কোন কিছুর চাইতে বেশি বিব্রত করে তুলল এবং উভয় দিক থেকেই তাঁর জন্য বিষয়টি ঝামেলাপূর্ণ করে তুলল; কারণ:-

(১) তিনি যদি খ্রীষ্টকে রক্ষা করতে গিয়ে লোকদেরকে চটিয়ে দেন ও তাদের বিরোধিতা করেন, তাহলে ব্যাপারটা তাঁর জন্য উভয় সঙ্কটের মত হয়ে যায়; কারণ তিনি জানেন যে, লোকেরা ঈশ্বরের একতা সমুন্নত রাখার জন্য কতটা উন্মত্ত হতে পারে এবং এখন অন্য কোন দেবতার ক্ষেত্রে তারা কি ধরনের বিপক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। আর এ কারণেই তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি এমন একজন লোকের বিপক্ষে তাদের আক্রোশকে প্রশমিত করবেন, যে নিজেকে রাজা বলে সম্বোধন করে। তিনি কখনোই ভাবেন নি যে, এই লোক নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করবে। "এটাই যদি এই হট্টগোলের শেষ হয়ে থাকে," তিনি মনের মনে চিন্তা করলেন, "তাহলে আমি বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে নিজেকে দমিয়ে রাখব না।"

(২) তিনি নিজেকে দোষারোপ করতে পারতেন এবং এভাবে তিনি নিজের বিবেকের দংশনের শিকার হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন। পীলাত চিন্তা করছিলেন, "তিনি কি নিজেই নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করছেন? তিনি যদি সত্যিই নিজেকে তাই বলে প্রমাণ করেন তাহলে কী করব? আমার তখন কী করা উচিত হবে?" এমন কি যে কোন সাধারণ চেতনা থেকেও ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ এমন যে কোন ব্যক্তিকে যে কেউ সমীহ করবে। বিভিন্ন হীনতর পরিবেশে অনেক দেহে মূর্তিমান দেবতার আবির্ভাব ঘটার কাহিনী বিভিন্ন অযিহূদী জাতির ইতিহাসে প্রচলিত রয়েছে এবং এ ধরনের গল্প নিজেদের ভেতরে আলোচনা করে ও চর্চা করে তারা অত্যন্ত আনন্দ বোধ করে। পীলাত এই ভয় পেয়েছিলেন যে, না জানি এভাবে করে তিনি নিজেকে কোন দোষের ভাগী করেন।

২. এরপর তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আবারও পরীক্ষা করলেন, পদ ৯। তিনি অভিযোগকারী ও বন্দীর মধ্যে যতটা সম্ভব ন্যায়সঙ্গত আলোচনা ও আলাপচারিতা করতে চাইলেন। তিনি বিতর্কের উত্থাপন ঘটালেন এবং বিচারকক্ষে নিয়ে গিয়ে যীশু খ্রীষ্টকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছো?" লক্ষ্য করুন:

(১) পরীক্ষা করার জন্য তিনি যে স্থান বেছে নিয়েছেন: তিনি যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে গোপনীয়তার জন্য বিচারকক্ষের ভেতরে নিয়ে গেলেন, যাতে করে তারা হইচই হট্টগোল থেকে দূরে সরে যেতে পারেন এবং খুব আন্তরিকভাবে পরীক্ষা করতে পারেন। যারা যীশু খ্রীষ্টের ভেতরে সত্রের অন্বেষণ করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই সকল মিথ্যের কোলাহল ছেড়ে চলে আসতে হবে এবং বিচারকক্ষের মত একটি স্থানে নিজেকে স্থির করতে হবে, যাতে করে একা খ্রীষ্টের সাথে আলাপচারিতা করা যায়।

(২) তিনি খ্রীষ্টকে যে প্রশ্নটি করলেন: "তুমি কোথা থেকে এসেছো? তুমি কি স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন ব্যক্তি, তুমি কি নিচ থেকে এসেছো, নাকি উপর থেকে এসেছো?" এর

আগে তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমিই কি যিহূদীদের রাজা?" কিন্তু এখানে তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন না, "আপনি কি ঈশ্বরের পুত্র?" হয়তোবা তিনি স্বর্গীয় বিষয়গুলোকে নিয়ে এক সহজে কথা বলার মত সাহস পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সাধারণভাবে তিনি বললেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছো? তুমি কোথায় ছিলে এবং এই জগতে আসার আগে তুমি কোন জগতের বাসিন্দা ছিলে?"

(৩) প্রশ্নটি করার আগ পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্ট নীরব ছিলেন এবং ধারণা করা হচ্ছিল যে, তিনি অবশ্যই এই প্রশ্নের জবাব দেবেন, কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। এমন নয় যে, তিনি জানেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন বা তিনি কে। কিন্তু:-

[১] এই নীরবতা ছিল এক ধৈর্য্যের পরীক্ষা, যাতে করে ব্যবস্থা পূর্ণ হয়, যেভাবে মেষের লোম ছাটাইকারীর সামনে মেষ চুপ করে থাকে, সেভাবে তিনিও তাঁর মুখ খুললেন না (যিশাইয় ৫৩:৭)। এই নীরবতা জোরালোভাবে তাঁর এই বর্তমান যন্ত্রণার জন্য তাঁর পিতার কাছে সমর্পণের কথা ঘোষণা করে, যে যন্ত্রণায় তিনি এখন নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন এবং তিনি এই কষ্ট সহ্য করার জন্য এগিয়ে চলছেন। তিনি নীরব রইলেন, কারণ তিনি তাঁর যন্ত্রণা প্রশমিত করে এমন কিছুই বলতে চাইলেন না। যদি খ্রীষ্ট যেভাবে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন সে রকম একইভাবে নিজেকে ঈশ্বর বা স্বর্গীয় সত্তা বলে ঘোষণা করতেন, তাহলে হয়তো বা এমন সম্ভাবনা ছিল যে, পীলাত তাকে কোন ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত করতেন না, কারণ পীলাত অভিযোগকারীদের মুখে এই কথা শুনে ভীত হয়েছিলেন। সমস্ত জাতিগণের রাজাদের উপরে বিজয় ঘোষণা ও জয়োল্লাস করলেও তাদের দেবতাদের কাছে তারা ঠিকই ভয়ে কম্পমান হয় (১ করিন্থীয় ২:৮)। যদি তারা তাঁকে মহিমায় প্রভু বলে জেনে থাকে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই তাঁকে আর ক্রুশে দেবে না; আর কি করে তাহলে আমরা পরিত্রাণ পাব?

[২] এই নীরবতা ছিল পরিণামদর্শিতার ফল। যখন মহাপুরোহিত খ্রীষ্টকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র?" তখন তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমিই সে," কারণ তিনি জানতেন যে, পবিত্র শাস্ত্রের পুরাতন নিয়ম অনুসরণ করছে, যা খ্রীষ্টের বাণী সম্পর্কে বলে। কিন্তু যখন পীলাত এই প্রশ্ন করলেন তখন তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন যে, তিনি নিজেই তাঁর প্রশ্নটি বুঝতে পারেন নি। তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে আসলে কিছুই জানেন না এবং তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র সেটাও তিনি জানেন না এবং সে কারণে তিনি কেন এমন একজন প্রশ্নের উত্তর দেবেন, যে কি না পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী এবং যে তাঁর উত্তরের কোন মর্যাদা দেবে না?

(৪) পীলাত খ্রীষ্টকে তাঁর নীরবতার জন্য যেভাবে উদ্ধতভাবে জেরা করলেন (পদ ১০): "তুমি কি আমার সাথে কথা বলবে না? তুমি কি আমার সামনে নীরব হয়ে থাকার মত ধৃষ্টতা দেখাবে? তুমি কি জানো না যে, প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে আমার সেই ক্ষমতা আছে, যার বলে আমি তোমাকে এখনই ক্রুশে দিতে পারি এবং চাইলে এখনই মুক্তি দিয়ে দিতে পারি?" এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] কি করে পীলাত নিজেকে উচ্চীকৃত করলেন এবং তাঁর নিজ ক্ষমতা নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করলেন, যা অনেকটা নবুখদ্‌নিৎসরের ঔদ্ধত্যের মত, যিনি কাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং কাকে মেরে ফেলতে হবে সে আদেশ দিতেন (দানিয়েল ৫:৯)। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা তাদের ক্ষমতার কারণে গর্বে ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং সবচেয়ে পরিহাসের এবং দুঃখকর বিষয় হল, তারা তখন তাদের অহংকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু যখন তিনি খ্রীষ্টকে গর্ব করে বললেন যে, তাঁর যে কাউকে ক্রুশে দেওয়ার অথবা নির্দোষ বলে ঘোষণা করার ক্ষমতা আছে, তখন তিনি তাঁর ক্ষমতাকে এক অত্যুচ্চ মাত্রায় নিয়ে গেলেন; কারণ কোন রাজা কিংবা শাসনকর্তারই অন্যায় কাজ করার অধিকার নেই। *Id possumus, quod jure possumus* – আমরা কেবলমাত্র সেই কাজই করতে পারি যা আমাদের জন্য ন্যায্য বলে গণিত হয়।

[২] কীভাবে তিনি আমাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত পরিত্রাণকর্তার উপরে জোর জবরদস্তি করলেন: "তুমি কি আমার প্রশ্নের জবাব দেবে না?" তিনি আসলে খ্রীষ্টকে এ কথা বোঝাতে চাইছিলেন:-

প্রথমত, তিনি দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং শ্রদ্ধাহীন কি না, কারণ তাঁর যখন কথা বলার কথা তখন তিনি কথা বলেন নি।

দ্বিতীয়ত, তিনি অকৃতজ্ঞ কি না, কারণ তিনি এমন একজনকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করছেন, যে তাঁর জন্য ভাল কিছু করতে চাইছে: "যে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি, তার সাথে তুমি কথা বলবে না?"

তৃতীয়ত, তিনি নিজের ব্যাপারে বোধহীন ছিলেন কি না: "তুমি কি তাঁর সাথে কথা বলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন না, যে তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইছে?" যদি খ্রীষ্টের সত্যিই নিজের জীবন বাঁচানোর ইচ্ছা থাকত, তাহলে তিনি সে সময় ঠিকই কথা বলতেন; কিন্তু তাঁর সে সময় যে কাজ করার প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়া।

(৫) এই জেরার প্রেক্ষিতে খ্রীষ্টের উপযুক্ত জবাব, পদ ১১। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] তিনি সাহসিকতার সাথে পীলাতের অজ্ঞতাকে তিরস্কার করেছেন এবং তাঁর ভুলগুলোকে চিহ্নিত করেছেন: "তুমি দেহে যেমন বড়, তোমার কথাও তেমনি বড় বড়। আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন শক্তিই খাটবে না। আমাকে চাবুক মারার, আমাকে ক্রুশে দেওয়ার কোন ক্ষমতাই তোমার থাকত না, যদি না এই আদেশ স্বর্গ থেকে আসতো। যদি উর্ধ্ব থেকে তোমাকে দত্ত না হত, তবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা থাকতো না।" পীলাতের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একেবারেই অনর্থক জেনেও তিনি তাঁকে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কিন্তু তিনি বোকার প্রশ্নের উত্তর বোকার মত করে দেন নি, বরং তিনি তাঁকে উপযুক্তভাবেই জবাব দিয়েছেন। তিনি তাঁর সাথে তাঁর মত করেই কথা বলেন নি, বরং তিনি নিজ ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে নিজ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়ে কথা বলেছেন (হিতোপদেশ ২৬:৪,৫)। যখন পীলাত তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন, সে সময় খ্রীষ্ট নীরবে সমস্ত কিছু সহ্য করে গেছেন।

কিন্তু যখন তিনি তাঁর ক্ষমতা নিয়ে গর্ব বোধ করেছেন তখন খ্রীষ্ট পীলাতের নিজের স্বরূপ তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছেন: "তোমার যত ক্ষমতা আছে তার সবই তুমি পেয়েছ স্বর্গ থেকে।" এই কথার অর্থ দুইভাবে করা যায়:-

প্রথমত, তাঁর ক্ষমতা খুব সাধারণভাবে তিনি তাঁকে জ্ঞাত করেছেন। তিনি হচ্ছেন একজন শাসনকর্তা, যার ক্ষমতা খুবই সীমিত এবং তিনি সেই কাজের বাইরে কিছুই করতে পারেন না যা ঈশ্বর তাঁকে করতে বলেন। ঈশ্বর হচ্ছেন ক্ষমতার উৎস ধারা এবং সকল ক্ষমতাই তাঁর কাছ থেকে আসে এবং তিনি সকল ক্ষমতা প্রদান করেন, তাই সকল ক্ষমতা তাঁর কাছেই অধীনস্থ থাকে। তিনি তাদের যে ক্ষমতা এবং যে আইন অনুসারে পরিচালনা দান করেন তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা সকলে ঈশ্বরের হাত এবং তাঁর তরবারি (গীতসংহিতা ১৭:১৩,১৪)। তাঁর হাতে যে কুঠার ছিল সেটি তাঁর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলেও অস্ত্র তাঁর হাতেই আছে (যিশাইয় ১০:৫,১৫)। উদ্ধত শাসকেরা এ কথা জানুক যে, তাদের উপরেও কেউ একজন আছেন, যার কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে (উপদেশক ৫:৮)। আর এই নীরবতা হবে নির্যাতিতের আর্তনাদ, যা গিয়ে পৌঁছাবে ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর নিজেই শিমিয়ির মুখে দায়ূদকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তারা সান্ত্বনা পাক এ কারণে যে, ঈশ্বর তাদের নির্যাতনকারীদেরকে যেটুকু করতে দেন তার চেয়ে বেশি কিছু তারা করতে পারে না (যিশাইয় ৫১:১২,১৩)।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট পীলাতকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে পীলাতের ক্ষমতা আসলে কি ধরনের এবং সেই সমস্ত ক্ষমতার প্রকৃত কার্যকারিতা কি এবং সেগুলো ঈশ্বরের নজরে আছে ও আওতার মধ্যে আছে (প্রেরিত ২:২৩)। পীলাত নিশ্চয়ই তাঁর নিজের এ ধরনের ক্ষমতা নিয়ে কোন বড়াই করতেন না, যদি তিনি এভাবে বন্দী হয়ে বিচারে দাঁড়াতেন এবং অনেকের সামনে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করতেন এবং সেখানে যদি সকলেই তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াত। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁকে এ কথা জানালেন যে, তিনি সে সময় আসলে ঈশ্বরের হাতের পুতুল ছিলেন এবং তিনি এই পরিস্থিতির বিপক্ষে কিছুই করতে পারতেন না, বরং তিনি স্বর্গ থেকে যে কাজের জন্য অনুমতি পেয়েছিলেন তাই করেছিলেন (প্রেরিত ৪:২৭,২৮)।

[২] তিনি মৃদুতার সাথে তাঁর পাপর জন্য অনুযোগ করলেন এবং দোষ খণ্ডালেন, আর তিনি তা করলেন বিরোধী পক্ষের নেতাদের সাথে তুলনা করে। "এজন্য যে ব্যক্তি তোমার হাতে আমাকে সমর্পণ করেছে, তারই পাপ অধিক; কারণ একজন শাসক হিসেবে তুমি স্বর্গ থেকে ক্ষমতা হাতে পেয়েছ এবং এই স্থানে দাঁড়িয়ে তুমি তাদের থেকে অনেক কম পাপ করেছ, যারা তাদের শত্রুতা, ঈর্ষা এবং ক্রোধের বশে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।"

প্রথমত, পরিষ্কারভাবে এটা দেখানো হয়েছে যে, পীলাত যা করেছেন তা ছিল পাপ, এক মহা পাপ। যিহূদীরা তাঁর উপরে যে চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং যার জন্য তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন, তার কারণে তিনি ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন হন নি। খ্রীষ্ট এই কারণেই পীলাতের বিবেকবোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি বর্তমানে যে আতঙ্কের অধীনে আছেন সেই আতঙ্ক তাঁর ভেতরে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। অন্যদের পাপের কারণে

আমরা প্রভাবিত হব না, কিংবা এ কারণে শেষ দিনেও এমনটাও হবে না যে, অন্যদের আমাদের অবস্থা শোচনীয় হবে; কারণ আমাদের তুলনা করে বিচার করা হবে না, বরং আমাদের যার যার নিজের ভার বহন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তারপরও যারা খ্রীষ্টকে পীলাতের হাতে তুলে দিয়েছিল তাদের পাপ সবচেয়ে বড় ছিল। কিন্তু এতে করে বোঝা যায় যে, সকল পাপ সমান নয়, কিন্তু কিছু কিছু পাপ অনেক বেশি গুরুতর। অনেক পাপ একে অপরের সাথে তুলনামূলকভাবে ছাগলের তুলনায় উটের মত, কিংবা চোখের কুটার তুলনায় থামের মত; কোন কোনটি ছটাকের তুলনায় সেরের মত। যে বা যারা খ্রীষ্টকে পীলাতের হাতে তুলে দিয়েছিল, তারা হয়তোবা ছিলঃ-

১. যিহূদী জনগণ, যারা চিৎকার করে বলেছিল, "ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও।" তারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ দেখেছিল, যা পীলাত দেখেন নি। তাদের কাছেই খ্রীষ্টকে সর্বপ্রথম প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা ছিল তাঁর নিজের। তাদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রেরণ করা হয়েছিল, যারা এখন বন্দী আছে। একজন পরিত্রাণকর্তার আগমন অত্যন্ত আন্তরিক এবং উষ্ণভাবে স্বাগত জানানোর কথা, আর তাই পীলাতের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ ছিল।

২. কিংবা বিশেষভাবে তিনি হয়তো কাইয়াফার নাম বুঝিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা। তিনিই প্রথম তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার চক্রান্ত করেন (যোহন ১১:৪৯,৫০)। পীলাতের পাপের চাইতে কাইয়াফার পাপ হাজার গুণ বেশি গুরুতর ছিল। কাইয়াফা খ্রীষ্টের সাথে শত্রুতা এবং তাঁর মতবাদের প্রতি বিতৃষ্ণার কারণে খ্রীষ্টের প্রতি বিচার নিয়ে এসেছিলেন। খ্রীষ্টের প্রতি ছিল তার চরম আক্রোশ এবং ক্রোধ। পীলাত স্পষ্টভাবেই শুধু মানুষের ভয়ে খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং পরিস্থিতি এমন উত্তপ্ত ছিল যে, তিনি তা ঠাণ্ডা করার আর সময় পান নি।

৩. অনেকে মনে করেন যে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসঘাতক যিহূদার কথা বলেছেন, যদিও সে সরাসরি পীলাতের হাতে খ্রীষ্টকে তুলে দেয় নি, তবুও যারা খ্রীষ্টকে পীলাতের হাতে তুলে দিয়েছিল তাদের সাহায্য করার জন্য সে খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অনেক দিক থেকেই এহুার পাপ পীলাতের পাপ থেকে অনেকাংশে বেশি গুরুতর। পীলাত খ্রীষ্টের কাছে অপরিচিত ছিলেন; যিহূদা ছিল তাঁর অনুসারী এবং সঙ্গী। পীলাত খ্রীষ্টের ভেতরে কোন দোষ খুঁজে পান নি, কিন্তু যিহূদা খ্রীষ্টের অগণিত ভাল কাজ ও গুণের কথা জানত। পীলাত পক্ষপাতিত্ব করলেও ঘুষ খান নি, ওদিকে যিহূদা সেই নির্দোষ ব্যক্তিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার পেয়েছিল। যিহূদার পাপ ছিল সবচেয়ে বড় এবং প্রধান পাপ এবং সে সবাইকে এই পাপের পথে পরিচালিত করে নিয়ে এসেছে। যারা খ্রীষ্টকে বন্দী করেছিল সে ছিল তাদের পথ প্রদর্শক। যিহূদার পাপ এত বেশি ছিল যে, তার মর্মজ্বালা তাকে আর বাঁচতে দেয় নি। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন বলেছেন কিংবা যখন তিনি বলবেন তখন সে তার নিজ উপযুক্ত স্থানে গমন করবে।

৬. পীলাত খ্রীষ্টকে যিহূদীদেরকে হাত থেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে

লাগলেন, কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই বৃথা গেল। আমরা এই কথোপকথনের পর পীলাত এবং বন্দীর মধ্যে আর কোন আলাপচারিতা বা ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারি না, এরপরে আমরা দেখি শুধু পীলাত এবং অভিযোগকারীদের কথোপকথন।

১. খ্রীষ্টকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য পীলাতকে আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি চেষ্টা করতে দেখা গেল (পদ ১২): খ্রীষ্ট যখন পীলাতকে এ ধরনের উত্তর দিলেন, ঠিক তখন থেকেই সেই উত্তরের কারণে পীলাত তাকে ছেড়ে দিতে চাইলেন, পদ ১১। যদিও খ্রীষ্টের কথাটি তিরস্কারস্বরূপ ছিল, তারপরও তিনি খুব সদয়ভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন। যদিও খ্রীষ্ট পীলাতের ভেতরে ভুল ত্রুটি আবিষ্কার করেছিলেন, তারপরও পীলাত খ্রীষ্টের ভেতরে আর কোন ভুল বা দোষ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন নি বা তাঁর ভিতরে কোন দোষ আছে কি না তা যাচাই করেও দেখতে চান নি; বরং তিনি খ্রীষ্টকে ছেড়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি মন থেকেই তা চেয়েছেন এবং সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তিনি খ্রীষ্টকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিতে চেয়েছেন; তিনি জানতেন কতটা দক্ষতার সাথে এবং নিরাপদে তা করা যায়, অথচ পুরোহিতদেরকে না চটিয়েই তা করা যাবে। আমরা যখন সকল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করি এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে ও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করি, তখন তা আমাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে যায়। যদি পীলাতের পদ্ধতি তার বিচারকে অতিক্রান্ত না করত, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কখনই খ্রীষ্টকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এত চেষ্টা করতেন না, বরং তিনি তাঁর বিচার করতেন। *Fiat justitia, ruat cœlum* – বিচার নিষ্পন্ন হোক, তাতে স্বর্গ টলে উঠুক আর না উঠুক।

২. যিহূদীরা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ছিল এবং তারা যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়ার জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল। তারা তখন পর্যন্ত হট্টগোল এবং হইচই করে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করছিল; তাই এখন তারা আরও বেশি চিৎকারে ফেটে পড়ছিল। তারা এখন ধরে নিয়েছিল যে, সর্বস্তরের মানুষ খ্রীষ্টের বিপক্ষে চলে গেছে এবং সে কারণে তারা আরও চিৎকার করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। এক উন্মত্ত জনতাকে সামাল দেওয়া কোন ঝামেলার কাজ নয়, যদি সেখানে ন্যায়ের প্রয়োগ ঘটে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, সেখানে হাজার হাজর মানুষ খ্রীষ্টের মৃত্যু দাবী করছিল। কয়েকজন মাথা-পাগল মানুষ হয়তো বা চিৎকার করে অনেক জ্ঞানী মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারে এবং তখন তারা নিজেদেরকে সমস্ত মানব জাতি বা সমস্ত জাতি হিসেবে কল্পনা করে কথা বলতে পারে, যদিও তা একেবারেই অর্থহীন। কিন্তু মানুষকে যদি একবার ভুল তথ্যে বিশ্বাস করানো যায়, তাহলে সেখান থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এখন যেহেতু খ্রীষ্ট শত্রুদের হাতে বন্দী রয়েছেন, সে কারণে তাঁর বন্ধুরা লজ্জিত এবং নীরব রয়েছে এবং তাদেরকে সেখানে দেখা যাচ্ছে না এবং এই একই কারণে তার বিপক্ষ যারা তারা সামনে এসে নিজেদেরকে প্রকাশ করছে; এবং এই কারণেই পুরোহিতেরা বহু লোকের পক্ষ নিতে সুযোগ পেয়েছে এবং নিজেদের পাল্লা ভারী করেছে, যাতে করে খ্রীষ্টকে ক্রুশে

দেওয়ার আদেশ দেওয়ার জন্য জোর আবেদন জানানো যায়। তারা তাদের দাবী হিসেবে দু'টো জিনিস চেয়েছিল:

(১) আসামীকে সীজারের একজন শত্রু বলে চিহ্নিত করা হোক। খ্রীষ্ট এই জগতের রাজ্য সকল এবং সে সবের যে কোন ধরনের গৌরব অস্বীকার করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তার রাজ্য এই জগতের নয়, আর তবুও তারা এ কথা দাবী করলো যে, তিনি সীজারের বিরোধিতা করেছেন – *Antilegei*, তিনি সম্রাটের সম্মান এবং সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করেছেন। ধর্মের শত্রুরা সব সময়ই তাদের অভিযোগ হিসেবে রাজা বা সম্রাটদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে এমন কিছু উত্থাপন করেছে, যাতে করে তাদের উভয় পক্ষেরই স্বার্থ সিদ্ধি হয়।

(২) বিচারককে সীজারের বন্ধু নয় বলে প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে ভয় দেখানো: "আপনি যদি এই লোকটিকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেন, তাহলে আপনি আর সীজারের বন্ধু নন। আর সে ক্ষেত্রে আপনি তাঁর বিশ্বাসের এবং এই দায়িত্ব পালনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। আপনি সম্রাটের আস্থাভাজন বলে আর পরিচিত হবেন না। তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন ও আপনার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে নেবেন।" তারা এই ভয় দিতে লাগল যে, তারা এই খবর সম্রাটের কানে পৌঁছে দেবে, আর এভাবেই তারা পীলাতের সবচেয়ে সংবেদনশীল একটি অংশে স্পর্শ করল। কিন্তু সকল মানুষের মধ্যে এই যিহূদীরা নিশ্চয়ই সীজারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেউ বলে বিবেচিত হত না, যারা নিজেরাই সীজার এবং তাঁর শাসনব্যবস্থা ও সরকারের তীব্র বিরোধী ছিল। তাদের সীজারের বন্ধু হওয়া বা না হওয়া নিয়ে কোন কথা বলাই প্রয়োজন ছিল না, কারণ তারা নিজেরাই সীজারের বন্ধু নয়। তবুও তারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একটি মিথ্যে মুখোশ নিয়ে তাদের দাবী মেনে নেওয়ার জন্য পীলাতকে এভাবে জোর জবরদস্তি করল।

৩. যখন পীলাতের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল, তখন তিনি তাদের দেওয়া হুমকি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং এই কাজ করতে গিয়ে তিনি তাদের কাছে নিজের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করলেন এবং তাদের উন্মত্ততাকে আরও বাড়িয়ে দিলেন, পদ ১৩-১৫। তিনি তাদের আগের কথাটি শুনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন এবং এরপর মনে হল তিনি হয়তো তাদের এই আক্রমণের এক মোক্ষম জবাব দেবেন (পদ ১২), কিন্তু তিনি নিজেকে একেবারেই সমর্পিত করলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) পীলাতকে কোন বিষয়টি আঘাত করেছিল (পদ ১৩): যখন তিনি এই কথা শুনলেন যে, তিনি সীজারের সম্মানের পাত্র হবেন না এবং সীজার আর তাঁকে অনুগ্রহ করবেন না, যদি না তিনি যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তখন তিনি চিন্তা করলেন যে, এবার যীশু খ্রীষ্টের কথা চিন্তা করার সময় হয়েছে। তারা যা চাইছে তা হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টকে অপরাধী প্রমাণ করা এবং সেক্ষেত্রে পীলাতের দায়িত্ব হচ্ছে খ্রীষ্টকে শাস্তি দেওয়া। কিন্তু তারপরও পীলাত মন পরিবর্তন করলেন না, তিনি খ্রীষ্টের নির্দোষিতার ব্যাপারে তাঁর ধারণা অক্ষুন্ন রাখলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তারা এ নিয়ে তর্ক করলো যে, তাঁর স্বার্থ নিয়ে তাঁকে দোষারোপ করা হবে, তখন তিনি আর নিস্পৃহ থাকতে পারলেন না। লক্ষ্য করুন, যারা মানুষের মন রক্ষা

করতে গিয়ে নিজেদের সুখ ও শান্তিকে দূরে ঠেলে রাখে, তারা নিজেদেরকে শয়তানের এক উপভোগ্য শিকারে পরিণত করে।

(২) এই বিষয়ের প্রেক্ষিতে কি ধরনের বিশেষ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছিল: পীলাত যীশু খ্রীষ্টকে সামনে নিয়ে আসলেন এবং তিনি নিজে বিচারের আসনে বসলেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি তাঁর বিচারকের বিশেষ কোর্তা পরেছিলেন, যা ছিল অনেক বড় এবং এরপর তিনি বিচারকের আসনে গ্রহণ করেছিলেন।

[১] খ্রীষ্টকে প্রায় সম্ভাব্য সকল ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সহকারে দোষী সাব্যস্ত করা হল।

প্রথমত, লোকেরা যেন ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিতে নিশ্চিত হতে পারে এবং সেই সাথে যারা সকলে যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে, তাদেরও বিচার এখানে করা হল, কিন্তু স্বর্গের বিচারালয়ে নিশ্চয়ই তাদের জন্য ন্যায় বিচারই থাকবে।

দ্বিতীয়ত, যাতে করে ভুল বিচারের আশঙ্কা দূর করা যায়, যা ভেবে তাঁর অনুসারীরা ভয় পাচ্ছিলেন। পৌল নিশ্চয়ই সীজারের বিচার আসনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যখন তাঁর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিচার করা হচ্ছিল।

[২] এখানে সেই স্থান এবং সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, যে স্থানে যীশু খ্রীষ্টের বিচার করা হয়েছিল: সেই স্থানকে বলা হত *পথ*, কিন্তু হিব্রু ভাষায় বলা হত *গাব্বাথা (Gabbatha)*। সম্ভবত সেই স্থানে বসে পীলাত সাধারণত দাগী আসামীদের বিচার করতেন বা কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। অনেকে *গাব্বাথা* বলতে কোন বিশেষ বদ্ধ জায়গাকে বুঝিয়ে থাকেন, যা লোকদের তিরস্কার থেকে আলাদা করে ঘিরে রাখা হয়েছে, সে কারণে যাদেরকে আর ভয় করার প্রয়োজন নেই। অন্যরা মনে করেন এটি হচ্ছে কোন বিশেষ উঁচু স্থান, বিশেষ উপায়ে তা উঁচু করা হয়েছে যেন সকলে তা দেখতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যে সময়ে যীশু খ্রীষ্টের বিচার করা হয়েছিল (পদ ১৪): সে সময় ছিল নিস্তার-পর্বের আয়োজন দিন এবং প্রায় ষষ্ঠ ঘটিকা। লক্ষ্য করুন:

১. সেই দিন: সময়টি ছিল নিস্তার-পর্বের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এবং সেই দিনটি ছিল একই সাথে বিশ্রামবার এবং উদ্ধার-ঈদ, সেই দিনের মূল পালনীয় বিষয় ছিল খামিহীন রুটির পদ। এই বিষয়টি লূক ২৩:৫৪ পদ থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, তখন নিস্তার -পর্বের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল এবং বিশ্রামবার খুব কাছে এসে পড়েছিল। সে কারণে বি-শ্রামবারেরও প্রস্তুতি একই সাথে নেওয়া হচ্ছিল। লক্ষ্য করুন, বিশ্রামবার পালন করার আগে নিশ্চয়ই এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এখানে তা বর্ণনা করা হয়েছে তাদের পাপের আরও গুরুতর প্রকাশ হিসেবে, কারণ তারা যীশু খ্রীষ্টকে অনেক বেশি ক্রোধ এবং আক্রোশ নিয়ে নির্যাতন করেছিল। এই কারণে তারা পরদিনই নিস্তার-পর্বের যে খামিহীন রুটির পদ পালন করবে সেখানে তাদের প্রকৃত কোন পবিত্রতা ও ধার্মিকতা অক্ষুন্ন থাকবে না, কারণ তার আগের দিনই তারা চরম নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম এক কাজ করেছে।

২. সেই সময়: সেই সময় ছিল বেলা প্রায় ছয় ঘটিকা। অনেক প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন পাণ্ডুলিপিতে আছে যে, সময়টি ছিল তৃতীয় ঘটিকা, যার সাথে মার্ক ১৫:২৫ পর্বের মিল রয়েছে। এই একই উল্লেখ পাওয়া যায় মথি ২৭:৪৫ পদে যে, তিনি ষষ্ঠ ঘটিকা পর্যন্ত ক্রুশের উপরে ছিলেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, শুধুমাত্র সময়ের উল্লেখ করা হয় নি, সেই সাথে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের প্রতিহিংসামূলক পাপের বর্ণনাও এখানে দেওয়া হয়েছে। সেটি অন্য কোন দিনে করা হয় নি, ঠিক নিস্তার-পর্বের পূর্ববর্তী প্রস্তুতির দিনেই করা হয়েছে। এটি ঘটেছিল সেই দিন তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ ঘটিকার মধ্যে, যাকে আমরা বলি মন্দিরে যাওয়ার সময়। সেই পবিত্র সময়ে তারা তাদের সমস্ত রকমের কুটিলতা নিয়ে অস্বাভাবিক রকম মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছিল। তাই এই দিনের জন্য, যদিও তারা পুরোহিত, তথাপি তারা তাদের মন্দিরের দায়িত্ব ছেড়ে এসেছিল; কারণ তারা ষষ্ঠ ঘটিকার আগ পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্টকে ফেলে বিচারালয় থেকে ওঠে নি। কিন্তু এরপর অন্ধকার হতে শুরু করলো এবং তারা ভীত হয়ে চলে যেতে শুরু করল। এই সুসমাচার লেখকের সাথে সাথে অনেক ব্যক্তিবর্গ এবং আমরাও মনে করি যে, সকাল ছয়টা ছিল যিহূদীদের দিনের প্রথম ঘটিকা। এটা খুবই সম্ভব যে, পীলাতের সামনে খ্রীষ্টের বিচার করা শুরু হয়েছিল ভোর ছয়টায়, যা ছিল সূর্য ওঠার কিছু পরেই।

(৩) যিহূদীদের সাথে, পুরোহিত এবং সাধারণ মানুষ উভয়ের সাথেই পীলাতের সংঘাত, তাঁর বিচারের রায় প্রদান করার আগে; কারণ তাদের আক্রোশ ও ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টা বিফলে গিয়েছিল।

[১] তিনি যিহূদীদেরকে বলেছিলেন, "তোমাদের রাজাকে দেখ।" এটি ছিল তাদের জন্য একটি তিরস্কারস্বরূপ, কারণ তারা এই বলে মিথ্যে অভিযোগ এনেছিল যে, যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে রাজা বলে দাবী করেছেন: "তোমাদের রাজাকে দেখ," এর অর্থ হচ্ছে, "এই সেই লোক, যাকে তোমরা মিথ্যে মুকুটের অধিকারী বলে সাব্যস্ত করেছ। এই লোকটি কি সরকারের প্রতি বিপজ্জনক হতে পারে? আমি জেনে সন্তুষ্ট হয়েছি যে, সে আমাদের জন্য বিপজ্জনক নয়। তোমাদেরও এই সন্দেহ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত এবং তাঁকে অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত।" অনেকে মনে করেন যে, তিনি তাদের ভেতরে সীজারের প্রতি তাদের সুপ্ত ঘৃণার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন: "এই লোকটিকে নিশ্চয়ই তোমাদের রাজা বলে ধরে নেওয়া উচিত, কারণ সে নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সীজারের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করতে নেতৃত্ব দিতে পারে।" কিন্তু পীলাত যদিও এই কথা বোঝাতে চান নি, তারপরও ঈশ্বর যেন তাঁর মুখ দিয়ে এই কথাই বোঝাতে চাইলেন। খ্রীষ্ট, এখন যিনি কাঁটার মুকুট পরে আছেন, তিনি তাঁর যথাস্থানে একজন রাজা হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থিত হয়েছেন: "দেখ, এই তোমাদের রাজা, ইনিই সেই রাজা যাকে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র পদত সিয়োনে স্থাপন করেছেন।" কিন্তু তারা এই কথার মর্ম না বুঝে এবং আনন্দ প্রকাশ না করে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগল। তারা ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত কোন রাজাকে পেতে চাইল না।

[২] তারা চরম অধৈর্যের সাথে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওকে দূর করুন, দূর করুন,"

যা একই সাথে ঘৃণা এবং আক্রোশ প্রকাশ করে। *Aron, aron* – "তাকে নিয়ে যাও, সে আমাদের কেউ নয়। আমরা তাকে আমাদের সমাজ থেকে বিচ্যুত করেছি। সে কোন মতেই আমাদের রাজা হতে পারে না। তার জন্য যে আমাদের চরম ঘৃণা রয়েছে শুধু তাই নয়, তার জন্য আমাদের কোন প্রকার সহানুভূতিও নেই; তাকে আমাদের চোখের সামনে থেকে দূর কর।" যেমনটি তাঁর ব্যাপারে পবিত্র শাস্ত্রে লেখা হয়েছিল, তাঁকে সমস্ত জাতি ঘৃণা করবে (যিশাইয় ৬৪:৭) এবং তারা যেন তাঁর সামনে থেকে নিজেদের মুখ লুকাবে (যিশাইয় ৫৩:২,৩)। "তাঁকে এই পৃথিবী থেকে দূর করে দাও" (প্রেরিত ২২:২২)। এটি আমাদের দেখায়:-

প্রথমত, কি করে ঈশ্বরের অধীনস্থ হলে আমাদের সাথে আচরণের জন্য আমাদের নিজেদের প্রস্তুত থাকা উচিত। আমরা পাপের কারণে ঈশ্বরের পবিত্রতার কাছে পুঁতিগন্ধময় হয়ে পড়ি, যখন আমরা চিৎকার করে বলি, *ওদের সাথে দূর হও, ওদের সাথে দূর হও*; কারণ ঈশ্বরের চোখ বা দৃষ্টি এতটাই পবিত্র যে, তিনি কোন মন্দ বিষয় দেখতে পারেন না। আমরা ঈশ্বরের বিচারে একেবারেই নিকৃষ্ট পর্যায়ের হয়ে যাই, যা আমাদের বিরুদ্ধেই চিৎকার করে বলে, "ওদেরকে ক্রুশে দাও, ওদেরকে ক্রুশে দাও, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক।" খ্রীষ্টকে মধ্যস্থতা করতে না দিয়ে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া না হোক, কারণ তা হলে আমাদেরকে চিরকালের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, এটি দেখায় কী করে আমাদের পাপের জন্য আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত। অনেক সময় পবিত্র শাস্ত্রে দেখেছি আমরা যেন আমার পাপকে ক্রুশারোপিত করি, যা খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণকে পূর্ণতা দান করে। এখন যারা খ্রীষ্টকে ক্রুশে হত্যা করার জন্য দাবী জানাচ্ছে তারা অত্যন্ত ঘৃণা সহকারে তা করছে। ধার্মিকতা আমাদের ভেতরে থাকলে আমরা সকল প্রকার পাপ হতে পালিয়ে যেতাম এবং যে সকল কাজ আমাদের পাপের পথে নিয়ে যায় সে সকল কাজের পথে পা বাড়াতাম না। সত্যিকারের অনুতাপকারী তার সকল প্রকার মন্দতা ও ভ্রষ্টতা দূরে সরিয়ে ফেলে, "তাদের সাথে দূরে সরে যাও, তাদের সাথে দূরে সরে যাও (যিশাইয় ২:২০; ৩০:২২); ওদেরকে ক্রুশে দাও, ওদেরকে ক্রুশে দাও।" সে সবের আমাদের আত্মার ভেতরে অবস্থান করা একেবারেই অনুপযোগী (হোশেয় ১৪:৮)।

[৩] পীলাত যীশু খ্রীষ্টকে ছেড়ে দিতে চাইছিলেন, কিন্তু তারপরও তিনি তাদের মত করে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে দেব?" এই কথা বলার মধ্য দিয়ে তিনি দু'টি বিষয়ের অবতারণা ঘটালেন:

প্রথমত, তিনি তাদের মুখ বন্ধ করতে চাইলেন, কারণ তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে, এমন এক সময়ে এই ব্যক্তিটি নিজেকে তাদের রাজা বলে দাবী করছেন যখন তাদের একজন রাজার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, কিন্তু তারপরও তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করতে চাইছে, এই বিষয়টি কতটা বিস্ময়কর। তাদের কি দাসত্ববৃত্তির অনুভূতি নেই? তাদের কি স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা নেই? তাদের কাছে কি মুক্তিদাতার কোন মূল্য নেই? যদিও তিনি তাঁকে ভয় করার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছিলেন না, তারপরও তাদেরই যীশু খ্রীষ্টের

ভেতরে আশা খুঁজে পাওয়ার কথা ছিল, কারণ ভগ্নপ্রায় এবং ডুবন্ত মানুষ খড়কুটা ধরে হলেও বাঁচতে চায়।

দ্বিতীয়ত, কিংবা তিনি তাঁর নিজ বিবেকের মুখ বন্ধ করতে চাইছিলেন। হয়তো পীলাত চিন্তা করেছিলেন, "এই যীশু খ্রীষ্ট যদি যিহূদীদের রাজা হয়, তাহলে সে যিহূদী বংশোদ্ভূত। তাহলে আমার আর তাঁকে তাদেরই ইচ্ছা অনুযায়ী বিচার করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। যদি তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তারা তাদের রাজাকে ক্রুশবিদ্ধ করবে, তাতে আমার কি আসে যায়?" তিনি তাদের একজন খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রতীক্ষাকে উপহাস করলেন এবং তারপরও তিনি শেষ সময় পর্যন্ত খ্রীষ্টের মঙ্গল কামনা করে গেলেন।

যোহন ১৯:১৬-১৮ পদ

এখানে আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘটনাটি দেখতে পাই, যার কিছু সময় পরই তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। পীলাত তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ এবং গুজব খণ্ডানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে তাঁর সম্পর্কিত গুজবের চেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পাল্লাই ভারী হয়ে গেল, ঈশ্বরের প্রতি ভয়ের চেয়ে মানুষের প্রতি ভয় তাকে আরও বেশি করে চেপে ধরল।

ক. পীলাত খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বিচারের রায় দিলেন এবং তাঁর শাস্তির জন্য পরোয়ানা জারি করলেন, পদ ১৬। আমরা এখানে দেখতে পাই:

১. কী করে পীলাত তাঁর নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে পাপ করলেন: তিনি বার বার যীশু খ্রীষ্টকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা দিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করে শাস্তি দিলেন। পীলাত গভর্নর বা শাসনকর্তা হওয়ার পর থেকে অনেকবারই যিহূদীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে অবজ্ঞা করেছেন বা তাদের কথা উপেক্ষা করেছেন; কারণ তিনি ছিলেন উদ্ধত এবং অনমনীয় স্বভাবের মানুষ এবং তিনি তাঁর প্রহসনমূলক রসবোধের কারণে সু-পরিচিত ছিলেন। তিনি যিরূশালেমে সীজারের প্রতিকৃতি খোদাই করা মুদ্রা নিয়ে এসেছিলেন, যা যিহূদীদের জন্য খুবই অ বিশ্বাসজনক ছিল। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক প্রাণ হরণ করেছিলেন। হয়তোবা তিনি এটা ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন যে, তাঁর এ সমস্ত কাজের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে, আর তাই তিনি যিহূদীদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চাইছিলেন। আর এতে করে বিষয়টি আরও খারাপ হল। তিনি যদি তাঁর আচরণের ক্ষেত্রে এত সহজ, নরম এবং নমনীয় হয়ে থাকেন, তাহলে কোন ক্ষমতাধর শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থানকেও হয়তো মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তিনি যদি অন্যান্য বিষয়ে তাঁর ইচ্ছার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটান, অথচ তিনি তাঁর কাজের ক্ষেত্রে এতটা সন্ত্রস্ত এবং দ্বিধাযুক্ত হন, তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবে একজন খারাপ মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন হন। এতে করে তাঁর মানবতাবোধের বহিপ্রকাশের চাইতে তাঁর বিবেকের ক্রুটি আরও বেশি করে প্রকাশ পায়।

২. কী করে তিনি যিহূদীদের উপরে তাঁর অপরাধ চাপিয়ে দিতে চাইলেন: তিনি তিনি যীশু খ্রীষ্টকে তাঁর নিজ কর্মচারীদের হাতে তুলে দিলেন না, সাধারণত যেমনটি ঘটে থাকে। বরং

তিনি তাঁকে অভিযোগকারীদের হাতে তুলে দিলেন, অর্থাৎ মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনদের হাতে তুলে দিলেন। এতে করে তিনি তাঁর বিবেককে এই মন্দ কাজের জন্য প্রশমিত করতে চাইছিলেন, এই প্রচেষ্টা ছিল একান্তই তাঁর নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দেওয়া জন্য। এতে করে তিনি যে আমাদের যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এই বিষয়টিতেই সান্ত্বনা পেয়েছেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি তাঁর অন্যান্য সকল অপরাধের জন্যও নিজে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

৩. কী করে খ্রীষ্ট আমাদের জন্য সকল পাপ বহন করলেন: আমাদেরই দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের পক্ষে দোষী সাব্যস্ত হলেন, যাতে করে আমাদের আর কোন মতেই দোষী হিসেবে বিবেচনা করা না হয়। ঈশ্বর সেই মুহূর্তে তাঁর নিজ পুত্রকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর দাসদের হাতে তাঁর পুত্রের বিচারের ভার দিতে না হয়।

খ. বিচারের রায় পেয়েই অভিযোগকারীরা আর দেরি করে নি। তারা তাদের সমস্ত শর্ত আদায় করে খুব দ্রুত তাদের শিকারকে হাতের মুঠোয় পেতে চাইল, যেন পীলাত আবার তাঁর মন পরিবর্তন করে না ফেলেন। তাই রায়ের আদেশনামা হাতে নিয়েই তারা তাদের জীবনের চরম ঘৃণ্যতম পাপ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। তারা আমাদের আত্মার সবচেয়ে বড় শত্রু, যারা এত বড় একটি পাপ করলো এবং তা পরিবর্তন করার জন্য কোন সুযোগ রাখল না। তাদের তাড়াহুড়োর আরেকটি কারণ হচ্ছে, লোকেরা যেন তাদের উপরে ক্ষেপে না যায় এবং তাদের পক্ষের লোকদের সংখ্যার চেয়ে বিপক্ষের সংখ্যা যেন বেড়ে না যায়। খুব ভাল হত যদি তারা সেই উৎসাহ এবং উদ্দীপনাকে ভাল কোন কাজের জন্য প্রয়োগ করতো এবং কোন প্রকার মন্দ কাজে লিপ্ত না হত।

১. তারা তখনই বন্দীকে নিয়ে চলে গেল। মহাপুরোহিত লোভীর মত তার বহু আকাঙ্খিত শিকারকে ধরে নিয়ে বলতে গেলে পালিয়েই গেলেন। শিকার তার জালে ধরা পড়েছে। কিংবা যে সৈন্যরা তাঁর বিচারের সময় দায়িত্বরত ছিল, তারাই যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে গেল। তারা তাঁকে প্রথমে কারাগারে এবং তারপরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায় নি, যা সাধারণত আমাদের দেশে হয়ে থাকে; বরং তাঁকে বিচারের স্থান থেকেই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরোহিতরা এবং সৈন্যরা উভয়েই নেতৃত্ব দেয়। মনুষ্যপুত্রকে এখন মানুষের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে, তাঁকে দুষ্ট এবং যুক্তিহীন মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মোশির আইন অনুসারে অভিযোগকারীরাই ছিল শাস্তি প্রদানকারী (দ্বি.বি. ১৭:৭)। এখানে পুরোহিতরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পেরে অত্যন্ত গর্ববোধ করছিল। তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার সময় খ্রীষ্ট কোন প্রকার বাধা দেন নি, বরং তিনি চেয়েছেন যেন পবিত্র শাস্ত্রের কথা পরিপূর্ণ হয়। তাঁকে জবাই হতে চলা মেষের মত কসাই-খানায় নিয়ে যাওয়া হল (প্রেরিত ৮:৩২)। আমাদেরও মন্দ কর্ম সাধনকারীদের সাথে অপরাধী ও দোষীদের মত করে শাস্তি গ্রহণের জন্য বধ্যভূমিতে যাওয়ার প্রস্তুতি রাখা উচিত (গীতসংহিতা ১২৫:৫)। কিন্তু তাঁকে আমাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যাতে করে আমরা মুক্তি পেতে পারি।

২. তাঁর যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে দিতেই তারা তাঁকে তাঁর নিজের ক্রুশ যতদূর সম্ভব টেনে নিতে বাধ্য করলো (পদ ১৭), রোমীয়দের প্রথা অনুযায়ী। এখান থেকেই তাদের মধ্যে *ক্রুশবহনকারী* নামটি বিশেষ অ বিশ্বাসসূচক নাম হিসেবে প্রচলিত হয়ে ওঠে। তাদের ক্রুশ সব সময় দাঁড় করিয়ে রাখা হত না, যেভাবে আমাদের দেশের ফাঁসি কাঠ সব সময় একই স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এর কারণ হচ্ছে, অপরাধীকে ক্রুশের সাথে পেরেক দিয়ে গাঁথা হত মাটিতে শুইয়ে এবং এরপরে সেই ক্রুশটিকে ওঠানো হত এবং মাটিতে পুঁতে দিয়ে খাড়া করে রাখা হত। যখন অপরাধীর মৃত্যু হত তখন আবার ক্রুশটিকে নামিয়ে ফেলা হত, এরপর সাধারণত লাশের সাথেই ক্রুশটিকেও কবর দেওয়া হত। সে কারণে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ক্রুশ ছিল। এখানে খ্রীষ্টের ক্রুশ বহনের বিষয়টিকে বিবেচনা করা যেতে পারে:-

(১) তাঁর যন্ত্রণাভোগের একটি অংশ হিসেবে: তিনি আক্ষরিকভাবেই ক্রুশে দীর্ঘক্ষণ ধরে টিকে ছিলেন। তাঁর ক্রুশটি ছিল লম্বা এবং মোটা এক টুকরো কাঠ, যা সাধারণত এ ধরনের কাজে ব্যবহার করার উপযোগী ছিল এবং অনেকে মনে করেন যে, কাঠটি সিজনিং করা ছিল না কিংবা ফালি করে কাটাও ছিল না। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহপ্রাপ্ত দেহ এ ধরনের ভার বহন করার জন্য অভ্যস্ত ছিল না এবং তেমন শক্ত সমর্থও ছিল না। তাঁর দেহ সে সময় ছিল যন্ত্রণা এবং ক্লান্তিতে অবসন্ন। তাঁর কাঁধে চাবুকের আঘাতে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল। ক্রুশটি কাঁধে করে নেওয়ার সময় প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর কাঁধের ক্ষতগুলো আবার নতুন করে জেগে উঠছিল এবং তাঁর মাথায় যে কাঁটার মুকুট ছিল, সেগুলোর কাঁটা তাঁকে প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত করে তুলছিল। তারপরও এর সবই তিনি নীরবে সহ্য করে চলছিলেন এবং সেটা ছিল তাঁর যন্ত্রণার শুরু মাত্র।

(২) সে সময় তাঁকে কার মত দেখাচ্ছিল এ প্রশ্নের উত্তর হিসেবে: ইসহাক, যখন তাঁকে উৎসর্গ দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সে সময় তিনি সেই কাঠগুলো বহন করছিলেন, যেগুলোর সাথে তাঁকে বাঁধা হবে এবং পোড়ানো হবে।

(৩) তাঁর মধ্যস্থতাকারী কাজের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হিসেবে: পিতা আমাদের সকলের অন্যায় তাঁর উপরে চাপিয়েছেন (যিশাইয় ৫৩:৬) এবং তিনি সেই সকল পাপের ভার ক্রুশের উপরে স্থিত নিজের দেহের উপরে বহন করেছেন (১ পিতর ২:২৪)। তিনি আক্ষরিক অর্থেই বলেছেন, আমার উপরে অভিশাপ বর্তুক; কারণ তিনি আমাদের প্রতি যে অভিশাপ বর্তানোর কথা ছিল তা নিজের উপরে নিয়েছেন, আর তাই তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ হতে হয়েছে।

(৪) আমাদের জন্য নির্দেশনা ও উদাহরণ হিসেবে: আমাদের প্রভু এখানে তাঁর সকল শিষ্যকে নিজেদের ক্রুশ কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করতে বলছেন। যে কোন সময়ে আমাদেরকে যে কোন ধরনের ক্রুশই তিনি বহন করতে বলুন না কেন, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, তিনি প্রথমেই ক্রুশটি বহন করেছিলেন এবং আমাদের পক্ষে ঐ ক্রুশ বহন করার মধ্য দিয়ে আমাদের উপর থেকে এর গুরুভার তিনি বহুলাংশে কমিয়ে দিয়েছেন। আর এভাবেই তিনি তাঁর যোয়ালি সহজ করেছেন এবং ভার লঘু করেছেন। তিনি তাঁর ক্রুশের সেই প্রান্ত ধরে বহন করে নিয়ে গেছেন যে প্রান্তে

তাঁর প্রতি অভিশাপ বর্তেছিল; এটি ছিল সবচেয়ে ভারী প্রান্ত। এই কারণেই যারা তাঁর নিজের লোক, তারা সকলে তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে *এক মুহূর্তের আলো* বলে সম্বোধন করতে পারে।

৩. তাঁকে তারা অন্য দু'জন অপরাধীর সাথে ক্রুশে বিদ্ধ করলো (পদ ১৮): *সেখানে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল এবং তাঁর সঙ্গে আর দুই জনকে দুই পাশে ও মধ্যস্থতানে যীশুকে দিল*। এখানে দেখুন:

(১) খ্রীষ্টকে দুইজন অপরাধী বা ডাকাতের মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, যেন তিনি ঐ দুই জনের চেয়েও বেশি অপরাধী ও দোষী। এভাবে তাঁকে শুধু অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হল না, বরং সেই সাথে তাঁকে অপরাধীদের মধ্যে গণনা করা হল; তাঁকে ডাকাতদের চেয়েও খারাপ বলে সাব্যস্ত করা হল। লক্ষ্য করুন, শুধুমাত্র আমাদের জন্য, এই পাপী মানব জাতির জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি স্বর্গের ও এই পৃথিবীর রাজা, তিনি নিজেকে এতটা নিচু করলেন এবং এতটা অবিশ্বাস সহ্য করলেন। তাকে দু'জন ডাকাতের মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হল, অর্থাৎ তাকে ডাকাত বলে সাব্যস্ত করা হল, যা তাঁর জন্য অত্যন্ত অ বিশ্বাসজনক।

(২) লোকেরা ডাকাতদের মাঝে খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেখে এমনভাবে উল্লাস করছিল যেন তারা তাঁকে পরাজিত করেছে, যেখানে তিনি একজন বিজয়ীর চাইতেও বড় কিছু ছিলেন। তারা তাঁকে ক্রুশ থেকে নেমে নিজের জীবন রক্ষা করতে বলেছিল, যেখানে তিনি ক্রুশে জীবন দান করে অন্যদের জীবন বাঁচাচ্ছেন। এভাবে যিহূদীরা তাঁকে রোমীয়দের হাতে বন্দী হওয়ার কারণে বিদ্রুপ করতে লাগলেন, কারণ তিনি রোমীয়দেরকে অধীনস্থ করতে পারেন নি। রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে যিহূদীদের রাজা বলে উপহাস করতে লাগল। দুই অপরাধীর বা ডাকাতের মাঝখানে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার কারণে তাঁর অবিশ্বাস ও গঞ্জনার পরিমাণ হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত অসহায়ভাবে আমাদের হৃদয়ের রাজা কোন অপরাধ না করেও অপরাধী বলে সাব্যস্ত হলেন এবং অপরাধীদের সাথে গণিত হলেন।

যোহন ১৯:১৯-৩০ পদ

এখানে আমরা খ্রীষ্টের মৃত্যু সম্পর্কিত বেশ কিছু ঘটনার বিবরণ পাই, যা আগে আমরা পাই নি। এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. খ্রীষ্টের মাথার উপরে একটি শিরোনাম টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল। লক্ষ্য করুন:

১. পীলাত খ্রীষ্টের অপরাধ লিখে একটি ফলক খ্রীষ্টের ক্রুশের উপরে টাঙ্গিয়ে দিলেন। মথি এই ফলকটিকে বলেছেন *Aitia* – দোষনামা। মার্ক এবং লূক এটিকে বলেছেন *Epigraphe* – লিপিফলক। কিন্তু এর প্রকৃত ল্যাটিন নামেই যোহন এটিকে অভিহিত করেছেন, *Titlos* – শিরোনাম। লক্ষ্য করুন:

(১) এর দ্বারা এটি শিকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট প্রকৃতপক্ষেই নির্দোষ ছিলেন।

তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা হচ্ছে, তিনি নিজেকে যিহূদীদের রাজা বলে দাবী করেছেন। অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে তা-ই ছিলেন, আর এই কারণেই তাঁর মাথার উপর *নাসরতীয় যীশু, যিহূদীদের রাজা* কথাটি লিখে দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি আসলে পুরোপুরিই নির্দোষ ছিলেন। তিনি যা ছিলেন তিনি তা-ই প্রকাশ করেছেন।

(২) এর দ্বারা খ্রীষ্টকে তাঁর যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। একজন রাজাকে রাজা বলে স্বীকার করে নেওয়াটাই সবচেয়ে বড় সম্মানের ও মর্যাদার বিষয়। পীলাত নিজে উদ্যোগ নিয়ে এই কাজটি করেছিলেন, যেন সকলে খ্রীষ্টের প্রকৃত পরিচয়টি জানতে পারে এবং তাঁর দাবী সম্পর্কেও অবগত হতে পারে।

২. খ্রীষ্টের মাথার উপরে তাঁর দোষ তুলে ধরার জন্য একটি কাঠের ফলক টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল; আর সেটি ছিল, *নাসরতীয় যীশু, যিহূদীদের রাজা*, পদ ১৯। তিনি নিজেকে যিহূদীদের রাজা বলার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তারা এমনটাই মনে করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর মনে করেছিলেন যে, এটি তাঁর সত্যিকারের উপাধি এবং তিনি এর যোগ্য; যদিও তিনি এখন এর জন্য অপমানিত হচ্ছেন। তিনি যিহূদীদের রাজা, মণ্ডলীর রাজা এবং তাঁর ক্রুশ হল তাঁর মুকুট। তিনি যে সমস্ত ভাষা জানতেন সেই সমস্ত ভাষায় এই কথাটি লিখিত হয়েছিল: গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু; কারণ এই সমস্ত ভাষাতেই পরে খ্রীষ্টের সুসমাচার সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হতে থাকে। এটি তিনটি ভাষায় লেখা হয়েছিল, যাতে সকল মানুষই এই কথাটি পড়তে পারে এবং এ সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর এর মধ্য দিয়ে এই কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, খ্রীষ্টের সুসমাচার সমস্ত জাতির কাছে প্রচারিত হবে। এর সূচনা হবে যিরূশালেম থেকেই এবং তা পরবর্তীতে সকল ভাষায় পাঠ করা যাবে। অযিহূদী সংস্কৃতিতে গ্রীক ভাষা সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল, রোমীয় আইন-শাসন ও সরকার ব্যবস্থায় ল্যাটিন ভাষা সবচেয়ে প্রচলিত ছিল এবং পুরাতন নিয়মের ভাষা হিসেবে হিব্রু ছিল অন্যতম পরিচিত ভাষা।

খ. খ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়ার পর সৈন্যরা তাঁর সমস্ত জামা-কাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল (পদ ২৩,২৪): যীশুকে ক্রুশে দেবার পরে সৈন্যেরা তাঁর বস্ত্র সকল নিয়ে চার অংশ করে প্রত্যেক সৈন্যকে এক এক অংশ দিল এবং জামাও নিল। যে সমস্ত সৈন্য খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের কাজে নিয়োজিত ছিল, তারা খ্রীষ্টের কাপড় তাদের মজুরী হিসেবে নিয়ে নিল এবং সেটি লটারি করে তাদের নিজেদের ভেতরে ভাগ করে নিল। তারা তাঁর কাপড় কেড়ে নিল এবং তা নিজেদের ভেতরে গুলিবাট করল। এর পরিমাণ এতই কম ছিল যে, যদি তা ভাগ করা হত তাহলে কেউই ভাগে তেমন কোন অংশ পেত না, আর সেই কারণেই তারা লটারি করে সেই কাপড়টি একজনের জন্য বরাদ্দ করল। লক্ষ্য করুন, যেভাবে খ্রীষ্টের পোশাক ছিঁড়ে এবং ভাগ করে সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর আত্মাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, যেন তিনি প্রতিটির মানুষের আত্মার দায়ভার নিতে পারেন এবং তাদেরকে পরিত্রাণ দান করার মাধ্যমে তাদেরকে অনন্ত জীবনের অধিকারী করতে পারেন।

গ. খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর সময়েও খুবই যত্নের সাথে তাঁর মায়ের জন্য চিন্তা করেছেন (পদ ২৫):

যীশুর ক্রুশের কাছে তাঁর মা ও তাঁর মায়ের বোন, ক্লোপার (স্ত্রী) মরিয়ম এবং মগ্দলিনী মরিয়ম, এঁরা দাঁড়িয়েছিলেন। এটা খুবই সম্ভব ছিল যে, তাঁর স্বামী যোষেফ বহু দিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট তাঁর দেখা শোনা করতেন এবং তিনিই সব সময় মরিয়মের সব বিষয়ে তত্ত্বাবধান করতেন। তাহলে এখন যেহেতু তিনি মারা যাচ্ছেন, কে তাঁর দেখা শোনা করবেন? খ্রীষ্ট মরিয়মকে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন এবং তিনি তাঁর মায়ের দুঃখ এবং কষ্টের কথা জানতেন। এরপর তিনি যোহনকে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, আর সেই কারণে তিনি তাঁর প্রিয় মাতা এবং প্রিয় শিষ্যের মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করলেন। এই কারণে তিনি তাঁর মাকে বললেন, "হে নারী, ঐ দেখ তোমার ছেলে, কারণ তাকেই তুমি এখন থেকে মায়ের স্নেহ দেবে;" এবং তিনি যোহনকে বললেন, "ঐ দেখ, তোমার মা, তাঁর প্রতি সন্তান হিসেবে তোমার সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে।" আর সেই মুহূর্ত থেকেই, যে মুহূর্ত কখনো ভুলে যাওয়া হবে না, সেই শিষ্য যোহন মরিয়মকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট তাঁর প্রিয়তম মায়ের প্রতি যে ভালবাসার নিদর্শন দেখালেন: তিনি শারীরিক কষ্ট ও যন্ত্রণায় এতটা বিহ্বল হয়ে যান নি যে, তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে এবং প্রিয় সঙ্গীদেরকে ভুলে যাবেন, যারা সব সময় তাঁর চিন্তা জুড়ে বসবাস করতো। সম্ভবত তাঁর মা খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ ও দুঃখ-কষ্ট দেখতে দেখতে এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর নিজের কি অবস্থা হবে সে বিষয়ে তিনি একবারও চিন্তা করেন নি, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট ঠিকই তার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁর স্বর্ণ কি রৌপ্য ছিল না যা তিনি রেখে যাবেন, কোন সম্পত্তি, কোন জমি বা অন্য কোন মূল্যবান বস্তুও ছিল না তাঁর। তাঁর গায়ের কাপড় সৈন্যরা হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই টাকার থলি সম্পর্কেও আর জানতে পারি না, যেহেতু সেটি যে যিহূদা ইস্কারিয়োতের কাছে ছিল, সে নিজেই বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে গিয়েছিল। সে কারণে তিনি তাঁর মাকে তাঁরই কোন বন্ধুর হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পান নি এবং এখানে আমরা তাকে সেই কাজটিই করতে দেখতে পাই।

(১) খ্রীষ্ট তাঁর মাকে *নারী* বলে সম্বোধন করলেন, *মা* বলে সম্বোধন করলেন না। তবে এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মাকে অসম্মান করতে চান নি, বরং তাঁর এই সম্বোধন করার পেছনে যুক্তি ছিল এই, *মা* খুবই স্পর্শকাতর একটি সম্বোধন। মরিয়ম ইতোমধ্যে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত ও বেদনাক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, সেখানে খ্রীষ্ট আর নতুন করে তাঁকে দুঃখ দিতে চান নি। ইসহাক যেভাবে তাঁর পিতা অব্রাহামকে বলেছিলেন *আমার পিতা*, সেভাবে তিনি তাঁর মাকে বলতে চান নি, *আমার মা*। তিনি এখন এমন একজন মানুষ হয়ে কথা বলেছেন, যিনি আর এই পৃথিবীর কেউ নন, বরং তিনি ইতোমধ্যে তাদের কাছে মৃত, যারা এই পৃথিবীর মধ্য দিয়ে তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এখানে তিনি তাঁর ময়ের প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করলেন, যা তিনি এর আগেও করেছেন। এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই অনাদায়ী সম্মান প্রদানের প্রতি সুস্পষ্টতা নির্দেশ করতে। তিনি রোমীয় মণ্ডলী অনুসারে তাঁর মাকে এই সম্মান দিতে বাধ্য ছিলেন, কারণ তিনি যৌথভাবে পরিত্রাণকর্তার সম্মানের ক্রয়কারী ছিলেন।

(২) তিনি মরিয়মকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি যোহনকে তাঁর ছেলে বলে গ্রহণ করেন: "তাকে তোমার ছেলে হিসেবে দেখ, যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং তুমি তার মা হবে।" এখানে লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, স্বর্গীয় মঙ্গলময়তার একটি নিদর্শন। আমাদের নিজেদের উৎসাহ প্রদানের জন্য এর প্রতি আমাদের নজর দেওয়া উচিত। কখনো কখনো ঈশ্বর যখন আমাদের কাছ থেকে কোন একজন সাহায্যকারীকে সরিয়ে ফেলেন, তখন তিনি আমাদের জন্য আরেকজন সহায়কে রেখে যান। হয়তোবা যেখানে আমরা মোটেও খোঁজ করি না সেখান থেকে তিনি আমাদের জন্য সহায় নিয়ে আসেন। আমরা সেই সমস্ত সন্তানদের কথা জানি, যাদেরকে মণ্ডলী তাঁর নিজ সন্তানদেরকে হারিয়ে ফেলার পর খুঁজে পাবে (যিশাইয় ৭১:২১)। এ কারণে একটি ঝর্ণাধারা বন্ধ হয়ে গেলেই যেন সবাই চলে না যায়, কারণ আরেকটি ঝর্ণা ঠিকই আবার স্রোতে পূর্ণ হবে।

দ্বিতীয়ত, মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং দায়িত্ব পালনের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত, আমাদের অনুকরণ করার জন্য অত্যন্ত স্মরণীয় এক ঘটনা এটি। খ্রীষ্ট এখানে সন্তানদেরকে তাদের সবটুকু ক্ষমতা ও শক্তি দিয়ে তাদের পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ বয়সে যথাসম্ভব সাহায্য করতে এবং সেবা করতে আদেশ দিচ্ছেন। যখন রাজা দায়ূদ দুর্দশাগ্রস্থ ছিলেন, তিনি তখন তাঁর পিতা-মাতার সেবা করেছেন এবং তাদের জন্য একটি আশ্রয় খুঁজে বের করেছেন (১ শমূয়েল ২২:৩); এখানে দায়ূদের বংশধরও তাই করছেন। বাবা-মায়ের মৃত্যুতে সন্তানদের অবশ্যই উচিত তাদের প্রতি যথাসম্ভব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সৎকার করা এবং বেঁচে থাকতে অবশ্যই তাদের উচিত বাবা-মায়ের যা যা প্রয়োজন তা যুগিয়ে দেওয়া।

২. তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করলেন: তাঁর প্রতি তিনি বললেন, "ঐ দেখ তোমার মা।" এর অর্থ হচ্ছে, "আমি তোমাকে আমার মায়ের দেখাশোনা করতে এবং তার প্রতি খেয়াল রাখতে বলছি। তুমি তাঁর সন্তান হয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে (যিশাইয় ৫১:১৮) এবং যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে যাবেন তখন তাকে ভুলে যাবে না" (হিতোপদেশ ২৩:২২)। লক্ষ্য করুন:

(১) এটি ছিল যোহনের জন্য অনেক বড় একটি সম্মান এবং সেই সাথে তাঁর প্রজ্ঞা ও বিশ্বস্ততার উভয়ের প্রতি সাক্ষ্য। যিনি সব কিছু জানেন ও শোনেন, তিনি যদি জানতে পারতেন যে, যোহন মরিয়মকে ভালবাসেন না, তাহলে খ্রীষ্ট কখনোই যোহনকে মরিয়মের দায়িত্ব নিতে বলতেন না। খ্রীষ্টের পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করা অত্যন্ত গৌরবময় একটি কাজ এবং এই জগতে তাঁর যে কোন কাজ বা দায়িত্বে শরিক হওয়া অত্যন্ত সম্মানজনক একটি কাজ।

(২) কিন্তু এর জন্য যোহনকে অনেক স্নেহবাৎসল হতে হবে এবং অনেক সময় ও যত্ন দিতে হবে। তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তথাপি তিনি খুব আনন্দ সহকারে এই আদেশ গ্রহণ করলেন এবং তিনি মরিয়মকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তিনি খরচের কথা চিন্তা করলেন না, কিংবা তিনি তাঁর নিজের পরিবারের কাছ থেকে আসা সম্ভ

াব্য সমস্যার বা প্রতিবন্ধকতার কথা চিন্তা করলেন না, কিংবা তিনি যে সমস্ত মন্দ চিন্তা বা কথার সম্মুখীন হতে পারেন সেগুলোর কথা চিন্তা করলেন না। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টকে সত্যিকারভাবে ভালবাসে এবং খ্রীষ্টের যাদেরকে ভালবাসেন, তারা খ্রীষ্টের প্রতি বা তাঁর পক্ষে যে কারও প্রতি যে কোন সেবা প্রদানের সুযোগ পেলে কোন মতেই পিছ পা হবে না, বরং হাসিমুখে তা পালন করবে। নিকেফোরার গ্রন্থে *(Nicephoras's Eccl. Hist. lib. 2 cap. 3,)* বলা হয়েছে যে, মরিয়ম এগারো বছর যোহনের সাথে যিরূশালেমে বসবাস করেছিলেন এবং এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অন্যরা মনে করেন, তিনি যোহনের সাথে ইফিষে বসবাস করার জন্য চলে যান।

ঘ. খ্রীষ্টকে সিরকা পান করতে দেওয়ার মাধ্যমে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পরিপূর্ণ করা হল (পদ ২৮,২৯)। লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন (পদ ২৮): সমস্ত কিছু সম্পন্ন হতে যাচ্ছে দেখে, অর্থাৎ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে দেখে, যেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি দুঃখভোগের সময়ে পান করতে চাইবেন, সে সময় তিনি বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে," যার অর্থ হল, তিনি কোন কিছু পান করার জন্য চাইলেন।

(১) তিনি যে তৃষ্ণার্ত ছিলেন, এতে অবাক হওয়ার মত তেমন কিছুই নেই। আমরা দেখতে পাই যে, তিনি একটি যাত্রার সময় তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন (যোহন ৪:৬,৭) এবং এখন তিনি তার যাত্রার শেষ পর্যায়ে এসে আবারও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। তিনি যতটা কষ্ট এবং যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন, তাতে করে তাঁর তৃষ্ণার্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। এ সময় মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে তিনি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন, যেহেতু তাঁর শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং তিনি প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করছিলেন। দোজখের যন্ত্রণা এখানে তৃষ্ণার সাথে তুলনা করে বলা যায় যে, তাঁকে যেন এক ফোঁটা জল খেতে দেওয়া হয়, যাতে করে তাঁর জিভকে শীতল করা যায় এই আকাঙ্খা তিনি করছিলেন। আমাদেরকে যে চিরন্তন ও অমোচনীয় তৃষ্ণা দ্বারা শাস্তি প্রদানের কথা ছিল, সেই শাস্তি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট গ্রহণ করেছেন আমাদের পক্ষে শাস্তি ভোগ করতে গিয়ে।

(২) যে কারণে তিনি আবেদন বা অনুযোগ করছেন তা বেশ অস্বাভাবিক। এটাই একমাত্র কথা যা তিনি তার যন্ত্রণার সময় অভিযোগ বা আবেদন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন বা মুখ ফুটে বলেছেন। যখন তারা তাঁকে চাবুক মারছিল এবং তাঁকে কাঁটার মুকুট পরিয়েছিল, তিনি সে সময় যন্ত্রণায় একদমই চিৎকার করেন নি কিংবা আর্তনাদ করেন নি, "ওহ্, আমার মাথা!" কিংবা "ওহ্, আমার পিঠ!" কিন্তু এখন তিনি আর্তনাদ করে বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।" এর কারণ হচ্ছে:

[১] তিনি এভাবেই তাঁর আত্মার শোচনীয় দুরাবস্থা প্রদর্শন করলেন (যিশাইয় ৫৩:১১)। তিনি ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন। তিনি আমাদের জন্য যে পরিত্রাণের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন তা সম্পন্ন করার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিলেন।

[২] এভাবেই তিনি পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করলেন। এখানে সমস্ত বাণী পূর্ণ হয়েছে এবং আমরা তা জানি, কারণ এই লক্ষ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করে এসেছেন। আর এখন তিনি আরও একটি জিনিস স্মরণ করছেন, যা সম্পন্ন করার এখনই শ্রেষ্ঠ সময়। এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হবে যে, তিনিই ছিলেন সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট। এমন নয় যে, তাঁর মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হবে, বরং সেই সাথে সকলের চোখে তিনি তা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন। এর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বর সত্য হয়ে তাঁর মধ্যে সব সময়ই অবস্থান করছিলেন। তিনি যা করছিলেন বা যা বলছিলেন তার সবই ঈশ্বর কর্তৃক নির্দেশিত হয়েই করছিলেন এবং বলছিলেন। তিনি আইন এবং ভাববাদীদের বিধান ধ্বংস করতে আসেন নি, বিনাশ করতে আসেন নি, বরং পূর্ণ করতেই এসেছেন। এখন লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, পবিত্র শাস্ত্রে তাঁর তৃষ্ণার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আর সে কারণেই তিনি এখানে এই ঘটনাটির অবতারণা ঘটিয়েছেন। এছাড়া আর এ বিষয়ে জানা সম্ভব ছিল না, যদি না তিনি বলতেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।" এ বিষয়ে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তাঁর জিহবা শুকিয়ে চোয়ালের সাথে লেগে যাবে (গীতসংহিতা ২২:১৫)। শিমিয়োন, যিনি ছিলেন খ্রীষ্টের এক উত্তম প্রতিরূপ, তিনি যখন ফিলিস্তিনীদের হত্যা করতে করতে স্তূপ তৈরি করছিলেন, সে সময় তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন (বিচারকর্তৃকগণ ১৫:১৮)। খ্রীষ্টের তেমনি যখন ক্রুশের উপরে ছিলেন এবং সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে ধ্বংস করছিলেন, সে সময়েও তিনি এই একইভাবে তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, পবিত্র শাস্ত্রে এই কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তাঁর পিপাসার জন্য তাঁকে সৈন্যরা সিরকা খেতে দেবে (গীতসংহিতা ৬৯:২১)। ক্রুশারোপিত করার আগে তারা খ্রীষ্টকে সিরকা খেতে দিয়েছিল (মথি ২৭:৩৪), কিন্তু তাতে করে ভবিষ্যদ্বাণী সঠিকভাবে পূর্ণতা পায় নি, কারণ তারা খ্রীষ্টের তৃষ্ণার সময়ে তাঁকে সেই সিরকা দেয় নি; আর তাই এখন তিনি বলছেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে," এবং তিনি আবারও তা বললেন। এখনও তিনি তা পান করলেন না, কিন্তু তিনি পান করতে চাইলেন যেন সমস্ত ভাববাদীর ভাববাণী পূর্ণ হয়। এ জন্য যে কোন বিচারে আমাদের সব সময়ই এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং ঈশ্বরের বাক্য অবশ্যই পরিপূর্ণতা পাবে।

২. অভিযোগকারীরা খ্রীষ্টের প্রতি কতটা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো তা দেখুন (পদ ২৯): সেখানে এক কলস ভর্তি সিরকা ছিল, সম্ভবত প্রথা অনুসারে সমস্ত মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীকে এই সিরকা পান করতে দেওয়া হত। কিংবা অন্যরা মনে করেন, শুধুমাত্র খ্রীষ্টকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যই এই সিরকা এখানে রাখা হয়েছিল। যারা মৃত্যুপথযাত্রী, তাদেরকে তারা সাধারণত আঙ্গুর-রস দিত, কিন্তু খ্রীষ্টকে আরও বেশি কষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য তারা এখানে সিরকা রেখেছিল। তারা এক টুকরো স্পঞ্জ নিয়ে তা সিরকায় চুবিয়ে পূর্ণ করল, কারণ তারা কোন কাপে করে বা পাত্রে করে খ্রীষ্টকে পান করতে দেওয়ার জন্য অনুমতি দেয় নি। এরপর তারা সেই স্পঞ্জটিকে একটি এসোব বা হিস্যোপ *(Hyssopo perithentes)* গাছের ডাল দিয়ে উঁচু করে তাঁর মুখের কাছে ধরল। তারা স্পঞ্জটিকে

এসোব গাছের এক টুকরো ডালের মাথায় পেঁচালো। আবার অনেকে এই কথাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, এখানে আসলে এসোব গাছের নির্যাস সমৃদ্ধ জলের কথা বলা হয়েছে, তারা হয়তোবা এসোবের রসে স্পঞ্জটি ভিজিয়েছিল এবং খ্রীষ্টকে দিয়েছিল। এক কলস সিরকার চেয়ে এক ফোঁটা জল খ্রীষ্টের জিহ্বাকে অনেক বেশি শীতল করতে পারত; তবুও তিনি আমাদের জন্য এই শাস্তি ভোগ করলেন। আমরা টক আঙ্গুর নিয়েছি, আর এই কারণে তাঁর দাঁত এখন ক্ষয়ে যাচ্ছে। আমরা সমস্ত সুখ ও আরাম আয়েশ ভোগ দখল করে নিয়েছি, আর তাই তিনি এখন সে সমস্ত কিছু থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যখন স্বর্গ তাঁর জন্য আলোর দ্যুতিকে অস্বীকার করল, তখন পৃথিবীও তাঁর জন্য এক ফোঁটা জল দিতে অস্বীকার করলো এবং তাঁকে জলের বদলে সিরকা দিল।

ঙ. মুমূর্ষু অবস্থায় খ্রীষ্টের বাণী, যা বলে তিনি তার আত্মা সমর্পণ করলেন (পদ ৩০): যখন তিনি সিরকা গ্রহণ করলেন, এরপর তিনি যথোপযুক্ত বলে মনে করলেন এবং বললেন, “সমাপ্ত হল।” এই কথা বলে তিনি তাঁর মাথা নিচু করলেন এবং তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন। লক্ষ্য করুন:

১. তিনি কী কথা বলেছিলেন: আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে, তিনি সেই কথা বলেছিলেন বিজয়ের সুরে এবং অত্যন্ত গৌরবের সাথে। *টেটেলেস্টাই (Tetelestai)* – অর্থাৎ “সমাপ্ত হল;” একটি দ্ব্যর্থসূচক বাণী, একটি সান্ত্বনাদায়ক বাণী।

(১) এটি সমাপ্ত হয়েছে – এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর প্রতি অভিযোগকারীদের ঘৃণা এবং শত্রুতা সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে; যখন তিনি শেষ বিশ্বাসহীনতার চিহ্ন হিসেবে সিরকা গ্রহণ করলেন, তখন তিনি বললেন, “এই হচ্ছে শেষ; আমি এখন তাদের হাতের নাগাল থেকে অনেক দূরে চলে যাব, যেখানে দুষ্টেরা কোন ধরনের বিরক্তি সৃষ্টি করবে না।”

(২) এটি সমাপ্ত হয়েছে – এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর যন্ত্রণা ও দুঃখভোগ সম্পর্কে তাঁর পিতার সকল পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছে। এটি তাঁর পিতার পরিষদে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর দায়িত্ব ছিল এর প্রতিটি কথা এবং শর্ত পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ হয় কি না এবং কাঙ্খিত ফলাফল সৃষ্টি হয় কি না সে দিকে নজর রাখা (প্রেরিত ২:২৩)। যখন তিনি তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময়ে প্রবেশ করলেন তখন তিনি বললেন, “পিতা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক;” এবং এখন তিনি পরম সন্তুষ্টির সাথে বলছেন, “সমাপ্ত হল।” কাজটি সমাপ্ত করার জন্য তাঁর মাংস এবং তার পানীয় প্রয়োজন ছিল (যোহন ৪:৩৪) এবং এই মাংস ও পানীয় তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, যখন তারা তাঁকে তিক্ত সিরকা খেতে দিল।

(৩) সমাপ্ত হল – এর অর্থ হচ্ছে, পুরাতন নিয়মের সকল ভবিষ্যদ্বাণী এবং দৃষ্টান্ত, যা খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের প্রতি নির্দেশ করে, সেগুলো এখন পূর্ণতা পেল এবং সঠিক উত্তর লাভ করল। এখন যেহেতু তারা তাঁকে সিরকা খেতে দিল, তাই তিনি এমনভাবে কথা বললেন, যেন এই কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা দিয়ে পুরাতন নিয়মে তাঁর সম্পর্কে করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সঠিকভাবে পূর্ণতা পেত না এবং তাঁর মৃত্যু সঠিকভাবে এই কাজ সম্পাদন করতে পারত না; যেমন, ত্রিশটি রূপার মুদ্রার জন্য তাঁর আত্মাকে বিক্রি করে দেওয়া, তাঁর

হাত এবং পা বিদ্ধ করা, তাঁর গায়ের কাপড় ছিন্ন করা, ইত্যাদি। এখন এই সমস্ত কিছু সমাপ্ত হয়েছে। সব কিছু শেষ হয়েছে।

(৪) সমাপ্ত হয়েছে – এর অর্থ হচ্ছে, আনুষ্ঠানিক আইন বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা অবলোপিত থাকবে। সারাংশটি এখন সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সকল ছায়া সরে গেছে। ঠিক এখনই পর্দা ছিঁড়ে ফেলা হল, বাধার দেয়াল নামিয়ে ফেলা হল, এমন কি যে সমস্ত আইন বিধানে লেখা ছিল সেগুলোও বিলুপ্ত করে দেওয়া হল (ইফিষীয় ২:১৪,১৫)। মোশির ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দেওয়া হল, যেন এক নতুন আশার উদয় সূচিত হতে পারে।

(৫) এটি সমাপ্ত হয়েছে – এর অর্থ হচ্ছে, পাপের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর মধ্যস্থতাকারী কাজের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, আর এটি সম্ভব হয়েছে একটি চিরস্থায়ী ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সম্ভবত এখানে দানিয়েল ৪:২৪ পর্বের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরের মেষশাবককে এই পৃথিবীর পাপের ভার তুলে নেওয়ার জন্য উৎসর্গ করা হল এবং সেই কাজ সমাপ্ত হল (ইব্রীয় ৯:২৬)।

(৬) এটি সমাপ্ত হল – এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর সকল দুঃখ ও যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তাঁর দেহ এবং তার আত্মা উভয়ের। ঝড় শেষ হয়ে গেছে, সবচেয়ে খারাপ সময় পার হয়ে গেছে। তাঁর সকল ব্যথা ও কষ্টের অবসান ঘটতে চলেছে এবং তিনি এখন স্বর্গের পথে চলেছেন, তাঁর জন্য যে মহা আনন্দ অপেক্ষা করছে সেখানে তিনি প্রবেশ করতে চলেছেন। যারা সকলে খ্রীষ্টের জন্য কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে এবং যারা সকলে খ্রীষ্টের সাথে দুঃখভোগ করে, তারা এই ভেবে সান্ত্বনা পাক যে, আর কিছুটা সময় মাত্র, এরপরে তারাও খ্রীষ্টের মত করে বলতে পারবে, *সমাপ্ত হল*।

(৭) এটি সমাপ্ত হল – এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর জীবন এখন শেষ হল। তিনি এই মুহূর্তেই তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন এবং এখন তিনি আর এই পৃথিবীর কেউ নন (যোহন ১৩:১১)। এ যেন অনুগ্রহপ্রাপ্ত প্রেরিত পৌলের মত (২ তীমথিয় ৪:৭): "আমি আমার যাত্রা শেষ করেছি, আমার অভিযান শেষ হয়েছে, আমার পাত্র শূন্য হয়েছে। *Mene, mene* – গণিত হয়েছে এবং সমাপ্ত হয়েছে।" এই পর্যায়ে আমাদের সকলকেই আজ নয় কাল আসতেই হবে।

(৮) এটি সমাপ্ত হয়েছে – এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের পরিত্রাণ এবং মুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অন্ততপক্ষে এর সবচেয়ে কঠিন অংশটি সম্পন্ন হয়েছে; ঈশ্বর বিচারের প্রতি এক পূর্ণ সন্তুষ্টি বিধান করা হয়েছে, শয়তানের শক্তির উপর এক মারাত্মক আঘাত হানা হয়েছে। অনুগ্রহের এক ঝর্ণাধারা উন্মোচিত করা হয়েছে, যা চিরকাল ধরে বয়ে যাবে। শান্তি এবং সুখের এক ভিত্তি রচিত হয়েছে, যা কখনও টলে পড়বে না। খ্রীষ্ট এখন তাঁর সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং সমাপ্ত করেছেন (যোহন ১৩:৪)। "যেহেতু ঈশ্বরের সমস্ত কাজ নিখুঁত, তাই যখন আমি কাজ শুরু করব তখন তিনি বলবেন এবং আমিও আমার লক্ষ্যে পৌঁছাব।" সে কারণে পরিত্রাণ ক্রয় করার কাজে এবং পরিত্রাণ প্রদানের কাজে তার

অবশ্যই একটি উত্তম কাজ শুরু করে তা সম্পন্ন করার প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বরের সকল রহস্যের অবসান ঘটল।

২. খ্রীষ্ট কী করলেন: তিনি তাঁর মাথা নিচু করলেন এবং তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন। তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন; কারণ তিনি শুধুমাত্র উৎসর্গের মেষ ছিলেন না, সেই সাথে তিনি ছিলেন একজন পুরোহিত এবং উৎসর্গকারী। *Animus offerentis* – উৎসর্গকারীর অন্তর হচ্ছে একটি উৎসর্গ বা উৎসর্গ অনুষ্ঠানের মূল উপপাদ্য বিষয়। খ্রীষ্ট উৎসর্গের প্রতি তাঁর ইচ্ছা প্রদর্শন করেছিলেন, যার মাধ্যমে আমরা সকলে পবিত্রীকৃত হব।

(১) তিনি তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন। তাঁর জীবন জোর করে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় নি, বরং স্বেচ্ছায় তিনি তা তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা সমর্পণ করলাম।" এই বাণীর দ্বারা খ্রীষ্ট এই কাজের প্রতি তাঁর চিন্তার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজেকে অনেকের জন্য মূল্যস্বরূপ উৎসর্গ করলেন এবং সেই অনুসারে তিনি তাঁর আত্মা উৎসর্গ করলেন। এই ক্ষমা লাভের জন্য তিনি মূল্য পরিশোধ করলেন এবং তাঁর জীবন তাঁর পিতার হাতে তুলে দিলেন। "পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত কর।"

(২) তিনি তাঁর মাথা নিচু করলেন। যাদেরকে ক্রুশে চড়িয়ে হত্যা করা হত তারা মাথা উঁচু করে রাখত, যেন তারা বুক ভরে শ্বাস নিতে পারে। তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত এভাবে মাথা উঁচু করে রাখত। কিন্তু খ্রীষ্ট মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাঁর নিজ ইচ্ছাকে প্রদর্শন করার জন্য প্রথমে তাঁর মাথা নিচু করলেন, নিজেকে নত করলেন, যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি নিজে তাঁর উপরে সকলের পাপের ভার অর্পণ করেছেন। অনেকে মনে করেন, মাথার উপরে এই সকল পাপের বিশাল বোঝা নেওয়ার কারণে তিনি প্রচণ্ড ওজন বা চাপ অনুভব করছিলেন, যার জন্য তিনি মাথা নিচু করে রেখেছিলেন (গীতসংহিতা ৩৮:৪; ৬০:১২)। মাথা নিচু করার মধ্য দিয়ে তাঁর পিতা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আত্মা ও জীবনের সমর্পণ করাকে বুঝায় এবং তাঁর মৃত্যুর প্রতি তাঁর ইচ্ছা এবং বাধ্যতাকে বুঝায়। তিনি নিজেকে তাঁর মৃত্যুর সময়কার কাজের জন্য প্রস্তুত করলেন, যেভাবে যাকোব বিছানার উপরে তার পা জড়ো করলেন এবং এরপর তাঁর আত্মা উৎসর্গ করলেন।

যোহন ১৯:৩১-৩৭ পদ

এই ধ্বংসে রয়েছে, কি করে খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর তাঁর দেহের এক পাশে বর্শা বিদ্ধ করা হল, যে ঘটনাটি কেবলমাত্র এই সুসমাচার লেখকই উল্লেখ করেছেন।

ক. যিহূদীদের কুসংস্কার লক্ষ্য করুন, যা এখানে দেখা গিয়েছিল (পদ ৩১): সেই দিনটি ছিল সাব্বাথ বা বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার দিন এবং সেই বিশ্রামবারটি ছিল বিশেষ এক বিশ্রামবার, কারণ দিনটি পড়েছিল নিস্তার-পর্বের সপ্তাহের মধ্যে। তাই তারা এই দিনটিকে বিশেষভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিল। আর তাই তাদেরকে এই বিশ্রামবারটিকে অবশ্যই বিশেষভাবে অত্যন্ত পবিত্রতার সাথে পালন করার প্রয়োজন ছিল। তাই তারা

কিছুতেই বিশ্রামবার পর্যন্ত ক্রুশের উপরে কোন মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখতে পারত না। কিন্তু তারা পীলাতের কাছে অপরাধীর মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তার পা ভেঙ্গে দেখাত, যে কাজ-টি ছিল খুবই নির্মম এবং বর্বরোচিত। এরপর তারা সেই মৃতদেহটিকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলত। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তারা কি উদ্দীপনা সহকারে আসন্ন বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, কারণ সেই দিনটি ছিল বিশেষভাবে খামিহীন রুটির দিন এবং অনেকে মনে করেন সেই দিনটি ছিল প্রথম ফসল উৎসর্গ করার দিন। প্রত্যেকটি বিশ্রামবারই একেকটি পবিত্র দিন এবং একটি মঙ্গলজনক দিন, কিন্তু এই দিনটি ছিল বিশেষভাবে মহান একটি দিন, *Megale hemera* – এক মহান দিন। নিস্তার-পর্বের পর্বের সময়কার বিশ্রামবারগুলো অত্যন্ত মহান হয়ে থাকে। সাক্রামেন্ত দিন, ভোজের দিন, প্রভুর ভোজের ভোজের দিন অত্যন্ত মহান দিন এবং এই সমস্ত দিনের জন্য সাধারণ দিনের চেয়ে আরও বেশি করে ও ভালভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যাতে করে এই দিনগুলো আমাদের জন্য উচ্চীকৃত দিন হয়, ঠিক স্বর্গের দিনগুলোর মত।

২. তারা যে বিষয়টিকে তাদের জন্য অ বিশ্বাসসূচক বলে মনে করেছিল: যদি তারা পরদিন পর্যন্ত ক্রুশে মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখে, তাহলে সেটি তাদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর হবে। যে কোন সময়ে মৃতদেহ ফেলে রাখা যেত না (দ্বি.বি. ২১:২৩); কিন্তু এক্ষেত্রে যিহূদীদেরকে অবশ্যই রোমীয় রীতি-নীতি অনুসরণ না করে নিজেদের প্রথা অনুসরণ করতে হবে, কারণ এই দিনটি বিশেষ একটি দিন। যিরূশালেম ও অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সে সময় লোকেরা আসছিল। তাদের কাছে এই ক্রুশে ঝোলানো মৃতদেহগুলো নিশ্চয়ই দৃষ্টিকটু মনে হত। তারা নিশ্চয়ই যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশে ঝোলানো মৃতদেহ খুব একটা ভাল চোখে দেখত না, কারণ তখন পর্যন্ত সব লোকের বিবেককে তারা কিনে নিতে পারে নি এবং তখন পর্যন্ত মহাপুরোহিতের দলের ক্রোধ সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। তাই তাদের বেশ কিছুটা সময়ের দরকার ছিল।

৩. তারা পীলাতের কাছে আবেদন করল, যাতে করে ক্রুশে ঝোলানো দেহগুলো, যেগুলো এখন লাশের মত মুমূর্ষু অবস্থায় পরিণত হয়েছে, সেগুলো যেন নামিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু মৃতদেহ নামানোর আগে তারা অন্য সব সময়ের মত মাথা কেটে ফেলা কিংবা বুকে ছোরা বিদ্ধ করার মত কোন কিছু করে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করতে চাইল না, যা ছিল অনেকটা দয়ার বা সহানুভূতির কাজ, কারণ এতে করে ক্রুশারোপিতদের মৃত্যু যন্ত্রণা মুহূর্তে শেষ করে দেওয়া সম্ভব, একে বলা হয় *ক্যুপ ডা গ্রেস [coup de grace]*, ফরাসীরা তাই বলে থাকে। তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করলে আর তাদের কোন যন্ত্রণা বা কষ্ট থাকত না। কিন্তু তারা চাইল যেন অপরাধীদের পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে তাদের যন্ত্রণাকে আরও প্রলম্বিত করা হবে। লক্ষ্য করুন:

(১) দুষ্টরা যদি কোন দয়া করার কথা চিন্তা করে, সেটা হয়ে ওঠে আরও নিষ্ঠুরতম কাজ।

(২) ভণ্ডদের মধ্যে যে বিবেচকের বা পবিত্রতার ভান দেখা যায়, তা অত্যন্ত নিন্দার যোগ্য।

এই যিহূদীরা বিশ্রামবারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং তা তারা অত্যন্ত পবিত্রতার মধ্য দিয়ে পালন করার চেষ্টা করে, তবুও তারা বিচার এবং ন্যায়ের প্রতি কোন ধরনের সম্মানবোধ প্রদর্শন করে না। তারা একজন চমৎকার এবং ভাল মানুষকে ক্রুশে আরোপিত করার কারণে বিবেকের হাতে জর্জরিত হয় না, উপরন্তু তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই দণ্ডপ্রাপ্তদেরকে চরম নির্যাতন করার ইচ্ছা পোষণ করে।

খ. প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে যে দুই জন দস্যুকে ক্রুশারোপিত করা হয়েছিল তাদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করা হল, পদ ৩২। পীলাত তখন পর্যন্ত যিহূদীদের তোয়াজ করে চলছিলেন এবং তারা যেমন চেয়েছিল তেমন আদেশই তিনি দিচ্ছিলেন। তখন সৈন্যরা এল এবং সকল দয়া-মায়া উপেক্ষা করে সেই দুই জন ডাকাতের পা ভেঙ্গে দিল। এতে করে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আর্তচিৎকার করে তাদের বেদনা প্রকাশ করেছিল। তারা খুব দ্রুত প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে নিস্তেজ হয়ে পড়ল এবং এক সময় মৃত্যুবরণ করল। এই ডাকাতদের মধ্যে একজন অনুতাপ করেছিল এবং খ্রীষ্টের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল এবং সে খ্রীষ্টের কাছ থেকে খুব শীঘ্রই স্বর্গে যাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়েছিল। তবুও সে একইভাবে চরম বেদনা ও যন্ত্রণা নিয়ে মৃত্যুবরণ করল, যা আরেকটি অনুতাপহীন ডাকাতের ভাগ্যেও জুটেছিল; কারণ এই বিষয়গুলো সকলের ক্ষেত্রে একই হয়ে থাকে। এমন অনেকেই স্বর্গে গমন করে থাকে, যাদের মৃত্যুর সময় হাতে ছিল বন্দীত্বের শিকল এবং তারা তাদের আত্মার চরম তিক্ততা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। মৃত্যুর সময়কার কষ্ট ও যন্ত্রণা মোটেও সেই স্বস্তি ও আরামের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়, যা মৃত্যুর পরবর্তী আত্মার পবিত্রতার কারণে লব্ধ হবে। খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন এবং স্বর্গে গমন করলেন, কিন্তু তিনি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন রক্ষী নিযুক্ত করে রেখে গেলেন। এটাই হচ্ছে স্বর্গে যাওয়ার নিয়ম – প্রথমে খ্রীষ্ট, যিনি প্রথম ফসল এবং অগ্রগামী, এরপর যারা খ্রীষ্টের তারা সকলে।

গ. খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন কি করেন নি, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সেখান থেকে সন্দেহাতীত ফলাফল লাভ।

১. তারা মনে করেছিল যে, তিনি হয়তোবা মারা গেছেন এবং সেই কারণে তারা তাঁর পা ভাঙ্গল না, পদ ৩৩। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:

(১) সাধারণত লোকদের ক্রুশে টাঙ্গানো হলে তাদের মৃত্যুবরণ করতে যত সময় লাগে, খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণ করতে তার চাইতে অনেক কম সময় লেগেছিল। সম্ভবত তাঁর শরীরের গঠন অনেক বেশি নমনীয় এবং ভঙ্গুর হওয়ায় তা খুব সহজেই সামান্য বেদনাতেই ভেঙ্গে পড়েছিল। কিংবা এমন হতে পারে, তিনি যে মুহূর্তে পিতার কাছে নিজের প্রাণ সমর্পণ করলেন তখনই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, কারণ হয়তো তিনি যে কোন সময় তাঁর প্রাণ নিজেই ত্যাগ করতে পারেন। যদিও তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন, তারপরও তিনি পরাজিত হন নি।

(২) তাঁর শত্রুরা এই ভেবে সন্তুষ্ট হয়েছিল যে, তিনি সত্যিকার অর্থেই মারা গেছেন। সেই

যিহূদীরা, যারা সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল যে খ্রীষ্ট সঠিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন কি না, তারা নিশ্চয়ই এই নিষ্ঠুরতা খ্রীষ্টের প্রতি দেখাতে চাইল না; বরং তারা যত দ্রুত সম্ভব তাঁর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইল।

(৩) মানুষের হৃদয়ে যত ষড়যন্ত্রই থাকুক না কেন, সদাপ্রভুর পরিকল্পনা সব সময়ই জয় লাভ করে। তাদের পূর্ণ ইচ্ছা ছিল খ্রীষ্টের পা ভেঙ্গে দেওয়ার, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তাই দেখুন, কীভাবে তা প্রতিহত করা হল।

২. যেহেতু তারা নিশ্চিত হতে চাইছিল যে, তিনি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছেন কি না, সে কারণে তারা এমন একটি পরীক্ষা করতে চাইল যা বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। একজন সৈন্য একটি বর্শা নিয়ে খ্রীষ্টের হৃদপিণ্ড বরাবর বুকের পাশে বিদ্ধ করল এবং এতে করে সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত এবং জল ঝরতে লাগল, পদ ৩৪।

(১) সৈন্যদের এখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন না কি করেন নি এবং তাঁর বুকের পাশে এই সম্মানসূচক ক্ষত সৃষ্টি করার মাধ্যমে তারা যে উপায়ে আর অন্য যে দুইজন ক্রুশারোপিত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত করেছিল, সেই উপায়ে খ্রীষ্টকে আঘাত করলো না। ইতিহাস আমাদেরকে বলে যে, এই সৈন্যের নাম ছিল *লঙ্গিনাস (Longinus)*। তার চোখে ছানি জাতীয় কোন রোগ ছিল এবং সে তাৎক্ষণিকভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল, কারণ খ্রীষ্টের ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত এবং জল তার চোখে পড়েছিল। গল্পটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও আমরা এর কোন নির্ভরযোগ্য সত্যতার প্রমাণ খুঁজে পাই না।

(২) কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল আরও সুদূরপ্রসারী, এখানে তা লক্ষ্য করুন:

[১] তাঁর মৃত্যুর এক যথাযোগ্য প্রমাণ হাজির করা, যাতে করে তাঁর পুনরুত্থানের ব্যাপারটি নিশ্চিত করা যায় এবং সত্যতা প্রমাণ করা যায়। যদি তিনি কেবলমাত্র সংজ্ঞাহীন হয়ে থাকেন, কিংবা গভীর নিদ্রায় থাকেন, তাহলে তাঁর পুনরুত্থানের ঘটনাটি নিশ্চয়ই বড় ধরনের লজ্জাষ্কর বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু এই পরীক্ষার দ্বারা এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি আসলেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কারণ এই বর্শা জীবনের ঝর্ণাধারা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং সকল আইন-কানুন এবং প্রকৃতির বিধান ও ব্যবস্থা অনুসারে এতক্ষণ যাবৎ এই ধরনের ক্ষত নিয়ে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না এবং সেই কারণে তাঁর মৃত্যু অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়।

[২] তাঁর মৃত্যুর পরিকল্পনা একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা। এখানে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল এবং তা অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে (পদ ৩৫) এবং তা প্রমাণ করে যে, এখানে আশ্চর্য কোন ঘটনা ছিল, কারণ সেই রক্ত এবং জল নিশ্চয়ই আলাদা আলাদাভাবে সেই ক্ষত থেকে থেকে বের হয়ে আসার কথা ছিল; অন্ততপক্ষে এই বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সুসমাচার লেখক তাঁর লেখা পত্রে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবেচনার বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন (১ যোহন ৫:৬,৮)।

প্রথমত, তাঁর বুকের পাশের ক্ষতটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। যখন আমরা আমাদের

আন্তরিকতার সমালোচনা করি, তখন আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করি যেন আমাদের হৃদয়ের পাশে কোন জানালা থাকে, যাতে করে আমাদের অন্তরের সমস্ত চিন্তা এবং ইচ্ছা যেন সকলে দেখতে পায়। এই জানালার মধ্য দিয়ে, যা খ্রীষ্টের দেহে উন্মোচিত হয়েছে, আপনি তাঁর হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারেন এবং দেখতে পারেন, সেখানে ভালবাসা প্রজ্বলিত হচ্ছে, যে ভালবাসা মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী। দেখুন, সেখানে আমাদের নাম লেখা রয়েছে। অনেকে এই ঘটনাটিকে আদমের নিষ্পাপ অবস্থায় বুক বিদীর্ণ করার সাথে সাদৃশ্য তুলনা করে থাকেন। যখন যীশু খ্রীষ্ট, অর্থাৎ দ্বিতীয় আদম ক্রুশের উপরে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হলেন, সে সময় তাঁর বুক বিদীর্ণ করা হল এবং সেখান থেকে তাঁর মণ্ডলীকে বের করে নিয়ে আসা হল, যা তিনি এর আগে কেবলমাত্র নিজের কাছেই প্রকাশ করেছিলেন (ইফিষীয় ৫:৩০,৩২)। জর্জ হার্বার্ট নামক একজন ধর্মপ্রাণ কবি তার *থলি* (*The Bag*) নামক কবিতায় অত্যন্ত আবেগ মিশিয়ে আমাদের পরিত্রাণকর্তাকে নিয়ে এসেছেন, যিনি কবিতায় তাঁর বুক বিদীর্ণ হওয়ার পর তাঁর শিষ্যদের সাথে কথা বলছেন:

যদি থাকে তোমাদের কোন কিছু প্রেরণ করার, কিংবা লেখার
(আমার কাছে কোন থলি নেই, কিন্তু একটি স্থান আছে বটে),
আমার পিতার হাতে দেবার এবং দৃষ্টির গোচরে আনার
(বিশ্বাস কর) পৌঁছে যাবে ঠিকই তা নিরাপদে।
তাঁর কাছে তোমাদের যা কিছু বলার আছে,
দেখ, তোমরা তা রেখে দিতে পার আমার হৃদয়ের খুব কাছে;
অথবা, যদি আসে আরও কোন বন্ধু আমার
চায় নিতে এই সুযোগ, জেনে রেখো এই দ্বার
থাকবে তখনও উন্মুক্ত; যা কিছু করুক না প্রেরণ
আমি তা নিয়ে যাব এবং আরও যদি কিছু থেকে থাকে,
করবো না আমি তাকে আশাহত। দীর্ঘশ্বাসও নেব আমি
যা কিছুই দাও। শোন, হতাশা, সবই চলে যাবে।

দ্বিতীয়ত, যে রক্ত এবং জল বের হয়ে এল তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

১. সেগুলো দু'টি বিশেষ সুবিধাকে চিহ্নিত করে, যা সকল বিশ্বাসী খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে – বিচার এবং পবিত্রকরণ। বিচারে মুক্ত হওয়ার জন্য রক্ত এবং পুনর্জন্মের জন্য পানি। প্রায়শ্চিত্তের জন্য রক্ত এবং পবিত্র পবিত্রকরণের জন্য পানি। আইনে রক্ত এবং জলের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। কোন ভুল ত্রুটি যদি সাধিত হয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই পবিত্রকরণের জলের সাহায্যে তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হতে হবে। এই দু'টি সব সময়ই এক সাথে প্রয়োগ করা হয়। তোমাদের ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, পবিত্র করা হয়েছে এবং ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে (১ করিন্থীয় ৬:১১)। খ্রীষ্ট এ দু'টিকে একত্রিত করেছেন এবং আমাদের কখনই এ দু'টিকে আলাদা করে চিন্তা করা উচিত হবে না। এ দু'টোই আমাদের পরিত্রাণকর্তার বিদীর্ণ বুক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের

জন্য আমরা আমাদের বিচারের জন্য প্রজ্ঞা এবং পবিত্রকরণের জন্য আত্মা ও অনুগ্রহের কাছে দায়বদ্ধ। এবং আমাদের প্রথমটির যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি একইভাবে দ্বিতীয়টিরও প্রয়োজন রয়েছে (১ করিন্থীয় ১:৩০)।

২. এই রক্ত এবং জল বাপ্তিস্ম প্রদান এবং প্রভুর ভোজের দু'টি মহান আদেশের প্রতিফলন ঘটায়, যার দ্বারা এই সুবিধাগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে, সীলমোহর করা হয়েছে এবং প্রয়োগ করা হয়েছে খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের কাছে। এ দু'টোই খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠা এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে। ঝর্ণাধারা থেকে উৎসারিত জল আমাদের পুনর্জাগরণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে না, বরং তা পারে খ্রীষ্টের বিদীর্ণ বুক থেকে বেরিয়ে আসা পানি। আঙ্গুর-রস বিবেককে শান্ত করতে পারে না এবং আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে না, কিন্তু পারে শুধু খ্রীষ্টের বিদীর্ণ বুক থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত। এখন পাথরে আঘাত করা হয়েছে (১ করিন্থীয় ১০:৪), এখন ঝর্ণাধারা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে (সখরিয় ১৩:১), এখন পরিত্রাণের কূপ খনন করা হয়েছে (যিশাইয় ১২:৩)। এখানেই রয়েছে সেই নদী, যে স্রোত ধারা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের নগরীকে সমৃদ্ধ করে।

ঘ. একজন সাক্ষীর দ্বারা এই সত্যের সত্যায়িতকরণ (পদ ৩৫)। সেই সাক্ষী ছিলেন এই সুসমাচারের লেখক যোহন নিজে। লক্ষ্য করুন, বাস্তবিক তিনি এই বিষয়গুলোর কত না যোগ্য সাক্ষী ছিলেন।

১. তিনি যা দেখেছিলেন তা তিনি লিখে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি তা নিজের ধারণা থেকে লেখেন নি, বা অন্য কারও কথা শুনে বা কোন গুজব শুনে লেখেন নি, বরং তিনি নিজেই এর সাক্ষী ছিলেন; তিনি যা দেখেছেন এবং প্রত্যক্ষ করেছেন তাই তিনি লিখেছেন (১ যোহন ১:১; ২ পিতর ১:১৬) এবং তিনি তা যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করেছিলেন (লূক ১:৩)।

২. তিনি যা দেখেছিলেন তা তিনি বিশ্বস্তভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। একজন বিশ্বস্ত সাক্ষী হিসেবে তিনি এই সত্য শুধু যে বলেছেন তাই নয়, বরং সম্পূর্ণ সত্যটিই তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি শুধু মুখের কথায় সেই সত্যের স্বপক্ষে সত্যায়ন করেন নি, বরং সেই সাথে তিনি তা লিখেও রেখেছেন, *In perpetuam rei memoriam* – পরবর্তী সময়ে স্মৃতিতে আনার জন্য।

ঙ. এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করলো (পদ ৩৬): কারণ এসব ঘটলো, যেন পবিত্র শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হয়, "তাঁর একখানি অস্থিও ভগ্ন হবে না।" এই প্রতিজ্ঞাটি মূলত সকল ধার্মিক ব্যক্তির জন্যই করা হয়েছিল, কিন্তু বিশেষত এখানে আমাদের পরম প্রিয় প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে চিহ্নিত করে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি করা হয়েছিল (গীতসংহিতা ৩৪:২০): *তিনি তার সমস্ত অস্থি রক্ষা করেন; তার মধ্যে একখানিও ভগ্ন হয় না*। লক্ষ্য করুন:

১. এখানে তিনি নিস্তার-পর্বের মেষের ভূমিকা পালন করেছেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে (যাত্রা ১২:৪৬): "তোমরা একটি গৃহের মধ্যে তা ভোজন করো; সেই গোশ্‌তের কিছুই

গৃহের বাইরে নিয়ে যেও না এবং তার একটি অস্থিও ভগ্ন করো না।" আবারও বলা হয়েছে (গণনা ৯:১২): "তারা সকাল পর্যন্ত তার কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না ও তার কোন অস্থি ভাঙবে না।"

২. এখানে তাঁর শক্তির একটি রূপক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় হাড় বা অস্থি শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তি। সে কারণে খ্রীষ্টের একটি অস্থিও ভাঙ্গা হব না –এই কথার অর্থ হচ্ছে, তাঁর শক্তি এতটুকুও খর্ব হবে না। পাপ আমাদের অস্থি ভেঙ্গে ফলে, যেমন ভেঙ্গেছিল দায়ূদের (গীতসংহিতা ৫১:৮): "তোমা দ্বারা চূর্ণিত সমস্ত অস্থি প্রফুল্ল হোক।" কিন্তু খ্রীষ্টের অস্থি ভগ্ন কিংবা চূর্ণ হয় নি। তিনি দৃঢ়ভাবে মানুষের সকল পাপের ভার বহন করে গেছেন।

যোহন ১৯:৩৮-৪২ পদ

এখানে আমরা দেখবো কীভাবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমান্বিত দেহ কবরস্থ করা হল। তাঁকে শুধু যে মৃত্যুবরণ করতে হবে তাই নয়, সেই সাথে তাঁকে মৃতদের সাথে কবরপ্রাপ্তও হতে হবে (গীতসংহিতা ২২:১৫)। এটি ঘটেছে সেই অভিশাপের কারণে (আদিপুস্তক ৩:১৯): *তুমি ধুলাতেই ফিরে যাবে*। লক্ষ্য করুন:

ক. খ্রীষ্টের দেহটি আনার জন্য আবেদন করা হল (পদ ৩৮): খ্রীষ্টকে যারা লক্ষ্য করছিলেন, তারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের কাছে সেই টাকা ছিল না যে, তারা মৃতদেহ নিয়ে যাবেন এবং তাঁর গায়ে সুগন্ধি ও আতর মেখে দেবেন। কিন্তু ঈশ্বর এমন একজনকে আনলেন, যার এই দু'টি কাজ করার জন্যই সামর্থ্য ছিল। তাঁর নাম ছিল যোষেফ, পদ ৫০। তাঁর চরিত্র ছিল ভাল এবং তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক মানুষ। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার কলঙ্ক ছিল না এবং তাঁর মধ্যে সকল প্রকার গুণ ও দয়া ছিল। তিনি ছিলেন একজন যথোপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোক, একজন পরামর্শদাতা, একজন প্রাদেশিক সভার সদস্য, সেনহেড্রিনের একজন সদস্য, যিহূদী মণ্ডলীর একজন প্রাচীন সদস্য। এখানে বলে রাখা দরকার যে, তিনি যিহূদী মণ্ডলীর একজন সভ্য হলেও খ্রীষ্টকে হত্যা করার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত তিনি সমর্থন করেন নি এবং সেই উন্মত্ত জনতার মধ্যে তিনি সামিল হন নি। লক্ষ্য করুন, যে মন্দ কাজ আমরা প্রত্যাখ্যান করতে চাই, তাতে আমাদের অংশগ্রহণ করা কখনোই উচিত নয়। তিনি প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের দুশমনদের সাথে কোন যোগাযোগ রাখতেন না, কিন্তু তিনি গোপনে খ্রীষ্টের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত খ্রীষ্টের আগমন এবং পুনরুত্থান সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করতেন। তিনি চাচ্ছিলেন যেন তা পরিপূর্ণ হয়। এই লোকটিই একমাত্র এই সময়ে তাঁর প্রভুর প্রতি পরিপূর্ণ ও সত্যিকারের সম্মান দেখিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, এমন অনেকেই আছে, যারা তাদের অন্তরে খ্রীষ্টের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে; যদিও তারা তাদের বাহ্যিক আচার-আচরণ এবং কাজে ও কথায় এর কোন প্রকাশ ঘটায় না। তবে তারা প্রভুর জন্য সত্যিকার সেবার কাজ করতে প্রস্তুত থাকে, যখন সেই সুযোগ আসবে। তিনি পীলাতের কাছে গেলেন, যে বিচারক এই বিচার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে যোষেফ খ্রীষ্টের দেহটি চাইলেন, যেন তিনি তা কবর দিতে পারেন। যদিও

তিনি সরাসরি গিয়ে খ্রীষ্টের দেহটি নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি আইনগত উপায়ে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করলেন।

খ. খ্রীষ্টকে কবর দেওয়ার জন্য তাঁর দেহ প্রস্তুত করা হল (পদ ৩৯)। এই কাজটি করেছিলেন নীকদীম, যিনি ছিলেন একজন মহৎ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি খ্রীষ্টের দেহকে কবরস্থ করার জন্য প্রস্তুত করতে যা কিছু প্রয়োজন হয় তা এনে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি নিজেই তা কিনে দিয়েছিলেন। ইনিই সেই নীকদীম, যিনি খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শুরুর দিকে এক রাতে তাঁর সাথে এসে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং অনন্ত জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। খ্রীষ্টের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের দায়ভার তিনি নিজে নেওয়ায় আমরা এটি ধরে নিতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিলেন এবং খ্রীষ্টের প্রদর্শিত পথে চলতে শুরু করেছিলেন।

১. যোষেফ খ্রীষ্টের দেহটি ক্রুশ থেকে নামানোর পর নীকদীম খ্রীষ্টের দেহটিকে পরিচর্যা করার দায়িত্ব নেন। আমরা জানি যে, এভাবেই যিহূদীরা মৃতদেহ কাপড় দিয়ে পেঁচাত, যেভাবে ছোট শিশুরা কাপড় পেঁচিয়ে পুতুল খেলে। তিনি মসীনা বা লিনেন কাপড় কিনে এনেছিলেন এবং তা দিয়ে খ্রীষ্টের পুরো দেহ পেঁচিয়ে দিয়েছিলেন। বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্ট যখন লাসারকে জীবিত করেছিলেন, সে সময় লাসারের হাত এবং পা দেহের সাথে কাপড় দিয়ে পেঁচানো ছিল (যোহন ১১:৪৪)। এভাবে একটি মৃতদেহের পুরোটাই কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দেওয়া হত।

২. নীকদীম খ্রীষ্টের দেহে লাগানোর জন্য তাঁর সাথে করে গন্ধরসে মিশ্রিত প্রায় পঞ্চাশ সের অগুরু নিয়ে এসেছিলেন। এই অগুরু বলতে আমরা মূলত গন্ধরসকেই বুঝি। তিনি এই সুগন্ধিদ্রব্য দিয়ে খ্রীষ্টের শরীর আবৃত করেছিলেন। এই সুগন্ধিদ্রব্য একাধারে মৃতদেহের পচন ধরার প্রক্রিয়াকে প্রলম্বিত করে এবং মৃতদেহ থেকে কোন ধরনের বাজে গন্ধ বের হওয়াকে প্রতিহত করে। তবে এই সুগন্ধিদ্রব্য বা অগুরু অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল এবং সকলের পক্ষে তা ক্রয় করার সামর্থ্য ছিল না। এখানে নীকদীম প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য এই অগুরু নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং তিনি খ্রীষ্টকে একজন রাজা হিসেবে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দান করেছেন।

গ. খ্রীষ্টকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাহিত করা হল (পদ ৪১,৪২): আর যে স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়, সেই স্থানে এক উদ্যান ছিল, সেই উদ্যানের মধ্যে এমন এক নতুন কবর ছিল, যার মধ্যে কাউকেও কখনও রাখা হয় নি। ইতিহাস আমাদেরকে বলে যে, সেই কবরটি ছিল অরিমাথীয় যোষেফের নিজের। তিনি তাঁর নিজের জন্য বাগানের মধ্যে এই কবরটি নির্দিষ্ট করে ক্রয় করে রেখেছিলেন, যেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁকে এই কবরে সমাহিত করা হয়। তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এই কবরটিতে সমাহিত করলেন। কবরটি ছিল একেবারেই নতুন এবং এখানে এর আগে কখনো কাউকে সমাহিত করা হয় নি। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. খ্রীষ্টকে একটি বাগানে কবর দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্য করুন:

(১) বাগানে যোষেফের নিজের জন্য একটি কবর ছিল; তাই তিনি সেটি ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, যাতে তা একটি স্মরণীয় স্থান হয়ে থাকতে পারে।

[১] তিনি নিজে জীবিত থাকতে; যখন তিনি এই বাগানে হাঁটতেন এবং এর সৌন্দর্য উপভোগ করতেন এবং এর বিভিন্ন গাছ থেকে ফল আহরণ করতেন, তিনি সেই বাগানেই তার মৃত্যুর জন্য একটি কবর প্রস্তুত করে রেখে যেতে চেয়েছিলেন। বাগান হচ্ছে ধ্যান এবং প্রার্থনার জন্য সবচেয়ে আদর্শ স্থান, এটি এমন একটি স্থান যেখানে আমরা মনের সকল গ্লানি দূর করে প্রশান্তি সহকারে ধ্যানে নিজেদেরকে নিমগ্ন করতে পারি।

[২] তিনি যখন চলে যাবেন তখন তাঁর উত্তরাধিকারী এবং বংশধরদের জন্য। আমাদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের কবরের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখাটা অত্যন্ত চমৎকার একটি কাজ এবং সম্ভবত আমরা নিজেদেরকে আরও স্মরণীয় করে রেখে যেতে পারব যদি আমরা তাদের শেষ চিহ্নটুকুর সঠিক যত্ন নিই।

(২) বাগানের ভেতরে একটি কবরে যীশু খ্রীষ্টকে কবর দেওয়া হয়েছিল। এদন বাগানে সর্বপ্রথম মৃত্যু এবং কবর তাদের ক্ষমতা হাতে পেয়েছিল এবং এখন একটি বাগানেই তারা পরাজিত, পরাহত এবং শক্তিহীন হল। একটি বাগানে খ্রীষ্ট তাঁর দুঃখভোগ শুরু করেছিলেন, একটি বাগান থেকে তিনি আবার স্বর্গে আরোহণ করবেন এবং তাঁর মহিমার সিংহাসনে উচ্চীকৃত হবেন। খ্রীষ্ট এই ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন একটি গমের শীষ হয়ে (যোহন ৭: ২৪) এবং এরপর তাঁকে অন্য সকল বীজের সাথে বাগানে রোপণ করা হয়, কারণ তার শিশির অনত সকল শিশিরের মতই (যিশাইয় ২৬:১৯)। তিনি বাগানের ঝর্ণা।

২. তাঁকে একটি নতুন কবরে সমাহিত করা হয়েছিল। এমনটিই আদেশ করা হয়েছিল:-

(১) খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য; তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না এবং সেই কারণে তাঁকে অবশ্যই সর্ব সাধারণের সাথে মিশ্রিত করা চলবে না, তাঁকে সাধারণ ধূলিতে মিশলে চলবে না। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক কুমারীর গর্ভ থেকে। তাই তাঁকে অবশ্যই কুমারী নারীর তুল্য অব্যবহৃত কবর থেকে পুনরুত্থিত হতে হবে।

(২) তাঁর পুনরুত্থানের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য, যাতে করে এটি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তিনি খ্রীষ্টই ছিলেন, অন্য কেউ পুনরুত্থিত হন নি, যখন আরও অনেক সাধুগণ কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন। অথবা তিনি হয়তোবা অন্য কোন শক্তিতে বেঁচে উঠেছেন বলে অনেকে ধারণা করতে পারে, যেভাবে একজন মৃত ব্যক্তি ইলিশায়ের হাড়ের ছোঁয়া পাওয়ার সাথে সাথে জীবিত হয়ে উঠেছিল এবং তার নিজ শক্তিতে নয়। যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমার জন্য নতুন কবর তৈরি করবেন।

ঘ. যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে খ্রীষ্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালিত হল (পদ ৪২): সেখানে তারা খ্রীষ্টের দেহ শোয়ালো, এর অর্থ হচ্ছে, খ্রীষ্টের মরদেহ শোয়ালো। অনেকে মনে করতে পারেন যে, এখানে খ্রীষ্টকে শুধুমাত্র নাম ধরে সম্বোধন করার অর্থ হচ্ছে তাঁর আত্মিক এবং দৈহিক সম্পর্কে মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রকাশ। এমন কি এই মরদেহটিও যীশু খ্রীষ্ট – একজন পরিত্রাণকর্তা, কারণ তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন এসেছে আমাদের কাছে।

যীশু এখনও আগের মতই আছেন (ইব্রীয় ১৩:৮)। সেখানে তারা তাঁকে শোয়ালো, কারণ সেই দিনটি ছিল নিস্তার-পর্বের পর্বের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের দিন।

১. লক্ষ্য করুন, যিহূদীরা বিশ্রামবারের জন্য এবং নিস্তার-পর্বের প্রস্তুতি দিনের জন্য যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতো সে সবের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে। নিস্তার-পর্ব – বি-শ্রামবারের আগে তারা পুরো একটি দিন শুধুমাত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। এই দিনটি খুব কড়াকড়িভাবে পালন করার আদেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধান পুরোহিতেরা, যারা নিজেদেরকে মণ্ডলী বলে সম্বোধন করতো, অথচ মণ্ডলী ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যগণ। তাই প্রধান পুরোহিতেরা মণ্ডলীর জন্য অত্যন্ত হুমকিস্বরূপ ছিলেন। মাঝে মাঝেই তাদের ভেতরে বিরোধ দেখা দিত।

(১) তারা বিশ্রামবার পর্যন্ত অবশ্যই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ ফেলে রাখবেন না, কারণ বি-শ্রামবার এমন একটি দিন, যে দিনে শুধুমাত্র বিশ্রাম নেওয়া হয় এবং আনন্দ করা হয়, যার সাথে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মত কাজ এবং দুঃখ প্রকাশ খাপ খায় না।

(২) তারা বিশ্রামবারের পর নিস্তার-পর্বের প্রস্তুতি দিন পর্যন্ত এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটিকে টেনে নিয়ে যাবেন না। তাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে, বিশ্রামবারের প্রস্তুতি দিনের এই সন্ধ্যার মধ্যেই সমস্ত শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে, যাতে করে তার আগেই বি-শ্রামবারের সময় এসে না যায়, কিংবা বিশ্রামবারের কাজে ব্যাঘাত না ঘটে।

২. এখানে লক্ষ্য করুন, কবরটি খুঁজে পাওয়ায় তাদের কতটা সুবিধা হয়েছিল। তারা কবর-টির সন্ধান পেয়েছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে। হয়তোবা তাদের যদি সময় থাকত, তাহলে তারা নিশ্চয়ই তাঁর মৃতদেহ বৈথনিয়াতে নিয়ে যেতেন এবং তাঁর বন্ধুদের মাঝে তাঁকে কবর দিতেন। আমি নিশ্চিত যে, খ্রীষ্টের মরদেহের অবশ্যই রাজা দায়ূদের সাথে এবং তাঁর সন্তানদের সাথে যিহূদায় কবরপ্রাপ্ত হওয়ার আরও বেশি অধিকার আছে। কিন্তু এমনটিই আদেশ করা হয়েছিল যে, তাঁকে যেন যিরূশালেমের খুব কাছাকাছি কোন স্থানে কবর দেওয়া হয়। কারণ:-

(১) তিনি সেখানে কিছু সময়ের জন্য মাত্র শুয়ে থাকবেন, ঠিক যেন তিনি কোন সরাই-খানাতে আছেন, আর সেই কারণে প্রথমে যে কবরে তাঁকে সমাহিত করার জন্য প্রস্তাবনা রাখা হয়েছিল সেখানেই তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন।

(২) এটি ছিল একটি নতুন কবর। যারা সেই কবরটি তৈরি করেছিল তারা জানতো না এই কবরে কার স্থান হবে, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আমাদের চিন্তার সীমানার অনেক বাইরে দিয়ে অবস্থান করে, তাই তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য এবং তার আনন্দের জন্য কাজ করে থাকেন।

(৩) আমাদেরকে এখান শেখানো হয়েছে যেন আমরা আমাদের কবরস্থানের প্রতি অতিরিক্ত কৌতূহল না দেখাই। যেখানে গাছ কাটা হবে সেখানেই কি তা পড়ে থাকবে না? খ্রীষ্ট এমন একটি স্থানে কবরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা তার মৃত্যুবরণের স্থান থেকে সবচেয়ে কাছে ছিল। কেনানের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে, পূর্বপুরুষরা তাদের

মৃতদেহ বহন করে প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন, যেহেতু সেই প্রতিজ্ঞার চেয়ে আরও মঙ্গলজনক এক প্রতিজ্ঞা আমাদের সামনে আছে, সেই কারণে তা এখন বিলুপ্ত হয়েছে।

এভাবেই জাঁকজমকতা ছাড়াই অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মরদেহ সেই ঠাণ্ডা এবং নিশ্চুপ কবরে স্থাপন করা হল। এখানে আমাদের পাপের দেনার নিশ্চয়তা স্বরূপ জামিনকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, যাতে করে তিনি নিজে মুক্ত হয়ে আমাদেরকে মুক্ত করতে পারেন। এখানে ধার্মিকতার সূর্য কিছুকালের জন্য অস্ত যাচ্ছেন, যাতে তিনি আরও বেশি মহিমা ও গৌরব সহকারে উদিত হতে পারেন এবং তিনি আর কখনো অস্ত যাবেন না। এখানে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি মৃত্যুর কাছে পরাভূত হয়েছেন, কিন্তু তিনি আসলে মৃত্যুর উপর সত্যিকারের বিজয় লাভ করেছেন। কারণ এখানে তিনি মৃত্যুকে সাথে নিয়ে কবরে শুয়েছেন এবং মৃত্যুকে চিরতরে পরাজিত করেছেন এবং সেই কবরকে জয় করা হয়েছে। ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব হোক, যিনি আমাদের কাছে বিজয় এনে দিয়েছেন।

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ২০

এই সুসমাচার লেখক অন্যান্য সুসমাচার লেখকদের মত তাঁর সুসমাচার আরম্ভ না করলেও তাঁদের মত একইভাবে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ঘটনা দিয়ে পরিসমাপ্তি টেনেছেন। সুসমাচার লেখকেরা কীভাবে খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন তাঁর বর্ণনা করেন নি, কিন্তু তাঁরা পুনরুত্থানের সাক্ষ্যপ্রমাণ বর্ণনা করেছেন, যা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রমাণ যা আমরা এই অধ্যায়ে পাই, তা হল: ক. প্রত্যক্ষরূপে খ্রীষ্টের কবরে যে সব ঘটনা ঘটেছিল: ১. কবর খালি পাওয়া গিয়েছিল এবং তাঁর কবর বস্ত্র এক জায়গায় ভাঁজ করা ছিল, পদ ১-১২। ২. কবরের মধ্যে মগ্দলীনি মরিয়মের কাছে দুইজন স্বর্গদূতের আত্মপ্রকাশ, পদ ১১-১৩। ৩. খ্রীষ্টের স্বয়ং তাঁর কাছে আত্ম প্রকাশ, পদ ১৪-১৮। খ. এর পরে প্রেরিতদের কাছে খ্রীষ্টের সাক্ষাতের ঘটনা। ১. একটি ঘটনা, যেদিন খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হন সেই একই দিনে সন্ধ্যাবেলায়, যখন থোমা প্রেরিতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন না, পদ ১৯-২৫। ২. অপর ঘটনা এর এক সপ্তাহ পরে, সন্ধ্যাবেলা যখন থোমা প্রেরিতদের সাথে উপস্থিত ছিলেন, পদ ২৬-৩১। এই সুসমাচার লেখক যা কিছু এখানে সন্নিবেশিত করেছেন তার অধিকাংশ বিবরণ অন্যান্য সুসমাচার লেখকগণ উল্লেখ করেন নি।

যোহন ২০:১-১০ পদ

প্রেরিতদের কাছে তাঁদের প্রভুর পুনরুত্থানের যে অকাট্য প্রমাণ ছিল, তাতে কেবলমাত্র একটি বিষয় নয়, কিন্তু আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ পেয়েছে:

১. এই পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি সন্দেহাতীতভাবে তাঁর খ্রীষ্টত্ব অকাট্টভাবে প্রমাণ করেছেন। যারা যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন বিশ্বাস করত না তাদের জন্য এই চিহ্ন খ্রীষ্ট দিয়েছিলেন। আর এই জন্য তাঁর শত্রুরা এটি লক্ষ্য করে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিল। কারণ এই বিষয়টি যোনা ভাববাদীর চিহ্নের প্রকাশ করেছিল; আর যদি তিনি পুনরুত্থিত হন তারা কেবলমাত্র হত্যাকারী হত না, কিন্তু তারা খ্রীষ্টের হত্যাকারী হিসেবে গণ্য হত।

২. খ্রীষ্ট আমাদের পুনরুত্থান এবং পরিত্রাণের জন্য দায়িত্ব পালনের যে কাজ করেছিলেন তা এই পুনরুত্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যদি তিনি মুক্তির মূল্যরূপে নিজের জীবন দান করে পুনরায় সেই জীবন গ্রহণ না করতেন তাহলে কাফ্‌ফারারূপে তাঁর জীবন দান গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রকাশ পেত না। যদি তিনি আমাদের ঋণের জন্য কারারুদ্ধ থাকতেন এবং যদি তিনি এর দ্বারা ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতেন তাহলে আমরা বিনষ্ট হতাম না (১ করিন্থীয় ১৫:১৭)।

৩. খ্রীষ্ট তাঁর পুনরুত্থানের পর সমস্ত লোকদের নিজেকে জীবিত হিসেবে দেখান নি (প্রেরিত

১০:৪০-৪১)। আমরা হয়তো এইভাবে বলতাম, "তাঁর অসম্মানজনক মৃত্যু যেন গোপনে হয় এবং তাঁর মহিমান্বিত পুনরুত্থান যেন প্রকাশ্যে হয়।" কিন্তু ঈশ্বরের চিন্তাধারা ও আমাদের মত নয় এবং তিনি এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে খ্রীষ্টের মৃত্যু প্রকাশ্য দিবালোকে, লোকচক্ষুর সামনে হয়। একই চিহ্ন দ্বারা সূর্য্য লজ্জায় মুখ লুকিয়েছিল। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রকাশ তাঁর কয়েকজন বিশেষ বন্ধুদের জন্য অনুগ্রহ হিসেবে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন ছিল যেন তাদের মাধ্যমে পৃথিবীর লোকদের কাছে এই পুনরুত্থানের কথা প্রকাশিত হতে পারে, যেন তারা না দেখেও বিশ্বাস করবে তারা আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। যারা খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং আদেশ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার জন্য আকাঙ্খী ছিলেন পুনরুত্থানের প্রমাণের এই ধরন তাদের প্রচুররূপে সন্তুষ্ট করেছিল। তবুও অনেকে ছিল যারা জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন থেকে এবং একগুঁয়েমী করে তাদের অবিশ্বাসকে ধরে রেখেছিল। ফলে তারা পুনরুত্থানের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এটি ছিল একটি ন্যায় পরীক্ষা যারা পরীক্ষার স্থানে থাকে তাদের জন্য উপযুক্ত।

এই পদ সমূহে আমরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রথম যে তথ্য পাই তা হল, কবর শূন্য দেখা গিয়েছিল। *তিনি সেখানে ছিলেন না,* আর যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তারা আমাদের বলতেন তিনি কোথায় এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতাম যে, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন।

ক. মগ্দলীনি মরিয়ম কবরের কাছে এসে দেখতে পেল যে, কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। এই সুসমাচার লেখক মগ্দলীনি মরিয়মের সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোকদের উপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মগ্দলীনি মরিয়ম একাই কবরের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। কারণ এই নির্জন স্থানে কবরের কাছে আসার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত তৎপর এবং সাহসী ছিলেন এবং খ্রীষ্টের প্রতি প্রবল ভালবাসা তাঁকে এই কবরের কাছে টেনে এনেছিল। খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর এই ভালবাসা দেখাবার কারণ হল, খ্রীষ্ট তাঁর জন্য একটি মহৎ এবং দয়াপূর্ণ কাজ করেছিলেন। মগ্দলীনি মরিয়মকে অধিক ক্ষমা করা হয়েছিল বলে তিনি খ্রীষ্টকে অধিক ভালবাসা দেখিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট যত দিন এই পৃথিবীতে ছিলেন মগ্দলীনি মরিয়ম তাঁর প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের কথার বাধ্য ছিলেন। খ্রীষ্টের পরিচর্যার কাজে তিনি নিজের টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন (লূক ৮:২,৩)। এতে প্রকাশ পায় না যে, যিরূশালেমে তার আসার কোন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তিনি অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ছিলেন যারা নিস্তার-পর্বে যাওয়ার জন্য বাধ্য ছিলেন না। তারা খ্রীষ্টের খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন। এই সময় সম্ভবত তিনি এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাঁর খুব কাছাকাছি ছিলেন (২ রাজাবলি ২:১-৬)। মগ্দলীনি মরিয়ম খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন অব্যাহতভাবে দেখিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর প্রতি ভালবাসার আন্তরিকতার প্রমাণ তিনি দেখিয়েছিলেন। যদি খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা আন্তরিক হয় তাহলে সেই ভালবাসা অবশ্যই স্থায়ী হবে। খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল *মৃত্যুর মত শক্তিশালী* – ক্রুশীয় মৃত্যু মরিয়মকে খ্রীষ্টের প্রতি আরও গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করেছিল; এবং *কবরের মত নিষ্ঠুর,* যা তাঁকে কবরের কাছে নিয়ে এসেছিল। কবরের ভয়াবহতা তাঁকে নিরস্ত করতে পারে নি।

১. মগ্দলীনি মরিয়ম কবরের কাছে এসেছিলেন তাঁর চোখের জল দিয়ে খ্রীষ্টের দেহ ধুয়ে দেবার জন্য। তিনি কবরের কাছে গিয়েছিলেন কাঁদবার জন্য এবং যে সুগন্ধি মশলা তিনি তৈরি করেছিলেন তা খ্রীষ্টের দেহে মাখিয়ে দেবার জন্য। কবর এমন একটি ঘর যেখানে মানুষের পরিচর্যা করা যায় না। যারা সজীব প্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তারা এই স্থানে মৃতদের মধ্যে পড়ে থাকে। যাদের প্রতি আমাদের গভীর ভালবাসা থাকে তাদের কবর আমাদের কাছে অবশ্যই প্রিয় বলে মনে হবে। বিশেষভাবে এটি দুর্বল এবং ভীত স্ত্রীলোকদের জন্য ভয়ানক বিষয় হবে। তাঁর এত বেশি শক্তি এবং সামর্থ্য ছিল না যে, কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে ফেলেন। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কি তিনি কবরের মধ্যে প্রবেশ করার দাবী করতে পারেন? কবর এবং মৃতদেহের জন্য যা অবশ্য করণীয় তার চেয়ে বেশি কিছু করার ব্যাপারে যিহূদী ধর্ম তাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। মগ্দলীনি মরিয়ম খ্রীষ্টের কবরের কাছে এসে এমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং সম্ভবত অন্যান্য শিষ্যরা কবরের কাছে এসেছিলেন খ্রীষ্টের দেহ চুরি করে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে, অনেকেই এই রকম সন্দেহ করছিল। এর দ্বারা কি তিনি তাঁর প্রতি প্রকৃত পরিচর্যা করতে পারতেন? কিন্তু প্রভুর প্রতি তাঁর ভালবাসা এই সব কিছুর উত্তর প্রদান করে আর এই রকম হাজার বাধার মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্টের কাছ থেকে কোন সাহায্য না পেলেও আমরা যাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারি সেই সব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

(২) খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা আমাদের মৃত্যু এবং কবরের ভয় থেকে মুক্ত রাখে। যদি আমরা ঘন অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারি যদি ঐ অবস্থায়ও খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা স্থির থাকে তাহলে আমরা কোন অমঙ্গলের ভয় করবো না।

২. কবরের কাছে আসার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসতে পারেন।

(১) সপ্তাহের প্রথম দিন, খুব তাড়াতাড়ি যেন বিশ্রামবার অতিবাহিত হয় এই জন্য তিনি খুব অধীর হয়েছিলেন। তবে *বাজারে গম বিক্রি করার জন্য নয়* (আমোষ ৮:৫), কিন্তু কবরে যাতে আসতে পারেন এই জন্য। যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসেন তারা তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসার সাক্ষ্য রাখার জন্য প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেন। এটি ছিল খ্রীষ্টিয়ানদের প্রথম বিশ্রামবার এবং মগ্দলীনি মরিয়ম এই বিশ্রামবার অনুযায়ী খ্রীষ্ট কি অবস্থায় আছেন তা জানার জন্য কবরের কাছে এসেছিলেন। এর আগের দিন তিনি বিশ্রামবারের কাজ করার জন্য ব্যয় করেছিলেন, ফলে সেদিন তিনি এই কবরে আসতে পারেন নি, কিন্তু এখন তিনি খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে পরিত্রাণ এসেছে সেই পরিত্রাণের কাজ অনুসন্ধান করার জন্য খ্রীষ্টের কাছে এসেছেন।

(২) তিনি খুব ভোরে এসেছিলেন, তখনও অন্ধকার ছিল। এত ভোর হলেও তিনি কবরে আসার জন্য যাত্রা করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টকে এইভাবে খোঁজেন তারা অবশ্যই শীঘ্র তাঁর দেখা পাবেন। এর অর্থ হল:

[১] অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজতে হবে। এই খোঁজার ব্যাপারে এমন যত্নশীল হতে হবে যে, ঘুম বর্জন করতে হবে। খুব ভোরে উঠতে হবে এই ভয়ে যে, পাছে তাঁকে হারিয়ে ফেলেন।

[২] খুব পরিশ্রম সহকারে তাঁকে খুঁজতে হবে। খ্রীষ্টকে পাওয়ার জন্য আমাদের নিজেদের অস্বীকার করতে হবে এবং নিজেদের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে হবে।

[৩] উপযুক্ত সময়ে খুঁজতে হবে। আমাদের দিনের একেবারে প্রারম্ভে, প্রতিদিন খুব ভোরে। যে দিনটি খুব সুন্দরভাবে আরম্ভ করা যায় সেই দিনটি ভালভাবে শেষ হয়। যারা গভীর অন্ধকার থাকলেও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে খ্রীষ্টের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন তাদেরকে খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানার জন্য এমন আলো প্রদান করা হবে, যে আলো ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকবে।

৩. তিনি দেখতে পেলেন কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। ইতোপূর্বে তিনি কবরের মুখে বড় একটি পাথর গড়িয়ে দিতে দেখেছিলেন। এখন লক্ষ্য করুন:

(১) এই বিষয়টি তাঁকে খুব বিস্মিত করেছিল, কারণ এই বিষয়ে তাঁর খুব কম আশা ছিল। তিনি ভাবতে পারেন নি এমন ঘটনা ঘটতে পারে। খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু হল জীবনের উৎস। তাঁর কবর হল পরিত্রাণের একটি উৎস। যদি আমরা বিশ্বাসে এর কাছে আসি, যদিও মাংসিক অন্তরে এই উৎস বন্ধ থাকে, তবুও আমরা দেখতে পাব যে, পাথর সরিয়ে ফেলা হয়েছে (পয়দায়েশ ২৯:১০) এবং এর কাছে আসার জন্য দ্বার থাকবে উন্মুক্ত। যারা সময় নষ্ট না করে খুব দ্রুত এবং প্রথম সুযোগে খ্রীষ্টের অন্বেষণ করেন তারা বিস্ময়কর আনন্দের দ্বারা বার বার উৎসাহিত হন।

(২) এটি ছিল মহিমান্বিত আবিষ্কারের শুরু। প্রভু পুনরুত্থিত হয়েছেন, যদিও তিনি প্রথমে এভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। লক্ষ্য করুন:

[১] যারা খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসায় স্থির থাকেন এবং তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত যত্নের সহিত অনুসন্ধান করেন তারা সাধারণত স্বর্গের অনুগ্রহের প্রথম এবং মধুর আস্বাদ পেয়ে থাকেন। মগ্দলীনি মরিয়ম যিনি খ্রীষ্টের অবনমন পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করেছেন, তিনি খ্রীষ্টের উন্নত অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রথমে সাক্ষাৎ করেছেন।

[২] ঈশ্বর সাধারণ ক্রমাগতভাবে আমাদর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। আমাদের প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তোলার জন্য এবং আমাদের অনুসন্ধানকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য।

খ. মগ্দলীনি মরিয়ম দেখতে পেলেন কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরানো রয়েছে। এটি দেখে তিনি দেরি না করে তাড়াতাড়ি পিতর এবং যোহনের কাছে ছুটে গেলে, যারা গ্রামের এক প্রান্তে সম্ভবত এক সঙ্গে বাস করতেন। কবর থেকে ঐ স্থান খুব বেশি দূরে ছিল না। তিনি তাঁদের এই সংবাদ দিলেন, "লোকেরা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে। এত চমৎকার কবরে সম্মানের সাথে সমাহিত করার জন্য তারা হিংসাবশত প্রভুকে নিয়ে গেছে, তাঁকে কোথায় রেখেছে তা আমরা জানি না। কোথায় তাঁকে পাব জানি না। তাঁকে পেলে তাঁর দেহের প্রতি আমাদের অসমাপ্ত শ্রদ্ধার কাজগুলো করতে পারতাম।" এখানে লক্ষ্য করুন:

১. মগ্দলীনি মরিয়ম যা দেখে এই রকম বিশ্বাস বা ধারণার কথা প্রকাশ করেছেন। যিনি দেখেছিলেন কবরের মুখের পাথরখানা নেই। তিনি কবরের মধ্যে তাকালেন এবং দেখলেন কবর শূন্য। এই শূন্য কবর দেখে প্রথমে যে চিন্তা মাথায় আসে তা হল প্রভু নিশ্চিতভাবেই পুনরুত্থিত হয়েছেন। কারণ তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তিনি ক্রুশোরোপিত হবেন। তাঁরা সম্প্রতি দেখতে পেয়েছিলেন যে, বাস্তবিক খ্রীষ্ট ক্রুশারোপিত হয়েছেন। তিনি এই কথা যোগ করেছেন যে, "তিন দিনের দিন তিনি আবার জীবিত হবেন"। যখন তিনি কবরের দিকে আসছিলেন অথবা কবরের কাছে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন নিশ্চয়ই তিনি সেখানে যে এক মহা ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে তা বুঝতে পেরেছিলেন। এখানে এসে যখন তিনি কবর খালি দেখতে পেলেন, তখনও কি পুনরুত্থানের চিন্তা তাঁর মাথায় একবারের জন্যও আসে নি? কোন অনুমান বা কোন সন্দেহ কি তাঁর মনে উঁকি দেয় নি? তাই কবরের মুখ থেকে পাথর সরানো দেখে তাঁর মনে এমন অদ্ভুত ধারণা জন্মেছিল যে, খ্রীষ্টের দেহকে চুরি করে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন, যখন আমরা কোন ঘটনার সম্মুখীন হই যা আমাদের কাছে মেঘাচ্ছন্ন এবং অন্ধকার দিনের মত মনে হয় তখন আমাদের নিবুর্দ্ধিতা এবং অমনোযোগিতার কারণে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ি। পরবর্তীতে আমরা এর সত্য জানতে পারি এবং তখন আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, আমরা প্রকৃত বিষয় থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। তাঁর মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, লোকেরা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে। হয় মহা পুরোহিত প্রভুকে নিয়ে গেছেন এবং তাঁকে একটি অত্যন্ত খারাপ জায়গায় রেখেছেন, অথবা যিহূদীদের দুষ্ট পরিকল্পনা যাতে বাস্তবায়িত না হয় এই বিবেচনা করে যোষেফ এবং নীকদীম হয়তো অন্য কোথাও প্রভুর মৃতদেহ সরিয়ে রেখেছেন। তিনি যা কিছু সন্দেহই করুন তাতে এই বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অত্যন্ত শোকাহত এবং হতাশ হয়েছিলেন যে, তাঁর প্রভুর মৃতদেহ নেই। অন্য দিকে যদি তিনি কবর শূন্য হওয়ার অর্থ যথার্থভাবে বুঝতে পারতেন তাহলে তাঁর জন্য এর চেয়ে মহা আনন্দের বিষয় আর কিছুই হতে পারতো না। লক্ষ্য করুন, দুর্বল বিশ্বাসীরা প্রায়ই যা আশার প্রকৃত ভিত্তি এবং যা প্রকৃত আনন্দের বিষয় তাতে অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন। আমরা যে বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করি অন্যরা হয়তো সেই বিষয়ে পার্থিব সুখ লাভ করে, আমরা জানি না কীভাবে এর প্রতিকার করা যাবে। আমাদের জীবনের অস্থায়ী দুঃখগুলো দূর করা প্রয়োজন এবং আমাদের জীবনের প্রকৃত আনন্দ আমাদের আত্মানী পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সম্ভব তা আমাদের উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

২. পিতর এবং যোহনের কাছে এই বিষয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন। মগ্দলীনি মরিয়ম নিজেই এই বিষয়ে হতাশাগ্রস্থ এবং দুঃখার্ত হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি এমনভাবে কথা বলেছিলেন যে, তাতে ঐ দুইজন শিষ্যের হতাশাগ্রস্থ এবং দুঃখার্ত হয়ে পড়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, প্রকৃত বিশ্বাসীদের কথাবার্তার ফলে কোন দুঃখের সংবাদের মধ্যেও শান্তি ও সান্ত্বনা বয়ে আনতে পারে। এখানে দেখুন, পিতর যদিও তাঁর প্রভুকে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। এর দ্বারা তিনি তাঁর অনুতাপকে অকপটভাবে প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি দেখিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্ট যাদের ভালবাসতেন তিনি সেই

শিষ্যদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং এই শিষ্যরা আগের সতই পিতরের সঙ্গে আন্তরিকতা বজায় রেখেছেন। তাঁর পতন সত্ত্বেও তিনি নম্রতার সঙ্গে অনুতাপ করেছিলেন এবং আবার নিজেকে খ্রীষ্টের শিষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আমরা এই শিক্ষা পাই, নম্রতার মধ্য দিয়ে দোষ স্বীকার করলে প্রভু আমাদের আবার উজ্জীবিত করে তুলবেন। যদি ঈশ্বর তাদের এই অনুতাপের অন্তর গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে কেন আমরা অনুতাপ করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করব না?

গ. মগ্দলীনি মরিয়ম পিতর এবং যোহনকে যা বলেছেন তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁরা দ্রুতবেগে কবরের কাছে দৌঁড়ে গেলেন এবং তাঁরা চাইলেন যেন তাঁরা আরও নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারেন, পদ ৩,৪। কেউ কেউ মনে করেন যখন মগ্দলীনি মরিয়ম এই সংবাদ পিতর এবং যোহনকে দিয়েছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে অন্য শিষ্যরাও ছিলেন, কারণ তাঁরা কবর থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারো জন শিষ্যদের এই কথা জানিয়েছিলেন (লূক ২৪:৯)। আবার কেউ কেউ মনে করেন অন্য যে স্ত্রীলোকেরা ছিলেন, তাঁরা অবশিষ্ট শিষ্যদের তাদের দেখা ঘটনার কথা বলেছিলেন। তবুও খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে এই দুই শিষ্য, যারা খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে প্রথম দু'জন শিষ্য ছিলেন এবং প্রায়ই খ্রীষ্টের সাহচার্যে ছিলেন, সেই পিতর এবং যোহন ছাড়া অন্য কোন শিষ্য কবরের কাছে যান নি। শিষ্যরা এক সঙ্গে প্রায় সব সময় খ্রীষ্টের সাথে থাকলেও আমরা এখানে দেখতে পাই, মাত্র অল্প সংখ্যক শিষ্য মগ্দলীনি মরিয়মমের কথায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই দুই জন শিষ্য কেবল এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং অতি দ্রুত তাঁরা খ্রীষ্টের অবস্থা দেখার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। আমাদের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমাদের দায়িত্ব হল প্রভুর সম্পর্কে আরও গভীর অনুসন্ধান করা এবং ভাল কাজ করার জন্য তৎপর হওয়া।

১. অন্যদের অভিজ্ঞতা এবং মন্তব্য শুনে আমরা কোন ভাল বিষয়কে কীভাবে বিচার করি তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন মগ্দলীনি মরিয়ম শিষ্যদের এই চমৎকার সংবাদটি দিয়েছিলেন, তাঁরা কোন গুরুত্ব দেননি। তাঁরা এই সংবাদটি হাস্যকর বলে মনে করেছিলেন। কেবল ঐ দুইজন শিষ্য ছাড়া আর কোন শিষ্য কবরের কাছে ছুটে যান নি। তাঁদের নিজের চোখে তা দেখার জন্য কোন আগ্রহ সৃষ্টি হয় নি। অন্যরা কি এই সংবাদ শুনে ছুটে গিয়ে সংবাদটির সত্যতা যাচাই করে সান্ত্বনা লাভ করতে পারতেন না? আমাদের দায়িত্ব হল সংবাদের সত্যতা যাচাই করে সান্ত্বনা এবং আনন্দ লাভ করা।

২. আমাদের বন্ধুদের উদ্বিগ্নতা এবং ভীত হওয়ার বিষয়টি আমাদের গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক যেন তারা সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন। পিতর এবং যোহন দ্রুত ছুটে গিয়েছিলেন কবরের কাছে, যেন কি ঘটেছে তা দেখে এবং নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারলে সেই সংবাদ মগ্দলীনি মরিয়মকে দিতে পারেন। যখন খ্রীষ্টের অনুসারীরা কোন বিষয়ে ভীত হয়ে পড়েন কিংবা কোন বিষয়ে তাদের দুর্বলতা থাকে, তখন তাদের মন থেকে এই ভীত ভাব দূর করা এবং দুর্বলতা দূর করার জন্য আমাদের অনিচ্ছুক হওয়া উচিত হবে না।

৩. কীভাবে দ্রুত ভাল কাজ করা উচিত তা আমরা এখানে দেখতে পাই। আর আমরা কীভাবে ভাল কাজ করার জন্য তৎপর হব, তাও আমরা এখান থেকে শিখতে পেরেছি।

পিতর এবং যোহন নিজেদের আরাম-আয়েশের কথা ভাবেন নি এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁরা দ্রুত ছুটে গিয়েছিলেন কবরের কাছে। তাঁরা দেখাতে চাইলেন যে, তাঁদের প্রভুর প্রতি তাদের প্রচণ্ড ভালবাসা রয়েছে এবং তাঁর কি হয়েছে তা জানার জন্য তাঁদের গভীর আগ্রহ রয়েছে। তাঁরা তাঁদের প্রভুর প্রতি এই ভালবাসা দেখাবার জন্য আদৌ সময় নষ্ট করতে চান না। যদি আমরা ঈশ্বরের আদেশের পথে থাকি তবে আমাদের উচিত সেই পথেই দাঁড়ানো।

৪. দেখুন, ভাল কাজে ভাল সঙ্গীর ফল কত ভাল হয়। সম্ভবত অন্য শিষ্যরা একা একা কবরের কাছে যেতে সাহস করেন নি। কিন্তু এই দুই জন এক সঙ্গে ছুটে গিয়েছিলেন এবং এতে কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় নি (উপদেশক ৪:৯)।

৫. দেখুন, উত্তম কাজ করে প্রভুর গৌরব করার জন্য একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য শিষ্যরা কীভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। যদিও যোহন আগে দৌড়ে কবরের কাছে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই আগে যাওয়ার মধ্যে তাঁর কোন মন্দ ইচ্ছা ছিল না। আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব উত্তম কাজ করার জন্য, যারা আমাদের চেয়ে ভাল কাজ করবে আমরা যেন তাদের হিংসা না করি, কিংবা যারা আমাদের পরে এসেও ভাল কাজ করবে তাদের প্রতি যেন আমরা ঈর্ষান্বিত না হই।

(১) খ্রীষ্ট যাকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন, সেই অন্য শিষ্য আগে আগে দৌঁড়ে কবরের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসার অনুভূতি এবং আমাদের মধ্যে তাঁর দয়ার ভালবাসা জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন তাতে আমরা তাঁর অনুগ্রহে পূর্ণ হতে পারব। খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের আরও উত্তম কাজে আবদ্ধ করে রাখতে সক্ষম হবে।

(২) যিনি তাঁর আদেশ মানতে অস্বীকার করেছিলেন এবং এই আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং লজ্জিত হয়েছিলেন, যোহন সেই শিষ্যকে পিছনে ফেলে কবরের কাছে দৌঁড়ে চলে গিয়েছিলেন। অপরাধের অনুভূতি আমাদের বাধা দিয়ে রাখে এবং ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিরুৎসাহিত করে। যখন বিবেক অসাড় হয়ে পড়ে আমরা আমাদের ভিত্তি হারিয়ে ফেলি।

ঘ. পিতর এবং যোহন কবরের কাছে এসে অনুসন্ধান চালিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হলেন।

১. মগ্দলীনি মরিয়ম কবরের ভিতর যতটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যোহন তাঁর চেয়ে বেশি কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি।

(১) তিনি কৌতূহলবশত কবরের মধ্যে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে, কবরটি শূন্য। তিনি নিচু হয়ে কবরের মধ্যে তাকিয়ে দেখলেন। যারা খ্রীষ্টের সম্পর্কে জানতে চান, তাদের অবশ্যই নিচু হতে হবে এবং ভিতরে তাকাতে হবে। নম্র অন্তরে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে এবং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাকাতে হবে।

(২) তবুও তাঁর কবরের মধ্যে ঢোকার সাহস হল না। উ“ভালবাসা সব সময় সাহসকে

প্রকাশ করতে পারে না। অনেকে দ্রুত ধর্মের কাজে ছুটে যান বটে কিন্তু তারা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করেন না।

২. পিতর যদিও শেষে এসেছিলেন কিন্তু আগে চলে গিয়েছিলেন এবং যোহন যা আবিষ্কার করেছিলেন তার চেয়ে আরও যথার্থ বিষয় আবিষ্কার করেছিলেন (পদ ৬,৭)। যদিও যোহন তাঁকে ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি এই জন্য ফিরে আসেন নি বা তিনি থমকে দাঁড়িয়ে যান নি। কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব তিনি দৌড়ে গিয়েছিলেন। যখন যোহন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কবরের ভিতরে তাকিয়ে দেখছিলেন তখন পিতর এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে কবরের মধ্যে ঢুকলেন।

(১) পিতরের সাহসিকতার বিষয় এবং ঈশ্বর কীভাবে তাঁর দান বিভিন্ন উপায়ে বিতরণ করে থাকেন তা লক্ষ্য করি। যোহন দৌঁড়ে পিতরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পিতর সাহসিকতায় যোহনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি কদাচিৎ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, যা দায়ূদ তাঁর কবিতায় শৌল এবং যোনাথন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন "তাদের গতি ছিল ঈগল পাখির চেয়েও বেশি আর শক্তিও ছিল সিংহের চেয়েও অনেক" (২ শমূয়েল ১:২৩)। কয়েকজন শিষ্য ছিলেন খুব তৎপর এবং যারা দুর্বল ছিলেন তাদের উদ্দীপিত করার জন্য তাঁরা ছিল অত্যন্ত সহায়ক। অন্যরা ছিলেন শিষ্য, এঁরা যারা ভীতু প্রকৃতি তাদের সাহস যোগাবার জন্য খুব উপকারী ছিলেন। অনুগ্রহের দান নানা প্রকার ছিল, কিন্তু পবিত্র আত্মা এক। কবরের মধ্যে পিতরের সাহসিকতা আমাদের শিক্ষা দেয়:

[১] যারা খ্রীষ্টকে আন্তরিকভাবে অন্বেষণ করেন তারা যা ভীতিজনক তা দেখে এবং নির্বোধের মত কল্পনা করে ভীত সন্ত্রস্ত হন না। "রাস্তায় সিংহ আছে, কবরের মধ্যে মন্দ-আত্মা আছে।"

[২] বিশ্বাসীদের কবরের ভয় পাবার কোন প্রয়োজন নেই, যখন খ্রীষ্ট তাঁর মধ্যে থাকেন; কারণ তাঁর মধ্য ভীতিপূর্ণ কোন কিছু থাকতে পারে না। এটি ধ্বংসের গহ্বর নয়। সেখানে মৃত্যুর কোন কীট থাকে না। আমরা এই জন্য তাতে আসক্ত হব না কিন্তু তা জয় করব। মৃত দেহকে ভয় করাকে আমরা প্রতিহত করব। কবরের মধ্যে একাকী ঢোকার জন্য আমরা কোন ভয় করব না। মনে রাখতে হবে আমরা অবশ্যই মারা যাব এবং আমাদের কবরে যেতে হবে। মৃত্যু এবং কবর তখন আমাদের কাছে আপন মনে হবে। মনে হবে আমাদের নিকট আত্মীয় (ইয়োব ১৭:১৪)।

[৩] আমাদের অবশ্যই কবরের মধ্যে স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টের কাছে যেতে হবে। এই পথেই তিনি মহিমান্বিত হয়েছিলেন এবং একইভাবে আমরাও হতে পারব। আমরা ঈশ্বরের মুখ দেখতে সক্ষম হব না কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেখতে পাব (ইয়োব ১৯:২৫)।

(২) কবরের মধ্যে যা তিনি বিন্যস্ত অবস্থায় দেখেছিলেন তা লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট তাঁর কবর বস্ত্র সেখানে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন। তিনি কি কাপড়ে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন তা আমাদের বলা হয় নি; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, তিনি কবর বস্ত্র নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন নি। তিনি কবর বস্ত্রগুলো এক পাশে আলাদাভাবে রেখেছিলেন।

প্রথমত, তিনি আবার মৃত্যুবরণ করার জন্য জীবিত হন নি। তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব ছিল না (রোমীয় ৬:৯)। লাসার কবর বস্ত্র সহ কবর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন, কারণ তিনি পরবর্তী সময় আবার তা পরিধান করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছিলেন অনন্ত জীবনের জন্য। তিনি কবরের মধ্য থেকে চিরকালের জন্য উত্থিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, কারণ তিনি গৌরবের বস্ত্র পরিহিত হবার জন্য উত্থাপিত হয়েছেন। এই জন্য ঐ কবর বস্ত্রগুলো এক পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন। পৃথিবীতে যেভাবে কাপড়ের প্রয়োজন হয়, স্বর্গে সেভাবে কাপড়ের আবশ্যকতা নেই। স্বর্গে আরোহণ করা ভাববাদী গণ তাদের অগ্নিকুণ্ডকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, পাপের মৃত্যু থেকে তিনি ধার্মিকতার জীবনে উত্থিত হয়েছিলেন বলে আমরা আমাদের কবর বস্ত্র পিছনে ফেলে রাখতে সক্ষম হব। আমাদের সমস্ত পাপ পিছনে ফেলে রাখতে পারব।

চতুর্থত, খ্রীষ্ট কবর বস্ত্র কবরের মধ্যে পরিত্যাগ করেছিলেন, কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে, কবর হল বিশ্বাসীদের কাছে বিছানা স্বরূপ। তিনি তাদের জন্য এটি প্রস্তুত করেছেন। তিনি রুমালখানি রেখেছিলেন যারা অপেক্ষাকৃতভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে তাদের চোখের জল যেন মুছিয়ে দিতে পারেন।

[২] কবর বস্ত্র সুন্দরভাবে গোটানো ছিল এবং এতে প্রমাণ হয় যে, তাঁর দেহ কেউ চুরি করে নিয়ে যায় নি। কবরের চোরেরা দেহকে রেখে কাপড়গুলো নিয়ে যেত। কিন্তু কেউ কাপড় ফেলে রেখে দেহকে নিয়ে যাবে না, বিশেষ করে যদি কবর বস্ত্র সূক্ষ্ম সুতি এবং নতুন কাপড় হয় (মার্ক ১৫:৪৩)। যদি কেউ মৃত দেহকে চুরি করে, তবে উলঙ্গ অবস্থায় নেওয়ার চেয়ে বরং কাপড় পরিধান করা অবস্থায় চুরি করাকেই শ্রেয় মনে করবে। অথবা যদি কেউ দেহকে চুরি করে নিয়ে যেতে চায় এবং কাপড় রেখে যেতে চায় তবে সে কখনোই সূক্ষ্ম সুতির কাপড়কে এইভাবে পরিপাটি করে রাখবে না।

(৩) দেখুন, কীভাবে পিতরের সাহসিকতা যোহনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি উৎসাহিত হলেন এবং সাহসপ্রাপ্ত হলেন (পদ ৮)। তিনি কবরের ভিতর ঢুকলেন, সব কিছু দেখলেন এবং বিশ্বাস করলেন। মরিয়ম যা বলেছিলেন অর্থাৎ লোকেরা তাঁর প্রভুর দেহ চুরি করে নিয়ে গেছে কেবল এই কথার জন্য বিশ্বাস করেছিলেন তা নয় (তাঁর কথায় যোহনের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে নি), কিন্তু এখন তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন যে যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। যদিও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল দুর্বল এবং দোদুল্যমান।

[১] যোহন পিতরকে সাহসের সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যদি পিতর আগে কবরের ভিতর না ঢুকতেন তাহলে তিনি একাকী কবরের ভিতর ঢুকতেন না। মনে রাখা প্রয়োজন, অন্যদের সাহসের ফলে কেউ যদি ভাল কাজের জন্য উৎসাহিত হয় তা হবে উত্তম একটি বিষয়। অন্যদের দৃঢ় সঙ্কল্প এবং সাহস দেখার ফলে অনেকের মন থেকে ভয় ভীতি দূর হয়ে যেতে পারে এবং বিপদ কিংবা জটিলতা থাকলে তা দূর হয়ে যেতে

পারে। সম্ভবত যোহনকে তৎপর হতে দেখে পিতর দ্রুত দৌড়েছিলেন। কিন্তু এখন পিতরের সাহস যোহনকে আরও বেশি সাহসী করে তুলল। অন্য কোন কিছু বা অন্য কেউ অথবা অন্য কোন কাজ এমনভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে পারে নি। যদিও সম্প্রতি পিতর খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর ভালবাসার দুর্বলতাকে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু যোহন খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছিলেন, তিনি খ্রীষ্টের ক্রুশে মৃত্যুর সময় ক্রুশের কাছে খ্রীষ্টের মায়ের পাশে ছিলেন এবং খ্রীষ্টের মায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। যোহন যে কেবলমাত্র পিতরের সঙ্গী ছিলেন তা নয়, উপরন্তু তিনি পিতরকে অনুসরণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।

[২] এতে মনে হয় যে, যোহনের বিশ্বাসের শুরু হয়েছিল পিতরের বিশ্বাস করার আগে। পিতর কবরের মধ্যে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসেছিলেন (লূক ২৪:১২), কিন্তু যোহন দেখলেন এবং বিশ্বাস করলেন। দ্রুত কাজ করার জন্য মনোনিবেশের চেয়ে কার্য সম্পাদনের জন্য গভীরভাবে চিন্তা সম্ভবত দ্রুত স্বর্গীয় সত্য গ্রহণের প্রমাণ। এই বিষয়ে বিশ্বাস করতে তাঁদের এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি? সুসমাচার লেখক আমাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন (পদ ৯)। তখনও তাঁরা পবিত্র শাস্ত্র জানেন না, তার অর্থ হল, তাঁর এই কথা তাঁরা বিবেচনা করে নি এবং তা প্রয়োগ করেন নি যে, খ্রীষ্ট আবার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের দুর্বলতা দূর করতে চেষ্টা করেন নি এবং তাঁদের নিবুর্দ্ধিতাকে ধরে রেখেছিলেন। পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা তাঁকে খ্রীষ্টরূপে বিশ্বাস করেছিল। পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের প্রায়ই এই কথা বলেছেন যে, তিনি পুনরায় মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি তাদের ছিল না। এখানে লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, প্রথম অবস্থায় শিষ্যরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করতে কতটা অনুপযুক্ত ছিল। কিন্তু পরে যখন তাঁরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয় নিশ্চিত হয়েছিলেন তখন তাঁরা দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য রেখেছিলেন। যদি তাঁরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে না পারতেন তাহলে তাঁরা পরবর্তী সময় এমন দৃঢ়ভাবে জনসমক্ষে সাক্ষ্য রাখতে পারতেন না। যদি তাঁদের খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে আগ্রহ থাকত তাহলে প্রথম প্রমাণেই তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারতেন। কিন্তু এই পুনরুত্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তাঁদের পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের দর্শন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যদি প্রথমেই তাঁরা তাঁদের স্মরণশক্তিকে প্রখর করতেন তাহলে খ্রীষ্ট তাঁদের যা বলেছিলেন সেই অনুযায়ী তাঁরা শূন্য কবর দেখে তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার সমর্থন পেতেন। আমরা দেখতে পেয়েছি যে তাঁরা হতাশাগ্রস্থ ছিলেন। এই পুনরুত্থান তাঁদের কাছে অদ্ভুত বিষয় বলে মনে হয়েছে। তাঁদের চিন্তা থেকে এটি অনেক দূরে ছিল। পিতর এবং যোহন অনেক লজ্জিত হয়েছিলেন এই কারণে যে, প্রথমে তাঁরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেন নি। পরবর্তী সময় বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে তাঁরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন বলে। এর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছিল যে, তাঁরা ছিলেন সৎ লোক, যারা অন্যদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করেন নি। উপরন্তু তাঁরা ছিলেন সতর্ক লোক, যারা কখনো অন্যায় সুযোগ

গ্রহণ করেন নি।

দ্বিতীয়ত, তাঁদের খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস করতে এমন বিলম্ব হওয়ার কারণ। কারণ তখন পর্যন্ত তাঁরা পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিল না। সম্ভবত সুসমাচার লেখক অন্যদের মধ্যে তাঁর নিজের দোষ স্বীকার করেছিলেন। তিনি এই কথা বলেন নি যে, "কারণ তখনও খ্রীষ্ট তাদেরকে দেখা দেন নি, তখনও তিনি তাদেরকে তাঁর হাত দেখান নি এবং কুক্ষিদেশ দেখান নি," কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন, "তখনও পবিত্র শাস্ত্র বুঝবার মত বুদ্ধি খ্রীষ্ট তাঁদের খুলে দেন নি" (লূক ২৪:৪৪,৪৫), কারণ এটি ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা।

৩. পিতর এবং যোহন তাদের অনুসন্ধান আর দীর্ঘায়িত করলেন না। তাঁরা বিরত থাকলেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ঢেউয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন (পদ ১০): এরপর শিষ্যরা ফিরে গেলেন। তাঁরা তাঁদের ঘরে চলে গেলেন, *Pros heautous* – তাঁদের নিজেদের বন্ধু এবং আপনজনের কাছে। অবশিষ্ট শিষ্যরা তাঁদের নিজ নিজ ঘরে চলে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁদের যিরূশালেমে আর কোন বাসস্থান ছিল না। তাঁরা ফিরে গিয়েছিলেন, কারণ:

(১) তাঁরা সন্দেহ করেছিলেন যে, খ্রীষ্টের দেহ চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এই কারণে তাঁরা অত্যন্ত ভীত ছিলেন। অথবা তাঁদের বিশ্বাসের উন্নতির পরিবর্তে তাঁর দেহ চুরি করে নেওয়া হয়েছে তাঁদের দোষারোপ করার জন্য। তাঁরা যদি সতর্ক থাকেন তাহলে তাঁরা নিরাপদ থাকতে পারবেন। অত্যন্ত সমস্যা সঙ্কুল অবস্থায় একজন ভাল মানুষের পক্ষে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করা বাস্তবিক যথেষ্ট কঠিন।

(২) যেহেতু তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, তাই তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না যে, এরপর তাঁরা কি করবেন, কিংবা যা তাঁরা দেখেছেন সেই প্রেক্ষিতে কি করা উচিত। আর এই জন্য কবরের কাছে থাকার সাহস তাঁদের ছিল না। তাঁরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ঈশ্বর তাঁদের কাছে সত্য প্রকাশ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন, যা ছিল তাঁদের দুর্বলতার দৃষ্টান্ত।

(৩) সম্ভবত তাঁরা অবশিষ্ট শিষ্যদের কাছে ফিরে আসলেন, যাতে করে তাঁরা যা কিছু দেখেছেন এবং করেছেন তার বর্ণনা দিতে পারেন। সম্ভবত তাঁরা সকলের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা মিলিত হয়ে আলোচনা করছিলেন, ঐ সময় যীশু তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। এটি লক্ষ্যণীয় যে, পিতর এবং যোহন কবরের কাছে আসার আগেই স্বর্গদূতরা কবরের মুখের পাথর সরিয়ে রেখেছিলেন। প্রহরীরা ভীত হয়েছিল, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা বিস্মিত হয়েছিলেন এবং শিষ্যরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কবরের কাছে চলে গিয়েছিলেন। মগ্দলীনি মরিয়ম কবরের কাছে দুইজন স্বর্গদূতকে দেখেছিলেন (পদ ১২), অথচ পিতর এবং যোহন কিছু পরে কবরের ভিতর ঢুকেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কবরের ভিতর কাউকে দেখতে পান নি। আমরা এতে কি বুঝতে পারি? যখন পিতর এবং যোহন কবরের ভিতর ঢুকেছিলেন তখন স্বর্গদূতরা কোথায় ছিলেন?

[১] স্বর্গীয় নির্দেশ অনুযায়ী স্বর্গদূতরা নিজেদের অদৃশ্য করে রাখেন কিংবা নিজেকে প্রকাশ করেন। সম্ভবত তাঁরা সেখানে ছিলেন, কিন্তু নিজেদেরকে অদৃশ্য করে রেখেছিলেন। কেবল তাই নয়, একই সময় তাঁরা একজনকে দেখা দিয়েছিলেন কিন্তু শিষ্যদেরকে দেখা দেন নি (গণনা ২২:২৩; ২ রাজা ৬:১৭)। কীভাবে তাঁরা একবার অদৃশ্য হন, তাঁরপর অদৃশ্য হয়ে যান এবং তারপর আবার দৃশ্যমান হন? আমরা তা বুঝতে সক্ষম নই, তবে আমাদের বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করতে হবে যে এটি সম্ভব। কিন্তু এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি নিশ্চিতভাবে সম্ভব।

[২] এই অনুগ্রহ তাঁদের দেখানো হয়, যারা খ্রীষ্টের বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য ত্বরান্বিত হয় এবং তাতে স্থির থাকেন। কিন্তু তাদের অস্বীকার করা হয় যারা ক্ষণিকের জন্য পরিদর্শন করতে আসেন।

[৩] প্রেরিতেরা স্বর্গদূতদের কাছ থেকে কোন নির্দেশনা গ্রহণ করেন নি, কিন্তু অনুগ্রহের আত্মা থেকে গ্রহণ করেছেন (ইব্রীয় ২:৫)।

যোহন ২০:১১-১৮ পদ

সুসমাচার রচয়িতা মার্ক আমাদের বলেছেন যে, খ্রীষ্ট মগ্দলীনি মরিয়মকে সর্বপ্রথম দেখা দেন (মার্ক ১৬:৯)। এই দেখা দেওয়ার ঘটনা এই স্থানে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর আমরা এখানে দেখতে পাই:

ক. প্রভু যীশুর প্রতি মগ্দলীনি মরিয়মের ভালবাসার স্থিরতা এবং ব্যাকুলতা, পদ ১১।

১. যখন পিতর এবং যোহন কবরের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন, মগ্দলীনি মরিয়ম সেই সময় কবরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারণ সেই স্থানে তাঁর প্রভু শায়িত ছিলেন এবং তিনি খুব সম্ভবত খ্রীষ্ট সম্পর্কে কোন সংবাদ শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল:

(১) যেখানে খ্রীষ্টের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা থাকে সেখানে তাঁর প্রতি অবিচল আসক্তি থাকে এবং হৃদয়ের আন্তরিক প্রতিজ্ঞায় তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন। এই ভাল স্ত্রীলোকটি যদিও তিনি খ্রীষ্টকে হারিয়েছিলেন তবুও তাঁর কাছে মনে হয়েছিল যে, তিনি খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন, তাঁকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় ছিলেন এমন অনুগ্রহের জন্য যা তাঁর মনে সান্ত্বনা দান করতে সক্ষম হবে। তিনি স্থিরভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর ভালবাসা দেখিয়েছিলেন।

(২) যেখানে খ্রীষ্টের মাথে পরিচিত হবার প্রকৃত আকাঙ্খা থাকে সেখানে অনুগ্রহের স্থায়ী উপস্থিতি থাকে (হোশেয় ৬:২,৩)। তিন দিনের দিন তিনি উত্থিত হবেন। এখন আমরা পুনরুত্থানের তাৎপর্য বুঝতে পারব, যদি মগ্দলীনি মরিয়ম এখানে যা করেছেন আমরাও সেই মত কাজ করি।

২. মগ্দলীনি মরিয়ম দাঁড়িয়ে থেকে কাঁদছিলেন। তাঁর এই কান্না উচ্চরবে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসাকে প্রকাশ করছিল। যারা খ্রীষ্টকে হারিয়েছেন তাদের কাঁদবার কারণ আছে। তিনি খ্রীষ্টের তিক্ত দুঃখভোগের কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যুর জন্য

কাঁদছিলেন। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা যা হারিয়েছেন তাঁর জন্য এবং তাঁর প্রভুকে ছাড়া একা বাড়ি ফিরে যেতে হবে ভেবে তিনি কাঁদছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন কারণ, এখনও তিনি তাঁর প্রভুর দেহ খুঁজে পান নি। যারা খ্রীষ্টকে খুঁজতে চান ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে হবে (লূক ২:৪৮)। তাঁকে খুঁজতে হবে তাঁর জন্য নয়, নিজেদের জন্য।

৩. তিনি এভাবে কাঁদতে কাঁদতে নিচু হয়ে কবরের ভিতর তাকিয়ে দেখেছিলেন, যেন এমন কিছু দেখতে পান যাতে তাঁর অন্তর আনন্দে ভরে যায়। যদি আমাদের কোন জিনিস হারিয়ে যায় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই প্রথমে ঐ জিনিসটি যেখানে রেখেছিলাম সেই জায়গায় বার বার খুঁজতে থাকি এবং আমরা প্রত্যাশা করি যেন আমরা সেই জিনিসটি পেয়ে যাই। যদি তিনি সাতবারও দেখতেন তবুও তিনি উৎসাহব্যঞ্জক কিছু খুঁজে পেতেন না। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন:

(১) খোঁজার জন্য কান্না বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যদিও তিনি কাঁদছিলেন, তবুও তিনি নিচু হয়ে কবরের ভিতর তাকালেন।

(২) খুঁজে পাওয়ার জন্য যারা আকাঙ্খী তাদের অবশ্যই চোখের জল দিয়ে খোঁজ করা উচিত।

খ. কবরের মধ্যে তিনি দুইজন স্বর্গদূতর দর্শন পেলেন, পদ ১২। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. যে ব্যক্তিদের তিনি দেখেছিলেন তাঁদের বর্ণনা। তাঁরা ছিলেন সাদা কাপড় পরা দুই জন স্বর্গদূত। তাদের মধ্যে একজন খ্রীষ্টের মাথার কাছে এবং অন্য জন পায়ের কাছে বসে ছিলেন। সম্ভবত যেখানে খ্রীষ্টের দেহ শোয়ানো ছিল, সেই স্থানটি পাথর কেটে তাক বা সিঁড়ি করা হয়েছিল। আমরা এখানে দেখতে পাই:

(১) তাঁরা ছিলেন প্রকৃত স্বর্গদূত। খ্রীষ্টের মহান পুনরুত্থানের বিশেষ সংবাদ দেবার জন্য তাঁদেরকে স্বর্গ থেকে পাঠানো হয়েছিল।

[১] পুত্রকে সম্মান দেখাবার জন্য এবং তাঁর পুনরুত্থানের পবিত্র ঘোষণা দেবার জন্য। পুত্রকে আবার এই পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে, স্বর্গদূতরা তাঁকে উপস্থাপন করেছেন, ঠিক যেভাবে পুত্রের জন্মের সময় স্বর্গদূতরা উপস্থাপন করেছিলেন (ইব্রীয় ১:৬)।

[২] বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দিতে। যারা দুঃখার্ত আছে তাদের আনন্দের কথা শোনাতে এবং তাদের এই সংবাদ দিতে যে, প্রভু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং তাদের তাঁকে দেখাবার জন্য প্রস্তুত করতে।

(২) তাঁদের সংখ্যা। তাঁরা ছিলেন দু'জন। স্বর্গের বিশাল বাহিনী ঈশ্বরের প্রশংসা সহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কেবলমাত্র দুইজন সাক্ষ্য দেবার জন্য উপস্থিত ছিলেন, কারণ দুই কি তিনজনের সাক্ষ্যের ফলে কোন বিষয় সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) তাঁদের বেশভূষা। তাঁদের পোশাক ছিল সাদা। এটি এই অর্থ প্রকাশ করে:

[১] তাঁদের শুদ্ধতা এবং পবিত্রতা। মানুষ নিজ পোশাক পরা অবস্থায় স্বর্গদূতদের সামনে

দাঁড়ালে পবিত্রতা তুলনা করা যায়, তখন তাদের নোংরা পোষাক দৃষ্ট হয় (সখরিয় ৩:৩)। কিন্তু স্বর্গদূতরা নিখুঁত ও পবিত্র এবং মহিমান্বিত বিশ্বাসী। তখনই কেবলমাত্র মানুষ স্বর্গদূতর মত হয় যখন তারা পবিত্রতায় খ্রীষ্টের সঙ্গে চলে।

[২] তাঁরা এই ঘটনায় তাদের মহিমাকে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের সাদা পোষাক খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের উজ্জ্বলতাকে প্রকাশ করেছে।

(৪) তাঁদের দৈহিক অবস্থান এবং তাঁরা যেখানে বসে ছিলেন। যেখানে খ্রীষ্টকে শায়িত করা হয়েছিল, কারণ খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সংবাদ প্রদানের জন্য তাঁরা বাধ্য ছিলেন। স্বর্গদূতরা কবরের ভিতর ঢুকেছিলেন আমাদের এই শিক্ষা দেবার জন্য যে, আমরা যেন কবরকে ভয় না করি। আমরা যেন এই চিন্তা না করি যে, কবর একটি ভয়াবহ স্থান। আমরা যেন এই কথা না ভাবি যে, কবর স্বর্গ থেকে আমাদের পৃথক করবে। এটি প্রকাশ করে যে, বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গদূতদের দায়িত্ব কেবল এটি নয় যে, বিশ্বাসীদের মৃত্যু হলে তাঁকে কোলে নিয়ে অব্রাহামের কোলে বসিয়ে দেবেন। কিন্তু শেষ বিচারের সময় তিনি তাদের দেহ উত্থাপিত করবেন (মথি ২৪:৩২)। পাহারাদার স্বর্গদূতরা কবরের অধিকার রক্ষা করেন, শত্রুর ভয় দূর করে দেন, অন্ধকারের কর্তৃত্বের উপর খ্রীষ্টের কর্তৃত্বকে উপস্থাপন করেন, বিজয়ী প্রভুকে প্রকাশ করেন। স্বর্গদূতদের কখনো কখনো পাহারাদার বলা হয় (দানিয়েল ৪:২৩)। এই স্বর্গদূতরা মুখোমুখি বসে ছিলেন। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দুই কারুবীর মুখোমুখি অবস্থানের কথা (যাত্রা ২৫:১৮)। খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু ছিল মহা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। এই দুই স্বর্গদূত আগুনের তরবারি নিয়ে বসে ছিলেন না, বরং তার ছিলেন স্বর্গ থেকে আগত সংবাদবাহক, জীবনের পথের কথা বলার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে তারা এই পৃথিবীতে আসেন।

২. মগ্দলীনি মরিয়মের বেদনার্ত হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা করুণাপূর্ণভাবে এই প্রশ্ন করেছিলেন, "তুমি কেন কাঁদছ?" (পদ ১৩)। এই প্রশ্নটি করার পেছনে উদ্দেশ্যগুলো লক্ষ্য করুন:

(১) তাঁর কান্নাকে তিরস্কার করা হয়েছে: "কেন কাঁদছ, যখন তোমার আনন্দ করার সময়?" অনেকের চোখের জলের বন্যা বয়ে গিয়ে এক সময় তা শুকিয়ে যায়। কিন্তু তারা যদি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে, তাহলে তাদের ঐ কান্নার পরিবর্তে আনন্দের কারণগুলো দেখতে পাব। "কেন তুমি এক হতাশ হয়ে পড়েছ?"

(২) বিশ্বাসীদের দুঃখ স্বর্গদূতরা কতটা জানেন তা দেখাবার জন্য এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাঁদের দায়িত্ব ছিল বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা প্রদান করা। খ্রীষ্টিয়ানদের একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা উচিত।

(৩) তাঁরা দুঃখ এবং বেদনাকে আনন্দে পরিণত করবার সংবাদ দিতে যাচ্ছেন এটি বুঝাবার জন্য তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁর দুঃখ দূর করতে এবং আঘাত হৃদয় থেকে মুছে ফেলে সান্ত্বনা দান করতে চেয়েছেন।

৩. মরিয়ম তাঁর বর্তমান দুঃখের বিবরণ তাঁদের কাছে দিলেন: "আমি কাঁদছি, কারণ তারা আমার প্রভুর পবিত্র দেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। তাঁকে কোথায় রেখেছে আমি জানি না। আমি এসেছিলাম তাঁর দেহে সুগন্ধি মসলা মাখিয়ে দিতে, যা আমি বিশ্রামবারের জন্য করতে পারি নি।" একই ঘটনার বিবরণ তিনি এর আগে দিয়েছিলেন (পদ ২)। এতে আমরা দেখতে পাই:

(১) তাঁর বিশ্বাসের দুর্বলতা। যদি তাঁর সর্ষে দানার মত বিশ্বাস থাকত তাহলে এই পাহাড় দূরে সরে যেত। কিন্তু প্রায়ই আমরা অযথা কাল্পনিক চিন্তা করে নিজেদের হতবুদ্ধি করে ফেলি, যদি আমাদের ঐ বিষয়ে বিশ্বাস থাকে তাহলে আমাদের কাছে প্রকৃত বিষয় প্রকাশ পাবে। অনেক ভাল মানুষের জীবনে কখনো কখনো অন্ধকারময় অবস্থা এবং সমস্যা এসে উপস্থিত হয়। তাদের জীবনে ঐ সময় যাতে অনুগ্রহ নেমে আসে এই জন্য তাদের নম্র হয়ে বিশ্বাসে প্রভুর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের পাপের জন্য লজ্জিত হতে হবে। খ্রীষ্টের ভালবাসা তারা লাভ করতে পারবে।

(২) তাঁর ভালবাসার শক্তি। যারা খ্রীষ্টকে গভীরভাবে ভালবাসেন তাদের কখনোই হতাশাগ্রস্থ হওয়া উচিত নয়। তারা যেন মনে না করে যে, তারা খ্রীষ্টের ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছে কিংবা তাঁর সংঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তাঁর আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যর্থ হয়েছে। মগ্দলীনি মরিয়ম আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখে তাঁর অনুসন্ধান করা থেকে সরে আসেন নি। কেবল এর সম্মান নিয়ে সন্তুষ্ট হন নি। কিন্তু ক্রমাগতভাবে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। "লোকেরা আমরা প্রভুকে নিয়ে গেছে।" কেবলমাত্র স্বর্গদূতদের দেখা এবং তাঁদের হাসি দেখা যথেষ্ট ছিল না। তাঁর প্রয়োজন ছিল খ্রীষ্টের দর্শনের, যেন তাঁর প্রভুকে দেখে তিনি শান্তি এবং সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন। এই স্বর্গদূতদের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সংবাদ জানা তাঁর একটি চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ঈশ্বরের সৃষ্ট সব কিছুই অতীব সুন্দর, যেন মানুষ তা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা হল যেন মানুষের খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁকে চিরকাল ধরে রাখে। মরিয়ম খ্রীষ্টকে হারানোর ব্যথা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই তিনি নিবেদিত হয়ে খ্রীষ্টের অনুসন্ধান করে যাচ্ছিলেন। স্বর্গদূতরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন কাঁদছ?" মরিয়ম বললেন, "আমার কাঁদবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তারা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে। তাঁকে ছাড়া আমার আর কি আছে? আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন আমি কাঁদছি? আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেছেন।" এখানে আমরা দেখি, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার প্রমাণ দিতে গিয়ে যার দুঃখ ভোগ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, খ্রীষ্টের ঈশ্বরের সান্ত্বনা ও ভালবাসা পাওয়ার জন্য এবং স্বর্গের প্রত্যাশার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। কিন্তু এখন তারা দুঃখের মধ্য দিয়ে চললেও পরে সান্ত্বনা পাবে।

গ. যখন মগ্দলীনি মরিয়ম স্বর্গদূতদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং তাদের কাছে তাঁর সমস্যার কথা বলছিলেন, ঠিক তখন খ্রীষ্ট তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে দেখা দিলেন। স্বর্গদূতরা কোন উত্তর দেবার আগেই খ্রীষ্ট মরিয়মের অনুসন্ধানের জন্য তাকে সান্ত্বনা দান

করতে এগিয়ে এলেন। কারণ এখন ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেন। তিনি ছাড়া আর কেউ আমাদের তাঁর দিকে চালিত করতে সক্ষম নয়। খ্রীষ্ট কোথায় আছেন তা যদি মরিয়ম জানতেন এবং পিছন ফিরে তাকাতেন তাহলে তিনি অবশ্যই আনন্দিত হতেন। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. যারা খ্রীষ্টের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হয় না, তারা অবশ্যই প্রভুর মহিমা দেখতে পাবে। যারা তাঁকে খুঁজে বেড়ায় তাদের তিনি কখনোই এই কথা বলেন না যে, "তোমরা আমাকে বৃথা খুঁজে বেড়াচ্ছ।" "তুমি কি খ্রীষ্টকে খুঁজছ? অবশ্যই খ্রীষ্ট তোমাকে দেখা দেবেন!"

২. যারা খ্রীষ্টকে খোঁজেন তাদের তিনি দেখা দেন। প্রায়ই তাদের প্রত্যাশা অবিশ্বাসের কারণে পূর্ণ হয় না। মরিয়ম খ্রীষ্টের দেহ সমাধি হতে দেখেছেন এবং তাঁকে হারানোর জন্য দুখার্ত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি খ্রীষ্টের দিকে তাকালেন তিনি দেখলেন যে, খ্রীষ্ট জীবিত। যারা খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করেন তাদের প্রত্যাশা এবং চাহিদা অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রদান করে থাকেন। মরিয়মের কাছে আত্মপ্রকাশ নিয়ে আমরা কিছু কথা বলব।

(১) কীভাবে খ্রীষ্ট নিজেকে মরিয়মের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

[১] খ্রীষ্ট একজন সাধারণ লোকের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং মরিয়ম সেই অনুযায়ী তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, পদ ১৪। মরিয়ম স্বর্গদূতদের কাছ থেকে এমন উত্তর প্রত্যাশা করছিলেন, যাতে তাঁর দুঃখ দূর হয়ে যায়। তিনি হয়তো কোন ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন অথবা তাঁর পেছনে থাকা কোন লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি স্বর্গদূতদের সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থেকে পিছন দিকে তাকালেন এবং দেখলেন যে, খ্রীষ্ট স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ব্যক্তি যাকে তিনি খুঁজছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি খ্রীষ্ট। দেখুন:

প্রথমত, যাদের মন ভেঙ্গে গেছে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদের কাছে থাকেন (গীতসংহিতা ৩৪:১৮)। তারা খ্রীষ্টকে যতটা দূরে আছেন বলে মনে করেন তিনি তার চেয়ে আরও কাছে থাকেন। যারা খ্রীষ্টকে খোঁজেন তারা তাঁকে দেখতে না পেলেও তারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন যে, তিনি তাদের কাছেই আছেন।

দ্বিতীয়ত, যারা আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টের খোঁজ করে থাকে তারা সর্বত্র তাঁকে খুঁজে দেখে। মগ্দলীনি মরিয়ম পিছনে ফিরে তাকালেন কোন সান্ত্বনামূলক বিষয় আবিষ্কারের প্রত্যাশায়। অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যাকারীরা মনে করেন যে, স্বর্গদূতদের উঠে দাঁড়ানোর ফলে মরিয়ম পিছনে ফিরে তাকিয়েছিলেন। কারণ স্বর্গদূতরা মরিয়মকে দেখার আগেই খ্রীষ্টকে দেখেছিলেন এবং সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন। আর মরিয়ম পিছন ফেরে তাকিয়ে ছিলেন দেখার জন্য যে, কাকে স্বর্গদূতরা এমন করে গভীর ভক্তি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলে মরিয়ম তাকে বাগানের মালী বলে মনে করতেন না। প্রকৃতপক্ষে ব্যাকুল হয়ে খ্রীষ্টের খোঁজ করার জন্য সব দিকেই তিনি ঘুরে ফিরে দেখেছিলেন।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্ট সব সময় তাঁর লোকদের কাছে থাকতেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারে না, বা তারা জানে না যে, তিনিই প্রভু: "তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরলেন, আর দেখলেন, যীশু দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু চিনতে পারলেন না যে, তিনি যীশু।" খ্রীষ্ট অন্য কোন রূপ ধরে মরিয়মের সামনে উপস্থিত হন নি। হয় মরিয়ম উদাসীনভাবে খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাঁর চোখ ছিল উদ্বিগ্নতায় পূর্ণ, তিনি ভালভাবে কোন কিছু নির্ধারণ করতে পারছিলেন না; অথবা তাঁর চোখ স্থবির হয়ে ছিল, আর তাই তিনি খ্রীষ্টকে চিনতে পারেন নি; যেমন চিনতে পারেন নি ঐ দুই শিষ্য (লূক ২৪:১৬)।

[২] যীশু মরিয়মকে একটি সাধারণ প্রশ্ন করলেন এবং মরিয়ম সেই অনুযায়ী উত্তর দিলেন, পদ ১৫।

প্রথমত, তিনি মরিয়মকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তা একেবারেই স্বাভাবিক। এই প্রশ্নটি মরিয়মকে যে কেউ এই অবস্থায় জিজ্ঞেস করতেন: "কেন তুমি কাঁদছ? কাকে খুঁজছো তুমি? এত ভোরে তুমি এই বাগানে কি কাজে এসেছ? তোমার এত উৎকণ্ঠা বা উদ্বিগ্নতা কেন?" সম্ভবত লোকেরা কর্কশভাবে এই সব কথা বলতো, যেমন যোষেফ তাঁর ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দেবার আগে তাদের সঙ্গে কর্কশ স্বরে কথা বলছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পুনরুত্থানের পর খ্রীষ্টের প্রথম কথা ছিল, "কেন কাঁদছো?" খ্রীষ্টের পুনরুত্থান আমাদের দুঃখের প্রবাহকে প্রতিহত করে এবং আমাদের চোখের জলকে শুকিয়ে দিতে সাহায্য করে। এখানে লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট একটি চিহ্ন গ্রহণ করলেন।

১) তাঁর লোকদের দুঃখ এবং তাঁর উদ্বিগ্নতা, "কেন কাঁদছ তুমি?" তিনি তাদের চোখের জল একটি পাত্রে ধরে রাখেন এবং তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন তাঁর পুস্তকে।

২) তাঁর লোকদের যত্ন এবং অনুসন্ধান, "কাকে খুঁজছো তুমি এবং তোমার কি হয়েছে?" তারা যে তাঁকে খুঁজছে, এটি জানতে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এবং অবশ্যই তারা তাঁকে বলবে যে, কাকে তারা খুঁজছে।

দ্বিতীয়ত, তিনি স্বাভাবিকভাবেই খ্রীষ্টকে উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে সরাসরি উত্তর দেন নি। কিন্তু তিনি তাঁকে এই কথা বলতে পারতেন, "কেন আমাকে পরিহাস করছেন এবং আমার চোখের জলকে নিয়ে বিদ্রুপ করছেন? আপনি জানেন না, কেন আমি কাঁদছি এবং কাকে আমি খুঁজছি?" কারণ তিনি খ্রীষ্টকে বাগানের মালী মনে করেছিলেন, যাকে যোষেফ নিয়োগ দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের পরিচর্যা এবং নিয়োগ দেবার জন্য। মরিয়ম মনে করেছিলেন যে, তিনি মালী এবং তিনি খুব ভোরে বাগানে কাজ করতে এসেছেন। মরিয়ম তাঁকে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, আমায় বলুন কোথায় রেখেছেন। আমিই তাঁকে নিয়ে যাব।" এখানে দেখুন:

১) মরিয়মের ভ্রান্ত ধারণা। তিনি আমাদের প্রভুকে বাগানের মালী বলে মনে করেছিলেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন, মরিয়ম তাঁর কথায় তা প্রকাশ করেছেন। আমাদের জানা প্রয়োজন, হতাশার অন্ধকারে যারা নিমজ্জিত থাকেন তারা খ্রীষ্টকে চিনতে ভুল করেন এবং খ্রীষ্টের দয়া এবং মঙ্গলাচরণকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন।

২) মরিয়মের ভালবাসার সত্য। দেখুন, খ্রীষ্টকে খোঁজার জন্য তাঁর হৃদয় কেমন ব্যকুল হয়েছিল। যাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল প্রত্যেককেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন স্ত্রীর মত, "যাকে আমার অন্তর ভালবাসে আপনি কি তাঁকে দেখেছেন?" একজন মালীকে তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তাঁকে প্রভু বলে সম্বোধন করেছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন যে, এই মালীর কাছ থেকে তাঁর ভালবাসার মানুষের সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে পারবেন। যখন তিনি খ্রীষ্টের কথা বলছিলেন তখন তিনি খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ করেন নি। কিন্তু, "যদি আপনি তাঁকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে থাকেন" – মরিয়ম চিন্তা করেছেন যে, এই মালী খ্রীষ্ট সম্পর্কে খুব ভাল জানে যে, তাঁকে এই কাতারে সমাধিস্থ করা হয়েছে। সুতরাং কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলা হয়েছে তা সে-ই জানে। তাঁর ভালবাসার আর একটি প্রমাণ হল এই যে, যে কোন স্থানে খ্রীষ্টকে সমাধিস্থ করা হত তিনি সেই স্থান থেকে খ্রীষ্টের দেহ নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। এমন একটি দেহ, এত ওজনের সুগন্ধি মসলা বহন করা তাঁর জন্য বাস্তবিক কঠিন ছিল। তিনি যা ভেবেছেন তার চেয়ে এর ওজন অনেক বেশি ছিল। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা থাকলে একজন মানুষ তার যতটুকু সামর্থ্য তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে বলে মনে করে এবং সে যা করতে চায় তা সম্পাদন করতে কোন বাধা বা সমস্যাকে গ্রাহ্য করতে চায় না। মগ্দলীনি মরিয়ম মনে করেছিলেন যে, যিনি এমন অ বিশ্বাসজনক ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি এমন নতুন একটি কবরে থাকবেন বাগানের মালী হয়তো এটি চায় না। এই জন্য মালী হয়তো তার প্রভুর দেহ নিয়ে কোন জঘন্য স্থানে রেখেছে, যা সে উপযুক্ত বলে মনে করে। তবুও মরিয়ম তাঁর প্রভুর কথা তাঁকে বলতে ভয় পাচ্ছিলেন এবং তিনি চাচ্ছিলেন এই মালী যেন এই স্থান ছেড়ে অন্য কোন স্থানে চলে যায়। যেখানে থাকলে লোকেরা তাঁকে বোঝা বা ঝামেলা বলে মনে করে খ্রীষ্ট সেখানে অবস্থান করেন না।

(২) কীভাবে খ্রীষ্ট দূর থেকে মরিয়মকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাঁর পুনরুত্থানের অভ্রান্ত নিশ্চয়তা দিয়ে আনন্দময় চমক দিতে চেয়েছেন। যোষেফ অবশেষে তাঁর ভাইদের বলেছিলেন, "আমি যোষেফ"। একইভাবে খ্রীষ্ট এখানে মগ্দলীনি মরিয়মকে বলেছেন, এখন তিনি নিজ মহিমায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। লক্ষ্য করুন:

[১] যে ধার্মিক স্ত্রীলোকটি তাঁর চোখের জল দিয়ে খ্রীষ্টকে খুঁজছেন, খ্রীষ্ট তাঁর কাছে কীভাবে প্রকাশ করলেন (পদ ১৬): যীশু *তাঁকে বললেন, "মরিয়ম"*। খ্রীষ্ট এমনভাবে এটি উচ্চারণ করেছিলেন, যাতে মরিয়মের মনের উপর ছাপ ফেলে এবং অত্যন্ত স্নেহ এবং মমতা ভরা কণ্ঠে এবং সাধারণ যেভাবে খ্রীষ্ট তাঁকে ডাকতেন ঠিক সেইভাবে তিনি ডেকেছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁর কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করলেন। তা অবশ্য মালীর মত ছিল। খ্রীষ্ট এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে, লোকে তাঁর কথা শুনলে তাঁকে চিনতে পারবে। তাঁর কথা তিনি তাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ডেকেছেন। আলাদাভাবে তাদের সাথে কথা বলেছেন। ঈশ্বর যাদের নিজের বলে জানেন তাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ থাকে (যাত্রা ৩৩:১২)। তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কারণে তিনি তাদের নাম ধরে ডাকেন এবং এই নাম ধরে ডাকার মধ্যে রয়েছে তার প্রবল ভালবাসা। পৌলের কাছে নিজেকে তিনি তখন প্রকাশ করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর নাম ধরে ডেকেছিলেন, "শৌল, শৌল।" যখন

তিনি তাদের নাম ধরে ডাকেন, তখন তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন (গালাতীয় ১:১৬)। খ্রীষ্টের ভেড়ারা তাঁর ডাক চেনে (যোহন ১০:৪)। এই একটি ডাক "মরিয়ম"। এই রকম একটি ডাক বা কথা আমরা দেখেছি সাগরে ঝড়ের মধ্যে, যখন শিষ্যরা নিজের প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করছিলেন, তখন খ্রীষ্টের কণ্ঠ থেকে তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছিল, "এই যে আমি"। যখন আমরা তাঁর আদেশ পালন করতে সচেষ্ট হব এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি আমরা দৃষ্টি দেব তখন খ্রীষ্টের কথা আমাদের জীবনে মঙ্গল বয়ে আনবে। "এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আমাকে ডাকেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলেন।"

[২] কতটা দ্রুত তিনি এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। যখন খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "মরিয়ম, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ? তুমি এবং আমি কি পরস্পরের কাছে অপরিচিত?" মরিয়ম মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পেরেছিলেন তিনি কে। তিনি যেন বলে উঠেছিলেন, এই ডাক আমার প্রিয়তমের ডাক। তিনি পিছন ফিরে তাকালেন এবং বললেন, "রব্বুনি, আমার প্রভু।" এটি যথাযথ প্রশ্নবোধকভাবে পড়লে এইভাবে পড়তে হবে, "রব্বুনি, আপনি আমার প্রভু? হ্যাঁ, সত্যিই আপনি আমার প্রভু?" লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, যে সম্মানজনক উপাধি তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন: "আমার প্রভু, *Didaskale* – শিক্ষাদাতা প্রভু।" যিহূদীরা তাদের শিক্ষকদের ডাকে *রব্বি* বলে, যার অর্থ *মহান ব্যক্তি*। তাদের সমালোচকরা আমাদের বলেছেন যে, যদি তাদের রব্বুনি বলে ডাকা হয় তাহলে তা হবে রব্বির চেয়ে সম্মানজনক। আর এই কারণে মরিয়ম এই উপাধিটি বেছে নিয়েছিলেন এবং এই অপূর্ব সম্মানসূচক উপাধি, "আমার মহান প্রভু।" খ্রীষ্টের সঙ্গে অবাধে যোগাযোগ করার সুযোগই যে কেবল তিনি আমাদের দিয়েছেন তা নয়, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি হলেন আমাদের প্রভু। ঈশ্বরের প্রেমিক হিসেবে আমরা ভয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হই।

দ্বিতীয়ত, যে ভালবাসার সজীবতার দ্বারা তিনি এই উপাধি খ্রীষ্টকে দিয়েছিলেন। তিনি স্বর্গদূতদের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন, যেন যিনি তাঁর নিজ চোখে খ্রীষ্টকে দেখতে পান। যা খ্রীষ্টকে দেখতে বাধাগ্রস্থ করে, সেই দিক থেকে আমাদের ফিরতে হবে। যখন তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি বাগানের মালী, তখন তিনি অন্যভাবে তাঁর সাথে কথা বলার উপায় খুঁজছিলেন। কিন্তু যখন তিনি খ্রীষ্টের ডাক চিনতে পারলেন, তখন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ফিরালেন। খ্রীষ্টের ডাক শুনে যে আত্মা খ্রীষ্টের দিকে ফিরে সে আনন্দ এবং বিজয় উল্লাসে বলে উঠে আমার প্রভু। যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে, তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠে, "আমার প্রভু, আমার মহান প্রভু।"

[৩] খ্রীষ্ট আরও নির্দেশনা মরিয়মকে দিলেন (পদ ১৭): "আমাকে স্পর্শ করো না, কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার কাছে যাই নি; কিন্তু তুমি আমার ভাইদের কাছে গিয়ে তাদেরকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁর কাছে আমি ঊর্ধ্বে যাচ্ছি।"

প্রথমত, মরিয়মকে তাঁকে স্পর্শ করা এবং একান্ত আলাপ করার আকাঙ্খা থেকে বিরত

রাখলেন, "আমাকে স্পর্শ করো না, কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার কাছে যাই নি।" মরিয়ম তাঁর প্রভুকে দেখে এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, নিজেকেই ভুলে গিয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টের এই মহান মহিমায় প্রবেশের কারণে তাঁর প্রতি প্রবল ভালবাসায় তাঁকে স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ মুহূর্তে খ্রীষ্ট মরিয়মকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

১) "তুমি আমাকে এভাবে স্পর্শ করো না, কারণ আমি এখনো স্বর্গে যাই নি। খ্রীষ্ট শিষ্যদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য তাঁকে স্পর্শ না করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ২৮:৯)। মরিয়ম মনে করেছিলেন যে, তিনি লাসারের মত উত্থাপিত হয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে আগের মতোই সব সময় বাস করবেন এবং আগে তাদের সঙ্গে যেভাবে খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা বলতেন সেইভাবে কথা বলবেন। এ কারণেই খ্রীষ্টের হাত ধরে তাঁর অভ্যাসমত কথা বলার চিন্তা হয়েছিল। খ্রীষ্ট মরিয়মের এই ভ্রান্তি দূর করেছিলেন। মরিয়ম অবশ্যই খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করবেন, ভালবাসবেন, ভক্তি করবেন, তাঁর গৌরব করবেন, কিন্তু আগের মত ঘনিষ্টভাবে আলাপচারিতা এবং এক সঙ্গে অবস্থান করার বিষয় যেন প্রত্যাশা না করেন (২ করিন্থীয় ৫:১৬)। খ্রীষ্ট তাঁর শারীরিক উপস্থিতিকালীন সময়ে বোকার মত ভালবাসা দেখাতে মরিয়মকে নিষেধ করেছিলেন। তিনি মরিয়মকে উৎসাহিত করেছিলেন যেন তিনি তাঁর হৃদয়ের দিকে তাকান এবং প্রভুকে আত্মিকভাবে ভালবাসা দেখান, খ্রীষ্টের চলে যাওয়ার পর প্রভুর প্রতি এই ভালবাসা দেখাবার জন্য খ্রীষ্ট তাঁকে নির্দেশ দিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁর পুনরুত্থানের মহা আনন্দের বার্তা যেন মরিয়ম প্রকাশ করেন, যার মধ্য দিয়ে প্রভুর প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ পাবে। মরিয়ম ভেবেছিলেন তাঁর প্রভু যেহেতু পুনরুত্থিত হয়েছেন, সেহেতু তিনি নিশ্চয়ই খুব শীঘ্রই তাঁর অস্থায়ী রাজ্য স্থাপন করবেন, যে প্রতিজ্ঞা দীর্ঘকাল আগে তাদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। "না", খ্রীষ্ট বললেন, "আমাকে স্পর্শ করো না, তোমরা আমাকে ধরে রাখার বা স্পর্শ করার কোন চিন্তাই করবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে আর আগের মতো সব সময় দৈহিকভাবে থাকবো না। আমাকে আটকে রেখো না। যেহেতু এখনো আমি স্বর্গে যাই নি, তাই তুমি আমার ভাইদের কাছে যাও এবং তাদের বল যে, আমি স্বর্গে চলে যাচ্ছি।" মৃত্যুর আগে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তাঁর পুনরুত্থানের পরও তিনি এই একই কথা পুনরুক্তি করলেন যে, তিনি তাঁদের ছেড়ে এবং এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন; তিনি আর এই পৃথিবীতে থাকবেন না। এই জন্য তাঁরা যেন তাঁর দৈহিক উপস্থিতির চেয়ে তাঁর স্বর্গীয় দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য আকাঙ্খী হন এবং বর্তমান বিষয়ের চেয়ে স্বর্গীয় বিষয়ের উপর আগ্রহী হন।

২) "আমাকে স্পর্শ করো না, আমাকে এখন ধরে রাখার জন্য এখানে বসে থেকো না। আর কোন কিছু অনুসন্ধান করার জন্য আমার কাছে অবস্থান করো না, কারণ আমি এখনো উপরে পিতার কাছে যাই নি। আমি এখনই চলে যাব না। কিন্তু উপযুক্ত সময় আমি চলে যাব। আমার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যা আমার শিষ্যদের মাধ্যমে স্থাপন করতে হবে। এই কারণে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। তাই অতি দ্রুত সব স্থানে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ করতে চাই।" লক্ষ্য করুন, যখন সকাল হয়ে আসছিল, তখন যাকোবকে স্বর্গদূতকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল এবং এই সময়টি ছিল তাঁর পরিবারের প্রতি যত্ন নেবার

সময়। মরিয়ম তাঁর রব্বির কথা বলার জন্য থেকে যান নি, কিন্তু খ্রীষ্টের সংবাদ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ দিনটি ছিল ভাল কাজ করার জন্য উপযুক্ত সময়। যা করার জন্য সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন নি, কিন্তু এখন তিনি অন্যদের কাছে প্রভুর পুনরুত্থানের সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উজার করে দিলেন (২ রাজাবলি ৭:৯)।

দ্বিতীয়ত, তিনি মরিয়মকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর শিষ্যদের কাছে তিনি কী সংবাদ বয়ে নিয়ে যাবেন: "তুমি বরং আমার ভাইদের কাছে যাও এবং তাদের এই কথা বল আমি যে, কেবল পুনরুত্থিত হয়েছি তাই নয় (মরিয়ম এই কথা স্বয়ং তাঁদের বলতে পারেন, কারণ তিনি নিজ চোখে প্রভুকে দেখেছেন), কিন্তু আমি স্বর্গে চলে যাব।" লক্ষ্য করুন:

ক. কার কাছে এই সংবাদ দিতে হবে: "আমার ভাইদের কাছে গিয়ে এই কথা বল;" কারণ এভাবে তিনি তাঁদের ভাই বলে ডাকতে লজ্জিত হন না।

(ক) এখন তিনি আপন মহিমায় প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছেন, তাই অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে এখন তিনি অধিকতর ক্ষমতার দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রকাশিত হলেন। তবুও তিনি তাঁর শিষ্যদের ভাই বলে স্বীকার করলেন এবং আগের তুলনায় এখন তাঁদের প্রতি আরও বেশি ভালবাসা এবং দয়া প্রদর্শন করলেন। তিনি তাঁদের বন্ধু বলে ডেকেছিলেন, কিন্তু এখন যেভাবে ভাই বলে ডেকেছেন তা আগে কখনো ডাকেন নি। যদিও তিনি তাঁদের চেয়ে অনেক উচ্চে অবস্থান করছেন তবুও তিনি গর্বিত মনোভাব পোষণ করেন নি। কেবল তাই নয়, তাঁর এই উন্নত অবস্থা হলেও তিনি তাঁর এই দুর্বল দরিদ্র প্রিয়জনদের অবজ্ঞা করেন নি।

(খ) অদি সম্প্রতি তাঁর শিষ্যরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত কপট আচরণ করেছিলেন। যখন তিনি শত্রুদের হাতে ধৃত হন তখন তিনি তাঁদের এক সাথে অবস্থান করতে দেখেন নি। তিনি দেখেছিলেন তাঁর শিষ্যরা ঐ সময় তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন এবং পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে তিনি তাঁদের কাছে তাঁর রাগের বিষয়ে সংবাদ পাঠাতে পারতেন: "তুমি আমার বিশ্বাসঘাতকদের এবং যারা আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের কাছে যাও এবং তাদের কাছে গিয়ে এই কথা বল, আমি আর তাদের বিশ্বাস করবো না অথবা এখন থেকে আমি আর তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখব না।" না, তিনি তা বলেন নি। তিনি তাঁদের ক্ষমা করেছিলেন, তাঁদের সমস্ত আচরণের কথা ভুলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের এই বিষয়ে তিরস্কার করেন নি।

খ. কার মাধ্যমে এই সংবাদ পাঠানো হয়েছিল: মগ্দলীনি মরিয়মের মাধ্যমে, যার মধ্য থেকে তিনি সাতটি মন্দ-আত্মা বের করেছিলেন, তিনি তখন থেকে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। এটি ছিল খ্রীষ্টের প্রতি তার বিশ্বস্ত ভালবাসা এবং খ্রীষ্টের চরম দুঃখময় অবস্থার সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকার পুরস্কার। আর তাঁর শিষ্যের প্রতি ছিল এটি তিরস্কারস্বরূপ, যারা মরিয়মের মত খ্রীষ্টের এত কাছে থেকেও তাঁর মৃত্যুর সময় পালিয়ে গিয়েছিলেন, অথচ মরিয়ম খ্রীষ্টের ক্রুশের কাছে ছিলেন। মরিয়ম যেভাবে ভোরবেলা অন্ধকার এবং ভয় উপেক্ষা করে কবরের কাছে গিয়েছিলেন অন্য শিষ্যরা তাঁর মত কবরে ছুটে যান নি। মগ্দলীনি

মরিয়মই প্রথম পুনরুত্থিত খ্রীষ্টকে দেখেছিলেন আর এই সংবাদ দিতে প্রেরিতদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।

গ. এই সংবাদটি ছিলঃ "আমি উর্ধ্বে পিতার কাছে যাচ্ছি।" এই কথাগুলোর মধ্যে দুইটি প্রেমপূর্ণ সান্ত্বনার বাণী ছিল।

(ক) খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফল স্বরূপ আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তা অনির্বচনীয় অনুগ্রহপূর্ণ সম্পর্ক। এটিকে বলা হয়েছে আলো, জীবন এবং পরম সুখের অফুরন্ত উৎস। তিনি বলেছেন, "যিনি আমার ঈশ্বর এবং তোমার ঈশ্বর, আমার পিতা এবং তোমার পিতা।" এটি খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক প্রকাশ করে। যিনি লোকদের পবিত্র করেন সেই যীশু নিজে এবং যাদের তিনি পবিত্র করেন, সেই লোকেরা সকলেই ঈশ্বরের পরিবারের লোক (ইব্রীয় ২:১১)। খ্রীষ্টের এই রকম উন্নত অবস্থা এবং খ্রীষ্টের নম্রতা যেভাবে তাদের অত্যন্ত কাছে এনে একত্র করেছে তেমনি যথাযথভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের ভালবাসার বন্ধনে যুক্ত করেছে।

[ক] বিশ্বাসীদের জন্য এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিষয় হল এই যে, যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা। যাকে তিনি পিতা বলে ডাকেন, তিনি তাদেরও পিতা। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তারা খ্রীষ্টের পিতাকে নিজের পিতা বলে ডাকার অধিকার পেয়েছে। তবে খ্রীষ্টের পিতা এবং আমাদের পিতার ভিত্তির মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। খ্রীষ্ট কর্তৃক ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকার অধিকার শাশ্বত। সৃষ্টির প্রথম থেকে উভয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকার অধিকার পেয়েছি। আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে, সেই অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তাঁকে আমরা পিতা বলে ডাকতে পারছি। খ্রীষ্টের মত আমরাও ঈশ্বরকে পিতা, আব্বা বলে ডাকতে সাহসপ্রাপ্ত হয়েছি। যেহেতু ঈশ্বর খ্রীষ্টের পিতা তাঁদেরও পিতা এই জন্য তিনি তাঁদের ভাই বলে ডেকেছেন। তিনি উপরে স্বর্গে যাবার জন্য প্রস্তুত, তিনি পরামর্শদাতা হিসেবে ঈশ্বরের, অর্থাৎ তাঁর পিতার সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছেন। আর এই জন্য আমাদের এই প্রত্যাশা রয়েছে যে, তিনি আমাদের পিতার সঙ্গে আমাদের মঙ্গলের জন্য যে কোন বিষয় আলোচনা করে তা কার্যকর করবেন।

[খ] এটি খ্রীষ্টের মহা নম্রতা যে, তিনি তাঁর ঈশ্বরকে বিশ্বাসীদের এবং ঈশ্বর বলেছেনঃ "যিনি আমার ঈশ্বর, তোমাদেরও ঈশ্বর। যিনি আমার তিনি তোমাদেরও পরিত্রাণকর্তা।" ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য করবেন (গীতসংহিতা ৮৯:২৬), যেন তিনি পরিত্রাণের ঈশ্বর হতে পারেন তাদের পরিত্রাণ দেবার জন্য। নতুন নিয়মের সার কথা হল ঈশ্বর আমাদের কাছে একমাত্র ঈশ্বর হবেন, আর এই জন্য খ্রীষ্ট নিয়ম বা চুক্তির নিশ্চয়তা এবং প্রধান হয়েছেন। যিনি কার্যে পরিণত করেছেন এবং বিশ্বাসীরা তাঁর মধ্য দিয়ে কেবল আত্মানী সন্তান হয়েছেন। এই নিয়মের সম্পর্কে প্রথমে তিনি আবদ্ধ হয়েছেন, আর এভাবে ঈশ্বর তাঁর ঈশ্বর হয়েছেন, আর একইভাবে তাঁর ঈশ্বর আমাদের ঈশ্বর হয়েছেন। আমরা স্বর্গীয় স্বভাবের অংশী হয়েছি, খ্রীষ্টের পিতা হলেন আমাদেরও পিতা এবং তিনি মানবীয় স্বভাবের অংশী হলেন, আমাদের ঈশ্বর তাঁরও ঈশ্বর।

(খ) আমাদের জন্য আরও অনুগ্রহপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করার জন্য খ্রীষ্টের স্বর্গে গমন আমাদের জন্য অনির্বচনীয় আনন্দ ও সান্ত্বনার বিষয়: "তাদের বল, আমি খুব শীঘ্র স্বর্গে চলে যাব যেন পরবর্তী পদক্ষেপ আমি গ্রহণ করতে পারি।" এতে এই অভিপ্রায় করা হয়েছিল:

[ক] তাঁর এই শিষ্যদের কাছে সতর্কবাণী: তিনি আর তাঁদের সাথে সার্বক্ষণিক দৈহিকভাবে এই পৃথিবীতে অবস্থান করবেন না, যে জাগতিক রাজ্য তারা দাবী করে আসছিল। "তাদের বল, আমি পুনরুত্থিত হয়েছি; তবে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য নয়, বরং আমি এখন তাদের সংবাদ স্বর্গে নিয়ে যাব।" যারা আত্মিকভাবে পুনরুত্থিত হয়েছে তারা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের নিশ্চয়তায়, তারা স্বর্গে যাবার জন্য বিবেচিত হবেন। তারা যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বলে ঈশ্বর তাদের খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবিত করে খ্রীষ্টের সঙ্গেই স্বর্গে বসিয়েছেন (ইফিষীয় ২:৫,৬)। তারা এই কথা মনে না করে যে, এই পৃথিবী তাদের বাসস্থান এবং বিশ্রামের জায়গা। না, স্বর্গীয় জন্ম হওয়ার ফলে তারা স্বর্গের যোগ্য হয়েছে। তাদের দৃষ্টি এবং লক্ষ্য অবশ্যই অন্য পৃথিবীর দিকে থাকতে হবে এবং এই বিষয়টি চিরকাল তাদের অন্তরে রাখতে হবে। "আমি স্বর্গে যাচ্ছি তাই আমি স্বর্গীয় বিষয়ের অন্বেষণ করব।"

(খ) তাদের কাছে সান্ত্বনার বাণী, যারা তাদের কথার মধ্য দিয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস করেছে। তিনি তখন উপরে যাচ্ছিলেন, তিনি এখন উর্ধ্বে তাঁর পিতার কাছে, আমাদের পিতার কাছে আছেন। এটি তাঁর উন্নতাবস্থা। তিনি সেই সব লোকদের গ্রহণ করার জন্য উর্ধ্বে গিয়েছেন যারা তাঁর ক্রুশের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন সেই পরিত্রাণ গ্রহণ করেছে এবং তাঁর বাধ্যগত হয়েছে। তিনি আনন্দধ্বনি সহ এই কথা বলেছেন, যারা তাঁকে ভালবাসে তারা আনন্দ করবে। এটি আমাদের জন্য সুযোগ, কারণ তিনি বিজয়ীর মত স্বর্গে গিয়েছেন। তিনি পরাজিত বন্দীদের চালিয়ে নিয়ে যাবেন (গীতসংহিতা ৬৮:১৮)। তিনি স্বর্গে গিয়েছেন আমাদের অগ্রগামী দূতস্বরূপ যেন আমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে পারেন এবং আমাদের গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। এই সংবাদটি হল যোষেফের ভাইয়েরা যাকোবের কাছে যোষেফের সংবাদ বয়ে আনার মত (পয়দায়েশ ৪৫:২৬): "যোষেফ এখনো বেঁচে আছে, কেবল তাই নয়, *Vivit imo, et in senatum venit* – সে জীবিত আছে, আমরা তাঁকে দেখেছি, কথা বলেছি। সে-ই এখন গোটা মিশর দেশের শাসনকর্তা, সমস্ত ক্ষমতা এখন তাঁর হাতে।" কেউ কেউ এই কথাগুলোকে এইভাবে পড়েন, "আমি উপরে আমার পিতা এবং তোমাদের পিতার কাছে যাচ্ছি, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের গুণে আমাদের পুনরুত্থানের প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করতে," কারণ খ্রীষ্ট এই কথার দ্বারা তাঁর পুনরুত্থানের প্রমাণ করেছেন; "আমি অব্রাহামের ঈশ্বর" (মথি ২২:৩২)। খ্রীষ্ট এখানে পরোক্ষভাবে বলেছেন, "তিনি যেমন আমার ঈশ্বর এবং আমাকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তেমনি তিনি তোমাদেরও ঈশ্বর আর এই জন্য তিনি তোমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন। আর এইভাবে তিনি তোমাদের ঈশ্বর হবেন (প্রকাশিত বাক্য ২১:৩)। যেহেতু আমরা জীবিত তাই তোমরাও জীবিত হবে। আমি এখন স্বর্গে যাচ্ছি আমার ঈশ্বরকে সম্মানিত করতে এবং তোমাদের ঈশ্বরস্বরূপ তোমরা তাঁর কাছে স্বর্গে যাবে।"

ঘ. এখানে আমরা দেখতে পাই, মগ্দলীনি মরিয়মের শিষ্যদের কাছে দেওয়া বিশ্বস্ততার সংবাদ, যা তিনি নিজ চোখে দেখেছিলেন এবং নিজ কানে শুনেছিলেন (পদ ১৮): তখন মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যদের কাছে গিয়ে এই সংবাদ দিলেন, "আমি প্রভুকে দেখেছি, আর তিনি আমাকে এই কথা বলেছেন।" পিতর এবং যোহন মগ্দলীনি মরিয়মকে ফেলে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রভুকে খোঁজার জন্য ছুটে গেলেন কবরের দিকে। মরিয়মের সঙ্গে খ্রীষ্টের খোঁজ করার জন্য তাঁরা মরিয়মের সঙ্গে সেখানে অবস্থান করেন নি। এখন মরিয়ম এসেছেন তাঁদের এই সংবাদ দিতে যে, তিনি খ্রীষ্টের দেখা পেয়েছেন। মরিয়ম এখন নিজের ভুল সংশোধন করেছেন, কারণ তিনি প্রথমে পিতর এবং যোহনকে প্রভুর মৃতদেহ খোঁজ করবার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কিন্তু এই তিনি তাঁর মহিমান্বিত জীবিত দেহ দেখেছেন আর তাই তিনি তাঁদের এই কথা বলে অনুপ্রাণিত করেছেন যে, তিনি জীবিত প্রভুর মহিমান্বিত দেহ দেখেছেন। তিনি যা অনুসন্ধান করেছিলেন তা হল প্রভুর মরণশীল দেহ, কিন্তু তিনি যা আবিষ্কার করেছেন তা হল তাঁর অনন্ত অক্ষত দেহ। তিনি তাঁর জীবিত প্রভুকে দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন। আর তিনি এই মহা আনন্দের সংবাদটি অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে চাইলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, এই সংবাদটি ত্াদের জন্য হবে মহা সংবাদ, মহা আনন্দের সংবাদ। যদি আমরা প্রভুর কাছ থেকে কোন সান্ত্বনা লাভ করি তাহলে আমাদের দায়িত্ব হবে যেন আমরা এই সংবাদটি অন্যদের দেই, যেন তারাও সান্ত্বনা লাভ করতে পারে। মরিয়ম ত্াদের কাছে ঠিক যা দেখেছেন তাই বললেন এবং ঠিক যা শুনেছেন তাই বললেন। তিনি দেখেছেন যে, খ্রীষ্ট জীবিত, আর এটি হল নিদর্শন; এটি ছিল একটি ভাল নিদর্শন। খ্রীষ্ট মরিয়মকে এই কথা ত্াদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন এবং মরিয়ম বিশ্বস্তভাবে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যারা খ্রীষ্টের বাণীর সঙ্গে পরিচিত, তাদের দায়িত্ব হল অন্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের কাছে সেই বাণী পৌঁছে দেওয়া। অন্যরা যাতে খ্রীষ্টের বিষয়ে ভালভাবে জানতে পারে এবং তাদের যাতে মঙ্গল হয় এই বিষয়ে যেন আমরা অনিচ্ছুক না থাকি।

যোহন ২০:১৯-২৫ পদ

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হল, তিনি নিজেকে জীবিত দেখিয়েছিলেন (প্রেরিত ১:৩)। এই পদ সমূহে যে দিন খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হন, সেই দিন তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ পাই। তিনি তাঁদের কাছে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ প্রদানের দ্বারা তাঁর মহা পুনরুত্থানের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা দেখাতে এবং তাঁর প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁদের কাছে আসলেন। তাঁরা যেন তাঁর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন এই জন্য তিনি তাঁদের কাছে প্রমাণ দেখালেন, যেন তাঁরা কেবল জনশ্রুতির দ্বারা তাঁর এই পুনরুত্থান বিশ্বাস না করেন, কিন্তু যেন তাঁরা নিজ চোখে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টকে দেখে বুঝতে পারেন যে, তিনি জীবিত; কারণ সমস্ত পৃথিবীতে এই বিষয়ে তাঁদের সাক্ষ্য দিতে হবে। তাঁরা যেন এই সাক্ষ্যের উপর মণ্ডলী স্থাপন করতে পারেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. কখন এবং কোথায় তিনি এই দর্শন দিয়েছিলেন, পদ ১৯। এটি ছিল সেই একই দিন,

যেদিন তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিলেন অর্থাৎ পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। সেই একই দিনে, সপ্তাহের প্রথম দিনে যিহূদীদের বিশ্রামবারের পরের দিন, শিষ্যদের ঘরোয়া আলাপ আলোচনার সময় শিষ্যদের মধ্যে দশজন এবং তাদের বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন সেখানে (লূক ২৪:৩৩)।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তিনটি আনুষাঙ্গিক আদেশ দিয়েছেন তাঁর মণ্ডলী অব্যাহতভাবে চালু রাখার জন্য, এর সমর্থনের জন্য এবং মূল আদেশের উপযুক্ত পরিচালনার জন্য – বাক্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এবং প্রার্থনা। এই সব প্রভুর দিন, ধর্মীয় সমাবেশ, স্থায়ী প্রচার। এই সব পর্বের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে খ্রীষ্টের চিন্তা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমে এর দু'টির অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে, পদ ২১। সম্প্রতি তাঁর পুনরুত্থানের উপর ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে তাঁর রাজ্য স্থাপিত হয়েছে। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা হয়ছে। এই পুনরুত্থানের জন্য স্থাপিত হয়েছে মণ্ডলী। স্থাপিত হয়েছে প্রভুর রাজ্য। এই পুনরুত্থান হল খ্রীষ্টান ধর্মের ভিত্তিমূল। আমাদের প্রত্যাশা এই পুনরুত্থানকে কেন্দ্র করেই। প্রভু যীশুর পুনরুত্থান হয়েছিল বলেই আমরা আজ খ্রীষ্টান এবং আজও খ্রীষ্টান ধর্ম এবং খ্রীষ্টান মণ্ডলী টিকে আছে।

১. শিষ্যরা খ্রীষ্টান বিশ্রামবার পালন করেছিলেন এবং খ্রীষ্ট তাঁদের এই বিশ্রামবার পালনের অনুমোদন দিয়েছিলেন। সপ্তাহের প্রথম দিনে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন। সপ্তাহের প্রথম দিন, কেবল সপ্তাহের দিন অথবা মাস অথবা বছর, যা নতুন নিয়মের কোথাও গণনা করার কথা উল্লেখ করা হয় নি। এটি ধর্মীয়ভাবে পালনের কথা বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১) যে, খ্রীষ্ট সপ্তাহের প্রথম দিন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। এখানে আরও যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১৯), সেই একই দিনে সপ্তাহের প্রথম দিনের সন্ধ্যাবেলায় তিনি তাঁদের দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দিনের সম্মানের জন্য এই কথা পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে, *সপ্তাহের প্রথম দিন*। কিন্তু এই দিনটির সম্মানের ব্যাপারে শিষ্যদের কোন পরিক-ল্পনা ছিল না, কারণ তাঁরা তখনও খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর এই দিনটি সম্মানিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, শিষ্যরা একত্রে থাকেন এবং এই অবস্থায় খ্রীষ্ট তাঁদেরকে পুনরুত্থানের প্রথম দিনেই প্রথমবার দেখা দেবেন। এইভাবে কার্যত তিনি এই দিনটিকে অনুগ্রহযুক্ত এবং পবিত্রকৃত করেছেন। কারণ এই দিনে পরিত্রাণকর্তা বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

২. এখানে শিষ্যদের মাধ্যমে খ্রীষ্টান সভা যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্ভবত শিষ্যরা এখানে থেকে ধর্মীয় কার্যসম্পাদনের জন্য সমবেত হয়েছিলেন। হয়তো তাঁরা প্রার্থনার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন, নতুবা এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য বসেছিলেন যে, তাঁদের প্রভু পুনরুত্থিত হওয়ার ব্যাপারে আদৌ তাঁদের কোন প্রমাণ আছে কি না এবং তাঁরা এই বিষয়েও আলোচনা করতে সমবেত হয়েছিলেন যে, এই পরিস্থিতিতে তাঁদের কি করণীয় আছে। ত্বারা কি এখন এখানেই থাকবেন, না কি ত্বারা বিছিন্ন হয়ে যে যার গন্তব্যে চলে যাবেন। ত্বারা একে অন্যের মতামত জানার জন্য সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা পরস্পরের

হাত শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। তাঁরা বর্তমান জটিল অবস্থার প্রেক্ষিতে একতাবদ্ধ থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। এই সভা হয়েছিল গোপনে, কারণ তাঁরা জনগণের সামনে যেতে ভয় পেয়েছিলেন, বিশেষ করে দৈহিকভাবে। তাঁরা একটি ঘরের মধ্যে মিলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ঐ ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে রেখেছিলেন, যেন তাঁদের কেউ একত্রিত অবস্থায় না দেখে এবং কেউ যেন তাঁদের কাছে আসতে না পারে। তাঁরা যিহূদীদের ভয় করতেন, যারা শিষ্যদের অপরাধী বলে দোষারোপ করেছিল যে, খ্রীষ্টের শিষ্যরা মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস করেছেন এবং তাঁরা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এই যিহূদীরা এই কথা রটিয়েছিল যে, রাতের বেলা খ্রীষ্টের শিষ্যরা এসে খ্রীষ্টের দেহ চুরি করে নিয়ে গেছেন। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্টের শিষ্যরা সমস্যাপূর্ণ সময়েও যেন একত্রে মিলিত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত না রাখেন, সেজন্য পবিত্র শাস্ত্রে এই শিক্ষা রয়েছে (ইব্রীয় ১০:২৫)। এই মেষের দল প্রচণ্ড ঝড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এই মেষেরা ছিল সমাজপ্রিয় আর তাই তারা পুনরায় একত্রিত হয়েছিল। খ্রীষ্টের শিষ্যদের দেশের এক প্রান্তে কিংবা মরুভূমিতে চালিত করা হবে, তা নতুন কোন বিষয় নয় (প্রকাশিত বাক্য ১২:১৪; হিতোপদেশ ২৮:১২)।

(২) এই শিষ্যরা যেমন যিহূদীদের ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে রেখেছিলেন, তেমনি ঈশ্বরের লোকেরাও মাঝে মাঝে নির্জন অবস্থানে বাস করতে বাধ্য হন। তাঁদের উপর দোষারোপ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময় এই শিষ্যরা সমস্ত জগতে প্রভুর বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

খ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়ে কি বলেছিলেন এবং কি করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যকার কথাবার্তা। যখন তাঁরা এক স্থানে সমবেত ছিলেন, খ্রীষ্ট তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে, তবুও তাঁর দেহ উজ্জ্বল শুভ্র পোশাকে আবৃত ছিল। তিনি মহিমান্বিত হতে শুরু করছিলেন, নতুবা তাঁদের চোখ ঝলসে যেত, যেমন তাঁর রূপান্তরের সময় হয়েছিল। খ্রীষ্ট তাঁর প্রতিজ্ঞার কার্যের আদর্শ তাঁদের জানাবার জন্য তাঁদের কাছে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, "যেখানে দুই কিংবা তিন জন আমার নামে একত্রিত হয় আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।" যদিও দরজা বন্ধ ছিল তবুও তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর তাঁর প্রকৃত মানবীয় দেহের কোন দুর্বলতার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। দরজা বন্ধ থাকলেও তিনি জানতেন কীভাবে এই দরজাগুলো কোন রকম শব্দ ছাড়া খুলতে হয় এবং এমনভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকতে হয় যাতে তাঁর পায়ের শব্দ শিষ্যরা টের না পায়। যেমন এর আগে খ্রীষ্ট তাঁর মানবীয় দেহে জলের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য সান্ত্বনা এবং উৎসাহের বিষয় হল এই যে, যখন তাঁরা গোপনে প্রভুর উপাসনার জন্য বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হন তখন খ্রীষ্ট তাঁদের মধ্যে গোপনে উপস্থিত থাকেন, যদিও সব দরজা বন্ধ থাকে। খ্রীষ্টের এই উপস্থিতির মধ্যে আমরা এই পাঁচটি বিষয় দেখতে পাই:

(১) শিষ্যদের প্রতি তাঁর সদয় এবং প্রীতি সম্ভাষণ: তিনি তাঁদের বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক"। যদিও এই সম্ভাষণ সাধারণ বন্ধুদের মধ্যে বলা হয়ে থাকে। তথাপি শিষ্যদের

উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টের এটি কেবলমাত্র সম্ভাষণ ছিল না। কিন্তু এটি ছিল অত্যন্ত গভীর প্রেমপূর্ণ এবং অসাধারণ আশীর্বাদপূর্ণ সম্ভাষণ, তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের সকল আশীর্বাদপূর্ণ ফল। এর প্রভাব তাঁদের উপর প্রদান করার জন্য তিনি এই সম্ভাষণ করেছিলেন। এই উক্তি ছিল সাধারণ, কিন্তু এর অর্থ ছিল অসাধারণ। "তোমাদের উপরে প্রচুর পরিমাণে শান্তি বর্তুক। তোমাদের জীবন মঙ্গল দিয়ে পূর্ণ হোক, সমস্ত অবস্থাতে তোমাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক।" খ্রীষ্ট তাঁর শান্তি তাঁদের উপর যেন উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন (যোহন ১৪:২৭)। যিনি উইল করেন, তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উইলের চুক্তি কার্যকরী হয়। কিন্তু এখন তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, উইল প্রমাণিত করার জন্য এবং তিনিই যে উইলের প্রকৃত সম্পাদনকারী তা প্রমাণ করতে। ফলস্বরূপ তিনি তাঁদের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক কথা বললেন: "তোমাদের শান্তি হোক"। তাঁর শান্তিপূর্ণ কথায় শান্তি স্থাপিত হয়: "ঈশ্বরের শান্তি তোমাদের বিবেককে শান্তি দান করুন, তোমরা একে অন্যের সাথে শান্তিতে বাস কর। তোমাদের সকলের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক। পৃথিবীর শান্তি নয় কিন্তু খ্রীষ্টের শান্তি যেন তোমাদের সকলের মধ্যে বিরাজ করে।" যখন খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্দিহান ছিলেন, যখন তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভীষণ ভীত ছিলেন এবং বিশৃঙ্খল ও আতঙ্কিত ছিলেন, তখন খ্রীষ্ট তাঁদের মধ্যে এসে বলেছিলেন "তোমাদের শান্তি হোক।"

(২) তিনি তাঁদের কাছে নিজেকে সুস্পষ্টভাবে এবং অনস্বীকার্যভাবে প্রকাশ করলেন, পদ ২০। আমরা এখানে দেখতে পাই:

[১] তাঁর পুনরুত্থানের সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি তাঁদের কাছে আসার পথ বেছে নিলেন। দুই-তিন দিন আগে যখন লোকেরা তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখেছিলেন, তাঁরা এখন তাঁকেই জীবিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন। এখন তাঁদের যে সন্দেহ হল তা হল এই, যে দেহে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল সেই একই মানবীয় দেহ নিয়ে কি জীবিত হয়ে উঠেছেন কি না। খ্রীষ্টের দেহের আঘাতের ক্ষতচিহ্ন দেখার পর তাঁদের মধ্যে আর কারও এর চেয়ে বেশি প্রমাণ পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। এখানে আমরা দেখতে পাই:

প্রথমত, ক্ষতের চিহ্ন এবং অত্যন্ত গভীর ক্ষতচিহ্ন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পরও আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের দেহে বিদ্যমান ছিল, যেন তাঁরা তাঁর পুনরুত্থানের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেতে পারেন; যদিও সেখানে কোন বেদনা বা যন্ত্রণা ছিল না। তাঁর ক্ষতচিহ্নে ছিল বিজয়ীর গৌরব। খ্রীষ্টের ক্ষত পৃথিবীর লোকদের কাছে কথা বলেছে যে, তিনিই খ্রীষ্ট যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। এই জন্য তিনি ক্ষতচিহ্ন নিয়ে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। এই ক্ষতচিহ্ন স্বর্গের কথা বলেছে, তিনি চিরকালের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন, আর এই জন্য এই ক্ষতচিহ্ন নিয়ে তিনি স্বর্গে যাবেন। "পরে আমি দেখলাম, ঐ সিংহাসন ও চার জন প্রাণীর মধ্যে ও প্রাচীনদের মধ্যে একটি মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছে, তাঁকে যেন হত্যা করা হয়েছিল" (প্রকাশিত বাক্য ৫:৬)। কেবল তাই নয়, তিনি আবার তাঁর ক্ষতচিহ্ন নিয়ে আসবেন, যেন যে লোকেরা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল তারা তাঁকে দেখতে পায়।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সন্দেহ দূর করার জন্য তাঁর এই ক্ষতচিহ্নগুলো দেখেছিলেন। তাঁরা সেই একই দেহ দেখতে পেয়ে এবং যে কণ্ঠস্বর তাঁদের কাছে অতি পরিচিত ছিল সেই একই কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। *Sic oculos, sic ille manus, sic ora, ferebat* – আরও ছিল সেই একই অঙ্গভঙ্গি, একই চোখ, একই হাত। কিন্তু এই অসাধারণ ক্ষতের আরও প্রমাণ তাঁরা পেয়েছিলেন: তিনি তাঁদের দিকে তাঁর হাত প্রসারিত করে দেখালেন, যেন তাঁরা নিজ চোখে তাঁর ক্ষতচিহ্ন দেখতে পান। তিনি তাঁর পাঁজর দেখালেন যেন তাঁরা সেখানে তাঁর আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান। এখানে আমরা দেখতে পাই, খ্রীষ্ট তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু এবং অনুসারীদের কাছে সব সময় নিজেকে মুক্ত হস্তে এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রকাশ করে থাকেন। যখন খ্রীষ্ট তাঁর আত্মার অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রদর্শন করেন এবং তাঁদের এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করেন যে, তিনি যেমন জীবিত তেমনি তাঁরাও জীবিত থাকবে, তখন তিনি তাঁদের হাত এবং পাঁজরের দিক দেখান।

[২] এটি তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাঁদের জন্য উপযুক্ত ছিল।

প্রথমত, তাঁরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রভুকে দেখেছেন: আর এতে তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল। প্রথমে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তাঁরা হয়তো অপচ্ছায়া বা ভুত দেখছেন। কিন্তু এখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তিনিই তাঁদের প্রভু। এইভাবে অনেক বিশ্বাসী আছেন যখন তাদের দুর্বলতা বা ভয়ের সময় সান্ত্বনাকে অলীক কল্পনা বলে মনে করেন। কিন্তু পরবর্তী সময় তাঁরা দেখতে পান যে, তাঁদের কাছে প্রকৃত এবং দৃঢ় ভিত্তির মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ এসেছে। তাঁরা কেউ এই কথা জিজ্ঞেস করেন নি যে, "আপনি কি প্রভু?" কিন্তু নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তিনিই প্রভু।

দ্বিতীয়ত, তখন তাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন। এই শক্তিশালী বিশ্বাস তাঁদের মনের আনন্দকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁরা বিশ্বাস করলেন এবং আনন্দিত হলেন। সুসমাচার লেখক এখানে বুঝাতে চেয়েছেন যে, শিষ্যরা প্রভু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর বিজয়ীর মত আনন্দিত হয়েছিলেন। তখনই শিষ্যরা আনন্দে ফেটে পড়েছিলেন যখন তাঁরা তাঁদের প্রভুকে দেখতে পেলেন। যদি যাকোব এই কথা শুনে এইভাবে আনন্দিত হতে পারেন যে, যোষেফ জীবিত আছেন, তাহলে যারা খ্রীষ্টের শিষ্য তারা আরও কত না আনন্দিত হবেন। এটি তাদের কাছে মৃত্যু থেকে জীবন ফিরে পাওয়ার মত। এখানে খ্রীষ্টের কথা পূর্ণ হয়েছে (যোহন ১৬:২২): "আমি তোমাদেরকে আবার দেখতে পাবো, তাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেউ তোমাদের থেকে হরণ করবে না।" খ্রীষ্টের এই দেখা দেওয়ার ফলে তাঁদের চোখ থেকে সমস্ত জল মুছে গিয়েছিল। খ্রীষ্টের দর্শন যে কোন সময় খ্রীষ্টের শিষ্যদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিতে সক্ষম। আমরা যত বেশি প্রভুকে দেখব তত বেশি আমাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হবে এবং প্রভুতে আনন্দ করতে পারব। যেখানে তিনি আমাদের দেখা দেবেন বলে স্থির করেছেন যদি আমরা তাঁকে সেখানে না দেখতে পাই তাহলে আমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হবে না।

(৩) তিনি তাঁর পরিচর্যাকারীদের উপর তাঁর মণ্ডলী স্থাপনের মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করেন, পদ ২১। এখানে আমরা দেখতে পাই:

[১] এর আগে তিনি তাঁদের প্রাথমিকভাবে কাজের ভার দেওয়ার সময় যে সম্ভাষণ করেছিলেন এটি ছিল এর পুনরুক্তি: "তোমাদের শান্তি হোক"। এর উদ্দেশ্য ছিল:

প্রথমত, তিনি তাঁদের যে কাজের ভার দিয়েছিলেন তার প্রতি উৎসাহ জাগিয়ে তোলা। এর আগে তিনি তাঁদের সম্ভাষণ জানালেও তাঁদের বর্তমান অবস্থার কারণে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিলেন। তাই খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রমাণের প্রয়োজন ছিল, যেন তাঁদের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর হয়ে যায় এবং তাঁরা শান্তি লাভ করতে পারেন। এটি ছিল তাঁদের মনে আনন্দ আনয়ন করার জন্য, যেন তাঁরা প্রভু খ্রীষ্ট তাঁদের যে সমস্ত কথা বলতে চান তা শান্তভাবে শুনতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁদের উপর যে কাজের ভার অর্পণ করতে যাচ্ছেন তা যেন তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহ এবং আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন। তিনি তাঁদের যে মহান কাজে ব্যাপৃত করতে চেয়েছেন তাতে সমস্যা এবং প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তিনি তাঁদের এই কাজের ভার দিয়ে সম্মানিত এবং উৎসাহিত করেছিলেন এবং এই কাজের জন্য তিনি তাঁদের শান্তি প্রদান করলেন। গিদিয়োন যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে কাজের ভার গ্রহণ করেন তখন তাঁকে এই কথা বলা হয়েছিল, "তোমার শান্তি হোক" (বিচারকর্তৃকগণ ৬:২২,২৩)। খ্রীষ্ট হলেন আমাদের শান্তি, যদি তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন তাহলে শান্তি আমাদের সঙ্গে থাকবে। পৃথিবীর লোকদের কাছে শান্তির বার্তা ঘোষণা করার জন্য তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করেছিলেন। শিষ্যদের নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য তিনি এই দায়িত্বভার অর্পণ করেন নি, কিন্তু তিনি তাঁদের উপর এই দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। বিশ্বাসযোগ্য কার্যকরী হিসেবে যেন তাঁরা পৃথিবীর সমস্ত শান্তির সন্তানদের কাছে শান্তির কথা বলতে পারেন (লূক ১০:৫৬)।

[২] এই কার্য, যার গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর: "পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন ঠিক তেমনি আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি।"

প্রথমত, কীভাবে খ্রীষ্ট তাঁদের পাঠিয়েছিলেন তা বোঝা যায়। এই পৃথিবীতে তাঁর কাজ করার জন্য তিনি তাঁদের নিয়োজিত করেছিলেন এবং তাঁর সুসমাচার সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে দেবার জন্য এবং মানুষের মধ্যে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁদের ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাঁদের স্বর্গীয় নিশ্চয়তার ক্ষমতা দিয়ে এবং স্বর্গীয় ক্ষমতার অস্ত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, শান্তির কাজ করতে দূত হিসেবে এবং ঘোষণাকারী হিসেবে ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে দাস হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন, যেন তাঁরা বিবাহ ভোজের জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এই কারণেই তাঁদেরকে বলা হয় প্রেরিত – যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কীভাবে খ্রীষ্ট তাঁদেরকে প্রেরণ করলেন সেই বিষয়টি পিতা কি করে খ্রীষ্টকে প্রেরণ করলেন সেই একই প্রক্রিয়া দিয়ে বিচার করা যাবে না এবং তা উপলব্ধিও করা যাবে না। অবশ্যই তাঁদের উপরে অর্পিত দয়িত্ব খ্রীষ্টের উপরে অর্পিত দায়িত্বের চেয়ে অনেক গুণ

কম তাৎপর্যপূর্ণ এবং মর্যাদার দিক থেকে ছোট। কিন্তু:

১. তাঁদের কাজ এবং খ্রীষ্টের কাজ প্রায় একই রকম ছিল এবং তিনি যেখানে শেষ করে গিয়েছিলেন, প্রেরিতগণ সেখান থেকেই সেই কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁদেরকে পুরোহিত এবং রাজাদের মত করে প্রেরণ করা হয় নি, যেভাবে খ্রীষ্ট প্রেরিত হয়েছিলেন; বরং তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে ভাববাদীদের মত করে। খ্রীষ্টকে প্রেরণ করা হয়েছিল সত্যের সাক্ষ্য বহন করার জন্য। ওদিকে প্রেরিতদেরও প্রেরণ করা হয়েছিল এই একই সত্যের সাক্ষী হওয়ার জন্য। তাঁদেরকে সান্ত্বনা দানের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাঠানো হয় নি, বরং তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিল শিক্ষা দানকারী এবং প্রচারক হিসেবে। খ্রীষ্টকে কেন পাঠানো হয়েছিল, পরিচর্যা পেতে না কি পরিচর্যা করতে? তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে, না কি যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে? তিনি কি ভাববাদীদের আইন ও বিধান ধ্বংস ও বিনষ্ট করতে এসেছেন? না কি তা পূর্ণ করতে এসেছেন? তাঁরাও তেমনি ছিলেন। যেভাবে পিতা খ্রীষ্টকে ইস্রায়েলের ঘরের একটি হারানো ভেড়া খুঁজে আনার জন্য প্রেরণ করেছেন, সেভাবেই খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদেরকে এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে সারা পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

২. খ্রীষ্টের মধ্যে সেই একই ক্ষমতা ছিল, যার দ্বারা তিনি তাঁর পিতার মত করে প্রেরিতদেরকে প্রেরণ করতে পেরেছেন। এখানে তুলনা করলে দু'টি শক্তিকেই এক মনে হবে। পিতা তাঁকে যে ক্ষমতায় প্রেরণ করেছেন, তিনিও প্রেরিতদেরকে সেই একই ক্ষমতায় প্রেরণ করছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রতিরূপ; তিনি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তা সেই একই দায়িত্ব, যা পিতা তাঁর উপরে অর্পণ করেছিলেন। এটি সকল প্রকার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কাযর্করী, যা তিনি পুরাতন নিয়মের ভাববাদী দেরকে দর্শনের মাধ্যমে প্রদান করেছিলেন। পিতর এবং যোহনকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, সেটা খ্রীষ্টের স্পষ্ট উক্তির মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবেই বোঝা গেছে যে, তা যিশাইয় এবং যিহিস্কেল ভাববাদীকে দেওয়া দায়িত্বের অনুরূপ। তাঁদেরকে প্রভুর সিংহাসনে বসে এই আদেশ দান করেছেন। শুধু তাই নয়, খ্রীষ্ট নিজে যে মধ্যস্থতাকারীর কাজ করেছেন, সেই দায়িত্বের সাথে তাঁদেরকে দেওয়া দায়িত্বের মিল রয়েছে। তাঁর রয়েছে এক সার্বজনীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং তাঁর কাজ করার জন্য এক অবদমনীয় সামর্থ্য। প্রেরিতদেরও তেমন ক্ষমতা এবং সামর্থ্য ছিল। কিংবা এভাবে বলা যায়, "পিতা আমাকে যেভাবে প্রেরণ করেছেন," আর তা ছিল তাঁর ক্ষমতা ও শক্তির এক প্রতিরূপ। তিনি তাঁর নিজ শক্তিতে তাঁর নিজ ক্ষমতা তাঁদের উপরে অর্পণ করেছেন। তিনি তাঁদেরকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর পরিচর্যাকারী হিসেবে কাজ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন, যাতে করে তাঁরা তাঁর জন্য কাজ করেন এবং তাঁর নামে কাজ করেন। তাঁরা যেন মানব সন্তানদের মধ্যে কাজ করেন; যাতে করে যারা তাঁদেরকে গ্রহণ করবে, বা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারা যেন প্রকৃতপক্ষে তাঁকে গ্রহণ করে বা তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করে (যোহন ১৩:২০)।

(৪) তাঁদের ভেতরে আস্থা স্থাপনের মধ্য দিয়ে যেভাবে তাঁদেরকে এই মহান দায়িত্ব

পালনের জন্য নির্বাচিত করা হল (পদ ২২): এই বলে তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাঁদেরকে বললেন, "পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর।" লক্ষ্য করুন:

[১] তিনি তাঁদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য যে চিহ্ন দেখালেন এবং তাঁদের উপরে এর যে প্রভাব পড়ল। তিনি তাঁদেরকে যে দান ও উপহার দিতে চাইছিলেন তা তিনি যেভাবে প্রদান করলেন: তিনি তাঁদের উপর ফুঁ দিলেন; এটি শুধুমাত্র তাঁদেরকে দেখানোর জন্য নয়। তিনি তাঁদেরকে শুধুমাত্র এই জীবনদায়ী ফুঁয়ের মাধ্যমে দেখাতে চান নি যে, তিনি আসলেই জীবিত হয়েছেন, বরং তিনি এটি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁদের সকলকে অবশ্যই সকল প্রকার আত্মিক দায়িত্ব পালন করতে গেলে এবং যে কোন ধরনের আত্মিক দান গ্রহণ করতে গেলে খ্রীষ্টের কাছ থেকে জীবন এবং ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে। সম্ভবত তিনি তাঁদের সকলের উপরে একসাথে ফুঁ দিয়েছিলেন, প্রত্যেককে আলাদা করে ফুঁ দেন নি। যদিও সে সময় থোমা তাঁদের সাথে ছিলেন না, তথাপি পবিত্র আত্মা জানতেন যে, তিনি কোথায় আছেন, যেভাবে এলদদ এবং মেদদ এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল (গণনা ১১:২৬)। খ্রীষ্ট এখানে প্রথমে মানুষের সৃষ্টির ঘটনাটির প্রতি আলোক পাত করেছেন, যেখানে সৃষ্টির প্রথম মানুষকে নাকে ফুঁ দিয়ে জীবন দান করা হয়েছিল (আদিপুস্তক ২:৭) এবং সেই সাথে তিনি এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি নিজেই সেই কাজ করেছিলেন এবং সকল পরিচর্যাকারী ও খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের আত্মিক জীবন তাঁর নিকট হতেই উৎসারিত হয় এবং তার উপরেই নির্ভর করে, যেভাবে আদম এবং তাঁর বংশধরদের স্বাভাবিক জীবন নির্ভর করছে। যেভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ফুঁ দিয়ে পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সূচনা করলেন, সেভাবেই মহান পরিত্রাণকর্তা ফুঁ দিয়ে তাঁর পরিচর্যাকারীদের নতুন জীবন দান করলেন এবং এই নতুন পৃথিবীতে তাঁদের কাজ শুরু করলেন (ইয়োব ৩৩:৪)। এখন এই বিষয়টি আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে:

প্রথমত, আত্মা হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের নিঃশ্বাস, এটি ঈশ্বরের পুত্রের নিকট হতে উৎসারিত হয়। পুরাতন নিয়ম অনুসারে আত্মাকে নিশ্বাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে (যিহিস্কেল ৩৭:৯): "আত্মার (বা) নিশ্বাসের (বা) বায়ুর উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী বল।" কিন্তু নতুন নিয়ম আমাদেরকে বলে যে, এটি হচ্ছে খ্রীষ্টের নিঃশ্বাস। ঈশ্বরের শ্বাস তাঁর ক্রোধ প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিঃশ্বসিত হয় (যিশাইয় ১১:৪; ৩৩:৩৩); কিন্তু খ্রীষ্টের নিঃশ্বাস তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত নিঃশ্বসিত হয়; আতঙ্কের নিঃশ্বাস পরিণত হয়েছে ভালবাসার নিঃশ্বাসে, আর তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে। আমাদের সকল কথা আমাদের নিঃশ্বাসের সাথে বের হয়ে যায় এবং সেই কারণে খ্রীষ্টের বাক্য হচ্ছে আত্মা এবং জীবন। এই কথা এসেছে আত্মা হতে এবং আত্মা এসেছে বাক্য হতে।

দ্বিতীয়ত, আত্মা হচ্ছে খ্রীষ্ট প্রদত্ত উপহার। প্রেরিতেরা তাঁদের হাত বিস্তার করে পবিত্র আত্মার বিস্তার ঘটাতেন, যে হাত আগে প্রার্থনায় সময় উঁচু করে ধরা হত। এখন তাঁরা আর অনুগ্রহ কামনা করেন না, বরং তাঁরা এখন নিজেরাই অনুগ্রহ দান করবেন। তবে এর আগে খ্রীষ্ট তাঁদের মধ্যে পবিত্র আত্মার বিস্তার ঘটিয়েছেন তাঁর শ্বাস প্রদানের মধ্য দিয়ে, কারণ তিনি এই উপহারের স্রষ্টা এবং তাঁর কাছ থেকেই তা প্রকৃতভাবে এসেছে। মোশি কখনো

তাঁর আত্মা প্রদান করতে পারেন নি, বরং ঈশ্বর তা করেছেন (গণনা ১১:১৭); কিন্তু খ্রীষ্ট নিজেই তা প্রদান করলেন।

[২] তিনি এই চিহ্ন প্রদানের মধ্য দিয়ে সার্বজনীনভাবে অনুমোদন দিলেন: "তোমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর। অংশত তোমরা এখন এটি গ্রহণ কর, যেভাবে তোমরা এখন থেকে বহু দিন পর্যন্ত তা ব্যবহার করতে পারবে।" এখন তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করছেন। এভাবেই আত্মিক অনুগ্রহ ক্রমান্বয়ে প্রদান করা হয়। তাকেই এটি প্রদান করা হয়, যার ভেতরে তা রয়েছে। এখন যীশু খ্রীষ্ট তাঁদেরকে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ প্রদান করছেন (যোহন ৭:৩৯)। আসুন আমরা দেখি এই অনুগ্রহের মধ্যে কী কী দান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রথমত, খ্রীষ্ট এখানে তাঁদেরকে সেই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, পবিত্র আত্মা এখন অবশ্যই তাঁদের ভেতরে অতীতের চেয়ে বহু গুণ শক্তিশালী হয়ে কাজ করবে, কারণ এখন তাঁদেরকে আরও অনেক বেশি বড় দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে: "আমি তোমাদেরকে প্রেরণ করছি এবং তোমরা তোমাদের সাথে করে পবিত্র আত্মাকে নিয়ে যাবে।" এখন প্রভুর আত্মা তাঁদের উপরে ভর করে কাজ করবেন এবং এই কারণে তাঁরা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি মহিমান্বিত হবেন। তাঁদের উপরে অনেক বড় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে তাঁদেরকে আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। যাদেরকে খ্রীষ্ট তাঁর আত্মার পোশাক দ্বারা আবৃত করবেন, তারা সকল প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দ্বারা সজ্জিত হবে।

দ্বিতীয়ত, তিনি এখানে তাঁদের বর্তমান ক্ষেত্রের জন্য আত্মিক প্রভাব প্রদর্শন করবেন। তিনি এখন তাঁদের কাছে তাঁর হাত এবং তাঁর বুক দেখালেন, যাতে করে তাঁরা তাঁর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতে পারেন। তাঁর শিষ্যরা চাক্ষুষ প্রমাণ দেখে তাঁকে বিশ্বাস করলেন, অথচ ক্রুশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যরা নিজেরাই এ কথার প্রমাণ পেয়েছিল যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। "এখন তোমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর, যাতে করে তোমরা বিশ্বাস সহকারে কাজ করতে পার এবং যেন তোমরা সব কিছু বুঝতে পার।" তাঁরা এখন যিহূদীদের কাছ থেকে কোন বিপদ আসার আশঙ্কায় রয়েছেন: "তোমরা এখন পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর, যেন তোমরা সাহস বুকে নিয়ে কাজ করতে পার।" খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যা বলেছিলেন তা তিনি সকল সত্যিকার বিশ্বাসীদেরকে বলছেন, "তোমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর" (ইফিষীয় ১:১৩)। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যা প্রদান করেছেন তা আমাদের সকলকেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের নিজেদেরকে তাঁর কাছে সমর্পিত করতে হবে এবং তাঁর সকল আদেশ মেনে চলতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার কর্তৃত্ব ও নির্দেশনা অনুসারে দ্রুত কাজ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে, অনুগ্রহপ্রাপ্ত পবিত্র আত্মার প্রভাব অনুসারে কাজ করতে হবে এবং তাঁর সকল পদ্ধতি আমাদেরও অনুসরণ করতে হবে। যারা খ্রীষ্টের কথা অনুসারে কাজ করবে, তারা পবিত্র আত্মার মহান অনুগ্রহ লাভ করবে এবং তাদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কার ভোগ করবে।

(৫) তাঁদেরকে বিশেষভাবে ক্ষমতা ও শক্তি প্রদান করার মধ্য দিয়ে দায়িত্ব প্রদান করা হল

(পদ ২৩): "তোমরা যাদের পাপ মাফ করবে, যেহেতু তোমাদেরকে এখন সেই ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, সে কারণে তাদের পাপ মাফ করা হবে। তারা স্বর্গীয় রাজ্যের অধিকারী হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু তোমরা যাদের পাপ মাফ করবে না, অর্থাৎ যারা ক্ষমার অযোগ্য বলে ঘোষিত হবে তাদের পাপের বৈশিষ্ট্যের কারণে, তারা কখনো ক্ষমা লাভ করতে পারবে না।" এখন এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, এই সমস্ত ঘটনা ঘটবে তাঁদের পবিত্র আত্মা লাভ করার পর থেকে; কারণ যদি তাঁরা এই পবিত্র আত্মা গ্রহণের মত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হতেন, তাহলে তাঁদেরকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়া হত না; কারণ এ এক মহান এবং একই সাথে অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব। এটি একটি বিশেষ দায়িত্ব, যা প্রেরিতগণ বিশেষভাবে অভিষিক্ত হয়ে লাভ করেছিলেন। তাঁদেরকে প্রথম সুসমাচার প্রচার করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা পরবর্তীতে কার্যকরভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের পবিত্র আত্মার শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, যার ফলে পিতর অননিয় এবং সাফীরাকে আঘাত করে মেরে ফেলেছিলেন এবং পৌল ইলূমাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। তথাপি আমাদেরকে এটি বুঝতে হবে যে, এটি হচ্ছে মণ্ডলী এবং তার পরিচর্যকারীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, কারণ তাঁরা কখনোই কোন মানুষকে এই পৃথিবীতে অযথা দোষারোপ করেন না বা দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন না। বরং ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষদের বলা হচ্ছে যেন তাঁরা তাঁর বিশ্বস্ত দাস ও পরিচর্যাকারী হিসেবে সব সময় খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করেন এবং যেন তাঁরা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করেন, কারণ ঈশ্বর নিজেই এই আদেশ দিচ্ছেন এবং তিনি এই কাজের তত্ত্বাবধান করেন। প্রেরিতদেরকে তাঁদের প্রচার কাজ অবশ্যই যিরূশালেম থেকে শুরু করতে হবে, যদিও এই নগরী পরবর্তীতে নিজেই খ্রীষ্টের জন্য দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হবে: "তথাপি তোমরা তাদের পাপ মোচনের জন্য সুসমাচারের নিমন্ত্রণ প্রদান করতে পার।" ঠিক সেই কাজটিই পিতর করেছিলেন (প্রেরিত ২:৩৮; ৩:১৯)। খ্রীষ্ট আমাদের বিচার করার জন্য তাঁর সুসমাচার প্রেরণ করেছেন, যাতে করে তাঁর যুগের সূচনা ঘোষণা করার মাধ্যম হিসেবে এই সুসমাচার ব্যবহৃত হয়। এখন সেই মহান অধ্যাদেশ সূচিত হবে এবং সেই অধ্যাদেশের নতুন আইন দ্বারা মানুষের বিচার করা হবে (যোহন ১২:৮; রোমীয় ২:১৬; যাকোব ২:১২)। ঈশ্বর কখনোই এই বিচারের নিয়ম পরিবর্তন করবেন না, কিংবা সেখান থেকে বিচ্যুত হবেন না। যারা সেই সুমাচার যথার্থভাবে গ্রহণ করবে এবং তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, তারা সেই সুসমাচারের দ্বারা সৎ ও ধার্মিক বলে স্বীকৃত হবে। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে বলছেন, "তোমরা তাদের পাপের প্রতি অনুশোচনার উপর ভিত্তি করে তাদের পাপ ক্ষমা করে দিতে পার।" তিনি তাঁদেরকে সেই অনুমতি এবং সাহস দিয়েছিলেন। দুই দিক থেকে খ্রীষ্টের প্রেরিত এবং পরিচর্যাকারীরা পাপের ক্ষমা প্রদান করতে পারেন এবং নাকচ করতে পারেন। এ দু'টো কাজের জন্যই তাঁদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে:

[১] সঠিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে। তাঁদেরকে এই পৃথিবীর কাছে এই কথা জানানোর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তাদের নাগালের মধ্যেই পরিত্রাণ অপেক্ষা করছে এবং অন্য আর কোন কিছু নয়, কেবলমাত্র সুসমাচারে বিশ্বাস করলে এবং যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করলেই তারা পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। যারা ঈশ্বরকে খুঁজে

পাবে তারা বলবে, আমেন এবং তাদের ধ্বংস দূরে চলে যাবে।

[২] সুকঠিন শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তাঁরা বিশেষ বিশেষ মানুষের ক্ষেত্রে সুসমাচারের নিয়ম স্থাপন করতে পারবেন। “তোমরা যাদেরকে তোমাদের দলভুক্ত করবে, তাদেরকে অবশ্যই সুসমাচারের নিয়ম অনুসারে দলভুক্ত করতে হবে, ঈশ্বর অবশ্যই নিজেই তোমাদের মধ্য দিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। যাদেরকে তোমরা অগ্রহণযোগ্য এবং ক্ষমার অযোগ্য পাপী বলে সাব্যস্ত করবে, তাদেরকে ঈশ্বর নিজেও অভিযুক্ত করবেন এবং তাকে মহা শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি তার সাথে কোন ধরনের যোগাযোগ করবেন না এবং তিনি তার প্রতি ন্যায় বিচারই করবেন।”

গ. থোমার অবিশ্বাস, যখন তাঁর কাছে খ্রীষ্টের উপস্থিতি সম্পর্কে জানানো হল, যা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় দর্শনের ব্যাপারে তাঁকে বলা হয়েছিল।

১. এখানে আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্ট যখন তাঁর শিষ্যদের সাথে বসে আলাপ করছিলেন, সে সময় থোমা তাঁদের মধ্যে ছিলেন না, পদ ২৪। তাঁকে বারো জনের মধ্যে এক জন বলা হয়েছে, তিনি প্রেরিতদের দলের মাঝেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। যদিও এখন শিষ্যরা এগারো জন রয়েছেন, তথাপি প্রথম থেকে তাঁরা বারো জন ছিলেন বলে তাঁকে বারো জনের একজন হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা এগারো জনই প্রকৃতপক্ষে ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন সেখানে ছিলেন না। খ্রীষ্টের শিষ্যরা কেউই বিচারের দিন ব্যতীত আর সকলে মিলে একত্রিত হবেন না। সম্ভবত এটি থোমার জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, তিনি সে সময় উপস্থিত ছিলেন না, যে সময় খ্রীষ্ট তাঁর অন্য সকল শিষ্যের সাথে দেখা করেছিলেন। হতে পারে তিনি সে সময় ভাল বোধ করছিলেন না, বা তিনি অন্য কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন; কিংবা হতে পারে তাঁর ভেতরে কোন পাপ ছিল বা কোন বোকামি ছিল। অথবা এও হতে পারে যে, তিনি কোন খারাপ সঙ্গীর পাল্লায় পড়েছিলেন, যা তিনি এই সুযোগ লাভের চেয়েও বড় বলে মনে করেছিলেন। কিংবা তিনি হয়তো যিহূদীদের ভয়ে শিষ্যদের সাথে যোগাযোগ রাখতে ভয় পাচ্ছিলেন এবং খ্রীষ্ট অবশ্যই থোমার এই আচরণকে কাপুরুষোচিত বলে বর্ণনা করবেন। যাহোক, তিনি তাঁর অনুপস্থিতির কারণে তাঁর প্রভুকে জীবিত অবস্থায় দেখা এবং তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হলেন। তিনি খ্রীষ্টের প্রস্থানের পর সকল শিষ্যদের সাথে আনন্দ করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হলেন। লক্ষ্য করুন, যারা সব সময় নিজেদের অসতর্কতা বা ইচ্ছাকৃতভাবে খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের সম্মিলন এবং সমাবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং অনুপস্থিত রাখে, তারা জানেই না যে, তারা আসলে কি হারাচ্ছে।

২. অন্যান্য শিষ্যরা তাঁকে তাঁদের প্রভুর দেওয়া দর্শন সম্পর্কে যে সংবাদ দিলেন, পদ ২৫। পরবর্তী সময়ে যখন তাঁরা তাঁকে দেখলেন তখন তাঁরা তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং তাঁরা আনন্দের সাথেই তা বললেন, “আমরা প্রভুকে দেখেছি।” এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁদের সামনে যা কিছু ঘটেছিল তার সবই তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন থোমার কাছে, বিশেষ করে খ্রীষ্ট তাঁর হাত এবং বুক দেখিয়ে তাঁর শিষ্যদের ভেতরে যে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন সে বিষয়ে তাঁরা অবশ্যই থোমার কাছে বলেছিলেন। এতে করে আমরা

ধরে নিতে পারি যে, যদিও থোমা সে সময় তাঁদের কাছ থেকে দূরে ছিলেন, তথাপি তিনি অনেক সময়ের জন্য তাঁদের কাছ থেকে দূরে চলে যান নি। সামান্য সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই দীর্ঘ সময়ের সময়ের জন্য দূরে সরে থাকার মত অভিযোগ করা হবে না। থোমা অবশ্যই যিহূদার মত ছিলেন না। লক্ষ্য করুন, কত না আনন্দ উচ্ছাস এবং উল্লাস সহকারে তাঁরা থোমাকে এই সংবাদ দিলেন: "আমরা প্রভুকে দেখেছি, আমরা সবচেয়ে সুখকর দৃশ্য অবলোকন করতে পেরেছি।" এই কথা তাঁরা থোমাকে বলেছিলেন।

(১) তাঁরা এই কথা বলেছিলেন তাঁকে অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্ট হওয়া দূরত্ব সম্পর্কে অবগত করতে: "আমরা প্রভুকে দেখেছি, কিন্তু তুমি দেখ নি।" কিংবা;

(২) তাঁরা এই কথা বলেছিলেন কেবলমাত্র থোমাকে এ বিষয়ে অবগত করতে: "আমরা প্রভুকে দেখেছি, এবং আমরা চাইছিলাম যেন তুমিও আমাদের সাথে থেকে তাঁকে দেখতে পার, কারণ তাহলে তুমি আরও বেশি সন্তুষ্ট হতে।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকে অবশ্যই একে অন্যের মধ্যে পবিত্র ও স্বর্গীয় বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য কাজ করতে হবে। এই কাজের জন্য তাদেরকে অবশ্যই সেই সব কথা একে অন্যের কাছে বলতে হবে, যা তারা অনুপস্থিত থাকার কারণে শুনতে পান নি বা দেখতে পান নি, যাতে করে তারা দ্বিতীয়বার তা শোনার সুযোগ পান এবং তাদের বিশ্বাস মজবুত হয়। সেই সাথে তারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সেগুলোও একে অপরের সাথে সহভাগিতা করতে হবে। যারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রভুকে দেখেছে এবং তাঁর অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করেছে, তাদের অবশ্যই অন্যদের কাছে বলা উচিত যে, ঈশ্বর তাদের আত্মার জন্য কি কাজ করেছেন; শুধুমাত্র সেখান থেকে গর্ব দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

৩. এই প্রমাণের বিপক্ষে থোমা যে কথা বলেছিলেন, যাতে করে তিনি নিজেকে সেখানে অনুপস্থিত থাকার ব্যাপারে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন। "তোমরা আমাকে এই কথা বোলো না যে, তোমরা খ্রীষ্টকে জীবিত অবস্থায় দেখেছ। তোমরা খুবই অদ্ভুত কথা বলছ, কেউ না কেউ তোমাদেরকে বোকা বানিয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো যে, আমি শুধুমাত্র তখনই এই কথা বিশ্বাস করবো, যখন আমি খ্রীষ্টের হাতের পেরেকের ক্ষত আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করব এবং তাঁর কুক্ষিদেশের মাঝে নিজের হাত দিয়ে দেখব, নতুবা আমি এ কথা কোন মতেই বিশ্বাস করব না।" অনেকে যোহন ১১:১৬ এবং ১৪:৫ পর্বের সাথে থোমার এই কথাগুলোর তুলনা করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তারা তাঁকে একজন বদমেজাজী, কর্কশ এবং রুক্ষ মেজাজের লোক বলে সাব্যস্ত করেন; কারণ সব ভাল মানুষই তাদের মেজাজের দিক থেকে এক রকম সুখী থাকে না। তবে সে সময় তাঁর সেই আচরণ অত্যন্ত বাজে এবং কর্কশ ছিল।

(১) তিনি হয় ঠিক মত সেই কথাগুলো শোনেন নি কিংবা তাঁকে ঠিকভাবে সব কথা বলা হয় নি যে, খ্রীষ্ট কি কি বলেছেন। তিনি বেঁচে থাকতে পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত করে যে সমস্ত বাণী দিয়েছেন তাও তিনি মনে রাখেন নি। সেখানে বলা হয়েছে যে, *তিনি তৃতীয় দিবসে উঠবেন;* যার অর্থ হচ্ছে হচ্ছে, তিনি এখন পুনরুত্থিত হয়েছেন, যদিও তিনি তাঁকে দেখেন নি, কিংবা সে সম্পর্কে কোন কথাও বলেন নি।

(২) তার সঙ্গীরা তাঁকে যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন সেই সাক্ষ্যের প্রতি তিনি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন না, যারা ছিলেন অনেক জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞার অধিকারী এবং সে কারণে তাঁরা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে সৎ ব্যক্তি হিসেবেই জানতেন। তাঁরা দশ জনই তাঁদের সাক্ষ্যের দিক থেকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তারপরও তিনি নিজেকে এ কথা বোঝাতে পারলেন না যে, তাঁদের এই সাক্ষ্য আসলেই সত্যি। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে তাঁর সাক্ষী হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন এবং তিনি তাঁদেরকে তাঁর বিষয়ে একই সত্য সকল জাতির কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন। তথাপি থোমা তাঁদেরই একজন হয়েও তাঁদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করলেন না, কিংবা তিনি নিজে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না বলে সঙ্কল্প করলেন। তাঁর ভেতরে যে সন্দেহ দানা বেধেঁছিল তা তাঁদের শঠতার জন্য নয়, বরং তাঁদের সরলতার জন্য, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁরা খুব সহজেই সব কিছু বিশ্বাস করেন।

(৩) তিনি খ্রীষ্টকে প্রলোভন দেখিয়েছিলেন এবং ইস্রায়েলের পবিত্র জনকে একটি কাঠামোতে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন, কারণ তিনি বলেছিলেন যে, হয় তিনি তাঁর নিজ পদ্ধতিতে তাঁকে বিশ্বাস করবেন, নতুবা আর কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না যে, সত্যিই খ্রীষ্টের শরীরের হাতে এবং পায়ে যে পেরেকের দাগ এবং বুকে যে ক্ষতচিহ্ন আছে বলে শিষ্যরা বলেছেন তা সত্যিই আছে কি না। তাই তিনি তাঁর নিজের আঙ্গুল দিয়ে সেই ক্ষতস্থান স্পর্শ করে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে চেয়েছিলেন যে, সেই কথা সত্যি কি না, কিংবা তিনি চেয়েছিলেন খ্রীষ্টের কুক্ষিদেশের ক্ষতস্থানে হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতে। কোন জীবন্ত শরীর এভাবে পরীক্ষা করে দেখা মোটেও স্বাভাবিক বিষয় নয়; তথাপি থোমা তাঁর বিশ্বাসকে এই প্রমাণের সাথে বেঁধে ফেলেছিলেন। তিনি হয় তাঁর কৌতূহল মিটাবেন, তাঁর অবিশ্বাস দূর করবেন, নতুবা তিনি আর কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না (মথি ১৬:১; ২৭:৪২)।

(৪) প্রকাশ্যে শিষ্যদের মাঝে এ ধরনের অবিশ্বাসসূচক উক্তি করা তাঁদের জন্য অ বিশ্বাসজনক এবং অবশ্যই তাদের জন্য নিরুৎসাহের বিষয়। এটি কেবলমাত্র একটি পাপই ছিল না, সেই সাথে ছিল একটি কলঙ্ক। যেভাবে একজন কাপুরুষ করে, সেভাবেই থোমা নিজের সত্তাকে অস্বীকার করছিলেন। তিনি এমন একজন লোক ছিলেন সেখানে, যার কারণে তাঁর সহকর্মীদের বিশ্বাসের ক্ষতি সাধন হচ্ছিল। *ভীত ও দুর্বল অন্তরের লোক কে আছে? সে তার গৃহে ফিরে যাক, পাছে তার অন্তরের মত তার ভাইদের অন্তর গলে যায়* (দ্বি.বি. ২০:৮)। যদি তিনি এই মন্দ চিন্তাই শুধু করে থাকেন এবং কথা বলার আগেই তা মুখে হাত চাপা দিয়ে সেই কথা বন্ধ করে ফেলতেন, তাহলে তাঁর এই ভুল তাঁর নিজের ভেতরেই থাকত সেটা আর প্রকাশ পেত না। বরং তিনি এখন প্রকাশ্যে তাঁর এই মহা পাপ বলে দিলেন এবং নিজের মুখে তা বলতে গেলে ঘোষণা করলেন। এতে করে এটি তাঁর উপরে মহা প্রভাব ফেলবে, কারণ অন্য সকল শিষ্য তাঁর উপরে বিরূপ মনোভাব ধারণ করবেন। তাঁরা সকলে তাঁকে দুর্বল এবং অবিশ্বাসী বলে মনে করবেন।

যোহন ২০:২৬-৩১ পদ

এখানে আমরা খ্রীষ্টের শিষ্যদের কাছে তাঁর আত্মপ্রকাশের আরেকটি ঘটনা দেখতে পাই।

তিনি পুনরুত্থানের পরে তাঁর শিষ্যদের সাথে দেখা করেছিলেন, তবে এর আগে থোমা তাঁদের সাথে ছিলেন না। এই বিষয়টি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই:

ক. কখন খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে পুনরায় দেখা করলেন: আট দিন পরে, তাঁর পুনরুত্থানের সাতটি রাত পরে, যা নিশ্চয়ই সপ্তাহের প্রথম দিন ছিল।

১. তিনি তাঁর পরবর্তী দর্শনে কিছু সময়ের জন্য তাঁদের মাঝে অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি আর আগের মত জীবন যাপন করছেন না; যাতে করে তিনি তাঁদের সাথে পরবর্তী এক ভিন্ন জগতের ব্যাপারে নির্বিঘ্নে কথা বলতে পারেন। এভাবে কেবলমাত্র স্বর্গদূতরাই দর্শন দিতেন এবং এখন তিনিও কেবল মাঝে মাঝে তাঁদের সাথে দেখা করছেন। এই আট দিন খ্রীষ্ট কোথায় কাটিয়েছেন এবং এই পৃথিবীতে তাঁর জীবনের বাকি ক'টা দিন তিনি কোথায় অতিবাহিত করেছেন তা অনুসন্ধান করাটা আমাদের জন্য হবে একেবারেই বোকামি এবং এটা নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব। তিনি যেখানেই সেই সময় অবস্থান করুন না কেন, অবশ্যই স্বর্গদূতরা তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন। তাঁর পরিচর্যা কাজের শুরুতে তিনি চল্লিশ দিনের জন্য মানুষের অগোচরে গিয়ে সময় কাটিয়েছেন, সে সময় তিনি শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছেন (মথি ৪:১,২)। আর এখন তাঁর মহিমা ও গৌরবের শুরুতে তিনি চল্লিশ দিনের জন্য নিজেকে অগোচরে রেখেছেন, আর সে সময় তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন উত্তম স্বর্গদূতরা।

২. তিনি দিনটিকে সাত দিনের মত লম্বা সময় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেন?

(১) যাতে করে তিনি থোমাকে তাঁর অবিশ্বাসের কারণে তিরস্কার করতে পারেন। থোমা শিষ্যদের সাথে খ্রীষ্টের পূর্ববর্তী সাক্ষাতটিকে অবজ্ঞা এবং অবিশ্বাস করেছিলেন এবং সেই কারণেই খ্রীষ্ট চেয়েছেন যেন তিনি তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য অনুগ্রহের কালের পুরস্কার সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারেন। থোমা নিশ্চয়ই এ ধরনের সুযোগ সব সময় পাবেন না। তিনি একবার মুখ ফস্কে যে ভুল কথাটি বলে ফেলেছেন সেটা সংশোধন করার সুযোগ নিশ্চয়ই তাঁকে দিতে হবে। থোমা যে কাজটি করেছিলেন তা আসলেই অনেক বেশি অন্যায় একটি কাজ ছিল। তিনি ছিলেন সন্দেহ এবং অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, যেখানে অন্য সকল শিষ্য পূর্ণ ছিলেন আনন্দে এবং উল্লাসে। কিন্তু তিনি নিজের বোকামির জন্যই সন্দেহে পূর্ণ হয়ে সময়টি উপভোগ করতে পারছিলেন না।

(২) খ্রীষ্ট অন্যান্য শিষ্যদের বিশ্বাস এবং ধৈর্য পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি এমন একটি সময়ে এই পরীক্ষা করেছিলেন, যে সময়ে তাঁরা এই ভেবে সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রভুকে দেখেছেন। তখন শিষ্যরা খুশি হলেন; কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁরা যে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেছেন তা যেন পরিপক্ক হয়। যখন তাঁরা তাঁকে এই পৃথিবীতে আর দেখতে পাবেন না, তখনও যেন তাঁর উপরে তাঁদের বিশ্বাস স্থির থাকে। এভাবেই তিনি ক্রমাগতভাবে তাঁদের কাছ থেকে তাঁর শারীরিক উপস্থিতি সরিয়ে নিয়ে গেছেন, যা তাঁদের উপরে অনেক বেশি পরিমাণে প্রভাব ফেলেছিল।

(৩) তিনি নিশ্চয়ই সপ্তাহের প্রথম দিনটিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন এবং

তাঁর ইচ্ছার সরল প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন মণ্ডলীতে খ্রীষ্টান বিশ্রামবার পালন করা হয়, সেই সাপ্তাহিক ছুটির দিনটিকে যেন পবিত্রভাবে এবং যথাযথ ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে পালন করা হয়। সাত দিনের মধ্যে একটি দিনকে অবশ্যই ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে পালন করতে হবে এবং এই বিধান চালু করা হয়েছিল সৃষ্টির শুরু থেকেই। খ্রীষ্টের রাজ্যে সপ্তাহের প্রথম দিনটিকে অবশ্যই অত্যন্ত যথাযথভাবে পালন করা হবে। সম্ভ বত এটি হতে পারে যে, খ্রীষ্ট চেয়েছেন যেন আমাদের মধ্যে ঈশ্বর নিজে যে সাত দিনের মধ্যে এক দিনের বিশ্রাম করার যে বিধান দিয়েছেন তা যেন আমরা পালন করি। তিনি চেয়েছেন যেন আমরা তাঁর সকল বিধান পালন করার মধ্য দিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করি। সেই সাথে আমরা যেন এখন এই জগতে প্রতি সপ্তাহের বিশ্রামবারে তাঁর উপাসনার জন্য এসে উপস্থিত হই। সেই ধর্মীয় বিধান প্রজন্মে পর প্রজন্ম ধরে এখন পর্যন্ত আমাদের প্রতিটি মণ্ডলীতে প্রচলিত রয়েছে। এই কারণেই দিনটিকে উদ্দেশ্য করে আমরা গান গেয়ে থাকি – *আজি সে দিন, প্রভুর কৃত দিন*।

খ. কোথায় এবং কীভাবে খ্রীষ্ট তাদেরকে দর্শন দান করলেন: স্থানটি ছিল যিরূশালেম, কারণ আগের মতই এখনো তাঁদের ঘরের সব দরজা যিহূদীদের ভয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। সেখানে তাঁরা ছিলেন এবং নিজেরা সেখানে বসে খামিহীন রুটির উৎসবের সপ্তম দিন পালন করেছেন, যা এই ঘটনার আগের দিন শেষ হয়েছে। তথাপি তাঁরা এই সপ্তাহের শুরুতে গালীলের উদ্দেশ্যে তাঁদের যাত্রা শুরু করেন নি, কারণ দিনটি ছিল খ্রীষ্টান বিশ্রামব-ার। অবশ্য তাঁরা তার পরের দিনটিও অপেক্ষা করলেন। এখন লক্ষ্য করুন:

১. তাঁদের সাথে সে সময় থোমা ছিলেন। যদিও তিনি একবার নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, তথাপি তিনি দ্বিতীয়বার সেই একই কাজ করেন নি। যখন আমরা একবার আমাদের সুযোগ হারাই, তখন আমাদেরকে অবশ্যই দ্বিতীয়বার সেই সুযোগ পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে আমরা প্রথমবারে সুযোগ না পাওয়ার কারণে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি তা কাটিয়ে উঠতে পারি। এটি খুবই ভাল একটি চিহ্ন হবে, যদি আমরা যা হারিয়েছি তা ফিরে পাওয়ার জন্য তীব্র আকাঙ্খা পোষণ করি এবং সেটা হবে খারাপ লক্ষণ যদি আমরা সে ব্যাপারে নিরুৎসাহী হই। শিষ্যরা থোমাকে আবার নিজেদের ভেতরে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেন নি, কারণ তাঁরা চান নি খ্রীষ্টের ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে। তাঁরা চেয়েছেন তাঁকে স্বাগত জানাতে এবং তাঁর সাথে দেখা করতে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট থোমার সন্তুষ্টি আনার জন্য শুধুমাত্র তাঁর কাছে উপস্থিত হন নি। তিনি তখনই কেবল তাঁকে দেখা দিয়েছেন, যখন তিনি তাঁর ভাইদের কাছে, অন্যান্য সকল শিষ্যদের কাছে ফিরে গিয়েছেন। তিনি চান যেন খ্রীষ্টান পরিচর্যাকারী এবং বিশ্বাসীরা একত্রিত হয়, কারণ তিনি তাঁদের মাঝে অবস্থান করবেন। এর পাশাপাশি তিনি চেয়েছেন যেন তিনি থোমাকে যে তিরস্কার করেন সকল শিষ্য তার সাক্ষী হয়ন এবং এর পর তিনি তাঁর প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করে তাও যেন তাঁরা প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

২. খ্রীষ্ট তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁরা সকলে তাঁকে চিনতে পারলেন, কারণ

তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন– ঠিক যেভাবে তিনি এর আগে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, পদ ১৯। তিনি সেই একই খ্রীষ্ট রয়েছেন, তাঁর ভেতরে কোন পরিবর্তন আসে নি। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমা লক্ষ্য করুন। স্বর্গের দরজা তাঁর কাছে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং নিশ্চয়ই তিনি সেই সময় এই পৃথিবীতে স্বর্গদূতদের পরিচর্যার মধ্যে ছিলেন; তথাপি তিনি মণ্ডলীর স্বার্থের জন্য পৃথিবীর রূপ ধারণ করলেন। তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যদের সাথে দেখা করতে আসলেন এবং তিনি তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন।

৩. তিনি তাঁদেরকে বন্ধুসুলভ আচরণের সাথে সম্ভাষণ জানালেন, যা তিনি এর আগেও করেছেন। তিনি বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" এই কথাটি মোটেও ব্যর্থ ছিল না, বরং তা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এবং নিশ্চিত, কারণ পরবর্তীতে তিনি প্রচুররূপে তাঁদের মাঝে শান্তি দান করেছিলেন এবং তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাঁদের উপরে তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন, যাতে করে তাঁরা ভেঙ্গে না পড়েন, বরং তাঁরা যেন প্রতি সকালে এবং প্রতিবার দর্শনের সময় আরও বেশি করে উজ্জীবিত হন এবং নতুনীকৃত হন।

গ. খ্রীষ্ট এবং থোমার মধ্যে এই দর্শনের সময় কি কি কথোপকথন হল: সামান্য কিছু কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি তাঁদের সাথে এবং থোমার সাথে আরও অনেক কথা বলেছিলেন। এখানে আমরা দেখি:

১. থোমাকে খ্রীষ্টের অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা প্রদান, পদ ২৭। তিনি তাঁকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করলেন এবং বিশেষ করে তাঁর কাছে এই কথা বললেন এবং নিজেকে প্রকাশ করলেন: "এই দিকে তোমার আঙ্গুল বাড়িয়ে দাও, যেহেতু তুমি এমনটাই ইচ্ছা প্রকাশ করেছ। আমার হাত দু'টো দেখ এবং আমার পেরেকের চিহ্ন নিয়ে তোমার যে কৌতূহল আছে তা পূর্ণ কর। তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, আর তোমার বিশ্বাস তৈরি করার জন্য আমার কুক্ষিদেশের মধ্যে হাত দাও।" এখানে আমরা দেখি:

(১) থোমার অবিশ্বাসের কারণে তাঁর প্রতি খ্রীষ্টের তিরস্কার। এখানে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে, থোমাকে কি কথা বলা হয়েছিল। যে কেউ নিশ্চয়ই এই কথা ভাবতে পারেন যে, এই কথা খ্রীষ্ট বলার কারণে নিশ্চয়ই থোমা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের জিহ্বায় কখনোই অবিশ্বাসের উক্তি থাকা উচিত নয়, কিংবা আমাদের মনেও সে ধরনের চিন্তা থাকা উচিত নয়, কখনোই নয়, কিন্তু এটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জানেন (গীতসংহিতা ৭৮:২১)।

(২) একজন দুর্বল বিশ্বাসীদের প্রতি সান্ত্বনা, যা দু'টো বিষয়ের মধ্য দিয়ে দেখা যায়:

[১] তিনি তাঁর জ্ঞান তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রদান করার জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহান আত্মা কখনোই তাদের বিরোধী শক্তির বা অবিশ্বাসীর প্রতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না, বিশেষ করে তাদের অনুগ্রহের কাজে। তথাপি খ্রীষ্ট এখানে নিজেকে থোমার অনাকাঙ্খিত কল্পনা এবং অবিশ্বাসের জন্য নিজেকে নামিয়ে আনলেন। তিনি তাঁকে ত্যাগ করার বা তাঁর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার বদলে তাঁকে কাছে টানলেন। তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গবেন না, বরং একজন উত্তম মেষপালকের মত করে তিনি সেই মেষগুলো একত্রিত করবেন, যারা হারিয়ে গেছে

(যিহিস্কেল ৩৪:১৬)। আমরা এভাবেই যেন দুর্বলদের ভার বহন করি (রোমীয় ১৫:১,২)।

[২] তিনি তাঁর ক্ষতগুলো প্রকাশ করলেন এবং সেখানে আরও বেদনা সহ্য করলেন, কারণ থোমা তাঁর কুক্ষিদেশে হাত দিয়ে সেই ক্ষত পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, যেন তিনি তা বিশ্বাস করেন। এভাবে খ্রীষ্ট আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য ও নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য এমন একটি বিধান স্থাপন করলেন যার দ্বারা আমরা তাঁর মৃত্যুকে স্মরণে রাখতে পারি, যদিও তা ছিল কলঙ্কজনক এবং লজ্জাজনক মৃত্যু, তারপরও যে কারও এ কথা চিন্তা করা উচিত যে, তিনি একমাত্র আমাদেকে ভালবাসেন বলেই এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে আগ্রহী হই এবং উৎসাহিত হই। এর স্মরণে তিনি এমন একটি বিধান স্থপন করেছেন যেখানে আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্ট আমাদেরকে আহ্বান করেছেন যেন আমরা তাঁর ক্ষতচিহ্নে হাত দিয়ে আমাদের বিশ্বাসের প্রতি নিশ্চয়তা স্থাপন করি। আমাদের হাত তাঁর ক্ষতচিহ্নের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমরা যেন তার ক্ষতস্থান অনুভব করি এবং যেন আমরা তাঁকে আমাদের জীবনে আহ্বান করি। আমরা যেন আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার স্বীকৃতি দিই এবং তাঁকে গ্রহণ করি।

খ্রীষ্ট থোমাকে যে কথাটি এখন বললেন, তা খুবই প্রভাবব্যঞ্জক: "অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসী হও; *Me ginou apistos* – তুমি অবিশ্বাসী হয়ে যেও না।" থোমা নিজেকে তাঁর কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে অবিশ্বাসী হিসেবে প্রমাণ করার পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন নি। আমাদের সকলের প্রতি এই সাবধান বাণী প্রদান করা হচ্ছে: *বিশ্বস্ত হও*; কারণ আমরা যদি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমরা খ্রীষ্টকে হারিয়ে ফেলবো এবং তাঁর সকল অনুগ্রহ হারিয়ে ফেলব। আমরা হয়ে পড়ব অস-হায় এবং অসুখী। তাই আমরা যেন এই কথা বলি, "প্রভু, আমি বিশ্বাস করি, আমাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করুন। আমার অবিশ্বাস দূর করে দিন।"

২. থোমা যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করলেন। তিনি এখন তাঁর অবিশ্বাসের কারণে লজ্জিত হলেন এবং বলে উঠলেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার," পদ ২৮। আমাদেরকে এ কথা বলা হয় নি যে, থোমা শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের হাতের পেরেকের ক্ষত তাঁর আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন কি না। সম্ভবত তিনি তা করেন নি, কারণ খ্রীষ্ট বলেছেন (পদ ২৯): "তুমি দেখেছ বলে বিশ্বাস করেছ; দেখার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছ।" আর এখন শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের জয় হল, বহু সময় ধরে অবিশ্বাসের সাথে যুদ্ধ করে বিশ্বাস জয়ী হল।

(১) থোমা এখন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সত্য জানতে পেরে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন – অর্থাৎ তিনি জানতে পেরেছেন যে, যে যীশুকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, সেই একই যীশু এখন জীবিত এবং ইনিই তিনি। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁর ধীরতা এবং পশ্চাৎপদতা আমাদেরকে বিশ্বাসে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে; কারণ এখানে আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্ট তাঁর নিজের পুনরুত্থানের ব্যাপারে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি সারা পৃথিবীর কাছে সেই সাক্ষ্য সত্যায়ন করেছেন এবং সকল মানুষের জীবন এই সাক্ষ্যের উপরে নির্ভরশীল করেছেন, সেই সমস্ত সাক্ষ্য প্রদানকারীরা ছিলেন অত্যন্ত সন্দেহবাদী মানুষ এবং তারা কোন কিছুর সাক্ষ্যপ্রমাণ না দেখে তা বিশ্বাস করেন না।

(২) থোমা যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু এবং ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করেন এবং সে কারণে আমরাও তাঁকে বিশ্বাস করি।

[১] আমাদের অবশ্যই তাঁর ঈশ্বরীয় সত্তার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে; আমাদেরকে অবশ্যই এই কথা বুঝতে হবে যে, তিনি ছিলেন ঈশ্বর; তিনি কোন মানুষ নির্মিত কাল্পনিক দেবতা ছিলেন না, বরং তিনি নিজেই স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ছিলেন, যা এই সুসমাচার লেখক তার রচনা শুরুতেই উল্লেখ করেছেন (যোহন ১:১)। আমাদের পবিত্র ধর্মের নির্মাতা এবং প্রধানের রয়েছে ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, সার্বভৌমত্ব এবং অপরিবর্তনশীলতা, যা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কারণ তিনি নিজে কেবল এর প্রতিষ্ঠাতাই নন। তিনি এর সার্বক্ষণিক ভিত্তি, যার উপর ভর করে মণ্ডলী দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনিই জীবনের উৎস।

[২] তাঁর মধ্যস্থতা – তিনিই প্রভু, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর (১ করিন্থীয় ৮:৬; ১ তীমথিয় ২:৫)। তিনি পর্যাপ্তভাবে কর্তৃত্ব করেছেন, কারণ তিনি মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝে যোগ সূত্র স্থাপন করেছেন, যাতে করে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধের কারণে আমরা ধ্বংস হয়ে না যাই। তিনি চেয়েছেন যেন আমাদের ভেতরে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে এবং যেন আমরা আমাদের সুখের ঠিকানা খুঁজে পাই (প্রেরিত ২:৩৬; রোমীয় ১৪:৯)।

(৩) তিনি যীশু খ্রীষ্টকে তাঁর প্রভু এবং ঈশ্বর বলে স্বীকার করলেন। বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটাতে গেলে অবশ্যই সেখানে সুসমাচারের ভাষার প্রয়োগ ঘটাতে হবে, কারণ আমরা সুসমাচারের সত্যে বিশ্বাস করি। আমাদেরকে অবশ্যই এটি মেনে নিতে হবে যে, খ্রীষ্টকে তাঁর পিতা আমাদের পরিত্রাণ প্রদান করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ করেছেন। প্রভু আমার সম্বোধনটি *আদোনাই* (*Adonai*) শব্দের প্রতি নির্দেশ করে, যার অর্থ হচ্ছে – *আমার ভিত্তি, আমার আশ্রয়; আমার ঈশ্বর, আমার এলোহিম – আমার রাজা এবং বিচারক*। ঈশ্বর তাঁকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দান করেছেন। আমাদের অবশ্যই তাঁর পছন্দ মেনে নিতে হবে এবং আমাদের বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হবে। এটাই হচ্ছে বিশ্বাসের সবচেয়ে প্রধান বিষয় – *তিনি আমার*।

(৪) তিনি এটি একটি প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি হিসেবে বলেছিলেন, কারণ এর আগে তিনি খ্রীষ্টের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। তিনি এখন খ্রীষ্টের প্রতি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিচ্ছেন এবং আমরা যদি এই উক্তির সম্পূর্ণ ভাবার্থ বুঝতে যাই তাহলে এই কথার সাথে আরেকটু অংশ যোগ করতে হবে, আর তা হচ্ছে: "আপনিই আমার প্রভু এবং আমার ঈশ্বর।" কিংবা তিনি হয়তোবা তাঁর সঙ্গীদের কাছে বলেছিলেন, "ইনিই আমার প্রভু এবং আমার ঈশ্বর।" আমরা কি যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের প্রভু ঈশ্বর বলে স্বীকার করেছি? আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর কাছে যেতে হবে এবং তাঁকে গিয়ে সেই কথা বলতে হবে, যেভাবে দায়ূদ করেছিলেন (গীতসংহিতা ১৬:২)। আমাদের কাজ এবং চুক্তি অনুসারে অবশ্যই তাঁর কাছে আমাদের নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে এবং অন্যদেরকেও সে ব্যাপারে জানাতে হবে, যাতে করে আমরা সকলে মিলে খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের বিজয় উল্লাস প্রকাশ করতে পারি: "ইনিই আমার প্রিয়পাত্র।" থোমা খ্রীষ্টের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা নিয়ে কথা বলেছিলেন, যেভাবে তিনি তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে খ্রীষ্টকে তাঁর প্রভু বলে স্বীকার

করেছিলেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার।"

৩. পুরো বিষয়টির ব্যাপারে খ্রীষ্টের বিচার (পদ ২৯): "থোমা, যেহেতু তুমি আমাকে দেখলে তাই বিশ্বাস করলে। এটা ভাল যে, শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার কথা দিয়ে আমাকে স্বীকার করলে। কিন্তু ধন্য তারা, যারা আমাকে দেখে নি তারপরও আমাকে বিশ্বাস করে।" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট থোমাকে একজন বিশ্বাসী হিসেবে স্বীকার করে নিলেন। তিনি তাঁকে একজন বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক বিশ্বাসী হিসেবেই গ্রহণ করে নিলেন। যদিও তিনি দুর্বল এবং ধীর গতির, তারপরও তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছেন। এ ধরনের প্রত্যেক খ্রীষ্টান বিশ্বাসীই খ্রীষ্টের কাছে গৃহীত হবে। যারা বহু সময় ধরে অবিশ্বাসের দোলায় দুলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিশ্বাস করবে, তারা অবশ্যই দেখতে পাবে যে, খ্রীষ্ট ক্ষমার হাত বাড়িয়ে তাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। থোমা খ্রীষ্টকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্ট তাঁকে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাঁকে একজন বিশ্বাসী হিসেবে সেই স্বস্তি প্রদান করেছেন এবং তাঁকে এটি জানতে দিয়েছেন যে, তিনি একজন বিশ্বাসী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।

(২) তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অবিশ্বাসের জন্য তাঁকে তিরস্কার করেছেন ও ধমক দিয়েছেন। তাঁর অবশ্যই এই ভেবে লজ্জা পাওয়া উচিত যে:

[১] তিনি বিশ্বাস করতে এতটা পশ্চাদপদ ছিলেন এবং তিনি নিশ্চিত হতে এত দেরি করেছেন। যাদের ভেতরে খ্রীষ্টের প্রতি আন্তরিকতা এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তাদের এ জন্য দুঃখ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, তারা কেন আরও আগে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় নি।

[২] শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করলেন, কিন্তু খুব যে স্বতস্ফূর্ততার সাথে করলেন তা নয়: "তুমি যদি আমাকে জীবিত না দেখতে, তাহলে তুমি আমার উপরে বিশ্বাস করতে না।" কিন্তু আমাদের সামনে যদি কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ আনা না হয়, তথাপি যদি আমরা অনুভব করি, তারপরও আমরা কোন কিছু বিশ্বাস করি না এবং আমরা চোখে যা দেখি তার উপরে বিশ্বাস করতে চাই। এটাই যদি পৃথিবীতে প্রমাণ করার একমাত্র পন্থা হয়, তাহলে পুরো পৃথিবী কি করে যীশু খ্রীষ্টের বাক্যে বিশ্বাস করবে? তিনি এখানে ন্যায্যভাবে এর উপরে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়াকে দোষারোপ করেছেন।

(৩) তিনি তাদের বিশ্বাসের প্রশংসা করেছেন, যারা আরও সহজে বিশ্বাস করে ও বিশ্বাস করে। থোমা একজন বিশ্বাসী হিসেবে সত্যিকার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু তারা আরও বেশি অনুগ্রহপ্রাপ্ত, যারা তাঁকে দেখে নি তারপরও তাঁর উপরে বিশ্বাস করেছে। এর অর্থ হচ্ছে দেখে বিশ্বাস করা সবচেয়ে বড় বিশ্বাস করা নয়, বরং না দেখে বিশ্বাস করাই সবচেয়ে বড় বিশ্বাস, কারণ সেগুলো অদৃশ্য (ইব্রীয় ১১:১; ২ করি ৪:১৮), কিন্তু বিশ্বাসের উদ্দেশ্য – খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ এবং বিশেষ করে তাঁর পুনরুত্থান। তারাই অনুগ্রহপ্রাপ্ত যারা এই ঘটনাগুলো দেখে নি এবং তারপরও তাঁর উপরে বিশ্বাস করেছে। এতে করে আমাদের মনে হতে পারে যে, পুরাতন নিয়মের ভাববাদী রা, যারা তাঁদের করা ভবিষ্যদ্বাণীর

ঘটনাগুলো প্রকৃত অর্থে দেখেন নি, তারপরও তাঁরা তাঁদের পিতার দেওয়া প্রতিজ্ঞার উপরে ভরসা রেখেছেন এবং অ-যিহূদীরা, যারা কখনোই যীশু খ্রীষ্টকে মাংসিক দেহে দেখে নি, তারাও যিহূদীদের চেয়ে বেশিই তাঁর উপরে বিশ্বাস করেছে। যারা দেখেছে এবং বিশ্বাস করেছে তাদের চাইতে যারা দেখে নি তারপরও বিশ্বাস করেছে তাদের বিশ্বাস আরও বেশি প্রশংসনীয়; কারণঃ-

[১] যারা বিশ্বাস করে তাদের মাঝে মনের আরও বেশি প্রশান্তি প্রকাশ পায়। চোখে না দেখে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে তারা সত্যের পেছনে অনুসন্ধান করার জন্য আগ্রহী নয়, বরং তারা বিশ্বাসে সেই সত্যকে খুঁজে পেতে চায়। যে ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে বিশ্বাস করে, সে এক ধরনের মোহ দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি না দেখেই বিশ্বাস করে সে খুব সহজেই মনের প্রশান্তি খুঁজে পায়, সে আরও বেশি মহান।

[২] এটি হচ্ছে স্বর্গীয় অনুগ্রহের এক নিদর্শন, এক মহান দৃষ্টান্ত। কাজের প্রমাণ যত কম প্রভাবব্যঞ্জক হবে, তত বেশিই প্রভুর কাজ স্থাপন হবে, যেহেতু বিশ্বাস অনেক বেশি সেখানে কাজ করবে। পিতর বিশ্বাসের কারণে অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিলেন, কারণ তাঁর কাছে রক্ত এবং মাংস কোন প্রভাব ফেলে নি (মথি ১৬:১৭)। রক্ত এবং মাংস তাদের কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যারা দেখে বিশ্বাস করে। যারা না দেখেও বিশ্বাস করে তাদের চাইতে তারা আরও বেশি পার্থিব চিন্তা করে থাকে। ড. লাইটফুট একজন রব্বি বা ধর্মগুরুর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "একজন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ইস্রায়েলের সেই সমস্ত হাজারো লোকের চাইতে ঈশ্বরের কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য, যারা সিনাই পদতের সামনে দাঁড়িয়েছিল; কারণ তারা দেখেছিল এবং গ্রহণ করেছিল। কিন্তু একজন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি তা দেখে নি তথাপি তা গ্রহণ করে।"

ঙ. এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে সুসমাচার রচয়িতা যে মন্তব্য করেছেন, যেভাবে একজন ইতিহাসবেত্তা কোন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান (পদ ৩০,৩১)। এখানে আমরা দেখিঃ

১. তিনি আমাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, আরও অনেক ঘটনা ঘটবে, যার সবই উল্লেখ করার এবং লিপিবদ্ধ করে রাখার উপযোগী, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করা হয় নিঃ অনেক চিহ্ন। অনেকে মনে করেন এখানে এই কথা বলতে খ্রীষ্ট তাঁর সারা জীবনে যত আশ্চর্য কাজ করেছেন সেগুলোর কথা বোঝানো হয়েছে। সেই সাথে তিনি যত আশ্চর্য কথা বলেছেন এবং যত আশ্চর্য কাজ করেছেন সেগুলোর কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের এটা মনে হতে পারে যে, বিশেষ করে এখানে বলা হয়েছে সেই সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা, যেগুলো তিনি পুনরুত্থানের পর করেছিলেন, কারণ এই কাজগুলো তিনি কেবলমাত্র শিষ্যদের সামনে করেছিলেন, যাদের কথা প্রেরিত ১০:৪১ পদে বলা হয়েছে। তার বিভিন্ন সময়ে দেখা দেওয়ার কথা সবগুলো উল্লেখ করা হয় নি, যা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই (১ করিন্থীয় ১৫:৫-৭; প্রেরিত ১:৩)। এখনঃ-

(১) এখানে আমরা এই সাধারণ ধারণাটিকে এভাবে সত্যায়িত করতে পারি যে, সেখানে আরও অনেক চিহ্ন ছিল, বিশেষ করে আমাদের বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করার জন্য।

বিশেষ কিছু বর্ণনার কথা চিন্তা করলে সেগুলো আমাদের সাক্ষ্য প্রমাণকে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। যারা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা সাক্ষ্য প্রমাণের পেছনে অনুসন্ধান করেন নি। তাঁরা যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত এবং যথার্থ প্রমাণ পেয়েছেন সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই তাঁরা সুসমসাচার রচনা করেছেন। তাঁরা খুব বেশি কথা সেখানে লেখেন নি। তবে এটা ঠিক যে, তাঁরা যতটুকু লিখেছেন তার চেয়েও বেশি প্রমাণ তাঁদের হাতে ছিল এবং তাঁরা চাইলেই আরও বেশি সাক্ষীর বিবৃতি শুনে তাঁদের সুসমাচারের এই ধ্বংসের বর্ণনাটিকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে পারতেন। খ্রীষ্টের শিষ্যরা, যাদের সামনে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তাঁরা ছিলেন খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং অন্যান্য সমস্ত ঘটন-ার প্রচারক। সেই কারণে এ কথা একেবারে অবধারিতভাবেই সত্যি যে, তাঁদের হাতে অবশ্যই সে সমস্ত বিষয়ে ও ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল – *এক্স এ্যাবান্ডানটি* (*ex abun-danti*) – প্রচুর পরিমাণেই, যাতে করে তারা সকলে দৃঢ়ভাবে সান্ত্বনা পেতে পারেন, যারা এই বিশ্বাসের উপরে তাদের সমস্ত জীবন এবং বাকি সমস্ত কিছু সমর্পণ করেছেন।

(২) আমাদের এ কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই যে, কেন সমস্ত কিছু লিখিত হয় নি কিংবা কেন এর চেয়েও বেশি লেখা হল না, কিংবা অন্য আর কিছু লেখা হল না; কারণ আমাদের জন্য এটাই জানা যথেষ্ট এবং পবিত্র আত্মা আমাদের জানার জন্য এইটুকুই অনুমোদন দিয়েছেন, যার অনুপ্রেরণায় সমস্ত কিছু লেখা হয়েছে। এই ইতিহাস যদি মানুষের চিন্তায় লেখা হত, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে হাজারো রকমের যুক্তিতর্ক সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদি থাকত, যাতে করে মানুষের কাছে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান অকাট্য সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা যায় এবং যেন এর সত্য উপস্থাপন করার জন্য অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা যায়। কিন্তু যেহেতু এই ইতিহাস এক পবিত্র ও স্বর্গীয় ইতিহাস, সেই কারণে এর পাণ্ডুলিপি রচয়িতা পবিত্র আত্মার অধীনে ও সুরক্ষায় থেকে এই ইতিহাস রচনা করেছেন। তিনি সেই সমস্ত কথাই লিখেছেন যা সর্বাংশে সত্যি, যারা শিখতে চায় এবং বিশ্বাস করতে চায় তাদের বিশ্বাস করানোর মত যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য এবং যারা অবিশ্বাসে ডুবে থাকার পর এখন বিশ্বাস করতে চায় তাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তারা যদি এতে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তারা আরও অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। মানুষ যা বলে তার সব কিছুই তারা নির্মাণ করেছে, যাতে করে তারা এর সুফল ভোগ করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর তা করেন না, কারণ তিনি বিশ্বাস দান করতে পারেন। এই ইতিহাস যদি লেখা হত কৌতূহলীদের বিনোদন দান করার জন্য, তাহলে এখানে আরও অনেক বেশি কথা থাকত এবং এখানে বিষয়টিকে প্রমাণ করার মত হাজার হাজার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংযুক্ত করা হত। বরং এটি লেখা হয়েছে মানুষকে বিশ্বাসী করে গড়ে তোলার জন্য, যাতে করে মানুষ তাদের ইচ্ছা অনুসারে উত্তর যেতে পারে, যেখানে মানুষ তা শুনতেও পারে বা নাও শুনতে পারে।

২. তিনি আমাদের এর পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাচ্ছেন যা আমার এখানে দেখতে পাই (পদ ৩১): "কিন্তু এসব লেখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন প্রাপ্ত হও; যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যিনি তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে কর্তৃত্ব সহকারে সেই পর্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন।"

(১) এখানে রয়েছে সেই পরিকল্পনা, যা উপজীব্য করেই সুসমাচার রচিত হয়েছে। অনেকে তাদের জীবনকে পাল্টে দেওয়ার জন্য বই লেখে এবং সেগুলো প্রকাশ করে তারা অর্থ কিংবা প্রশংসা অর্জন করার চেষ্টা করে। অন্যরা এর মধ্য দিয়ে এথেনীয় রসবোধের স্বাদ খুঁজে পায়। অনেকে তাদের পার্থিব সুযোগ সুবিধার জন্য এই পৃথিবীকে শিল্প এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। কিন্তু সুসমাচার রচয়িতারা কোন প্রকার লাভ বা অর্থ আয়ের সম্ভাবনা বা ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছাড়াই এই কাজ করেছেন, সেটা হতে পারে নিজেদের বা অন্যদের জন্য। বরং তারা এই কাজ করেছেন মানুষকে খ্রীষ্টের কাছে এবং স্বর্গের কাছে নিয়ে আসার জন্য এবং এই কাজ করতে গিয়ে তারা মানুষকে বিশ্বাস করতে বলেছেন। এই কাজের জন্য তারা সবচেয়ে যথোপযুক্ত প্রক্রিয়া সামনে এনেছে, তার একটি স্বর্গীয় প্রকাশের পৃথিবী উন্মোচন করেছেন, যেখানে সত্যিকার সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে।

(২) যারা সুসমাচার পাঠ করবে এবং শুনবে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বাস করা, খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ করা এবং তাদেরকে যে সমস্ত বিষয় জানানো হবে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা (১ যোহন ৫:১১)।

[১] এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, সুসমাচারে সেই মহান সত্য কী, যা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে – যীশুই হচ্ছেন খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।

প্রথমত, তিনি অবশ্যই খ্রীষ্ট, যিনি খ্রীষ্ট উপাধি ধারণ করেছেন, যিনি প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট ছিলেন এবং যাঁকে সকলে আকাঙ্খা করেছে। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা তাঁর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তাঁকে আকাঙ্খা করেছেন। সেই সাথে যারা তাঁর নামের অর্থ অনুধাবন করে তাঁকে নিজেদের পরিত্রাণকর্তা রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন তারাও তাঁকে আকাঙ্খা করেছেন। তারা তাঁকে একজন অভিষিক্ত প্রভু, ঈশ্বর, একজন স্বর্গীয় রাজা এবং একজন পরিত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, শুধুমাত্র একজন মধ্যস্থতাকারী নন (কারণ তাই যদি হত তাহলে তিনি মোশির চেয়ে মহান হতেন না, যিনি সবচেয়ে মহান ভাববাদী, এবং পূর্বপুরুষ এবং একজন আইন প্রণেতা), কিন্তু তিনি মধ্যস্থতাকারীর পাশাপাশি আমাদের পরিত্রাণকর্তা হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি যদি একজন স্বর্গীয় ব্যক্তি না হতেন, তিনি যদি ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং অনুগ্রহ ও মহিমা না পেতেন, তাহলে তিনি একজন পরিত্রাণকর্তা এবং একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর এই দায়িত্ব পালন করার জন্য উপযুক্ত বলে স্বীকৃত হতেন না এবং তিনি পরিত্রাণকর্তার মুকুট পরার যোগ্য হতেন না।

[২] আমরা যার আশা করি সেই মহান আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ আমরা সুসমাচারের মধ্য দিয়ে লাভ করি – আমরা যদি খ্রীষ্টের নামের উপরে বিশ্বাস করি তাহলে আমরা অনন্ত জীবন লাভ করব। এর অর্থ হচ্ছে:

প্রথমত, আমাদের বিশ্বাসকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। আমাদের দৃষ্টি অবশ্যই থাকতে হবে জীবন মুকুটের দিকে, জীবন বৃক্ষের দিকে, যার সব কিছুই আমাদের সামনে স্থাপন করা হয়েছে। খ্রীষ্টের নামেই জীবন রয়েছে, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের সাথে

যে চুক্তি করেছেন সেই চুক্তির মধ্য দিয়েই আমরা সেই অনন্ত জীবন লাভ করব। আমাদেরকে অবশ্যই সেই চুক্তির উপরে নির্ভর করে সম্পূর্ণ রূপে আমাদের সেবা কাজ এবং কষ্টভোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই সাথে আমাদেরকে অবশ্যই সমস্ত ভুল ত্রুটির জন্য অনুশোচনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের বিশ্বাসকে আরও উৎসাহিত করার জন্য এবং আমাদেরকে বিশ্বাসে স্থির রাখার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে সুসমাচারের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই আরও বেশি সুযোগ লাভ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং সে কারণে আমাদেরকে অবশ্যই জীবনের জন্য উপযোগী বাক্য গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এর নির্দেশনা অনুসারে পথ চলতে হবে, যা সুসমাচারে বলা হয়েছে (প্রেরিত ৫:২০)। এখানে রয়েছে আত্মিক জীবন, যেখানে ঈশ্বরের নিশ্চয়তা রয়েছে এবং তাঁর সাথে সংযোগ রক্ষা করার পথ রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে অনন্ত জীবন, সেখানে তার জন্য রয়েছে দর্শন এবং ফল। এর দু'টোই আসবে খ্রীষ্টের নামের মধ্য দিয়ে, তাঁর ক্ষমতা এবং কৃতিত্বের মধ্য দিয়ে এবং তা সকল বিশ্বাসীদের জন্যই অবধারিতভাবে সত্য।

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ২১

সুসমাচার লেখক যোহন হয়তো আগের অধ্যায়েই তাঁর কাহিনীর ইতি টানতে পারতেন, কিন্তু নতুন কোন ঘটনা ঘটার কারণে তিনি আবার তা শুরু করেছেন। কোন কোন সময় সাধু পৌল এই বিষয়টি তাঁর সুসমাচারে উল্লেখ করেছেন। যোহন বলেছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট যে কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তার চিহ্নস্বরূপ তিনি অনেক প্রমাণ দেখিয়েছেন। এই অধ্যায়ে তিনি সেই সমস্ত চিহ্নের মধ্য থেকে একটি চিহ্ন সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রকাশ করছেন, যেখানে খ্রীষ্ট তিবিরিয়া সাগরের পারে তাঁর কয়েকজন শিষ্যের কাছে দেখা দেন। এখানে আমরা দেখতে পাই: ক. কীভাবে তিনি নিজেকে তাঁদের কাছে প্রকাশ করলেন, যখন তাঁরা মাছ ধরছিলেন। তাঁদের জাল মাছে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তখন তিনি খুব পরিচিত এক ভঙ্গিতে তাঁদের সামনে এলেন এবং তাঁদের সাথে বসে সেই মাছ দিয়ে ভোজন করলেন যা তাঁরা এই মাত্র ধরেছেন, পদ ১-১৪। খ. রাতের খাবারের পরে তিনি পিতরের সাথে যে কথা বললেন:- ১. তাঁর নিজের সম্পর্কে, পদ ১৫-১৯; ২. যোহন সম্পর্কে, পদ ২০-২৩। গ. এই সুমসমাচারের আড়ম্বড়পূর্ণ পরিসমাপ্তি, পদ ২৪,২৫। এটা খুবই অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, যে কেউ মনে করতে পারেন, সুসমাচারের এই শেষ অংশটি নিশ্চয়ই অন্য কারো দ্বারা লিখিত হয়েছে, বিশেষ করে যেখানে ব্যাপক বিবৃতি সহকারে সেই শিষ্যের কথা বলা হয়েছে, যাকে খ্রীষ্ট খুবই ভালবাসতেন, যেহেতু তিনিই এই সুসমাচারের মূল লেখক।

যোহন ২১:১-১৪ পদ

এখানে আমরা তিবিরিয়া সাগরের পারে খ্রীষ্টের শিষ্যদের কাছে তাঁর দর্শন দেওয়ার ঘটনা দেখতে পাই। এখন:-

১. আসুন, আমরা এই দর্শনটিকে সেই সমস্ত দর্শনের সাথে তুলনা করি, যা এর আগে ঘটেছিল। সেই সমস্ত দর্শনে খ্রীষ্ট নিজেকে তাঁর শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন, যখন তাঁরা এক জাঁকজমকপূর্ণ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত সেটি কোন এক ধর্মীয় সমাবেশ হবে, কারণ সেটি ছিল প্রভুর দিন অর্থাৎ বিশ্রামবার। সে সময় তাঁরা সকলে একত্রিত ছিলেন। সম্ভবত তাঁরা সকলে সে সময় খ্রীষ্টের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি তাঁদের মাত্র কয়েকজনের কাছে দেখা দিলেন। সম্ভবত সে দিন ছিল কোন এক কর্ম দিবস, কারণ সেই দিন তাঁরা মাছ ধরছিলেন এবং তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে দেখা হওয়ার কোন ধরনের আশা পোষণ করছিলেন না। খ্রীষ্ট অনেক উপায়েই তাঁর লোকদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেন, বিশেষ করে তাঁর বিধানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু কোন কোন সময় তিনি তাঁর আত্মার মাধ্যমে তাদের কাছে দেখা দেন, যখন তারা তাদের সাধারণ কোন

কাজে নিয়োজিত থাকেন। যেভাবে রাতে ভেড়ার পাল পাহারা দেওয়া রাখালদের বা মেষপালকদের কাছে খ্রীষ্টের জন্মবারতা ঘোষিত হয়েছিল (লূক ২:৮), ঠিক সেভাবে এখানেও তাই ঘটেছে (আদিপুস্তক ১৬:১৩)।

২. আসুন আমরা এই বিষয়টিকে এর পরবর্তীতে ঘটিতব্য গালীল পদতের ঘটনাটির সাথে তুলনা করি, যেখানে খ্রীষ্ট তাদের তাঁর সাথে দেখা করার কথা বলবেন (মথি ২৮:১৬)। এরপর তাঁরা খুব দ্রুত খামিহীন রুটির পদ শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই সেখানে গেলেন এবং তাঁদের নির্ধারিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা না ঘটে। এখন, সেই সাক্ষাত ঘটেছিল যখন তাঁরা সেই সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যে দর্শন দিচ্ছেন তা তিনি আগে থেকে তাঁদের কাছে বলেন নি। খ্রীষ্ট অনেক সময় তাঁর কথার চাইতেও আরও উত্তম কাজ করেন, কিন্তু কখনোই তার বরখেলাপ করেন না। অনেক সময় তিনি তাঁর অপেক্ষমান এবং আকাঙ্খী বিশ্বাসী এবং অনুসারী লোকদের দলকে আরও বেশি দেন বা আকাঙ্খার অতিরিক্ত দেন, কিন্তু কখনোই তাদেরকে হতাশ করেন না। এই গল্পের বিবরণ থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:

ক. কাদের কাছে এই মুহূর্তে খ্রীষ্ট দেখা দিচ্ছেন (পদ ২): বারো জন শিষ্যের কাছেই তিনি দেখা দেন নি, বরং তাঁদের সাত জনের কাছে তিনি দেখা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে নথনিয়েলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যার সাথে খ্রীষ্টের এর আগে দেখা হয় নি, পদ ১। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, এই নথনিয়েলই হচ্ছেন বার্থেলময়, বারো জন শিষ্যের একজন। যে দু'জন শিষ্যের নাম উল্লেখ করা হয় নি তাঁরা সম্ভবত বৈথসৈদা নগরের ফিলিপ এবং কফরনাহূম নগরের আন্দ্রিয়। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য এটি খুবই উত্তম, যদি তাঁরা একসাথে থাকেন; শুধুমাত্র ধর্মীয় সমাবেশে নয়, বরং সেই সাথে সাধারণ আলাপচারিতায় এবং সাধারণ জীবিকায় ও দৈনন্দিন কাজে। উত্তম খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই এই মাপকাঠির ভিত্তিতে নিজেদেরকে বিচার করা উচিত এবং বিবেচনা করা উচিত। তাদের পরস্পরের প্রতি আনন্দিত হওয়া উচিত এবং আলোচনা ও দৃষ্টান্ত প্রদানের মধ্য দিয়ে এক অপরের উন্নতিতে অবদান রাখা উচিত।

২. খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইলেন, যখন তাঁরা একসাথে ছিলেন। এর কারণ শুধু এই নয় যে, তিনি খ্রীষ্টান সমাজের এক দৃষ্টান্ত দেখতে চেয়েছিলেন, বরং সেই সাথে যাতে করে তাঁরা একত্রে একই বিষয়ের সাক্ষী হতে পারেন এবং এতে করে সকলে একই সত্য ও সাক্ষ্য প্রকাশ করতে পারেন। এতে করে তাঁরা একে অপরের সাক্ষ্যের প্রমাণ বহন করতে পারবেন। এখানে সাতজন শিষ্য একত্রে এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কারণ রোমীয় আইন অনুসারে কোন বিষয়ের সাক্ষ্য প্রমাণ করতে হলে সাতজন সাক্ষী প্রয়োজন হত।

৩. এদের মধ্যে একজন ছিলেন থোমা, যার নাম পিতরের পরেই উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ হচ্ছে, তিনি এখন আগের চেয়ে আরও বেশি করে প্রেরিতদের সাথে সম্পর্ক বজায়

রাখছিলেন। আমরা যদি আমাদের অসতর্কতার কারণে কোন কিছু হারিয়ে ফেলি, তাহলে পরবর্তী আর কোন কিছু না হারনোর জন্য সতর্ক হওয়াটা আমাদের জন্য খুবই উত্তম, যাতে আরও কোন সুযোগ আমরা সামনে না হারাই।

খ. কীভাবে তাঁরা কাজ করছিলেন, পদ ৩। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তাঁরা একত্রে মাছ ধরছিলেন। তাঁরা ভালভাবে জানতেন না যে, তাঁদেরকে একত্রে কি কাজ করতে হবে। আমি মনে করি, পিতর বলেছিলেন, "আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি।" "তাহলে আমরাও তোমার সাথে যাচ্ছি," অন্যরা বলেছিলেন, "কারণ আমরা সব সময় একসাথে থাকব বলে ঠিক করেছি।" যদিও সাধারণত দুই পেশার কেউ এক হতে পারে না, তথাপি তাঁরা তা পেরেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, তাঁরা তাঁদের নৌকা এবং জাল নিয়ে কাজে ফিরে যেতে অনেক হাঙ্গামা পোহাচ্ছিলেন, যা তাঁরা ফেলে রেখে এসেছিলেন। কিন্তু তখন খ্রীষ্ট এসে তাঁদেরকে দেখা দিয়ে তাঁদেরকে এ কাজ করতে বাধা দেন নি। বরং এই কাজই তাঁদের জন্য সে সময় যথোপযুক্ত ছিল; কারণ তাঁরা যা করেছিলেন:

(১) তাঁদের কাজ ছিল সময় কাটানোর জন্য এবং আলস্য দূর করার জন্য। তাঁদেরকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পরপরই প্রচার করার জন্য নিযুক্ত করা হয় নি। তাঁদের নিয়োগ দানের জন্য তখনো পরিকল্পনা করা হচ্ছিল, কিন্তু তখনও তা সম্পন্ন করা হয় নি। কাজে নামার সময় প্রায় চলে এসেছিল। সম্ভবত এটা হতে পারে যে, তাঁদের প্রভু তাঁদেরকে তাঁর স্বর্গারোহণের আগ পর্যন্ত তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে কারও কাছে কোন কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন। নতুবা তিনি তাঁদেরকে পবিত্র আত্মার অবতরণের আগ পর্যন্ত কোন কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন, যা শিষ্যরা লাভ করেছিলেন যিরূশালেমে বসে। এখন, এই সময়ের মধ্যে কোন কিছু না করে বসে থাকার বদলে তাঁরা সকলে মিলে মাছ ধরতে গেলেন। কোন বিনোদনের জন্য নয়, বরং জীবিকার জন্যই তারা মাছ ধরতে গেলেন। এটি তাঁদের নম্রতার একটি উদাহরণ। যদিও তাঁরা খ্রীষ্টের কথা অনুসারে বসে না থেকে আগেই তাঁদের নির্ধারিত কাজে লেগে যেতে পারতেন, তথাপি তাঁরা অপেক্ষা করলেন এবং খ্রীষ্টের নির্ধারিত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এটি ছিল তাঁদের পরিশ্রমের পাশাপাশি তাঁদের ধৈর্যের নিদর্শন, কারণ তাঁরা তাঁদের সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। যখন তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন, সে সময় তাঁরা অলস হয়ে বসে থাকেন নি। যারা আনন্দের সাথে কোন সময় কাটান তাঁদের অবশ্যই সে সময় যথাযথভাবে কাজে লাগানোর প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে কোন একটি মুহূর্ত নষ্ট না হয়।

(২) যাতে করে তাঁরা একে অপরের ভরণ-পোষণের জন্য কাজ করতে পারেন এবং তাঁরা কারও বোঝা না হয়ে পড়েন। যখন তাঁদের প্রভু তাঁদের সাথে ছিলেন, তাঁরা যার পরিচর্যা করতেন, তিনিই তখন তাঁদের যত্ন নিতেন; কিন্তু সেই তিনি এখন নেই। বরকে তাঁদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এখন তাঁদেরকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে। সেই কারণে তাঁদের নিজেদের হাতে, পৌলের মত করে, অবশ্যই তাঁদের নিজেদের চাহিদাগুলো পূরণ করতে হবে। এই কাজের জন্য খ্রীষ্ট তাঁদেরকে নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমাদের কাছে মাংস আছে?" এই উক্তি আমাদেরকে

নীরবে শেখায় যে, আমরা যেন আমাদের নিজেদের রুটি রুজি নিজেরাই যোগাড় করি।

২. মাছ ধরতে গিয়ে তাঁদের হতাশা। সেই রাতে তাঁরা কিছুই ধরতে পারলেন না, যদিও সম্ভবত তাঁরা সারা রাত ধরে পরিশ্রম করেছিলেন, যেমনটা আমরা দেখি লূক ৫:৫ পদে। এই পৃথিবীর অসারতা লক্ষ্য করুন; অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী ব্যক্তিকেও মাঝে মাঝে খালি হাতে ফিরতে হয়। এমন কি কোন উত্তম ব্যক্তিকেও সৎভাবে কোন কাজ করতে গেলে মাঝে মাঝে তার আকাঙ্খার চাইতে অনেক কম নিয়ে ফিরতে হয়। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ও নিষ্ঠাবান হতে পারি, তারপরও আমরা উন্নতি নাও করতে পারি। ঈশ্বরের মহান আদেশ অনুসারেই তাঁরা সেই রাতে কোন মাছ ধরতে পারেন নি, যাতে করে সকালে সেই আশ্চর্য মাছের ঝাঁক আরও বেশি করে গ্রহণযোগ্য এবং অনুগ্রহস্বরূপ হয়। আমরা মাঝে মাঝে যে বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি হতাশ হয়ে পড়ি সেগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ঈশ্বর মাঝে মাঝে এই দুঃখ থেকেই আমাদের জন্য অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসেন। মানুষের অবশ্যই সাগর ও মাছের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে, কিন্তু সব সময়ই সে তার চাহিদা অনুসার সমস্ত কিছু পাবে না; ঈশ্বর কেবলমাত্র জানেন সমুদ্রের পথ কোথায়, গতিবিধি কোথায় এবং এর মধ্য দিয়ে কি যাবে আর না যাবে তা তিনিই ঠিক করে দেন।

গ. কীভাবে খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। বলা হয়েছে (পদ ১), শিষ্যদের কাছে খ্রীষ্ট দেখা দিলেন। তাঁর দেহ, একটি সত্যিকার এবং প্রকৃত দেহ পুনরুত্থিত হয়েছিল, যেভাবে আমাদের দেহও পুনরুত্থিত হবে। এটি একটি আত্মিক দেহ, আর তাই সেটি তখনই কেবল দৃশ্যমান হবে যখন তিনি সকলের কাছে নিজেকে দেখাতে চাইবেন। তিনি খুবই অল্প সময়ের জন্য আসতেন এবং তাঁদেরকে দেখা দিয়ে আবার চলে যেতেন, তা যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য, যেন চোখের পলকে তিনি আসতেন আবার চলে যেতেন। শিষ্যদের কাছে খ্রীষ্টের দেখা দেওয়ার ঘটনাটিতে চারটি বিষয় বিবেচ্য:

১. তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে নিজেকে দেখা দিতেন (পদ ৪): *পরে প্রভাত হয়ে আসছে, এমন সময় যীশু তীরে দাঁড়ালেন*। নিষ্ফল একটি রাত্রি যাপনের পর যখন সকাল হল, তখন যীশু সমুদ্র তীরে এসে দাঁড়ালেন। খ্রীষ্ট তখনই তাঁর লোকদের কাছে নিজেকে দেখা দেন, যখন তারা সবচেয়ে দুঃখজনক অবস্থায় থাকে, তাদের সমস্ত কিছু হারিয়ে যায়। যখন তারা মনে করবে যে, তারা তাদের সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলেছে, ঠিক তখন তিনি তাদেরকে এ কথা জানাবেন যে, তারা তাঁকে এখনো হারায় নি। এক রাতের জন্য হয়তো কান্না আসতে পারে, কিন্তু এরপরেই রয়েছে আনন্দ, যদি খ্রীষ্ট সকালে আসেন। খ্রীষ্ট তাঁদের সামনে এলেন। জলের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে তিনি আসেন নি, কারণ মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার কারণে তিনি তাঁদের সাথে আগে যেমন ছিলেন তেমন আর থাকার প্রয়োজন ছিল না। বরং তিনি সমুদ্র তীরের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন, কারণ এখন তাঁরাই তাঁর কাছে আসবেন। অনেক প্রাচীন পণ্ডিত ব্যক্তি এই বিষয়টির উপরে এভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন যে, খ্রীষ্ট তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। তিনি এক ঝড়োন্মুখ সাগরের ভেতর দিয়ে পথ চলেছেন, এক রক্তের সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন, যাতে তিনি এক নিরাপদ এবং শান্ত

সৈকতে পৌঁছাতে পারেন, যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে বিজয় উল্লাস করবেন। কিন্তু শিষ্যরা খ্রীষ্টের প্রতি দায়িত্ব পালন করার কারণে এবং তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণে তখন পর্যন্ত সমুদ্রে ছিলেন, দুর্দশাগ্রস্ত এবং বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিলেন। এটি আমাদের জন্য সান্ত্বনা যে, যখন আমাদের চলার পথ হয় দুর্গম এবং ঝড়োন্মুখ, তখন আমাদের প্রভু তীরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমরা তাঁরই প্রতি অগ্রসর হচ্ছি।

২. তিনি ধীরে ধীরে তাঁদের সামনে দেখা দিলেন। শিষ্যরা যদিও খ্রীষ্টের সাথে খুব ঘনিষ্টভাবে মিশেছিলেন, তারপরও তাঁরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারলেন না যে, তিনিই যীশু খ্রীষ্ট। তাঁরা খ্রীষ্টকে দেখার আশা করছিলেন না বললেই চলে এবং তাঁরা আন্তরিকভাবে তাঁর খোঁজ করছিলেন না। তাঁরা তাঁকে দেখে ধরে নিয়েছিলেন যে, সাধারণ কোন মানুষ তাঁদের নৌকার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, যাতে করে সে তাঁদের কাছ থেকে মাছ কিনতে পারে। লক্ষ্য করুন, আমরা অনেক সময় যতটা ভেবে থাকি, খ্রীষ্ট আমাদের তার চেয়ে বেশি নিকটবর্তী থাকেন এবং সে কারণে আমাদেরকে তাঁর খোঁজ করতে হবে, যেন আমরা আমাদের সান্ত্বনা পেতে পারি।

৩. তিনি তাঁদেরকে একটি দয়াপূর্ণ কাজ করার মাধ্যমে তাঁদের প্রতি তাঁর করুণা প্রকাশ করলেন, পদ ৫। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, *Paidia* – "বৎস, তোমাদের কাছে কি কিছু খাবার আছে? তোমরা কি কোন মাছ ধরতে পেরেছ?" এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) এই সম্বোধন খুবই পরিচিত; তিনি তাঁদেরকে নিজের সন্তানের মত করে বৎস বলে সম্বোধন করতেন, যার সাথে ছিল একজন পিতার স্নেহ ও ভালবাসা। যদিও তিনি এখন মহিমান্বিত এক অবস্থানে প্রবেশ করেছেন, তথাপি তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্নেহ এবং আন্তরিকতার সাথে কথা বলছেন। তাঁরা পার্থিব বয়সের দিক থেকে অবশ্যই খ্রীষ্টের সন্তান হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তারপরও তাঁরা তাঁর সন্তান ছিলেন, যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর কাছে দিয়েছেন।

(২) প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত দয়াপূর্ণ: "তোমাদের কাছে কি খাবার আছে?" তিনি এমনভাবে একজন স্নেহশীল পিতার মত প্রশ্ন করছিলেন, যেন তিনি জানতে চাইছিলেন তাঁর সন্তানেরা যে জিনিসটির জন্য উপযুক্ত সেটি তাঁদের আছে কি না, কারণ যদি সেটি তাঁদের না থাকে তাহলে তিনি তাঁদেরকে তা দেবেন। লক্ষ্য করুন, প্রভু আমাদের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখেন (১ করিন্থীয় ৬:১৩)। খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের শারীরিক সমস্ত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখেন এবং তিনি তাদেরকে শুধু যে প্রচুর পরিমাণে দান করবেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারও দেবেন। নিশ্চয়ই তারা সকলে পরিতৃপ্ত হবে (গীতসংহিতা ২৭:৩)। খ্রীষ্ট দরিদ্রদের কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, "বৎস, তোমাদের কি কোন খাবার আছে?" এভাবে তিনি তাদের সকল সমস্যা খ্রীষ্টের সামনে খুলে বলার আহ্বান জানান এবং বিশ্বাসের প্রার্থনার দ্বারা তাদের অনুরোধ তাঁর নিজের কাছে জ্ঞাত করেন। এরপর তিনি তাদেরকে আর কোন কিছুর জন্য চিন্তা না করতে বললেন; কারণ খ্রীষ্ট সমস্ত কিছুর যত্ন নেবেন, তাদের জন্য সব কিছুই তিনি করবেন। খ্রীষ্ট এখানে আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত রেখেছেন, যেন আমরা আমাদের ভাইদের প্রতি চিন্তা করি এবং তাদের

প্রতি সহানুভূতিশীল হই। এমন অনেক দরিদ্র মানুষ আছে যারা কাজ করতে অক্ষম, কিন্তু কাজ করার জন্য যে মানসিক শক্তি দরকার সেটি তাদের নেই। যারা সব সময়ই অভাবে থাকে, তাদের কাছে ধনীদের গিয়ে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন, "তোমাদের কাছে কি খাবার আছে?" কারণ যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তারাই সবচেয়ে বেশি সঙ্কটে থাকে।

(৩) এই প্রশ্নের জবাবে শিষ্যরা খুবই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন এবং অনেকে মনে করেন যে, তাঁদের জবাবের মধ্যে ছিল অতৃপ্তি এবং অসহিষ্ণুতার ছাপ। তাঁরা বলেছিলেন, "না।" খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যেমন বন্ধুত্বপূর্ণ একটি সম্বোধনের মধ্য দিয়ে প্রশ্নটি করেছিলেন, সেভাবে তাঁরা কোন বন্ধুত্বপূর্ণ বা সম্মানসূচক সম্বোধন করলেন না। কিন্তু তাঁরা খুব শীঘ্রই খ্রীষ্টের ভালবাসার পরিচয় হিসেবে অনেক বড় একটি দান পেলেন। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে এই প্রশ্ন করলেন, এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁদের চাহিদা বা অভাব সম্পর্কে জানতেন না; বরং এর কারণ হচ্ছে, তিনি তাদের কাছ থেকেই তা জানতে চেয়েছিলেন। যাদের খ্রীষ্টের কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার প্রয়োজন আছে, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে শূন্য এবং অভাবী করতে হবে।

৪. খ্রীষ্ট তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটানোর মাধ্যমে তাদের কাছে তাঁর পরিচয় দিলেন; এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচয়ের আবিষ্কার যথার্থ হল (পদ ৬): তিনি তাঁদেরকে নৌকার ডান পাশে জাল ফেলতে বললেন, যে পাশে তাঁরা জাল ফেলেছিলেন তার উল্টো পাশে। এরপর তাঁরা, যারা শূন্য হাতে বার বার ফিরে আসছিলেন, তাঁরাই বিশাল এক ঝাঁক মাছ পেলেন। এখানে আমরা দেখি:

(১) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে যে আদেশ দিয়েছিলেন এবং এই কথার সাথে যে প্রতিজ্ঞা যুক্ত ছিল: "নৌকার ডান দিকে তোমাদের জাল ফেল এবং সেখানে অবশ্যই তোমরা মাছ পাবে।" তিনি, যাঁর কাছ থেকে কোন কিছুই লুকিয়ে রাখা যায় না, যার কাছে জলের ভেতরকার বাসিন্দারাও অজানা নয় (ইয়োব ৩৬:৫), তিনি জানেন নৌকার কোন পাশে জাল ফেললে মাছ বেশি পাওয়া যাবে এবং সেই পাশেই তিনি তাঁদেরকে মাছ ধরতে বললেন। লক্ষ্য করুন, স্বর্গীয় কর্তৃত্ব নিজেকে সেই সমস্ত বিষয়ের উপর বিস্তৃত করে, যেখানে সবচেয়ে মহান কর্ম সাধন হবে এবং আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে। তারা অত্যন্ত সুখী হয়, যারা জানতে পারে যে, তাদের কাজগুলো কীভাবে করলে তারা সফলতা লাভ করবে এবং তাদের সমস্ত চলার পথ কেমন হওয়া উচিত।

(২) এই আদেশের প্রতি শিষ্যদের বাধ্যতা এবং তাঁদের অবিশ্বাস্য সাফল্য। যদিও তাঁরা তখন পর্যন্ত জানতেন না যে, ইনিই যীশু খ্রীষ্ট, তবুও তাঁরা যে কারও কাছ থেকে পরামর্শ নিতে চাইছিলেন। তাঁরা এমন চিন্তা করেন নি যে, এই আগন্তুক কেন নিজের চরকায় তেল দিচ্ছে না এবং কেনই বা তাঁদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে; বরং তাঁরা খ্রীষ্টের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। এভাবে তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রভুকে চিনতে পারলেন। তাঁরা অসচেতনভাবে তাঁদের প্রভুর কথার বাধ্য হলেন। আর সেই বাধ্যতার ফল চমৎকারভাবে পাওয়া গেল। এখন তাঁরা এত বড় এক মাছের ঝাঁক পেলেন যে, তাঁদের সমস্ত বেদনা ধুয়ে মুছে গেল। লক্ষ্য করুন, যারা নম্র, অধ্যবসায়ী এবং ধৈর্যশীল, যদিও তাদের শ্রম বৃথা যেতে পারে,

তথাপি তারা পুরস্কৃত হবে। তারা প্রায়শই দেখবে যে, তাদের প্রচেষ্টা সফলতার দিকে মোড় নিচ্ছে, কিন্তু হয়তোবা তা আসবে অনেক পরিশ্রমের এবং নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর। খ্রীষ্টের আদেশ মান্য করার মধ্য দিয়ে কোন কিছুই হারানোর নেই। তারা অবশ্যই গতি ফিরে পাবে, যারা এই বাক্যের আদেশ অনুযায়ী চলতে চায়, আত্মার নির্দেশনা অনুযায়ী এবং স্বর্গীয় কর্তৃত্বের প্রভাব অনুসারে চলতে চায়; কারণ তাদেরকে নৌকার ডান দিকে জাল ফেলতে হবে। এখন এই মাছের বিরাট ঝাঁককে আমরা কীভাবে বিবেচনা করতে পারি?

[১] একটি আশ্চর্য কাজ হিসেবে: যেহেতু এই কাজের উদ্দেশ্য ছিল শিষ্যদের কাছে এই প্রমাণ রাখা যে, খ্রীষ্ট তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি সহকারে পুনরুত্থিত হয়েছেন। যদিও তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তথাপি সমস্ত কিছুর তাঁর পদতলে রাখা আছে; এমন কি সমুদ্রের মাছের ঝাঁকও এর বাইরে নয়। খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন সেই কাজ করার মাধ্যমে, যা অন্য কেউ করতে পারবে না এবং যে কাজের জন্য তাঁরা অন্য কারও কাছে সাহায্য চাইতেও পারবে না।

[২] শিষ্যদের প্রতি দয়ার চিহ্ন হিসেবে: সে সময় তাঁদের চাহিদার অতিরিক্ত যোগান তাঁরা পেয়েছিলেন। যখন তাঁদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হল, সে সময় খ্রীষ্ট তাঁর ক্ষমতা নিয়ে এলেন তাঁদেরকে সাহায্য করতে, যেন তাঁদের আর পরিশ্রম করতে না হয়। তিনি সেই সমস্ত লোকদের যত্ন নেন, যারা তাঁর জন্য সমস্ত কিছু ছেড়ে এসেছে এবং তারা আর কোন সম্পদের মোহে আবদ্ধ নয়। যখন তারা সবচেয়ে কষ্টের মধ্যে থাকে, তখন পর্যন্ত *Jehovah Jireh* – ঈশ্বর সদাপ্রভু যুগিয়ে দেন।

[৩] পূর্ববর্তী একটি দয়ার কাজের স্মারক হিসেবে: খ্রীষ্ট এর আগে পিতরকে তাঁর নৌকাটি কিছু সময়ের জন্য তাঁকে ধার দিতে বলেছিলেন এবং তারই প্রতিদান হিসেবে তিনি তাঁকে প্রচুর মাছ উপহার দিয়েছিলেন (লূক ৫:৪)। এই আশ্চর্য কাজটি এই বিষয় প্রকাশ করে এবং পিতরের মনে এই চিন্তার প্রকাশ না ঘটিয়ে পারলো না যে, কে তাঁর জন্য এই উপকারটি করলেন। সেই ঘটনা এবং বর্তমান এই ঘটনাটি তাঁকে খুবই প্রভাবিত করেছিল, কারণ তিনি তাঁর নিজ পেশার মধ্যে খ্রীষ্টের দেখা পেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে যে দয়া করা হয় তার মাধ্যমে পূর্ববর্তী দয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে করে যে রুটি খেয়ে ফেলা হয়েছে সেটার কথা ভুলে যাওয়া না হয়।

[৪] একটি রহস্য এবং সেই কাজের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি চিহ্ন হিসেবে, যে কাজের জন্য খ্রীষ্ট এখন তাঁদেরকে সারা পৃথিবীতে বৃহৎ এক দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করবেন। ভাববাদীরা মাছ ধরেন তাঁদের আত্মার জন্য এবং তাঁরা কিছুই ধরতে পারেন না, বরং খুবই অল্প কিছু ধরেন। কিন্তু প্রেরিতেরা যারা খ্রীষ্টের কথায় জাল ফেলেছিলেন তাঁরা অবিস্মরণীয় সাফল্য পেয়েছিলেন (গালাতীয় ৪:২৭)। তাঁরা নিজেরা তাঁদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন সময়কার অভিযানের কথা চিন্তা করলে এ যাবৎ যত সাফল্য পেয়েছেন তার মধ্যে এবারের মত এত বেশি সাফল্য তারা আর কখনো পান নি। এরপরই খুব শীঘ্র যে দিন তিন হাজার লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান বিশ্বাসী হল, সে দিন তাঁদের জাল নৌকার সঠিক পাশে ফেলা হল। এটি খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের জন্য একটি উৎসাহের বিষয়, যেন তারা তাদের কাজে

অধ্যবসায় ধরে রাখতে পারেন। অনেক পরিশ্রমের পর একটি সফল মাছের ঝাঁক নিশ্চয়ই অনেক বছরের সুসমাচারের জাল নিয়ে কষ্ট এবং পরিশ্রমের মূল্য বয়ে আনতে পারে।

ঘ. কীভাবে খ্রীষ্ট শিষ্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং শিষ্যরা কীভাবে খ্রীষ্টকে আবিষ্কার করলেন, পদ ৭,৮। এখানে আমরা দেখি:

১. যোহন ছিলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং সুদৃষ্টি সম্পন্ন শিষ্য, যাকে প্রভু ভালবাসতেন। তিনিই প্রথম বলে উঠলেন, "ইনিই প্রভু।" যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসবে, তিনি এক বিশেষ উপায়ে তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবে। তিনি তাঁর প্রিয়পাত্রদের কাছে নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করবেন। যোহন খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সময় অন্য যে কোন শিষ্যের চেয়ে খ্রীষ্টের সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি ছিলেন। এছাড়া তাঁর ছিল তাঁদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার চোখের দৃষ্টি এবং বিচার করার সূক্ষ দক্ষতা, আর এই কারণে খ্রীষ্ট তাঁকে এত ভালবাসতেন। যখন যোহন নিজে বুঝতে পারলেন যে, ইনিই প্রভু খ্রীষ্ট, তখন তিনি তাঁর এই উপলব্ধি অন্যদের কাছে প্রকাশ করলেন; কারণ আত্মার আত্মপ্রকাশের ঘটনা সকলের জন্যই প্রকাশ করা হয়েছে, যেন সকলেই তা থেকে উপকৃত হয়। যারা নিজেরা খ্রীষ্টকে জানে, তাদের উচিত অন্যদেরকে তাঁর সম্পর্কে জানানোর জন্য উৎসাহিত হওয়া। আমাদের তাঁর মাঝে স্থির হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই, তাঁর ভেতরে আমাদের সকলকে ধারণ করার মত যথেষ্ট স্থান রয়েছে। যোহন বিশেষভাবে পিতরকে তাঁর এই উপলব্ধির কথা বলেছিলেন যে, "ইনিই হচ্ছেন প্রভু।" কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁদের মধ্যে পিতরই সবচেয়ে খুশি হবেন যদি তিনি খ্রীষ্টকে দেখতে পান। যদিও পিতর প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন, তথাপি তিনি অনুশোচনা করেছিলেন এবং তিনি আবারও শিষ্যত্বের দীক্ষা নিয়েছিলেন। তারা সকলে পিতরের সাথে আগের মতই আন্তরিক এবং স্বাভাবিক ছিলেন।

২. পিতর ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী এবং আন্তরিক শিষ্য; ঠিক যখনই তিনি শুনলেন যে, ইনিই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট (যে কারণে তিনি যোহনের কথা গ্রহণ করেছিলেন) তিনি আর সেই নৌকায় থাকলেন না, কিংবা তিনি নৌকা তীরে আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না, বরং তিনি ঠিক তখনই সাগরে ঝাঁপ দিলেন যাতে তিনি তৎক্ষণাৎ খ্রীষ্টের কাছে যেতে পারেন।

(১) তিনি তাঁর গায়ের কাপড় অর্থাৎ মাছ ধরার পোশাক জড়িয়ে খ্রীষ্টের সাথে দেখা করতে গেলেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। এরপর তিনি খুব দ্রুত খ্রীষ্টের সামনে গেলেন। তাঁর গায়ে কাপড় জড়ানোর অর্থ হচ্ছে হচ্ছে তাঁর গায়ে মাছ ধরার সময় কোন কাপড় ছিল না; তবে এই নয় যে, তিনি উলঙ্গ ছিলেন। তাঁর গায়ে ছিল অন্তর্বাস বা হালকা কোন পোশাক, যা মূল পোশাকের ভেতরে পরা হয়। এর কারণ হচ্ছে, সেই কাজ ছিল অত্যন্ত কষ্টকর এবং তিনি ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার জন্য যত কম পারা যায় পোশাক গায়ে রেখেছিলেন। সম্ভবত মাছ ধরার এই পোশাক ছিল পশুর চামড়া বা কোন ধরনের তৈলাক্ত কাপড়ের তৈরি এবং এটি পরলে শরীর ভিজতো না। পিতর এই পোশাকটি গায়ে জড়িয়ে খ্রীষ্টের কাছে গেলেন এবং তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে খ্রীষ্টের সঙ্গ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। তিনি সেই পোশাক গায়ে জড়িয়ে জলে সাঁতার কেটে খ্রীষ্টের কাছে গেলেন, যেমনটা তিনি মাছ ধরার শেষে করতেন, যখন তাঁর মাছ ধরা শেষ

হয়ে যেত।

(২) তিনি খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর ভালবাসার শক্তি প্রকাশ করলেন এবং খ্রীষ্টের সাথে থাকার জন্য তাঁর মনের ব্যাকুল ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কারণ তিনি সাগরে ঝাঁপ দিয়ে খ্রীষ্টের কাছে পৌঁছুতে চেয়েছেন। তিনি ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে কিংবা সাঁতার কেটে তীরে এসে উঠলেন এবং খ্রীষ্টের কাছে পৌঁছুলেন। তিনি যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা এবং লক্ষ্য প্রকাশ করলেন। "যদি খ্রীষ্টের কারণে আমার কষ্টভোগ করতে হয়," তিনি চিন্তা করলেন, "আমার জলে ডুবতে হয় এবং মরতেও হয়, তারপরও আমি তাঁকে অস্বীকার করে যে পাপ করেছি তার এই শাস্তিই হওয়া উচিত।" পিতরকে অনেক বেশি ক্ষমা করা হয়েছিল এবং এটি দেখা যায় যে, তাঁকে খ্রীষ্ট অনেক বেশি ভালবাসতেন এই কারণে যে, তিনি যে কোন ঝামেলার মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, কষ্ট করার জন্য এবং খ্রীষ্টের কাছে পৌঁছানোর জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। যারা খ্রীষ্টের সাথে সব সময় ছিলেন, তারা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য ঝড়োন্মুখ সাগর এবং রক্তের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হলেও তাঁর কাছে পৌঁছাবেন।

৩. বাকি সব শিষ্য অত্যন্ত সতর্ক এবং সৎ ছিলেন। যদিও তাঁদের মধ্যে এতটা অসহিষ্ণুতা ছিল না যে, তাঁরা পিতরের মত সমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন, তথাপি তাঁরা নৌকাটিকে সাগরের তীরে নিয়ে আসলেন এবং সবচেয়ে ভাল উপায়ে তাঁদের পথ করে নিলেন (পদ ৮): অন্যান্য শিষ্যরা এবং যোহন, যিনি প্রথম যীশু খ্রীষ্টকে চিনতে পেরেছিলেন, তাঁরা সকলে ধীরে ধীরে তীরে এসে পৌঁছুলেন এবং এরপর তাঁরা খ্রীষ্টের কাছে এলেন। এখান থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:

(১) কত না বিভিন্ন উপায়ে ঈশ্বর তাঁর উপহার ও দান আমাদের মাঝে দিয়ে থাকেন। অনেকে এর সঠিক ব্যবহার করেন, যেমন পিতর এবং যোহন। তাঁরা তাঁদের দান এবং অনুগ্রহে আরও বেশি ফলবান হন এবং সেই কারণে তাঁদেরকে তাঁদের ভাইদের থেকে আলাদা করে দেখানো হয়, কারণ তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সব সময় মনে রাখেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদেরকে স্মরণীয় রাখার জন্য কোন কাজই করেন না। তবুও এই দু'টি সত্তার অধিকারী ব্যক্তিরা, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ এবং নিভৃতচারী, সকলেই খ্রীষ্টের পাশে মহিমা সহকারে আসন গ্রহণ করবে। শুধু তাই নয়, সম্ভবত যে সবার শেষে আসবে তাকেই সবার প্রথমে গ্রহণ করা হবে। তাদের মধ্যে যারা যোহনের মত নিজেদের দত্ত অনুগ্রহের উত্তরণ ঘটাবেন, তারা অত্যন্ত চিন্তাশীল হয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে বিশেষ প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দান হিসেবে দত্ত হয় এবং তারা মণ্ডলীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেবক হিসেবে পরিগণিত হন। অপরদিকে অন্যরা, যারা পিতরের মত, তারা অত্যন্ত কর্মঠ এবং সাহসী হয়ে থাকেন। সেই সাথে তারা শক্তিশালী হন এবং বিভিন্ন দুঃসাহসিক কাজ করে থাকেন। এভাবে তারা তাদের প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত সেবাপরায়ণ হিসেবে পরিগণিত হন। অনেকে মণ্ডলীর চোখে কার্যকরী, অন্যরা মণ্ডলীর চোখে প্রজ্ঞার অধিকারী এবং অবশ্যই তারা উভয়েই দেহরূপ মণ্ডলীর জন্য উত্তম।

(২) খ্রীষ্টকে সম্মান করার ক্ষেত্রে উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেক ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং তথাপি তারা উভয়েই খ্রীষ্টের কাছে গৃহীত হন। অনেকে খ্রীষ্টকে অনেক

বেশি ধ্যানের এবং উপাসনার মধ্য দিয়ে সেবা করেন এবং অভূতপূর্ব ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে তাদের উপাসনা পরিচালনা করেন। তারা অবশ্যই সেই কাজ করে অত্যন্ত ভাল কাজ করেন, কারণ তারা প্রভুর জন্য সেই কাজ করছেন। পিতর যেহেতু সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তাই বলে নিশ্চয়ই তাঁকে দোষী বা পাগল বলে সাব্যস্ত করা যাবে না। বরং তাদেরকে তাদের আন্তরিকতা এবং ভালবাসার শক্তি ও উৎসাহের কারণে অবশ্যই প্রশংসা করা উচিত। সেই কারণে যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ভালবাসে, তারা এই পৃথিবী ত্যাগ করার পর তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকার সুযোগ পাবে। কিন্তু অন্যরা খ্রীষ্টকে এই জগতের নিয়ম-কানুন অনুসারে ভালবাসেন এবং সম্মান প্রদর্শন করে। তাঁরা সেই নৌকাতেই অবস্থান করলেন, জাল টানলেন, মাছ নৌকায় উঠালেন এবং নৌকা তীরে ভিড়ালেন। এখানে অন্য সকল শিষ্য এই কাজটিই করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁদেরকে পার্থিব কাজে নিমগ্ন বা ধার্মিকতা বিমুখ বলে অপবাদ দেওয়া যাবে না, কারণ তাঁরা তাঁদের স্থান থেকে সত্যিকার অর্থেই খ্রীষ্টের সেবা করছেন, এমন কি তাঁরা খ্রীষ্টের দাস হিসেবেও কাজ করছেন। যদি সকল শিষ্য পিতরের মত কাজ করেন, তাহলে তাঁদের মাছ এবং জালের কি হবে? তারপরও পিতর যদি অন্য সবার মত নৌকাতেই থাকতেন, জলে ঝাঁপ না দিতেন, তারপরও আমার মনে করতাম না যে, খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর ভালবাসার বা আন্তরিক-তার কমতি আছে। খ্রীষ্ট তাঁদের সকলের প্রতিই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আমাদেরও তাই হওয়া উচিত।

(৩) এই জগতের সমুদ্র থেকে খ্রীষ্টের তীরে পৌঁছানোর জন্য খ্রীষ্টের শিষ্যদের একাধিক উপায় আছে। অনেকে বীভৎস মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের কাছে এসে পৌঁছায়। তারা হতে পারেন শহীদ, যারা সাগরে ঝাঁপ দেন, কারণ তারা খ্রীষ্টের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক ও উৎসাহী। অন্যরা তাঁর কাছে স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পৌঁছান। তারা তাদের জাল গুটিয়ে এবং মাছ তুলে সমস্ত কর্মকাণ্ড শেষ করে খ্রীষ্টের কাছে আসেন, যেখানে ভয়ঙ্করতা নেই। কিন্তু তারা সকলেই একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে তীরে খ্রীষ্টের কাছে এসে পৌঁছাবেন।

৬. তাঁরা যখন তীরে এসে পৌঁছালেন, তখন খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানালেন:

১. খ্রীষ্টের কাছে তাঁদের জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুতকৃত অবস্থায় ছিল। যখন তাঁরা ডাঙায় এলেন, ভেজা এবং ঠাণ্ডা শরীর নিয়ে, দুর্বল এবং ক্ষুধার্ত হয়ে, তখন তাঁরা নিজেদেরকে উ"করার জন্য এবং শরীর শুকানোর জন্য আগুন তৈরি পেলেন। সেই সাথে সেখানে রুটি এবং মাছও ছিল, যা খুবই ভাল খাবার হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

(১) আমাদের এই ভেবে কৌতূহলী হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই যে, এই আগুন, মাছ এবং রুটি কোথা থেকে এলো; কারণ আমরা সকলে জানি যে, ভাববাদী এলিয়ের কাছে একটি দাঁড়কাক মাংস নিয়ে এসেছিল। যিনি সামান্য কয়েকটি মাছ এবং রুটিকে হাজার হাজার মাছ এবং রুটিতে পরিণত করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই একবারে নতুন করে রুটি ও মাছ তৈরি করতে পারবেন, যদি তিনি চান। কিংবা তিনি পবিত্র শাস্ত্রের বাণী অনুসারে পাথরকে রুটিতে পরিণত করতে পারবেন,

কিংবা স্বর্গদূতদেরকে পাঠাতে পারবেন যেন তাঁরা তাঁকে সাহায্য করেন; কারণ তিনি জানতেন যে, এই সমস্ত ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। আমরা জানি না যে, এই আগুন কোথায় জ্বালানো হয়েছিল এবং এই খাবারের আয়োজন কোথায় করা হয়েছিল, খোলা আকাশের নিচে, না কি সমুদ্র তীরে অবস্থিত কোন জেলের ঘরে বা কুঁড়ে ঘরে। কিন্তু এখানে কোন কিছুই স্পষ্ট করে বলা হয় নি। আমাদের একটি বিষয় জেনেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত; আর তা হচ্ছে, খ্রীষ্ট সেখানে ছিলেন।

(২) আমরা খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রতি তাঁর এই ভালবাসা এই যত্ন থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারি; কারণ আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তার সবই তাঁর কাছে রয়েছে এবং এর জন্য আমাদের যা কিছু প্রয়োজন রয়েছে তার সবই তিনি জানেন। তিনি দয়ার সাথে সেই সমস্ত জেলেদের প্রয়োজনীয় জিনিস যুগিয়ে দিয়েছেন, যখন তারা পরিশ্রান্ত হয়ে কাজ থেকে ফিরে এসেছেন। নিশ্চয়ই তাদেরকে খাবার দেওয়া হবে, যারা পবিত্র আত্মায় নির্ভর করবে এবং উত্তম কাজ করবে। এটি খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহের বিষয় যে, যাদেরকে তিনি মানুষ ধরার জেলে বানিয়েছেন, তিনি তাদেরকে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস যুগিয়ে দেবেন, যাতে করে যিনি তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করেছেন তাঁর উপরে তারা নির্ভর করেন। তারা যদি এই পৃথিবীতে কোন ধরনের উৎসাহ না পান, তাহলে তাদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হবে; যেভাবে পৌল ছিলেন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত এবং মাঝে মাঝে তিনি রোজা রাখতেন। যাদের যা রয়েছে তাই দিয়ে তারা এখানে সন্তুষ্ট থাকুক; তাদের কাছে আরও ভাল জিনিস রয়েছে এবং তারা খ্রীষ্টের সাথে তাঁর রাজ্যে বসে ভোজন করবে এবং পান করবে (লূক ২২:৩০)। কয়েক দিন আগে শিষ্যরা খ্রীষ্টকে ভাজা মাছ খাইয়ে আপ্যায়ন করেছেন (লূক ২৪:৪২) এবং এখন একজন বন্ধু হিসেবে তিনি তাঁদের সেই দয়া ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদেরকে এখন তিনি নিজেই আপ্যায়ন করছেন; আর তিনি তা করছেন বিরাট এক ঝাঁক মাছ দিয়ে। তাঁরা তাঁকে যা দিয়েছিলেন তিনি তার হাজার গুণ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

২. শিষ্যরা যে সমস্ত মাছ ধরেছেন তার থেকে কয়েকটি তিনি আনতে বললেন এবং তাঁরা তা খাবার জন্য প্রস্তুত করলেন, পদ ১০,১১। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট তাঁদেরকে সেই মাছের ঝাঁক তীরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন: "ঐ মাছগুলো এখানে নিয়ে এসো, যা তোমরা ধরেছ এবং সেখান থেকে এসো আমরা কয়েকটি মাছ খাই।" এমন নয় যে, তাঁর সেই মাছগুলো খাওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিংবা তাঁরা ওগুলো ছাড়া রাতের খাবার তৈরি করতে পারবেন না এমনও নয়। কিন্তু:-

[১] তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁরা তাঁদের পরিশ্রমের দ্বারা ধৃত মাছ নিজেরাই খেতে পারেন (গীতসংহিতা ১২৮:২)। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং আমাদের নিজেদের পরিশ্রম ও সৎ কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা যা পেয়ে থাকি, তা ঈশ্বর আমাদের ভোগ করার জন্য আশীর্বাদ করে থাকেন এবং তিনি চান যেন আমরা নিজেরাই তা গ্রহণ করি। আমরা যেন আমাদের পরিশ্রমের ফসল ভোগ করি এবং এর দ্বারা আনন্দ পাই, কারণ তাতে এক ভিন্ন রকমের তৃপ্তি কাজ করে থাকে। প্রাচীন একটি প্রবাদে এমনটি বলা হয়ে থাকে যে, *সে কখনোই মাংস ঝলসে খেতে পারবে না, যে শিকার করতে বের হয় না*। সে কখনোই তার হৃদয়ের জন্য

স্বস্তি বা আরাম বোধ করবে না, যে ব্যথা সহ্য করতে জানে না (হিতোপদেশ ১২:২৭)। কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমাদের যা আছে তাই আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে।

[২] তিনি তাঁদেরকে ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর আশ্চর্য পুরস্কারের স্বাদ ভোজন করতে দেবেন। খ্রীষ্ট এখানে আমাদেরকে যে দান ও উপহার প্রদান করছেন তা কখনোই পড়ে থাকবে না বা অব্যবহৃত থাকবে না। বরং তা ব্যবহার করা হবে এবং তা কাজে লাগানো হবে।

[৩] তিনি তাঁর সকল খ্রীষ্টান বিশ্বাসী অনুসারীকে আত্মিক বিনোদনের একটি দৃষ্টান্ত দান করবেন, যা তাদের জন্য সবচেয়ে পরিচিত এবং আনন্দায়ক; আর তা হচ্ছে, তিনি তাদের সাথে বসে আহার করবেন এবং তারা তাঁর সাথে বসে আহার করবেন। তাদের অনুগ্রহ তাঁকে সন্তুষ্ট করবে এবং তাঁর স্বস্তিও তাদেরকে সন্তুষ্ট করবে। তিনি তাদের মধ্যে যে কাজ করবেন তা তিনি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন।

[৪] পরিচর্যাকারীরা, যারা মানুষ ধরার কাজ করেন, তাদেরকে অবশ্যই তাদের সমস্ত ফসল বা শিকার, অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে ধরে তাদের প্রভুর কাছে আনতে হবে, কারণ তাঁর উপরেই তাদের সাফল্য নির্ভর করছে।

(২) এই আদেশের প্রতি শিষ্যদের বাধ্যতা, পদ ১১। এমনটি বলা হয়েছে (পদ ৬): তাঁরা এত মাছ ধরেছিলেন যে, তাঁরা নৌকাটি তীরে নিয়ে আসতে পারছিলেন না। এর অর্থ হচ্ছে, তাঁদের সেই কাজ করতে কষ্ট হচ্ছিল, কারণ তাঁরা যে পরিমাণ মাছ তীরে নিয়ে আসতে পারেন তার চাইতে অনেক বেশি মাছ তারা ধরেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁদেরকে মাছ তীরে নিয়ে আসতে বলেছিলেন বলে তাঁদের কাছে কাজটি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই যারা মানুষ ধরে থাকেন, তারা যখন তাদের জালে আত্মা ধরেন, তখন তারা তাদেরকে তীরে নিয়ে আসতে পারেন না। যে মঙ্গল কাজ তারা শুরু করেছেন তা তারা শেষ করতে পারেন না, যদি না সেখানে স্বর্গীয় প্রভাব এবং শক্তি কাজ করে। যিনি সেই আত্মা ধরতে আমাদেরকে সাহায্য করেন, যার সাহায্য ছাড়া আমরা কখনোই এত আত্মা ধরতে পারতাম না, তিনি যদি আমাদেরকে সাহায্য না করেন, তাহলে আমরা কখনোই সেই আত্মা আমাদের লক্ষ্যে অর্থাৎ আমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে আসতে পারবো না। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর উপরে সবচেয়ে মহান বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাস ধরে রাখতে হবে (১ করিন্থীয় ৩:৭)। লক্ষ্য করুন:

[১] কে মাছগুলোকে ডাঙ্গায় নামানোর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিলেন? তিনি হচ্ছেন পিতর। তিনি এর আগের উদাহরণে (পদ ৭), খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য অন্য সকলের চেয়ে বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন। আর তাই এখানে তিনি তাঁর প্রভুর আদেশ পালন করার জন্য অন্য সকলের চেয়ে বেশি উৎসাহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু যারা বিশ্বাসী, তারা সকলেই একইভাবে এত অগ্রগামী এবং উৎসাহী নয়।

[২] কতগুলো মাছ ধরা পড়েছিল? শিষ্যরা এতটাই কৌতূহলী ছিলেন যে, তাঁরা মাছগুলো গুনতে শুরু করে দিলেন এবং সম্ভবত এর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল সবার মাঝে মাছগুলোকে

ভাগ করা। সেখানে একশো তিপ্পান্নটা মাছ ছিল এবং সবগুলো মাছই ছিল বিরাট বিরাট। তাঁদের বর্তমান চাহিদা পূরণের জন্য যে কয়টি মাছ প্রয়োজন ছিল, তার চাইতে অনেক বেশি মাছ ছিল সেখানে। তবে তাঁরা সেই মাছগুলো বিক্রি করতে পারতেন এবং সেই টাকা দিয়ে তাঁরা যিরূশালেমে চলার জন্য ব্যয় করতে পারতেন, যেখানে তাঁদের খুব শীঘ্রই যেতে হবে।

[৩] তাঁদের প্রতি খ্রীষ্টের যত্নের আরেকটি উদাহরণ, যার কারণে তিনি তাঁদের প্রতি আশ্চর্য কাজও করলেন এবং দয়াও দেখালেন: যদিও অনেক মাছ ধরা পড়েছিল, কিন্তু তবুও তাঁদের জাল ছিঁড়ে গেল না। তাঁরা একটি মাছও হারালেন না আবার জালও ছিঁড়ল না। এর আগে এমনটি বলা হয়েছে (লূক ৫:৬), *তাঁদের জাল ছিঁড়ে যেতে লাগল*। সম্ভবত এই জালটি ছিল ধার করে আনা, কারণ তাঁদের নিজেদের জাল ফেলে আসার পর থেকে অনেক দিন গত হয়েছে। আর তাই খ্রীষ্ট এখানে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যেন আমরা ধার করে আনা কোন কিছুকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই। আমরা যেন সেটাকে নিজেদের মত করে যত্ন নিয়ে ব্যবহার করি। জালটি ছিঁড়ে না যাওয়ায় তাঁদের জন্য খুবই ভাল হয়েছে, কারণ এখন তাঁদের সেই অবসর সময় ছিল না যে, তাঁরা বসে বসে অবসর সময়ে ছেঁড়া জাল মেরামত করবেন, যেমন অবসর তাঁদের এর আগে ছিল। সুসমাচারের জাল বহু মানুষকে একসাথে জড়ো করেছে, এক দিনে তিন হাজার মানুষ; তবুও তা ছেঁড়ে নি। সেই জাল এখনো ঈশ্বরের কাছে আমাদের আত্মাকে উপস্থাপন করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী।

৩. খ্রীষ্ট তাঁদেরকে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। কারণ তিনি দেখলেন যে, তাঁরা তাঁর সাথে অনেকটা দূরত্ব বজায় রাখছেন এবং তথাপি তাঁরা এটা জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছেন যে, "আপনি কে?" কারণ তাঁরা জানতেন যে, ইনিই তাদের প্রভু। তাই তিনি তাঁদেরকে অত্যন্ত পরিচিত সুরে ডাকলেন, "এসো, আহার কর।"

(১) দেখুন কীভাবে কতটা আন্তরিকভাবে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে কথা বলছেন। তিনি তাঁদের সাথে বন্ধুর মত আচরণ করছিলেন। তিনি এ কথা বলেন নি যে, "এসো, আমার সামনে খাবার দাও," অথবা "এসো, আমার সাথে যোগ দাও।" বরং তিনি বলেছেন, "এসো, আহার কর।" তিনি এ কথা বলেন নি যে, "তোমরা নিজেরা খেয়ে নাও;" যেভাবে দাসদেরকে আলাদা করে খেয়ে নিতে বলা হয়। বরং তিনি বলেছেন, "এসো এবং আমার সাথে বসে আহার কর।" এই দয়াপূর্ণ আমন্ত্রণটিকে এখানে এভাবে চিত্রিত করা যায়:

[১] খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর সাথে এক সহভাগিতায় অনুগ্রহ লাভের আমন্ত্রণ। "সমস্ত কিছু এখন প্রস্তুত হয়েছে; এসো এবং আহার কর। খ্রীষ্ট হচ্ছেন সবচেয়ে বড় ভোজ; এসো এবং তাঁর সাথে আহার কর। তাঁর শরীর মাংসের তুল্য এবং তাঁর রক্ত পানীয়ের তুল্য। খ্রীষ্ট একজন বন্ধু; এসো, তাঁর সাথে ভোজন কর, তিনি তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছেন।"

[২] তিনি তাঁর মহিমা পরিপূর্ণ করার জন্য যে আহ্বান পরবর্তী সময়ে করবেন: "এসো, যারা আমার পিতা কর্তৃক আশীর্বাদপ্রাপ্ত। এসো, অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের সাথে

বসে ভোজন কর।" খ্রীষ্ট তাঁর সকল বন্ধু এবং অনুসারীর সাথে বসে আহার করবেন, সেখানে তাদের সকলের জন্য অনেক জায়গা আছে এবং যথেষ্ট খাবার আছে।

(২) দেখুন, খ্রীষ্টের সামনে শিষ্যরা কতটা ভক্তিমান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এবং আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন, তাতে সাড়া দেওয়ার জন্য তাঁরা কেমন যেন লজ্জাবোধ করছিলেন। তাঁদেরকে খেতে বসতে বলার কারণে আমরা মনে করতে পারি যে, তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু সময়ের জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদেরকে একজন শাসকের সাথে খেতে বলা হয়েছে। খ্রীষ্ট এমন একজন শাসক, যার কারণে তাঁরা এমন কথা ভাবতে লাগলেন যে, তাঁরা সত্যিই তাঁর সামনে খেতে বসবেন কি না। তাঁদের কারও তাঁকে এ কথা জিজ্ঞেস করার সাহস হল না যে, "আপনি কে?" হতে পারে এর কারণ হচ্ছে:

[১] তাঁরা তাঁর সামনে অত বেশি সাহসিকতা দেখাতে চাইছিলেন না। যদিও সম্ভবত এখানে তিনি প্রথমে শিষ্যদের সামনে কোন ধরনের ছদ্মবেশ ধরে এসেছিলেন বা ভিন্ন রূপ ধরে এসেছিলেন, কারণ যখন তাঁদের মধ্যে দুই জন শিষ্য তাঁকে দেখেও চিনতে পারলেন না, তারপরও তাঁদের এটি ভাববার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, তিনি তাঁদের খ্রীষ্ট এবং তিনি খ্রীষ্ট ছাড়া অন্য আর কেউ হতে পারেন না।

[২] কিংবা তাঁরা তাঁদের নিজেদের মূর্খতার কারণে চুপ করে ছিলেন। খ্রীষ্ট যখন শিষ্যদের সামনে তাঁর ক্ষমতা এবং মঙ্গলময়তা প্রকাশ করলেন, সে সময় তাঁদের এমন বোকার মত করে অবশ্যই এ ধরনের প্রশ্ন করা উচিত ছিল না যে, তিনি আসলে কে, খ্রীষ্ট না অন্য কেউ। যখন ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতায় আমাদের প্রতি তাঁর যত্নের ব্যাপারে কোন উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন এবং আমাদের আত্মার জন্য তার মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং যখন তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ প্রদান করেন, আমাদের জন্য উত্তম কর্ম সাধন করেন, সে সময় আমাদের অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসহীনতার কারণে লজ্জিত হওয়া উচিত এবং যেখানে তিনি আমাদের জন্য প্রশ্ন করার কোন স্থান রাখেন নি সেখানে আমাদের অবশ্যই কোন ধরনের প্রশ্ন করা উচিত হবে না। ভিত্তিহীন সন্দেহকে অবশ্যই মুছে ফেলতে হবে, তা বাড়তে দেওয়া যাবে না।

৪. তিনি তাঁদের জন্য খাবারের আয়োজন করলেন, যেভাবে ভোজের কর্তা অতিথিদের জন্য খাবারের আয়োজন করে, পদ ১৩। তাঁদেরকে লজ্জিত এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখে তিনি নিজেই এলেন এবং নিজেই রুটি নিয়ে তাঁদেরকে দিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই তিনি একইভাবে মাছও খেতে দিলেন। এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি রুটি ভাঙ্গার সময় আশীর্বাদ করেছিলেন এবং ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন (যেমনটা লেখা আছে লূক ২৪:৩০ পদে), কিন্তু যেহেতু তিনি এই কাজ সব সময়ই করতেন এবং প্রতিটি ভোজেই তিনি এই নিয়ম পালন করতেন, তাই সব সময় তা উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করা হয় নি।

(১) এখানে যে খাবার উপস্থাপন করা হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই সাধারণ; এখানে ছিল তাঁদের সামনে শুধুই মাছ এবং রুটি, যা খুব সাদামাটাভাবে ঝলসিয়ে খাবার উপযোগী করা

হয়েছিল। এখানে বিলাসবহুল কিছুই ছিল না, কৌতূহলজনক কিছুই ছিল না। খাবারগুলো প্রচুর পরিমাণে ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত সাধারণ। ক্ষুধা সবচেয়ে ভাল রুচিবর্ধক। খ্রীষ্ট, যদিও তিনি তাঁর উচ্চীকৃত অবস্থানে প্রবেশ করেছেন, তথাপি তিনি এখন খাবার গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেকে জীবন্ত হিসেবে প্রমাণ দিলেন, তিনি নিজেকে ভোজের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থাপন করলেন না। যারা নিজেদেরকে রুটি এবং মাছ দ্বারা তৃপ্ত করতে পারে না, যদি না তারা মদ এবং সস্ খাওয়ার জন্য পায়, তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের সাথে বসে এখানে ভোজ খাওয়ার জন্য সৌভাগ্যবান হিসেবে দেখতে পারবে না।

(২) খ্রীষ্ট নিজেই খেতে শুরু করলেন। যদিও তাঁর সে সময় ছিল এক মহিমান্বিত শরীর এবং তাঁর খাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি তিনি দেখাতে চাইলেন যে, তাঁর একটি সত্যিকার শরীর রয়েছে এবং এ কারণেই তিনি খাওয়ার সামর্থ্য রাখেন। প্রেরিতরা এই বিষয়টিকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের আরেকটি প্রমাণ হিসেবে প্রয়োগ করে থাকেন, কারণ তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে বসে ভোজন এবং পান করেছেন (প্রেরিত ১০:৪১)।

(৩) তিনি তাঁর সকল অতিথিকেই মাছ খেতে দিয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র যে তাঁদের হাতে তা দিয়েছিলেন তা নয়, তিনি যে তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাই শুধু নয়, বরং সেই সাথে তিনি তাঁদের হাতে সেই রুটি ও মাছ ভাগ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের হাতে হাতে দিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি আমাদেরকে এই রীতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ করে গেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য সকল পরিত্রাণের সুখ ও সুযোগ কিনে দিয়ে গেছেন। তিনি আমাদেরকে সেই ভোজ খাওয়ার ক্ষমতা দান করেছেন।

সুসমাচার রচয়িতা এখানেই খ্রীষ্টের সাথে শিষ্যদের ভোজের ঘটনার বিবরণ শেষ করেছেন এবং শেষে তিনি এই মন্তব্য করেছেন (পদ ১৪): তৃতীয়বারের মত খ্রীষ্ট নিজেকে শিষ্যদের কাছে দেখা দিলেন, কিংবা তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের কাছে দেখা দিলেন। *এই ছিল তৃতীয় দিন,* এমনটি অনেকে বলে থাকেন। যে দিন তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন সেই দিন তিনি পাঁচ বার দেখা দিয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার তিনি দেখা দিয়েছিলেন পুনরুত্থানের পর সপ্তম রাতে এবং এই দিনটি হচ্ছে তৃতীয় দিন। অথবা এমন হতে পারে, অধিকাংশ শিষ্যের সাথে দেখা দেওয়ার ভিত্তিতে এই দিনটিকে তৃতীয় দিন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও তিনি এর আগে মরিয়মের কাছে, সেই নারীর কাছে দেখা দিয়েছেন, দুই শিষ্যের সাথে এবং কৈফার সাথে দেখা করেছেন, তবে তিনি এত জন শিষ্যের সাথে এর আগে মাত্র দু'বার দেখা করেছেন। এখানে সে বিষয়ে কথা বলা হয়েছে:

[১] তাঁর পুনরুত্থানের ব্যাপারে নিশ্চিত করার জন্য। তাঁদেরকে দু'বার এবং তিনবার দেখা দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে নিশ্চিত হন। যারা প্রথম চিহ্ন দেখে বিশ্বাস করে নি, তারা নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বা তৃতীয় দর্শনে বিশ্বাস করবে।

[২] খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের চিরকালীন দয়ার নিদর্শন হিসেবে; একবার, দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার তিনি তাঁদের কাছে দেখা দিলেন। খ্রীষ্টের অনুগ্রহপূর্ণ দর্শনের সংখ্যা মনে রাখাটা খুবই ভাল কাজ, কারণ তিনিও সেগুলোকে গণনা করবেন এবং সেগুলোকে

আমাদের বিপক্ষে অভিযোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে, যদি আমরা এর মূল্য না বুঝে সেইভাবে পথ না চলি। এভাবেই শলোমনের বিপক্ষে সেই অভিযোগ আনা হয়েছিল, যখন তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর তাদের কাছে দু'বার দেখা দিয়েছেন। এই তৃতীয়বারের মত তিনি তাদের কাছে দেখা দিচ্ছেন; আমরা কি প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শনের পর থেকে কোন উত্তরণ ঘটাতে পেরেছি? (২ করিন্থীয় ১২:১৪)। এই দর্শন হচ্ছে তৃতীয় দর্শন এবং সম্ভবত এটাই শেষ দর্শন।

যোহন ২১:১৫-১৯ পদ

এখানে আমরা ভোজের পর পিতরের সাথে খ্রীষ্টের কথোপকথন দেখতে পাই, যার বেশিরভাগই ছিল পিতর সম্পর্কে বলা খ্রীষ্টের কথা, যেখানে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্ট তাঁর নিজের প্রতি পিতরের ভালবাসার পরীক্ষা নিচ্ছেন এবং তিনি তাঁকে তাঁর মেষপাল দেখাশোনা করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করছেন, পদ ১৫-১৭। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কখন খ্রীষ্ট পিতরের সাথে আলাপ আলোচনা ও কথোপকথন করতে শুরু করলেন: যখন তাঁদের ভোজপদ শেষ হয়ে গেল। তাঁরা সকলে খেতে বসলেন এবং তাঁরা সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলেন। সম্ভবত তাঁরা সকলে খ্রীষ্টের সাথে ভোজে খেতে বসে খুবই আনন্দিত ও তৃপ্ত হয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁদের সাথে আগে যেভাবে খাবার টেবিলে বসে আনন্দমুখর পরিবেশে কথা বলতেন, ঠিক এখানেও তিনি একইভাবে তাঁদের সাথে কথা বললেন। তিনি জানতেন যে, পিতরের মধ্যে কিছুটা অস্বস্তি বা বিব্রতকর অনুভূতি রয়েছে, যার কারণে তিনি কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করবেন। তাই হয়তোবা খ্রীষ্ট যখন তাঁর সাথে কথা বলবেন তখনও পিতর অস্বস্তিবোধ করবেন। এ কারণে খ্রীষ্ট আগে ভোজের জন্য আয়োজন করলেন এবং এরপর তিনি পিতরের সাথে কথা বললেন; কারণ তিনি চান নি যে, খাওয়ার আগে কথা বলার কারণে পিতরের খাওয়ার ইচ্ছা নষ্ট হয়ে যাক। পিতর জানতেন যে, তিনি নিজে তাঁর প্রভু সম্পর্কে এমন একটি অন্যায় কাজ করেছেন যার কারণে তাঁর প্রভু এখনও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি তাঁর এই অবিশ্বস্ততা এবং বে বিশ্বাসীর জন্য নিন্দা, ভর্ৎসনা এবং শাস্তি ছাড়া অন্য কিছুর কথা চিন্তা করতে পারছিলেন না। "তোমার বন্ধুর প্রতি এই কি তোমার ভালবাসা? আমি কি তোমাকে বলি নি যে, তুমি নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণ করবে?" শুধু তাই নয়, তিনি এও আশঙ্কা করছিলেন যে, তাঁকে হয়তো শিষ্যত্বের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে এবং পবিত্র এই দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হবে।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর থেকে এই দর্শনের আগে দু'বার তিনি তাঁর প্রভুর সাথে দেখা করেছেন এবং সে সময় তিনি তাঁর সাথে কথা বলেন নি। আমরা ধরে নিতে পারি যে, পিতর এই নিয়ে প্রচণ্ড সন্দেহ এবং দ্বিধায় ভুগছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রভুকে কি কথা বলবেন। অনেক সময় তিনি হয়তো সবচেয়ে ইতিবাচক দিকটিই চিন্তা করছিলেন, কারণ তিনি ইতোমধ্যে অন্য সকলের মধ্যে তাঁর প্রতি যে অনুগ্রহ দান করার কথা ছিল তা পেয়ে গিয়েছিলেন। যদিও তাঁর মধ্যে এই ভয় কিছুটা ছিল যে, হয়তো এক সময় না এক সময় তাঁকে ঠিকই এর জন্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এখন শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রভু তাঁকে

সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করলেন। তিনি তাঁকে বললেন সেই সমস্ত কথা, যা তাঁকে বলার প্রয়োজন রয়েছে এবং তিনি তাঁকে প্রেরিত ও শিষ্য পদেই পুনর্বহাল করলেন। তিনি পিতরকে তাঁর দোষের কথা বলে অভিযোগ তুললেন না, বরং তিনি কিছু সময়ের জন্য তা একেবারেই ভুলে গেলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে নিয়ে অসময়ে কথা বলতে চান নি, তিনি চান নি যেন তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে বসে খাওয়ার সময় বিব্রত ও অপমানিত হন। বরং যখন তাঁদের সকলের একসাথে খাওয়া শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি পিতরকে একান্তে নিভৃতে ডেকে নিয়ে এ সম্পর্কে কথা বললেন এবং তিনি তাঁকে কোন অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করলেন না। বরং তিনি তাঁর সাথে একজন বন্ধু হিসেবে কথা বললেন। পিতর নিজেকে তাঁর অপকর্মের জন্য দোষ দিচ্ছিলেন এবং সে কারণে খ্রীষ্ট তাঁকে আর এ বিষয়ে দোষারোপ করলেন না, কিংবা এ বিষয়ে তিনি তাঁর সাথে সরাসরি কথাও বললেন না; বরং তিনি কিছুটা আভাসের সুরে সেই সম্পর্কে প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি পিতরের আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট ছিলেন বলে তাঁকে আর এ বিষয় নিয়ে কোন কথা বললেন না। তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হল। শুধু যে ক্ষমা করে দেওয়া হল তাই নয়, সেই সাথে তা ভুলেও যাওয়া হল। তিনি পিতরকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাঁর কাছে কত প্রিয় এবং তিনি সব সময় তাঁর কাছে আগের মতই প্রিয় থাকবেন। এখানে তিনি আমাদেরকে উৎসাহব্যঞ্জক একটি উদাহরণ দান করেছেন, যা আমাদের কাছে অনুশোচনাকারীদের প্রতি তাঁর দয়া ও স্নেহের নমুনা প্রকাশ করেছে। এই দৃষ্টান্ত আমাদেরকে শেখায় যে, আমরা যেন আমাদের কথায় ও চিন্তা ও ব্যবহারে এমনটি হই, যাতে করে আমরা নম্রতার আত্মা দিয়ে সকলের সাথে আ-চরণ প্রকাশ করতে পারি।

২. কথোপকথনটি কি নিয়ে করা হয়েছিল? এখানে পিতরকে একই প্রশ্ন তিনবার করা হয়েছিল এবং তিনবারই একই উত্তর প্রদান করা হয়েছিল। উত্তরগুলোতে প্রতি বারই একটু ভিন্নতা ছিল বটে, কিন্তু তা মোটেও বৃথা যায় নি। আমাদের পরিত্রাণকর্তা প্রশ্নগুলোর উত্তরের প্রেক্ষিতে তিন বারই একই মন্তব্য করলেন। এই কথা বলার মাধ্যমে তিনি পিতরকে আরও বেশি করে প্রভাবিত করতে চাইলেন। সেখানে অন্য আর যে সকল শিষ্যরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরকেও তিনি প্রভাবিত করতে চাইলেন। আমাদের সুসমাচার লেখক বিষয়টি পুনরুক্তি করেছেন এবং তা লিখে লিপিবদ্ধ করেছেন, যেন তা আমাদেরকেও প্রভাবিত করে এবং আমরা সকলে তা পাঠ করি।

(১) প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পিতরকে তিনবার প্রশ্ন করলেন যে, তিনি খ্রীষ্টকে ভালবাসেন কি না। প্রথমবার তিনি প্রশ্ন করলেন, "হে যোহনের পুত্র শিমোন, এদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক ভালবাসা কর?" লক্ষ্য করুন:

[১] কীভাবে তিনি তাঁকে সম্বোধন করলেন: "হে যোহনের পুত্র শিমোন।" তিনি তাঁকে নাম ধরে ডাকলেন, যাতে তিনি তাঁর মনযোগ আরও বেশি আকর্ষণ করতে পারেন, যেভাবে বলা হয়েছে লূক ১২:৩১ পদে: "শিমোন, শিমোন।" তিনি তাকে কাইয়াফা বলে ডাকলেন না, কিংবা পিতর বলেও ডাকলেন না, যে নাম তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন, কারণ পিতর তাঁর শক্তি এবং সামর্থ্যের সেই যোগ্যতা হারিয়েছিলেন, যা এই নাম দু'টো প্রকাশ করে। বরং তিনি

তাঁকে তাঁর প্রকৃত নাম ধরে ডাকলেন, *শিমোন*। তবে খ্রীষ্ট তাঁকে কোন কঠিন কথা বললেন না, কিংবা তাঁকে অন্য কোন ব্যঙ্গসূচক নামে ডাকলেন না, বা গালি-গালাজ করলেন না, যদিও এই ভৎর্সনা তাঁর প্রাপ্য ছিল। বরং তিনি এমনভাবে তাঁর নাম ধরে ডাকলেন যেন তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করছেন, "হে শিমোন, যোহনের পুত্র" (মথি ১৬:১৭)। তিনি তাঁকে যোহনের পুত্র বলে সম্বোধন করলেন, যাতে করে তিনি পিতরকে তাঁর উৎসের কথা মনে করিয়ে দিতে পারেন। সেই সাথে তিনি যেন তাঁকে মনে করিয়ে দিতে পারেন যে, তাঁকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে তার মূল্য কতটুকু।

[২] কীভাবে খ্রীষ্ট তাঁকে জেরা করছেন: "এদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক ভালবাসা কর?"

প্রথমত, "তুমি কি আমাকে ভালবাসো?" আমরা যদি খ্রীষ্টের শিষ্য হতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এই প্রশ্নটি করা হবে, *আমরা কি তাঁকে ভালবাসি?* কিন্তু এখানে খ্রীষ্টের পিতরকে এই প্রশ্নটি করার একটি নির্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

১. পিতরের বিশ্বাসভঙ্গ এই সন্দেহের জন্ম দিয়েছে যে, তিনি আসলেই খ্রীষ্টকে ভালবাসেন কি না: "পিতর, তোমার ভালবাসা সত্যিই আছে কি নেই তা নিয়ে আমার সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ তৈরি হয়েছে; কারণ তুমি যদি আমাকে সত্যিই ভালবাসতে তাহলে তুমি কখনোই আমাকে আমার দুঃখভোগের সময় ছেড়ে যেতে না এবং আমার যন্ত্রণাভোগের জন্য তুমি লজ্জিত ও অপমানিত হতে না। তুমি কীভাবে বলতে পার যে, তুমি আমাকে ভালবাস, যেখানে তোমার হৃদয় আমার সাথে ছিল না?" লক্ষ্য করুন, এটিকে আমাদের আন্তরিকতার প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যখন আমরা এমন কিছু করে ফেলি যা প্রশ্নযোগ্য। এ ধরনের ভয়ঙ্কর পতনের পর আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে খুব দ্রুত আবার আগের স্থানে নিয়ে যেতে হবে, যাতে করে আমরা আবার না একেবারে নিচে পতিত হই। প্রশ্নটি খুবই প্রভাবব্যঞ্জক; তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেন নি, "তুমি কি আমাকে ভয় কর? তুমি কি আমাকে সম্মান কর? তুমি কি আমাকে মান্য কর?" বরং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমাকে ভালবাসো? আমাকে এর প্রমাণ দাও এবং তুমি যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও তাহলে তোমাকে আর কখনোই এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে না।" পিতর নিজেকে একজন অনুতাপকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন, তিনি নিজের অশ্রু এবং শিষ্যদের মধ্যে তার ফিরে যাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সে সময় তিনি একজন অনুতাপকারী হিসেবে সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয় নি, "শিমোন, তুমি কতটুকু কেঁদেছ? কতদিন যাবৎ তুমি রোজা রেখেছ এবং তোমার আত্মাকে পীড়িত করেছ?" বরং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমাকে ভালবাসো?" এই কথার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, পিতরের সমস্ত অনুশোচনা, অনুতাপ এবং মন পরিবর্তনের অন্যান্য আবেদনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। খ্রীষ্ট অনুতাপকারীদের ভেতরে যে বিষয়টি দেখতে পান তা হচ্ছে, অনুশোচনার চোখে তাঁর দিকে পাপীদের দৃষ্টিপাত করা। তাঁকে অনেকে বেশি ক্ষমা করা হয়েছে এ কারণে নয় যে, তিনি অনেক বেশি কেঁদেছেন, বরং তিনি অনেক বেশি ভালবেসেছেন।

২. খ্রীষ্টের এই কাজের মধ্য দিয়ে তার ভালবাসার পরিচয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব। খ্রীষ্ট তাঁর স্নেহের ও যত্নের আবর্তে কোন মেষকে নেওয়ার আগে তাকে জিজ্ঞেস করবেন, "তুমি কি আমাকে ভালবাস?" খ্রীষ্ট তাঁর মেষপালের প্রতি এমনই সদয় ও যত্নবান যে, তিনি তাদের আর অন্য কোন কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। তিনি শুধুই দেখবেন যে, তারা তাঁকে ভালবাসে কি না এবং এই কারণেই যারা তাঁকে ভালবাসবে তিনিও তাদেরকে ভালবাসবেন। যারা সত্যিকারভাবে খ্রীষ্টকে ভালবাসে না, তারা কখনই মানুষের আত্মাকে সত্যিকারভাবে ভালবাসতে পারবে না, কিংবা তারা কখনোই স্বভাবগতভাবে তাদের যে অবস্থানে থাকার কথা সেখানে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাবে না। সেই পরিচর্যাকারী কখনোই তার কাজকে প্রকৃতরূপে ভালবাসে না, যে তার প্রভুকে ভালবাসে না। আর কিছু নয়, একমাত্র খ্রীষ্টের ভালবাসাই তাদের কাজের মধ্যকার বিভিন্ন সমস্যা এবং বাধা বিপত্তিকে হাসি মুখে এবং প্রফুল্লতার সাথে পার করতে উৎসাহিত করে এবং শক্তি যোগায় (২ করিন্থীয় ৫:১৩,১৪)। এই ভালবাসা তাদের সমস্ত কাজ সহজ করে দেয় এবং তাদেরকে এর প্রতি বেশ ভালভাবেই উৎসাহী করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, হে যোহনের পুত্র শিমোন, এদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক ভালবাসা কর? – *Pleion touton?*

১. "তুমি কি আমাকে এদের চেয়ে বেশি ভালবাস? এদের তুমি যতটা ভালবাস তার চেয়ে কি আমাকে বেশি ভালবাস? তুমি কি আমাকে তোমার ঘনিষ্ট বন্ধু যাকোব বা যোহন কিংবা আন্দ্রিয়ের চেয়ে বেশি ভালবাস, যারা তোমার ভাই এবং সঙ্গী?" যারা সঠিকভাবে খ্রীষ্টকে ভালবাসে না, তারা এই জগতে তাদের সবচেয়ে ভাল বন্ধুর চাইতেও ভালভাবে খ্রীষ্টকে ভালবাসতে পারে না। বিশেষ করে তারা যখন কোন তুলনা বা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, তখন এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। কিংবা, "এই নৌকা এবং মাছ ধরার জাল এবং মাছ ধরার সমস্ত আনন্দ ও উৎসাহ, এ সমস্ত থেকে কি তুমি আমাকে বেশি ভালবাস? এগুলো তোমার জীবিকা ও বিনোদনের উপকরণ। অন্যদের কাছে জীবিকার প্রধান উপায় হলেও তোমার কাছে এই মাছ ধরা বিনোদনের প্রধান উপকরণ।" যারা খ্রীষ্টকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসে, তারা অবশ্যই এই জগতের সমস্ত আনন্দ-বিনোদনের উপায় এবং আর্থিক লাভের উৎসের চাইতে খ্রীষ্টকে অনেক বেশি ভালবাসে। "তুমি যে কাজ এখন করছো এবং যে জীবিকায় নিয়োজিত আছ, তার চেয়ে কি তুমি আমাকে বেশি ভালবাস? যদি তাই হয়, তাহলে সে সব ছেড়ে এসে এবং আমার মেষপাল চড়ানোর জন্য পূর্ণ সময় নিজেকে নিয়োজিত কর।"

২. "অন্যরা আমাকে যতটুকু ভালবাসে, তার চাইতে কি তুমি আমাকে বেশি ভালবাসো? অন্য যে কোন শিষ্যের চেয়ে তুমি কি আমাকে বেশি ভালবাসো?" এই প্রশ্নটি করে নিঃসন্দেহে পিতরের মনের মাঝে গর্ব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও এর আগে তিনি বলেছেন, "সব মানুষ আপনাকে প্রত্যাখ্যান করলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করবো না।" খ্রীষ্ট বলছেন, "এখনও কি তোমার মনের মাঝে সেই একই চিন্তা আছে?" কিংবা, তিনি এখন তাঁকে এই কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এখন তাঁর খ্রীষ্টকে ভালবাসার জন্য

অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কারণ আছে এবং অন্য যে কারও চেয়ে তাঁর খ্রীষ্টকে আরও বেশি ভালবাসা উচিত, কারণ তাঁকে অন্য যে কারও চেয়ে বেশি পরিমাণে ক্ষমা করা হয়েছে। পিতর খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছিলেন, যা অতি বড় পাপ এবং তথাপি তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। "তাই আমাকে বল, তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসবে?" (লূক ৭:৪২)। লক্ষ্য করুন, আমাদের সকলকে অবশ্যই সবচেয়ে উত্তমভাবে এবং সবার চেয়ে বেশি করে খ্রীষ্টকে ভালবাসতে শিখতে হবে। এই ভালবাসার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভাল ব্যবহার বা অন্যান্য গুণাগুণ কাজে লাগবে না।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারের মত খ্রীষ্ট এই প্রশ্ন করলেন।

১. তিনি এ ছাড়াও আরও কিছু বিষয় তুলনার জন্য রাখলেন, কারণ পিতর তাঁর উত্তরে এই বিষয়টি সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেছেন। তিনি তাঁর ভাইদের সাথে নিজের তুলনা করতে চান নি, তিনি নিজেকে তাঁদের সাথে একই সারিতে রাখতে চান নি। তবে আমরা এটি বলতে পারি না যে, আমরা খ্রীষ্টকে অন্যদের চেয়ে বেশি ভালবাসি, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে অন্যরা যতটা ভালবাসে আমরা তাঁকে তার চাইতে বেশ ভালবাসি। তবে আমাদের দাবী অবশ্যই গ্রহণ করা হবে, যদি আমরা বলি যে, আমরা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টকে ভালবাসি।

২. শেষবারে তিনি কথাটি একটু পরিবর্তন করলেন, যা মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে আছে। প্রথম দু'টি প্রশ্নে মূল শব্দটি ছিল *আগাপেস মে (Agapas me)* – "এদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক ভালবাসা কর?" এর উত্তরে পিতর আরেকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ: *ফিলো সে (Philo se)* – "আমি আপনাকে ভালবাসি।" শেষবার প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করার সময় খ্রীষ্ট এই শব্দগুলো ব্যবহার করলেন: "হে যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমকে ভালবাস?"

(২) তিনবারই পিতর খ্রীষ্টকে একই উত্তর দান করলেন: "হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন আমি আপনাকে কতটা ভালবাসি।" এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] পিতর এখানে এমন কোন ভান করেন নি বা এমন কোন চিহ্ন প্রকাশ করেন নি যে, তিনি খ্রীষ্টকে অন্যান্য শিষ্যদের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভালবাসেন। এখন তিনি তাঁর বলা সেই পূর্বেকার কথার জন্য লজ্জিত হচ্ছেন, "যদিও সব লোক আপনাকে অস্বীকার করে তথাপি আমি আপনাকে অস্বীকার করবো না।" তাঁর এই বিষয়ের জন্য লজ্জিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। লক্ষ্য করুন, আমাদের সকলের উচিত অন্যের মঙ্গল সাধনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। তথাপি আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের মন নিচু রাখতে হবে এবং অন্যদেরকে আমাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে; কারণ আমাদের যে কোন ভাইদের চেয়ে আমরা নিজেরা আমাদের মন্দতার বিষয়ে সবচেয়ে ভাল জানি।

[২] তারপরও তিনি বারবারই এই ঘোষণা করছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টকে ভালবাসেন: "হ্যাঁ, প্রভু, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালবাসি। আমি যদি আপনাকে ভাল না-ই বাসতাম, তাহলে আমি বেঁচে থাকার যোগ্যতা হারাতাম।" তাঁর ছিল খ্রীষ্টের জন্য উচ্চাকাঙ্খা, তাঁর প্রতি উচ্চ মূল্য, তাঁর দয়ার প্রতি এক মহা অনুভূতি এবং তিনি খ্রীষ্টের ক্ষমতা এবং আগ্রহের প্রতি

একান্তভাবে নিবেদিত ছিলেন। তাঁর প্রতি ছিল তাঁর সমস্ত আকাঙ্খা এবং তিনি তাঁর যে কোন কিছুতেই খুশি হতেন, যে কারণে তিনি সব সময় আনন্দিত থাকতেন। এর দ্বারা আমরা তাঁর ভেতরে পাপের কারণে মন পরিবর্তনের একটি চিহ্ন দেখতে পাই, কারণ এতে করে আমরা তাঁর প্রতি শোকাকুল হই, যাকে আমরা ভালবাসি এবং পেতে চাই। আমরা চাই যিনি প্রভু হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন, তিনি যেন আমাদের উপরে রাজত্ব করেন, "হে প্রভু, আমি আপনাকে ভালবাসি এবং আমি কখনোই আপনাকে ছেড়ে যাব না।" খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর বিশ্বাস ভেঙ্গে না পড়ে (লূক ২২:৩২) এবং যেহেতু তাঁর বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়ে নি, তাই তাঁর ভালবাসাও ভেঙ্গে পড়ে নি, কারণ বিশ্বাস কাজ করে ভালবাসার দ্বারা। পিতর তাঁর সাথে খ্রীষ্টের সম্পর্ককে প্রমাণ করেছিলেন ও পুনঃস্থাপন করেছিলেন। তিনি আবারও খ্রীষ্টের সাথে পুনরায় সম্পর্কবদ্ধ হয়েছিলেন, কারণ তিনি অনুতাপ করেছিলেন। খ্রীষ্ট এই বিষয়টিকে উপজীব্য করেই তাঁর প্রশ্নগুলো করেছিলেন: "তুমি কি আমাকে ভালবাস?" এবং পিতর এর স্বপক্ষে বলেছিলেন: "হ্যাঁ, প্রভু, আমি আপনাকে ভালবাসি।" লক্ষ্য করুন, যারা অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে সত্যিকারভাবে বলতে পারে যে, তারা যীশু খ্রীষ্টকে ভালবাসে, তারা খ্রীষ্টের যে কোন বিষয়ে স্বস্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পাবে এবং তাদের সকল দৈনন্দিন ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

[৩] তিনি খ্রীষ্টের কাছে নিজের স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করে এর জন্য আবেদন করেছেন: "আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।" এই তৃতীয়বার তিনি আরও গুরুত্ব সহকারে বললেন: "প্রভু, আপনি সকলই জানেন, আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি। আপনি সব কিছুর সম্পর্কেই জানেন প্রভু, তাই আমি যে আপনাকে ভালবাসি এ কথাও আপনি জানেন।" তিনি তাঁর সাক্ষী হিসেবে তাঁর সঙ্গী শিষ্যদেরকে ডাকেন নি, কিংবা তিনি এমন কিছুর জন্য কৃতিত্ব দাবী করেন নি যা ইতোমধ্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। বরং তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকেই তার সাক্ষী হিসেবে আনলেন।

প্রথমত, পিতর এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, খ্রীষ্ট সকল বিষয়ে জানেন। বিশেষ করে তিনি সকলের হৃদয় সম্পর্কে জানেন এবং তিনি সকল মানুষের মন এবং চিন্তা সম্পর্কে জানেন (যোহন ১৬:৩০)।

দ্বিতীয়ত, পিতর এতে করে সন্তুষ্ট ছিলেন যে, খ্রীষ্ট, যিনি সকল কিছু জানেন, তিনি নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের প্রতি পিতরের আন্তরিকতা এবং ভালবাসার কথা জানেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করবেন। একজন ভণ্ডের পক্ষে এ কথা চিন্তা করা খুবই আতঙ্কের ব্যাপার যে, খ্রীষ্ট তার সমস্ত কথা জানেন, তার সম্পর্কে সব কিছুই জানেন। এই কারণে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ বা কর্তৃত্ব তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু একজন আন্তরিক খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক যে, তার এ বিষয়ে আবেদন করার যোগ্যতা আছে: "আমার সাক্ষী ঐ স্বর্গে আছেন, আমার স্বপক্ষে সমস্ত প্রমাণ স্বর্গে রক্ষিত আছে।" আমরা নিজেদেরকে যতটুকু জানি, খ্রীষ্ট আমাদেরকে তার চাইতে অনেক বেশি ভালভাবে জানেন। তথাপি আমরা আমাদের নিজেদের গর্ব বা ঔদ্ধত্য সম্পর্কে জানি না, যা তিনি জানেন।

[৪] খ্রীষ্ট যখন তৃতীয়বারের মত পিতরকে এই প্রশ্ন করলেন তখন তিনি অসহিষ্ণু হলেন ও

দুঃখ পেলেন: "তুমি কি আমাকে ভালবাস?" (পদ ১৭)।

প্রথমত, যেহেতু এই তিনটি প্রশ্ন খ্রীষ্টকে তিনবার অস্বীকার করার ঘটনাটি পিতরকে মনে করিয়ে দিয়েছিল এবং আসলেই সেই উদ্দেশ্যেই এই তিনটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাই যখনই তাঁর এই কথা মনে পড়ে গেল, তিনি দুঃখে রোদন করতে লাগলেন। পূর্বেকার যে কোন পাপের কথা মনে করলে, এমন কি যে সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা পাওয়া গেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও সত্যিকার অনুতাপকারীর দুঃখ আবার নতুন করে জন্ম নেয়। "তুমি লজ্জিত হবে, যখন আমি তোমাকে শান্ত করবো।"

দ্বিতীয়ত, এই প্রশ্নের কারণে পিতরের ভেতরে এই ভয় ঢুকে গিয়েছিল যে, হয়তো তাঁর প্রভু তাঁকে তাঁর এই পাপের কারণে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারেন। এতে করে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর পূর্বেকার সমস্ত ভালবাসাকে অস্বীকার করা হবে এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। "নিশ্চয়ই," পিতর চিন্তা করলেন, "আমার প্রভু আমাকে তাঁর শিষ্যের পদ থেকে বাদ দিয়ে দেবেন, যদি তিনি আমার মধ্যে তাঁর জন্য সত্যিকার ভালবাসা না দেখেন। আমার কি হবে, যদি আমি আবারও প্রলোভিত হই?" ঈশ্বরীয় চেতনা থেকে যে দুঃখবোধ কাজ করে, তা বয়ে নিয়ে আসে সতর্কতা এবং ভীতি (২ করিন্থীয় ৭:১১)।

(৩) খ্রীষ্ট পিতরকে তিনবার তাঁর মেষপালের প্রতি খেয়াল রাখতে বললেন: "আমার মেষদেরকে চরাও; আমার মেষদেরকে চরাও, আমার মেষদেরকে চরাও।"

[১] যাদের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য খ্রীষ্ট পিতরের কাছ থেকে কথা নিয়েছিলেন, তারা ছিল তাঁর মেষ এবং মেষশাবক। মণ্ডলী হচ্ছে খ্রীষ্টের মেষপাল, যা তিনি তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয় করে নিয়েছেন (প্রেরিত ২০:২৮) এবং তিনি এর প্রধান মেষপালক। এই মেষপালে কয়েকটি মেষশাবক আছে, যারা কম বয়সী এবং দুর্বল, অন্যরা হচ্ছে মেষ, যারা বড় এবং শক্ত সমর্থ। মেষপালক এখানে সবারই যত্ন নিচ্ছেন, তবে তিনি প্রথমে মেষশাবকদের যত্ন নেবেন, সব ক্ষেত্রেই তিনি তাদের প্রতি কিছুটা বেশি সহানুভূতি প্রকাশ করবেন এবং যত্ন নেবেন। তিনি সকল মেষশাবককে তাঁর বাহুতে জড়ো করবেন এবং তাদেরকে নিজ কোলে করে বহন করে নিয়ে চলবেন (যিশাইয় ৬০:১১)।

[২] তিনি পিতরকে তাঁর মেষপাল চরানোর জন্য যে বিশেষ নির্দেশনা দিলেন: ১৫ ও ১৭ পদে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে *বোস্‌ক (boske)* – যার দ্বারা নির্দিষ্টভাবে খাবার খাওয়ানোর কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এখানে ১৬ পদে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে *পোইমেইনি (poimaine)* – যার দ্বারা ব্যাপকভাবে মেষপালের প্রতি মেষপালকের সমস্ত প্রকার পরিচর্যামূলক দায়িত্ব পালনের কথা বোঝানো হয়েছে: "মেষদেরকে সেই খাবার খেতে দাও যা তাদের জন্য উপযুক্ত, সেইভাবে মেষশাবকদেরকেও তাদের উপযোগী খাবারও দাও। ইস্রায়েলের গৃহের হারানো মেষকে খুঁজে বের কর এবং তাকে চরাও, সেই সাথে যে সমস্ত মেষ এই পালের নয়, তাদেরকেও নিয়ে এসে চরাও।" লক্ষ্য করুন, সকল খ্রীষ্টান পরিচর্যাকারীর দায়িত্ব হচ্ছে খ্রীষ্টের মেষ এবং মেষশাবকদেরকে চরানো। চরানোর অর্থ হচ্ছে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া, কারণ

সুসমাচারের মতবাদ হচ্ছে আত্মিক খাবার। "তাদেরকে চরাও," এর অর্থ হচ্ছে, "তাদেরকে সবুজ তৃণভূমির ধারে নিয়ে যাও, তাদের ধর্মীয় সমাবেশে তাদেরকে নিয়ে যাও এবং তাদের প্রতি বিধান অনুসারে পরিচর্যা কর। তাদেরকে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা অনুসারে ভোজন করাও। তাদের সামনে খাওয়ার জন্য শুধুমাত্র মাংস রেখো না, সেই সাথে যা খেতে তারা ইচ্ছুক এবং যা খেতে ইচ্ছুক নয়, সেই অনুসারে তাদেরকে খেতে দাও। সেই সাথে মনে রেখ, দুর্বল নিজেকে খাওয়ানোর সামর্থ্য রাখে না।" যখন খ্রীষ্ট উর্ধ্বে গমন করলেন, তিনি তাঁর মেষদের জন্য পালক রেখে গেলেন। যারা তাঁকে ভালবাসতেন, তাদের কাছে তিনি তাঁর মেষদেরকে রেখে গেলেন, কারণ তাঁরা তাঁরই পরিবর্তে সঠিকভাবে তাঁর মেষদের যত্ন নিতে পারবেন।

[৩] কিন্তু কেন তিনি এই দায়িত্ব বিশেষভাবে পিতরের কাঁধে চাপিয়ে দিলেন? খ্রীষ্ট তাঁর দায়িত্ব পিতরকে দিয়েছিলেন এবং এরপর তা চলে যায় তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে এবং তারও পরে তা চলে যায় রোমের বিশপের হাতে, যিনি সমগ্র খ্রীষ্টান মণ্ডলীর উপরে এক সর্বময় ক্ষমতার এবং দায়িত্বের অধিকারী হন, যেভাবে সকল মেষপালক তাদের দায়িত্বের জন্য প্রভুর কাছে দায়বদ্ধ। তাই এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পিতর কখনোই এ ধরনের ক্ষমতা লাভের জন্য দাবী করেন নি, কিংবা অন্য কোন শিষ্যের কখনো এই ক্ষমতার দাবীদার হতে চান নি। পিতরকে এই যে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হল, তা আসলে তাঁর ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীদের বা পদানুসারীদের কাছে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরার জন্যই করা হয়েছে, যাতে করে তারা মেষদেরকে সঠিকভাবে চরাতে পারেন। কিন্তু বিশেষভাবে পিতরের প্রতি যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা এখানে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

প্রথমত, পিতরকে তাঁর প্রেরিত পদে পুনর্বহাল করার জন্য। এখন তিনি তাঁর করা পাপের জন্য তীব্র অনুশোচনায় ভুগছেন, আর তাই তাঁকে অবশ্যই তাঁর পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে হবে। এ দু'টিই হতে হবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর ভাইদের সন্তুষ্টির জন্য। যে দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চয়ই সেই মহা অন্যায়কে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতে কোন সন্দেহ নেই, পিতরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা ছিল এর প্রমাণ যে, খ্রীষ্ট পিতরের উপর তাঁর সমস্ত রাগ ও দুঃখ ঝেড়ে ফেলেছিলেন এবং তিনি আবারও তাঁর মাঝে বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছিলেন। অনেকে এ ব্যাপারে মনে করে থাকেন, "যদিও আমরা তাদেরকে ক্ষমা করি ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদেরকে আর কখনো বিশ্বাস করি না।" কিন্তু খ্রীষ্ট, তিনি যখন পিতরকে ক্ষমা করলেন, তিনি আবারও তাঁর মহা মূল্যবান বিশ্বাস পিতরের উপরে আবারও স্থাপন করলেন, যা এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ।

দ্বিতীয়ত, এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল পিতরকে আবারও খুব দ্রুত একজন প্রেরিতের পদে অধিষ্ঠিত করার জন্য। পিতর ছিলেন একজন সাহসী এবং উৎসাহী মানুষ, তিনি সব সময় কথায় এবং কাজে অগ্রগামী ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি যাতে মেষদেরকে পরিচালনা দেওয়ার ব্যাপারে প্রলোভিত হয়ে না পড়েন, সে কারণে খ্রীষ্ট নিজেই তাঁকে তাঁর মেষদেরকে চরানোর আদেশ দিলেন এবং তাঁকে সেই সকল দায়িত্ব অর্পণ করলেন যা সকল পালকের

উপর বর্তিত হয় (১ পিতর ৫:২,৩)। যদি তিনি তাই করেন, তাহলে তিনি যাতে এই কাজই করেন এবং অন্য কোন কাজ না করেন।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্ট তাঁকে যা বলেছিলেন তা অন্য সকল শিষ্যদেরকেও বলেছিলেন। তিনি তাঁদের সকলকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে শুধুমাত্র পাপীদের মন পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ ধরার জেলে হতে বলেন নি, যদিও এই কথা শুধুমাত্র পিতরকে বলা হয়েছিল (লূক ৫:১০); সেই সাথে তিনি তাঁদেরকে মেষপালের পালকও হতে বলেছেন, যাতে করে তাঁরা ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের আত্মার পরিচর্যার জন্য কাজ করেন।

খ. খ্রীষ্ট এভাবে পিতরকে তাঁর কাজে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়ে তাঁকে তাঁর সমস্ত কষ্টভোগের কাজের জন্য প্রস্তুত করলেন। তিনি তাঁকে একজন প্রেরিত হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিশ্চিত করলেন, আর এখন তিনি তাঁকে তাঁর প্রতি আরও যে বিষয়গুলো পরিকল্পনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে বলছেন – একজন শহীদের সম্মান লাভ। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কীভাবে পিতরের একজন শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হল (পদ ১৮): "তুমি তোমার হাত প্রসারিত করবে, সেগুলোকে তুমি সোজা করে রাখবে এবং অন্য একজন এসে তোমার হাত দু'টিকে বেঁধে দেবে, যেভাবে বন্দীর হাত বেঁধে দেওয়া হয় এবং সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে, যেখানে তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় কখনোই যেতে না।"

(১) তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে পিতরের দুঃখভোগের কথা প্রকাশ করলেন, যা পরবর্তীতে ঘটবে বলে ঠিক করা হয়েছে: "নিশ্চয়ই তা ঘটবে, আমি তোমাকে বলছি।" এই কথা এমনভাবে বলা হয় নি যে, তা ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু তিনি এমনভাবে বলেছেন যে, তা অবশ্যই ঘটবে; যেমনটি তার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। "আমি তোমাকে বলছি, অন্যরা হয়তো তোমাকে বলবে, যেভাবে তুমি আমাকে এক সময় বলেছিলে, *এই ঘটনা যেন আপনার প্রতি না ঘটে*। কিন্তু আমি বলবো এই ঘটনা অবশ্যই ঘটবে।" খ্রীষ্ট যেভাবে নিজের সকল দুঃখভোগ আগেই দেখতে পেয়েছিলেন, সেভাবে তিনি পিতরের দুঃখভোগ এবং তাঁর ক্রুশারোপণের ঘটনাটিও আগে থেকে দেখতে পেলেন। পিতরকে অবশ্যই ক্রুশে বিদ্ধ করা হবে। তাঁকে অবশ্যই খ্রীষ্টের মেষদেরকে চরানোর দায়ে অভিযুক্ত করা হবে। তিনি এর থেকে কোন সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না, বরং তিনি শুধুই যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করবেন এবং তিনি এই কাজ করতে গিয়ে শুধুই দুঃখভোগ করবেন।

(২) খ্রীষ্ট বিশেষভাবে এই কথা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, পিতর খুবই নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, জল্লাদের হাতে। দুই হাত মেলে দেওয়া কথা বলতে এখানে অনেকেই মনে করে থাকেন, পিতরের ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার কথা বোঝানো হয়েছে। রোমীয় ইতিহাস অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, পিতরকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন রোম সম্রাট নীরো এবং এর সময়কাল ছিল ৬৮ খ্রীষ্টাব্দ, কিংবা অন্যান্য অনেকের মতে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। অন্যেরা মনে করেন যে, এখানে তাদের বন্দীত্ব এবং শেকলের কথা বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে পরবর্তীতে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কোন হত্যাকাণ্ডের ভাবগাম্ভীর্য এবং

আনুষ্ঠানিকতা সেই হত্যাকাণ্ডকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর করে তোলে এবং যে কোন বিবেচক ব্যক্তির চোখে এই হত্যাকাণ্ড দ্বিগুণ গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। অনেক সময়ই খ্রীষ্টের সবচেয়ে প্রিয় এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের কাছে মৃত্যু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে, যারা এখন পর্যন্ত খ্রীষ্টের সেই মেষশাবকের রক্ত দ্বারা এর উপরে বিজয় লাভ করে আসছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মূলত পিতরের মৃত্যুর প্রতি নির্দেশ করলেও তাঁর পূর্বেকার কষ্টভোগের ক্ষেত্রে আমরা এর পূর্ণতা পাই। তা পূর্ণতা পেতে চলেছে, যখন তিনি বন্দীত্ব বরণ করবেন (প্রেরিত ৬:৩; ৪:১৮; ১২:৪)। এখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে তাঁর ভয়ঙ্কর মৃত্যুবরণের স্থানে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোন কিছুর কথা বোঝানো হয় নি। এ ধরনের নিষ্পাপ একজন মানুষের ক্ষেত্রে এমন মৃত্যুর কথা কল্পনা করাও আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যিনি একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের রূপ ধারণ করেন, তিনি যে একজন মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেন তা নয়। খ্রীষ্ট নিজে তিক্ত পান পাত্রের বিপক্ষে প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করতে গিয়ে যদি বেদনা সহ্য করতে হয় এবং মৃত্যুকে বরণ করতে হয়, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা মোটেও দোষের কিছু নয়। অনুগ্রহপ্রাপ্ত প্রেরিত পৌল পরিচ্ছদ-বিহীন হতে চান নি, কিন্তু এর উপরে পরিহিত হতে চেয়েছেন, যেন যা মরণশীল, তা জীবনের দ্বারা কবলিত হয় (২ করিন্থীয় ৫:৪)।

(৩) তিনি এই বিষয়টিকে তাঁর আগেকার স্বাধীনতার সাথে তুলনা করেছেন। "এমন এক সময় ছিল যখন তুমি এই সমস্ত কষ্টের ব্যাপারে কিছুই জানতে না, তুমি নিজেই নিজের কোমরবন্ধনী বেঁধেছ এবং যেখানে ইচ্ছে সেখানে হেঁটে গিয়েছ।" যেখানে সমস্যা আসে সেখানে আমাদের অবশ্যই তা দমানোর চেষ্টা করা উচিত, যাতে তা আবার না আমাদেরকে বাধা বিপত্তি, অসুস্থতা এবং দারিদ্রে জর্জরিত করে ফেলে, কারণ আমরা স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য এবং প্রাচুর্য্যের মিষ্টতা সম্পর্কে জানি (ইয়োব ২৯:২; গীতসংহিতা ৬২:৪)। কিন্তু আমরা এটিকে অন্য দিকে পরিচালিত করতে পারি এবং নিজেদেরকে এভাবে যুক্তি দেখাতে পারি: "যতটা আমি চেয়েছি এবং আকাঙ্খা করেছি তার চাইতে কত বছর বেশি আমি প্রাচুর্যের ও সমৃদ্ধির মধ্যে ছিলাম? যেহেতু আমি ভালটাকে একবার গ্রহণ করেছি, তাহলে কেন এখন আমি মন্দটাকে গ্রহণ করবো না?" এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] আমাদের সাথে কী পরিবর্তন করা হতে পারে, যাতে করে আমরা এই পৃথিবীতে যে অবস্থানে রয়েছি তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়! যারা নিজেদেরকে শক্তি এবং সম্মান দিয়ে বেঁধেছে এবং নিজেদেরকে সবচেয়ে বড় স্বাধীনতায় নিমজ্জিত করেছে, সম্ভবত লেবীয়রা, তারা এর পুরোপুরি উল্টো পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে (১ শমূয়েল ২:৫)।

[২] যারা খ্রীষ্টকে ত্যাগ করেছে তাদের প্রতি এখনই কত না পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে! তারা আর নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে না, বরং তিনিই তাদেরকে ঘিরে রাখবেন! তারা আর নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে চলবে না, বরং তারা এখন থেকে তাঁরই ইচ্ছা অনুারে চলবে।

[৩] আমরা যদি পুরাতন নিয়ম অনুসারে চলতে চাই তাহলে আমাদের জন্য কত না

পরিবর্তন অপেক্ষা করছে! লোকেরা যখন যুবক ছিল তখন তাদের দেহে ছিল শক্তি এবং মনে ছিল উৎসাহ। তারা খুব সহজেই যে কোন কাজ করতে পারত, যে কোন পরিশ্রম করতে পারত এবং তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারত। কিন্তু যখন তারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তারা দেখবে যে তাদের সমস্ত শক্তি চলে গেছে। ঠিক যেন ভাববাদী শিমশোনের মত, যখন তাদের চুল কাটা হবে এবং তারা আর নিজেকে অন্য সময়ের মত করে নাড়াতে পারবে না।

(৪) খ্রীষ্ট পিতরকে বলছেন যে, তাঁকে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হবে।

[১] যদিও তাঁকে বৃদ্ধ হতেই হবে এক সময় এবং প্রকৃতির নিয়মেই যেহেতু তিনি আর যুবক থাকবেন না এবং খুব বেশি দিন বাঁচবেন না, তথাপি এই জগতে তাঁর শত্রুরা তাঁর সাথে নৃশংস আচরণ করবে এবং তারা তাঁকে প্রচণ্ড নির্যাতন করবে। তিনি যে সময় এই পৃথিবী থেকে শান্তিতে তাঁর কাজ থেকে বিশ্রাম নেওয়ার কথা চিন্তা করবেন, ঠিক সেই সময় তাঁর সেই প্রজ্জ্বলিত শিখা নিভিয়ে ফেলা হবে, যা এমনিতেই প্রায় নিভে গিয়েছিল (২ বংশাবলি ৩৬:১৭)।

[২] তিনি যত দিন না বৃদ্ধ হন, তত দিন পর্যন্ত ঈশ্বর তাঁকে তাঁর সমস্ত শত্রুদের বিদ্বেষ ও ক্রোধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন, যাতে করে তিনি শেষ বয়সে কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার জন্য উপযুক্ত থাকেন। সেই পর্যন্ত মণ্ডলী তাঁর পরিচর্যা লাভ করতে পারবে।

২. এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা (পদ ১৯): তিনি পিতরকে এই কথা বললেন, তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করবেন, যখন তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করা শেষ করবেন। লক্ষ্য করুন:

(১) সকলের প্রতিই যে শুধু মৃত্যুর বিধান রাখা হয়েছে তাই নয়, সেই সাথে কে কীভাবে মৃত্যুবরণ করবে সেই কথাটিও লেখা হয়ে আছে, হতে পারে তা প্রকৃতিগতভাবে, বা নৃশংসভাবে, ধীরে ধীরে অথবা হঠাৎ করে, সহজে বা যন্ত্রণার সাথে ইত্যাদি। যখন পৌল এক মহান মৃত্যুর কথা বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে তিনি মৃত্যুর স্তর নিয়ে কথা বলেছেন। এই জগতে আসার জন্য একটি উপায়ই আছে, কিন্তু এখানে থেকে চলে যাওয়ার অনেক ধরনের উপায় আছে। ঈশ্বর ভেবে রেখেছেন যে, কোন পথে আমরা এখান থেকে চলে যাব।

(২) এটিই যে কোন ভাল মানুষের সবচেয়ে বড় চিন্তা হওয়া উচিত, সে যে উপায়েই মৃত্যুবরণ করুক না কেন, তা যেন ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে। কারণ আমাদের শেষ কাজ হচ্ছে এটাই, পবিত্র আত্মায় মৃত্যুবরণ করা এবং প্রভুর বাক্য অনুসারে মৃত্যুবরণ করা। যখন আমরা ধৈর্যের সাথে প্রভুর ইচ্ছার প্রতি নিজেদেরকে নিবেদিত করে মৃত্যুবরণ করব, তখন আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারব এবং খুব সহজেই মরতে পারব। এভাবে আমরা আমাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্যদের কাছে খ্রীষ্টান ধর্মের সত্য এবং মঙ্গলময়তাকে প্রকাশ করতে পারব এবং অন্যান্যদেরকে উৎসাহ দিতে পারব। আমরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে চাই এবং এটাই প্রত্যেক উত্তম খ্রীষ্টান

বিশ্বাসীদের কাম্য হওয়া উচিত; যেমনটি ছিল প্রেরিত পৌলের, যাতে করে খ্রীষ্ট আমাদের জীবন-যাপন প্রণালী এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আলোকিত হতে পারেন (ফিলিপীয় ১:২০)।

(৩) শহীদদের মৃত্যু বিশেষভাবে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে। ঈশ্বরের সত্য, যাকে রক্ষা করতে গিয়ে তারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তা তাদের মৃত্যুর দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ, যা তাদেরকে অত্যন্ত কষ্ট ও দুঃখের মধ্য দিয়ে যেতে সাহায্য করে থাকে এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা, যা আমাদের জন্য সান্ত্বনার ঝর্ণাধারা, তা এখানে আলোকিত করা হয়েছে। এখানে তা সকল ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তির বিশ্বাস এবং আনন্দের উৎস হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। শহীদদের রক্ত মণ্ডলীর বীজ হিসেবে কাজ করে। এবং হাজারো মানুষের ধর্মান্তর ও পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাই ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু ঈশ্বরের সম্মুখে অত্যন্ত মহা মূল্যবান, যারা তাঁকে মান্য করে এবং সম্মান করে। যারা তাঁকে এতটা সম্মান করবে, তিনিও তাদেরকে সম্মান করবেন।

৩. এখানে তিনি পিতরকে যে আদেশ দান করলেন: যখন তিনি এই সমস্ত কথা বললেন, তখন সম্ভবত পিতর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, সেটা লক্ষ্য করে খ্রীষ্ট তাঁকে ব্যাখ্যা করে বললেন, "আমাকে অনুসরণ কর।" সম্ভবত তিনি সেখান থেকে উঠে এসেছিলেন, যেখানে বসে তিনি রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি কিছুটা হেঁটে এগিয়েছিলেন এবং পিতরকে ডেকে তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই যে কথাটি – "আমাকে অনুসরণ কর," এই কথাটি ছিল:-

(১) তাঁর প্রতি তাঁর প্রভুর অনুগ্রহের আরেকটি নমুনা এবং তাঁর প্রেরিত পর্বের প্রতি আহ্বান; কারণ "আমাকে অনুসরণ কর" কথাটি ছিল প্রথম আহ্বান বা আহ্বানের সর্বপ্রথম ধাপ।

(২) এটি ছিল তাঁর কষ্টভোগের ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে একটি নিশ্চিতকারী ব্যাখ্যা, যা পিতর হয়তো প্রথমে পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারেন নি, যতক্ষণ না পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে এর চাবি দান করেছেন, আমাকে অনুসরণ কর। "আমার সাথে যেমন আচরণ করা হয়েছে তোমার প্রতিও ঠিক তেমনি আচরণ করা হবে বলে তোমাকে আশা করতে হবে এবং আমি যে রক্তাক্ত পথ ধরে হেঁটে গেছি, তোমাকেও সেই একই রক্তাক্ত পথ ধরে হেঁটে যেতে হবে, কারণ শিষ্য কখনো তার প্রভুর চাইতে মহান হতে পারে না।"

(৩) এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে উত্তেজিত করে তোলা এবং তাঁকে উৎসাহিত করা, যাতে তিনি প্রেরিত হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বিশ্বস্ততা এবং অধ্যবসায় অর্জন করতে পারেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন যেন তিনি মেষপাল চরান এবং তিনি তাঁর প্রভুকে অর্থাৎ নিজেকে তাঁর সামনে পরিচর্যা কাজের একজন আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন: "আমি যেমন করেছি তুমিও তেমন কর।" নিম্ন স্তরের পালকরা প্রধান পালককে দেখে শিখুক ও জানুক। খ্রীষ্ট যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তারা তাঁকে অনুসরণ করেছে এবং এখন তিনি তাদেরকে ফেলে যাচ্ছেন। কিন্তু যাওয়ার আগেও তিনি তাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন, আর তা হচ্ছে, "আমাকে অনুসরণ কর," যা সবচেয়ে মহান দায়িত্ব হিসেবে

বিবেচিত। এর চাইতে বড় উৎসাহের বিষয় আর কি হতে পারে, হোক তা সেবার ক্ষেত্রে বা কষ্টভোগের ক্ষেত্রে?

[১] এরপর থেকেই তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন এবং এটি ছিল তাঁদের বর্তমান সম্মান। কে এমন একজন নেতাকে অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করবে?

[২] এরপর থেকে তাঁরা শুধুই তাঁকে অনুসরণ করে যাবেন এবং সেটা হবে তাঁদের ভবিষ্যত সুখের উৎস। সেই কারণে এটি হচ্ছে পিতরের কাছে খ্রীষ্টের করা প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি (যোহন ১৩:৩৬), "এখন থেকে তুমি আমাকে অনুসরণ করবে।" এভাবে যে বিশ্বস্তভাবে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে, সে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে এবং মহিমা ও গৌরব নিঃসন্দেহে তাকে অনুসরণ করবে।

যোহন ২১:২০-২৫ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখি:

ক. পিতরের সাথে খ্রীষ্টের আলাপচারিতার বর্ণনা, খ্রীষ্টের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য যোহন সম্পর্কে, এখানে আমরা দেখব:

১. পিতর খ্রীষ্টকে যেভাবে দেখেছেন (পদ ২০): পিতর তাঁর প্রভুর আদেশ পালন করার জন্য তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং তাঁর প্রভু তাঁকে এই মাত্র যে সম্মান প্রদান করলেন সে জন্য প্রচণ্ড খুশি হলেন। তিনি এখন দেখলেন যে, কোন শিষ্যকে খ্রীষ্ট সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) কীভাবে যোহনের বর্ণনা দেওয়া হল। তিনি নিজে নিজের নাম উল্লেখ করেন নি, সম্ভবত তিনি নিজের সুসমাচারে নিজের নাম উল্লেখ করতে চান নি। কিন্তু তিনি তাঁকে চেনার জন্য এই সুসমাচারে অনেক ধরনের চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি সব সময় খ্রীষ্টের খুব বেশি কাছাকাছি থাকতেন। এখানে তিনি খ্রীষ্টকে এত ঘনিষ্টভাবে অনুসরণ করার যুক্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি ছিলেন সেই শিষ্য, যাকে খ্রীষ্ট খুবই পছন্দ করতেন। এই কারণ তিনি তাঁকে অন্য সকল শিষ্যের চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করতেন ও স্নেহ করতেন। এই কারণে আপনি তাঁকে এই বলে দোষ দিতে পারবেন না যে, তিনি তাঁর সুসামাচারে কোন বানোয়াট কাহিনী ফেঁদেছেন, কারণ যিনি সব সময় খ্রীষ্টের এত কাছাকাছি থেকে তাঁর সমস্ত কথা শুনেছেন, তিনি নিশ্চয়ই কখনোই কোন বানোয়াট কাহিনী বলতে যাবেন না। তিনি নিশ্চয়ই সকল কথাই সব সময় শুনতে পেয়েছেন। আর আমরা এটাও বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি পিতরের কাছ থেকে শুনে খ্রীষ্টের সাথে পিতরের শেষ কথাগুলো তার সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করছেন। এটি সম্ভব যে, এখানে যোহনের খ্রীষ্টের বুকে হেলান দিয়ে থাকার কথা উল্লেখ ছিল এবং সেই বিশ্বাসঘাতকের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছিল, যা তিনি পিতরের বে বিশ্বাসীর কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন (যোহন ৮:২৪)। এই কারণে পিতর তাঁর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি তাঁর পূর্বেকার দয়ার প্রতিদান দিতে পারেন। যোহন সে সময় খ্রীষ্টের

সবচেয়ে প্রিয় স্থানে ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের বুকে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন এবং তিনি পিতরের মধ্যে সেই আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলার জন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন। আর এখন পিতর তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্থানে রয়েছেন, তিনি খ্রীষ্টের আহ্বানে তাঁর সাথে সাথে হাঁটছেন। তিনি ভেবেছিলেন, তিনি কৃতজ্ঞতার পাশে এতটাই আবদ্ধ থাকবেন যে, যোহনের ব্যাপারে এই প্রশ্ন তিনি অবশ্যই পালন করবেন। আমাদের সকলকে অবশ্যই আমাদের প্রতি যে দায়িত্ব এসে পড়তে পারে সে ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত। লক্ষ্য করুন, যেহেতু অনুগ্রহের সিংহাসনের প্রতি আমাদের আগ্রহ রয়েছে, সেহেতু আমাদের অবশ্যই তা অন্যদের সুবিধার্থে কাজে লাগানোর জন্য এর উত্তরণ ঘটানো উচিত। যারা আমাদেরকে তাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সাহায্য করে, আমাদের অবশ্যই উচিত তাদেরকে কোন না কোন সময় সাহায্য করা। এটাই হচ্ছে সাধু ব্যক্তিদের সহভাগিতা।

(২) যোহন যা করলেন: তিনিও খ্রীষ্টকে অনুসরণ করলেন, যা আমাদের কাছে এই কথা প্রকাশ করে যে, তিনিও খ্রীষ্টকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন; কারণ তাকেও তাঁর সাথে চলতে হলে এভাবে দাস হয়ে চলতে হবে। যখন খ্রীষ্ট পিতরকে বললেন যেন তিনি তাঁকে অনুসরণ করেন, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের পিতরের সাথে কোন ব্যক্তিগত কথা আছে। কিন্তু যোহনের তাঁর প্রভুর প্রতি এতটাই আকর্ষণ ছিল যে, তিনি তাঁর প্রভুর যে কোন কথা বা উক্তি না শুনতে পেয়ে থাকতে পারতেন না। তিনি চাইতেন না যে, যেখানে খ্রীষ্ট কোন কথা বলছেন সেখানে তিনি থাকবেন না এবং সেই কথা শুনতে পাবেন না। খ্রীষ্ট যা পিতরকে বলেছিলেন সেই কথাগুলো তিনি এমনভাবে ধরে নিয়েছিলেন যেন সেগুলো তাঁকেই বলা হচ্ছে। কিন্তু এই যে আদেশ দেওয়া হল, “আমার পশ্চাৎ এসো,” তা সকল শিষ্যকেই দেওয়া হয়েছিল। তিনি অন্ততপক্ষে যাদের সাথে খ্রীষ্টের সহভাগিতা রয়েছে তাদের সাথে নিজেও সহভাগিতা বজায় রাখতে চাইছিলেন। যারা খ্রীষ্টকে সঙ্গ দেয় তাদের সাথে মিলে তিনিও খ্রীষ্টকে সঙ্গ দিতে চাইছিলেন। কেউ একজনকে যদি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য যায়, তাহলে অন্যরাও তাকে অনুসরণ করে।

(৩) পিতর যোহনকে এগিয়ে আসতে দেখলেন: তিনি ঘুরে তাকালেন এবং তাঁকে দেখতে পেলেন। এই বিষয়টিকে এভাবে দেখা যেতে পারে:

[১] পিতর তাঁর প্রভুকে অনুসরণ করা থেকে কিছুটা অমনযোগী হয়েছিলেন। তাঁর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ মনযোগ থাকা উচিত ছিল এবং তাঁর অপেক্ষা করে দেখা উচিত ছিল যে, খ্রীষ্ট আরও কিছু বলেন কি না। কিন্তু তিনি তা না করে ঘুরে দেখছিলেন যে, অন্য কেউ আর তাঁদেরকে অনুসরণ করে কি না। লক্ষ্য করুন, সবচেয়ে উত্তম মানুষটিও খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে গেলে অমনযোগিতায় আক্রান্ত না হয়ে পারে না, খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার মত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজেও তারা তাদের মন সর্বদা স্থির করে রাখতে পারেন না। আমাদের ভাইদের প্রতি অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক মনযোগ আমাদের প্রভুর কাছ থেকে আমাদের মনযোগ ছিনিয়ে নেয়।

[২] তিনি তাঁর সঙ্গী শিষ্যদের প্রতি আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছিলেন। তাঁর প্রভু তাঁকে যে সম্মান দান করে উচ্চীকৃত করেছিলেন তাতে তিনি গর্বিত হন নি, বরং তিনি অন্যদের প্রতি

চিন্তা করেছেন। তিনি এত বড় দায়িত্ব নিতে দ্বিধা করছিলেন এবং বিনয়ের সাথে তা অন্য কাউকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করার জন্য চিন্তা করছিলেন। আমাদের ভাইদের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ অবশ্যই খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আসতে হবে।

২. পিতর যোহন সম্পর্কে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন (পদ ২১): "প্রভু, এর কি হবে? আপনি আমাকে বলেছেন যে, আমি যেন আপনার মেষদেরকে খাওয়াই এবং চরাই এবং আমার যেখানে যেতে হবে সেখানে যেন যাই। কিন্তু এর কাজ কি হবে এবং এর ভাগ্যে কি নির্ধারিত হবে?" এখন এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

(১) যোহনের প্রতি ভালবাসা এবং চিন্তা হিসেবে: "প্রভু, আপনি আমাকে মহা অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। ঐ যে আপনার প্রিয় শিষ্য আসছে, যে কখনো আপনার অনুগ্রহ ও ভালবাসার অমর্যাদা করে নি, যা আমি করেছি। সে নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছে। তাকে কি আপনি কিছুই বলবেন না? আপনি কি তাকে কোন কাজে নিয়োজিত করবেন না এবং তাকে সম্মানিত করবেন না?

(২) কিংবা খ্রীষ্ট তাঁকে যে কষ্টভোগের কথা বলেছিলেন তাতে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন: "প্রভু, আমাকে কি একাই আপনার দেওয়া এই দায়িত্ব বহন করে নিয়ে যেতে হবে? আমার সাথে সাথে কি এই শিষ্যের ক্রুশের ভাগীদার হবে না? " আমাদের নিজেদের কষ্টভোগের কথা শুনে তা সহজে গ্রহণ করা আমাদের জন্য খুবই কঠিন। আমাদের সামনে ঝঞ্ঝাট আসছে শুনলে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেও আমাদের আমাদের জন্য সহজ কাজ নয়।

(৩) কিংবা তাঁর ভেতরে ছিল কৌতূহল এবং সামনে কী ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে জানার অদম্য আগ্রহ ও ইচ্ছা, সেটা হতে পারে অন্যদের ক্ষেত্রে এবং তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও। সম্ভবত খ্রীষ্টের উত্তর পেয়ে পিতর কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। যখন খ্রীষ্ট তাঁকে এ ধরনের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন এবং তিনি এ ধরনের বিচারের কথা শুনলেন, তখন তিনি বললেন, "প্রভু এমন হলে আমি নিজের বিশ্বাস বাড়াতে কি করব, যদি সত্যিই আমি পরীক্ষায় পড়ি? প্রভু আমার বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন। আমি যত দিন বেঁচে থাকবো আমাকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে বাঁচতে দিন।" কিন্তু এর বদলে:

[১] তাঁকে অন্যদের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত দেখা গেল। আমরা অন্যদের বিষয়ে এতটাই নিমগ্ন থাকি ও চিন্তা করি যে, আমরা আমাদের নিজেদের আত্মার ব্যাপারে চিন্তা করতেই ভুলে যাই। কিন্তু আমরা ঠিকই ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে অন্যদের আচরণ লক্ষ্য করি এবং তাদের বিচার করি।

[২] তিনি দায়িত্বের চাইতে যা যা ঘটবে তাই নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। যোহন পিতরের চাইতে বয়সে ছোট ছিলেন এবং প্রকৃতিগত কারণেই তিনি পিতরের চাইতে বেশি দিন বাঁচবেন: "প্রভু," তিনি বললেন, "তাকে কত দিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হবে?" যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের জন্য সঠিকভাবে আমরা গ্রহণ করি, তাহলে আমরা যত দিনই এই পৃথিবীতে থাকি না কেন, মৃত্যুর পর আমরা ঠিকই স্বর্গে গমন করব। আমাদের তখন এই

কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই যে, "যারা আমাদের সাথে ছিল তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে?" আমাদের প্রতি যদি সত্যের এবং শান্তির প্রকাশ ঘটে তাহলে সেটাই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? আমাদের বিবেককে পরিচালনা দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই পবিত্র শাস্ত্রের কথা মাথায় রেখে পথ চলতে হবে, সেখানে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার চিন্তা করলে চলবে না।

৩. এই প্রশ্নের জবাবে খ্রীষ্টের উত্তর (পদ ২২): "আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে এবং তুমি যেমন কষ্টভোগ করবে সেও তেমন করে, তাতে তোমার কী? তুমি তোমার নিজ দায়িত্ব স্মরণে রাখ, তোমার বর্তমান দায়িত্বের কথা চিন্তা কর এবং আমার পশ্চাৎ এসো, আমাকে অনুসরণ কর।"

(১) এখানে আমরা যোহনের ব্যাপারে খ্রীষ্টের পরিকল্পনার একটি দিক খুঁজে পাই। দু'টি বিষয়ে আমরা তা দেখতে পাই:

[১] যোহন পিতরের মত নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করবেন না। কিন্তু তিনি তত দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন, যত দিন না খ্রীষ্ট নিজে এসে স্বাভাবিক মৃত্যর মধ্য দিয়ে তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যান। সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীন ইতিহাস আমাদেরকে বলে যে, বারোজন শিষ্যের মধ্যে যোহনই একমাত্র শিষ্য ছিলেন, যিনি শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন নি। মাঝে মাঝে তিনি অনেক সমস্যায় পড়েছেন, বন্দীত্ব বরণ করেছেন এবং নির্বাসনে গেছেন, কিন্তু তিনি ঠিকই বৃদ্ধ বয়সে শান্তিতে তাঁর শয্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, আমাদের মৃত্যুর সময় খ্রীষ্ট আমাদের কাছ এসে আমাদেরকে ডাকবেন এবং এই কারণে আমাদের সকলের প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, যদিও খ্রীষ্ট তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে ডেকেছিলেন যেন তাঁরা তাঁদের রক্ত ঝরিয়ে ও শহীদ হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন ও সুসমাচার প্রচার করেন, তথাপি তিনি সকলকে এই আহ্বান জানান নি। শহীদের মুকুট উজ্জ্বল এবং গৌরবময় হলেও এই প্রিয় শিষ্যকে সেই মুকুট পরতে হয় নি।

[২] খ্রীষ্ট যত দিন না যিরূশালেম ধ্বংস করতে আসেন, সে সময় পর্যন্ত তিনি মরবেন না। অনেকে খ্রীষ্টের না আসা পর্যন্ত যোহনের থাকার বিষয়টিকে এভাবেই দেখেন। অন্য সকল শিষ্য যিরূশালেম ধ্বংসের আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু শিষ্য যোহন আরও অনেক বছর বেঁচে ছিলেন। ঈশ্বর প্রগাঢ় প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে খ্রীষ্টের একজন শিষ্যকে অনেক দিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, যেন নতুন নিয়মের ক্যানন রক্ষা করা সম্ভব হয়, যা যোহন যথাযথভাবেই করেছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮)। যোহন তাঁর জীবদ্দশায় ইবিওন, সিরিন্থাস এবং অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিরোধে জড়িয়েছিলেন, যারা সে সময় নানা ধরনের বাজে কথা ছড়াচ্ছিলেন।

(২) অন্যরা মনে করেন যে, এর দ্বারা কেবলমাত্র পিতরের কৌতূহলকে ধমক দিয়ে নিবৃত্ত করা হয়েছে এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত যোহনের বেঁচে থাকা বলতে একটি অসম্ভব বিষয়ের সম্ভাব্যতাকে বোঝানো হয়েছে: "কি কারণে তুমি আমাকে এমন একটি কথা

জিজ্ঞেস করছো যা একেবারেই গোপনীয় এবং অজ্ঞাত? মনে কর, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যোহন কখনোই মরবে না; তাহলেই বা তাতে তোমার কি আসে যায়? যোহন কখন কোথায় এবং কীভাবে মারা যাবে সে বিষয়ে জানার তোমার প্রয়োজন নেই; এই বিষয়ে তোমাকে জানতে হবে না। বরং তুমি আমার কথা অনুসারে চল এবং আমি তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছি তা পালন কর।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের ইচ্ছা হল এই যে, তাঁর শিষ্যরা যেন বর্তমান দিনের কথা চিন্তা করেন এবং তাঁদের প্রতি বর্তমানে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা সুচারুরূপে পালন করেন। তাঁরা যেন ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে কৌতূহলী না হন। তাঁরা যেন অন্যদের বা নিজেদের বিষয়েও এত প্রশ্ন না করেন।

[১] এমন অনেক বিষয় আছে, যার সম্পর্কে আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার কোন প্রয়োজন নেই। অন্য মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করার কোনই প্রয়োজন আমাদের নেই (রোমীয় ১৪: ৪)। "তারা যেমনই হোক না কেন, তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না," পৌল এমনটিই বলেছেন। অন্য লোকদের ব্যাপারে সব সময় চিন্তা করলে আমাদের নিজেদের কাজের ব্যাঘাত ঘটবে, কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের কাজের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। আমাদেরকে নীরবে কাজ করে যেতে হবে এবং নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। অনেক সুন্দর এবং কৌতূহলী প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে, যা আমাদের সামনে ধর্ম-শিক্ষকরা এবং এই পৃথিবীর তার্কিকরা উপস্থাপন করবে; কিন্তু আমাদেরকে এক বাক্যে বলতে হবে, *তাতে আমাদের কি? এই বিষয়টির কি হবে* এবং *ওটার শেষ পর্যন্ত কি হবে বলে আপনি মনে করেন?* – এটা অনেক সাধারণ একটা প্রশ্ন। এর উত্তর খুব সহজে দেওয়া যায়: *তা জেনে আমি কি করবো? কোন সময় কি ঘটবে তা জেনে আমি কি করতে পারি?* গোপন বিষয় আমাদের জানার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় নি।

[২] আমাদের দায়িত্বের মধ্যে যে সমস্ত মহান বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা কোন ঘটনা নয়, বরং শুধুই আমাদের দায়িত্ব: ঈশ্বরের এবং তাঁর লোকদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব। একজন উত্তম ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপ ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী চলে (গীতসংহিতা ৩৭:২৩)। তাকে প্রতি পদক্ষেপে নির্দেশনা দেওয়া হয়। আমাদের সকল দায়িত্ব খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার মধ্যে নিবদ্ধ নয়। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর দেওয়া অন্যান্য দায়িত্ব অনুসরণ করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সম্মান অর্জনের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে, যেভাবে একজন দাস তার মনিবের জন্য করে থাকে। তিনি যে পথ ধরে হেঁটেছেন সেই পথ ধরেই আমাদেরকে হাঁটতে হবে। যদি আমরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার মত এমন দায়িত্ব পালন করতে চাই, তাহলে তা আমাদেরকে করতে হবে খুবই সাবধানতা সহকারে এবং যথাযথ দায়িত্ব নিয়ে।

৪. খ্রীষ্টের এই কথা থেকে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল তা হচ্ছে, *এই শিষ্য আর কখনো মরবেন না, বরং যত দিন মণ্ডলী টিকে থাকবে, তত দিন তিনিও বেঁচে থাকবেন।* খ্রীষ্টের কথার কারণে এই বিষয়টি সকলে সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলেন, পদ ২৩। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্টের কথার ভুল ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং

কোন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়। খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, যোহন শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবেন না। কিন্তু তাঁরা সকলে ধরেই নিয়েছিলেন যে, তিনি আর কখনোই মরবেন না।

[১] তাঁরা এই কথা বিশ্বাস করেছিলেন, কারণ তাঁরা আসলে এমন কিছু দেখতে চাইছিলেন। *Quod volumus facile crediumus* – আমরা সহজেই তা বিশ্বাস করি, যা আমরা সত্যি বলে ধরে নিতে চাই। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, যখন তাঁরা শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবেন এবং যখন খ্রীষ্ট পৃথিবীর শেষ সময়ে দ্বিতীয় আগমন করবেন, তখন পর্যন্ত যোহন বেঁচে থাকলে তা মণ্ডলীর জন্য অত্যন্ত অনুগ্রহের একটি কাজ হবে। কারণ তাঁকে প্রতিটি প্রজন্মই একজন অনুগ্রহপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে গণ্য করবে এবং তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নেবে। যখন তাঁদের সাথে আর খ্রীষ্টের শরীরী উপস্থিতি থাকবে না, তাঁরা চেয়েছিলেন অন্ততপক্ষে তখন যেন তাঁর একজন শিষ্য সব সময় তাঁদের সাথে সাথে থাকেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য যেন চিরকাল তাদের মাঝে বেঁচে থাকেন। তিনি যেন তাঁদের চাহিদা মেটাতে পারেন এবং আত্মিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, পবিত্র আত্মা সব সময় তাঁদের মাঝে অবস্থিতি করবেন এবং তাঁদেরকে সেই স্বর্গীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। লক্ষ্য করুন, আমরা মানুষের উপরে এবং বিভিন্ন পার্থিব মাধ্যমের উপর ভরসা করে থাকি যে, সেগুলো সব সময় আমাদের সাথে সাথে থাকলে আমরা সুখী হব এবং অনুগ্রহ লাভ করব। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষ ব্যবহার করে থাকেন এবং তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে যান, যাতে করে ঈশ্বরের চমৎকার ক্ষমতার নিদর্শন প্রকাশ পায়, মানুষের নয়। পরিচর্যাকারীদেরকে মণ্ডলীর নিদের্শনা দানকারী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এই কাজ সম্পন্ন হবে পবিত্র আত্মার দ্বারা।

[২] সম্ভবত তাঁরা যা চেয়েছিলেন তার সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, যখন তাঁরা যোহন বেঁচে থাকার কথা শুনেছিলেন। যেহেতু তিনি অনেক দিন বেঁচে থাকবেন, তাই তাঁরা এ কথা ভেবে নিয়েছিলেন যে, তিনি সব সময়ই বেঁচে থাকবেন। কিন্তু তাঁদের এ কথা ভাব-ার অবকাশ অবশ্যই ছিল যে, পুরাতন ও বৃদ্ধ সকলকেই তাদের স্থান ছেড়ে দিতে হবে (ইব্রীয় ৮:১৩)।

[৩] এই কথাটির উদ্ভব ঘটেছিল খ্রীষ্টের কথার সূত্র থেকে, তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা থেকে এবং এই কথাটিকেই মণ্ডলী সত্যি ধরে নিয়েছিল। এখানে আমরা যা শিখি তা হচ্ছে:

প্রথমত, মানুষের ঐতিহ্য ও প্রথার অনিশ্চয়তা এবং এর উপর বিশ্বাস গড়ে তোলার মত বোকামি। সে সময় একটি প্রৈরিতিক প্রথা চালু ছিল, আর তা হচ্ছে, ভাইদের কাছে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে এবং দূরে দূরে যাওয়া। এটি ছিল অনেক প্রাচীন প্রথা, অনেক সাধারণ এবং প্রচলিত একটি প্রথা, তারপরও এটি ছিল ভুল একটি প্রথা। সে সময় এই সমস্ত অলিখিত প্রথার উপর মোটেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ছিল না বা উচিত ছিল না, কিন্তু সে সময় পবিত্র শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করে বরং এই সমস্ত প্রথার উপরে অনেকাংশে নির্ভর করা হত। সে সময় তাদের সকলের উচিত ছিল পবিত্র শাস্ত্রের উপর নির্ভরতা এবং বিশ্বাস বজায় রেখে ধার্মিকতার সাথে এর সমস্ত বিধান পালন করা। এখানে আমরা পবিত্র

শাস্ত্রের একটি প্রচলিত এবং প্রথাগত ভুল ব্যাখ্যা দেখতে পাই। খ্রীষ্টের কোন কথা আসলে এখানে মূলত উঠে আসেনি, কিন্তু ভ্রাতৃসমাজের মধ্যে প্রচলিত একটি কথাই খ্রীষ্টের বলা কথার সাথে মিলিয়ে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে একটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে। পবিত্র শাস্ত্র নিজেই তার বলা কথার ব্যাখ্যাকারী এবং তাকেই তা ব্যাখ্যা করতে দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের কথার ভুল ব্যাখ্যা দান করার জন্য মানুষের মধ্যে যে ভুল ইচ্ছা বা চিন্তা প্রকাশ পায়। অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যের আড়ালে থেকে অনেক বড় কোন ভুল করে ফেলা হয়। পবিত্র শাস্ত্র যারা প্রয়োগ করেন এবং ব্যাখ্যা করেন, তাদের অনেকেই অশিক্ষিত এবং অবিবেচক। কিন্তু আমাদের এ কথা চিন্তা করা উচিত হবে না যে, আমরা যদি খ্রীষ্টের কোন কথার ভুল ব্যাখ্যা শুনি তা মোটেও অবাক হওয়ার মত কোন বিষয় নয়। অনেক সময় আল-দাজ্জালের প্ররোচনায় মানুষ এমন ভুল কাজ করে বসে, যা অনেক ক্ষেত্রেই চরম ধ্বংসাত্মক এবং তা খ্রীষ্টান মতবাদের বিরোধী – উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টের এই মহান বাণীর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা – "এই হচ্ছে আমার শরীর।"

(২) এ ধরনের ভুলের সহজ সমাধান রয়েছে, যদি আমরা খ্রীষ্টের কথার প্রতি নির্ভরশীল হই এবং তাঁর প্রতি সদা মনযোগী হই। এ কারণে সুসমাচার লেখক নিজেই এখানে তার ভাইদের মধ্যকার এই ভুল শুধরিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি খ্রীষ্টের কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। তিনি এ কথা বলেন নি যে, সেই শিষ্য মারা যাবেন না। বরং আমরা জানি তিনি বলেছিলেন, "আমি না আসা পর্যন্ত যদি এ থাকে, তাহলে তোমার কি?" তিনি এই কথাই বলেছিলেন এবং এর চেয়ে বেশি আর কোন কথা বলেন নি। "আমার কথার সাথে অন্য আর কিছু যোগ কোরো না।" খ্রীষ্টের নিজের মুখের কথাই তার ব্যাখ্যা প্রদান করে। খ্রীষ্টের বাক্য তার নিজের স্বপক্ষে কথা বলে। যা সত্যিকার এবং স্বাভাবিক তা ছাড়া আর কোন কিছু খ্রীষ্টের বাক্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। আসুন এই বিষয়টিতে আমরা সকলে একমত হই। লক্ষ্য করুন, মানুষের সকল বিতর্কের শেষ হয় সুসমমাচারের কাছে এসে এবং আমাদের সম্ভবত তাদের উচিত সব সময় সুসমাচারের আলোকে কথা বলা (যিশাইয় ৮:২০)। পবিত্র শাস্ত্রের ভাষা সবচেয়ে নিরাপদ এবং সঠিক, যাতে পবিত্র শাস্ত্রের সত্য বাহিত হয়। এই বাক্যই পবিত্র আত্মা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন (১ করিন্থীয় ২:১৩)। পবিত্র শাস্ত্র নিজেই সবচেয়ে মহান অস্ত্র, যার দ্বারা আমরা সকল বিপজ্জনক আঘাতের চিকিৎসা করতে পারি। আর সেই কারণে বহুত্ববাদী, সোকিনিয়ান, প্যাপিস্ট এবং উৎসাহী বিরোধীরা সব রকমভাবে পবিত্র শাস্ত্রের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করে। তাই পবিত্র শাস্ত্র ন্যায্যভাবেই তার সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকে, আর তা হচ্ছে সেই সমস্ত ক্ষত সুস্থ করা। যারা একই যুক্তি এবং মতবাদে একমত হতে পারেন না, যারা বাতাসের শক্তির উৎসের ব্যাপারে এতমত হতে পারেন না এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে একমত হন না, তারা তারপরও একটি পবিত্র শাস্ত্রের বাক্যে বিশ্বাস করেন এবং তারা একে অপরকে ভালবাসার নীতিতে বিশ্বাস করেন।

খ. এখানে আমরা এই সুসমাচারের সমাপ্তি দেখতে পাই এবং সেই সাথে এখানে সুসমাচারের গল্পেরও সমাপ্তি ঘটেছে, পদ ২৪,২৫। এই সুসমাচার লেখক অন্য তিন জনের

মত হঠাৎ করে তাঁর সুসমাচার শেষ করেন নি, বরং তিনি কিছুটা আনুষ্ঠানিকতা সহকারে তাঁর এই সুসমাচার শেষ করেছেন।

১. সুসমাচারটি শেষ হয়েছে এর লেখক বা পাণ্ডুলিপি রচয়িতার সামান্য বর্ণনা দেওয়ার মধ্য দিয়ে, যেখানে পূর্বাপর ঘটনার কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে (পদ ২৪): সেই শিষ্যই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং এসব লিখেছেন, তিনি এই সমস্ত কথা লিখেছেন এই মুহূর্তে বসে এবং পিতর ও তাঁর প্রভুর মধ্যে যে সমস্ত কথা হয়েছিল তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এর আগের পদগুলোতে যার নাম বলা হয়েছে, তিনিই ছিলেন এই সুসমাচারের লেখক যোহন। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) যারা খ্রীষ্টের ইতিহাস লিখেছেন, তাঁরা কখনো তাঁদের নাম সেখানে অন্তর্ভুক্ত করতে লজ্জিত হন নি। যোহন এখানে কার্যকরভাবেই তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। আমরা এতে করে নিশ্চিত হতে পারছি যে, কে এই পাণ্ডুলিপির প্রকৃত রচয়িতা। যেমন করে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, কে পবিত্র শাস্ত্রের বা পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের রচয়িতা, যা আসলে পুরো পুস্তকুল মোকাদ্দেসের ভিত্তি। আমরা সেভাবেই নিশ্চিত হতে পারি যে, কারা চারটি সুসমাচার এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকের রচয়িতা, যা নতুন নিয়মের পঞ্চপুস্তক এবং নতুন নিয়মের ভিত্তি। খ্রীষ্টের জীবন ও তাঁর কাজের বিবরণ কোন অপরিচিত মানুষের হাতের দ্বারা লিখিত হয় নি, বরং তা লিখিত হয়েছে আমাদের পরিচিত এবং বিশ্বাসযোগ্য মানুষের হাতেই। আমরা এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, কারণ তা তাঁদের শহীদী রক্ত দ্বারা সীলমোহর করা হয়েছে।

(২) যারা খ্রীষ্টের ইতিহাস লিখেছেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন। তাঁরা কোন ধরনের ভণ্ডামির আশ্রয় নেন নি, কিন্তু তাঁরা যা কিছু কানে শুনছেন এবং চোখে দেখেছেন তাই তাঁরা লিখেছেন। এই ইতিহাসের রচয়িতা ছিলেন খ্রীষ্টের শিষ্য বা অনুসারী। তিনি খ্রীষ্টের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং সব সময় তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। যার কারণে তিনি খ্রীষ্টের সমস্ত কথোপকথন শুনতে পেতেন এবং তিনি তাঁর সকল কাজের ও কথার সাক্ষী ছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি তা তাঁর নিজের চোখে দেখেছেন। তাই তিনি এই সমস্ত কিছুর সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এতে করে আমরা এই সাক্ষ্য পাই যে, এ সকল ঘটনা সত্য।

(৩) যারা খ্রীষ্টের ইতিহাস লিখেছিলেন, তাঁরা যা দেখেছিলেন তারই সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাই অবশ্যই তাঁদের সকল কথা সত্যি। এটি প্রকাশ করা হয়েছিল পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় এবং ঈশ্বরের পরিচালনায়। তাঁরা তা বিভিন্ন স্থানে তাঁদের কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন এবং এর সত্যতা প্রমাণ করেছেন। যেভাবে ভ্রমণকারীরা তাদের ভ্রমণের বর্ণনা দেয়, সেভাবে তাঁরা মানুষের মনোরঞ্জন করতে তাঁদের সুসমাচারের সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা দেন নি, বরং তাঁরা একজন সাক্ষী হিসেবে যা সত্যি সেটাই তুলে ধরেছেন এবং মানুষের মাঝে খ্রীষ্টের সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁদের সকলের রচনা খ্রীষ্টের মতবাদের সত্যের জগতে জ্বলন্ত সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করছে। আমরা তা গ্রহণ করবো কি করবো না তার উপরে নির্ভর করছে আমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, না কি হবে না।

(৪) এই সুসমাচার অনুগ্রহের সাথে প্রদান করা হয়েছিল, যাতে করে মণ্ডলীকে সাহায্য করা যায় এবং তার জন্য কাজ করা যায়। যাতে করে মণ্ডলীর ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় এবং তা মণ্ডলীর পরবর্তী বৃদ্ধিতে কাজে লাগে। এতে করে সামগ্রিক পূর্ণতা অর্জিত হবে এবং প্রতিটি স্থানে এবং প্রতিটি সময়ে এই সুমসাচার খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করবে।

২. এর শেষে রয়েছে সেই সত্যের সত্যায়ন, যা এখানে বলা হয়েছে: "আমরা জানি তাঁর সাক্ষ্য সত্যি।" এভাবে কথাটির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

(১) এই প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে রচিত মানুষের অনুভূতিকে প্রকাশ করা, যার অর্থ হচ্ছে, যে প্রত্যক্ষদর্শী তারই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হচ্ছে সবচেয়ে নির্মোঘ সত্যের উৎস। সেখানে কোন ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে না। এর কৃতিত্বের জন্য আমাদের সকলের সাধারণ বিশ্বাস থাকতে হবে। নতুবা আমরা তা মিথ্যে বলে রায় দেব। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সাক্ষ্যের উপরে বিচার এবং সাক্ষ্য আসতে পারে। সুসমাচারের প্রকৃতি নির্ণয় ও প্রমাণ কর-ার জন্য আমাদের সকলকে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যে উপরে উপরে ভরসা রাখতে হবে। বস্তুত খ্রীষ্ট যে এ ধরনের মতবাদ প্রচার করেছেন, এবং এ ধরনের আশ্চর্য কাজ করেছেন এবং মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন তা প্রমাণিত হয়েছে। এতে কোনই সন্দেহ নেই, কারণ আমরা এ সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ পেয়েছি। খ্রীষ্টের শিক্ষা নিজেই বলে যে, তিনি এই সমস্ত কাজ করেছেন।

(২) যে সময় এই সকল সত্য প্রকাশ করা হয়েছিল, সেই সময়কার মণ্ডলীর মাঝে সত্যতা তৈরি করার জন্য এই কথা বলা হচ্ছে বা তারাই এর সত্যতা প্রমাণ করেছিল। অনেকে মনে করেন এখানে *আমরা* বলতে ইফিষীয় মণ্ডলীর কথা বোঝানো হয়েছে, আবার অনেকে মনে করেন এশিয়ার মণ্ডলীগুলোর ঐক্যের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে। এমন নয় যে, আত্মার পরিচালনায় লেখা কোন সুসমাচারের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য মানুষের সত্যায়ন প্রয়োজন হয় বা এর দ্বারা এর সত্যতা আরও দৃঢ় হয়। বরং এর দ্বারা এই সত্যায়ন করা হয় যে, মণ্ডলী এই সুসমাচার সম্পর্কে জানতে পেরেছে, এটি একটি অনুপ্রাণিত রচনা এবং এটিকে সন্তুষ্টিজনক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) সুসমাচার লেখক যা বলেছেন তারই প্রেক্ষিতে এটি হচ্ছে তাঁর নিজের আশ্বাস বা সত্যতার প্রকাশ, এর সাথে মেলানো যায় (যোহন ১৯:৩৫): *তিনি জানতেন যে, তিনি সত্যি কথা বলছেন*। তিনি নিজের বিষয়ে বহুবচনে উল্লেখ করেছেন, "আমরা জানি এটি মহিমা প্রকাশের জন্য নয়, বরং নম্রতা প্রকাশের জন্য" (১ যোহন ১:১); "যা কিছু আমরা দেখেছি" (২ পিতর ১:১৬)। লক্ষ্য করুন, সুসমাচার লেখকেরা নিজেরাই সেই সত্য সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন যা তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং অন্যদের কাছে বলেছেন। আমাদের এ কথা অন্য কারও কাছ থেকে প্রমাণ করে আনার প্রয়োজন নেই বা অন্যরা তা বিশ্বাস করে কি না তা দেখারও দরকার নেই। কারণ এই সুসমাচার জীবন আনে এবং অন্যদেরকেও তা প্রদান করে। আমরা যদি এই সুসমাচারের সত্যতার উপর সন্দেহ পোষণ করি, তাহলে আমরা নিজেদের জীবনের উপরেই সন্দেহ করি।

৩. সুসমাচারটির শেষ পর্যায়ে রয়েছে আরও অনেক বিষয়ের উল্লেখ। যা খুবই স্মরণীয়, যা

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট করেছিলেন, যা সে সময় বেঁচে থাকা অনেকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং তারা অনেকেই সে সময় ঘটনা সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করার মত এত স্থান সঙ্কুলান হত না, পদ ২৫। আরও অনেক ঘটনা ছিল, যা অত্যন্ত স্মরণীয় এবং উল্লেখযোগ্য ছিল। তার সব যদি লেখা হত, তাহলে আরও অনেকগুলো সুসমাচার লিখতে হত। এতে করে সারা পৃথিবীতে এর জায়গা হত না। এর অর্থ হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে যত গ্রন্থাগার আছে তাতে এই এত এত গ্রন্থ রাখার জায়গা হত না। এভাবে যোহন একজন ভবিষ্যদ্বক্তার মত করে তাঁর কথা শেষ করলেন, যেমনটি করেছিলেন পৌল (ইব্রীয় ১১:৩২): "আর বেশি কি আমি বলতে পারি? কারণ এতে করে সময় শেষ হয়ে যাবে তবু আমার কথা শেষ হবে না।" যদি প্রশ্ন করা হয় কেন সুসমাচার আরও বড় হল না, তাহলে বলতে হবে, কোন লেখকই নতুন নিয়মকে পুরাতন নিয়মের মত এত শব্দবহুল এবং দীর্ঘায়িত করতে চান নি। এর ব্যাখা হিসেবে আমরা দেখি:

(১) তাঁরা এমনটি করেন নি, কারণ তাঁরা তাঁদের বিষয়বস্তু নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁরা যা লেখা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি এবং অতিরিক্ত কোন কথা লিখতে চান নি। তথাপি সুসমাচার লেখকদের লেখায় খ্রীষ্টের অনেক কথা এবং কাজ উঠে এসেছে, যা স্বর্ণের অক্ষরে লিখে রাখার মত মূল্যবান আমাদের কাছে। এর কারণ হচ্ছে:

[১] খ্রীষ্ট যা কিছু বলেছেন এবং করেছেন তার সবই আমাদের নজরে আছে এবং তা আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে চাই। তিনি কখনো এমন কিছু বলেন নি যা বাজে বা ছোট বা ফেলনা, যার কারণে তাঁকে সমস্ত মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী বলে অভিহিত করা হয়।

[২] তাঁর অনেক আশ্চর্য কাজ ছিল, যা ছিল বহুল পরিমাণের এবং বহু ধরনের। তার বেশ কয়েকটি তিনি কয়েকবার করে করেছেন। কারণ এমন অবস্থা এসেছিল যে, তাঁকে বারবার একই আশ্চর্য কাজ করতে হয়েছে। তবুও একটি সত্যিকার আশ্চর্য কাজই একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশকে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। আশ্চর্য কাজের পুনরাবৃত্তি মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা তৈরি করে এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যে তা বিভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিটি নতুন আশ্চর্য কাজ আগের আশ্চর্য কাজগুলোকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং আরও বেশি লোক বিশ্বাস স্থাপনে আগ্রহী হয়। এই সুসমাচার লেখক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক ধরনের আশ্চর্য কাজের বর্ণনা দিয়েছেন যা আমরা দেখি মথি ৪:২৩,২৪; ৭:৩৫; ১১:১; ১৪:১৪,৩৬; ১৫:৩০; ১৯:২ এবং অন্যান্য আরও অনেক পদে। যখন আমরা খ্রীষ্টের কথা বলি, তখন আমাদের সামনে শব্দবহুল এবং অনেক কথা বলা যায় এমন একটি বিষয় উপস্থাপিত হয়। বাস্তবতা তখন প্রতিবেদনকে ছাপিয়ে যায় এবং তারপরও এর অর্ধেক পরিমাণও আমরা বলতে পারি না। প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টের এমন অনেক বাণী থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছেন, যা কোন সুসমাচার লেখকই উল্লেখ করেন নি (প্রেরিত ২০:৩৫) এবং সন্দেহাতীতভাবে এমন আরও অনেক কথা ছিল যা খ্রীষ্ট বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সুসমাচার লেখকেরা উল্লেখ করেন নি।

(২) তবে এই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এইভাবে:

[১] এর চেয়ে বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন ছিল না। যা লেখা হয়েছে তা খ্রীষ্টের মতবাদের প্রকাশ ও তার প্রমাণের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং বাকিগুলো একটি উদ্দেশ্য বহন করে। যারা বলে যে, আমাদের বিশ্বাস পরিচালনা এবং প্রয়োগ করতে আরও বেশি পরিমাণে এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল, তারা ভুল কথা বলে। আমরা যেন এই ধারণা দ্বারা নিজেদেরকে নিমজ্জিত না করি, কারণ অনেক কিতাবেরই কোন শেষ নেই (উপদেশক ১২:১২)। যা লেখা হয়েছে তা যদি আমরা বিশ্বাস না করি এবং এর উত্তরণ ঘটানোর চেষ্টা না করি, তাহলে আমরা এ থেকে সফলতা লাভ করতে পারবো না।

[২] সব কিছু লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। পবিত্র আত্মার নিজের পক্ষে সমস্ত কিছু লেখা সম্ভব ছিল ঠিকই, কিন্তু সত্যিকার অর্থে পাণ্ডুলিপিকারদের পক্ষে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। পৃথিবীতে এত পুস্তকের জায়গা হত না। খ্রীষ্টের সমস্ত কথা ও কাজের বর্ণনা অত্যন্ত বৃহৎ ও সুপরিসর, যার কারণে যখন তা সম্পূর্ণভাবে লেখা হবে, তখন তা ধারণ করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তখন সেই পুস্তকের এবং সেগুলোর পৃষ্ঠার সংখ্যা হবে অকল্পনীয় এবং বহুল পরিমাণ। এটি এমন এক বৃহৎ এবং সুপরিসর ইতিহাস হয়ে দাঁড়াবে যা কেউ কখনো দেখেনি বা শোনেনি, এতে করে আমাদের অন্যান্য কোন রচনার স্থান হবে না এবং সকলকে এই সুসমাচারের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। যে প্রার্থনা খ্রীষ্ট রাতের পর রাত জেগে করেছেন, তার কোন পুনরাবৃত্তি না করে লিপিবদ্ধ করতে চাইলে যতগুলো খণ্ড হবে, তার সংখ্যা অকল্পনীয়। আমরা যদি তাঁর সব আশ্চর্য কাজ, সুস্থতা দানের কাজ, তাঁর সকল কষ্ট ও দুঃভোগের বর্ণনা এবং তাঁর দেওয়া সমস্ত বাণী ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ করতে যাই, তাহলে এর কোন শেষ থাকবে না।

[৩] এর চেয়ে বেশি আর না লেখার জন্য বলা হচ্ছে, কারণ এর চেয়ে বেশি লেখা হলে তা এই শাস্ত্রে সঙ্কুলান হত না। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন, তাদের তা শোনার মত সামর্থ্য নেই। এই একই কারণে সুসমাচার লেখকেরা তেমন কিছু লেখেন নি, যা লেখার মত সামর্থ্য তাদের নেই। পৃথিবীতে এর স্থান হত না – *কোরেসাই (Choresai)*; এখানে এই শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে (যোহন ৮:৩৭): "তোমার কাছে আমার কথার কোন স্থান নেই।" সেগুলো এত বেশি যে, তার স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। এত বেশি কথা যদি লেখা থাকতো, তাহলে সকলে শুধু পড়েই যেত এবং তাদের আর এই নিয়ম পালন করা হত না। যা লেখা হয়েছে তার বেশিরভাগই বাদ দিয়ে যাওয়া হত, ভুলে যাওয়া হত এবং অনেক সন্দেহপূর্ণ বিতর্কের জন্ম হত, যদি সত্যিই খ্রীষ্টের সমস্ত কীর্তি নিয়ে বই লেখা হত। কিন্তু ইতিহাসের জন্য আমাদের যেটুকু প্রয়োজন রয়েছে তাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোন কিছুই বাড়তি লেখা হয় নি আবার কোন কিছুই বাদ দিয়ে লেখা হয় নি। ঈশ্বর খুব প্রজ্ঞা ও বিবেচনার সাথে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এ জন্য তিনি সুসমাচার লেখকদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁরই পবিত্র আত্মা দ্বারা। আমাদের এ কারণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, ঈশ্বর অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবেচনার সাথে আমাদের সামনে খ্রীষ্টের জীবনের সমস্ত দিক সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে এনেছেন, যাতে করে আমাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন কিছুই না হয় এবং আমরা যেন অতিরিক্ত চাপ

অনুভব করে সুসমাচার থেকে দূরে সরে না যাই।

সুসমাচার লেখক যোহন আমেন বলে তাঁর সুসমাচার শেষ করেছেন এবং তাঁর নামাঙ্কিত করে সাক্ষর করেছেন। তিনি এর মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাসের জন্য এই সাক্ষ্য দিয়েছেন, যেন আমরা আমরা সত্যের আত্মায় পূর্ণ হয়ে এই সুসমাচার গ্রহণ করি এবং বিশ্বাস করি যে, এই সুমাচার সত্য এবং যথার্থ। আমেন কথাটি দ্বারা এই সুসমাচারের সমস্ত কথার নিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আমাদেরকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য আরও সচেতন করে তোলা হয়েছে। আমেন, সমস্ত কিছু পূর্ণতা লাভ করুক।